তাফসীরে তাবারী শরীফ

অষ্টম খণ্ড

আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ
ইব্‌ন জারীর তাবারী (রহ.)

Contents

তাফসীরে তাবারী শরীফ

অষ্টম খণ্ড

আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী
রহমাতুল্লাহি আলায়হি

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তাফসীরে তাবারী শরীফ (অষ্টম খণ্ড)
তাফসীরে তাবারী প্রকল্প

প্রকাশকাল
আষাঢ় : ১৪০৭
রবিউল আউয়াল : ১৪২১
জুন : ২০০০

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১৭০
ইফাবা প্রকাশনা : ১৯৮১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0562-3

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগার গাঁও, শেরে বাংলানগর ঢাকা-১২০৭

মুদ্রণ
মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

প্রচ্ছদ : মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন

মূল্য ২৩৫.০০

TAFSIR-E-TABARI SHARIF (8th Volume) (Commentary on the Holy Qur'an): Written by Allama Abu Jafar Muhammad Ibn Jarir Tabari (Rh.) in Arabic, transslated into Bengali under the supervision of the Editorial Board of Tabari Sharif and published by Director, Translation and Compilation. Islamic Foundation Bangladesh. Agargaon, Sher-e-Banglanagar, Dhaka—1207

Price: Tk 235.00 US Dollar. 7.00

মহাপরিচালকের কথা

এ দেশের মানুষকে প্রকৃত অর্থে ধার্মিক এবং ধর্মীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ করার মানসে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ প্রভৃতি আরবি-সহ অন্যান্য ভাষায় রচিত দীনী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করে এ যাবত অসংখ্য গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেছে। এসব গ্রন্থ জনগণের নিকট বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। এ সব গ্রন্থের মধ্যে তাফসীর গ্রন্থের গুরুত্ব সর্বাধিক। কারণ তাফসীর গ্রন্থ হলো মূলত: আল-হাদীসের মাধ্যমে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। আল কুরআন আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে মহানবী (সা)-এর উপর ওহীর মাধ্যমে নাযিলকৃত গ্রন্থ হওয়ায় সাধারণ মানুষের পক্ষে এর অন্তর্নিহিত ভাব ও মর্ম সম্যকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এজন্য ইসলামের প্রথম থেকেই কুরআন ও হাদীসে বিশেষজ্ঞ 'আলিমগণ সাধারণ মানুষের জন্য সহজসাধ্য করে রচনা করেছেন তাফসীর গ্রন্থ। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন মুসলিম জাহানে সমাদৃত নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থমালা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে যাচ্ছে।

এসব তাফসীর গ্রন্থমালার মধ্যে পবিত্র কুরআনের প্রখ্যাত ভাষ্যকার আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র) প্রণীত তাফসীরে তাবারী অন্যতম। পবিত্র কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যায় অধিক সংখ্যক হাদীস ব্যবহৃত হওয়ায় গ্রন্থখানি মুসলিম জাহানে বিশেষভাবে সমাদৃত। তত্ত্ব ও তথ্যের বিশুদ্ধতার জন্য পাশ্চাত্য জগতের পণ্ডিত-গবেষকগণও এ তাফসীরখানার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন। ১৯৮৮ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস তাফসীরটির প্রথম খণ্ডের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলার অপার অনুগ্রহে আমরা বিশ্বব্যাপী খ্যাতিসম্পন্ন এই তাফসীর গ্রন্থের ৭ম খন্ড পর্যন্ত বাংলা অনুবাদ ইতিপূর্বে প্রকাশ করেছি। এবার ৮ম খণ্ড প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এর অনুবাদ ও সম্পাদকমণ্ডলীকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ এর প্রকাশনায় যারা বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, তাঁদেরকেও জানাই মোবারকবাদ।

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এই প্রচেষ্টাকে ইবাদত হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

মাওলানা আবদুল আউয়াল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

কুরআন মজীদের ভাষা আরবী, যে কারণে এর অর্থ, মর্ম ও ব্যাখ্যা জানার জন্য যুগে যুগে নানা ভাষায় কুরআন মজীদের অনুবাদ হয়েছে, এর ভাষ্যও রচিত হয়েছে। ভাষ্য রচনার ক্ষেত্রে যে সব তাফসীর গ্রন্থকে মৌলিক, প্রামাণ্য ও প্রাচীন হিসেবে গণ্য করা হয়, তাফসীরে তাবারী শরীফ সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই তাফসীরখানার রচয়িতা আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র) (জন্ম ঃ ৮৩৯ খৃষ্টাব্দ/২২৫ হিজরী, মৃত্যু ঃ ৯২৩ খৃষ্টাব্দ/৩১০ হিজরী)। কুরআন মজীদের ভাষ্য রচনা করতে যেয়ে প্রয়োজনীয় যত তথ্য ও তত্ত্ব পেয়েছেন,তা তিনি এতে সন্নিবেশিত করেছেন। ফলে এই তাফসীরখানা হয়ে উঠেছে প্রামাণ্য মৌলিক তাফসীর, যা পরবর্তী মুফাস্‌সিরগণের নিকট তাফসীর প্রণয়নের নির্ভরযোগ্য সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এই তাফসীরখানা তাফসীরে তাবারী শরীফ নামে সমধিক পরিচিত হলেও এর আসল নাম 'জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন'।

পাশ্চাত্য দুনিয়ার পন্ডিত মহলে ঐতিহাসিক এবং সমালোচনমূলক গবেষণার জন্য এই তাফসীরখানা বিশেষভাবে সমাদৃত। আমরা প্রায় সাড়ে এগারো শ' বছরের প্রাচীন এই জগদ্বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থখানির বাংলা তরজমা প্রকাশ করতে পারায় আল্লাহ্ তা'আলার মহান দরবারে অগণিত শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আমরা ক্রমান্বয়ে তাফসীরে তাবারী শরীফের প্রতি খণ্ডের তরজমা প্রকাশ করবো ইনশাআল্লাহ্। বর্তমান ৮ম খণ্ডের অনুবাদ ও সম্পাদনার সাথে যাঁরা সম্পৃক্ত ছিলেন, তাঁদের সবাইকে জানাই মোবারকবাদ। সেই সঙ্গে এই খণ্ডখানি প্রকাশে যাঁরা আমাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সবাইকেও মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি নির্ভুলভাবে এই পবিত্র গ্রন্থখানা প্রকাশ করতে, তবুও এতে যদি কোনরূপ ভুল-ভ্রান্তি কোন পাঠকের নজরে পড়ে, তাহলে মেহেরবানী করে তা আমাদের জানালে আমরা ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দেবো। আশা করছি অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় বর্তমান খণ্ডটিও পাঠকপ্রিয়তা লাভ করবে।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদ

অনুবাদক মণ্ডলী

১. মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন

২. মাওলানা ইসহাক ফরিদী

৩. মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

সূচীপত্র

সূরা নিসা

Contents

সূরা মায়িদা

মাদানী সূরা, ১ থেকে ১২০

(পনের)

তাবারী শরীফ

অষ্টম খণ্ড

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা নিসা

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

১০১. তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে তখন যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিররা তোমাদের জন্যে ফিত্‌না সৃষ্টি করবে, তবে সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন দোষ নেই। কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

সূরা মায়িদা

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

১. হে মু'মিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করবে। যে সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু সম্বন্ধে পরে বর্ণনা আসছে, তাছাড়া আর গৃহপালিত জন্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে; তবে ইহ্‌রাম অবস্থায় যে শিকার করা হয়, তা হালাল নয়। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পাক নিজ ইচ্ছানুযায়ী আদেশ করেন।

সূরা নিসা

মাদানী সূরা, ১০১ থেকে ১৭৬ আয়াত

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(١٠١) وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكٰفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ○

১০১. তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে তখন যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিররা তোমাদের জন্যে ফিত্‌না সৃষ্টি করবে, তবে সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন দোষ নেই। কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْأَرْضِ অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন পৃথিবীতে সফর কর, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ অর্থাৎ তোমাদের কোন দোষ হবে না, গুনাহ্ হবে না أَنْ تَقْصُرُوْا। مِنَ الصَّلٰوةِ অর্থাৎ সালাত সংক্ষেপ করলে অর্থাৎ গৃহে থাকা অবস্থায় যে সালাত ৪ রাকা'আত আদায় করতে, সফর অবস্থায় তা দু'রাক'আত আদায় করলে কোন অপরাধ হবে না। কেউ কেউ বলেন, আয়াতের উদ্দেশ্য এই, তোমাদের সফরকালে সালাতকে তার ন্যূনতম সংখ্যায় অর্থাৎ এক রাক'আত আদায় করলে কোন দোষ হবে না।

কেউ বলেছেন, আয়াতের অর্থ হল- সালাতের জন্যে নির্ধারিত বিধি-বিধানে সামান্য হ্রাস করলে কোন অপরাধ হবে না।

إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا যদি তোমাদের আশংকা থাকে যে, কাফিররা তোমাদেরকে সালাত আদায়কালে বিব্রত করবে। মু'মিনদের প্রতি কাফিরদের ষড়যন্ত্র হল, মু'মিনদের সালাত আদায়কালে, সাজদাহ করার সময় তাদের ওপর আক্রমণ করা, তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করা, যাতে তারা সালাত আদায় করতে না পারে। আল্লাহ্‌র 'ইবাদতের মধ্যে তারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে ঈমান এনেছ, তারা যে সকল দেব-দেবী ও প্রতিমা পূজা করে, তোমরা তা পরিত্যাগ করেছ এবং তারা যে বিভ্রান্তিতে আছে তার বিরোধিতা করছ। এজন্যে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তারা তাদের শত্রুতার কথা প্রকাশ করেছে।

"সালাত সংক্ষেপ করণে কোন দোষ নেই" এ সম্পর্কে তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেন, মুকীম তথা স্বগৃহে অবস্থানকালে সালাত চার রাক'আত আদায় করা যরূরী; সফর অবস্থায় তা সংক্ষিপ্ত করে দু'রাক'আত আদায়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৩১০. ইয়া'লা ইব্ন মুনিয়া (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী - فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ (তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে, তখন যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিররা তোমাদের জন্যে ফিত্না সৃষ্টি করবে, তবে সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন দোষ নেই।) এ সম্পর্কে আমি হযরত উমার ইব্ন খাত্তাব (র.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এ-ও বললাম যে, এখন তো লোকজন শংকামুক্ত। উত্তরে তিনি বললেন "এর মর্ম সম্পর্কে আপনি যেমন অবাক হয়েছেন, আমিও সেরূপ অবাক হয়েছিলাম। তাই এ সম্পর্কে আমি মহানবী (সা.)-কে আরয করেছিলাম, মহানবী (আ.) বললেন, এ হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত সাদকা বা অনুগ্রহ, তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন, সুতরাং তোমরা তাঁর এ দান গ্রহণ কর।"

১০৩১১. অপর সনদে হযরত 'উমার (র.)-এর সূত্রে মহানবী (সা.) থেকে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

১০৩১২. ইয়া'লা ইব্ন উমাইয়া (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'উমার ইব্ন খাত্তাব (র.)-কে উদ্দেশ্য করে বললাম, লোকজন এখন শংকামুক্ত; তবুও তারা সালাত কসর তথা সংক্ষিপ্তভাবে আদায় করছে, তাতে আমি অবাক হচ্ছি। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন "কাফিরদের পক্ষ থেকে ফিত্নার আশংকা থাকলে তোমরা সালাত সংক্ষেপ করলে দোষ নেই।" উত্তরে হযরত 'উমার (র.) বললেন, "যে জন্যে আপনি অবাক হচ্ছেন, একই কারণে আমিও অবাক হয়েছি। তারপর আমি বিষয়টি নিয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে আরয করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, "এ হচ্ছে অনুগ্রহ, আল্লাহ্ তোমাদের দিয়েছেন। তোমরা তাঁর দান গ্রহণ কর।"

১০৩১৩. আবূ 'আলিয়া (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি মক্কা শরীফ গিয়েছিলাম। আমি সালাত আদায় করছিলাম দু'রাক'আত করে। এ দেখে সেখানকার কিরা'আত বিশেষজ্ঞগণ আমাকে বললেন, আপনি এ কেমন নামায আদায় করছেন? আমি বললাম, দু'রাক'আত করে আদায় করছি। তাঁরা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি হাদীস দ্বারা সমর্থিত, না কু'রআন দ্বারা? আমি বললাম, পবিত্র কুর'আন ও হাদীস দু'টো দ্বারাই অনুমোদিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজেই তো দু'রাক'আত করে আদায়

করেছেন। তাঁরা যুক্তি দেখালেন যে, তা তো ছিল অমুসলিম শাসিত মক্কায়। আমি বললাম, (মুলতঃ তখনও কাফিরদের পক্ষ থেকে আক্রমণের আশংকা ছিল না, যেহেতু) আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন—

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لاَ تَخَافُوْنَ

(নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় নিশ্চয় তোমরা মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে -কেউ কেউ মস্তক মুন্ডিত করবে, কেউ কেউ কেশ কর্তন করবে। সূরা ফাতহ্ ঃ ২৭)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ

(তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে.....) আয়াতটি তিনি এ থেকে......فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ পর্যন্ত পাঠ করেছেন।

১০৩১৪. হযরত 'আলী (র.) থেকে বর্ণিত। ব্যবসায়ীদের একটি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে 'আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.) আমরা তো পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সফর করে থাকি। তখন আমরা কিভাবে নামায আদায় করব? তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ

(তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করলে কোন দোষ নেই) এতটুকু নাযিল হওয়ার পর ওয়াহী বন্ধ হয়। এর এক বৎসর পর নবী করীম (সা.) যখন জিহাদের জন্যে বের হলেন এবং যোহরের নামায আদায় করলেন, তখন মুশরিকরা পরস্পর বলতে লাগল ঃ "মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সঙ্গীগণ যোহরের নামায আদায়কালে তোমাদেরকে সুযোগ দিয়েছিল; তোমরা সে মূহূর্তে তাদের উপর আক্রমণ করলে না কেন ?" ওদের একজন তখন বলল, অনতিবিলম্বে তোমাদের জন্যে অনুরূপ একটি সুযোগ আসছে (আসরের সময়)। তারপর মু'মিনগণকে সতর্ক করে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা দু'সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে নাযিল করলেন ঃ

اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ ....اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا

(তোমরা যদি ভয় কর যে, কাফিররা তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করবে, তবে কাফিররা তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আর (হে রাসূলুল্লাহ্) আপনি যখন তাদের মধ্যে থাকেন এবং তাদেরকে নামাযে দাঁড় করান, তখন তাদের একদল যেন আপনার সাথে নামাযে দাঁড়ায় এবং তারা যেন সশস্ত্র থাকে। তারপর যখন তারা

সাজদা শেষ করে তখন যেন তারা আপনার পেছনে যায় এবং অন্যদল যারা নামায আদায় করেনি, তারা যেন আপনার সাথে নামায পড়ে ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা স্বরূপ অস্ত্র সঙ্গে রাখে এবং কাফিররা চায় যে, তোমরা নিজ অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি থেকে গাফিল হও। সেই সুযোগে তারা তোমাদের প্রতি একসংগে আক্রমণ করতে পারে। আর যদি তোমরা বৃষ্টির দরুণ অসুবিধায় পড় তবে অস্ত্র পরিত্যাগ করলে কোন গুনাহ হবে না। আর তোমরা নিজে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই সঙ্গে রাখ। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক কাফিরদের জন্য অত্যন্ত অবমাননাকর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।)

অত্র আয়াত দ্বারা 'সালাত আল খাওফ' বা ভয়কালীন সালাতের বিধান নাযিল হল।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী বলেন, আয়াতের এ ব্যাখ্যাটি উত্তম হতো যদি তাতে اَنْ শব্দটি না থাকত। কারণ اَنْ শব্দটি তার পরবর্তী বক্তব্য থেকে তার পূর্ববর্তী বক্তব্যকে পৃথক করে দেয়। আয়াতে اَنْ না থাকলে আবূ রাওক-এর বর্ণনা মুতাবিক আয়াতের ব্যাখ্যা হত, হে মু'মিনগণ! সালাত আদায়কালে তোমরা যদি কাফিরদের পক্ষ থেকে ফিত্নার আশংকা কর এবং হে মুহাম্মদ (সা.) যদি আপনি তাদের মধ্যে অবস্থান করে সালাত কায়েম করতেন তবে তাদের একদল আপনার সাথে সালাত আদায়ের জন্যে দাঁড়াত....।

উল্লেখ্য 'উবাই ইব্ন কা'ব (র.)-এর পাঠরীতি মুতাবিক আয়াতটি হবে ঃ

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا..........)

১০৩১৫. উবাই ইব্ন কা'ব (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا পড়তেন, কিন্তু اِنْ خِفْتُمْ পাঠ করেননি।

১০৩১৬. উবাই ইব্ন কা'ব (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত যে, বর্ণনাকারী বকর (র.) বলেন, উসমান (র.)-এর সংকলিত কুরআনুল করীমে اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا রয়েছে।

উবাই ইব্ন কা'ব (র.) এর পাঠরীতি নির্দেশ করে যে, اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আয়াতাংশ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ -এর সাথে মিলিত। এর অর্থ এই যে, তোমরা যখন দেশে-বিদেশে সফর করতে যাবে তখন কাফিরদের পক্ষ থেকে ফিত্নার আশংকা থাকলে সালাত সংক্ষিপ্ত করণে তোমাদের কোন দোষ হবে না। وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ থেকে একটি নতুন বিষয়ের আরম্ভ। পূর্ববর্তী বিষয় থেকে একটি পৃথক বিষয়।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আলোচ্য আয়াতে সফরে সালাত সংক্ষিপ্ত করার যে অনুমতি দেয়া হয়েছে, তা মুসাফিরদের সালাত আদায়কালে শত্রুর আক্রমণের ভয় থাকলে প্রযোজ্য হবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৩১৭. 'আয়েশা (র.) থেকে বর্ণিত। সফরে সালাত আদায় সম্পর্কে তিনি বলতেন ঃ তোমরা সালাত পুরোপুরি আদায় কর। অন্যান্যরা বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তো সফরকালে দু'রাক'আত আদায়

করেছেন। উত্তরে 'আয়েশা (র.) বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) শত্রুশাসিত দেশে ছিলেন এবং শত্রুর আক্রমণের ভয় ছিল; কিন্তু তোমরা কি কোন ভয়-ভীতির আশংকায় আছ ?

১০৩১৮. উমাইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন খালিদ ইব্ন উসায়দ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (র.) কে বলেছিলেন— "কুরআন মজীদে আমরা তো ভয়ের অবস্থায় সালাত সংক্ষেপ করার কথা পাই, মুসাফিরের জন্যে সালাত সংক্ষেপ করার কথা তো পাই না।" উত্তরে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (র.) বললেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে যেভাবে আমল করতে দেখেছি, আমরাও সেভাবে আমল করছি।"

১০৩১৯. হিশাম উব্ন উরওয়া (র.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, 'আয়েশা (র.) সফরের অবস্থায় সালাত দু'রাক'আত করে আদায় করতেন।

১০৩২০. ইব্ন জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আতা (র.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, কোন্ কোন্ সাহাবী সফর অবস্থায় সালাত পুরোপুরি পড়তেন? উত্তরে তিনি বললেন, 'আয়েশা (র.) ও সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (র.)।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, এ আয়াতে 'সালাতুল খাওফ' বা ভয়কালীন নামায সংক্ষেপ করার কথা বলা হয়েছে, তবে তা যুদ্ধাবস্থায় নয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৩২১. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহ্‌র বাণী فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰوةِ সম্পর্কে তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ (র.) অবস্থান করছিলেন 'উসফান' নামক স্থানে। আর মুশরিকরা অবস্থান করছিল 'দাজনান' নামক স্থানে। কিছুক্ষণের জন্যে উভয় পক্ষ যুদ্ধে বিরতি দিলেন। ইত্যবসরে সাহাবা-ই কিরামকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) দু'রাক'আত কিংবা চার রাক'আত (সন্দেহ করেছেন বর্ণনাকারী আবু আসিম) যোহরের সালাত আদায় করেন। একই সাথে সবাই রুকূ' সাজদা ও কিয়াম আদায় করেন। মুশরিকরা এ সুযোগে তাঁদের সাজ-সরাম লুট করার ইচ্ছে করেছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ (তখন মু'মিনদের একদল যেন আপনার সাথে দাঁড়ায়)। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আসরের সালাত আদায় করলেন। সালাত আদায়কালে সাহাবীগণ দু'দলে বিভক্ত হলেন। তিনি সকলের ইমামতির নিয়াত করে তাকবীর বললেন। তারপর প্রথম দল সাজদায় গেলেন আর দ্বিতীয় দল দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রথম সাজদা শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন দাঁড়ালেন তখন দ্বিতীয় দল সাজদা করে নিলেন। তারপর দ্বিতীয় রাক'আতে তিনি রুকূর তাকবীর বললেন, সবাই রুকূতে গেলেন। এরপর দ্বিতীয় দল এগিয়ে এসে সাজদা করলেন, প্রথম দল পেছনে সরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর প্রথম দল সাজদা করলেন। আসরের সালাত তখন দু'রাক'আত আদায় করলেন।

১০৩২২. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) ও সাহাবা-ই-কিরাম (র.) অবস্থান করছিলেন 'উসফান' নামক স্থানে, তখন মুশরিকরা অবস্থান করছিল 'দাজনান' স্থানে। কিছুক্ষণের জন্যে তাঁরা যুদ্ধে বিরতি দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবীদেরকে নিয়ে যোহরের দু'রাক'আত সালাত আদায় করেন, সবাই একসাথে রুকূ-সাজদা করেন। এ সুযোগে মুশরিকরা মুসলমানদের মালপত্র সাজ-সরঞ্জাম লুটে নেয়ার ইচ্ছে করেছিল। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন— فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ (তাদের একদল যেন আপনার সাথে দাঁড়ায়) এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এভাবে আসরের সালাত আদায় করেন যে, সাহাবীদেরকে (র.) দু'দলে বিভক্ত করলেন। সকলকে নিয়ে তিনি তাকবীরে তাহরীমা বললেন। তিনি যখন সাজদায় গেলেন তখন প্রথম দল তাঁর সাথে সাজদা করল আর দ্বিতীয় দল সাজদায় না গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকবীর বলে দ্বিতীয় রুকূতে গেলেন, সবাই তাঁর সাথে রুকূতে গেল। এরপর দ্বিতীয় দল অগ্রসর হল, প্রথম দল পিছু সরে এল। তারপর দ্বিতীয় দল সাজদা করল। এরপর প্রথম দল সাজদা করল, যেমনটি পূর্বে করেছিল। আসরের সালাত দু'রাক'আতে সংক্ষিপ্ত করা হল।

১০৩২৩. আবূ আইয়্যাশ যুরুকী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'উসফান' নামক স্থানে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে ছিলাম। মুশরিকদের সেনাপতি ছিল খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ। আমরা সবাই যোহরের সালাত আদায় করলাম। মুশরিকরা বলাবলি করছিল যে, ঐ মুহূর্তে মুসলমানগণ এমন একটা অবস্থায় ছিল যে, আমরা ইচ্ছা করলে তাদের মালপত্র লুট করতে পারতাম। তাদের অসচেতনার সুযোগ গ্রহণ করতে পারতাম। যোহরের সালাতের পর আসরের পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা সালাতে কছর করার বিধান নাযিল করলেন। আছরের সালাত আদায়কালে সাহাবীগণ অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পেছনে সারিবদ্ধ হলেন। তাঁরা ছিলেন কিবলামুখী আর মুশরিকরা ছিল তাঁদের মুখোমুখি। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকবীর-ই-তাহরীমা বললেন, সবাই-তাকবীর সহকারে সালাতে দাখিল হলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রুকূ' করলেন, সবাই রুকূ' করলেন। তিনি রুকূ' থেকে দাঁড়ালেন, সবাই দাঁড়ালেন। তার পর তিনি সাজদায় গেলেন, তাঁর সাথে সাজদায় গেলেন প্রথম সারি। দ্বিতীয় সারি প্রহরারত দাঁড়িয়ে রইল। প্রথম সারি সাজদা শেষে দাঁড়ানোর পর দ্বিতীয় সারি সাজদা করে নিল। তারপর প্রথম সারি পেছনে সরে যায় এবং দ্বিতীয় সারি এগিয়ে এসে তাঁদের স্থানে দাঁড়ায়। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) দ্বিতীয় রুকূ' করেন, সবাই তাঁর সাথে রুকূ' করেন। তিনি রুকূ' থেকে দাঁড়ান, সবাই দাঁড়ান। তারপর তিনি সাজদা করেন, তাঁর সাথে সাজদা করেন এখনকার প্রথম সারি; আর দ্বিতীয় সারি প্রহরারত দাঁড়িয়ে থাকেন। প্রথম সারি সাজদা শেষ করলে দ্বিতীয় সারি সাজদা করেন। এরপর সবাই তাঁর সাথে বসে পড়েন। পরে তিনি সবাইকে নিয়ে সালাম করে নামায শেষ করেন। বানূ সুলাইম দিবসে 'উসফান' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ ভাবে সালাত আদায় করেন।

১০৩২৪. আবূ আইয়্যাশ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) 'উসফান' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তারপর বর্ণনাকারী পূর্ববর্তী বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা করেন।

১০৩২৫. সুলাইমান ইয়াশকারী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি সালাতে কছর বা সংক্ষিপ্তকরণ সম্পর্কে হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, এ বিধান কোন্ দিন নাযিল হয়েছিল। হযরত জাবির (রা.) বললেন ঃ সিরিয়া প্রত্যাগত কুরায়শ কাফেলাকে বাধা দিতে আমরা অগ্রসর হই। আমরা যখন নাখ্ল্ অঞ্চলে পৌঁছি, তখন শত্রুপক্ষের জনৈক লোক রাসূলুল্লাহ্র (সা.) নিকট এসে বলে, হে মুহাম্মদ (সা)! রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, হাঁ, বল। সে বলল, তুমি কি আমাকে ভয় কর? রাসূলুল্লাহ্ বললেন, না, আমি তোমাকে ভয় করি না। সে বলল, এখন আমার হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করবে কে? তিনি উত্তর দিলেন, "আল্লাহ্ই আমাকে রক্ষা করবেন"। বর্ণনাকারী বললেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তরবারী খুললেন এবং আগন্তুক মুশরিককে ভয় দেখালেন, তারপর কাফিলার লোকজনকে উপস্থিত হতে এবং অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত রাখতে নির্দেশ দিলেন। তখন সালাত আদায়ের ঘোষণা দেয়া হল। এক দলকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সালাত আদায় করলেন, আর অপর দল প্রহরায় রত ছিলেন। যাঁরা তাঁর সাথে ছিলেন, তাঁদেরকে নিয়ে তিনি দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর তারা পিছু সরে গিয়ে অন্যদের স্থানে প্রহরায় দাঁড়ালেন আর অপর দল এগিয়ে এলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁদেরকে নিয়ে দু'রাক'আত আদায় করলেন। তারপর তিনি সালাম ফিরালেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হল ৪ রাক'আত। আর অন্যদের দু'রাক'আত দু'রাক'আত। সে দিনই আল্লাহ্ তা'আলা সালাত কছর করার বিধান নাযিল করলেন এবং মু'মিনগণকে অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হল।

অন্যান্য তফছীরকারগণ বলেন, আয়াতে মহাবিপদের অবস্থা ছাড়াই সালাতুল খাওফকে সংক্ষিপ্ত করণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে মুকীম অবস্থায় সালাতের সংক্ষেপণ নয়, বরং সফর অবস্থার সালাতের সংক্ষেপণ। তাঁরা বলেন, ভয়ভীতিহীন সফরকালে সালাত হলো দু'রাকা'আত মাত্র। এটি সংক্ষেপণ নয় বরং পূর্ণ সালাত, যেমন স্বগৃহে থাকা অবস্থায় চার রাক'আত পূর্ণ সালাত। শংকাহীন ও নিরাপদ সফরের সালাত নির্ধারণ করা হয়েছে ইকামত (স্বগৃহে অবস্থান) কালীন সালাতের অর্ধেক অর্থাৎ দুই রাক'আত। এটি কিন্তু পূর্ণ সালাত, সংক্ষেপ নয়। তারপর শংকাযুক্ত ও ভয়যুক্ত সফরে সালাত নির্ধারণ করা হয়েছে শংকাহীন সফরের অর্ধেক অর্থাৎ এক রাক'আত।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৩২৬. তাফসীরকার সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহ্র বাণী—

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا........ عَدُوًّا مُبِيْنًا

এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, সফরকালে সালাত দুই রাক'আত আদায় করা হলে তা পরিপূর্ণ সালাত, সংক্ষেপ নয়।

সংক্ষেপে সালাত শুধু তখনই আইন সংগত হবে, যখন সালাত আদায় কালে কাফিরদের হামলার ভয় থাকে। সংক্ষেপ সালাত হল এক রাক্‘আত। ইমাম সালাতের জন্যে দাঁড়াবেন। সৈন্যগণ দু'দলে বিভক্ত হবে। এক দল থাকবে ইমামের পেছনে, আর অপর দল শত্রুর মুখোমুখি। যারা ইমামের সাথে থাকবে, তাদেরকে নিয়ে তিনি এক রাক‘আত আদায় করবেন। এক রাক‘আত শেষ করে তারা পিছু হেঁটে অপর সৈনিকদের স্থানে গিয়ে দাঁড়াবে। এরপর অপর দল এগিয়ে আসবে এবং ইমাম তাদেরকে নিয়ে দ্বিতীয় রাক‘আত আদায় করবেন। এরপর ইমাম বসে সালাম ফিরাবেন। এরা দাঁড়িয়ে নিজেরা এক রাক‘আত আদায় করে নিবে তারপর নিজেদের স্থানে ফিরে যাবে, এবং প্রথম দল এসে তাদের পূর্বের এক রাক‘আতের সাথে এখন নিজের এক রাক‘আত আদায় করে নিবে। কেউ কেউ বলেন, না, বরং ইমামের সাথে আদায় করা এক রাক‘আতই যথেষ্ট হবে। নিজেরা অপর রাক‘আত আদায়ের দরকার নেই। এ প্রেক্ষিতে ইমামের হবে দু'রাক‘আত আর মুক্তাদীদের হবে এক রাক‘আত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী-

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ .... وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ -

আয়াতে তাই বিবৃত হয়েছে।

১০৩২৭. সাম্মাক হানফী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সফরের সালাত সম্পর্কে আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (র.) কে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, দু'রাক‘আত, এটি সংক্ষেপণ নয়, বরং পূর্ণ সালাত। সংক্ষেপণ হয় ভয়কালীন সালাতে। আমি বললাম, ভয়কালীন সালাত কেমন? তিনি বললেন, উপস্থিত লোকদের একাংশ নিয়ে ইমাম এক রাক‘আত সালাত আদায় করবেন। এরপর এরা অপর অংশের স্থানে গিয়ে দাঁড়াবে এবং অপর অংশ এসে এদের স্থানে দাঁড়াবে, অতঃপর ইমাম তাদেরকে নিয়ে এক রাক‘আত আদায় করবেন। এতে ইমামের হবে দু'রাক‘আত আর প্রত্যেক দলের হবে এক রাক‘আত করে।

১০৩২৮. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালাত কসর বা সংক্ষিপ্ত হবে কেমন করে, অথচ তারা দু'রাক‘আত আদায় করে, কসর তো হল এক রাক‘আত আদায় করা।

১০৩২৯. হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালাতুল খাওফ বা ভয়ের সালাত এক রাক‘আত।

১০৩৩০. কা'ব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবী ছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে তাঁর হাত কেটে যায়। তিনি বলেন, সালাতুল খাওফ প্রত্যেক দলের জন্যে এক রাক‘আত দু' সাজদা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৩৩১. ছা'লাবা ইব্‌ন যাহ্দাম ইয়ারবূ'ঈ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সাঈদ ইব্‌ন ‘আস (র.)-এর সাথে তখন তিবরিস্তানে ছিলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সালাতুল খাওফের কথা তোমাদের মধ্যে কে বলতে পার? হযরত হুযায়ফা (র.) বললেন, আস্, আমি। বর্ণনাকারী বললেন, এরপর তিনি আমাদেরকে সারিসারি দাঁড় করালেন, এক সারি তার পেছনে অপর সারি শত্রুর মুখোমুখি।

তারপর তাঁর ঠিক পেছনের সারিকে সাথে নিয়ে তিনি এক রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর তারা অপর সারিতে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং অপর সারির লোকজন এসে এদের সারিতে দাঁড়ালেন এবং তিনি এদেরকে নিয়ে এক রাক'আত সালাত আদায় করলেন।

১০৩৩২. কাসিম ইব্ন হাসসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যায়দ ইব্ন সাবিত (র.)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম; এরপর তিনি আমাকে পূর্বোক্ত বর্ণনা শুনিয়েছেন।

১০৩৩৩. হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

১০৩৩৪. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) 'যিকারাদ' নামক স্থানে সালাত আদায় করেন। লোকজন তাঁর পেছনে দু'কাতারে দাঁড়ালেন। এক কাতার তাঁর পেছনে আর অপর কাতার শত্রুর মুকাবিলায়। তাঁর পিছনে যাঁরা ছিলেন, তাঁদেরকে নিয়ে তিনি এক রাক'আত আদায় করেন। এরপর নামায আদায়কারীগণ যাঁরা নামায আদায় করেননি, তাঁদের কাতারে চলে গেলেন। আর তাঁরা নামাযের জন্য এগিয়ে এলেন। এঁদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এক রাক'আত আদায় করলেন। কারো কাযা হয়নি।

১০৩৩৫. ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

১০৩৩৬. ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে আরো একটি সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'নবী (সা.)-এর ভাষায় আল্লাহ্ তা'আলা মুকীম অবস্থায় চার রাক'আত, সফরকালে দু'রাক'আত এবং ভয়ের সময়ে এক রাক'আত সালাত ফরয করেছেন।

১০৩৩৭. ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে অপর একটি সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

১০৩৩৮. অপর সূত্রে ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

১০৩৩৯. ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে আরো একটি সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

১০৩৪০. জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে নিয়ে সালাতুল খাওফ আদায় করলেন। মুক্তাদীগণের একদল দাঁড়ালেন শত্রুর মোকাবিলায়, অপর দল দাঁড়ালেন তাঁর পেছনে। যাঁরা পেছনে ছিলেন, তাঁদেরকে নিয়ে তিনি এক রাক'আত আদায় করলেন। এরপর তাঁরা গিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করলেন এবং অপর দল এসে তাঁদের স্থানে কাতার বন্দী হলেন। এরপর এঁদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এক রাক'আত নামায আদায় করলেন। এরপর তিনি সালাম ফিরালেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হল দু'রাক'আত আর অন্যদের এক রাক'আত।

১০৩৪১. আবূ মূসা (র.) থেকে বর্ণিত। জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র.) তাঁদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, যুদ্ধকালীন সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁদেরকে নিয়ে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। এ সালাত ছিল প্রত্যেক দলের জন্যে এক রাক'আত ও দু'সাজদা করে।

১০৩৪২. আবূ হুবায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) 'দাজনান' ও 'উসফান'-এর মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। মুশরিকরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল যে, 'মুসলমানদের নিকট ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি থেকে আসরের নামায অধিকতর প্রিয়। তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ কর, তাঁরা সালাতে দাঁড়ালে

তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এ সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে জিবরাঈল (আ.) উপস্থিত হলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন, সাহাবীগণকে দু'ভাবে বিভক্ত করতে, এরপর তাঁদের একাংশ নিয়ে সালাত আদায় করবেন, অপর অংশ সতর্কতা সহকারে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পেছনে প্রহরায় থাকবে। এরপর অপর অংশকে নির্দেশ দিবেন, তাঁরা এসে আপনার সাথে সালাত আদায় করবেন। প্রথম দল সতর্কতা সহকারে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রহরায় থাকবেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে তাঁদের সালাত হবে এক রাক'আত আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হবে দু'রাক'আত।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আয়াতে সফরকালে কসর করার কথা বলা হয়েছে। তবে তা প্রচন্ড যুদ্ধকালীন। মুলতঃ ঘোরতর যুদ্ধ চলার সময়ে অনুমতি আছে যে, সালাত আদায়কারী যেদিকে সম্ভব মুখ করে মাথার ইশারায় এক রাক'আত সালাত আদায় করে নিবে। তাদের মতে فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আয়াতের অর্থ তাই।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৩৪৩. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহ্র বাণী-

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْأَرْضِ সম্পর্কে তিনি বলেন, এতে নামাযে কছর করার কথা বলা হয়েছে। যখন শত্রুর মুখোমুখি হবে অথচ নামাযেরও সময় হয়ে যায়, তখন আরোহী অবস্থায় কিংবা পদব্রজে থাকাকালীন 'আল্লাহু আকবর বলে মাথা ঝুঁকিয়ে ইশারায় সালাত আদায় করবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এর সঠিক ব্যাখ্যা হলো, সালাত সংক্ষিপ্ত করার অর্থ সাজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় না করা, কিবলামুখী হয়ে কিংবা কিবলাকে পেছনে রেখে, হেঁটে হেঁটে কিংবা যান-বাহনে চড়ে, যেভাবে সম্ভব সেভাবে সালাত আদায় করা। এ বিধান জিহাদ চলাকালীন অবস্থার জন্য। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا (যদি তোমরা ভয় কর যুদ্ধের ময়দানে তবে পদাতিক কিংবা আরোহী অবস্থায়-সূরা বাকারা ঃ ২৩৯) আয়াতে উপরোক্ত অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে এবং ফরয নামাযে সওয়ারী অবস্থায় ইশারা-ইঙ্গিতে রুকূ' সাজদা সহকারে আদায়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে; যেমন হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে—

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

আয়াতের ব্যাখ্যায় এটিকে আমরা সঠিক বলেছি। আল্লাহ্ পাকের বাণী—

فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ

(যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন যথাযথভাবে নামায আদায় করবে)-এর প্রেক্ষিতে। এ হিসেবে যে, নিরাপদ হবার পরের এ সালাত পূর্বের সে সালাত-ই। তা যথাযথভাবে আদায় করা মানে, রুকূ‘ সাজদা ও সকল ফরযসমূহ যথাযথভাবে আদায় করা। জিহাদকালীন ভয়ের সময় ওয়াজিব ছিলনা এমন কোন অতিরিক্ত রাক‘আত এক্ষণে ওয়াজিব হবে, তা নয়।

যদি কেউ মনে করেন فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ আয়াতাংশ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, ভয়ের সময় তোমাদের উপর ওয়াজিব ছিলনা এমন রাক‘আত এক্ষণে তোমরা আদায় কর (অর্থাৎ ভয়ের সময় এক রাক‘আত ছিল, এখন দু'রাক‘আত আদায় কর) তবে সে ধারণাকারী একথা মেনে নিতে বাধ্য হবেন যে, মুসাফির ব্যক্তি তার স্বগৃহে থাকা অবস্থায় যে চার রাক‘আত আদায় করতেন, এখন সফরে এসে দু'রাক‘আত আদায় করলে তিনি যথাযথ সালাত কায়েম করেননি। এ প্রকারের বক্তব্য উম্মতের ইজমার বিপরীত। কারণ, মুসাফির ব্যক্তি যদি রুকূ‘ সাজদা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যগুলো যথাযথভাবে সম্পাদন করে দু'রাক‘আত-ই আদায় করে তবে "তিনি যথাযথ সালাত কায়েম করেননি—" এমন মন্তব্য করা যাবে না। যুদ্ধকালীন অবস্থায় যা পরিত্যাগ করা আল্লাহ্ তা‘আলা জায়েয করেছেন, ভয় দূরীভূত হয়ে যাওয়া এবং নিরাপদ হওয়ার পর তা যথাযথভাবে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। এতে বুঝা যায় নিরাপদ সময়ে যা কায়েম করা ফরয করে দিয়েছেন, হুবহু তা-ই ভয়ের সময় পরিত্যাগের অনুমতি দিয়েছেন। আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, নিরাপদ সময়ে ফরয করেছেন "সালাত যথাযথভাবে কায়েম করা"। কাজেই নিরাপত্তাহীনতার সময় যা অনুমতি দিয়েছিলেন, তা নামায যথাযথভাবে কায়েম না করা আর আমরা ইতিপূর্বে দলীল দিয়ে প্রমাণ করেছি যে, সালাত কায়েম না করা। মানে সালাতের আনুষঙ্গিক কার্যাদি তথা রুকূ‘ সাজদা ইত্যাদি যথাযথভাবে আদায় না করা। (নিরাপত্তাহীনতার সময় রাক‘আত হ্রাস করা, নিরাপদ হবার পর রাক‘আত বৃদ্ধি করা এমন কোন বর্ণনা আয়াতে নেই)।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(١٠٢) وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْٓا اَسْلِحَتَهُمْ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَنْ تَضَعُوْٓا اَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ٥

১০২. (হে রাসূল!) যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকেন ও তাদেরকে নামাযে দাঁড় করান, তখন তাদের একদল যেন আপনার সাথে নামাযে দাঁড়ায় এবং তারা যেন নিজ নিজ অস্ত্র সংগে রাখে। তারপর যখন তারা সাজদা শেষ করে তখন তারা যেন আপনার পেছনে যায়, আর অন্য দল যারা

নামায আদায় করেনি, তারা যেন নামায পড়ে এবং আত্মরক্ষার ব্যবস্থা স্বরূপ অস্ত্র সঙ্গে রাখে। আর কাফিররা চায় যে, তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি থেকে গাফিল হও। সে সুযোগে তারা তোমাদের প্রতি একসঙ্গে আক্রমণ করতে পারে। এবং যদি তোমরা বৃষ্টির দরুন অসুবিধায় পড় তবে অস্ত্র পরিত্যাগ করলে কোন গুনাহ হবে না। এবং তোমরা নিজেদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সঙ্গে রাখ। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক কাফিরদের জন্য অত্যন্ত অবমাননাকর শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, হে রাসূল, (সা.) আপনি যখন যমীনে আপনার সাহাবীগণের সাথে থাকেন আর তাঁরা শত্রুর আক্রমণের আশংকা করে, তখন আপনি রুকূ-সাজদা ও অন্যান্য রুকনসহ সালাত আদায় করেন, শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার সময় 'রুকূ সাজদা ও অন্যান্য রুকন ছাড়া সালাত সংক্ষেপ করার যে অনুমতি দেয়া হয়েছে, তা পরিত্যাগ করেন, তখন আপনার সাহাবীগণের একদল যেন আপনার সাথে সালাতে দাঁড়ায়, সালাতে অংশ গ্রহণ করে, আর বাকী সাহাবীগণ শত্রুর মোকাবিলায় থাকবেন।

আলোচ্য আয়াতে নবী (সা.)-এর সাথে যাঁরা সালাতে দাঁড়াবেন, তাদের কথা উল্লেখ আছে; কিন্তু অবশিষ্টদের করণীয় বিষয়ের উল্লেখ নেই। এটা এজন্যে যে, যাদের কথা উল্লেখ রয়েছে, তা দ্বারাই অবশিষ্টদের করণীয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা কোন্ পক্ষকে সশস্ত্র থাকতে বলা হয়েছে, তা নিয়ে ব্যাখ্যাকারীগণ একাধিক মত পোষণ করেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেন- যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সালাত আদায়ে রত ছিলেন তাদেরকেই সশস্ত্র থাকতে বলা হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়- আপনার সাথে সালাত আদায়কারী যে দল, তারা সশস্ত্র থাকবে। সশস্ত্র বলতে গলায় তরবারি ঝুলিয়ে রাখা, ছুরি-খঞ্জর বর্মের সাথে ঝুলিয়ে রাখা এবং এ জাতীয় অস্ত্রশস্ত্র বুঝানো হয়েছে।

অন্যান্যরা বলেন, অস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সে দলকে, যারা শত্রুর মুখোমুখি থাকবে, নামাযরতদের জন্যে এ নির্দেশ নয়। হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) ও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।

১০৩৪৪. ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, فَاِذَا سَجَدُوْا -যে দলটি আপনার সাথে সালাতে দাঁড়িয়েছে, তারা আপনার সাথে প্রথম রাক'আত সম্পন্ন করে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য ঐ দলের স্থানে গিয়ে দাঁড়াবে, যারা আপনার সাথে প্রথম রাক'আত সালাতে দাঁড়ায়নি।

فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَائِكُمْ (তাদের সাজদা করা হলে তারা যেন আপনাদের পেছনে অবস্থান করে) এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাদের কেউ কেউ

বলেছেন, যখন তারা সালাত আদায় করবে তখন তারা আপনাদের পেছনে অবস্থান করবে। তাদের কেউ কেউ আবার বলেন, সালাত আদায়ের জন্যে দাঁড়ানো এ দল যখন ইমামের সাথে রাক'আত শেষ করবে তখন তারা সালাম ফিরাবে এবং সালাত ছেড়ে শত্রুর মুখোমুখি অন্য দলের স্থানে দাঁড়াবে। এদলের উপর নামায কাজা করা প্রয়োজন হবে না। তারা আল্লাহ্ তা'আলার বাণী فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ এর ব্যাখ্যা এভাবে করেন যে, কাফিরগণ তোমাদের জন্যে ফিতনা সৃষ্টি করবে এ আশংকা করলে সালাত সংক্ষিপ্ত করে এক রাক'আত করায় তোমাদের কোন দোষ নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে তারা বর্ণনা করেন যে, 'সালাত আল খাওফ' আদায় কালে একদল লোককে সাথে নিয়ে নবী (সা.) এক রাক'আত আদায় করেছেন। তারা পরবর্তীতে কোন রাক'আতের কাযা আদায় করেনি, এবং অপর দলকে নিয়ে তিনি এক রাক'আত আদায় করেছেন, আর তারাও পরে অন্য কোন রাক'আতের কাযা আদায় করেননি।

অন্যান্যরা বলেন, ভয়ের সময় সালাত আদায়কালে যে দলটি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সালাতে দাঁড়াবে, তারপর সে স্থানে দাঁড়িয়ে সালাতের অবশিষ্টাংশ নিজেরাই আদায় করে সালাম ফিরাবে। তারপর তাদের অপর দলের স্থানে এসে শত্রুর মোকাবিলায় অবস্থান নিবে। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রথম রাক'আত শেষে স্ব-স্থানে দাঁড়িয়ে থাকবেন, যতক্ষণ না প্রথম দল তাদের পূর্ণ সালাত আদায় করে নেয় এবং অন্য দলের স্থানে গিয়ে দাঁড়ায়, এবং শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়ানো দলটি এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পেছনে দাঁড়ায়। তারপর তিনি তাদেরকে নিয়ে দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করবেন।

দ্বিতীয় দল যারা পরে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সালাতে যোগ দিয়েছে, তাদের সালাত সম্পর্কে একাধিক মত রয়েছে। তাঁদের একদল বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর দ্বিতীয় রাক'আতের দ্বিতীয় সাজদা থেকে মাথা তুলে তাশাহ্হুদ পড়ার জন্যে বসবেন। দ্বিতীয় দল যাঁরা তাঁর সাথে দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করল, শত্রুর মুখোমুখি থাকায় প্রথম রাক'আত পায়নি, এক্ষণে তারা দাঁড়িয়ে ফাওত হয়ে যাওয়া (ছুটে যাওয়া) এক রাক'আত আদায় করে নিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাশাহ্হুদের বৈঠকে বসেই থাকবেন। তাদের এক রাক'আত শেষে তারা তাশহ্হুদের বৈঠকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে একত্রিত হবে, তাশাহ্হুদ পাঠ করবে এবং তাদেরকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সালাম ফিরাবেন।

তাদের সালাত আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে অপর একদল বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে প্রথম রাক'আত যারা পায়নি, তাঁর সাথে দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করে তাশাহ্হুদ পাঠের জন্যে বসে যাবে এবং তাশাহ্হুদ পাঠ করবে। তাশাহ্হুদ শেষে তিনি সালাম ফিরিয়ে ফেলবেন। তারপর তারা দাঁড়িয়ে তাদের না পাওয়া রাক'আতটি আদায় করে নিবে।

উপরে আমরা যে সকল মতের কথা উল্লেখ করেছি, প্রত্যেক দলই বর্ণনা করেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এরূপই করেছেন।

যারা বলেছেন যে, উভয় দলের সালাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অপেক্ষা করেছিলেন, উভয় দলের সালাত শেষ হওয়ার পরই তিনি সালাত শেষ করেছেন, তাদের দলীল ঃ

১০৩৪৫. সালিহ্ ইব্ন খাওয়্যাত (র.) থেকে বর্ণিত। 'যাতুর রিকার' যুদ্ধের দিনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে যারা ছালাতুল্ খাওফ আদায় করেছিলেন, তাদের একজন থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, মুজাহিদগণের একদল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পেছনে সরিবদ্ধ হয়েছিলেন, আর অপর দল শত্রুর মুকাবিলায় দাঁড়িয়েছিলেন। যারা তাঁর সাথে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদেরকে নিয়ে তিনি এক রাক'আত আদায় করলেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, তাঁরা তাদের সালাতের অবশিষ্টাংশ আদায় করে নিলেন। তারপর অপরদল এগিয়ে এলেন এবং তিনি তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। নবী করীম (সা.) দ্বিতীয় রাক'আত শেষে বসে রইলেন। তাঁরা তাঁদের না পাওয়া সালাত আদায় করে নিলেন, এরপর নবী করীম (সা.) তাদেরকে নিয়ে সালাম ফিরালেন।

১০৩৪৬. সাহ্ল ইব্ন আবী হাছামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ছালাতুল্ খওফ আদায় করেছিলেন। তিনি নিজের পেছনে দু'টো সারিতে তাঁদেরকে বিভক্ত করলেন। তাঁর কাছাকাছি সারিতে যারা ছিলেন, তাঁদেরকে নিয়ে তিনি এক রাক'আত আদায় করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁরা অপর এক রাক'আত আদায় করে নিলেন এবং পেছনের সারির স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন। পেছনের সারি এগিয়ে এল, তাঁদেরকে নিয়ে তিনি এক রাক'আত আদায় করলেন এবং বসে পড়লেন, তাঁরা নিজেরা এক রাক'আত আদায় করে নিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সালাম ফিরালেন।

১০৩৪৭. সাহ্ল ইব্ন আবী হাছামা (র.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, ছালাতুল্-খওফ (ভয়কালীন নামায) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, একদল দাঁড়াবে দুশমনের মোকাবিলায়, অপর দল দাঁড়াবে ইমামের পেছনে। যারা ইমামের পেছনে দাঁড়াবে, তাদেরকে নিয়ে ইমাম এক রাক'আত ও দু' সাজদা আদায় করবে, এরপর ইমাম স্ব-স্থানে বসে থাকবে। তারা অপর এক রাক'আত ও দু' সাজদা আদায় করে তাদের অপর সাথীদের স্থানে অবস্থান নিবে। অপর দল এগিয়ে এসে এদের স্থানে দাঁড়াবে, তাদেরকে নিয়ে ইমাম এক রাক'আত ও দু' সাজদা আদায় করবে এবং স্ব-স্থানে বসে থাকবে, তারা নিজেরা অপর এক রাক'আত ও দু'সাজদা আদায় করে নিবে, তারপর ইমাম সালাম ফিরাবেন।

যারা বলেন যে, দ্বিতীয় দল নবী করীম (সা.)-এর সাথে এক রাক'আত আদায় করে তাঁর সাথে বসে থাকবে এবং তিনি যথারীতি সালাম ফেরানোর পর তারা উঠে তাদের অবশিষ্ট সালাত আদায় করবে, তাদের পক্ষের হাদীস নিম্নরূপ ঃ

১০৩৪৮. সাহ্ল ইব্ন আবী হাছামা (রা.) বর্ণনা করেছেন, ভয়ের সময়ের নামায হলো, সাথে একদল দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। আর অপর দল শত্রুর মোকাবিলায় অবস্থান নিবে। যারা সাথে দাঁড়িয়েছে, তাদেরকে নিয়ে ইমাম রুকূ' ও সাজদা করবে। দ্বিতীয় রাক'আতের জন্যে ইমাম যখন সোজা হয়ে দাঁড়াবেন, তখন তারা নিজেরা এক রাক'আত ও দু' সাজদা আদায় করে নিবে এবং সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করে দিবে; ইমাম কিন্তু তখনও দাঁড়িয়ে থাকবে। এরা গিয়ে শত্রুর মোকাবিলায় দাঁড়াবে। দ্বিতীয় দল এসে ইমামের সাথে নামাযে দাঁড়াবে। ইমাম তাদেরকে নিয়ে রুকূ' ও সাজদা আদায় করবে। তারপর

ইমাম নিজে সালাম ফিরাবে। এ দ্বিতীয় দল তখন দাঁড়িয়ে নিজের এক রাক'আত ও দু'সাজদা আদায় করে সালাম ফিরিয়ে সালাত সমাপ্ত করবে।

১০৩৪৯. সাহ্‌ল ইব্‌ন আবী হাছামা (র.) থেকে ভয়কালীন নামায সম্পর্কে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

১০৩৫০. সাহ্‌ল ইব্‌ন আবী হাছামা (র.) থেকে ভয়কালীন নামায সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমাম কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে, মুসল্লীদের একদলও দাঁড়াবে তাঁর সাথে এবং অপর দল দাঁড়াবে শত্রুর মুখোমুখি। ইমামের সাথে দাঁড়িয়েছে যারা, তাদেরকে নিয়ে ইমাম এক রাক'আত আদায় করবে। তারপর তারা নিজেরা সেখানেই এক রাক'আত ও দু' সাজদা আদায় করে নিবে। তারপর অপর দল যেখানে অবস্থান নিয়েছে, তারা সেখানে অবস্থান নিবে এবং তারা এসে ইমামের সাথে সালাতে অংশ গ্রহণ করবে, ইমাম তাদেরকে নিয়ে এক রাক'আত ও দু'সাজদা আদায় করবেন। এক্ষণে ইমামের হল দু'রাক'আত, তাদের হল এক রাক'আত। এরপর তাঁরা নিজেরা এক রাক'আত ও দু'সাজদা আদায় করে নিবে।

১০৩৫১. সালিহ্ ইব্‌ন খওয়্যাত (র.) সাহ্‌ল ইব্‌ন আবী হাছামা (র.) সূত্রে নবী করীম (সা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১০৩৫২. সালিহ্ ইব্‌ন খাওয়্যাত (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। ইমাম দাঁড়াবে আর মুক্তাদীগণ দুই দলে বিভক্ত হবে। একদল শত্রুর মুখোমুখি থাকবে, অপরদল ইমামের পেছনে। পেছনে যারা, তাদেরকে নিয়ে ইমাম এক রাক'আত আদায় করবেন, তারপর তারা দাঁড়িয়ে নিজেরা এক রাক'আত আদায় করে নিবে। তারপর সালাম ফিরিয়ে প্রহরার স্থানে চলে যাবে এবং সেখানে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। অপর দল আসবে ইমামের পেছনে, তাদেরকে নিয়ে ইমাম এক রাক'আত আদায় করবে এবং একাকী সালাম ফিরিয়ে নিবে। এরপর তারা নিজেরা এক রাক'আত আদায় করে নিবে।

১০৩৫৩. সালিহ্ ইব্‌ন খাওয়্যাত (র.) জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যুদ্ধকালীন নামাযে একদল দাঁড়াবে ইমামের পেছনে আর অপর দল দাঁড়াবে শত্রুর মুখোমুখি। পেছনে যারা, তাদেরকে নিয়ে ইমাম এক রাক'আত আদায় করে দাঁড়িয়ে থাকবেন, তারা নিজেরা অপর এক রাক'আত আদায় করতঃ সালাম ফিরিয়ে প্রহরারত সাথীদের স্থানে গিয়ে অবস্থান নিবে। অপর দল আসবে, ইমাম তখনও দাঁড়িয়ে। তাদেরকে নিয়ে ইমাম এক রাক'আত আদায় করে একাকী সালাম ফিরিয়ে নিবে; এরপর তারা দাঁড়িয়ে অপর এক রাক'আত আদায় করে সালাত সমাপ্ত করবে। বর্ণনাকারীদের একজন উবায়দুল্লাহ্ (র.) বলেন, সালাতুল খওফ সম্পর্কে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট বর্ণনা আমি আর শুনিনি।

১০৩৫৪. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ। (আপনি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবেন ও তাদের সংগে সালাত কায়েম করবেন, তখন তাদের একদল আপনার সাথে যেন দাঁড়ায়)–আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী ভয়কালীন সালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তখন ইমাম দাঁড়াবে এবং তাঁর সাথে দাঁড়াবে মুজাহিদগণের একদল। অপর দল সশস্ত্র অবস্থায় শত্রুর মোকাবিলায় দাঁড়াবে। সাথে যারা আছে, তাদেরকে নিয়ে ইমাম এক রাক'আত আদায় করবে এবং বসে থাকবে। মুক্তাদীগণ দাঁড়িয়ে নিজের দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করে

নিবে, ইমাম কিন্তু তখনও বসা। এরপর তারা প্রহরারত তাদের সাথীদের স্থানে অবস্থান নিবে, অবশিষ্ট সাথীরা আসবে এবং ইমাম তাদেরকে নিয়ে তাঁর দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করে একাকী সালাম ফিরাবেন। এরপর তারা নিজেরা দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করে নিবে। বাত্ন-ই নাখ্লা যুদ্ধের দিনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এভাবেই সালাত আদায় করেছেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَا ئِكُمْ (তাদের সাজদা করা হলে তারা যেন তোমাদের পেছনে দাঁড়ায়) আয়াতের ব্যাখ্যা হলো ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সালাত আরম্ভ করার সময় যে দল তাঁর সাথে সালাত শুরু করেছিল, তারা যখন প্রথম রাক'আতের দ্বিতীয় সাজদা আদায় করবে, তারা যেন তোমাদের পেছনে দাঁড়ায়। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা.) তারা যেন আপনার পেছনে এবং যারা এখনও সালাত আদায় করেনি, তাদের পেছনে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়ায়। এই তাফসীরকারগণ আরও বলেন যে, প্রথম দল রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সাথে এক রাক'আত আদায় করার পর সালাম ফিরাবেনা, বরং এ অবস্থায়ই প্রহরার স্থানে দাঁড়াবে। সালাতের অবশিষ্টাংশ তাদের আদায় করতে হবে। ইতিপূর্বে শত্রুর মুকাবিলায় যে দলটি ছিল, তারা এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সালাতে যোগ দিবে। তাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর অবশিষ্ট রাক'আত আদায় করবেন। এই তাফসীরকারগণ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَلْتَاْتِ طَائِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ – আয়াতে তা-ই বলা হয়েছে।

এ ব্যাখ্যা মুতাবিক প্রত্যেক দলের উপর এক রাক'আত করে সালাত অবশিষ্ট থেকে যায়। এ এক রাক'আত কোন্ পদ্ধতিতে আদায় করবে, এ সম্পর্কে তাদের একদল বলেন, দ্বিতীয় দল যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করেছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সালাম ফেরানোর পর তারা সেখানেই 'না পাওয়া' একটি রাক'আত আদায় করে নিবে আর প্রথম দল যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে প্রথম রাক'আত আদায় করেছিল এবং এতক্ষণে প্রহরায় রত রয়েছে, দ্বিতীয় দল তাদের অবশিষ্ট সালাত আদায় করে প্রহরার স্থানে যাবে এবং প্রথম দল এসে পূর্বস্থানে দাঁড়িয়ে তাদের অবশিষ্ট সালাত আদায় করে নিবে। এ সম্পর্কে তাদের দলীলসমূহ ঃ

১০৩৫৫. 'আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ভীতির সালাত আদায় করলেন। একদল দাঁড়ালো নবী (সা.)-এর পেছনে। আর অপর দল অবস্থান নিল শত্রুর মোকাবিলায়। যারা তাঁর পেছনে ছিল তাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এক রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর তারা গিয়ে তাদের সাথীদের স্থানে অবস্থান গ্রহণ করল। প্রহরারত যারা ছিল, তারা এগিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পেছনে দাঁড়াল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে নিয়ে এক রাক'আত আদায় করে একাকী সালাম ফিরালেন। এরপর তারা দাঁড়িয়ে নিজেরা এক রাক'আত আদায় করে নিল। পরে তারা গিয়ে তাদের সাথীদের স্থানে শত্রুর মুখোমুখি অবস্থান নিল। যারা দ্বিতীয় রাক'আত পড়েনি, তারা এসে নিজেরা এক রাক'আত আদায় করে নিল।

১০৩৫৬. 'আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদেরকে নিয়ে সালাতুল খাওফ আদায় করলেন, এরপর তিনি পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১০৩৫৭. আবূ উবায়দা (র.) তাঁর পিতার সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যাকারগণের কেউ কেউ বলেন, দ্বিতীয় দল যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করেছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সালাম ফেরানোর পর পরই তারা সালাতের অবশিষ্টাংশ আদায় করবেনা; বরং অবশিষ্ট সালাত আদায় না করে তারা গিয়ে প্রহরারত সাথীদের অর্থাৎ প্রথম দলের স্থানে দাঁড়াবে। এরপর প্রথম দল তাদের প্রথম রাক'আত যেখানে আদায় করেছিল, সেখানে এসে তাদের সালাতের অবশিষ্টাংশ আদায় করবে। তাঁদের কেউ কেউ বলেন, এরা যে রাক'আতটি এখন আদায় করছে, তাতে কিরা'আত পাঠ করবেনা; কিন্তু অন্যান্যরা বলেন, এতে কিরা'আত পাঠ করবে।

তাদের এ রাক'আত শেষ হলে এখানেই তারা সালাম ফিরাবে এবং তাদের সাথীগণ যেখানে প্রহরারাত ছিল, সেখানে গিয়ে শত্রুর মুকাবিলায় দাঁড়াবে। প্রহরারত দ্বিতীয় দলটি যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাঁর দ্বিতীয় রাক'আতে শামিল হয়েছিল, তাদের পূর্বে আদায়কৃত সালাতের স্থানে ফিরে আসবে এবং কিরা'আত সহকারে তাদের দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করবে। সালাত শেষে সালাম ফিরিয়ে প্রহরারত সাথীদের স্থানে ফিরে যাবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৩৫৮. ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত। সালাতুল খাওফ সম্পর্কে তিনি বলেন, একদল সারিবদ্ধ হবে ইমামের পেছনে আর অপর দল সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে শত্রুর মুকাবিলায়। ইমামের পেছনে যারা, তাদেরকে নিয়ে নবী (স.) এক রাক'আত আদায় করবেন। এরপর তারা চলে যাবে অপর দলের স্থানে। শত্রুর মুকাবিলায় অবস্থানরত অপরদল এসে ইমামের পেছনে দাঁড়াবে। তাদেরকে নিয়ে ইমাম এক রাক'আত আদায় করবেন এবং সালাম ফিরাবেন। এক্ষণে ইমাম আদায় করলেন দু'রাক'আত আর প্রতিদল আদায় করলেন এক রাক'আত করে। দ্বিতীয় দল যাঁরা ইমামের দ্বিতীয় রাক'আতে শামিল হয়েছিলেন, ইমামের সালাম ফিরানোর পর তাঁরা শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াবে। প্রহরারত প্রথম দলটি এসে তাদের অবশিষ্ট রাক'আত আদায় করে নিবে। তারপর তাঁরা গিয়ে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াবে এবং দ্বিতীয় দল এসে এক রাক'আত আদায় করে নিবেন। সুফইয়ান (র.) বলেন, এরপর প্রত্যেকের দু'রাক'আত করে সালাত আদায় করা হবে।

১০৩৫৯. সুফইয়ান (র.) থেকে বর্ণিত। ইবরাহীম (র.) সালাতুল খাওফ সম্পর্কে অনুরূপ বলতেন; তারপর হাদীসটি পূর্বের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।

১০৩৬০. হযরত উমার ইব্ন খাত্তাব (র.) থেকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

তাফসীরকারগণের অপর দল বলেন, বরং দু'দলের প্রত্যেকেই সালাতের অংশ নষ্ট না করে, যেভাবে সম্ভব সালাতের অবশিষ্ট অংশ আদায় করে নিবেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৩৬১. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। আবূ মূসা আশ'আরী (র.) স্পেন অভিযানকালে তথায় সালাতুল খাওফ আদায় করেছিলেন। একদল লোক নিয়ে তিনি ইমাম হিসাবে এক রাক'আত আদায় করলেন, অপর দল ছিল শত্রুর মুকাবিলায় প্রহরায় নিয়োজিত । তাঁদেরকে নিয়ে তিনি এক রাক'আত আদায় করলেন। এরপর তারা প্রহরারত সাথীদের স্থানে অবস্থান নিলেন। অপরদল প্রহরা ছেড়ে এসে তাঁর পেছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালেন। তাঁদেরকে নিয়ে আবূ মূসা এক রাক'আত আদায় করলেন এবং তিনি নিজে সালাম ফিরালেন। পরবর্তীতে উভয় দলই এক রাক'আত এক রাক'আত করে আদায় করে সালাম ফিরালেন। এতে জামা'আত সহকারে ইমামের হল দু'রাক'আত আর দুই দলের হল এক রাক'আত করে।

১০৩৬২. অপর সূত্রে আবূ মূসা (রা.) থেকে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

১০৩৬৩. আবূল 'আলিয়া ও ইউনুস (র.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে স্পেন মহল্লায় সালাতুল খাওফ আদায় করলেন। তখন অবশ্য ভীতিজনক পরিস্থিতি ছিল না। লোকদেরকে সালাতুল খাওফের নিয়ম জানিয়ে দেয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। লোকজনকে তিনি বিভক্ত করলেন দু'টো সারিতে। এক সারি তাঁর পেছনে আর অপর সারি শত্রুর মুখোমুখি। যাঁরা তার কাছাকাছি ছিল তাঁদেরকে নিয়ে তিনি এক রাক'আত আদায় করলেন। এরপর তারা প্রহরারত সাথীদের স্থানে অবস্থান নিলেন। অপর দল প্রহরা ছেড়ে এসে তাঁর পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালেন। তাঁদেরকে নিয়ে আবূ মূসা এক রাক'আত আদায় করলেন এবং তিনি নিজে সালাম ফিরালেন। পরবর্তীতে উভয় দলই এক রাক'আত এক রাক'আত করে আদায় করে সালাম ফিরালেন। এতে জামা'আত সহকারে ইমামের হল দু'রাক'আত আর দুই দলের হল এক রাক'আত করে।

১০৩৬৪. আবূ মূসা আশ'আরী (র.) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

১০৩৬৫. হযরত ইব্ন উমার (র.) থেকে বর্ণিত। সালাতুল খাওফ সম্পর্কে তিনি বলেন, লোকজনের একদল নিয়ে ইমাম এক রাক'আত আদায় করবেন আর অপর দল প্রহরায় রত থাকবেন। এরপর যাঁরা এক রাক'আত আদায় করেছেন, তাঁরা গিয়ে যাঁরা প্রহরারত সেই সাথীদের স্থানে অবস্থান নিবেন। তাঁরা এসে ইমামের সাথে যোগ দিবেন এবং ইমাম তাঁদেরকে নিয়ে এক রাক'আত আদায় করে নিজে সালাম ফিরাবেন। তারপর প্রত্যেক দল নিজেরা এক রাক'আত করে আদায় করে নিবেন।

১০৩৬৬. ইব্ন 'উমার' (র.) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

১০৩৬৭. হযরত ইব্ন 'উমার (র.) থেকে আরও বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সালাতুল খাওফ হাদায় করলেন। তারপর পূর্বের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।

১০৩৬৮. ইব্ন 'উমর' (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলতেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। তারপর তিনি পূর্বের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।

১০৩৬৯. অপর সূত্রে ইব্ন 'উমার (র.) থেকে অনুরূপ আরও একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

১০৩৭০. হযরত ইব্ন 'উমার (র.) থেকে আরও একটি হাদীস বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সালাতুল খাওফ সম্পর্কে বলেছেন যে, আমীর অর্থাৎ সেনাপতি ও একদল লোক সালাতে দাঁড়িয়ে এক রাক'আত আদায় করবে আর অপর দল এদের ও শত্রুর মাঝে অবস্থান নিবে। তারপর পূর্বের হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।

১০৩৭১. ইব্‌ন 'উমর (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত যে, একদল লোক নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। তারপর পূর্ববর্তী হাদীসের বর্ণনা মুতাবিক বর্ণনা করেছেন।

১০৩৭২. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্‌র বাণী-

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ .... فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ

এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তাদের একদল অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শত্রুর দিকে অগ্রসর হবে আর একদল ইমামের সাথে এক রাক'আত আদায় করবে। এরপর সালাত আদায়কারী দল শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াবে এবং তাদের সাথীরা এসে ইমামের সাথে এক রাক'আত আদায় করবে। তাতে ইমামের হবে দু'রাক'আত আর লোকজনের হবে একরাক'আত করে। তারপর তারা নিজেরা এক এক রাক'আত করে আদায় করে নিবে। এ-ই হবে পরিপূর্ণ সালাত।

তাফসীরকারদের কেউ কেউ বলেন, আয়াতখানি নাযিল হয়েছে শত্রুর উপস্থিতিতে ভয় কালীন সালাত উপলক্ষ্যে। সেদিন শত্রুরা ছিল মুসলমান মুজাহিদগণ ও কিবলার মধ্যবর্তী স্থানে। মুসলমানদেরকে নিয়ে সেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সালাতুল খাওফ আদায় করলেন।

এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো ঃ

১০৩৭৩. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যুদ্ধের জন্যে বের হয়ে 'উসফান' অঞ্চলে মুশরিকদের মুখোমুখি হলেন। যোহ্‌র সালাত আদায় করলেন। সালাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ রুকূ' সাজদা করছেন দেখে মুশরিকরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল যে, মুসলমানদেরকে আক্রমণ করার জন্যে তোমাদের এ এক মোক্ষম সুযোগ ছিল। তোমরা যদি তাদের উপর লুটতরাজ চলাতে তারা তা টেরই পেতোনা। তাদের জৈনক ব্যক্তি বলে উঠল, মুসলমানদের অপর একটি সালাত আছে, যা তাদের নিকট পরিবার পরিজন ও ধন সম্পদের চেয়েও প্রিয়। তখন আক্রমণ করার জন্যে তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ কর। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর প্রতি وَاِذَاكُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ......... নাযিল করলেন এবং পরামর্শ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'আসর সালাতের প্রস্তুতি নিলেন। তাঁর সম্মুখে কিবলার দিকে শত্রুগণ অবস্থান করছিল। তিনি মুসলমানদেরকে তাঁর পেছনে দু'টো সারিতে দাঁড় করালেন এবং সবাইকে নিয়ে তাকবীর-ই- তাহরীমা বললেন। এরপর তিনি রুকূ' করলেন, সবাই তাঁর সাথে রুকূ' করলো। তিনি সাজদায় গেলেন, তাঁর কাছাকাছি ছিল যে সারি, তারা তাঁর সাথে সাজদা করলেন, আরও পেছনের সারিটি দাঁড়িয়ে থাকল শত্রুর মুকাবিলায়। সাজদা শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন দাঁড়ালেন, তখন দ্বিতীয় সারি সাজদা সেরে নিল এবং তারপর দাঁড়াল। এবার রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর কাছাকাছি সারিটি পেছনে সরে গেল আর পেছনের সারি এগিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছাকাছি পেছনে এসে গেল। দ্বিতীয় রাক'আতে তিনি রুকূ'তে গেলে সবাই রকূ'তে গেল। তিনি রুকূ' থেকে দাঁড়ালেন, সবাই দাঁড়াল। এরপর তিনি সাজদায় গেলেন, তাঁর কাছাকাছি সারিটি তাঁর সাথে সাজদায় গেল আর দ্বিতীয় সারি শত্রুর মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে রইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাজদা শেষ করলে তাঁর কাছাকাছি দলটি সাজদা শেষে বসে পড়ে। তখন পেছনের সারিটি সাজদা সেরে নেয়। অতঃপর সবাই বসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে তাশাহ্‌হুদ সেরে নেয়। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- সবাইকে নিয়ে সালাম ফেরালেন। মুশরিকগণ যখন দেখল যে, মুসলমানদের কেউ সাজদায় যাচ্ছে আর কেউ তাদের দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকছে, তখন তারা পরস্পর বলল, আমরা যা পরিকল্পনা করেছিলাম, নিশ্চয়ই তাদেরকে তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

১০৩৭৪. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) ছিলেন উসফানে, আর মুশরিকরা ছিল মক্কার নিকটে দাজনান নামক এক মরুদ্যানে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যোহর আদায় করলেন। মুশরিকরা দেখল, মুক্তাদীগণসহ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাজদায় গিয়েছেন। তারা বলাবলি করল, এরপর মুসলিমগণ সালাতে গেলে আমরা তাদের উপর আক্রমণ করব। আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্পর্কে নবীকে (সা.) সতর্ক করে দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সালাতে দাঁড়ালেন, তিনি তাকবীর বললেন, অন্যান্যরাও তাকবীর বলেন। এরপর হাদীসের বাকী অংশ পূর্বের ন্যায় বর্ণনা করলেন।

১০৩৭৫. হযরত জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল্লাহ্ (সা.) এর সাথে ছিলাম। নাখলা এলাকায় আমরা মুশরিকদের মুখোমুখি হলাম। তাদের অবস্থান ছিল আমাদের সম্মুখে কিবলার দিকে। যোহরের সালাতের সময় হওয়ায় আমাদের সবাইকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (আ.) যোহরের সালাত আদায় করলেন। আমাদের সালাত শেষ হবার পর মুশরিকরা পরস্পর দোষারোপ করে বলল; আমরা যদি তাদেরকে সালাতরত অবস্থায় আক্রমণ করতাম। তাদের একজন বলে উঠল, মুসলমানগণের আরো একটি নামায আছে, যা তাদের পুত্র কন্যাদের চেয়েও অধিক প্রিয়, তারা সালাত আরম্ভ করলে তোমরা তাদের উপর প্রচন্ডভাবে হামলা চালাবে। বর্ণনাকারী বলেছেন, জিবরাঈল (আ.) এ সম্পর্কে খবর নিয়ে এলেন এবং এ অবস্থায় সালাত আদায়ের পদ্ধতি জানিয়ে দিলেন। যখন আসরের নামাযের সময় হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) শত্রুর কাছাকাছি অবস্থান নিলেন। আমরা তাঁর পেছনে দু'সারিতে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকবীর বললেন। তাঁর সাথে আমরাও তাকবীর বললাম। এরপর পূর্বের হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করলেন।

১০৩৭৬-৭৭. জাবির থেকে বিভিন্ন সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে অনুরূপ দু'টি বর্ণনা রয়েছে।

১০৩৭৮. আবূ আইয়্যাশ যুরাকী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উসফান নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সাথে ছিলাম। আমাদেরকে নিয়ে তিনি যোহরের সালাত আদায় করলেন। তখন মুশরিকদের নেতৃত্বে ছিলেন খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ। মুসলমানদের সালাত আদায়কালীন অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে মুশরিরা বলল, ওদের অসতর্কতার সময়ে আক্রমণের একটা সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম। এ প্রেক্ষিতে যোহার এবং আসরের মধ্যবর্তী সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা সালাতুল খাওফের বিধান নাযিল করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদেরকে নিয়ে আসরের সালাত আদায় করলেন। তিনি আমাদেরকে দু'ভাগে বিভক্ত করলেন। একদল তাঁর সাথে সালাত আদায় করছিল আর অপর অংশ তাদের পশ্চাতে নামাযে দাঁড়িয়ে পাহারারত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকবীর বললেন, সবাই তাকবীর বলল। সবাই তাঁর সাথে রুকূ'তে গেল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছাকাছি সারিতে যারা ছিল, তারা তাঁর সাথে সাজদায় গেল। এরপর তিনি দাঁড়ালেন। তখন দূরবর্তী দলটি এগিয়ে এল এবং সাজদা করে নিল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সবাইকে নিয়ে আবার রুকূ' করলেন। এরপর তাঁর কাছাকাছি যে দলটি ছিল, তাদেরকে নিয়ে পুনরায় সাজদায় গেলেন। সাজদার পর প্রথম দলটি পেছনে সরে এসে অপর দলের জন্য স্থান করে দিল। দূরবর্তী দলটি এগিয়ে এসে সাজদা করে নিল। সর্বশেষ তিনি সবাইকে নিয়ে সালাম ফিরালেন। এভাবে তারা সকলেই ইমামের সাথে দু'রাক'আত করে সালাত আদায় করে নিলেন। 'বনূ সালীম' গোত্রের এলাকায় অনুরূপভাবে সালাত আদায় করেছিলেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, বর্ণিত ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে উত্তম হল ঐ ব্যাখ্যা যারা বলেছে, যে দলটি আপনার সাথে সালাতে দাঁড়িয়েছে, তারা আপনার সাথে এক রাক'আত এবং নিজেরা অবশিষ্ট রাক'আত আদায় করার পর যারা পশ্চাতে প্রহরায় ছিল, তাদের স্থানে গিয়ে অবস্থান নেয়। আর অপর দল যারা সালাতে অংশ গ্রহণ না করে শত্রুর প্রহরায় নিয়োজিত ছিল, তারা যেন আপনার পেছনে এসে দাঁড়ায় এবং আপনার যে রাক'আত অবশিষ্ট রয়েছে, সে রাকআতে শরীক হয়। এরপর দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করে যেন তারা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে।

যাতুর রিকা 'অভিযানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এরূপ করেছিলেন বলে প্রমাণ রয়েছে এবং সাহ্ল ইবন আবী হাছামা (র.) থেকে বর্ণিত হাদীছও অনুরূপ।

এ ব্যাখ্যাটিকে আমরা উত্তম বলেছি এ জন্যে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ (যখন আপনি তাদের মাঝে অবস্থান করবেন এবং তাদের সংগে সালাত কায়েম করবেন।) ইতিপূর্বে আমরা প্রমাণ করেছি যে, সালাত কায়েম করা মানে রুকূ'–সাজদা ও অন্যান্য রুকনগুলো সঠিকভাবে আদায় করা। আমরা এও প্রমাণ করেছি যে, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আয়াত দ্বারা ভয়ের সময় রুকূ'-সাজদায় সংক্ষেপ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তা যখন প্রমাণিত হল, তখন এ-ত স্পষ্ট হয়ে গেল যে, প্রথম দল ইমামের সাথে এক রাক'আত আদায় করলে তাদের সালাত শেষ হয়ে যাবে।

فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَاۤءِكُمْ আয়াতের ব্যাখ্যায় এমন কথা বলার কোন অবকাশ নেই।

যেহেতু আয়াতের ব্যাখ্যায় পূর্বে উল্লেখিত সব কয়টি মন্তব্য গ্রহণ করার অবকাশ রয়েছে, তাই পূর্বের আয়াতে সালাত সংক্ষেপ করা মানে "সালাতের রাক'আত হ্রাস করা" বলার কোন প্রমাণ নেই।

অনুরূপভাবে যারা বলে, আয়াতে "উভয় দলের আসা-যাওয়া" মানে কাতার বদল করে এগিয়ে আসা ও পেছনে যাওয়া, যেমনটি 'উসফান' এলাকায় রাসুলুল্লাহ্ (সা.) আদায় করেছিলেন বলে বর্ণিত আছে, তাদের কথাও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, وَلْتَاْتِ طَاۤئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ (এগিয়ে আসবে সে দল, যারা সালাতে অংশগ্রহণ করেনি, তারপর তারা আপনার সাথে সালাতে অংশ গ্রহণ করবে) পক্ষান্তরে উসফানে যাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সালাত আদায় করেছিলেন, তাঁদের উভয় দলই প্রথম রাক'আতে তাঁর সাথে শরীক হয়েছিলেন। যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সাথে সালাতে শরীক হলেন, তারা "সালাত আদায় করেনি"—এমন কথা বলা অবাস্তব।

যদি কেউ মনে করেন যে, لَمْ يُصَلُّوْا (যারা সালাতে অংশ গ্রহণ করেনি) মানে যারা সাজদা করেনি, তবে তা-ও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, 'সালাত' শব্দের বাহ্যিক অর্থ তা সমর্থন করেনা।

মহান আল্লাহ্র বাণীতে যে সকল অর্থের অবকাশ থাকে, তার মধ্যে সর্বাধিক স্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক, যতক্ষণ না এর বিপক্ষে কোন দলীল থাকে।

ব্যাপার যখন এই এবং যেহেতু মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন কোন নির্দেশও নেই যে, প্রথম দল যারা ইমামের সাথে প্রথম রাক'আত আদায় করেছেন, তাঁদের অবশিষ্ট সালাত আদায় করার জন্যে ইমামের সালাম ফিরানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আবার শত্রুর মুকাবিলায় নিয়োজিত মুসলমানদের জন্যে এ ধরনের সালাত আদায় করা দোষণীয় নয়; সেহেতু অবশিষ্ট সালাত আদায় করার পূর্বে তাদেরকে ওই স্থান ত্যাগ করে পেছনে সরে যাওয়ার নির্দেশ দানের কোন অর্থ নেই।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমাদের ব্যাখ্যা এরূপ হলেও আমরা মনে করি যে, ইমামগণ যে পদ্ধতিতেই সালাতুল খাওফ আদায় করুননা কেন, তা যদি আমাদের ইতিপূর্বেকার উল্লেখিত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণিত পদ্ধতিগুলোর কোন একটির অনুকূল হয়, তবে তাঁর সালাত পরিপূর্ণ। যেহেতু ইতিপূর্বে উল্লেখিত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণিত সবগুলো হাদীছই বিশুদ্ধ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উম্মতকে তা শিক্ষা দিয়েছেন। তারপর মুসল্লীর ইচ্ছা মত যে কোন পদ্ধতি অবলম্বনে তা আদায় করার অনুমতি দিয়েছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَ اَمْتِعَتِكُمْ (কাফিররা কামনা করে যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও) অর্থাৎ যারা মহান আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করেছে, তারা কামনা করে তোমরা উদাসীন হয়ে যাও তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে, যা দিয়ে তোমরা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে থাক এবং তোমাদের অন্যান্য আসবাবপত্র, যেগুলো তোমরা সফরে ব্যবহার করে থাক।

فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَّاحِدَةً (যাতে তারা তোমাদের উপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে) অর্থাৎ সালাতে অংশ গ্রহণ করে অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে অমনোযোগী হলে পরে তারা তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তোমাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করবে এবং তোমাদেরকে হত্যা করবে, নির্মূল করবে তোমাদের সৈন্যদেরকে। আল্লাহ্ তা'আলার এ সতর্কবাণীর পর আর তোমরা এমন কাজ করোনা, শত্রুর মুখোমুখি হওয়া অবস্থায় সালাতের সময় হলে সবাই এক সাথে সালাত আদায় করোনা, তাহলে কিন্তু তোমাদের জান-মালের উপর আক্রমণ করার সুযোগ দিয়ে দিবে, বরং তোমরা সালাত আদায় কর সে পদ্ধতিতে, যা আমি তোমাদের নিকট বর্ণনা করেছি এবং শত্রুর ব্যাপারে সদাসতর্ক থাক এবং অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত থাক।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَنْ تَضَعُوْا اَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا -

অর্থ ঃ যদি তোমরা বৃষ্টির জন্যে কষ্টপাও অথবা পীড়িত থাক, তবে তোমরা অস্ত্র রেখে দিলে তোমাদের কোন দোষ নেই, কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করবে। আল্লাহ্ কাফিরদের জন্যে অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ -তোমাদের কোন দোষ নেই, তোমাদের কোন ক্ষতি নেই, গুনাহ্ নেই إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ مَّطَرٍ -তোমরা যখন শত্রুর মুখোমুখি তখন বৃষ্টি বর্ষণের ফলে যদি কষ্ট পাও। أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى অর্থাৎ তোমরা আহত কিংবা রোগগ্রস্ত থাক, أَنْ تَضَعُوْا أَسْلِحَتَكُمْ তোমরা অস্ত্র বহনে অক্ষম হও, দুর্বলতা অনুভব কর, তবে বৃষ্টি কিংবা অসুস্থতার দরুণ যদি তোমরা অস্ত্র রেখে দাও, তাহলে শত্রুর বিরুদ্ধে وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ (সতর্কতা অবলম্বন করবে) অর্থাৎ তাদেরকে প্রহরায় রাখ, তোমরা সজাগ সচেতন থাক, তোমাদের অমনোযোগিতার কারণে যেন তারা তোমাদের উপর আক্রমণ করতে না পারে। إِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا (আল্লাহ্ তাআলা কাফিরদের জন্যে অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন), তাতে তারা চিরদিন অবস্থান করবে, সেখান থেকে বের হতে পারবেনা, আর তা হচ্ছে জাহান্নামের শাস্তি। বর্ণিত আছে যে, أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَى (অথবা যদি তোমরা পীড়িত থাক) নাযিল হয়েছে হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা.) সম্পর্কে, তখন তিনি ছিলেন আহত।

১০৩৭৯. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَى আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা.) সম্পর্কে, তখন তিনি আহত ছিলেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(১০৩) فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ○

১০৩. যখন তোমরা সালাত সমাপ্ত করবে তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে; যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন যথাযথ সালাত কায়েম করবে; নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মু'মিনদের অবশ্য কর্তব্য।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূজা'ফর তাবারী (র.) বলেন, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ এর অর্থ হলো, হে মু'মিনগণ! শত্রুর মুখোমুখি হয়ে যখন সালাত শেষ করবে, তখন তোমরা আল্লাহ পাকের যিকর করবে। দাঁড়িয়ে বসে এবং শায়িত অবস্থায় আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে এবং দুশমনের বিরুদ্ধে বিজয় কামনা করে। আর এ দৃষ্টান্ত অপর আয়াতে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার বাণী يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (হে মুমিনগণ! তোমরা যখন

কোন দলের মুখোমুখি হবে তখন অবিচলিত থাকবে এবং আল্লাহ্কে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে, হয়ত তোমারা সফলকাম হবে (সূরা আনফাল ঃ ৪৫)।

আরো বর্ণিত আছে।

১০৩৮০. হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের জন্যে যতগুলো ফরয কাজ নির্ধারণ করেছেন, তার সবগুলোরই একটি সীমাও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তারপর অপারগতার ক্ষেত্রে উযর গ্রহণের ব্যবস্থা রেখেছেন। কিন্তু যিক্র এর ব্যাপারটি ব্যতিক্রম। এর কোন সীমা আল্লাহ্ তা'আলা নির্দিষ্ট করে দেননি এবং কোন যিকর পরিত্যাগকারীরও উযর গ্রহণের কোন ব্যবস্থা রাখেননি, একমাত্র পাগল ব্যতীত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَّعَلٰى جُنُوبِكُمْ (তোমরা আল্লাহ্র যিকর কর দাঁড়িয়ে, বসে এবং শায়িত অবস্থায়)-রাত্রে দিনে, স্থলে-সমুদ্রভাগে, স্বদেশে-বিদেশে, সচ্ছলতায়-দারিদ্র্যে, সুস্থতা-অসুস্থতায়, প্রকাশ্যে-গোপনে, সর্বাবস্থায়।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন– فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ এর অর্থ হল যখন তোমরা তোমাদের স্বদেশে তথা স্বস্থানে এসে পৌঁছবে, তখন পরিপূর্ণভাবে সালাত আদায় করবে, যা ইতিপূর্বে তোমাদের ভ্রমণকালে ও যুদ্ধকালীন অবস্থান সংক্ষিপ্ত করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৩৮১. তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, সফর থেকে যখন বাড়ীতে ফিরবে।

১০৩৮২. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, যখন নিজ শহরে গিয়ে তোমরা নিরাপদ হবে তখন সালাত পুরাপুরি আদায় করবে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ অর্থ, যখন তোমরা নিরাপদ হবে, فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ অর্থাৎ রুকূ'-সাজদা আরকান-আহকাম পুরা করবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৩৮৩. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, ভয়ের পর যখন তোমরা নিঃশঙ্ক হবে।

১০৩৮৪. ইব্ন যায়দ (র.) এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা যখন নিরাপদ হবে, তখন সঠিকভাবে সালাত আদায় করবে। অর্থাৎ সালাত আদায় করবেনা আরোহণ করলে, চলা অবস্থায় এবং উপবিষ্ট অবস্থায়।

১০৩৮৫. মুজাহিদ (র.) বলেন, এর অর্থ হল পরিপূর্ণভাবে সালাত আদায় করবে।

১০৩৮৬. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ দুটো ব্যাখ্যার মধ্যে সঠিক হচ্ছে তাদের বক্তব্য, যারা বলেছেন, হে মু'মুমিনগণ! যখন তোমাদের ভয় দূরীভূত হয়, নিরাপত্তার কারণে তোমাদের হৃদয় শান্তি লাভ করে, তখন সালাতের নির্ধারিত বিধান পরিপূর্ণভাবে কায়েম কর, কোন কিছুই যেন কম না হয়।

এ ব্যাখ্যাকে আমরা উত্তম বলেছি এ কারণে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ দু'আয়াত দ্বারা দু'অবস্থায় ফরয সালাত আদায়ের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। প্রথমতঃ চরম ভয়ের সময়ের সালাত– এ অবস্থায় সালাত আদায়ে সংক্ষিপ্ত করণের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ নিরাপদ অবস্থার সালাত–এ সালাতে সকল বিধান পরিপূর্ণভাবে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, পর্যায়ক্রমে এক এক দল ইমামের পেছনে আসবে আর অপর দল শত্রু মোকাবেলায় নিয়োজিত থাকবে। এ অবস্থায় সালাত সংক্ষেপ করার সুযোগ নেই।

মহান আল্লাহ্র বাণী إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا (নিশ্চয়ই সালাত মুমিনদের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ফরয করা হয়েছে।)

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হল মু'মিনদের জন্যে সালাত হচ্ছে নির্ধারিত ফরয।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৩৮৭. আতিয়্যা আল উফী (র.) এর মতে এর অর্থ হল, নিশ্চয়ই সালাত নির্দিষ্ট সময়ে ফরয করা হয়েছে।

১০৩৮৮. ইব্ন যায়দ (র.) বলেছেন, নিশ্চয়ই সালাত মু'মিনদের জন্য ফরয করা হয়েছে।

১০৩৮৯. সুদ্দী (র) অনুরূপ অর্থ ব্যক্ত করেছেন।

১০৩৯০. মুজাহিদ (র.) ও একই অর্থ ব্যক্ত করেছেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন– আয়াতের অর্থ ঃ সালাত মু'মিনদের অপরিহার্য কর্তব্য।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৩৯১–৯৬. হাসান বসরী (র.), মুজাহিদ (র.), আবু জা'ফর (র.), ইবনে 'আব্বাস (র.), ও ইবনে ইয়াহইয়া (র.) প্রমুখ বলেন, এর অর্থ হল নিশ্চয়ই সালাত যথা সময়ে আদায় করা মু'মিনদের অবশ্য কর্তব্য।

অন্যান্য তাফসীরগণ বলেন, এর অর্থ হল মু'মিনদের জন্যে নির্দিষ্ট বিভিন্ন সময়ে সালাত আদায় করা অবশ্য কর্তব্য।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৩৯৭. কাতাদা (র.) এ আয়াতাংশের ব্যাপারে ইবন মাসঊদ (র.) থেকে বলেন, নিশ্চয়ই প্রত্যেক সালাতের সুনির্দিষ্ট ওয়াকত বা সময় রয়েছে, যেমন নির্ধারিত সময় রয়েছে হজ্জের।

১০৩৯৮. যায়দ ইবন আসলাম (র.) আয়াতে বর্ণিত مَوْقُوْتًا এর অর্থ مُنَجَّمًا অর্থাৎ একটি গ্রহের পর আরেকটি গ্রহের উদয়। অন্য কথায় এক ওয়াক্ত শেষ হলে অপর ওয়াক্তের আগমন ঘটে।

১০৩৯৯. যায়দ ইব্ন আসলাম (র.) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত ব্যাখ্যাগুলো অর্থের দিক থেকে কাছাকাছি। কারণ যা ফরয তাই অপরিহার্য এবং ওয়াক্ত পরম্পরায় যা আদায় করা ওয়াজিব, তা মুনাজ্জাম। অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট সময়ে । তবে তাদের কথাই উত্তম যারা বলেন, মু'মিনদের জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় করা ফরয।

মহান আল্লাহর বাণী—

(١٠٤) وَلَا تَهِنُوْا فِي ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ۭ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ۚ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

১০৪. আর শত্রু সম্প্রদায়ের সন্ধানে তোমরা হতোদ্যম হয়োনা। যদি তোমরা যন্ত্রণা পাও তবে তারাওতো তোমাদের মতই যন্ত্রণা পায়, এবং আল্লাহর নিকট তোমরা যা আশা কর, তারা তা আশা করেনা। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন وَلَا تَهِنُوْا শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বুঝিয়েছেন যে, তোমরা দুর্বল ও হীনবল হয়োনা।

فِى ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ এর অর্থ শত্রু সম্প্রদায় সন্ধানে। এর দ্বারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের এমন দুশমনদের কথা বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ পাকের সাথে শিরক করত।

اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ -এর অর্থ হে মুমিনগণ! দুনিয়াতে তাদের কারণে তোমরা আহত হয়ে যদি কষ্ট পেয়ে থাক, তবে তারাও তোমাদের দ্বারা আহত হয়ে তোমাদের ন্যায় কষ্ট পেয়েছে।

এর অর্থ হল– হে মুমিনগণ! তাদের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত আঘাত ও প্রহারের বিনিময়ে তোমরা আল্লাহ্র নিকট থেকে যে ছাওয়াবের আশা কর। আর مَا لَا يَرْجُوْنَ এর অর্থ হল তোমাদের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত আঘাতের বিনিময়ে তারা আল্লাহর নিকট ছাওয়াব আশা করেনা। হে মুমিনগণ! শত্রুর পক্ষ থেকে তোমরা যে দুঃখ, ব্যাথা পাও, তার ছাওয়াব পাওয়ার ক্ষেত্রে তোমরা দৃঢ়বিশ্বাসী। আর অবিশ্বাসী হওয়ার কারণে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তারা যে ধৈর্যের পরিচয় দেয়, তোমাদের এ অপেক্ষা অধিক ধৈর্যশীল হওয়া উচিৎ।

আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা যা বলেছি, ব্যাখ্যাকারীগণও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। যেমন–

১০৪০০. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, শত্রু সম্প্রদায়ের অন্বেষণে তোমরা দুর্বল ও হীনবল হয়োনা। কারণ তোমরা যদি ব্যাথা পাও তবে তোমাদের ন্যায় তারাও ব্যাথা পায়। আর তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে ছাওয়াব ও পুরস্কারের প্রত্যাশা কর। কিন্তু তাদের সে আশা নেই।

১০৪০১. সুদ্দী (র.) আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, শত্রুর সন্ধানে তোমরা দুর্বল হয়োনা, কারণ তোমরা যদি তাদের আঘাতে কষ্ট পাও তবে তোমাদের ন্যায় তারাও তো কষ্ট পাচ্ছে।

১০৪০২. মুজাহিদ (র.) এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা দুর্বল হয়োনা।

১০৪০৩. রবী' (র) থেকে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

১০৪০৪. ইব্ন যায়দ (র.) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তাদেরকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়োনা। যদি তোমরা যুদ্ধকে অপছন্দ করে কষ্ট পাও, তবে শত্রুরাও তোমাদের মত কষ্ট পায়। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র নিকট যা আশা কর, তোমাদের শত্রুদের সে আশা নেই। সুতরাং যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রু সেনাদের ধাওয়া করতে তোমরা দুর্বল হয়োনা।

১০৪০৫. ইব্ন 'আব্বাস (র.) বলেন, تَأْلَمُوْنَ অর্থ যদি তোমরা যন্ত্রণা পাও।

১০৪০৬. ইব্ন জুরায়জ (র.) আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, শত্রু পক্ষের আঘাতে তোমরা যদি ব্যাথা পাও তবে তারাও তো তোমাদের ন্যায় ব্যাথা পায়। আর তোমরা তো এ আঘাত প্রাপ্তির বিনিময়ে ছাওয়াবের আশা কর। অথচ তারা ছাওয়াবের আশা করে না।

১০৪০৭. ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধে মুসলমানরা বিপদগ্রস্ত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তখন পর্বতে উঠে গেলেন। আবূ সুফয়ান এসে বলল, "হে মুহাম্মদ! (সা.) বেরিয়ে আসবেনা? বেরিয়ে আসবেনা! মনে রেখ যুদ্ধ হল পানি উঠানো বালতির ন্যায়। (সফলতা) একদিন তোমাদের হাতে আরেক দিন আমাদের হাতে।" রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর সাথীদেরকে বললেন, তোমরা তার উত্তর দাও। সাহাবীগণ (রা.) বললেন, সমান সমান মোটেই নয়। আমাদের যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁরা যাবেন জান্নাতে আর তোমাদের যারা নিহত হয়েছে, তারা যাবে জাহান্নামে। আবূ সুফইয়ান বলল, আমার দেবতা 'উয্যা' আছেন। তোমাদের 'উয্যা' দেবতা নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবীদেরকে বললেন, তোমরা ওকে বলে দাও, "আল্লাহ্ আমাদের প্রভু, তোমাদের প্রভু নেই।" আবূ সুফয়ান বলল, হুবুল দেবতা উর্দ্ধে সমাসীন হউন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবীদেরকে বললেন, "তোমরা তাকে বলে দাও, আল্লাহ্ সর্ব শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক মর্যাদাবান।" আবূ সুফয়ান বলল, "পরবর্তী বৎসর বদর-ই-সুগরা নামক স্থানে আবার সম্মুখ সমরের প্রতিশ্রুতি রইল।" এরপর আহত মুসলমানগণ ঘুমিয়ে পড়লেন। হযরত ইকরামা (র.) বলেন, এ উপলক্ষ করেই নাযিল হল ঃ

اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

(যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে তবে অনুরূপ আঘাত ওদেরও তো লেগেছে। মানুষের মধ্যে এ দিনগুলোর আবর্তন আমিই ঘটাই। সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৪০)

১০৪০৮. দাহ্হাক (রা.) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তোমরা যেমন যন্ত্রণা পাও, তারাওতো তেমন যন্ত্রণা পায়।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, আয়াতে رجاء মানে ভয় পাওয়া। অতএব, تَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لاَ يَرْجُوْنَ অর্থ তোমরা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা ভয় কর, তারা তা ভয় করেনা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–

قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لاَ يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ

(মু'মিনদেরকে বল, তারা যেন ক্ষমা করে ওই সকল লোককে, যারা আল্লাহর দিবসগুলোকে ভয় করেনা) এতে لاَ يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ মানে যারা আল্লাহর দিবস গুলোকে ভয় করে না। (সূরা–আল-জাসিয়া, আয়াত নং–১৪)

উল্লেখ্য যে, আরবী ভাষায় الرَّجَاءُ। শব্দটির ভয় অর্থে ব্যবহার নেই। অবশ্য এর পূর্বে নেতিবাচক শব্দ থাকলে তখন رجاء শব্দটি ভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– مَا لَكُمْ لاَ تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا (সূরা নূহঃ ১৩) আয়াতে لاَ تَرْجُوْنَ অর্থ-তোমাদের কী হয়েছে, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বকে তোমরা ভয় করছোনা।

যেমন কবির চরণ ঃ

لاَ تَرْتَجِي حِيْنَ تُلاَقِي الذَّائِدَا أَسَبْعَةً لاَقَتْ مَعًا أَمْ وَاحِدَا

এ উষ্ট্রী অপর উষ্ট্রীর সাথে লড়াই করতে ভয় পায় না।

আক্রমণকারী উষ্ট্রী কি একসাথে সাতটি এলো না একটি,

তার কোন পরোয়া-ই-করেনা।

অনুরূপ কবি আল হুযালী-এর পংক্তি,

اِذَا لَسَعَتْهُ النَّحْلُ لَمْ يَرْجُ لَسْعَهَا – وَخَالَفَهَا فِيْ بَيْتِ نُوْبٍ عَوَامِلِ

মধু আহরণকারীকে মৌমাছিরা যখন হুল ফুটায়

তখন এই হুল ফুটানোকে সে একটুও ভয় করেনা,

বরং তাকে দংশন করতে মৌমাছি বাসা থেকে বেরিয়ে আসে

আর সে তাদের বিপরীতে মধু তৈরীকারিণী

মক্ষিকার বাসায় গিয়ে প্রবেশ করে মধু আহরণ করে।

(দিওয়ান-ই-হুযালী–১৪৩)। আমরা যতটুকু জেনেছি এটি হেজাযের একটি পরিভাষা। এর অর্থ– "কোন পরোয়া করিনা, কোন তোয়াক্কা করিনা।"

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়) এর অর্থ- সৃষ্টি জগতের কল্যাণের পথ সম্পর্কে আল্লাহ পাক সর্বদা অবহিত। আপন কর্ম ও পরিকল্পনায় তিনি প্রজ্ঞাময়।

হে মু'মিনগণ! তোমাদের কল্যাণের পথ তিনি জানেন। তাই তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিলেন, শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার কালে সালাতের সময় উপস্থিত হলে কিভাবে তা আদায় করতে হবে, ফরয পালন করতে হবে এবং সাথে সাথে শত্রুর অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা যাবে। তার অনন্য প্রজ্ঞার ফলেই তিনি তোমাদেরকে এমন পথ দেখিয়ে দিলেন, যাতে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি পায় আর শত্রুর ষড়যন্ত্র হয়ে পড়ে দুর্বল।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(١٠٥) اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرٰىكَ اللّٰهُ ؕ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ۝

(١٠٦) وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

১০৫-১০৬. আপনার প্রতি সত্য সহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আল্লাহ্ আপনাকে যা জানিয়েছেন, সে অনুসারে আপনি মানুষের মধ্যে বিচার- মীমাংসা করেন এবং বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক করবেন না। আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ

অর্থ ঃ হে মুহাম্মদ (সা.) আমি আপনার প্রতি আল-কুরআন নাযিল করেছি। যাতে আল্লাহ পাক আপনাকে যা জানিয়েছেন, সে অনুসারে মানুষের মাঝে বিচার মীমাংসা করেন।

وَلَا تَكُنْ لِّلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا (এবং আপনি বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক করবেননা।) অর্থাৎ যারা কোন মুসলমানের কিংবা চুক্তিবদ্ধ লোকের জীবন কিংবা সম্পদগত চুক্তিভঙ্গ করে, আপনি তাদের পক্ষ সমর্থন করবেন না। তার পক্ষে যুক্তিতর্ক করবেন না এবং যার স্বত্ব নষ্ট করেছে সে যখন আপন স্বত্ব দাবী করবে, তখন আপনি তাকে প্রতিরোধ করবেন না।

وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ (এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন)

অর্থ ঃ হে মুহাম্মদ (সা.)! অন্যের সম্পদে বিশ্বাস ভঙ্গকারী যে লোক, তার পক্ষে আপনি তর্ক করছেন সে ত্রুটির শাস্তি থেকে মুক্তি দানের জন্যে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অর্থাৎ মু'মিন বান্দাগণ যখন পাপাচার থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন সে পাপের শাস্তি ক্ষমা করে তিনি সর্বদা তাদের পাপরাশিকে মুছে দেন এবং তাদের প্রতি তিনি পরম দয়ালু। সুতরাং হে মুহাম্মদ (সা.)

আপনিও তাই করুন। বিশ্বাস ভঙ্গকারীর পক্ষাবলম্বনে আপনার তর্ক জনিত ত্রুটি আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন।

কেউ কেউ বলেন যে, নবী করীম (সা.) সেই বিশ্বাস ভঙ্গকারী লোকটির পক্ষে তর্ক করেন নি বরং তর্ক করার ইচ্ছা করেছিলেন। আর এই ইচ্ছার কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ পাক যে সকল খেয়ানতকারী ও বিশ্বাস ভঙ্গঁকারীর পক্ষে তর্ক করার জন্য তাঁর প্রিয় রাসূলকে একথা বললেন, তারা হল বানূ উবাইরিক গোত্রের লোক। যে খেয়ানত ও বিশ্বাস ভঙ্গ সম্পর্কে এ আলোচনা, তা কি ছিল, সে সম্পর্কে তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেন, এ ছিল চোরাই মাল। কোন এক ব্যক্তি তা চুরি করেছিল।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৪০৯. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী—

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ ..... مَرْضَاتِ اللَّهِ

...আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে ইব্ন উবায়রিক ও একটি লৌহ বর্ম সম্পর্কে। জনৈক ইয়াহুদী থেকে সে তা চুরি করেছিল। তার বন্ধু-বান্ধব মূ'মিনগণ এসে নবী (সা.) কে অনুরোধ জানালেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.) "লোকজনের সম্মুখে আপনি ইব্ন উবায়রিকের পক্ষে একটু ওয়র প্রকাশ করবেন"। তারপর জনৈক নির্দোষ ইয়াহুদীকে তারা লৌহ বর্ম চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করে।

১০৪১০. মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

১০৪১১. কাতাদা-ইব্ন নু'মান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের ঘনিষ্ঠ একটি পরিবার বানূ উবায়রিকের তিনজন লোক, বিশ্‌র, বাশীর ও মুবাশ্‌শার। বাশীর ছিল মুনাফিক লোক। সে সাহাবা-ই-কিরামের নিন্দায় কবিতা রচনা করত। আর অন্য লোকের নামে তা প্রচার করত এবং বলত, অমুক লোক এমন বলেছে, অমুক লোক এমন বলেছে। সাহাবা-ই-কিরাম এ কবিতা শুনে সরাসরি বলে দিতেন, অমুক খবীছ ব্যতীত এ কবিতা অন্য কেউ রচনা করেনি। সাহাবা-ই-কিরামের মন্তব্য শুনে বাশীর মুনাফিক আবৃত্তি করল ঃ

أَوَ كُلَّمَا قَالَ الرِّجَالُ قَصِيْدَةً – أَضِمُّوْا وَقَالُوْا اِبْنُ الْأُبَيْرِقِ قَالَهَا –

যখনই লোকজন কোন কবিতা রচনা করে তখনই কি তারা ক্রোধান্বিত হয়

এবং বলে যে, ইব্‌নুল উবায়রিক-ই-এটি রচনা করেছে?

বর্ণনাকারী বলেন, জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগেই তারা দুঃখ দৈন্যের মধ্যে ছিল। মদীনা শরীফে তখন খাদ্য বলতে ছিল খেজুর ও যব। তাদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি একটু সচ্ছল ছিল, সে সিরিয়া থেকে আমদানীকৃত সাদা মিহি আটা কিনে নিত এবং নিজেই তা আহার করত। পরিবারের অন্যান্য লোকজনের খাদ্য তখনও খেজুর ও যবই থাকত। এক দিনের কথা। সিরিয়া থেকে মিহি আটার চালান এল। আমার

চাচা রিফ'আ ইবন যায়দ কিছু আটা কিনে নিলেন। আর তিনি তা রেখেছিলেন তাঁর ঘরের পাটাতনে। তাঁর দুটো যুদ্ধ বর্ম, দুটো তরবারি ও আনুষঙ্গিক অস্ত্রশস্ত্রগুলোও সেখানে ছিল। রাত্রিবেলা তাঁর ঘরে চুরি হয়। পাটাতনে সিঁদ কেটে খাদ্য ও অস্ত্র-শস্ত্র চুরি করে নিয়ে যায়। ভোরবেলা আমার চাচা রিফ'আ এলেন আমার কাছে। তিনি বললেন, ভাতিজা! এ রাতে আমার ঘরে চুরি হয়েছে, সিঁদ কাটা হয়েছে পাটাতনে এবং চুরি গেছে অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্য। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা ঘরে বাইরে তত্ত্বতালাশ করলাম, লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম। কেউ কেউ আমাদেরকে জানালেন যে, এ রাত্রে বানূ উবায়রিক গোত্র এমন কিছু খাদ্যদ্রব্য রান্না করেছে, যা তোমাদের খাদ্যদ্রব্য বলেই মনে হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা যখন এলাকাতে খোঁজ খবর নিচ্ছিলাম, তখন বানূ উবায়রিকের লোকেরা বলেছিল "আল্লাহ্র শপথ, আমাদের মনে হয় লাবীদ ইবন্ সাহলই তোমাদের মালামাল চুরি করেছে।" লাবীদ ইব্ন সাহ্ল ছিল একজন পূণ্যবান মুসলিম। এ অপবাদের কথা শুনে লাবীদ ইবন্ সাহ্ল খুব রেগে গিয়ে খোলা তরবারি উঁচিয়ে বানূ উবায়রিক গোত্রে এসে বীরদর্পে ঘোষণা করলেন—আল্লাহ্র শপথ, হয়ত তোমরা এ চুরির ব্যাপারে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ দিবে, নতুবা এ তরবারি দিয়ে তোমাদের সকলকে পাইকারী ভাবে কাটা আরম্ভ করব। তারা বলল, "থামুন, থামুন, আল্লাহ্র শপথ, আপনি নন, আপনি চুরি করেননি।" তারপর এলাকাতে আমরা আরও খোঁজখবর নিলাম। পরিশেষে আমরা নিশ্চিত হলাম যে, বানূ উবায়রিকের লোকেরাই এ অপকর্ম করেছে। চাচা বললেন, "ভাতিজা! রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর দরবারে গিয়ে ব্যাপারটি তাঁকে অবহিত করলে ভাল হয়।"

বর্ণনাকারী কাতাদা ইবন নু'মান বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে গিয়ে ঘটনাটি তাঁকে জানালাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.)! আমাদের এলাকায় একটি পরিবার যালিম। আমার চাচার পাটাতনে সিঁদ কেটে তারা তাঁর অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্য চুরি করে নিয়ে গেছে। খাদ্য দ্রব্য থাকগে, তাদেরকে বলুন, আমাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলো ফিরিয়ে দিতে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, "ঠিক আছে আমি দেখব"। এ ঘটনা শুনে বানূ উবায়রিকের লোকেরা আসীর ইবন উরওয়া নামে তাদের এক লোকের ঘরে সমবেত হয়। পাড়ার কিছু লোকও সেখানে উপস্থিত হয়। তার সাথে তারা শলা-পরামর্শ করল। পরে সবাই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.) কাতাদা ও তার চাচা কোন দলীল প্রমাণ ব্যতিরেকে আমাদের একটি সৎ ও মুসলিম পরিবারকে চুরির অপবাদ দিয়েছে। বর্ণনাকারী কাতাদা (র.) বলেন, এরপর আমি পুনরায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর দরবারে আগমণ করি এবং তাঁর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে দোষারোপ করে বললেন, "একটি পূণ্যবান ও মুসলিম পরিবারকে তুমি অপবাদের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করেছ। কোন দলীল প্রমাণ ছাড়া তাদেরকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করেছ।" বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আমি ফিরে এলাম এবং আমি কামনা করছিলাম যে, আমি যেন আমার কিছু সম্পদের দাবী পরিত্যাগ করি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সাথে এ ব্যাপারে আর আলোচনা না করি। আমার চাচা রিফা'আ এর নিকট আমি এলাম। "কতদূর অগ্রসর হয়েছ?

ভাতিজা!" চাচা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে যা বললেন, আমি তা চাচার নিকট ব্যক্ত করলাম। "আল্লাহ্-ই সাহায্যকারী" তিনি বললেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল হয়।

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰكَ اللّٰهُ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا–

(আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সত্যসহ, যাতে আল্লাহ্ আপনাকে যা জানিয়েছেন সে অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা করেন এবং আপনি তর্ক করবেন না বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের সমর্থনে) অর্থাৎ বানূ উবায়রিকের সমর্থনে وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ (মহান আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন) কাতাদা (র.) কে যা বলেছেন তার জন্যে।

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু) وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ (আপনি বিবাদ বিসম্বাদ করবেন না, যারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে তাদের পক্ষে) অর্থাৎ বানূ উবায়রিকের পক্ষে اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا (নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বাস ভঙ্গকারী পাপীকে পছন্দ করেন না) يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ .... يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (তারা মানুষ থেকে গোপন করতে চায়, কিন্তু আল্লাহ্ থেকে গোপন করেনা, অথচ তিনি তাদের সংগেই আছেন। রাত্রে যখন তারা, তিনি যা পছন্দ করেন না এমন বিষয়ের পরামর্শ করে। এবং তারা যা করে, তা সর্বতোভাবে আল্লাহ্ পাক ভালভাবে জানেন। দেখ তোমরাই ইহজীবনে তাদের পক্ষে বিতর্ক করছ; কিন্তু কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্‌র সম্মুখে কে তাদের পক্ষে তর্ক করবে অথবা কে তাদের উকীল হবে। কেউ কোন মন্দ কার্য করে কিংবা নিজের প্রতি যুল্ম্ করে পরে মহান আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ্ পাক কে সে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাবে) অর্থাৎ তারা যদি মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন।

وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ – وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا– وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا–

(কেউ পাপ কার্য করলে সে তা নিজের ক্ষতির জন্যেই করে এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। কেউ কোন দোষ বা পাপ করে পরে তা কোন নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করে, সে মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে) এর দ্বারা নির্দোষ নারীদের প্রতি বানূ উবায়রিকের লোকজনের অপবাদ প্রদানের কথা বুঝানো হয়েছে। وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ (আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তাদের একদল আপনাকে পথ ভ্রষ্ট করতে চাইত-ই) অর্থাৎ আসীর ও তার সাথীগণ আপনাকে পথভ্রষ্ট করতে চাইত। وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا

يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ وَّاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ....فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا . (কিন্তু তারা নিজেদেরকে ব্যতীত আর কাউকে পথ ভ্রষ্ট করেনা এবং আপনার কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহ্ পাক আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন এবং আপনি যা জানতেন না তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন, আপনার প্রতি মহান আল্লাহ্র মহা অনুগ্রহ রয়েছে)।

কুরআন অবতীর্ণ হবার পর অস্ত্রশস্ত্র এনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নিকট হাজির করা হল, তিনি তা রিফা'আ (রা.)-এর নিকট ফেরত দিলেন। যখন হাতিয়ারগুলো নিয়ে আমরা চাচার নিকট এলাম। কাতাদা (র.) বলেন, জাহিলী যুগেই আমার চাচা বার্ধক্যে পৌঁছেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বটে, তবে তাঁর ইসলামের যথার্থতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ ছিল। অস্ত্রশস্ত্র গুলো আমি তাঁর কাছে জমা দিই। তিনি বললেন, "ভাতিজা! এগুলো মহান আল্লাহ্র পথে সাদকা করে দিলাম।" তখন আমি নিশ্চিত হলাম যে, ইসলামের ব্যাপারে তিনি সঠিক অবস্থানে রয়েছেন। ঘটনা সম্পর্কে কুরআন মজীদ নাযিল হবার পর মূল দোষী বাশীর পালিয়ে মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়। সে সা'দ ইব্ন শুহায়দ এর কন্যা সালাফার আতিথ্য গ্রহণ করে। আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন– وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ ......وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً بَعِيْدًا . (কারও নিকট সৎ পথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু'মিনগণের পথ ব্যতীত অন্যপথ অনুসরণ করে, তবে যে দিকে সে ফিরে যায়, সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব, এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। আর তা কত মন্দ আবাস।)

বাশীরকে আশ্রয় দেওয়ায় সালাফার নিন্দায় হাস্সান ইব্ন ছাবিত কয়েকটি কবিতা রচনা করে প্রচার করে দিলেন। এতে বাশীরের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে সালাফা তার হাওদাজ ও সফরের সাজ-সরঞ্জাম মাথায় করে নিয়ে নর্দমাতে নিক্ষেপ করে এবং বলে, তুমিই হাসস্যানকে আমার দিকে পথ দেখিয়েছ। তুমি আমার কোন ভাল করনি।

১০৪১২. হযরত কাতাদা (র.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতে بِمَا اَرٰكَ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ্ আপনার নিকট যা নাযিল করেছেন এবং যা বর্ণনা করেছেন, তা দ্বারা বিচার মীমাংসা করুন।

وَلاَ تَكُنْ لِّلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا .... اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا

আয়াতগুলো সম্পর্কে তিনি বলেন, আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, তু'মাহ্ ইব্ন উবায়রিক এবং তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যে ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, সে সম্পর্কে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এতদ্বারা তু'মা ইবন্ উবায়রিকের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে দিলেন এবং বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের পক্ষাবলম্বনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে উপদেশ ও সতর্ক করে দিলেন।

তু'মা ইব্ন উবায়রিক ছিল বানূ যুফার গোত্রের জনৈক আনসারী। তার চাচা একটি বর্ম তার কাছে আমানত রেখেছিল। সে নিজে ঐ বর্মটি চুরি করে বিশ্বাস ভঙ্গ করে। তারপর যায়দ ইব্ন সামীন নামের একজন ইয়াহুদী লোককে এটি চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করে। ইয়াহূদী লোকটি প্রায় তাদের এখানে

Contents

যাতায়াত করত। ক্ষোভে দুঃখে আর্ত চীৎকার করতে করতে ইয়াহুদী লোকটি নবী করীম (সা.)-এর নিকট হাযির। তু'মা ইব্‌ন উবায়রিকের লোকেরা তু'মাকে রক্ষার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নিকট উপস্থিত হয়। তু'মাকে নির্দোষ ঘোষণা করার মনস্থ করেছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)। তখনই আয়াত নাযিল করে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ ..... فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ হে তুমা-এর সম্প্রদায়! আজ তোমরা তাদের পক্ষে তর্ক করছ; কিয়ামতের দিনে কে তর্ক করবে।

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا– তু'মা তো একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে চুরির অপবাদ দিয়েছিল। আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তু'মা এর স্বরূপ উদঘাটন করে দিলেন। পরে সে মুনাফিকী প্রকাশ করে মুশরিকদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে উপলক্ষ্য করে নাযিল করলেন- وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. (কারও নিকট সৎ পথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু'মিনগণের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যে দিকে সে ফিরে যায় সে দিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব আর তা কত মন্দ আবাস।)

১০৪১৩. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلاَ تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا– আয়াত প্রসংগে তিনি বলেন, আনসারগণের একটি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সাথে একটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। তাদের একজনের বর্ম চুরি হয়ে যায়। সে জনৈক আনসারী ব্যক্তিকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করে। বর্মের মালিক লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নিকট এসে বলল "তু'মা ইব্‌ন উবায়রিক আমার বর্ম চুরি করেছে।" তাকে ধরে নিয়ে আসা হল রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নিকট। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে চোরাই বর্মটি সে একজন নির্দোষ লোকের বাড়ীতে ফেলে দিল। তার সাথীদেরকে ডেকে সে বলল, অমুকের বাড়ীতে আমি সেটি ফেলে দিয়েছি; সেখানে গিয়ে তোমরা তা পাবে। রাতের বেলা তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট যায় এবং বলে যে, আমাদের সাথী এ লোক নির্দোষ, প্রকৃত চোর অমুক ব্যক্তি। আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত জানি। ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! জনসমক্ষে আমাদের সাথীর বক্তব্য আপনি গ্রহণ করুন এবং তার পক্ষে মেহেরবানী করে আপনি যবানবন্দী গ্রহণ করুন। আপনার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাকে রক্ষা না করেন, তবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) দাঁড়ালেন এবং জন সমক্ষে তার বক্তব্য গ্রহণ করে তাকে বেকসূর খালাস করে দিলেন। পরক্ষণেই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন–

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰكَ اللّٰهُ وَ لاَ تَكُنْ لِّلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا- অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক আপনার প্রতি কিতাবে যা অবতীর্ণ করেছেন সে মুতাবিক বিচার মীমাংসা করুন।

وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ-

তার পর রাতের বেলা যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট এসেছিল সুপারিশ করার জন্যে, তাদের সম্পর্কে বললেন-

يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ ...... اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلاً

(তাঁরা মানুষ থেকে গোপন করতে চায়, কিন্তু আল্লাহ্ পাক থেকে গোপন করেনা, অথচ তিনি তাদের সংগেই আছেন। তিনি যা পছন্দ করেন না, রাত্রে যখন তাঁরা এমন বিষয়ের পরামর্শ করে এবং তারা যা করে তা সর্বতোভাবে মহান আল্লাহ্ জানেন। দেখ, তোমরাই ইহ জীবনে তাদের পক্ষ অবলম্বন করছ, কিন্তু কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্র সম্মুখে কে তাদের পক্ষ অবলম্বন করবে অথবা কে তাদের উকিল হবে?) যারা গোপনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট এসে বিশ্বাস ভঙ্গকারী তু'মা-এর পক্ষ অবলম্বন করেছিল, তাদের কথা বলা হয়েছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

(কেউ কোন মন্দ কাজ করে কিংবা নিজের প্রতি যুল্‌ম্ করে, পরে মহান আল্লাহ্র ক্ষমা প্রার্থনা করলে, আল্লাহ্ পাককে যে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাবে) এতেও ঐ সকল লোকের কথা বলা হয়েছে, যারা মিথ্যার পক্ষ হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট হাযির হয়েছিল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন —

وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيْئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا (কেউ কোন দোষ বা পাপ করে পরে তা কোন নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করে সে মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে) এতদ্বারা চোর ও চোরের পক্ষ যারা অবলম্বন করেছে, তাদের কথা বলা হয়েছে।

১০৪১৪. ইব্‌ন ওয়াহ্হাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী-

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰكَ اللّٰهُ ......

-এর ব্যাখ্যায় ইব্‌ন যায়দ (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময়ে এক ব্যক্তি একটি লৌহ বর্ম চুরি করে জনৈক ইয়াহুদীর প্রতি চুরির দোষ-চাপিয়ে দেয়। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে ইয়াহুদী বলল, "হে আবুল কাসিম! আমি চুরি করিনি, বরং ঐ ব্যক্তি শুধু শুধু আমায় চুরির অপবাদ দিয়েছে"। মুলতঃ, যে চুরি করেছে, তার একাধিক প্রতিবেশী ছিল। তারা সবাই তার পক্ষে সাফাই সাক্ষ্য দিচ্ছিল এবং ইয়াহুদীকে দোষারোপ করছিল। তারা বলছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.)-এই দুর্বৃত্ত ইয়াহুদী আল্লাহ্কে

অস্বীকার করে এবং আপনার আনীত দীনকে প্রত্যাখ্যান করে। তাঁর কোন কোন কথায় ইয়াহূদীকে দোষী মনে করার ভাব প্রকাশ পায়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে এ আয়াত নাযিল করেন—

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا এরপর আরও ইরশাদ করেন, এ ইয়াহূদীকে যা বলেছেন, সেজন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করুন; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল-অতীব দয়াবান। إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

এরপর যারা চোরের প্রতিবেশীর পক্ষ নিয়েছিল, তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, هَا أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ..... أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (অর্থাৎ হুশিয়ার তোমরা সেসব লোক, যারা তাদের পক্ষে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন সম্বন্ধে বিতর্ক কর। কিন্তু কিয়ামতের দিন তাদের পক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কে বিতর্কে লিপ্ত হবে? অথবা কে তাদের পক্ষে উকিল হয়ে কাজ করবে?)

তারপর আল্লাহ পাক তাওবার পথ নির্দেশ করেছেন ঃ

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا . وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

(আর যে ব্যক্তি অন্যায় কাজ করে অথবা নিজের জীবনের প্রতি যুলুম করে, পরে আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, সে আল্লাহ্ তা'আলাকে অত্যন্ত দয়াময় পাবে। আর যে ব্যক্তি গুনাহের কাজ করে, বস্তুতঃ সে নিজের প্রতিই তার জের টেনে নেয় অর্থাৎ তাকেই ভোগ করতে হয় গুনার শাস্তি। আল্লাহ্ পাক মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।)

সুতরাং হে লোক সকল! প্রকৃত চোর যে ব্যক্তি, তার পক্ষাবলম্বন করে তার পাপের সাথে তোমরা জড়িয়ে পড়লে কেন?

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (যে ব্যক্তি ভুল করে অথবা গুনাহ্ করে নির্দোষ ব্যক্তি পরে কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর তার অপবাদ আরোপ করে, সে অবশ্যই প্রকাশ্য অপবাদ স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ .... وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ

এ আয়াত পাঠ করে বর্ণনাকারী বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাওবার যে সুযোগ ঘোষণা করেছেন দোষী চোর ব্যক্তিটি সে সুযোগ গ্রহণে অস্বীকার করে এবং মক্কায় মুশরিকদের নিকট গিয়ে মিলিত হয়। একদিন চুরির উদ্দেশ্যে সে একটি ঘরে সিঁদ কাটছিল। আল্লাহ্ তা'আলা ওখানেই মাটি চাপা দিয়ে তার মৃত্যু

ঘটান। এদিকে ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى .... وَسَاءَتْ مَصِيْرًا

বলা হয়েছে, এ চোর ব্যক্তি ছিল তু'মা ইব্‌ন উবায়রিক; মক্কায় বানূ যুফার গোত্রে সে আশ্রয় নিয়েছিল। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতে যে বিশ্বাস ভঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন, তা ছিল আমানতের খিয়ানত, অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত রাখা সম্পদ মালিকের নিকট প্রত্যর্পণে অস্বীকার করা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৪১৫. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰكَ اللّٰهُ وَلَاتَكُنْ لِّلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا

আয়াতে بِمَا اَرٰكَ اللّٰهُ (আপনার নিকট প্রেরিত ওহী মুতাবেক)– তিনি বলেন, এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে তু'মা ইব্‌ন উবায়রিক সম্পর্কে। এক ইয়াহুদী তার নিকট একটি লৌহ বর্ম আমানত রেখেছিল। বর্মসহ ইয়াহুদীকে নিয়ে সে আপন বাড়ীতে গেল এবং ইয়াহুদী নিজ হাতে গর্ত করে তা মাটিতে পুঁতে রাখে। পরে তু'মা এসে গর্ত খনন করে তা তুলে নেয়। পরে ইয়াহুদী বর্মটি নিতে এলে সে তা ফেরত দিতে অস্বীকার করে। বর্মের মালিক তার আত্মীয় প্রতিবেশী ইয়াহুদীদেরকে ডেকে বলে, তোমরা আমার সাথে এসো, বর্ম পুঁতে রাখার স্থানটি আমার জানা আছে। তাদের সম্পর্কে জানতে পেরে তু'মা বর্মটি নিয়ে আবূ সুলায়মান নামের এক আনসারীর বাড়ীতে ফেলে দেয়। ইয়াহুদী এসে বর্মটি পেলনা। তু'মা ও তার গোত্রের লোকজন মিলে ইহাহুদীকে গালমন্দ করে এবং বলে, তোমরা সবাই মিলে আমাকে বিশ্বাস ভঙ্গের অপবাদ দিচ্ছ। তাই না? তারা সবাই মিলে তু'মার বাড়ী-ঘরে অনুসন্ধান করছিল। আবূ মালীলের (র.) বাড়ীতে দৃষ্টি পড়তেই তারা বর্মটি সেখানে দেখতে পায়। তু'মা বলে উঠে যে, আবূ মালীল-ই তা চুরি করেছে। আনসারীগণ তু'মার পক্ষে তর্ক করছিল। আনসারগণকে তু'মা পরামর্শ দিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট গিয়ে তাঁর পক্ষে কথা বলতে, যাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইয়াদীর যুক্তি অগ্রাহ্য করেন। কারণ, এক্ষণে তু'মা যদি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়, তবেই ইয়াহুদীরা মদীনা শরীফের মুসলমান সবাইকে মিথ্যাবাদিতার অপবাদ দিবে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইচ্ছা করেছিলেন তু'মার পক্ষে কথা বলতে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন— وَلَاتَكُنْ لِّلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا (হে রাসূল! আপনি বিশ্বাস ঘাতকদের পক্ষ সমর্থনকারী হবেন না।) وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ (মহান আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন) اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়ালু।)

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا

(হে রাসূল! যারা নিজেদের প্রতারিত করে, আপনি তাদের পক্ষ সমর্থণ করে বিতর্ক করবেন না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক বিশ্বাসঘাতক মহা পাপীকে পছন্দ করেন না।)

তারপর যে সকল আনসার ব্যক্তি তু'মার পক্ষে তর্ক করেছিল, তাদের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন— يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ .... مَا لاَ يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ —(এ সমস্ত লোকদের অবস্থা এই যে) তারা মানুষ থেকে আত্ম গোপন করে থাকে। (কিন্তু) আল্লাহ্ পাক থেকে কোন কিছুই গোপন করতে পারে না। অথচ তারা যখন রাত্রির অন্ধকারে তাঁর অপছন্দনীয় কথাবার্তায় লিপ্ত হয়, তখনও তিনি তাদের সাথে থাকেন।

هَا اَنْتُمْ هٰؤُلاَءِ ....يَوْمَ الْقِيَامَةِ (হুশিয়ার, তোমরাই যেসব লোক, যারা তাদের পক্ষে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন সম্পর্কে তর্ক করছ, কিন্তু কিয়ামতের দিন তাদের পক্ষে আল্লাহ্ পাকের দরবারে কে বিতর্কে লিপ্ত হবে? অথবা তাদের পক্ষে কে উকিল হয়ে কাজ করবে? এরপর আল্লাহ্ পাক তাওবার দিকে আহ্বান করলেন, বললেন-

وَ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً .... غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (যে ব্যক্তি অন্যায় কাজ করে অথবা নিজের জীবনের প্রতি জুলুম করে পরে আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা চায়, সে আল্লাহ্ পাককে অতিশয় দয়ালু ও ক্ষমাশীল পাবে)। আবূ মালীল নামের নির্দোষ লোকটিকে তু'মা চুরির অপবাদ দিয়েছিল, তা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন- وَ مَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا .... بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا —আর যে ব্যক্তি গুনাহের কাজ করে, প্রকৃতপক্ষে সে নিজের উপরই তার জের টেনে নেয়, (অর্থাৎ তাকেই ভোগ করতে হয় গুনাহের শাস্তি) আল্লাহ্ পাক মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়। আর যে ব্যক্তি ভুল করে অথবা গুনাহ করে পরে কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর তার অপবাদ আরোপ করে, সে অবশ্যই প্রকাশ্য অপবাদের বোঝা বহন করে। তু'মাকে নির্দোষ ঘোষণা করার জন্যে এবং তার পক্ষে তর্ক করার জন্যে আনসারগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে অনুরোধ করে, তা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ اَنْ يُّضِلُّوْكَ .... الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ (একদল আপনাকে পথভ্রষ্ট করতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা নিজেদেরকে ব্যতীত আর কাউকেও পথভ্রষ্ট করে না এবং আপনার কোনই ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ্ পাক আপনার প্রতি কিতাব এবং হিকমত নাযিল করেছেন।) অর্থাৎ নবুওয়্যাত প্রদান করেছেন। মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে তু'মাকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে তারা গোপন পরামর্শ করেছিল, তা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

لاَ خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ اِلاَّ مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ

(তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে কল্যাণ আছে যে ছদকা, সৎকার্য ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয়) তু'মা মদীনা শরীফের অধিবাসী। আল্লাহ্ তা'আলার কুরআনের আয়াত নাযিল হলে সে হেয় প্রতিপন্ন হয় এবং তখন সে মক্কা শরীফে পালিয়ে যায় এবং ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ-কাফিরে পরিণত হয়। সেখানে সে হাজ্জাজ ইব্ন ইলাত সুলামীর বাড়ীতে উপস্থিত হয়।

রাতে চুরির উদ্দেশ্যে সে হাজ্জাজের ঘরেই সিঁদ কেটে ঢুকে পড়ে। অস্ত্র নাড়াচাড়া ও চামড়ার ঠোকাঠুকিতে ঘরে ঠুন ঠুন-খটখট শব্দ শুনে চোখ মেলে তাকায় হাজ্জাজ। চক্ষু তার ছানাবড়া, ঘটনাস্থলে তারই অতিথি তু'মা। হাজ্জাজ বলল, "তুমি আমার মেহমান, তুমি আমার চাচাত ভাই, আর তুমি আমার ঘরে চুরি করতে চাও?" তারপর সে তাকে বের করে দিল। অবশেষে বানূ সুলাইম গোত্রের প্রস্তর অঞ্চলে কাফির অবস্থায় সে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। তার সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন—

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى.................... وَسَاءَتْ مَصِيْرًا

(কারও নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু'মিনগণের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যে দিকে সে ফিরে যায়, সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব, আর তা কত মন্দ আবাস।)

১০৪১৬. ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত। জনৈক আনসারী তু'মা ইব্ন উবায়রিকের কাছে একটি কক্ষে একটি বর্ম আমানত রেখেছিল। এরপর আনসারী ব্যক্তি চলে গেল। কিছুদিন পর ফিরে এসে নির্দিষ্ট কক্ষ খুলে আনসারী দেখল যে, তার বর্মটি নেই। সে তু'মা ইব্ন উবায়রিককে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করল। সে বলল, যায়দ ইব্ন সামীন নামে এক ইয়াহুদী লোক এটি চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। ঐ আনসারী তু'মাকে দোষারোপ করে বর্মটি ফেরত দানের জন্যে চাপ দিচ্ছিল। তা দেখে তু'মাকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে তার গোত্রের লোকজন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট গিয়ে তাঁর পক্ষে সুপারিশ করল। তিনিও অনুরূপ করার মনোভাব পোষণ করেছিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন—

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ .... يَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَهُمْ (হে রাসূল! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি। যেন আল্লাহ্ আপনাকে যেমন দেখিয়েছেন, সে অনুসারে মানুষের মধ্যে মীমাংসা করেন এবং আপনি ঐ বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ সমর্থনকারী হবেন না এবং আল্লাহ্ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অতীব দয়ালু, দয়াময়।

هَا أَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ .... وَكِيْلًا (দেখ তোমরা তাদের পক্ষে তর্ক করছ--- কে তাদের উকিল হবে?)

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا .... غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (এ আয়াতাংশে মুহাম্মদ (সা.), তু'মা এবং তার সম্প্রদায়কে বুঝান হয়েছে।)

وَمَنْ يَّكْسِبْ إِثْمًا .... عَلٰى نَفْسِهٖ (এখানে তু'মাকে বুঝানো হয়েছে।)

وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْئَةً .... بَرِيْئًا (কেউ কোন দোষ বা পাপ করে পরে তা নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করে) যেমন যায়দ ইব্ন সামীনের প্রতি আরোপ করেছে فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّإِثْمًا مُّبِيْنًا (সে মিথ্যা অপবাদ ও পাপের বোঝা বহন করে)। তু'মা ইব্ন উবায়রিক তাই করেছে।

وَ لَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهٗ (হে মুহাম্মদ (সা.) আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত ও দয়া না থাকলে) لَهَمَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ وَمَا يُضِلُّوْنَ .... وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ (তবে তাদের এক দল অর্থাৎ তু'মা ইব্‌ন উবাইরিকের সম্প্রদায় আপনাকে পথভ্রষ্ট করতে দৃঢ় সংকল্প ছিল। আর তারা শুধু নিজেদেরকেই গোমরাহ করছে, তারা আপনার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।)

وَ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ط وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا। (আল্লাহ্ আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন। আর আপনি যা জানতেন না, আপনাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। এবং আপনার প্রতি আল্লাহ্ পাকের মহা অনুগ্রহ রয়েছে)

.... لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ (হে মুহাম্মদ! তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই......)

এ বিধান সর্বসাধারণের জন্য।

وَ مَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ .... وَ سَاءَتْ مَصِيْرًا (কারও নিকট সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পর কেউ যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে....আর তা কত মন্দ আবাস), বর্ণনাকারী বলেন, তু'মা ইব্‌ন উবায়রিক-এর সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সে মক্কায় কুরায়শদের সাথে মিলিত হয় এবং দীন-ই ইসলাম ত্যাগ করে। তারপর বানূ আবদুদদার গোত্রের মিত্র হাজ্জাজ ইব্‌ন ইলাত আলবাহযী আল সুলামী-এর ঘরে সিঁদ কাটা আরম্ভ করে। হঠাৎ একটি পাথর তার উপর পতিত হয়। ফলে তার বের হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং সে আটকা পড়ে। ভোরে তারা সবাই তাকে মক্কা থেকে বের করে দেয়। পথ চলতে চলতে কুযা'আ গোত্রের বাহরা' সম্প্রদায়ের কয়েকজন পথিকের সাথে তার দেখা হয়। তাদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে সে বলে "আমি একজন সহায় সম্বলহীন মুসাফির, আমারে আপনাদের সাথে নিন।" তারা তাকে সাথে নিল। রাত গভীর হলে সে তাদের সর্বস্ব চুরি করে পালিয়ে যায়। লোকজন তার পিছু ধাওয়া করে ধরে ফেলে এবং পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করে। ইব্‌ন জুরায়জ (র.) বলেন---- ...... اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ। আয়াতের পূর্ব পর্যন্ত সকল আয়াতগুলো তু'মা ইব্‌ন উবায়রিক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তাফসীরকারগণ আরও বলেন যে, বর্মটি সে আবূ মালীল ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ খাজরাজী-এর বাড়ীতে নিক্ষেপ করে। তার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল হলে সে কুরায়শদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়। এর পরের অবস্থা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

১০৪১৭. উবায়দ ইব্‌ন সুলাইমান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দাহ্হাক (র.) কে বলতে শুনেছি; আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهُ (আল্লাহ্ আপনার প্রতি যা নাযিল করেছেন এবং তাঁর কিতাবে যে পথ নির্দেশ করেছেন।) আয়াতটি নাযিল হয়েছে এক আনসারী ব্যক্তি সম্পর্কে। তার নিকট একটি বর্ম আমানত রাখা হয়েছিল। পরে আমানত প্রত্যর্পণে সে অস্বীকার করে। কতেক সাহাবী তাকে বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। এতে তার সম্প্রদায়ের লোকজন

ক্ষেপে যায়। তারা নবী করীম (সা.)-এর নিকট এসে বলে, "ওই সকল সাহাবী আমাদের এ সঙ্গীকে বিশ্বাস ভঙ্গের অপবাদ দিয়েছে; অথচ সে একজন আমানতদার, বিশ্বস্ত মুসলমান। কাজেই হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি তাকে ক্ষমা করুন এবং যারা তাকে অপবাদ দিচ্ছে। তাদেরকে শাসিয়ে দিন"। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) লোকটির ক্ষমা ঘোষণা করলেন, যেহেতু তিনি মনে করেন যে, লোকটি নির্দোষ এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা ঘোষণা করলেন। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন— اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ .... اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلاً এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ওই লোকের বিশ্বাস ভঙ্গের কথা প্রকাশ করে দিলেন। সে মক্কা শরীফে পালিয়ে গেল এবং ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদে পরিণত হল। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ ....وَسَاءَتْ مَصِيْرًا (সৎ পথ প্রকাশিত হওয়ার পর যে কেউ রাসূলের বিরোধিতা করে.... আর তা কত মন্দ আবাস।)

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতের প্রকাশ্য ভাব দ্বারা বুঝা যায় যে, উল্লেখিত দু'টো ব্যাখ্যার মধ্যে তাদের ব্যাখ্যা-ই সঠিক, যারা বলে—উক্ত খিয়ানত ও বিশ্বাস ভঙ্গ ছিল গচ্ছিত আমানত প্রত্যাপর্ণে অস্বীকৃতি। কারণ আরবী ভাষায় খিয়ানত শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ তাই। কুরআন ব্যাখ্যায় কোন শব্দের সে অর্থ গ্রহণ-ই অধিক যুক্তিযুক্ত, যে অর্থটি আরবদের মাঝে প্রসিদ্ধ ও অধিক প্রচলিত।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(١٠٧) وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ○

১০৭. যারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে, (হে রাসূল!) আপনি তাদের পক্ষে বাদ-বিসম্বাদ করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক বিশ্বাস ভঙ্গকারী ও মহা পাপীকে পছন্দ করেন না।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বুঝিয়েছেন যে, وَلَا تُجَادِلْ (আপনি বাদ-বিসম্বাদ করবেন না) হে মুহাম্মদ (সা.)! عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ (যারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে তাদের পক্ষে)। অন্যের ধন-সম্পদে খিয়ানত ও বিশ্বাস ভঙ্গ করে যাঁরা নিজেদেরকে বিশ্বাস ভঙ্গকারীতে পরিণত করে, তাদের পক্ষে। এর দ্বারা বানূ উবায়রিকের লোকজনকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা যাদের ধন-সম্পদে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে, আত্মসাৎ করেছে যে সম্পদ মালিকগণ, যখন তাদের নিকট নিজেদের প্রাপ্য দাবী করে তখন এ বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের পক্ষ হয়ে প্রাপ্য দাবীদারদের বিরুদ্ধে তর্ক করবেন না।

لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا (আল্লাহ্ পাক বিশ্বাস ভঙ্গকারী মহা পাপীকে পছন্দ করেন না।) অর্থাৎ অন্যের ধন-সম্পদে খিয়ানত ও বিশ্বাস ভঙ্গ করা যাদের স্বভাব, এ অপকর্ম ও অন্যান্য হারাম কর্ম সংঘটন করে পাপ কাজ করা যাদের চরিত্র, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পছন্দ করেন না। আমরা যে ব্যাখ্যা পেশ করেছি, একদল তাফসীরকারও অনুরূপ ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তাদের বর্ণনা ও বক্তব্য ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

১০৪১৮. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত— وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ সম্পর্কে তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি তার চাচার একটি যুদ্ধ বর্ম নিয়ে খিয়ানত ও বিশ্বাস ভঙ্গ করে। পরে তাদের গৃহে যাতায়াত করে এমন একজন ইয়াহুদী-কে সে বর্ম চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করে। কিন্তু চাচা তার ভাতিজার লোকজনের সাথে বাদ-বিসম্বাদ করতে ভাতিজাকে দোষারোপ করে। যুক্তিতর্ক শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নির্দোষ বিবেচনা করে প্রকৃত দোষীকে ক্ষমা করেছিলেন। অবশেষে সে লোক মুশরিক এলাকা মক্কা শরীফে পালিয়ে যায়। তার সম্পর্কেই এ আয়াত নাযিল হয়—

وَ مَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى

মহান আল্লাহর বাণী—

(١٠٨) يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ؕ وَ كَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ۝

১০৮. (এসব লোকের অবস্থা এই যে,) তারা মানুষ থেকে আত্মগোপন করে থাকে, কিন্তু আল্লাহ্ পাক থেকে কিছুই গোপন করতে পারে না। অথচ, তারা যখন রাতের অন্ধকারে তাঁর অপছন্দনীয় কথায় মগ্ন হয়, তখন তিনি তাদের সাথে থাকেন। আর আল্লাহ্ পাক তাদের কার্যাবলীকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ

আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যারা বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে, তারা তাদের বিশ্বাসঘাতকতাকে মানুষ থেকে গোপন করতে চায়। যারা এদের অপকর্ম ও পাপাচার সম্পর্কে নিন্দা করতে পারে। তাদের অন্যায়-অনাচার গোপন করার এ অপপ্রয়াস হলো লোক লজ্জা ও সমালোচনা থেকে আত্ম-রক্ষার জন্যে। وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ তবে তারা আল্লাহ্ পাক থেকে গোপন করতে পারবে না। যিনি তাদের ব্যাপারে অবগত, তাদের কাজকর্ম কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই, তাঁর হাতেই শাস্তি ও তৎক্ষণাত আযাব প্রেরণের চাবিকাঠি। বরং শুধু তাঁকেই লজ্জা করা উচিত। তিনি সম্মান পাওয়ার সর্বাধিক যোগ্য। আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি কেউ তাদের অপকর্ম দেখুক এটা তারা চায় না। অথচ তাদের উচিত ছিল অপকর্ম না করা, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তা না দেখেন। وَهُوَ

مَعَهُمْ অথচ তিনি তাদের সংগেই আছেন অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সঙ্গেঁই উপস্থিত। إِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ —তারা যখন রাতের অন্ধকারে আল্লাহ্‌র অপছন্দনীয় কথায় মগ্ন হয় তখন তিনি তাদের সাথে থাকেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যে সকল কথাবার্তা ও কাজকর্ম পছন্দ করেন না, রাত্রি বেলা তারা ঐ সকল কাজকর্মগুলো আইন সম্মত করার চেষ্টা করে এবং মিথ্যা সংযোজন করে। تَبْيِيْت শব্দের অর্থ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, রাত্রিকালে সম্পাদিত সকল কাজ ও কথাকেই تَبْيِيْت বলা হয়। তাঈ সম্প্রদায়ের কেউ কেউ বলেছেন যে, তাদের ভাষায় تَبْيِيْت শব্দের অর্থ تَبْدِيْل বা পরিবর্তন করা। এ প্রসঙ্গে জনৈক ব্যক্তির সমালোচনায় কবি আসওয়াদ ইব্‌ন 'আমির ইব্‌ন জুওয়াইন আত তাঈ রচিত পংক্তিটি তারা প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন ঃ

وَ بَيَّتَّ قَوْلِى عَبْدَ الْمَلِيْكِ – قَاتَلَكَ اللّٰهُ عَبْدًا كَنُوْدًا

হে 'আবদুল মালিক! তুমি তো আমার বক্তব্য পরিবর্তন করে ফেলেছ,

আল্লাহ্ তোমায় ধ্বংস করুন, হে অকৃতজ্ঞ বান্দা।

আবূ রাযীন (র.) থেকে বর্ণিত, يُبَيِّتُوْنَ শব্দের অর্থে তিনি বলতেন, يُؤَلِّفُوْنَ

১০৪১৯. আ'মাশ সূত্রে আবূ রাযীন (র.) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী— يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ -এর অর্থে বলতেন, يُؤَلِّفُوْنَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ অর্থাৎ ঃ তারা সংযোজন করত এমন বক্তব্য, যা তিনি পছন্দ করেন না!

১০৪২০. অপর সূত্রে আবূ রাযীন (র.) থেকে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

১০৪২১. হাসান ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া সূত্রে আবূ রাযীন (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

তাফসীরকার আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, يُبَيِّتُوْنَ শব্দের ব্যাখ্যায় আমরা যা বলেছি, আবূ রাযীন (র.)-এর বর্ণিত অর্থটি তার সাথে সামঞ্জস্যশীল। কারণ تَأْلِيْف (সংযোজন) শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিমার্জিত করা, পূর্বাবস্থা থেকে পরিবর্তন করা এবং নিজস্ব অর্থ থেকে অন্য অর্থে নিয়ে যাওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, ...يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ আয়াতাংশ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা সে সকল লোকের কথা বলেছেন, যারা ইব্‌ন উবায়রিককে রক্ষা করার জন্যে এবং তার পক্ষে তর্ক করার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট গিয়েছিল। এ সম্পর্কিত বর্ণনা হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) ও অন্যান্য বর্ণনাকারী থেকে ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি।

وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا (আর তারা যা করে তা সর্বতোভাবে আল্লাহ্‌র জ্ঞানায়ত্ব)। অর্থাৎ ঃ মানুষ থেকে গোপনকারী এ সকল লোক লজ্জার ভয়ে রাত্রি বেলা আল্লাহ্‌র অপছন্দনীয় যে সকল কাজ করে ও অন্যান্য যেসব অপরাধ সংঘটন করে, তা তাদের সকল কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা (পরিবেষ্টনকারী) অর্থাৎ সংরক্ষণকারী। তার কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন থাকে না। এর সব কিছুই তিনি সংরক্ষণ করেন, অবশেষে তিনি তাদেরকে এর প্রতিফল ও শাস্তি প্রদান করবেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(১০৯) هَٰأَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ○

১০৯. হুঁশিয়ার! তোমরাই সেসব লোক, যারা তাদের পক্ষে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন সম্বন্ধে বিতর্ক করছ। কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র দরবারে কে তাদের পক্ষে তর্ক করবে? অথবা কে তাদের পক্ষে উকিল হয়ে কাজ করবে?

ব্যাখ্যা ঃ

'আল্লামা আবূ জা'ফর তাবারী (র.) ইরশাদ করেন, আয়াতের অর্থ هَٰأَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ অর্থাৎ হে লোক সকল! যারা বিতর্ক করেছ বিশ্বাস ভঙ্গকারী বানূ উবায়রিকের পক্ষে ইহ্জীবনে বিতর্ক করছ। عَنْهُمْ শব্দের هُمْ সর্বনামটি দ্বারা বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ অর্থাৎ এমন কে আছে, যে তাদের পক্ষে বিতর্ক করবে? আর আল্লাহ্ তাদের সাথে যে আচরণ করবেন, তাদেরকে যে শাস্তি দিবেন, তা থেকে তাদের কে রক্ষা করবে কিয়ামতের দিন, যেদিন মানুষ হাশরের ময়দানে যাবার জন্যে আপন আপন কবর থেকে উঠবে। এতদ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে লোকসকল! যারা খিয়ানতকারীদেরকে রক্ষা করছ, ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়াতে তোমরা তাদেরকে রক্ষা করলেও তারা অতি সত্বর চিরস্থায়ী আখিরাতে এমন প্রভুর নিকট গিয়ে উপস্থিত হবে, যার কঠোর শাস্তি ও যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে কেউ তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। أَمْ مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (অথবা কে তাদের উকিল হবে) অর্থাৎ এমন কে আছে, যে কিয়ামতের দিন তাদের পক্ষে তাদের প্রভুর সাথে বিতর্ক করার দায়িত্ব নিবে?

اَلْوَكَالَةُ (ওকালত করা) শব্দ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, এর অর্থ হচ্ছে কোন ব্যক্তির উপর যারা নির্ভরশীল, তাদের সমস্যা সমাধানে সে ব্যক্তির এগিয়ে আসা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

মহান আল্লাহর বাণী—

(১১০) وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ○

১১০. কেউ কোন মন্দ কার্য করে অথবা নিজের প্রতি জুলুম করে পরে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ্কে সে ক্ষমাশীল, দয়ালু পাবে।

ব্যাখ্যা ঃ

তাফসীরকার 'আল্লামা আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতটি দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا (কেউ যদি কোন মন্দ কাজ করে) অর্থাৎ পাপের কাজ করে, أَوْ يَظْلِمْ

نَفْسَهُ (অথবা নিজের প্রতি জুলুম করে) অর্থাৎ নিজকে অলস ও কর্মহীন করে রাখে, যাতে আল্লাহ্‌র শাস্তি ভোগের যোগ্য হয়ে পড়ে। ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ। (তারপর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে) অর্থাৎ নিজের প্রতি জুলুম করা থেকে এবং মন্দ কর্ম থেকে ফিরে আসে। আল্লাহ্ তা'আলা যা পছন্দ করেন এবং যাতে তার অপরাধ ও পাপ মোচন হয়। সে পূণ্য কাজে লিপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট তাওবা করে, يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (তবে সে আল্লাহ্‌কে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাবে) অর্থাৎ তার প্রভু আল্লাহ্‌কে এমন পাবে যে, তিনি তার অপরাধের শাস্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে তার পাপরাশি গোপন রাখবেন, তার প্রতি দয়াশীল হবেন।

আয়াতে কাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, এ সম্পর্কে তাফসীরকারগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, وَلَاتُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ আয়াতে বিশ্বাস ভঙ্গকারী যে সকল লোকের কথা আলোচনা করা হয়েছে, এ আয়াতেও তাদেরকে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, অত্র আয়াতে সে সকল লোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের পক্ষে বিতর্ক করেছে এবং যাদের কথা আল্লাহ পাক هٰاَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا। আয়াতে আলোচনা করেছেন, উভয় পক্ষের বক্তব্য আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

তাফসীরকার 'আল্লামা আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমাদের মতে সঠিক বক্তব্য এই যে, উপরোক্ত আয়াতসমূহ বিশ্বাস ভঙ্গকারী ও তাদের পক্ষে বিতর্ককারীদের উপলক্ষে নাযিল হলেও তা দ্বারা এমন সবলোক-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা মন্দ কার্য করে অথবা নিজেদের উপর জুলুম করে।

আমরা যা বললাম, একদল তাফসীরকারও অনুরূপ বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৪২২. আবদুল্লাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে প্রচলিত ছিল যে, তাদের কেউ যদি কোন গুনাহ করত, ভোরে তার দরজায় সে ওই গুনাহের কাফফারা কি হবে তা লিখিত পেত। আর তাদের কারো কোন বস্তুতে পেশাব লাগলে কাঁচি দিয়ে তা কেটে ফেলতে হত। এ শুনে জনৈক ব্যক্তি বলে উঠল, আল্লাহ্ তা'আলা তো ইসরাঈলীদেরকে ভাল ব্যবস্থাই দিয়েছিলেন। তখন আবদুল্লাহ্ বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের-কে যা দান করেছেন, তা তাদেরকে দেয়া ব্যবস্থা থেকে উৎকৃষ্টতম। আল্লাহ্ তা'আলা 'পানি'-কে তোমাদের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম নির্ধারণ করেছেন এবং বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ

(এবং যারা অশ্লীল কার্য করে ফেলে অথবা নিজেদের প্রতি যুল্‌ম্ করলে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং নিজেদের গুনাহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থী হয়.... (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৫)

আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

(কেউ কোন মন্দ কাজ করে কিংবা নিজের প্রতি যুল্‌ম্ করে পরে আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ্‌কে ক্ষমাশীল, দয়ালু পাবে।

১০৪২৩. হাবীব ইব্‌ন আবী ছাবিত (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা এসেছিল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফফাল (র.)-এর নিকট। সে তাঁর নিকট জিজ্ঞাস করলো, কোন মহিলা যদি ব্যভিচার করে গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং প্রসব করার পর বাচ্চাটি মেরে ফেলে, তবে তার পরিণতি কি হবে? ইব্‌ন মুগাফফাল (র.) বললেন, তার আর কি? তার জন্যে জাহান্নাম। উত্তর শুনে মহিলাটি কেঁদে কেঁদে চলে যাচ্ছিল। তিনি তাকে ডাকলেন এবং বললেন, তোমার ব্যাপারেটিতো মন্দ কর্ম ও নিজের উপর জুলুম করা এবং দুয়ের একটি। আর এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا–

(যে কেউ মন্দ কাজ করে অথবা নিজের উপর জুল্‌ম্ করে পরে আল্লাহ্‌র পাকের ক্ষমা প্রার্থনা করে সে মহান আল্লাহ্‌কে পাবে ক্ষমাশীল, দয়াময়।)

১০৪২৪. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا–

সম্পর্কে তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা এতদ্বারা বান্দাদেরকে তাঁর ধৈর্য, ক্ষমা, দান এবং তাঁর দয়া ও ক্ষমার ব্যাপকতা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। যে কেউ গুনাহ করে ছগীরা হোক বা কবীরা হোক, তারপর মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, দয়ালু পাবে, তার গুনাহ যদিও আছমান ও যমীন এবং পাহাড় থেকেও বড় হয়।

মহান আল্লাহর বাণী—

(١١١) وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

১১১. কেউ গুনাহ্ করলে সে তা নিজের ক্ষতির জন্যেই করে এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন,এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো—যে ব্যক্তি জেনে শুনে ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন গুনাহ করে, তবে সে পাপের বোঝা, ক্ষতি, লাঞ্ছনা ও লজ্জা তার উপরই বর্তাবে; জগতের অন্য কারো উপর নয়। অর্থাৎ তোমরা যারা বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের পক্ষে বিতর্ক করছ, শুনে রাখ! তোমরা তাদের পক্ষে বিতর্ক করোনা। কারণ, তোমরা তাদের গোত্র, আত্মীয় এবং প্রতিবেশী হলেও কিন্তু তাদের গুনাহ ও পরিণাম থেকে মুক্ত। তবে যখনই তোমরা তাদেরকে রক্ষা করতে চাইবে, অথবা তাদের কারণে বিতর্ক করবে, তখনই তোমরা তাদের ন্যায় হয়ে যাবে। কাজেই, তাদেরকে রক্ষা করতে যেওনা, তাদের পক্ষে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ো না।

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়) হে বিতর্ককারীগণ! বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের পক্ষে যারা বিতর্ক করছ, তাদের পক্ষে তোমাদের বিতর্ক, তোমাদের অন্যান্য কর্ম ও অন্যদের সকল কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা অবহিত। তোমাদের এবং অন্যদের সকল কর্ম, তিনি সবাইকে এগুলোর প্রতিফল দিবেন। حَكِيْمًا (তিনি প্রজ্ঞাময়) অর্থাৎ তোমাদের-কে শাসন করা, তোমাদের ও সকল সৃষ্টি জগতের পরিচালনা ও পরিকল্পনায় তিনি প্রজ্ঞাময়।

কেউ কেউ বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে বানূ উবায়রিক গোত্রের লোকদেরকে উপলক্ষ্য করে। যারা এ মন্তব্য করেছেন, তাদের কথা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(١١٢) وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓـًٔا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ○

১১২. কেউ কোন অন্যায় বা গুনাহ্ করে পরে তা কোন নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করলে সে মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, যে ব্যক্তি অন্যায় করে অর্থাৎ অপরাধ করে অথবা গুনাহ্ করে অর্থাৎ বৈধ নয় এমন কাজ করে। আয়াতে خَطِيْئَةً (দোষত্রুটি) এবং اِثْمًا (পাপ)-এর মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। কারণ, خَطِيْئَةً বা দোষত্রুটি কখনও ইচ্ছাকৃত হয় আবার কখনও অনিচ্ছাকৃত হয়। আর اِثْمًا (পাপ) ইচ্ছাকৃতভাবেই সংঘটিত হয়। তাই, আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি خَطِيْئَةً তথা অনিচ্ছাকৃত দোষ সংঘটন করে অথবা اِثْمًا তথা ইচ্ছাকৃতভাবে পাপ সংঘটন করে ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْئًا তারপর সে অনিচ্ছাকৃত দোষ বা ইচ্ছাকৃত পাপ কে নির্দোষ ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত করে, চাপিয়ে দেয় فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا। (সে মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে) অর্থাৎ সে অসত্য, মিথ্যা বহন করে এবং ইচ্ছাকৃত পাপাচার দ্বারা মহা অপরাধ সংঘটন করে।

তাফসীরকারগণ একমত যে, এ অপবাদ প্রদানকারী ব্যক্তি ইব্ন উবায়রিক। তবে যাকে অপবাদ দেওয়া হল, সে নির্দোষ ব্যক্তিটি কে, এ সম্পর্কে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। কেউ বলেন, এ নির্দোষ ব্যক্তি ছিল লাবীদ ইব্ন সাহ্ল নামে জনৈক মুসলিম। অপর কেউ বলেন, এ নির্দোষ ব্যক্তি ছিল যায়দ ইব্ন সামীন নামে এক ইয়াহুদী। যারা বলেছেন লোকটি ইয়াহুদী, ইব্ন সীরীন (র.) তাদের মধ্যে একজন।

১০৪২৫. খালিদ হায্যা (র.) সূত্রে ইব্ন সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত। ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْئًا আয়াতাংশে বর্ণিত নির্দোষ লোকটি ছিল জনৈক ইয়াহূদী।

১০৪২৬. অপর একটি সনদেও ইব্ন সীরীন (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। কেউ কেউ বলেছেন يَرْمِ بِهِ بَرِيْئًا অর্থ, তারপর বিশ্বাস ভঙ্গকারী লোকটি যে গুনাহ করেছে, সে গুনাহ-ই চাপিয়ে দেয় এমন লোককে, যে তা থেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ। এ হিসেবে بِهِ (তাহা) শব্দের ه সর্বনাম টি اِثْمً। (পাপ) শব্দের প্রতি নির্দেশকারী। সর্বনামটি خَطِيْئَةً (দোষ) এবং اِثْمً। (পাপ) উভয় শব্দের প্রতি নির্দেশক হিসেবেও গ্রহণ করা যেতে পারে । যেহেতু কর্মগুলো প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হলেও فعل বা ক্রিয়া হিসেবে সব একই পরিচয়ে পরিচিত।

فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا আয়াতের ব্যাখ্যায় তারা বলেন, যে ব্যক্তি গুনাহ করে এবং দোষ করে, তারপর এ দোষ ও পাপ থেকে পবিত্র কাউকে এ দোষের অপবাদ চাপিয়ে দেয়, সে বানোয়াট ও মিথ্যার সুস্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে। অর্থাৎ এ বোঝা তার বহনকারীর চরিত্র ও কর্ম তার সমপরিচিত লোকদের সম্মুখে প্রকাশ করে দিবে। আপন প্রতিপালকের বিরুদ্ধে তার দম্ভের কথা প্রচার করে দিবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করার বিষয়টা জানিয়ে দিবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(١١٣) وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ۭ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ۭ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۭ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ۝

১১৩. যদি আপনার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও করুণা না হত, তবে তাদের একদল আপনাকে পথভ্রষ্ট করতে চাইত-ই। তারা শুধু নিজেদেরকেই পথভ্রষ্ট করে এবং আপনার কোনই অনিষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ্ আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন এবং আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহ্র মহা অনুগ্রহ রয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ

তাফসীরকার ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহ তা'আলা বুঝিয়েছেন যে, وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ (আপনার প্রতি যদি আল্লাহ্র অণুগ্রহ ও করুণা না হত) অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা.)! আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, উক্ত খিয়ানতকারী লোকের প্রকৃত তথ্য আপনাকে অবহিত করে, তিনি আপনাকে নিষ্কলুষ রেখেছেন। ফলে ওই লোকের পক্ষে বিতর্ক করা এবং প্রকৃত স্বত্বাধিকারীদের তাদের স্বত্বলাভে বাধা দেওয়ার প্রচেষ্টা থেকে আপনি বিরত

রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা যদি এভাবে আপনাকে অনুগ্রহ না করতেন لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ (তাদের একদল সংকল্প করে ফেলেছিল) অর্থাৎ খিয়ানতকারী। বিশ্বাসভঙ্গকারীদের একাংশ পরিকল্পনা করেছিল أَنْ يُّضِلُّوْكَ (আপনাকে পথভ্রষ্ট করার) আপনাকে সত্য থেকে বিভ্রান্ত করার। খিয়ানতকারী ও বিশ্বাস ভঙ্গকারী লোকটির ব্যাপারে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট বিভ্রান্তিমূলক তথ্য দিয়েছিল যে, আনীত অভিযোগ থেকে লোকটি মুক্ত ও নির্দোষ। তারা রাসূলুল্লাহ্-কে অনুরোধ করেছিল যাতে তিনি তার আবেদন গ্রহণ করেন এবং সাহাবা-ই কিরামের সম্মুখে তার পক্ষে কথা বলেন। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ

(তারা শুধু নিজেদেরকেই পথ ভ্রষ্ট করে) অর্থাৎ লৌহ বর্ম সম্পর্কে বিশ্বাস ভঙ্গকারী লোকটির জন্যে আপনার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা ওয়াজিব ছিল, তা থেকে আপনাকে বিচ্যুত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে তারা শুধু নিজেদেরকেই বিভ্রান্ত করে। اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ –"তারা নিজেদেরকে বিভ্রান্ত করে।"

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, তাদের এ বিভ্রান্তির প্রকৃতি ও স্বরূপ কি? তখন জওয়াবে বলা হবে যে, ইতিপূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের মারফত মানুষকে নির্দেশ দিয়েছিলেন একে অন্যকে সত্যের কাজে সহায়তা করতে এবং পাপ ও সীমা লংঘনের কাজে সহায়তা না করতে। এ প্রেক্ষিতে খিয়ানতকারীকে যারা সহায়তা করছে, তাদের উচিত ছিল খিয়ানতকারীদের পক্ষে নয়; বরং খিয়ানতকারীরা যার প্রতি অন্যায় আচরণ করছে, ঐ মযলূম ব্যক্তিকে সহায়তা করা।

আল্লাহ্র নির্দেশ মুতাবিক মযলূম ব্যক্তিকে সাহায্য করেনি, উল্টো খিয়ানতকারীদেরকে সহায়তা করেছে, এভাবে তারা নিজেদেরকে পথভ্রষ্ট করছে, তাই আল্লাহ্ তা'আলা, ইরশাদ করেন, وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ (নিজেদেরকে ব্যতীত অন্য কাউকে তারা পথ ভ্রষ্ট করে না।) وَمَا يَضُرُّوْنَكَ (তারা আপনার কোনই ক্ষতি করতে পারে না) অর্থাৎ খিয়ানত ও বিশ্বাস ভঙ্গকারী এ লোকের ব্যাপারে তার সম্প্রদায় ও আত্মীয় স্বজনের যারা আপনাকে সত্য থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করেছিল, তারা আপনার কোনই ক্ষতি করতে পারে না। কারণ, আল্লাহ্ পাক আপনাকে স্থিতিশীল রাখবেন, আপনার কাজ-কর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পদনের ব্যবস্থা করবেন, এবং খিয়ানতকারী এ লোক ও তার সহায়তাকারীদের সকল ষড়যন্ত্র আপনার নিকট স্পষ্ট করে দিবেন, তারপর তাকে ও তার সহযোগীদেরকে অপমানিত করে ছাড়বেন।

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ (আল্লাহ্ আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন) অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা যে সকল অনুগ্রহ করেছেন, তন্মধ্যে একটি হলো মহান আল্লাহ্ আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, তাতে রয়েছে হিদায়াত, উপদেশ ও সর্ব বিষয়ের বর্ণনা এবং আপনার প্রতি কিতাবের সাথে সাথে হিকমত দান করেছেন। কিতাবে মোটামুটিভাবে বর্ণিত হালাল-হারাম, আদেশ-নিষেধ বিধি-বিধান ও পুরস্কার-শাস্তির অঙ্গীকার।

وَ عَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ (আর আপনি যা জানতেন না, তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন।) অর্থাৎ আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জ্ঞান, যা হয়েছে এবং যা হবে, তার সব কিছুর জ্ঞান। হে মুহাম্মদ (সা.) আপনাকে সৃষ্টির পর এসব নে'মত ও অনুগ্রহ আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দান করেছেন। কাজেই, তিনি আপনার প্রতি যে ইহসান করলেন, দয়া প্রদর্শন করলেন, তার জন্যে আপনি তাঁর শোকর আদায় করুন। তাঁর ইবাদতে অবিচল থেকে তাঁর ভালবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জনে দ্রুত অগ্রসর হয়ে তিনি আপনার প্রতি যে কিতাব ও হিকমাত নাযিল করেছেন, সর্বদা তা কার্যকর করে এবং তাঁকে পাওয়ার পথ ও তাঁর দেওয়া ধর্মের পথ থেকে যারা আপনাকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে, তাদের বিরোধিতার মাধ্যমে আপনি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। একমাত্র মহান আল্লাহ্-ই আপনার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যারা আপনার ক্ষতি করতে চেষ্টা করে, আপনাকে মহান আল্লাহ্র পথ থেকে বিরত রাখতে ইচ্ছা করে, তাদের ক্ষতি ও ষড়যন্ত্র থেকে মহান আল্লাহ্ই আপনাকে রক্ষা করবেন। যেমনটি তিনি রক্ষা করেছেন আলোচ্য বিশ্বাস ভঙ্গকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের চক্রান্ত থেকে। আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধ পালনের ক্ষেত্রে আপনি যদি তাঁর বিরোধিতা করেন এবং তাঁর পথ থেকে আপনাকে যারা বিরত রাখতে চেষ্টা করে, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেন, তবে শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ্ পাক যদি আপনার ক্ষতির ইচ্ছা করেন, তবে তার মুকাবিলায় আপনাকে রক্ষা করার কেউ নেই।

এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ত্রুটির স্থান সম্পর্কে তাকে সতর্ক করে দিলেন এবং যা তার করণীয় তা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(١١٤) لَا خَيْرَ فِي كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۭ بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

১১৪. তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে কল্যাণ আছে যে দান খয়রাত সৎকার্য ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয়, তার পরামর্শে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আকাংক্ষায় কেউ তা করলে তাকে মহা পুরস্কার দান করবো।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, لَا خَيْرَ فِي كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ (তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই) অর্থাৎ সকল মানুষ তথা মানবজাতি যা পরামর্শ করে, তার অধিকাংশে কোন কল্যাণ নেই, اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ (তবে কল্যাণ আছে তার পরামর্শে, যে নির্দেশ দেয় দান-খয়রাত এবং সৎকার্যের) সৎকার্য তাই, যা করতে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ

দিয়েছেন এবং যে সকল পূণ্য ও সৎকর্মের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ (এবং যে মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয়) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার অনুমোদিত পন্থায় দু'জন শত্রু কিংবা বিবাদমান দু'জন ব্যক্তির মধ্যে শান্তি স্থাপন করে, যাতে তারা উভয়ে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও একতার প্রতি ফিরে আসে। আল্লাহ্ তা'আলাও তাই নির্দেশ করেছেন। তারপর যে এ কাজ করবে, তার পুরস্কারের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا

(আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আকাংখায় কেউ তা করলে অদূর ভবিষ্যতে তাকে মহা পুরস্কার দান করবো) অর্থাৎ মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে যে ব্যক্তি দান-খয়রাত, সৎকার্য ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয়, তাহলে আমি তাকে এ কর্মের প্রতিদানে বিরাট ও মহান পুরস্কার দিব। কত বিরাট ও মহান পুরস্কার আল্লাহ্ তা'আলা দান করবেন, তার কোন পরিসীমা তিনি উল্লেখ করেননি, বরং একমাত্র তিনিই জানেন তা কত ব্যাপক ও কত বিশাল।

لَا خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ

আয়াতোংশের অর্থ সম্পর্কে আরবী ভাষাবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। বসরার অধিবাসী কতেক ব্যাকরণবিদ বলেন, আয়াতের অর্থ لَا خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ (তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে কল্যাণ আছে শুধুমাত্র সে সকল পরামর্শে, যা সাদকার নির্দেশকারী...ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে হয়)।

এ হিসেবে مَنْ শব্দটি نَجْوَاهُمْ বাক্যাংশের هُمْ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট (عطف)। আরবদের মতে এ ধরনের শব্দ বিন্যাস সঠিক নয়। কারণ, এ জাতীয় স্থানে إِلَّا শব্দটি هُمْ এর সাথে সংশ্লিষ্ট(عطف) হয় না, কারণ এটি নেতিবাচক-তার অন্তর্ভুক্ত নয়।

কূফার অধিবাসী কিছু সংখ্যক ব্যাকরণবিদ বলেন, مَنْ শব্দটি কখনও কখনও জার (جر) -এর স্থানে ব্যবহৃত হয়, আবার কখনও নছব (نصب)-এর স্থানে ব্যবহৃত হয়।

জার (جر)-এর স্থানে ব্যবহৃত হবার উদাহরণ, যেমন— لَا خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ (অধিকাংশ গোপন পরামর্শকারীদের মধ্যে কল্যাণ নেই; হাঁ সে সকল পরামর্শকারীদের মধ্যে কল্যাণ আছে, যারা সাদকার নির্দেশ দেয়)। এ হিসেবে আয়াতে نَجْوٰى মানে গোপন পরামর্শকারীগণ। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

مَا يَكُوْنُ مِنْ نَجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ (গোপন পরামর্শকারী তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন পরামর্শ হয় না, যাতে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি (আল্লাহ্) উপস্থিত থাকেন না– সূরা মুজাদালা ঃ ৭নং আয়াত)। অনুরূপভাবে আল্লাহ্তা'আলার বাণী وَاِذْهُمْ نَجْوٰى (আর যখন তারা গোপন পরামর্শে লিপ্ত হয়। -সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত নং ৪৭)।

অপরদিকে نَجْوٰى শব্দটিকে ক্রিয়া অর্থাৎ মাসদার (مصدر) মেনে নিলে তখন مَنْ শব্দটি নসবযোগ্য হবে। যেহেতু তখন এটি হবে ইস্তিসনা-ই-মুন্কাতা। এ জন্যে যে, তখন مَنْ শব্দটি نَجْوٰى এর বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হবে, যেমন কবির কবিতা—

.... وَمَا بِالرَّبْعِ مِنْ اَحَدٍ

اِلاَّ اَوَارِىَّ لاَيًا مَااُبَيِّنُهَا ....

এ সূত্রে مَنْ শব্দটি মাঝে মাঝে রফা' যোগ্যও হয়, যেমন কবির বর্ণনা—

وَ بَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا اَنِيْسُ - اِلاَّ الْيَعَافِيْرُ وَاِلاَّ الْعِيْسُ

এমন এক প্রান্তর, যেথায় কোন বন্ধু নেই,

আছে শুধু মাটি রঙের এবং সাদা রংয়ের হরিণ।

তাফসীরকার আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, উপরোক্ত মতামতগুলোর মধ্যে সঠিক এই যে, نَجْوٰى -এর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে مَنْ শব্দটি জার (جر) -এর স্থলে অবস্থিত। আর نُجُوٰى বহুবচনের অর্থে বুঝাবে গোপন পরামর্শকারীগণ, যেমন السَّكْرٰى (নেশাগ্রস্ত)। এটিকে সঠিক বলেছি এ জন্যে যে, সবগুলো মন্তব্যের মধ্যে এটিই সর্বাধিক স্পষ্ট ও প্রকাশ্য।

সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে- হে মুহাম্মদ (সা.) গোপনে পরামর্শকারী অধিকাংশ লোকের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। তবে তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে, যাঁরা মানুষকে সাদকা, সততা ও সংশোধনের কাজের নির্দেশ দেয়। একমাত্র তাদের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(١١٥) وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۝

১১৫. যে ব্যক্তি এরূপ, তার নিকট সত্য প্রকাশ হওয়ার পরও আল্লাহ্ তা'আলার রাসূলের বিরোধিতা করবে এবং মু'মিনগণের পথ ছেড়ে অন্য পথ গ্রহণ করবে, আমি তাকে নিজ ইচ্ছানুয়ায়ী কাজ করতে দেই। আর আমি তাকে দোজখে দগ্ধ করবো, আর তা কত মন্দ আবাস স্থল।

ব্যাখ্যা ঃ

তাফসীরকার 'আল্লামা আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এখানে وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ (কেউ যদি রাসূলের বিরোধিতা করে) অর্থ, যে ব্যক্তি রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত: তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। মুহাম্মদ (সা.) যে আল্লাহ্র রাসূল এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তিনি যা নিয়ে এসেছেন, তা সত্য ও সরল পথের দিশা দেয়, এটা তার নিকট প্রকাশ হওয়ার পর। অর্থাৎ বিশ্বাসীদের পথ ও পদ্ধতি ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, এটি কিন্তু আল্লাহ্র সাথে কুফরী করা। কারণ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের

সাথে কুফরী করা মু'মিনদের বিপরীত পথ। نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى (যে দিকে সে ফিরে যায় সে দিকেই আমি তাকে ফিরিয়ে দিব) অর্থাৎ মূর্তি প্রতিমা যেগুলোর নিকট সে সাহায্য-সহযোগিতা চায়, সেগুলোকে আমি তার সাহায্য সহযোগিতাকারী বানিয়ে দিব। এ মূর্তি, প্রতিমা তাকে আল্লাহ্‌র আযাব ও শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবেনা, এবং পারবেনা তার কোন উপকার করতে।

যেমন বর্ণিত হয়েছে ঃ

১০৪২৭. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى অর্থাৎ তার বাতিল ও মিথ্যা উপাস্যগুলোর দিকে তাকে ফিরিয়ে দিব।

১০৪২৮. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত।

وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ (এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব) অর্থাৎ তাকে জাহান্নামের আগুনের জ্বালানীতে পরিণত করব তথা আগুনে জ্বালাব। الصَّلٰى। শব্দের অর্থ নিয়ে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি, পুনরাবৃত্তির আর প্রয়োজন নেই। وَسَاءَتْ مَصِيْرًا। অর্থাৎ ঃ প্রত্যাবর্তনকারীদের প্রত্যাবর্তন স্থল হিসেবে জাহান্নাম কতইনা নিকৃষ্ট স্থান। আল্লাহ্ তা'আলা وَلَا تَكُنْ لِّلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا আয়াতে সে সকল খিয়ানতকারীদের কথা আলোচনা করেছেন, যারা শেষ পর্যন্ত তাওবা করতে অস্বীকৃতি জানায়। তাদের মধ্যে তাওবা করতে অস্বীকৃতি জানায় তু'মা ইব্ন উবায়রিক। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং তাঁর দীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মক্কার মূর্তি পূজারী মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(١١٦) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ○

১১৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক তাঁর সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করেন না। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শিরক করে, সে পথভ্রষ্টতায় বহুদূরে সরে পড়েছে।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ (আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না) অর্থাৎ তু'মাকে তিনি ক্ষমা করবেন না। যদি সে শিরক্ করে এবং শিরকের উপর মৃত্যুবরণ করে, অনুরূপ যে বা যারাই আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করবে এবং কুফরী করবে, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ (এটি ব্যতীত সব কিছু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন) অর্থাৎ শিরক ছাড়া অন্যান্য পাপ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। এতদ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বুঝালেন যে, তু'মা যদি শিরক না করতো এবং শিরকের উপর মৃত্যু না হত তা হলে তার ইতিপূর্বেকার কৃত অপরাধ-বিশ্বাস ভঙ্গ ও অবাধ্যতার ব্যাপারটি আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাধীন থাকতো, তিনি তাকে শাস্তি দিতেন অথবা ক্ষমা-ই করে

দিতেন। পাপাচারী সকল ব্যক্তির ব্যাপারও অনুরূপ। তাদের ব্যাপার আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাধীন। কিন্তু যে বা যারা আল্লাহ্র সাথে শিরক্ ও কুফরী করার অপরাধে অপরাধী, তাদের ব্যাপার ভিন্ন। ঐ শিরক অবস্থায় যদি তাদের মৃত্যু হয় তবে জাহান্নামী হওয়াটা অবধারিত! শিরক অবস্থায় মৃত্যু হলে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দিবেন। জাহান্নামই হবে তার প্রত্যাবর্তন স্থল, শেষ ঠিকানা।

১০৪২৯. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্র বাণী ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُمَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ প্রসঙ্গে বলেন, যে সকল মুসলমান কবীরা গুনাহ্ তথা মহাপাপ থেকে আত্মরক্ষা করবে, তাদের জন্য এ ক্ষমা। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণী وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً بَعِيْدًا দ্বারা বুঝিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র 'ইবাদতে কাউকে তাঁর অংশীদার স্থির করে, তবে সে সত্য ও সরল পথ থেকে অনেক দূরত্বে চলে যাবে, বড় রকম ব্যবধানে পতিত হবে। যেহেতু আল্লাহ্র 'ইবাদতে তাঁর সাথে শরীক করা দ্বারা সে শয়তানের আনুগত্য করেছে, শয়তানের পথে চলেছে, আল্লাহ্র আনুগত্য ও দীন পরিত্যাগ করেছে, এটাই তো চরম বিভ্রান্তি ও স্পষ্ট ক্ষতি।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(١١٧) اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اِنٰثًا ۚ وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ۙ

১১৭. তাঁর পরিবর্তে তারা দেবীরই পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানেরই পূজা করে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে –"তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে লাত, উযযা ও মানাত ইত্যাদির পূজা করে। এ সকল দেব-দেবী-কে মুশরিকগণ স্ত্রী জাতীয় নামে আখ্যায়িত করে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোকে মহিলা ও স্ত্রী লিঙ্গ বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৪৩০. আবূ মালিক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِلَّا اِنٰثًا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা 'ইবাদত করে লাত, উযযা ও মানাত প্রতিমার। এরা সবাই নারী জাতীয়।

১০৪৩১. আবূ মালিক থেকে অনুরূপ অপর একটি বর্ণনা রয়েছে।

১০৪৩২. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِلَّا اِنٰثًا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তারা (মুশরিকরা) ওগুলোকে স্ত্রীবাচক নামে আখ্যায়িত করে। যেমন লাত, মানাত ও উযযা।

১০৪৩৩. আল্লাহ্ তা'আলার বাণী اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِلَّا اِنٰثًا -এর ব্যাখ্যায় ইব্ন যায়দ (র.) বলেন, আল্লাহ্কে ছেড়ে তারা উপাসনা করে তাদের দেবতাদের-লাত, উযযা ইয়াসাফ ও নায়িলা

ইত্যাদির। এ সবগুলোই স্ত্রী জাতীয়। এরপর পাঠ করলেন ঃ اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيْدًا (অর্থাৎ ঃ আর তারা উপাসনা করে শুধু বিদ্রোহী শয়তানের)

তাফসীরকারগণের অপর দল বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো ঃ আল্লাহ্ পাকের স্থলে তারা পূজা করে জড় পদার্থের, মৃতের, যেগুলোর প্রাণ নেই।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৪৩৪. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِلاَّ اِنٰثًا -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তারা পূজা করে মৃতের।

১০৪৩৫. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তারা উপাসনা করে মৃতের, যার প্রাণ নেই।

১০৪৩৬. তাফসীরকার হাসান বসরী (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِلاَّ اِنٰثًا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, اِنَاث হচ্ছে সে সকল মৃত বস্তু, যেগুলোতে প্রাণ নেই। যেমন শুক্‌নো কাঠ, শুকনো পাথর। কারণ আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيْدًا .... فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ

ব্যাখ্যাকারগণের অপর একদল বলেন, মুশরিকরা বলতোঃ "ফিরিশতাগণ আল্লাহ্র কন্যা"।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৪৩৭. দাহহাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতে মহিলা বলতে ফিরিশতাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ মুশরিকরা মনে করত ফিরিশতাগণ আল্লাহ্র কন্যা।

অপর একদল তাফসীরকার বলেন, প্রতিমা পূজারীরা নিজেরা তাদের প্রতিমাগুলোকে নারীবাচক নামে ভাবত। এ সূত্রেই আল্লাহ্ তা'আলা অনুরূপ আয়াত নাযিল করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৪৩৮. তাফসীরকার হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরবের প্রত্যেক গোত্রের এক একটি দেবী ছিল, সেগুলোকে তারা اُنْثٰى بَنِىْ فُلاَن বা 'অমুক গোত্রের দেবী' নামে আখ্যায়িত করত। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِلاَّ اِنٰثًا (আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তারা দেবীগুলোর পূজা করে)

১০৪৩৯. আবূ রাজা আল-হুদ্দানী (রহ.) বলেন, হাসান বসরী (রহ.)-কে বলতে শুনেছি ঃ আরবের প্রত্যেক গোত্রেরই একটা দেবী ছিল। এরপর পূর্বের ন্যায় বলেছেন।

তাফসীরকারদের অপর একদল বলেন, এ আয়াতে اِنَاث মানে اَوْثَان বা প্রতিমাগুলো।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ.

১০৪৪০. মুজাহিদ বলেন, اناثًا মানে أَوْثَانًا অর্থাৎ প্রতিমাগুলো।

১০৪৪১. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সুত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১০৪৪২. হিশাম ইব্ন উরওয়া (র.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, হযরত 'আয়েশা -এর নিকট সংরক্ষিত কুরআন মজীদের কপিটিতে ছিল إِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ إِلاَّ أَوْثَانًا শব্দটির পাঠরীতি সম্পর্কে ইমাম তাবারী (র.) বলেন, বর্ণিত আছে যে, হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র.) إِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ إِلاَّ أُنُثًا পড়তেন। أُنُثًا শব্দটি মুলতঃ وَثَنٌ (প্রতিমা)-এর বহুবচন। বলা হয় যে, وَثَن -এর বহুবচন وُثُن । প্রথম অক্ষর ওয়াও (واو) টি হামযাতে পরিণত হয়েছে ফলে أُثُنٌ হয়েছে। যেমন, مَا أَحْسَنَ الْوُجُوْهِ বাক্যে مَا أَحْسَنَ الأُجُوْهُ পড়া হয়। এবং وَإِذَا الرُّسُلُ وُقِّتَتْ বাক্যে وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ। (সূরা মুরসালাত, আয়াত-১১) পড়া হয়। কেউ কেউ বলেছেন যে, শব্দটিকে أُنُثًا পড়া যাবে। তখন এটি اناث-এর বহুবচন হবে, যেমন ثمار-এর বহুবচন ثُمُرٌ । ইমাম তাবারী (র.) বলেন, আয়াতে একমাত্র সঠিক পাঠরীতি হচ্ছে إِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ إِلاَّ اِنَاثًا পড়া। এক্ষেত্রে اِنَاثًا শব্দটি أُنْثَى-এর বহুবচন। সকল মুসলমানের কুরআনের কপিতে তাই আছে এবং এ প্রকার পড়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা তথা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাবারী (র.) বলেন, উল্লেখিত পাঠ রীতিকে আমরা বিশুদ্ধ বলে প্রমাণ করেছি এবং সে আলোকে এ ব্যাখ্যাটিকে সঠিক বলছি যে, আয়াতে ওই সব প্রতিমাদের কথা বলা হয়েছে, আল্লাহ্কে ছেড়ে মুশরিকরা যেগুলোর পূজা করত এবং লাত, উয্যা, নাইলা ও মানাত মহিলা জাতীয় নামে আখ্যায়িত করত। এ ব্যাখ্যাটিকে সঠিক বলেছি এ কারণে যে, আরবী ভাষায় اناث শব্দটি প্রধানতঃ স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অন্য ক্ষেত্রে এর ব্যবহার গৌণ। শব্দের ব্যাখ্যায় এর প্রসিদ্ধ অর্থটি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। এ দৃষ্টি কোণ থেকে وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا (কারও নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূল-এর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব, আর তা কত মন্দ আবাস!) আল্লাহ্ তাঁর শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ব্যতীত সবকিছু যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন। এবং কেউ আল্লাহ্র শরীক করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। তাঁর পরিবর্তে তারা দেবীরই পূজা করে। এটাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ, তারা পূজা করছে মহিলাদের এবং ডাকছে ওই সকল দেব-দেবী ও উপাস্যদের। নারীদের দুর্বলতা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তারা তাদের 'ইবাদত ও উপাসনায় নিয়োজিত হয়েছে। আর বিরত থাকছে সেই মহান প্রভুর ইবাদত থেকে, যার হাতে রয়েছে সৃষ্টি ও নির্দেশের ক্ষমতা এবং যিনি সবকিছুর মালিক।

মহান আল্লাহ্র বাণী إِنْ يَّدْعُوْنَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيْدًا। (তারা বিদ্রোহী শয়তানেরাই পূজা করে)-এর ব্যাখ্যায় 'আল্লামা আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ পাককে বাদ দিয়ে ও সব

পূজারীরা মূলতঃ বিদ্রোহী শয়তানেরই পূজা করছে। যে শয়তান আল্লাহর বিধি-নিষেধ পালনে তাঁর বিরোধিতা করেছে।

১০৪৪৩. হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيْدًا -আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, শয়তান আল্লাহর অবাধ্যতায় অটল রয়েছে।

মহান আল্লাহর বাণী—

(١١٨) لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ٥

১১৮. আল্লাহ তাকে লা'নত করেন এবং সে বলে, আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুসারী করে নিব।

আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, لَعَنَهُ اللّٰهُ -এর অর্থ আল্লাহ তা'আলা তাকে চরমভাবে লা'নত করেন এবং রহমত থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। এ আয়াতের ব্যাখ্যা ঃ তারা পূজা করে বিদ্রোহী শয়তানের, যাকে আল্লাহ লা'তন করেছেন এবং সব রকমের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করেছেন।

وَقَالَ لاَ تَّخِذَنَّ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যখন সত্যদ্রোহী শয়তানকে লা'নত করলেন, তখন শয়তান তার প্রভুকে বলেছিল, তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে আমি আমার অনুসারী বানিয়ে নিব। এ আয়াতে مَفْرُوْض শব্দের অর্থ مَعْلُوْم-নির্দিষ্ট পরিমাণ।

১০৪৪৪. দাহহাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ ঃ নির্দিষ্ট অংশ।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ্‌র বান্দাহদের এক বিশেষ অংশকে শয়তান কিরূপে তার অনুসারী করবে? উত্তরে বলা যায় যে, সরল পথ থেকে তাদেরকে বিচ্যুত করে, তার নিজের আনুগত্যের প্রতি তাদেরকে আহ্বান করে এবং গোমরাহী ও কুফরীকে তাদের নিকট আকর্ষণীয় করে। সে তাদেরকে সত্য পথ থেকে স্খলিত করবে, অতঃপর যারা তার ডাকে সাড়া দিবে এবং তার সাজানো বিষয়গুলোর অনুসরণ করবে। এটাই হবে তার নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত অংশ। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের বক্তব্য জানিয়ে দিলেন। যাতে হিদায়াত আসার পরও যারা রাসূলের বিরোধিতা করে, তারা উপলব্ধি করতে পারে যে, তারা সত্যদ্রোহী শয়তানের নির্দিষ্ট অংশভুক্ত এবং তারা সে সকল লোক, যারা ইব্‌লীস শয়তান তার ধারণাকে সত্য প্রমাণ করেছে। লা'নত শব্দের মর্ম ও অর্থ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা তথ্য-প্রমাণসহ আলোচনা করেছি। এক্ষণে পুনরাবৃত্তি সমচীন মনে করছিনা।

মহান আল্লাহর বাণী—

(١١٩) وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ۭ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ٥

১১৯. আর আমি তাদেরকে অবশ্যই পথভ্রষ্ট করব এবং আমি অবশ্যই তাদের অন্তরে মিথ্যা বাসনা সৃষ্টি করব এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে নির্দেশ দিব যেন তারা চতুষ্পদ জন্তুর কর্ণচ্ছেদন করে

এবং আমি তাদেরকে নিশ্চয়ই নির্দেশ দেব যেন তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে বিকৃত করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার পরিবর্তে শয়তানকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্যভাবে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ব্যাখ্যা ঃ

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বিতাড়িত শয়তানের বক্তব্যের বর্ণনা দিচ্ছেন। শয়তান বলেছে, আপনার বান্দাদের থেকে যে অংশকে আমি আমার জন্যে নিয়ে নিব, তাদেরকে আমি হিদায়াতের পথে বাধা দিয়ে গোমরাহীর পথে নিয়ে যাব এবং ইসলামের পথ থেকে কুফরীর দিকে নিয়ে যাব। এবং আমি তাদেরকে বাঁকা পথে নিয়ে যাব। তাদের অন্তরে মিথ্যা বাসনা সৃষ্টি করে তাদেরকে আপনার আনুগত্য ও একত্ববাদ থেকে বিচ্যুত করে আমার আনুগত্য ও আপনার সাথে শিরক করার দিকে নিয়ে যাব। فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ অর্থাৎ আপনার বান্দাদের থেকে যে অংশটি আমি আমার জন্য নিয়ে নিব, তাদেরকে আমি নির্দেশ দেব আপনি ভিন্ন অন্যান্য দেব-দেবী ও প্রতিমার উপাসনা করতে। ফলে তারা দেব-দেবীর জন্যে পশু কুরবানী দিবে, দেব-দেবীর জন্যে ইহরাম করবে। তাদের নামে ইহরাম খুলবে। আর আপনি তাদের জন্যে যে শরী'য়ত ও বিধি-বিধান নির্ধারণ করেছেন, তার বিপরীত বিধি-বিধান অনুসরণ করবে। এভাবে তারা আমার অনুসরণ এবং আপনার বিরোধিতা করবে। اَلْبَتْكُ শব্দের অর্থ কর্তন করা। মুলতঃ তা হল দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত পশু (বাহীরা) যার কান কেটে দেয়া হয়, যাতে চেনা যায় যে, এটি দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত পশু। উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা নিকৃষ্ট শয়তান বুঝাতে চেয়েছে যে, সে তাদেরকে বাহীরা পশু ছেড়ে দেয়ার আহ্বান জানাবে এবং তাতে তারা সাড়া দিবে। আর এভাবেই তারা শয়তানের অনুগত হবে।

আমরা যে ব্যাখ্যা করেছি, একদল ব্যাখ্যাকারও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৪৪৫. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, اَلْبَتْكُ। অর্থাৎ কর্তন করার রীতি প্রচলিত ছিল বাহীরা ও সাইবা প্রাণীর ক্ষেত্রে। তাদের দেবতাদের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেবার সময় তারা ঐগুলোর কান কেটে দিব।

১০৪৪৬. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তারা পশুগুলোর কান কেটে দিত এবং বাহীরা পরিচয়ে ছেড়ে দিত।

১০৪৪৭. 'ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াত দ্বারা শয়তানের অনুসারীদের জন্য শয়তানের একটি বিধানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আর এটি হল বাহীরা ও সাইবা জাতীয় প্রাণী উৎসর্গ করার বিধান।

Contents

وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ (আমি তাদেরকে নির্দেশ দিব এবং তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিকৃত করবেই) আয়াত সম্পর্কে ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাদের কেউ বলেছেন, আয়াতে মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি চতুষ্পদ জন্তুর কথা বলা হয়েছে। তারা খাশী করার মাধ্যমে ও গুলোকে মূল সৃষ্টি থেকে বিকৃত করবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৪৪৮. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত যে, চতুষ্পদ জন্তু খাশী করাকে তিনি মাকরূহ মনে করতেন, তিনি বলতেন وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ এ বিষয়ে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

১০৪৪৯. হযরত আনাস (র.) থেকে বর্ণিত। খাশী করাকে তিনি অপছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ এ উপলক্ষ্যেই এ আয়াত নাযিল হয়।

১০৪৫০. অপর সূত্রে হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ আয়াতে খাশী করার কথাই বলা হয়েছে।

১০৪৫১. অপর সূত্রে হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চতুষ্পদ জন্তুর খাশী করাটা মুছলা (مثله) বা অঙ্গহানি করা। তার পর প্রমাণ স্বরূপ তিনি وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ। আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

১০৩৫২. রবী' ইব্‌ন আনাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাশী করানো আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে পরিবর্তন সাধনের অন্তর্ভুক্ত।

১০৪৫৩. শুবাইল (র.) বলেন, তিনি শাহর ইব্‌ন হাওশাব (র.)-কে فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ আয়াতটি তিলাওয়াত করতে শুনেছেন এবং ব্যাখ্যায় শহর ইব্‌ন হাওশাব বলেছেন যে, মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টির পরিবর্তন সাধনের স্বরূপ হচ্ছে খাশী করানো। শুবাইল বলেন, তারপর আমি এ ব্যাপারে আরো জেনে নিতে আবু তাইয়্যাহ্‌কে নির্দেশ দিলাম। বকরী খাশী করানো সম্পর্কে তিনি হাসান (র.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, হাসান (র.) বললেন, তাতে কোন দোষ নেই।

১০৪৫৪. কাসিম ইব্‌ন আবী বায্‌যাহ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুজাহিদ (র.) আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি যেন ইকরামা (র.) কে فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তারপর আমি ইকরামা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এর অর্থ খাশী করানো।

১০৪৫৫. কাসিম ইব্‌ন আবী বায্‌যাহ্ (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুজাহিদ (র.) আমাকে নির্দেশ দিলেন وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ আয়াত সম্পর্কে ইকরামা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করার জন্যে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, জওয়াবে তিনি বললেন, এর অর্থ খাশী করানো। এ কথা শুনে ইকরামা (র.)-এর উদ্দেশ্যে মুজাহিদ (র.) বললেন, তার হল কি? মহান আল্লাহ্‌র লা'নত! মহান আল্লাহ্‌র শপথ সে জানে যে, আয়াতে খাশী করানো ভিন্ন অন্য অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি

আমাকে নির্দেশ দিলেন, পুনরায় জিজ্ঞাসা করতে। আমি পুনরায় ইকরামা (র.)কে জিজ্ঞাসা করি। ইকরামা (র.) বললেন, فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ (আল্লাহ্‌র প্রকৃতির অনুসরণ কর। যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। সূরা রূম ঃ আয়াত ৩০) আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী কি আপনি শুনেন নি? আয়াতে মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি মানে আল্লাহ্‌র দীন, আল্লাহ্‌র দেওয়া ধর্ম। তারপর এ জওয়াব আমি মুজাহিদ (র.)-এর নিকট বর্ণনা করি। তিনি বললেন,তার হল কি? আল্লাহ্ তাকে অপমানিত করুন।

১০৪৫৬. লাইছ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইকরামা (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টির পরিবর্তন করা মানে খাশী করানো।

১০৪৫৭. মাতর আল্ ওয়াররাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ সম্পর্কে ইকরামা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, জওয়াবে তিনি বলেন, এর অর্থ খাশী করানো।

১০৪৫৮. আবূ সালিহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতের অর্থ, খাশী করানো।

১০৪৫৯. রবী' ইব্‌ন আনাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইব্‌ন মালিক (র.)-কে আমি বলতে শুনেছি, وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে পরিবর্তন সাধনের একটি হলো খাশী করানো।

১০৪৬০. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

১০৪৬১. আম্মার ইব্‌ন আবী আম্মার (র.) সূত্রে ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে অনুরূপ আরো একটি হাদীস বর্ণিত।

১০৪৬২. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত যে, ইকরামা (র.) খাশী করানোকে অপছন্দনীয় মনে করেন। তাফসীরকারগণের অন্য একদল বলেন, وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ (আমি তাদেরকে নির্দেশ দিব, তারপর তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিকৃত করবেই) অর্থ তারা আল্লাহ্‌র দীনকে বিকৃত করবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৪৬৩. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তারা মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিকৃত করবে, মানে তারা মহান আল্লাহ্‌র দীনকে বিকৃত করবে।

১০৪৬৪. কায়স ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌রাহীম (র.) থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ-এ আয়াতে خَلْقُ اللّٰهِ তথা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি অর্থ دِيْنُ اللّٰهِ মানে আল্লাহ্‌র দীন।

১০৪৬৫. ইব্‌রাহীম (র.) থেকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

১০৪৬৬. অপর সূত্রে ইব্‌রাহীম (র.) থেকে আরো অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

১০৪৬৭. অন্য একটি সূত্রে ইব্‌রাহীম (র.) থেকে আরো অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১০৪৬৮. কাসিম ইব্‌ন আবি বায্‌যাহ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ অর্থ, তারা বিকৃত করবে, মহান আল্লাহ্‌র দীনকে—ইকরামা (র.)-এর এ বক্তব্য সম্পর্কে আমি মুজাহিদ (র.)-কে অবহিত করেছি।

১০৪৬৯. মাতর আল ওয়াররাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ আয়াত সম্পর্কে ইকরামা (র.)-এর ব্যাখ্যাটি আমি মুজাহিদ (র.)-কে জানিয়েছিলাম। এটি শুনে তিনি বলেছিলেন, উনি ভুল বলেছেন। وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ -এর প্রকৃত অর্থ তারা মহান আল্লাহ্‌র দীনকে বিকৃত করবে।

১০৪৭০. কাসিম ইব্‌ন আবী বায্‌যাহ থেকে বর্ণিত যে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ ও ইকরামা দু'জনেই বলেছেন— মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিকৃত করবে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দীন।

১০৪৭১. তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতে خَلْقَ اللّٰهِ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন دِيْنُ اللّٰهِ অর্থাৎ তারা বিকৃত করবে মহান আল্লাহ্‌র দীনকে। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন, ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ (এ-ই সরল দীন, সূরা রূমঃ ৩০ আয়াত)

১০৪৭২. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতে خَلْقُ اللّٰهِ -র ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, اَلْفِطْرَةُ دِيْنُ اللّٰهِ প্রকৃতি মহান আল্লাহ্‌র দীন অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র দীনকে বিকৃত করবে।

১০৪৭৩. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَلْفِطْرَةُ মানে দীন।

১০৪৭৪. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কাছীর (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি মুজাহিদ (র.)-কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বলেছেন وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ মানে دِيْنُ اللّٰهِ মহান আল্লাহ্‌র দীন।

১০৪৭৫. সাঈদ (র.) বর্ণনা করেছেন, কাতাদা সূত্রে যে, وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ আয়াতে خَلْقُ اللّٰهِ মানে হাসান ও কাতাদা (র.) বলেছেন دِيْنُ اللّٰهِ মহান আল্লাহ্‌র দীন বিকৃত করবে।

১০৪৭৬. কাতাদা (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ মানে دِيْنُ اللّٰهِ মহান আল্লাহ্‌র দীন।

১০৪৭৭. আবী বায্‌যাহ (র.) থেকে বর্ণিত। فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ মানে دِيْنُ اللّٰهِ

১০৪৭৮. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ আয়াতে خَلْقُ اللّٰهِ মানে دِيْنُ اللّٰهِ মহান আল্লাহ্‌র দীন।

১০৪৭৯. উবায়দ ইব্ন সুলাইমান (র.) বলেন, আমি দাহ্হাক (র.)-কে বলতে শুনেছি فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلَقَ اللّٰهِ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছিলেন دِيْنُ اللّٰهِ যেমনটি فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ আয়াতে خَلْقُ اللّٰهِ মানে دِيْنُ اللّٰهِ ।

১০৪৮০. ইব্ন ওয়াহ্হাব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন যায়দকে বলতে শুনেছি وَلاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছিলেন دِيْنُ اللّٰهِ মহান আল্লাহ্র দীন। তারপর لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ আয়াত তিলাওয়াত করে তিনি বলেন—এখানেও خَلْقُ اللّٰهِ মানে دِيْنُ اللّٰهِ

১০৪৮১. ইব্রাহীম (র.) থেকে বর্ণিত। وَلاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন دِيْنُ اللّٰهِ।

১০৪৮২. ঈসা ইব্ন হিলাল (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন সামুরা-এর মুক্ত করা ক্রীতদাস কাছীর (র.) وَلاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে দাহ্হাহ ইব্ন মুযাহিমের (র.) নিকট চিঠি লিখেছিলেন। উত্তরে তিনি লিখলেন যে, خَلْقُ اللّٰهِ মানে دِيْنُ اللّٰهِ অর্থাৎ তারা মহান আল্লাহ্র দীনকে বিকৃত করবে।

অপর একদল তাফসীরকার বলেন, আয়াতের অর্থ, তারা মহান আল্লাহ্র সৃষ্টি বিকৃত করবে হাতে মুখে উল্কি লাগিয়ে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৪৮৩. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। وَلاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ (শয়তানের বক্তব্য আমি তাদেরকে নির্দেশ দিব তারপর তারা মহান আল্লাহ্র সৃষ্টি বিকৃত করবেই।) আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, اَلْوَشْمُ তথা উল্কি লাগানোর মাধ্যমে তারা মহান আল্লাহ্র সৃষ্টিতে বিকৃতি ঘটাবে।

১০৪৮৪. হাসান (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, اَلْوَشْمُ তথা উল্কি লাগানোর মাধ্যমেই তারা এ বিকৃতি ঘটাবে।

১০৪৮৫. অন্য এক সনদে হাসান (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

১০৪৮৬. আবূ হিলাল রাসিবী (র.) বলেন, এক ব্যক্তি এসে হযরত হাসান (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন— "জনৈকা মহিলা যে মুখমন্ডলে উল্কি লাগিয়েছে, তার সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?" তিনি বললেন, তার আর কি? তার উপর মহান আল্লাহ্র লা'নত, সে মহান আল্লাহ্র সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধন করেছে।

১০৪৮৭. ইব্রাহীম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ (র.) বলেছেন— সে সকল মহিলার উপর মহান আল্লাহ্ লা'নত করেছেন, যারা আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য সম্মুখের দাঁতগুলোর মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে, যারা চোখ ও মুখের ভ্রু উৎপাটিত করে এবং যারা হাতে পায়ে উল্কি লাগায়, এরাই মহান আল্লাহ্র সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধনকারিণী।

১০৪৮৮. আবদুল্লাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত বর্ষণ করেন সে সকল মহিলার উপর, যারা দাঁতগুলোকে সূক্ষ্ম করে, যারা উল্কি লাগায়, যারা মুখ ও চোখের ভ্রু ও লোম উৎপাটিত করে এবং সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য দাঁতগুলোর মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে, তারাই আল্লাহ্র সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধনকারিণী।

১০৪৮৯. আব্দুল্লাহ্ (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত বর্ষণ করেন চোখ ও মুখমন্ডলের ভ্রু উৎপাটনকারী মহিলাদের উপর। এবং আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য দাঁতগুলোর মাঝে কৃত্রিম ফাঁক সৃষ্টিকারী মহিলাদের উপর। বর্ণনাকারী শু'বা (র.) বলেন, আমার মনে হয় তিনি এ-ও বলেছেন যে, তারাই মহান আল্লাহ্র সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধনকারিণী।

আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত ব্যাখ্যা সমূহের মধ্যে তাদের বাখ্যাটিই অধিক যুক্তিযুক্ত, যারা বলেছেন যে, আয়াতে خَلْقُ اللّٰهِ মানে دِيْنُ اللّٰهِ কারণ فِطْرَةَ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ আয়াত দ্বারা তা প্রমাণিত হয়। আর এটি যখন মেনে নেওয়া হবে, তখন যে সকল প্রাণী খাশী করানো নিষিদ্ধ, সেগুলো খাশী করানো, উল্কি লাগানো, দাঁত সূক্ষ্ম করানোসহ আল্লাহ্ পাকের নিষিদ্ধ সকল কর্মই এর অন্তভুক্ত হবে। আবার আল্লাহ্ তা'আলা যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা বর্জন করাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। যেহেতু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শয়তান মানুষকে মহান আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কার্য সংঘটিত করতে আহ্বান জানায়। আর মহান আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে বারণ করে। শয়তান তার জন্য নির্দিষ্ট লোকজনকে মহান আল্লাহ্র সৃষ্ট দীন বিকৃত করার নির্দেশ দেওয়ার যে উক্তি করেছে, এ-ই তার স্বরূপ।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন وَّلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ -এর ব্যাখ্যায় যারা বলেছেন যে, এতদ্বারা শয়তান প্রতিজ্ঞা করছে যে, তার অনুসারীদের নির্দেশ দিবে মহান আল্লাহ্র কতেক নিষিদ্ধ কর্ম ও কতেক নির্দেশকে বিকৃত করতে, তাদের বক্তব্যের কোন যৌক্তিকতা নেই। কারণ, এতদ্বারা যদি খাশী করা ও উল্কি লাগানো জাতীয় কোন খন্ডিত বিষয় বুঝানো হত, তবে ইতিপূর্বে তা উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ খাশী করা ও উল্কি লাগানো তা প্রকারান্তরে দেহে বিকৃতি ঘটানো। وَّلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ আয়াতে তো দেহ বিকৃতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, وَّلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ আয়াতের উদ্দেশ্য فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ -এর উদ্দেশ্যের বিপরীত। কারণ, চতুষ্পদ জন্তুর কান কেটে দেওয়াটা মহান আল্লাহ্র সৃষ্টিতে দেহগত বিকৃতি সাধন। وَّلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ আয়াতে দেহ বিকৃতি সাধনের নির্দেশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কাজেই فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ এ কথাটি সংক্ষিপ্তভাবে বলার কোন যৌক্তিকতা নেই।

আরবী ভাষায় স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম তো সাধারণ বক্তব্যের পরে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা এবং সার্বজনীন বক্তব্যকে নির্দিষ্ট করে ব্যাখ্যা করা। বিস্তারিত-কে সংক্ষেপ করে ব্যাখ্যা করা এবং নির্দিষ্টকে সার্বজনীনভাবে ব্যাখ্যা করা নয়। কুরআন মজীদ ব্যাখ্যায় বিশুদ্ধ রীতি মুতাবিক ব্যাখ্যা করাই অধিক যুক্তিসংগত।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী—

وَ مَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا

(আল্লাহ্র পরিবর্তে কেউ শয়তানকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করলে সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়) এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এতদ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের নির্দিষ্ট অংশের লোকজনের অবস্থা বর্ণনা করছেন, যারা হিদায়াত আসার পরও মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, শয়তানের অনুসরণ করে, মহান আল্লাহ্র নাফরমানী অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণে যে ব্যক্তি শয়তানের কথা মেনে চলবে, মহান আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাকে নিজের অভিভাবক ও সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করবে, সে সুস্পষ্টভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে অর্থাৎ সে প্রত্যক্ষভাবে ধ্বংস হবে, নিজের ভাগ্য ও পাওনা থেকে বঞ্চিত হবে। তার এ ধ্বংস ও বঞ্চনা হবে সর্বজনবিদিত, সুস্পষ্ট। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর নাফরমানীর কারণে সংশ্লিষ্ট বান্দাকে শাস্তি দিবেন, তখন শয়তান কিঞ্চিত পরিমাণও তাকে সাহায্য করতে পারবেনা। বরং সাহায্যকারী মনে করে সে যখন সাহায্যের জন্য শয়তানের মুখাপেক্ষী হবে, তখন শয়তান তাকে নিরাশ করবে, করবে অপমানিত।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(١٢٠) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ۝

১২০. সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে এবং শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ছলনা মাত্র।

ব্যাখ্যা ঃ

শয়তানকে যে ব্যক্তি অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে, মহান আল্লাহ্র শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শয়তান তার সাথে যে আচরণ করবে, তার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيْهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا অর্থাৎ বিদ্রোহী শয়তান তার নির্দিষ্ট বন্ধুদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, কেউ তাদের ক্ষতির চেষ্টা করলে তখন সে তাদের সাহায্যকারীরূপে এগিয়ে আসবে, তাদের সহায়তাকারীরূপে আবর্ভিূত হবে এবং আক্রমণকারীকে প্রতিহত করে তাদেরকে ক্ষমা করবে। ক্ষতি সাধনকারী ও আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভের নিশ্চিত একটি বাসনাও সে তাদের অন্তরে সৃষ্টি করে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ছলনা মাত্র অর্থাৎ যারা মহান আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে, সে সকল বন্ধুদেরকে শয়তান শুধু বাতিল ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়। আপন অনুসারীদেরকে দেওয়া শয়তানের প্রতিশ্রুতি-কে আল্লাহ্ তা'আলা প্রতারণা ও ছলনা বলেছেন এ জন্যে যে, যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা তার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও মিথ্যা বাসনাকে সত্য বলে মনে

করে। অবশেষে সত্য যখন প্রকাশিত হবে এবং তারা যখন তার প্রতি সাহায্যের মুখাপেক্ষী হবে, তখন আল্লাহ্র শত্রু এ শয়তান তাদেরকে বলবে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি রক্ষা করিনি। আমারতো তোমাদের উপর কোন আধিপাত্য ছিলনা। আমি কেবল তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম। তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করোনা, তোমরা নিজেদের প্রতিই দোষারোপ কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই। এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও। তোমরা যে পূর্বে আল্লাহ্র সাথে আমাকে শরীক করেছিলে, তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। (সূরা ইব্রাহীম আয়াত-২২)

এ সকল লোকেরা যখন শয়তানের নিকট সাহায্য প্রার্থী হবে, তখন সে তেমনই বলবে, যেমনটি বলেছিল বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মুশরিকদেরকে। প্রথমতঃ তাদের কর্মসূচীকে তাদের নিকট শোভনীয় ও আকর্ষণীয় করে সে বলেছিল, আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হবে না। আমি তোমাদের পার্শ্বেই থাকব। তারপর দু'দল যখন পরস্পরের সম্মুখীন হল, অর্থাৎ সত্য প্রকাশিত হল এবং প্রকৃত ঘটনা সে প্রত্যক্ষ করল, লাঞ্ছনা, অপমান সহকারে আল্লাহ্র আযাব নাযিল হতে দেখল, তখন সে সরে পড়ল এবং বলল—তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক রইলনা। তোমরা যা দেখতে পাওনা, আমি তা দেখতে পাই। আমি মহান আল্লাহ্কে ভয় করি, আর মহান আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর। (সূরা আনফালঃ আয়াত ৪৮)

তারপর মুশরিকরা যখন মহান আল্লাহ্র শত্রু শয়তানের প্রতি সাহায্যের মুখাপেক্ষী হল, তখন তার প্রতিশ্রুতি প্রতারণা ও মিথ্যা প্রমাণিত হল। শয়তানের প্রতিশ্রুতি হলো মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, পিপাশার্ত লোক যাকে পানি মনে করে পান করতে চাইবে। কিন্তু সে তার নিকট উপস্থিত হলে দেখবে তা কিছুই নয় এবং সে পাবে সেথায় মহান আল্লাহ্কে, তারপর তিনি তার কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দিবেন। (সূরা নূর ঃ আয়াত ৩৯)

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(١٢١) أُولَٰئِكَ مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ز وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ○

১২১. তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, তা হতে তারা নিষ্কৃতির উপায় পাবে না।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের আশ্রয়স্থল অর্থাৎ যারা মহান আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে শয়তানকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করেছে, তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম অর্থাৎ তাদের শেষ প্রত্যাবর্তন স্থল জাহান্নাম। তা হতে নিষ্কৃতির উপায় পাবে না। অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে তা হতে স্থান পরিবর্তনের কোন উপায় তারা পাবে না।

مَحِيْصًا অর্থ, কোন ব্যক্তি কোন কাজ থেকে সরে গেলে বলা হয় حَاصَ فُلَانٌ عَنْ هٰذَا الْاَمْرِ এ থেকেই حُيُوْصًا وحَيْصًا مَحِيْصًا এ প্রসংগে হযরত ইব্ন উমর (র.)-এর বর্ণনাটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً كُنْتُ فِيْهِمْ

فَلَقِيَا الْمُشْرِكِيْنَ فَحِصْنَا حَيْصَةً –রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একটি সৈন্য দল প্রেরণ করলেন। আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। মুশরিকদের দেখার পর আমরা একটু সরে দাঁড়ালাম। (রণকৌশল হিসাবে) বর্ণনায় حِصْنَا حَيْصَةً মানে সরে দাঁড়ালাম। কেউ কেউ বলেছেন শব্দটি جَاضُوا جَيْضَةً উল্লেখ্য যে, حَيْصٌ এবং جَيْضٌ শব্দদ্বয় প্রায় সমার্থক।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(১২২) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۗ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ○

১২২. এবং যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে, তাদেরকে দাখিল করব জান্নাতে, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য আর আল্লাহ্ অপেক্ষা কে অধিক সত্যবাদী?

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ। অর্থাৎ যারা মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে সত্য বলে গ্রহণ করতঃ মহান আল্লাহ্র একত্ববাদ ও তাঁর রাসূলের নুবুয়াতের স্বীকৃতি দেয় এবং নেককাজ করে অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তাদের উপর যা ফরয করেছেন, তা আদায় করে, سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে তারা যখন মহান আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তখন দুনিয়াতে তাদের কৃত নেক কর্মের প্রতিদান হিসেবে আমি তাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহ তথা উদ্যানসমূহে, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহমান। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে অর্থাৎ এ প্রকারের জান্নাতে তারা চিরদিন থাকবে। وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا মহান আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য। অর্থাৎ দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা সুনিশ্চিত, অকাট্য। আপন বন্ধুদেরকে দেওয়া শয়তানের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ন্যায় নয়, বরং এ প্রতিশ্রুতি এমন প্রভুর, যিনি মিথ্যা বলেন না, যার পক্ষ থেকে মিথ্যা কল্পনাও করা যায় না এবং যিনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্য ও সুনিশ্চিত বলে ঘোষণা করলেন এ জন্যে যে, ইতিপূর্বে وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ ....فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের বক্তব্য বর্ণনা করেছেন।

তারপর يَعِدُهُمْ ....اِلَّا غُرُوْرًا আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, শয়তানের প্রতিশ্রুতি ছলনামাত্র। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ঈমানদার ও সৎকর্মশীলগণকে যে,

তিনি তাদেরকে অতিসত্ত্বর দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত; তারা সেথায় চিরস্থায়ী হবে। এ হলো মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সত্য প্রতিশ্রুতি; ইতিপূর্বে বর্ণিত শয়তানের প্রতিশ্রুতির ন্যায় নয়। আল্লাহ্ তা'আলা উভয় প্রতিশ্রুতি দাতা ও উভয় প্রতিশ্রুতির স্বরূপ বর্ণনা করেছেন এবং প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার পরিণামও বর্ণনা করেছেন, যাতে তাঁর সৃষ্টিজগত জানতে পারে, কিসে তাদের কল্যাণ ও মুক্তি, আর কিসে তাদের ধ্বংস ও ক্ষতি। তারপর তারা তাঁর নাফরমানী হতে বিরত থেকে তাঁর আনুগত্যে কর্ম সম্পাদন করতঃ তাদের জন্যে তৈরি জান্নাত লাভ করে সফলকাম হতে পারে।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا হে লোকসকল! আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে-ই-বা আছে? অর্থাৎ কেউ নেই। সুতরাং যে আমল ও কর্মের প্রতিদান রূপে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে স্থায়ী আবাস জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিলেন, সে আমল ও কর্ম তোমরা কিভাবে বর্জন করতে পার? কিভাবে তোমরা ঐ প্রতিপালককে অস্বীকার এবং তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা কর? তোমরা তো জান যে, তাঁর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কেউ নেই। হে লোকসকল! এতদসত্ত্বেও কিভাবে তোমরা শয়তানের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির কাম্যবস্তু লাভের আশায় তার নির্দেশ পালন করছ; অথচ তোমরা জান যে, তার প্রতিশ্রুতিগুলো ছলনামাত্র। এর কোন যথার্থতা ও বাস্তবতা নেই। কেমন করে তোমরা মহান আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে শয়তানকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ কর, আদেশ ও নিষেধে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য পরিত্যাগ করতঃ শয়তানের বন্ধুত্ব গ্রহণ করছ? فِعْل এবং قَوْل শব্দ দু'টো সমার্থক।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(١٢٣) لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ؕ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝

১২৩. তোমাদের খেয়াল-খুশি ও কিতাবীদের খেয়াল-খুশী অনুসারে কাজ হবে না, কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে পাবে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তার জন্যে সে কোন অভিভাবক ও সহায় পাবে না।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ (তোমাদের খেয়াল-খুশী ও কিতাবীদের খেয়াল-খুশী অনুসারে কাজ হবে না) আয়াতাংশে কোন্ প্রকারের লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের এক দল বলেছেন যে, لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ (তোমাদের খেয়াল-খুশী অনুসারে নয়) আয়াতাংশে মুসলমানদেরকে বুঝানো হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৪৯০. মাসরূক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খ্রিস্টান ও মুসলিমগণ একে অপরের উপর মর্যাদা নিয়ে গৌরব প্রদর্শন করছিল। এরা বলছিল, আমরা তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আর ওরা বলছিল, আমরা তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلاَ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ

১০৪৯১.মাসরূক (র.) থেকে অপর সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلاَ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ আয়াত নাযিল হওয়ার পর আহলি কিতাব তথা ইয়াহুদী খ্রিস্টানগণ বলল, তোমরা এবং আমরা সমান সমান। অতঃপর নাযিল হল وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ (পুরুষ এবং নারীর মধ্যে কেউ নেককাজ করলে ও মু'মিন হলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে)।

১০৪৯২. মাসরূক (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلاَ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, কিতাবী ও মুসলিমগণ পরস্পর তর্কে লিপ্ত হয়েছিল। মুসলিমগণ বল্ল, আমরা তোমাদের চেয়ে অধিক সৎপথ প্রাপ্ত। কিতাবীগণ বল্ল, বরং আমরা তোমাদের চেয়ে-অধিক সৎপথ প্রাপ্ত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلاَ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ (তোমাদের খেয়াল-খুশী ও কিতাবীদের খেয়াল-খুশী মুতাবিক কাজ হবে না)। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ (পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেউ নেক কাজ করলে ও মু'মিন হলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে) আয়াত দ্বারা মুসলিমগণ তর্কে জয়ী হল।

১০৪৯৩. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট আলোচনা করা হয়েছে যে, মুসলিম ও আহ্লি কিতাবগণ পরস্পর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে তর্কে লিপ্ত হয়েছিল। কিতাবীগণ বলেছিল, আমাদের নবী তোমাদের পূর্বেকার, আমাদের কিতাব তোমাদের কিতাবের পূর্বেকার এবং তোমাদের চেয়ে আমরা আল্লাহ্র নিকটতম। মুসলিমগণ বলেছিল, তোমাদের চেয়ে আমরা আল্লাহ্র নিকটতম, আমাদের নবী সর্বশেষ নবী, আমাদের কিতাব ইতিপূর্বেকার সকল কিতাবের উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানকারী। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ ....وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا অতঃপর অন্যান্য দীনপন্থীদের মুকাবিলায় মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তর্কে জয়ী করে দিলেন।

১০৪৯৪. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلاَ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের কতেক লোক একত্রিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে লাগল। ইয়াহূদীগণ মুসলমানদের বলল, আমরা তোমাদের চেয়ে উত্তম, কারণ আমাদের ধর্ম তোমাদের ধর্মের চেয়ে প্রাচীন। আমাদের কিতাব তোমাদের কিতাবের পূর্বেকার এবং আমাদের নবী তোমাদের নবীর চেয়ে আগে এসেছেন, আমরা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর দীনের উপর

রয়েছি এবং ইয়াহূদী ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। খ্রিস্টানরাও অনুরূপ বক্তব্য পেশ করল। মুসলমানগণ বলল, আমাদের কিতাব তোমাদের কিতাবের পরে এসেছে, আমাদের নবী তোমাদের নবীর পরে এসেছেন; তোমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তোমরা আমাদের অনুসরণ কর এবং তোমাদের মত ও পথ বর্জন কর। সুতরাং আমরা তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আমরা হযরত ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক (আ.)-এর দীনের উপর রয়েছি। যারা আমাদের দীনে রয়েছে, তারা ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ আয়াত নাযিল করে কিতাবীদের দাবী রদ করে দিলেন। তারপর وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا– (তার অপেক্ষা দীনে কে উত্তম, যে সৎকর্ম পরায়ণ হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের ধর্ম অনুসরণ করে) আয়াত নাযিল করে কিতাবীদের উপর মু'মিনদের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে দিলেন।

১০৪৯৫. উবায়দ ইব্‌ন সুলায়মান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দাহ্‌হাক (র.)-কে বলতে শুনেছি لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন—বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা পরস্পর তর্কে লিপ্ত হয়েছিল। তাওরাত অনুসারীরা বলেছিল, আমাদের কিতাব হচ্ছে সর্বপ্রথম নাযিলকৃত ও সর্বোত্তম কিতাব, আমাদের নবী সব নবীদের শ্রেষ্ঠ। ইঞ্জীল অনুসারীরাও অনুরূপ যুক্তি পেশ করেছিল। ইসলাম অনুসারীরা বলেছিল, ইসলাম ধর্ম ব্যতীত কোন ধর্ম নেই। আমাদের কিতাব তো পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে মানুসখ ও রহিত করে দিয়েছে, আমাদের নবী সর্বশেষ, আমাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে আমাদের কিতাব মুতাবিক আমল করতে এবং তোমাদের কিতাবগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করতে। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মাঝে ফায়সালা করে দিয়ে আলোচ্য আয়াত নাযিল করলেন لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ তারপর সকল ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ তা বর্ণনা করে দিলেন এবং শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারীদের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে বললেন وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا– (সূরা নিসা ঃ আয়াত ১২৫)

১০৪৯৬. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ .... وَلَا نَصِيرًا সম্পর্কে তিনি বলেন, বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা পরস্পর তর্কে লিপ্ত হয়েছিল। ইহুদীরা বলেছিল, আসমানী কিতাব সমূহের মধ্যে আমাদের কিতাব উত্তম। কেননা, তোমাদের কিতাবের পূর্বেই এটি নাযিল হয়েছে, আমাদের নবী উত্তম নবী। নাসারারাও অনুরূপ বলেছিল। মুসলমানগণ বলেছিলেন, ইসলাম ব্যতীত কোন ধর্মই গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের কিতাব তো পূর্বতন সমস্ত আসমানী গ্রন্থকে রহিত করেছে, আমাদের নবী (স.) সর্বশেষ নবী (স.) আমাদের আদেশ দেয়া হয়েছে তোমাদের কিতাবে ঈমান রাখতে এবং আমাদের কিতাব মুতাবিক আমল করতে। আল্লাহ্ তা'আলা لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا

اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ আয়াত নাযিল করে তাদের মাঝে ফায়সালা করে দিলেন এবং وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا আয়াত নাযিল করে শ্রেষ্ঠ ধর্মানুসারী কারা তা বর্ণনা করে দিলেন।

১০৪৯৭. আবূ সালিহ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহূদী নাসারা ও কিছু সংখ্যক মুসলিম এক জায়গায় একত্রিত হয়েছিল। তাদের প্রত্যেকেই দাবী করছিল যে, নিজেরা শ্রেষ্ঠ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করে এরশাদ করেন ঃ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ

১০৪৯৮. আবূ সালিহ (রহ.) থেকে অপর এক সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাওরাত, ইঞ্জীল ও যাবূর কিতাবের অনুসারীরা একদা বসে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছিল। এরা বলেছিল, আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ, ওরা বলেছিল, ওরা সর্বশ্রেষ্ঠ, আর তৃতীয় দল বলেছিল তারা সর্বশ্রেষ্ঠ। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করলেন– لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ

১০৪৯৯. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ আয়াত প্রসংগে তিনি বলেন, বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা নিজেদের মধ্যে গর্ব করছিল! ইহুদীরা বলেছিল, আমাদের কিতাব উত্তম এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের নবী আল্লাহ্র নিকট সকল নবী থেকে অধিক সম্মানিত; তাঁর সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলেছেন এবং একাকীত্বে আলাপ করছেন এবং আমাদের দীন সর্বোত্তম। খৃষ্টানগণ বলেছিল, ঈসা ইব্ন মার্য়াম শেষ রাসূল, আল্লাহ্ তাঁকে তাওরাত ও ইঞ্জীল দিয়েছেন। 'ঈসা (আ.)-এর সময় পর্যন্ত যদি মূসা (আ.) জীবিত থাকতেন তবে অবশ্যই তিনি 'ঈসা (আ.)-এর অনুসরণ করতেন। আমাদের ধর্ম উত্তম। অগ্নি উপাসক এবং আরবের কাফিররা বলছিল, আমাদের ধর্ম প্রাচীন ও উত্তম। মুশরিকগণ বল্ল, আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, ফুরকান তথা কুরআন মজীদ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে অবতীর্ণ শেষ কিতাব, এটি সকল কিতাবের বিশ্বস্ত সমর্থক আর ইসলাম হচ্ছে উত্তম ধর্ম। এর পর আল্লাহ্ পাক ইসলামের তাৎপর্য বর্ণনা করে আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন।

তাফসীরকারদের অপর দল বলেন, لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে মুশরিক ও মূর্তিপূজকদেরকে সম্বোধন করেছেন। যাঁরা এ মতের প্রবক্তা তাদের আলোচনা ঃ

১০৫০০. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন—কুরাইশগণ বলেছিল, আমাদেরকে মোটেই পুনরুজ্জীবিত করা হবে না এবং আমাদেরকে মোটেই শাস্তি দেওয়া হবে না।

১০৫০১. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সনদে বর্ণিত। لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلاَ اَمَانِيِّ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন—কুরাইশগণ বলেছিল, আমাদের কখনও পুনরুজ্জীবিত করা হবে না এবং আমাদেরকে মোটেই শাস্তি দেওয়া হবে না। তার পর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلاَ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ যে মন্দ কাজ করবে, তার প্রতিফল তাকে দেওয়া হবে।

১০৫০২. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلاَ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আরবগণ বলেছিল, আমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে না এবং কখনও শাস্তি দেওয়া হবে না; ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা বলেছিল لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلاَّ مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى -ইয়াহুদী ও খৃস্টান ব্যতীত অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (সূরা বাকরা ঃ ১১১), তারা এও বলেছিল, لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلاَّ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً -গণনার কয়েকদিন ব্যতীত আমাদেরকে কখনো অগ্নি স্পর্শ করবে না। (সূরা, বাকারা ঃ ৮০)।

১০৫০৩. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلاَ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ। আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, কুরাইশ ও কা'ব ইব্ন আশরাফ সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ যে মন্দকাজ করবে, তার প্রতিফল তাকে দেওয়া হবে।

১০৫০৪. ইব্ন ওয়াহাব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ .... ইব্ন যায়দ (র.) বলেন, একদা হুয়াই ইব্ন আখতাব মুশরিকদের নিকট গমন করেছিল। তারা বলল, হে হুয়াই! তোমরা তো কিতাবী লোক, তোমাদের নিকট আসমানী কিতাব এসেছে। বল দেখি, আমরা উত্তম, না মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সঙ্গীগণ উত্তম? হুয়াই জওয়াব দিল "আমরা এবং তোমরা তাঁর চেয়ে উত্তম।" তখনি নাযিল হয় اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ.......وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا। তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছিল, তারা জিব্‌ত ও তাগূতে বিশ্বাস করে; তারা কাফিরদের সম্বন্ধে বলে "এদের পথ মু'মিনদের অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর।" এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ্ লা'নত করেছেন এবং আল্লাহ্ যাকে লা'নত করেন, তুমি কখনও তার কোন সাহায্যকারী পাবে না। (সূরা-নিসা ঃ ৫১, ৫২)। তারপর মুশরিকদের উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করলেন, لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلاَ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ.......فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا। তোমাদের খেয়ালখুশী ও কিতাবীদের খেয়ালখুশী মুতাবিক নয়; পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেউ নেককাজ করলে ও মু'মিন হলে তারা জান্নাতে-প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অনু পরিমাণও যুল্‌ম্ করা হবে না। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর সাথীগণের কথা বুঝানো হয়েছে। বর্ণনাকারী আরও বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পাপরাশি মোচন করবেন, কিন্তু অন্যদেরকে সে প্রতিশ্রুতি দেননি। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

-এবং যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি নিশ্চয়ই তাদের মন্দকর্মগুলো মোচন করে দিব এবং তাদের কর্মের উত্তম ফল দান করব। (সূরা আনকাবূত ঃ ৭)।

১০৫০৫. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلاَ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَ بِهِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, কুরাইশগণ বলেছিল, আমরা পুনরুত্থিতও হব না, শাস্তি প্রাপ্তও হব না। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন,আয়াতে শুধু কিতাবীদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৫০৬. সুফইয়ান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দাহ্হাক (র.)-কে বলতে শুনেছি لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلاَ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে আহ্লি কিতাব অর্থাৎ কিতাবীদেরকে উদ্দেশ্য করে, যখন তারা নবী (সা.)-এর বিরোধিতা করছিল!

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে মুজাহিদ (র.)-এর ব্যাখ্যাটি-ই অধিক যুক্তিযুক্ত। তিনি বলেছেন, আয়াতে কুরাইশ গোত্রের মুশরিকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ ব্যাখ্যাকেই আমরা সঠিক ব্যাখ্যা বলেছি। এ জন্যে যে, ইতিপূর্বেকার আয়াতগুলোতে মুসলমানদের বাসনা ও খেয়াল-খুশীর কথা উল্লেখ করা হয়নি। বরং وَلاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلاٰمُرَنَّهُمْ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ এবং فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ আতাংশে শয়তানের অনুসারীদের বাসনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই পূর্বের প্রসঙ্গের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যাখ্যা করা-ই অধিক যুক্তিযুক্ত। মুসলমানদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তা বলা যাবে না। কারণ, কুরআনের প্রকাশ্য ভাবের মধ্যে এর কোন ইঙ্গিত নেই। কুরআনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে এ রকম কোন মন্তব্য আসেনি এবং তা তাফসীরকারদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তও নয়। এটিই যখন সাব্যস্ত হল, তখন পুরো আয়াতের ব্যাখ্যা এরূপ হবে যে, হে শয়তানের দল ও অনুসারীরা! আল্লাহ্র শত্রু শয়তান তোমাদেরকে সাহায্য বিজয় ও ক্ষতি সাধনকারীর হাত থেকে রক্ষার যে, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়, এগুলো লাভের যে বাসনা তোমরা পোষণ কর, মূলতঃ ব্যাপার তাই নয়। অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ্র ধৈর্য দেখে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত হয়ে কিতাবীরা যে বলে, "গণনার কয়েকদিন ব্যতীত আমাদেরকে অগ্নি স্পর্শ করবে না এবং ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ ব্যতীত কেউ জান্নাতে যাবে না।" প্রকৃত ঘটনা তাদের এ কামনা মুতাবিক নয়; বরং কর্ম সম্পাদনকারী প্রত্যেককেই আল্লাহ্ তা'আলা

উক্ত কর্মের প্রতিফল প্রদান করবেন। তোমরা ও অন্যরা যে কেউ মন্দকাজ করবে, তাকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে। মহান আল্লাহ্ ব্যতীত কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী সে পাবে না। আর নারী হোক, পুরুষ হোক যে কেউ নেককাজ করবে ও মু'মিন হবে; তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণ যুল্মও করা হবে না।

মুজাহিদ (র.)-এর ব্যাখ্যাটিকে সঠিক বলার আর একটি যুক্তি এই যে, শয়তানের বন্ধুদেরকে দেওয়া তার প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে এবং প্রতিশ্রুতির স্বরূপ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইতিপূর্বে আয়াত নাযিল করেছেন। পরক্ষণে তিনি তার সত্য প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করে বলেছেন, وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا– আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বতন আয়াতগুলোতে শয়তানের বন্ধুদেরকে দেওয়া শয়তানের প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করেছেন এবং يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ দ্বারা শয়তানের মিথ্যা বাসনা সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন। কাজেই প্রতিশ্রুতি বর্ণনার পর যেমন তার বিধান বর্ণনা করেছেন, তেমনি মিথ্যা বাসনার কথা বর্ণনার পর তার বিধান বর্ণনা করাই অধিক যুক্তিযুক্ত। কাজেই একথা বলা সঠিক যে, لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের বন্ধু মুশরিকদের মিথ্যা বাসনা ও এই মিথ্যা বাসনার পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছেন। তাদের মন্দকাজের মন্দ প্রতিফলের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ পাক তাঁর বন্ধুদের সৎকর্মের সুফল সম্পর্কেও উল্লেখ করেছেন। মুশরিকদের প্রসংগে কিতাবীদের বাসনার কথাও উল্লেখ করেছেন, এ জন্যে যে, উভয় দলের মিথ্যা বাসনাই শয়তানের পক্ষ থেকে সৃষ্ট। শয়তান তো বলেছিল وَلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ—আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবই, তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনা সৃষ্টি করবই, আমি তাদেরকে নিশ্চয়ই নির্দেশ দব।

মহান আল্লাহ্র বাণী— مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ -এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, اَلسُّوْءُ মানে সকল প্রকারের নাফরমানী, যে কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য হওয়া। তারা বলেন— আয়াতের অর্থ এই যে, মু'মিন হোক কিংবা কাফির, যে কেউ আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী করে ছগীরা কিংবা কবীরা গুনায় লিপ্ত হয়, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা ওই কর্মের শাস্তি দিবেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৫০৭. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় রবী' ইব্নে যিয়াদ উবাই ইব্ন কা'ব (র.) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। জওয়াবে তিনি বললেন, আমিতো

আপনাকে আমার চেয়ে অধিক প্রজ্ঞাবান মনে করি। আয়াতে মন্দকাজের প্রতিফল মানে হোঁচট খাওয়া, গুঁতো খাওয়া ও আহত হওয়া ইত্যাদি।

১০৫০৮. রাবী' ইব্ন যিয়াদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবাই ইব্ন কা'ব (র.) এর নিকট مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমাদের সকল কর্মের জন্যে যদি আমাদেরকে দন্ড দেওয়া হয়, তবে তো আমরা নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে যাব। বর্ণনাকারী বললেন, মহান আল্লাহ্র শপথ! আমিতো আপনাকে আমার চেয়ে প্রজ্ঞাবান মনে করি। মানুষের উপর যে দুঃখ দুর্দশা আসে, আঘাত প্রাপ্ত হয়, পায়ে হোঁচট লাগে; সব তার পাপ তাপের ফলশ্রুতি। এমনকি সর্পদংশন এবং জন্তুর পদাঘাতও। অবশ্য অধিকাংশ পাপাচার আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দেন।

১০৫০৯. আবূ মুহাল্লাব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ। আয়াতাংশের ব্যাখ্যা জানার জন্য আমি হযরত 'আয়েশা (র.)-এর নিকট গমন করি। তিনি বললেন, দুনিয়াতে তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে, আয়াতে প্রতিফল বলতে তাই বুঝানো হয়েছে।

১০৫১০. খালিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি মুজাহিদ (র.)-কে বলতে শুনেছেন, مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, এ প্রতিফল দুনিয়াতেই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দিবেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আমি বললাম, মুসীবত (বিপদ) নাম প্রযোজ্য হবার সীমা কতটুকু? তিনি বললেন, যতটুকু দুঃখকে তুমি অপছন্দ কর।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ মানে, কাফিররা যে মন্দ কাজ করে, তার শাস্তিও দেওয়া হবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৫১১. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, কাফিরের ক্ষেত্রে এ আয়াত প্রযোজ্য। তারপর প্রমাণ স্বরূপ তিনি তিলাওয়াত করলেন, هَلْ نُجْزِىْ اِلَّا الْكَفُوْرَ —আমি কাফির ব্যতীত কাউকে কি এমন শাস্তি দেই? (সূরা সাবা ঃ ১৭)

১০৫১২. হযরত হাসান (র.) থেকে অপর সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

১০৫১৩. হযরত হাসান (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলতেন مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ এবং هَلْ نُجْزِىْ اِلَّا الْكَفُوْرَ আয়াতাংশে কাফিরদের কথা বলা হয়েছে। সালাত আদায়কারী তথা মু'মিনের কথা বলা হয়নি।

১০৫১৪. হযরত হাসান (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্ কোন বান্দাকে ভাল বা মন্দ যে প্রতিফলই দেননা কেন, তা ন্যায়সংগত ভাবে দেন। বক্তব্যের সমর্থনে তিনি সূরা নাজ্‌মের ৩১নং আয়াত তিলাওয়াত করলেন। لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى —যারা মন্দকাজ করে, তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল, এবং যারা সৎকর্ম করে, তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ, সৎকর্মশীলগণের দোষত্রুটি ও পাপ থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের এ দোষত্রুটি ক্ষমা করে দেন। এগুলোর শাস্তি দেন না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাকে পাপের শাস্তি দেন না। যদি দিতেন, তবে তার পাপ তাকে ধ্বংস করে ছাড়ত।

১০৫১৫. ইব্‌ন ওয়াহাব (র.) বলেন, مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আমি ইব্‌ন যায়দ (র.)-কে বলতে শুনেছি; তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণকে তাঁদের পাপের শাস্তি মোচন করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু মুশরিকদেরকে সে প্রতিশ্রুতি দেননি।

১০৫১৬. হাসান (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আল্লাহ্ পাক যাকে লাঞ্ছিত করতে চান, তার জন্যে এ ব্যবস্থা; পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে মর্যাদাবান করতে চান, সে হবে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত। وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা সত্য হবে।

১০৫১৭. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এর দ্বারা ইয়াহুদী, খৃষ্টান, অগ্নি উপাসক ও আরবের কাফিরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا — আল্লাহ ব্যতীত তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

অন্যান্য তাফ্‌সীরকারগণের কেউ কেউ বলেন, আয়াতে سُوْءً মানে শিরক। তারা বলেন, مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ আয়াতের অর্থ, যে আল্লাহর সাথে শিরক করে, তাকে ওই শিরকের শাস্তি দেওয়া হবে। আল্লাহ ব্যতীত সে কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৫১৮. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, যে ব্যক্তি শির্‌ক করবে, তাকে তার শাস্তি দেয়া হবে। মহান আল্লাহ ব্যতীত সে কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবেনা। তবে মৃত্যুর পূর্বে যদি সে তওবা করে এবং যদি আল্লাহ পাক সে তাওবা কবুল করেন।

১০৫১৯. সাঈদ ইব্ন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। مَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَ بِهِ প্রসংগে তিনি বলেন, এখানে سُوْءًا মানে শির্‌ক। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত ব্যাখ্যা সমূহের মধ্যে উবায়' ইব্ন কা'ব ও হযরত 'আয়েশা (রা.) এর ব্যাখ্যাই উত্তম। মু'মিন কাফির নির্বিশেষে যে কেউ মন্দ কাজ করবে, ছোট হোক বা বড় হোক, তার প্রতিফল তাকে দেয়া হবে। এটাকে আমরা সঠিক ব্যাখ্যা বলেছি এ জন্যে যে, এ আয়াত সার্বজনীন মন্দ কর্ম সম্পাদনকারী সকলের জন্যে প্রযোজ্য। কোন দল বা গোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি, কিংবা কাউকেও ব্যতিক্রম ঘোষণা করা হয়নি। কাজেই এ আয়াত তার সার্বজনীনতার উপর বিদ্যমান। যেহেতু এ আয়াতে নির্দিষ্ট করণ সম্পর্কে কোন প্রমাণ নেই, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকেও কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ (কবীরা গুনাহ থেকে যদি তোমরা বিরত থাক, তবে আমি তোমাদের ছগীরা গুনাহ সমূহও ক্ষমা করে দিব (সূরা নিসা ঃ ৩১)। এ আয়াতের ব্যাখ্যা কি হবে? আয়াতে যা মোচন করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাতে আবার শাস্তি দেওয়া জায়িয হবে কি ভাবে? এর জওয়াবে বলা হবে যে, نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ (আমি তোমাদের ছোট খাট পাপ মোচন করে দিব) আয়াতে শাস্তি মোচন করে দেয়ার কথা বলা হয়নি, বরং সর্বসমক্ষে অপমান ও লাঞ্ছিত করার বিষয়টি মোচনের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ মুশরিক ও মুনাফিকদেরকে যেভাবে অপমান ও লাঞ্ছিত করা হবে, কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকা লোকদেরকে ঐ চরম অবমাননা থেকে রেহাই দেওয়া হবে। ছগীরা গুনাহর কারণে দুনিয়াতে বিপদাপদ দিয়ে তার সমুচিত শাস্তির পর আখিরাতে সে এমতাবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার আর কোন গুনাহ্‌ই থাকবে না। তারপর وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ আয়াতাংশের দ্বারা তাদেরকে যা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা তাদেরকে দিবেন। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা যে অভিমত পেশ করেছি, তার সমর্থনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে একাধিক হাদীস বর্ণিত রয়েছে। হাদীসগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১০৫২০. হযরত আবূ হুরাইরা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, مَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَ بِهِ আয়াত নাযিল হওয়ার পর তা মুসলমানগণের নিকট কষ্টকর মনে হল এবং তারা ভীষণ ভাবে চিন্তিত হলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দরবারে গিয়ে তারা নিজেদের মনোবেদনার কথা তাঁর নিকট পেশ করলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, নিকটবর্তী হও, কাজকর্ম সঠিকভাবে সম্পাদন কর, মুসলমানগণের উপর আপতিত সকল বিপদাপদই তার পাপের কাফ্‌ফারা। এমনকি তা আঘাত খাওয়া, কাঁটা বিঁধে যাওয়া ইত্যাদি হলেও।

১০৫২১. 'আয়েশা সিদ্দীকা (র.) থেকে বর্ণিত। مَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَ بِهِ আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক (র.) বললেন— হে আল্লাহর রাসূল! (সা.) আমরা যে কাজই করি, তার সবগুলোর-ই কি জবাবদিহী করতে হবে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হে আবূ বকর (র.) আপনারা কি এ রকম বিপদগ্রস্ত হন না, সেগুলোই তো ঐ কর্মের কাফ্‌ফারা স্বরূপ।

১০৫২২. আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ বকর (র.) কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলছিলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি; যে মন্দকাজ করে, তার প্রতিফল দেওয়া হবে দুনিয়াতে।

১০৫২৩. হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবী! এ আয়াত নাযিল হবার পর সুস্থ থাকার আর উপায় কি? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, কোন্ আয়াত? আবূ বকর ছিদ্দীক (র.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَاۤ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْۤءًا يُّجْزَ بِهٖ। তাহলে কি আমরা যা-ই করি, তার প্রতিফল ভোগ করতে হবে? নবী করীম (সা.) বললেন, হে আবূ বকর! আপনি কি রোগাক্রান্ত হন না? আপনি কি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন না? জীবন যাত্রায় আপনি কি দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হন না? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, সবই ঐ কর্মের প্রতিফল।

১০৫২৪. আবু বকর ছাকাফী (র.) বর্ণনা করেছেন, مَنْ يَّعْمَلْ سُوْۤءًا يُّجْزَ بِهٖ আয়াত নাযিল হবার পর আবূ বকর ছিদ্দীক (র.) বললেন, সুস্থ থাকার আর উপায় কি? তারপর পূর্ববর্তী বর্ণনার ন্যায় বর্ণনা করলেন। তবে এতটুকু অতিরিক্ত যে, "আপনি কি পায়ে হোঁচট খেয়ে আঘাত প্রাপ্ত হননা"?

১০৫২৫. ইসমাঈল ইব্ন আবী খালিদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

১০৫২৬. আবূ বকর ইব্ন আবূ যুহাইর ছাকাফী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বকর (র.) বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! তারপর অনুরূপ বর্ণনা করলেন, তবে এতটুকু অতিরিক্ত এসেছে যে, তিনি বলেছিলেন— "আমরা যত মন্দকাজ করি, সবগুলোরই কি প্রতিফল ভোগ করতে হবে?" রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন, আপনি কি পীড়িত হন না? আপনি কি ক্লেশ প্রাপ্ত হন না? আপনি কি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন না? জীবন যাত্রায় আপনি কি দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হন না? আবূবকর ছিদ্দীক (র.) বললেন হাঁ, বটে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এ গুলোই আয়াতে উল্লেখিত প্রতিফল, যা আপনারা ভোগ করছেন।

১০৫২৭. আবু বকর ইব্ন আবী যুহাইর ছাকাফী (র.) বলেন, لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَاۤ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْۤءًا يُّجْزَ بِهٖ। আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন আবূ বকর (র.) বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা যত কর্ম করি, তার সব গুলোরই কি প্রতিফল ভোগ করব? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হে আবূ বকর! আপনি কি ক্লেশ প্রাপ্ত হন না? আপনি কি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন না? জীবন যাত্রায় আপনি কি দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হন না? এ গুলোর মাধ্যমেই আপনারা ঐ প্রতিফল ভোগ করে থাকেন।

১০৫২৮. আবূ বকর ইব্ন আবূ যুহাইর (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

১০৫২৯. মুসলিম (র.) থেকে বর্ণিত! তিনি বলেন, আবূ বকর (র.) বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (সা.)! مَنْ يَّعْمَلْ سُوْۤءًا يُّجْزَ بِهٖ আয়াত কতই না কঠোর! রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন, হে আবূ বকর! দুনিয়ার বিপদাপদ ওই মন্দ কর্মের প্রতিফল।

১০৫৩০. হযরত 'আয়েশা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআন মজীদে কোন্ আয়াতটি সবচেয়ে কঠোর তা আমি জানি। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কোন্ আয়াত কঠোরতম? আমি বললাম, مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ ! তারপর তিনি বললেন, মু'মিন বান্দাকে তার মন্দতম কর্মের জন্যেও প্রতিফল দেওয়া হবে দুনিয়াতে! তারপর তিনি রোগ, ক্লেশ ইত্যাদি কতেক বিষয়ের উল্লেখ করেন এবং সর্বশেষ পায়ে আঘাত পাওয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন, "প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মের ফলাফল ভোগ করবে।" হে 'আয়েশা! কিয়ামতের দিনে যে ব্যক্তিরই হিসেব গ্রহণ করা হবে, সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা কি বলেন নি فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا -তার হিসেব নিকেশ সহজেই নেওয়া হবে (সূরা ইনশিকাক ঃ ৮)! রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, তা তো শুধু আমলগুলো হাযির করা, যার পুংখানুপুংখ হিসাব নেওয়া হবে, সে শাস্তি ভোগ করবেই। একথা বলার সময় তিনি হাতে ইশারা করছিলেন, যেন গুঁতো দিচ্ছিলেন।

১০৫৩১. হযরত উমাইয়া (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি اِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ (তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ, আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করবেন সূরা বাকারা ঃ ২৮৪) এবং لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ আয়াত সম্পর্কে হযরত 'আয়েশা (র.) কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহকে (সা.) জিজ্ঞাসা করার পর থেকে এ পর্যন্ত কেউ আমার থেকে এ সম্পর্কে জানতে চায়নি। আমার প্রশ্নের জওয়াবে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, হে 'আয়েশা (র.)! আয়াতে যে প্রতিফলের কথা বলা হয়েছে তা হলো, বান্দার মন্দ কর্মের বিনিময় স্বরূপ। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়াতে বান্দার উপর আপতিত রোগ, জরা ও বার্ধক্য এবং পকেটে (আস্তীনে) অর্থকড়ি যা হারিয়ে যায় এবং বান্দা বিচলিত হয়ে পড়ে; তারপর আবার পকেটে (আস্তীনে) তা খুঁজে পায়। এমনি করে শেষ পর্যন্ত মু'মিন বান্দা তার পাপের বোঝা থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে বেরিয়ে আসে। স্বর্ণকারের রেতের ঘষায় যেমন খাঁটি স্বর্ণ বেরিয়ে আসে।

১০৫৩২. হযরত 'আয়েশা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! কুরআন মজীদে কঠোরতম আয়াত কোন্‌টি তা আমি জানি! তিনি বললেন, হে 'আয়েশা! বলতো কোন্‌টি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সা.) তা হলো–مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন, ঐ প্রতিফল মানে দুনিয়াতে মু'মিন বান্দার উপর আপতিত বালা মুসীবত; এমনকি, তার পায়ে লাগা প্রস্তরাঘাত।

১০৫৩৩. হযরত 'আতা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ। আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন আবূ বকর (র.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সা.) এ আয়াত কতই না কঠোর। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হে আবূ বকর (র.)! আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন, ক্লেশপ্রাপ্ত হন, এগুলো হলো ঐ কর্মের প্রতিফল।

১০৫৩৪. 'আতা ইব্‌ন আবী রাবাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উক্ত আয়াত যখন নাযিল হয় তখন আবূ বকর (রা.) বললেন, মেরুদন্ড ভঙ্গকারী আয়াত এসেছে! রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, ওই প্রতিফল মানে দুনিয়াতে আপতিত বালা-মুসীবাত, বিপদাপদ।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী: وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا (এবং আল্লাহ ব্যতীত তার জন্যে সে কোন অভিভাবক ও সহায় পাবে না) এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অবাধ্য হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতঃ মন্দ কর্ম করে, সে আল্লাহ ব্যতীত তার জন্যে কোন অভিভাবক পাবেনা, যে তার কাজ-কর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং মহান আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা করবে এবং পাবেনা কোন সাহায্যকারী, যে তাকে আল্লাহর শাস্তি ও আযাবের ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী–

(١٢٤) وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ○

১২৪. যে কেউ নেক আমল করে সে পুরুষ হোক্ অথবা নারী, যদি সে মু'মিন হয়, তবে এমন লোকেরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তাদের প্রতি এতটুকু যুল্‌ম্ করা হবে না।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যাদেরকে লক্ষ্য করে 'আল্লাহ তাআলা لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ইরশাদ করেছেন, তাদেরই উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আখিরাতে জান্নাতের সুখ-শান্তি ভোগ করবে। তোমাদের সে সকল নারী পুরুষ, যারা নেককাজ করে এবং আমার ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, আমার একত্ববাদ ও আমার রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর নুবুওয়াত সত্য বলে গ্রহণ করে। হে মুশারিকগণ! তোমরা আমার রাসূলকে মিথ্যা জ্ঞান করেছ, তোমরা জান্নাতে প্রবেশকারীদের দলভুক্ত নও। তোমরা তো কাফির। কাজেই মু'মিনগণের স্থানে প্রবেশ করার প্রত্যাশা করোনা।

১০৫৩৫. তাফসীরকার সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, নেক আমল ব্যতীত ঈমান আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে গ্রহণযোগ্য হয় না এবং ইখলাছ ব্যতীত ইসলাম কবূল করা হয় না। وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا অর্থাৎ যারা নেক আমল করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের আমলের ছাওয়াব খেজুর বিচির পিঠে জড়িত সূক্ষ্ম চামড়া পরিমাণও হ্রাস করেন না। তাহলে এর বেশী হ্রাস করার কথা কল্পনা করা যায় কি? আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি তাদের আমলের ছওয়াব বরবাদ করবেন না। বরং তিনি তাদেরকে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা পুরোপুরি ভাবে প্রদান করবেন।

النَّقِيْرًا। শব্দের আমরা যে অর্থ করেছি, কোন কোন তাফসীরকার অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৫৩৬. তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। وَلاَ يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا আয়াতে তিনি বলেন اَلنَّقِيْرُ। সে সূক্ষ্ম চামড়া, যা খেজুর বিচির পিঠে জড়িয়ে থাকে।

১০৫৩৭. আতিয়্যা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَلنَّقِيْرُ। মানে খেজুর বিচির মধ্যকার চামড়া। যদি কেউ প্রশ্ন করেন,

يَّعْمَلْ مِنَ الصَّالِحٰتِ সহ مِنْ না বলে وَمَنْ يَّعْمَلِ الصّٰلِحٰتُ বলার রহস্য কি? উত্তরে বলা যায় যে, তাতে দু'টো দিক রয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, তার মু'মিন বান্দাগণ পূণ্য কাজের সকল দিক সকল শাখায় আমল করতে সক্ষম হবেনা। তাই তারা যতটুকু করতে সক্ষম, ততটুকু করলেই তাদেরকে প্রতিশ্রুত বিষয় প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। যে সকল নেককর্ম বাস্তবায়ন করতে বান্দা সক্ষম নয়, সে গুলো না করার কারণে তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করবেন না।

দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ্সমূহ পরিহার করে; এবং ফরজসমূহ যথাযথ আদায় করে, সে যদি কতেক ওয়াজিব আদায় নাও করে, তবুও আল্লাহ তা'আলা আপন অনুগ্রহে তাকে উক্ত প্রতিশ্রুত প্রতিদান প্রদান করবেন। কারণ তাকে অনুগ্রহ করা এবং ঈমানদারদের দোষ-ক্রটি ক্ষমা করা অধিক যুক্তিযুক্ত।

অবশ্য কতেক আরবীবিদ বলেছেন, এখানে مِنْ শব্দটিকে 'বিলুপ্তি ভাব' দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ مِن শব্দটিকে বিলুপ্ত মেনে নিয়ে وَمَنْ يَّعْمَلِ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ হিসেবে অর্থ করা হবে। 'আল্লামা তাবারী (র.) বলেন, এ প্রকার মন্তব্য আমার মতে জাইয নয়। কারণ কোন শব্দের উল্লেখ করার পিছনে কোন না কোন উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে, সুতরাং সেটিকে বিলুপ্ত মেনে নেয়া ঠিক নয়।

মহান আল্লাহর বাণী—

(١٢٥) وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّ اتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ○

১২৫. আর ধর্মের ব্যাপারে সে ব্যক্তির চেয়ে ভাল কে, যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর নিকট আত্ম সমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে? এবং আল্লাহ ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا ......مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট রায় ও সিদ্ধান্ত যে, ইসলাম এবং মুসলমানগণ অন্যান্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বী থেকে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান। আল্লাহ তা'আলা বলছেন, وَمَنْ

أَحْسَنُ دِيْنًا অর্থাৎ হে লোক সকল! পথের দিক থেকে সবচেয়ে সঠিক পথে কে আছে সেই ব্যক্তির চেয়ে, مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ যে আপন মুখমন্ডলকে আল্লাহর প্রতি সমর্পণ করে, আল্লাহর আনুগত্যে তার প্রতি মাথানত করে, আপন প্রভুর নিকট থেকে নবী মুহাম্মদ (সা.) যা নিয়ে এসেছেন, তাতে তাঁকে সত্য বলে মেনে নেয় وَهُوَ مُحْسِنٌ (এমতাবস্থায় যে সে সৎকর্মশীল) অর্থাৎ সে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ বাস্তবায়নকারী, আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা হারাম হিসেবে গ্রহণকারী এবং আল্লাহ তা'আলা যা হালাল করেছেন, তা হালালরূপে গ্রহণকারী। وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا অর্থাৎ যে ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহ (আ.) এর দীনের অনুসরণ করে, যে দীনে তিনি ছিলেন এবং তাঁর বংশধরদেরকে যে দীনে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর মত ও পথে অবিচল ও সুদৃঢ়।

اَلْحَنِيْفُ। শব্দের অর্থ সম্পর্কে ভাষাবিদগণের ভিন্ন ভিন্ন মন্তব্য। এর সঠিক অর্থ ও সংশ্লিষ্ট দলীল প্রমাণ ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, এক্ষণে তার পুনরুক্তির নিষ্প্রয়োজন। আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে আমরা যা বলেছি, অন্যান্য তাফসীর কারও তাই বলেছেন, তাঁদের মধ্যে তাফসীরকার দাহ্‌হাক (র.) রয়েছেন।

১০৫৩৮. দাহ্‌হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দীন-ই-ইসলামকে আল্লাহ তা'আলা সকল দীনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَمَنْ أَحْسَنُ دِيْنًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ اِبْرَهِيْمَ خَلِيْلاً- দীনের ক্ষেত্রে ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করা হবেনা। এ দীন-ই-হচ্ছে সরল ও সঠিক দীন।

মহান আল্লাহর বাণী وَاتَّخَذَ اللَّهُ اِبْرَهِيْمَ خَلِيْلاً- আর আল্লাহ ইব্‌রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। এর ব্যাখ্যা ঃ 'আল্লামা আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা ইব্‌রাহীম (আ)-কে ওলী ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, ইব্‌রাহীম (আ) ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যে বন্ধুত্বের স্বরূপ কি? তখন উত্তরে বলা যায় যে, ইব্‌রাহীম (আ)-এর পক্ষ থেকে তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার খাতিরে তাঁর শত্রুদের সাথে শত্রুতা ও হিংসা পোষণ করা এবং তাঁর খাতিরেই কারো সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন করা। خُلَّةٌ তথা বন্ধুত্বের এটাই প্রসিদ্ধ অর্থ। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ইব্‌রাহীম (আ)-এর প্রতি বন্ধুত্ব হচ্ছে ইব্‌রাহীম (আ)-কে যারা কষ্ট দিতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করা। যেমন নমরূদ চেয়েছিল তাঁকে অগ্নিদগ্ধ করতে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে রক্ষা করলেন। অনুরূপভাবে কেউ তাঁর সাথে তর্কে লিপ্ত হলে যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে তাঁকে সাহায্য করা, যেমন মিশরের রাজা তাঁর এবং তাঁর পরিবারের প্রতি অশালীন আচরণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু যুক্তিতে তিনি জয়ী হয়েছিলেন। অনুরূপভাবে তাঁর প্রতি আল্লাহর বন্ধুত্ব মানে তাঁর কাম্য বস্তু বাস্তবায়নে তাঁকে ক্ষমতা দান। তার পরবর্তী লোকদের জন্যে তাঁকে ইমাম নির্ধারণ করা এবং আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে পরবর্তী লোকদের জন্যে তাঁকে অনুসরণীয়রূপে প্রতিষ্ঠিত করা।

হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর খলীলুল্লাহ উপাধি লাভের কারণ হিসাবে বলা হয় যে, কোন এক সময় তাঁর পরিবার পরিজন ভীষণ দুর্ভিক্ষে পতিত হয়। মূসিলের অধিবাসী তার এক বন্ধুর নিকট মতান্তরে মিশরের অধিবাসী তাঁর এক বন্ধুর নিকট তিনি গমন করলেন, নিজের পরিবারের জন্যে খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে। তাঁর বন্ধুর নিকট তিনি খাদ্য দ্রব্য পেলেন না। তিনি ফিরে আসছিলেন নিজ পরিবারের নিকট। বাসস্থানের প্রায় কাছাকাছি আসার পর তাঁর সামনে পড়ে বালুকাময় এক মরুপ্রান্তর। আপন মনে তিনি বললেন, আমি যদি আমার থলিটি বালিতে পূর্ণ করে নেই, যাতে আমার শূন্য হাতে আগমণ দেখে আমার পরিবার দুঃখিত না হয়। আমাকে দেখে তারা যেন মনে করে যে, তাদের কাম্য বস্তু আমি নিয়ে এসেছি, তাহলে কেমন হয়? চিন্তা মুতাবিক তিনি তাই করলেন, খাদ্যের পরিবর্তে পাত্রে বালি ভরে নিলেন। মহান আল্লাহর কুদরতে সব বালি আটায় রূপান্তরিত হয়। বাড়ী গিয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর পরিবার-পরিজন এগিয়ে এসে থলির মুখ খুল্‌ল। তারা দেখল, থলিটি আটায় পরিপূর্ণ। তা পানিতে ভিজিয়ে তারা রুটি তৈরী করল। ইব্‌রাহীম (আ) ঘুম থেকে উঠলেন। রুটি দেখে আটা পেয়েছে কোথায় তা জিজ্ঞেস করলেন। তারা বল্‌ল, আপনার বন্ধু থেকে আপনি যে আটা নিয়ে এসেছেন, তা দিয়েই রুটি তৈরী করলাম। প্রকৃত রহস্য তিনি উপলব্ধি করতে পেরে বললেন, হাঁ, অবশ্যই তা আমার খলীল (বন্ধু) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। তাফছীরকারগণের মতে, এ থেকেই আল্লাহ তা'আলা তাকে খলীল (বন্ধু) উপাধিতে ভূষিত করেন।

মহান আল্লাহর বাণী—

(١٢٦) وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا ۝

১২৬. আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই এবং সবকিছুকে আল্লাহ পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার প্রতি হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর আনুগত্য, নির্ভেজাল ইবাদত ও তাঁর সন্তুষ্টি ও মহব্বত অর্জনের নিরলস অগ্রসরতার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে খলীল ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। এজন্যে নয় যে, ইব্‌রাহীম (আ)-এর প্রতি এবং ইব্‌রাহীম (আ)-এর বন্ধুত্বের প্রতি আল্লাহ তা'আলা মুখাপেক্ষী। ইব্‌রাহীম (আ) ও তাঁর বন্ধুত্বের প্রতি আল্লাহ তা'আলা মুখাপেক্ষী হবেন কেন? আসমানে ও যমীনে কমবেশী যা আছে সবকিছুরই মালিক মহান আল্লাহ্। মালিকানাধীন বস্তু মালিকের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে, মালিক কখনো মালিকানাধীন বস্তুর প্রতি মুখাপেক্ষী থাকেনা। অনুরূপভাবে ইব্‌রাহীম (আ) মহান আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আল্লাহ পাক ইব্‌রাহীম (আ)-এর মুখাপেক্ষী নন যে, এ মুখাপেক্ষীতার কারণে আল্লাহ পাক তাঁকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবেন। বরং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও মহব্বত অর্জনের পথে হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর দ্রুত গতিতে অগ্রসরতার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন। কাজেই হে লোক সকল! তোমরা আমার মহব্বত ও সন্তুষ্টি অর্জনের পথে দ্রুত অগ্রসর হও, যাতে তোমাদেরকে আমি আমার বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে

পারি। وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا অর্থাৎ বান্দা ভালমন্দ যাই করে, আল্লাহ তা'আলা তার সবগুলোই হিসেব করে সংরক্ষিত রাখেন; তিনি সবই জানেন, কিছুই তাঁর নিকট গোপন থাকেনা। অনুপরিমাণও তাঁর অগোচর থাকে না।

মহান আল্লাহর বাণী—

(١٢٧) وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَآءِ ۚ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ○

১২৭. আর (হে রাসূল!) মানুষ আপনার নিকট নারী জাতি সম্বন্ধে জানতে চায়। (আপনি) বলে দিন, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা দান করেছেন আর পবিত্র কুরআনে তোমাদেরকে যা বলা হয়েছে, তা সেসব ইয়াতীম নারীদের সম্পর্কে, যাদের প্রাপ্য হক তোমরা প্রদান করনা, অথচ তোমরা তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাও এবং অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে ও ইয়াতীমদের প্রতি তোমাদের ন্যায় বিচার সম্পর্কে, যা কিতাবে তোমাদেরকে শুনানো হয়, তাও পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় এবং যে কোন নেক কাজ তোমরা কর, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।

ব্যাখ্যা ঃ

আল্লামা আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَاءِ অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ (স.)! আপনার সাহাবীগণ আপনাকে অনুরোধ করবে, আপনি যেন মহিলাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে তাদেরকে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। এই আয়াতে فِيْ বলে মহিলাদের সম্পর্কে কথাটি বলা হয়েছে। তবে فِيْ شَانِ النِّسَاءِ বা মহিলাদের ব্যবস্থা সম্পর্কে কথাটি বলা হয়নি এজন্যে যে, বাক্যের পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা তা বুঝা যায়।

قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (স.) তাদেরকে বলুন যে, তাদের ব্যাপারে (মানে মহিলাদের ব্যাপারে) আল্লাহ্ই তোমাদেরকে সিদ্ধান্ত দিবেন। وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَاءِ الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ আয়াতের وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ -এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাফসীরকারগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ। (আর কিতাবে যা তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করা হয়) মানে এই সূরার প্রথম দিকে উল্লেখিত ফারাইয় তথা উত্তরাধিকার নীতি সম্পর্কিত আয়াতগুলো।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৫৩৯. হযরত ইবন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ আয়াত প্রসংগে তিনি বলেন, জাহিলী যুগে লোকে সন্তান সাবালক না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে উত্তরাধিকারী গণ্য করত না, মহিলাদেরকেও তারা উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য করত না। ইসলাম যখন এল, তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ (লোকে আপনার নিকট জানতে চায় নারীদের সম্পর্কে, বলুন, আল্লাহ তোমাদেরকে সিদ্ধান্ত দিবেন নারীদের সম্পর্কে এবং কিতাবে তোমাদের নিকট যা পাঠ করা হয়) অর্থাৎ ফারাইয বা উত্তরাধিকার সম্বলিত এ সূরার প্রথম দিকে উল্লেখিত আয়াতগুলো এবং সে সকল ইয়াতীম মেয়েদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্ধারিত অধিকার যাদেরকে তোমরা দাওনা।

১০৫৪০. হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (র.) থেকে বর্ণিত। وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ فِى يَتٰمَى النِّسَاءِ الّٰتِى لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটি নাযিল হয়েছে কোন লোকের পরিচর্যায় ন্যস্ত ইয়াতীম মেয়ে সম্পর্কে। আয়াতে উল্লেখিত ইয়াতীম মেয়েটি কোন এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে আছে। মেয়েটি তার সম্পদে অংশীদার। আর এই লোকটি মেয়েটির জন্য উত্তম তত্ত্বাবধায়ক। সে নিজে মেয়েটিকে বিয়ে করতে চায় না, অন্যত্রও বিয়ে দিতে চায় না, এ আশংকায় যে, সে এ মেয়ের সম্পত্তিতে অংশীদার হয়ে যাবে।

১০৫৪১. সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহেলী যুগে মহিলা এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদেরকে উত্তরাধিকারী গণ্য করা হত না। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ يَتٰمَى النِّسَاءِ- ইয়াতীম মহিলাদের ব্যাপারে কিতাবে যা তিলাওয়াত করা হয়, মানে সূরা নিসা এর প্রথম দিকের ফারাইয বা উত্তরাধিকারী নীতি সম্বলিত আয়াতগুলো।

১০৫৪২. হযরত শু'বা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহেলী যুগে ইয়াতীম মেয়েদেরকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী গণ্য করা হত না, তাদেরকে অন্যত্র বিয়েও দেওয়া হত না, বরং আবদ্ধ করে রাখা হত। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ.............

১০৫৪৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাছীর (র.) বলেন, وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ........وَتَرْغَبُونَ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ। এ আয়াত সম্পর্কে তিনি সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র.)-কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেছিলেন যে, তখনকার দিনে সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী গণ্য করা হত শুধু পুরুষদেরকে, তাও সাবালক হওয়ার পর। নাবালক এবং সকল স্তরের মহিলা উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য

হত না। সূরা নিসার উত্তরাধিকারী সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর লোকেরা এটিকে কঠোর মনে করতে লাগল। তারা বলাবলি করতে লাগল, নাবালক ছেলের সম্পদের ব্যবহার এবং সংরক্ষণের যোগ্যতা নেই; সে সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে এ কেমন কথা? অনুরূপভাবে মহিলাগণও। একজন সক্ষম সাবালক পুরুষ, যে সম্পদের ব্যবহার জানে, তার ন্যায় এরাও উত্তরাধিকারী হবে! এ পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে কোন ব্যবস্থা অবতরণের প্রত্যাশায় ছিল তারা। অবশেষে যখন তারা দেখল যে, নতুন কোন ব্যবস্থা অবতীর্ণ হচ্ছে না, তখন তারা বলল এটিই চূড়ান্ত বিধান। এটিই বাধ্যতামূলক ফরমান,-এর বিকল্প নেই। তারপর তারা বলল, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বিস্তারিত জেনে নাও। তারা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট জানতে চাইল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ فِىْ يَتٰمَى النِّسَاءِ الّٰتِىْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ (কিতাবে তোমাদের নিকট যা তিলাওয়াত করা হয়) মানে এ সূরার শুরুর দিকে বর্ণিত আয়াতসমূহ। হযরত সাঈদ ইব্ন যুবায়র (র.) বলেন, সংশ্লিষ্ট ইয়াতীম মেয়েটি রূপবতী ও সম্পদশালী হলে তার তত্ত্বাবধায়ক তাকে বিয়ে করত, অন্যত্র বিয়ে দিত না। আর মেয়েটি কুশ্রী ও দরিদ্র হলে সে নিজে বিয়ে করত না, বরং অন্যত্র বিয়ে দিয়ে দিত।

১০৫৪৪. ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত। وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ فِىْ يَتٰمَى النِّسَاءِ الّٰتِىْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, জাহিলী যুগের লোকদের নিয়ম ছিল যে, ইয়াতীম মেয়েটি যদি কুশ্রী হত, তখন তারা তাকে সম্পত্তির অংশ দিত না। অন্যত্র বিয়ে-ও দিত না। শেষ পর্যন্ত মেয়েটি মারা যেত এবং সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক তার উত্তরাধিকারী হিসাবে সম্পত্তির মালিক হত। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করলেন।

১০৫৪৫. অপর সনদে ইব্রাহীম (র.) থেকে বর্ণিত। وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ আয়াতাংশে সম্পর্কে তিনি বলেন, সে যুগে কোন লোকের তত্ত্বাবধানে সম্পদশালী কুশ্রী ও ত্রুটিযুক্ত ইয়াতীম মেয়ে এলে সে তাকে অন্যত্র বিয়ে দিত না। নিজেও বিয়ে করত না। অবশেষে মেয়েটি মারা গেলে সে তার উত্তরাধিকার রূপে সম্পত্তির মালিক হত।

১০৫৪৬. সুদ্দী এবং আবী মালিক থেকে বর্ণিত। وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ فِىْ يَتٰمَى النِّسَاءِ الّٰتِىْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ- আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, তত্ত্বাবধায়কের অধীনে আনীত মহিলা যদি আকর্ষণীয়া ও রূপবতী না হত আর সে জন্যে তত্ত্বাবধায়ক যদি তাকে বিয়ে না করত তবে সে তাকে আবদ্ধ করে রাখত। অন্যত্র বিয়ে দিত না, কাউকে বিয়ে করার সযোগও দিত না।

১০৫৪৭. তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত— فِىْ يَتٰمَى النِّسَاءِ الّٰتِىْ لَا

تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জাহিলী যুগের লোকেরা মহিলা ও শিশুদেরকে সম্পত্তির অংশ দিত না। তারা বলত, এ মহিলা ও শিশুরা তো যুদ্ধ করে না, যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে সম্পদ লাভ করতে পারে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্যে সম্পত্তির অংশ নির্ধারিত করে দিলেন এবং যাতে ইয়াতীম মেয়ে রূপবতী না হলেও সম্পত্তির আকর্ষণে পুরুষগণ তাদেরকে বিয়ে করতে আগ্রহী হয়।

১০৫৪৮. মুজাহিদ (রহ.) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১০৫৪৯. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতে وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ। (তোমাদের নিকট কিতাবে যা পাঠ করা হয়) আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এ হচ্ছে উত্তরাধিকার নীতিতে নির্ধারিত অংশ যা আল্লাহ্ তা'আলা নারীদের জন্যে নির্ধারিত করেছেন। আয়াত الَّتِىْ لاَ تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ। প্রসংগে তিনি বলেন, কোন কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ইয়াতীম মেয়ে লালিত পালিত হলে সে তাকে বিয়ে করতে এবং তার সাথে সহবাস করতে আগ্রহী হত না। মেয়েটিকে তার প্রাপ্য অধিকার (সম্পদ) প্রদান করত না এ আশায় যে মেয়েটি মৃত্যুবরণ করুক, তারপর সে উত্তরাধিকারী হবে। মেয়েটির কোন নিকটাত্মীয় মারা গেলেও সম্পত্তির কোন অংশ তাকে দেওয়া হত না। এ ছিল জাহেলী যুগের সচরাচর রীতি ও প্রথা। তাই আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে বর্ণিত বিধান জারী করলেন।

১০৫৫০. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ فِىْ يَتَامَى النِّسَاءِ الَّتِىْ لاَ تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, কোন এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে শ্রীহীন কোন ইয়াতীম সম্পদশালীনী মেয়ে লালিত-পালিত হত। তত্ত্বাবধায়ক নিজে মেয়েটিকে বিয়ে করতে আগ্রহী হত না, বরং সম্পদের লোভে মেয়েটিকে আবদ্ধ করে রাখত। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন।

১০৫৫১. কাতাদা (র.) থেকে অপর সনদে বর্ণিত। وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, কোন এক ব্যক্তির অধীনে শ্রীহীন ইয়াতীম এক মেয়ে ছিল। সে মেয়েকে নিজে বিয়ে করতনা, আবার ঐ মেয়ের সম্পদ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে তাকে অন্যত্র বিয়েও দিত না।

১০৫৫২. তাফসীরকার সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত— وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ فِىْ يَتَامَى النِّسَاءِ الَّتِىْ ......بِالْقِسْطِ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, হযরত জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ্ আনছারী সুলামী (র.)-এর একজন অন্ধ চাচাত বোন ছিল। মেয়েটি ছিল কুৎসিত। আপন

Contents

পিতার মৃত্যুর পর সে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদের মালিক হয়েছিল। হযরত জাবির (র.) তাকে বিয়ে করতে রাজি ছিলেন না। অন্যত্র বিয়ে দিলে মেয়েটির স্বামীও সম্পত্তি নিয়ে যাবে, এ আশংকায় অন্যত্র বিয়েও দিতে ছিলেন না। অবশেষে তিনি এ সম্পর্কে জানতে চাইলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট। তখনকার দিনে অন্যান্য লোকের তত্ত্বাবধানেও অনুরূপ ইয়াতীম মেয়ে ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উদ্দেশ্যে হযরত জাবির (র.) বললেন "ইয়াতীম মেয়ে শ্রীহীন এবং অন্ধ হলেও কি আপনি তাকে উত্তরাধিকারী রূপে স্বীকৃতি দিবেন?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলছিলেন হাঁ, অবশ্যই। তারপর এ প্রকারের ইয়াতীম মেয়েদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতে وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ (এবং কিতাবে যা তোমাদের নিকট পাঠ করা হয় তার সম্পর্কে)-এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, এতদ্বারা এই সূরার শেষ দিকে বর্ণিত يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلَالَةِ (আপনার কাছে ব্যবস্থা জানতে চায়, বলুন, পিতামাতাহীন, নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ব্যবস্থা দিয়েছেন) আয়াত বুঝানো হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৫৫৩. হযরত সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহেলী যুগের লোকেরা ছেলেদেরকে সম্পত্তির অধিকারী হিসেবে গণ্য করত না; যতক্ষণ না তারা প্রাপ্ত বয়স্ক হত। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন –وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ ......فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهِ عَلِيْمًا এবং নাযিল করেন اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ... وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (সূরা নিসা ঃ ১৭৬)। তাফসীরকারগণের অপর একশ্রেণী বলেন, আলোচ্য আয়াতে وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ (কিতাবে তোমাদের নিকট যা পাঠ করা হয়) দ্বারা বুঝানো হয়েছে সূরার প্রথম দিকে উল্লেখিত এ আয়াত وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ (তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে নারীদের.........(সূরা নিসা ঃ ৩)

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৫৫৪. উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সহধর্মিনী হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (র.) কে জিজ্ঞাসা করলেন— وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ আয়াতাংশ সম্পর্কে। হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (র.) বলেন, ভাগ্নে! ব্যাপার এ যে, ইয়াতীম মেয়ে তার তত্ত্বাবধায়কের অধীনে থাকত, তার সম্পত্তিতে অংশীদার হতো, মেয়েটির সম্পদ ও রূপের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে মেয়েটিকে সে বিয়ে করতে চাইত। কিন্তু অন্যান্য মহিলাদেরকে যে পরিমাণ মাহর্ দিত, একে ওই পরিমাণ মাহর দিতে চাইত না। তাই পরিপূর্ণ ও

যথোচিত মাহর ব্যতীত এ প্রকার মেয়েদেরকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং এদেরকে ব্যতীত নিজেদের পছন্দমত অন্য মহিলাদেরকে বিয়ে করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উরওয়া (র.) বলেন, হযরত 'আয়েশা (র.) আরও বলেন, ইয়াতীম মেয়েদের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হবার পর লোকজন এসে মেয়েদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট আরও জানতে চাইল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِىْ الْكِتَابِ فِىْ يَتَامَى النِّسَاءِ الّٰتِىْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ হযরত 'আয়েশা (র.) বলেন, আয়াতে وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ (কিতাবে তোমাদের নিকট যা পাঠ করা হয়) মানে উপরোল্লিখিত এ আয়াত।

১০৫৫৫. উরওয়া (র.) সূত্রে হযরত 'আয়েশা (র.) থেকে অপর সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ জা'ফার তা'বারী (র.) বলেন, উপরোক্ত তিনটি ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাকারগণ مَا يُتْلٰى এর مَا শব্দটিকে يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ এর هُنَّ -এর সাথে সম্পর্কিত (আতফ) করেছেন। তাঁরা আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, হে রাসূল! মেয়েদের সম্বন্ধে লোকদেরকে বলুন, মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে ব্যবস্থা জানাবেন মহিলাদের সম্পর্কে এবং কিতাবে তোমাদের নিকট যা তিলাওয়াত করা হয়, সে সম্পর্কে।

অন্যান্য তাফসীকারগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কতেক সাহাবীকে (র.) উপলক্ষ্য করে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। মহিলাদের ব্যাপারে কতেক মাস্‌আলা সম্পর্কে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন বটে, কিন্তু এমন কিছু বিষয় সম্পর্কে তারা জিজ্ঞাসা করেন নি, যেগুলোর সাথে তাঁরা সরাসরি জড়িত ছিলেন। তারপর তাঁরা যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং যা জিজ্ঞাসা করেন নি, তার সবগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করে ব্যবস্থা জানিয়ে দিলেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৫৫৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মূসা (র.) থেকে বর্ণিত। وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, ছাহাবীগণ মহিলাদের সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এবং তাঁরা নিজেদের কর্মকান্ড বিষয়ে নীরব থাকলেন, এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ .... অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে জানাবেন তাদের ব্যাপারে এবং কিতাবে যা তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করা হয়। উপরন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে জানাবেন ঐ সকল বিষয়ও, যা তোমরা জিজ্ঞাসা করনি। রাবী বলেন, সে যুগে তত্ত্বাবধায়কগণ অধীনস্থ ইয়াতীম মেয়েদেরকে সুশ্রী না হলে নিজেরা বিয়ে করত না। তাদেরকে প্রাপ্য সম্পত্তি দিত না যাতে তারা স্বাধীনভাবে ব্যয় করতে পারে, এ সম্পর্কে নাযিল হয় ঃ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ فِىْ يَتَامَى النِّسَاءِ الّٰتِىْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ

রাবী বলেন, তারা প্রাপ্ত বয়স্ক লোকদেরকে উত্তরাধিকারী গণ্য করত; অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকে উত্তরাধিকারীরূপে স্বীকৃতি দিত না।

যে সকল বিষয়ে তাঁরা নীরব ছিলেন, সে সম্পর্কে ব্যবস্থা জানিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন— وَاِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ (কোন স্ত্রী যদি তাঁর স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে, তবে তারা আপোষ নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন দোষ নেই এবং আপোষ নিষ্পত্তিই শ্রেয়)। হাদীসের শব্দগুলো ইব্ন মুছান্না (র.) এর বর্ণনা। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ দৃষ্টিকোণ থেকে وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ (যা তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করা হয়) মানেঃ وَاِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ আয়াত আর ইয়াতীম মেয়েদের ব্যাপারে লোকজনের প্রশ্নের উত্তরে বলা হল فِى يَتَمَى النِّسَاءِ الَّتِى لاَ تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ ইমাম তাবারী (র.) বলেন, وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ আয়াতের ব্যাখ্যায় যাঁরা বলেছেন যে, এর দ্বারা সূরার শুরুতে এবং শেষে ফারাইযের যে আয়াত রয়েছে, তা-ই বুঝানো হয়েছে; তাদের বক্তব্য-ই সঠিক।

১০৫৫৭. ইব্ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত। لاَ تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ (যাদের প্রাপ্য তোমরা প্রদান করনা) এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তোমরা তাদেরকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী রূপে গণ্য করনা।

১০৫৫৮. ইব্রাহীম (র.) থেকে বর্ণিত। وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, মীরাছ তথা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তি তোমরা তাদেরকে দাওনা। তিনি বলেন, মহিলাদেরকে তারা উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি প্রদান করত না।

মহান আল্লাহ্র বাণী: وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ (অথচ তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে চাওনা)। এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হল, তাদেরকে বিয়ে করা থেকে তোমরা বিমুখ থাক। এ বক্তব্যের প্রবক্তাদের মধ্যে কারো কারো কথা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে, অপর কতেকের কথা এক্ষণে আলোচনা করছি।

১০৫৫৯. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন যে, তাদেরকে বিয়ে করা থেকে তোমরা বিরত থাকতে।

১০৫৬০. হাসান (র.) থেকে অপর সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১০৫৬১. উরওয়া (র.) থেকে বর্ণিত। وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত 'আয়েশা (র.) বলেন, তোমাদের কারো তত্ত্বাবধানে কোন ইয়াতীম মেয়ে থাকে। মেয়েটি সুশ্রী না হলে ও সম্পদহীন হলে তত্ত্বাবধায়ক তাকে বিয়ে করতে চায় না। ফলে যে সকল মেয়ের রূপ ও গুণে তত্ত্বাবধায়ক

সন্তুষ্ট হয়, পরিপূর্ণ মাহর্ না দিয়ে তাকে বিয়ে করতে আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করেছেন। হযরত 'আয়েশা (র.) থেকে অন্য সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন যে, وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ মানে তাদেরকে বিয়ে করতে তোমরা আগ্রহী হও। এদের কতেকের কথা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি, আর কতেকের কথা এখন আলোচনা করছি।

১০৫৬২. হযরত আয়েশা (রা) থেকে অন্য সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন যে, وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ মানে তাদেরকে বিয়ে করতে তোমরা আগ্রহী হও। এদের কতেকের কথা আমরা ইতপূর্বে আলোচনা করেছি, আর কতেকের কথা এখন আলোচনা করছি।

১০৫৬৩. উবায়দা (র.) থেকে বর্ণিত। وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, সেই ইয়াতীম মেয়েদেরকে বিয়ে করতে তোমরা আগ্রহী হও।

১০৫৬৪. মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ সম্পর্কে আমি উবায়দা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন, এর অর্থ, তাদেরকে বিয়ে করতে তোমরা আগ্রহ প্রকাশ করে থাক।

১০৫৬৫. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। فِىْ يَتٰمَى النِّسَاءِ الّٰتِىْ لاَ تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, জাহেলী যুগের প্রথা ছিল, কোন লোকের তত্ত্বাবধানে ইয়াতীম মেয়ে থাকলে সে যখন নিজের বস্ত্র দিয়ে মেয়েটিকে ঢেকে দিত। এর ফলে ঐ মেয়েটিকে আর কেউ বিয়ে করতে পারত না। ইয়াতীম মেয়েটি সুন্দরী হলে এবং লোকটি তাকে বিয়ে করতে আগ্রহী হলে তাকে বিয়ে করত এবং তার সম্পত্তি লাভ করত। আর মেয়েটি যদি সুন্দরী হত তবে সে মেয়েটিকে আটকে রাখত। অন্যত্র বিয়ে দিত না। অবশেষে মেয়েটির মৃত্যু হলে সে ওই সম্পত্তির মালিক হত। এ অসাধু ও অন্যায় আচরণকে আল্লাহ্ তা'আলা হারাম ঘোষণা করেছিলেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, تَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ -এর ব্যাখ্যায় যারা বলেছেন, "ওদেরকে বিয়ে করা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে থাক" তাদের কথাই সঠিক। কারণ ইয়াতীম মেয়েদের সম্পদ আয়ত্ত্বে রাখার জন্যেই তারা মেয়েদের আবদ্ধ করে রাখত, যাতে ভবিষ্যতে মেয়েদের হবু স্বামীরা এ সম্পত্তিতে অধিকার স্থাপন করতে না পারে। সম্পত্তি তত্ত্বাবধায়কের হাত ছাড়া না হয়। ওই মেয়েদেরকে নিজেরা বিয়ে করার উদ্দেশ্যে যদি সম্পত্তি আবদ্ধ করে রাখত, তবে সে আবদ্ধ করে রাখার কোন যৌক্তিকতা ছিল না। কারণ তারা মেয়েদেরকে বিয়ে করার জন্যে সম্পত্তি আটক রাখার কোন প্রয়োজন ছিল না। এ জন্যে যে, ওরাই মেয়েদের তত্ত্বাবধায়ক, অভিভাবক, তারা বিয়ে করতে চাইলে তাদেরকে বাধা দেওয়ার কেউ ছিলনা যে, সম্পত্তি আটকে রেখে কৌশলে ঐ বাধা অপসারণ করতে হবে। وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ (আর দুর্বল শিশুদের

সম্বন্ধে এবং ইয়াতীমদের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা কর) আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফার তাবারী (র.) বলেন, আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন— হে রাসূল! নারী জাতি সম্বন্ধে লোকে আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, মহান আল্লাহ্ পাকই তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা দান করছেন। আর পবিত্র কুরআনে তোমাদেরকে যা বলা হয়েছে, তা সেসব ইয়াতীমদের সম্বন্ধে, যাদের প্রপ্য তোমরা আদায় করনা, অথচ তোমরা তাদেরকে বিবাহ করতেও চাওনা।

এ ব্যাপারে ছাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈগণের বর্ণনা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। অসহায় শিশুদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবস্থা দিয়েছেন যে, তারা যেন শিশুদের প্রাপ্য অধিকার ও সম্পত্তি তাদেরকে প্রদান করে। ইতিপূর্বে তারা মৃত ব্যক্তির নাবালেগ ছেলেদেরকে ওয়ারিছ তথা উত্তরাধিকারী গণ্য করত না। সম্পত্তির অংশ দিত না। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, শিশুদের প্রতি ন্যায় বিচার করতে, ইনসাফের সাথে ব্যবস্থা নিতে এবং কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত উত্তরাধিকার নীতির ভিত্তিতে তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দিতে।

১০৫৬৬. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ আয়াতাংশ সম্পর্কে তিনি বলেন, জাহিলীযুগের লোকেরা মেয়েদেরকে এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদেরকে ওয়ারিছ রূপে গণ্য করত না। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ দিত না। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, ইয়াতীমদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে! ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা (قِسْطِ) মানে প্রত্যেক নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সফল প্রাপককে তার প্রাপ্য প্রদান করা। অপ্রাপ্ত বয়স্কগণ বয়স্কদের সমান।

১০৫৬৭. ইব্ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত। وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ فِىْ يَتَامَى النِّسَاءِ الَّتِىْ لاَ تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ আয়াতে لاَ تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ (তাদেরকে তাদের প্রাপ্য দাওনা) মানে তোমরা তো তাদেরকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী গণ্য কর না, এবং وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتَمَى بِالْقِسْطِ (তোমরা যেন ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার কর)। তারপর মহিলা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, প্রাপ্ত বয়স্ক সবাই উত্তরাধিকারের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী গণ্য হয়। এ উত্তরাধিকার আদেশ ইতিপূর্বেকার বিধানকে রহিত করে দিল।

১০৫৬৮. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। اَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتَمَى بِالْقِسْطِ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এর দ্বারা তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হল, ইয়াতীমদের প্রতি সুবিচার করতে।

১০৫৬৯. অপর সনদে মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১০৫৭০. আবূ মালিক (র.) থেকে বর্ণিত। لاَ تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তারা শুধু প্রাপ্ত বয়স্কদেরকে ক্রমান্বয়ে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করত।

১০৫৭১. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, জাহেলী যুগের লোকেরা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদেরকে এবং প্রাপ্ত

বয়স্ক-অপ্রাপ্ত বয়স্ক নির্বিশেষে সকল মেয়েকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করত। তাদের জঘন্য আচরণের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ (তাদের প্রাপ্য তো তোমরা তাদের দাওনা) এ হীন রীতি আল্লাহ্ তা'আলা নিষিদ্ধ করে দিলেন এবং প্রত্যেক অংশিদারের অংশ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ (প্রত্যেক পুরুষ পাবে দু'জন নারীর সমান সূরা– নিসা ঃ ১৭৬) তারা প্রাপ্ত বয়স্ক হউক কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক।

১০৫৭২. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ। আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, সে যুগের লোকেরা অপ্রাপ্ত ও দুর্বলদের-কে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী গণ্য করতনা। তারপর এদেরকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির নির্ধারিত অংশ প্রদান করতে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দেন।

১০৫৭৩. ইব্রাহীম (র.) থেকে বর্ণিত। সুশ্রী সম্পদশালীনী ইয়াতীম মেয়ের কোন তত্ত্বাবধায়ক হযরত উমর (র.) এর নিকট এলে তিনি তাকে বললেন, "যাও, তাকে তুমি ব্যতীত অন্য কারো নিকট বিয়ে দিয়ে দাও। এর জন্য তোমার চেয়ে উত্তম স্বামী খুঁজে নাও।" আর সম্পদহীন কুশ্রী ইয়াতীম মেয়ের তত্ত্বাবধায়ক তাঁর নিকট এলে তিনি বলতেন, তুমি ওকে বিয়ে কর, তুমি তার অগ্রাধিকারী।

১০৫৭৪. হুসায়ন আল্ ফারজ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত 'আলী (র.)-এর নিকট এসে বলল্, আমীরুল মু'মিনীন? আমার এবং আমার তত্ত্বাবধানে পালিত ইয়াতীম মেয়েটির ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে? হযরত 'আলী (র.) বললেন, কি বিষয়? তারপর বললেন, সে যদি রূপসী ও সম্পদশালিনী হত তবে কি তুমি তাকে বিয়ে করতে? সে বলল, হাঁ, অবশ্যই, আল্লাহ্র কছম। হযরত 'আলী (র.) বললেন, তবে ওই মেয়ে সম্পদহীনা, শ্রীহীনা হলেও তুমি তাকে বিয়ে কর। তারপর তিনি বললেন, মেয়েটির জন্যে তোমার চেয়ে ভাল স্বামী খুঁজে দেখ। তোমার চেয়ে ভাল স্বামী পেলে ভাল স্বামীর সাথে বিয়ে দিয়ে দাও।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এতে প্রমাণিত হয়, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করা মানে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা যে বিধান দিয়েছেন, ন্যায় পরায়ণতার সাথে তা বাস্তবায়ন করা। وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا (এবং যে কোন নেককাজ তোমরা কর, আল্লাহ্ তা'আলা তা সবিশেষ অবহিত) আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন হে মু'মিনগণ! যখনই তোমাদের থেকে মহান আল্লাহ্র নির্দেশিত ইয়াতীমদের প্রতি সুবিচার পাওয়া যাবে এবং এক্ষেত্রে ও সর্বক্ষেত্রে তোমরা চূড়ান্তভাবে আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ ও আনুগত্যে থাকবে, তবে মনে রেখ, তোমাদের কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সদা অবহিত; এর সবগুলোই তিনি সংরক্ষণ করেন। কিয়ামতের দিনে তিনি তোমাদেরকে এগুলোর প্রতিদান দিবেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(١٢٨) وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ○

১২৮. যদি কোন নারী তার স্বামীর অন্যায় আচরণ অথবা উপেক্ষার ভয়ে ভীত হয় তবে তারা উভয়ে কোন আপোষ মীমাংসায় উপনীত হলে তাতে কোন গুনাহ নেই এবং সু-মীমাংসা তথা আপোষ নিষ্পত্তিই উত্তম।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا। অর্থাৎ কোন নারী যদি তার স্বামীর অন্যায় আচরণ বা উপেক্ষা লক্ষ্য করেও মহিলার শ্রীহীনতা কিংবা বার্ধক্য ইত্যাদি পছন্দ না হওয়ার কারণে কিংবা তার প্রতি ঘৃণা বশতঃ অন্য মহিলাকে তার চেয়ে প্রাধান্য দেয়া ও আকৃষ্ট হওয়ার চিহ্ন যদি দেখতে পায় অথবা إِعْرَاضًا। তথা উপেক্ষামূলক আচরণ, যেমন মুখ ফিরিয়ে নেয়া কিংবা তাকে প্রদত্ত অধিকার ও সুবিধা হ্রাস করা ইত্যাদি কোন আচরণ অনুভব করে- فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا (তবে তারা আপোষ নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন দোষ নেই।)

অর্থাৎ সে নারীর প্রাপ্য রাত্রিবাসের অধিকার অথবা অন্য কোন অধিকার প্রত্যাহার করে, এবং সে নারী যদি তাদের উভয়ের মধ্যে আপোষ নিষ্পত্তি করে তবে তাতে কোন দোষ নেই। এ আপোষ নিষ্পত্তির লক্ষ্য হবে স্বামীর সহানুভূতি ও সু-দৃষ্টি আর্কষণ করা। স্বামীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখা এবং তাদের বৈবাহিক জীবনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা। وَالصُّلْحُ خَيْرٌ (আপোষ নিষ্পত্তি করা উত্তম) অর্থাৎ দাম্পত্য জীবন স্থায়ী রাখার স্বার্থে কিছু দাবী ও অধিকার পরিত্যাগ করতঃ মীমাংসা করে নেয়া তালাক ও বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে উত্তম। আমরা আলোচ্য আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছি, তাফসীরকারগণের কেউ কেউ অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৫৭৫. খালিদ ইব্ন 'আর'আরা (র.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি হযরত 'আলী (র.)-এর নিকট এসে وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا আয়াত সম্পর্কে জানতে চায়। উত্তরে তিনি বললেন, মাঝে মধ্যে এমন হয় যে, কোন মহিলা তার স্বামীর সাথে দাম্পত্য জীবন চালিয়ে যায়।

এরপর মহিলার শ্রীহীনতা, বার্ধক্য, চরিত্রহীনতা কিংবা দারিদ্র্যের কারণে স্বামী তার প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়ে। মহিলাটি অবশ্য দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদ ঘটাতে সম্মত হয় না। এমন অবস্থায় মহিলাটি যদি স্বামীর নিকট প্রাপ্য মাহ্‌রের কিছু অংশ ছেড়ে দেয় তবে তা স্বামীর জন্যে বৈধ হবে আর মহিলাটি যদি তার প্রাপ্য রাত্রি যাপনের অধিকার কিছু অংশ হ্রাস করে দেয় তবে তাতে কোন দোষ নেই।

১০৫৭৬. খালিদ ইব্‌ন 'আর'আরা (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে হযরত 'আলী (র.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বললেন, বৃদ্ধা মহিলা কিংবা শ্রীহীনা মহিলা কিংবা এমন মহিলা, যার প্রতি স্বামীর ভালবাসা নেই, তারা দু'জনে পরস্পর আপোষ মীমাংসায় উপনীত হয়।

১০৫৭৭. খালিদ ইব্‌ন 'আর'আরা সূত্রে হযরত 'আলী (র.) থেকে অপর সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

১০৫৭৮. অপর এক সূত্রে খালিদ ইব্‌ন 'আর 'আরা (র.) থেকে বর্ণিত যে, فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا আয়াত সম্পর্কে এক ব্যক্তি হযরত 'আলী (র.)-কে জিজ্ঞেস করেছিল। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, কোন কোন স্বামীর রূপ-লাবণ্যহীন স্ত্রী থাকে। পরে তার শ্রীহীনতা কিংবা বার্ধক্যের দরুণ তার প্রতি স্বামীর আকর্ষণ থাকে না। এমন প্রেক্ষাপটে আপোষ মীমাংসা স্বরূপ এই স্ত্রীর জন্যে বন্টনকৃত রাত্রিগুলোর কতেক যদি সে ছেড়ে দেয় কিংবা আর্থিক কোন দাবী ও অধিকার প্রত্যাহার করে নেয় তবে তা গ্রহণ করায় স্বামীর কোন দোষ নেই।

১০৫৭৯. ইব্‌ন সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত 'উমর (র.)-এর নিকট এসে একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। এতে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন এবং চাবুক দিয়ে তাকে প্রহার করলেন। অপর এক ব্যক্তি এসে তাঁর নিকট এ আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, এ প্রকারের প্রশ্ন করবে। তারপর তিনি বললেন, আয়াতে বলা হয়েছে এমন নারী সম্পর্কে, যে তার স্বামীর বিবাহাধীন থাকে এবং বার্ধক্য দেখা দেয়। পরে সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে তার স্বামী যুবতী মহিলা বিয়ে করে। এমন অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী যদি কোন বিষয়ে আপোষ নিষ্পত্তি করে তবে তাতে কোন দোষ নেই।

১০৫৮০. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا أَوْ إِعْرَاضًا -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আয়াতে এমন স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে, যে স্বামীর ঘর করে বার্ধক্যে পৌঁছে তার স্বামী বর্তমানে অন্য মহিলাকে বিয়ে করতে চায়। এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রী দু'জনে আপোষ মীমাংসায় উপনীত হয় যে, স্বামী তার সাথে একরাত্রি যাপন করবে আর নতুন স্ত্রীর সাথে দুই কিংবা তিন রাত্রি যাপন করবে।

১০৫৮১. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে অপর সনদে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। তবে তাতে এতটুকু অতিরিক্ত রয়েছে যে, অবশেষে মহিলাটি সন্তান প্রসব করে, অথবা বার্ধক্যে পৌঁছে যায়। তিনি এও বলেছেন, যদি তারা সমঝোতায় উপনীত হয় যে, প্রথম স্ত্রীর জন্যে এক রাত্রি আর নতুন স্ত্রীর জন্যে দু'রাত্রি, তবে তাতে কোন দোষ নেই।

১০৫৮২. হযরত সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়াতে এমন স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে, যে দীর্ঘকাল ধরে তার স্বামীর সাহচর্যে থাকে এবং বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়। স্বামী চায় তাকে পরিত্যাগ করে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে। স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ ঘটুক তা স্ত্রীর কাম্য নয়। অতঃপর এ স্ত্রী বহাল রেখেই স্বামী অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে এবং প্রথমা স্ত্রীর সাথে সমঝোতা হয় যে, কয়েক দিন তার সাথে রাত্রি যাপন করবে, আর দিনের পর দিন মাসের পর মাস নতুন স্ত্রীর সাথে রাত্রি যাপন করবে।

১০৫৮৩. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। وَاِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এতে এমন মহিলা সম্পর্কে বলা হয়েছে, যে আপন স্বামীর সাথে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করে। পরবর্তীতে স্বামী তাকে পরিত্যাগ করতে চায়। স্বামী তাকে পরিত্যাগ করুক মহিলা তা অপছন্দ করে। স্বামী চায় অন্য স্ত্রী গুহণ করতে এবং বলে— "আমার নতুন স্ত্রীকে আমি যে পরিমাণ সময় দেব, তোমাকে সে পরিমাণ সময় দিতে পারব না।" মহিলাটি এ বিষয়ে সমঝোতায় উপনীত হয় যে, প্রতি কয়েকদিনে একদিন সে পাবে আর অবশিষ্ট দিনগুলো পাবে নতুন স্ত্রী। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এ সমঝোতায় রাজী হয় এবং এ বিষয়ে আপোষ মীমাংসা করে।

১০৫৮৪. হযরত 'আয়েশা (র.) থেকে বর্ণিত। وَاِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, আয়াতে এমন মহিলার কথা বলা হয়েছে, যে কোন পুরুষের সাথে ঘর-সংসার করে। এরপর স্বামী মনে করে যে, তার স্ত্রী বৃদ্ধা হয়ে গেছে। তার থেকে কোন সন্তান-সন্ততি হয় না। তবে তার সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। সে বলে আমাকে তালাক দিবেন না। আমার ব্যাপরে আপনার যে দায়িত্ব রয়েছে, তাতে আমি ছাড় দিব।

১০৫৮৫. অন্য সনদে হরত 'আয়েশা (র.) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, এ হচ্ছে সে নারীর কথা, যার একজন সতীন রয়েছে অর্থাৎ সে ব্যক্তির দু'জন স্ত্রী রয়েছে। তাদের একজন অপারগ হয়ে গেছে অথবা কুৎসিত। তারপর স্বামীকে সে বলে, আমাকে তালাক দিবেন না, আমার প্রতি আপনার দায়-দায়িত্ব আমি শিথিল করে দিলাম।

১০৫৮৬. হযরত 'আয়েশা (র.) থেকে অন্য সনদে অনুরূপ বর্ণিত, তবে তাতে এতটুকু অতিরিক্ত রয়েছে যে, মহিলাটি বলবে— "আমার প্রতি তোমার দায়-দায়িত্ব আমি শিথিল করে দিলাম।" তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

১০৫৮৭. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। وَاِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, এতে আলোচিত হয়েছে এমন নারীর কথা, যে আপন স্বামীর সাথে বসবাস করতে থাকে। তার বৃদ্ধ স্বামী কাংখিত কোন কিছু তার নিকট পায় না। ঐ পুরুষের রয়েছে তার চেয়ে প্রিয় অন্য স্ত্রী। অন্য স্ত্রীকে পুরুষটি অগ্রাধিকার দেয়। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বামীকে নির্দেশ দিলেন সে যেন বলে, "হে আমার স্ত্রী! তোমার চয়ে ওকে প্রাধান্য দেয়ার যে প্রবণতা তুমি লক্ষ্য

করছ, তা মেনে নিয়ে তুমি আমার কাছে থাকতে পার। আমি তোমার দেখাশুনা করব, খোরপোষের ব্যবস্থা করব, অন্যথায় তোমার পথ ছেড়ে দিব, বিচ্ছেদ ঘটাব।" তাকে এ ইখতিয়ার দেয়ার পর সে থাকতে রাজি হলে তাতে কোন দোষ নেই। আর তাই বলা হয়েছে- وَالصُّلْحُ خَيْرٌ —সমঝোতায় আসা কল্যাণকর। অর্থাৎ তাকে ইখতিয়ার দেয়া কল্যাণকর।

১০৫৮৮. হযরত 'আয়েশা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতটি আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন সে স্ত্রী সম্পর্কে, যে বার্ধক্যে পৌঁছে যায় এবং তার জন্যে নির্ধারিত দিনটি অন্যকে দিয়ে দেয়। হযরত 'আয়েশা (র.) বলেন, ঐ স্ত্রী সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।

১০৫৮৯. ইব্‌ন সীরীন (র.) বর্ণনা করেছেন 'উবায়দা (র.) থেকে। তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তরে তিনি বললেন, আয়াতে আলাচিত হয়েছে সেই স্ত্রীর কথা, যে তার স্বামীর সাথে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করে, পরে স্বামী চায় তার বর্তমানে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে। এমন প্রেক্ষাপটে তার জন্যে নির্দিষ্ট দিন রাখার ভিত্তিতে মীমাংসা করতে পারে। তিনি বলেন, অতঃপর উভয়েই এ আপোষ মীমাংসা মেনে চলবে। মহিলাটি যদি চুক্তিভঙ্গ করে তবে তার প্রতি সম আচরণ করতে কিংবা তাকে তালাক দিতে স্বামীর অধিকার থাকবে।

১০৫৯০. ইব্‌রাহীম (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

১০৫৯১. মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

১০৫৯২. ইব্‌ন সীরীন (র.) বর্ণনা করেছেন 'উবায়দা (র.) থেকে। আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, ঐ স্ত্রী তার প্রাপ্য অধিকারের চেয়ে কমে রাজী হলে তার স্বামী তাতে চুক্তি সম্পাদন করবে এবং স্ত্রীর ছেড়ে দেয়া অংশ ভোগ করা স্বামীর জন্যে জায়েয হবে। পরবর্তীতে স্ত্রী যদি এ চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে অথবা বলে যে, "অমি তা পরিবর্তন করেছিলাম।" তবে সে দ্বিতীয় স্ত্রীর ন্যায় সম-আচরণ পাওয়ার অধিকারী হবে, কিংবা স্বামী তাকে সন্তুষ্ট করবে, কিংবা তালাক দিবে।

১০৫৯৩. মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَاِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا আয়াত সম্পর্কে আমি হযরত 'উবায়দা (র.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তরে তিনি বললেন, আয়াতে বলা হয়েছে এমন পুরুষের কথা, যার বিবাহাধীন স্ত্রী রয়েছে। স্ত্রীর বয়স তাকে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়েছে। তারপর ঐ স্ত্রী তার প্রাপ্য অধিকারের কিছুটা ছাড় দিয়ে স্বামীর সাথে সমঝোতায় পৌঁছে। স্ত্রী রাজী হয়ে যতটুকু ছাড় দেয় তা গ্রহণ করা স্বামীর জন্যে আইনসংগত। পরবর্তীতে স্ত্রী যদি এ সমঝোতা মানতে রাজী না হয় তবে ন্যায় পরায়ণতার সাথে অন্য স্ত্রীর সকল সুযোগ লাভের অধিকার তার থাকবে, অথবা যেভাবে হউক স্বামী তাকে সন্তুষ্ট রাখবে। অথবা তাকে তালাক দিবে।

১০৫৯৪. ইব্‌ন সীরীন (র.) থেকে অপর সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَاِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا আয়াত সম্পর্কে হযরত উবায়দা (র.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তরে তিনি পূর্বেকার বর্ণনায় ন্যায়ই বলেছেন। তবে এতটুকু অতিরিক্ত বলেছেন যে, পরবর্তীতে স্ত্রী যদি ঐ চুক্তির

প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে তবে যেভাবে হোক স্বামী তাকে সন্তুষ্ট করবে। অথবা তার প্রাপ্য অধিকার পূর্ণভাবে তাকে প্রদান করবে। অথবা তাকে তালাক দিবে।

১০৫৯৫. ইব্‌রাহীম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ স্ত্রী যদি সমঝোতা মেনে চলে তবে তাই হবে। আর যদি সমঝোতা চুক্তি ভঙ্গ করতঃ তা প্রত্যাখ্যান করে তবে সে অধিকার তার রয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্বামী ইচ্ছা করলে তাকে তালাক দিবে, নতুবা যথাযথ পাওনা আদায় করে বিবাহ অটুট রাখবে।

১০৫৯৬. ইব্‌রাহীম (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। وَاِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ আয়াত প্রসংগে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন স্বামীর ঘর করার পর কোন স্ত্রী আশংকা করে যে, তার স্বামী তাকে তালাক দিতে পারে। অতঃপর তারা উভয়ে পারস্পরিক মতামতের ভিত্তিতে একটি সমঝোতায় পৌঁছতে পারে যে, নতুন স্ত্রীর নিকট স্বামী অমুক অমুক তারিখে রাত্রি যাপন করবে এবং পুরাতন স্ত্রীর নিকট অমুক অমুক তারিখে যাপন করবে। চুক্তিতে এ-ও থাকতে পারে যে, ইতিপূর্বে সে যে পরিমাণ খোরপোশ পেয়ে এসেছে, এখন তার চেয়ে কম পাবে। পুরাতন স্ত্রী স্বামীর সাথে যে বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়, তা গ্রহণ করা স্বামীর জন্যে জায়েয।

১০৫৯৭. হিকাম (র.) থেকে বর্ণিত। وَاِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, আয়াতে আলোচনা রয়েছে এমন মহিলা সম্পর্কে, যে আপন স্বামীর ঘর সংসার করে। অতঃপর স্বামী তাকে তালাক দিতে চায়। স্ত্রী যখন তালাক প্রাপ্তির আশংকা করে তখন তারা উভয়ে পরস্পর মতামতের ভিত্তিতে কোন সমঝোতায় পৌঁছলে তাতে কোন দোষ নেই। সমঝোতার বিষয়বস্তু এ-ও হতে পারে যে, স্বামী যদি নতুন কোন স্ত্রী গ্রহণ করে, তবে প্রথমা স্ত্রী তার রাত্রি যাপনের অধিকার পরিত্যাগ করবে।

১০৫৯৮. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আয়াতে এমন স্বামীর কথা বলা হয়েছে, যার বিবাহাধীনে কোন প্রৌঢ়া রমণী থাকে। অতঃপর সে যুবতী স্ত্রী গ্রহণ করে। কিন্তু তার সন্তানের মাতা, তাকে সন্তান উপহার দাত্রী এ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতেও সে কুণ্ঠাবোধ করে, তাই কোন আর্থিক সুবিধা কিংবা ব্যক্তিগত অন্য কোন সুযোগ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে প্রথমা স্ত্রীর সাথে আপোষ নিষ্পত্তি করে। এ প্রকারের আপোষ নিষ্পত্তি তার জন্যে বৈধ ও আইনসংগত।

১০৫৯৯. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, আয়াতে এমন স্বামীর কথা বলা হয়েছে, যার বিবাহাধীনে কোন প্রৌঢ়া স্ত্রী থাকে। স্ত্রীর কোন কোন আচরণ তার খারাপ লাগে। তখন সে স্ত্রীকে বলে, "ইতিপূর্বে তুমি আমার পক্ষ থেকে যা পেয়ে সন্তুষ্ট ছিলে (রাত্রি যাপনের অধিকার), তা ব্যতীত অন্যান্য আর্থিক ও দৈহিক যে কোন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে সন্তুষ্ট থাকতে তুমি যদি রাজী হও তবে তাই হবে। নতুবা আমি তোমাকে তালাক প্রদান করব। যে কোন বিষয়ে সমঝোতায় উপনীত হয়ে তারা যদি আপোষ মীমাংসা করে তবে আল্লাহ্ তা'আলা এটি তাদের জন্যে বৈধ করে দিয়েছেন। আর স্ত্রী যদি রাজী না হয়, তবে পাওনার ক্ষেত্রে অবমূল্যায়ন করে মহিলাকে আবদ্ধ করে রাখা যাবে না।

১০৬০০. সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব ও সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র.) থেকে বর্ণিত। রফি' ইব্‌ন খাদীজ (র.)-এর একজন পৌঢ়া স্ত্রী ছিল। তার বর্তমানে তিনি একজন যুবতী স্ত্রী গ্রহণ করলেন। যুবতী স্ত্রীকে প্রথমা স্ত্রীর উপর তিনি প্রাধান্য দিতেন। এ অবমূল্যায়ন মেনে নিয়ে দাম্পত্য জীবন যাপনে প্রথমা স্ত্রী অস্বীকৃতি জানায়। তিনি তাকে এক তালাক প্রদান করেন। ইদ্দত শেষ হবার যখন মাত্র কয়েকদিন বাকী, তখন তিনি বললেন, তোমার উপর ঐ স্ত্রীকে প্রাধান্য দেওয়ার এ ব্যবস্থা মেনে নিয়ে তুমি যদি থাকতে রাজী হও, তবে আমি তোমাকে পুনঃ গ্রহণ করে নিব। আর যদি বিচ্ছেদই তুমি চাও, তবে ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তুমি এভাবে থাকবে। তারপর বিচ্ছেদ সম্পন্ন হবে। স্ত্রী বললেন, আপনি বরং আমাকে পুনঃ গ্রহণ করুন। ওই প্রাধান্য আমি মেনে নিব। তিনি তাকে পুনঃ গ্রহণ করলেন এবং নতুন স্ত্রীকে অগ্রাধিকার দিয়ে যেতে লাগলেন। কয়েকদিন অতিবাহিত হবার পর প্রথমা স্ত্রী এ অগ্রাধিকারের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। তিনি তাকে দ্বিতীয় তালাক দিলেন এবং নতুন স্ত্রীকে অগ্রাধিকার দিয়ে যেতে লাগলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের নিকট রিওয়ায়াত ও বর্ণনা এসেছে যে, এ আপোষ মীমাংসার ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন। ইব্‌ন সীরীন (র.) হযরত উবায়দা সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতটুকু অতিরিক্ত রয়েছে যে, যদি মহিলাটিকে তৃতীয়বার কষ্ট দেয়, তবে পুরোপুরি তার প্রাপ্য আদায় করবে অথবা তাকে তালাক দিয়ে দিবে।

১০৬০১. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, স্বামী তার স্ত্রীকে বলে থাকে, তোমার তো বয়েস হয়ে গেছে, আমি চাই তোমার স্থলে একজন রূপসী স্ত্রী গ্রহণ করতে। তোমার ছেলেমেয়ে নিয়ে তুমি সুখে থাক। আমার দৈহিক উপস্থিতি আমি তোমাকে দিতে পারব না। আয়াতে اَلصُّلْحُ বা আপোষ মীমাংসা বলতে এ-ই বুঝানো হয়েছে। আবূ সানাবিল ইব্‌ন বা'কাক (র.) কে উপলক্ষ্য করে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

১০৬০২. ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র.) থেকে مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসংগে শিব্‌ল (র.) বলেন যে, আমি তাকে এ প্রশ্ন করেছিলাম। যদি আপনার অন্য একজন স্ত্রী থাকে এবং তার জন্যে আপনি দৈহিক উপস্থিতি নির্ধারণ করে রাখলেন; কিন্তু প্রথমা স্ত্রীর জন্যে দৈহিক উপস্থিতি নির্ধারণ করে রাখলেন না, তবে কেমন হবে? উত্তরে তিনি বললেন, প্রথমা স্ত্রীর সাথে যদি এ বিষয়ে চুক্তি সম্পাদিত হয়, তবে কোন দোষ নেই।

১০৬০৩. জাবির (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমির (র.) -এর নিকট জানতে চাইলাম এমন এক লোক সম্পর্কে, যার এক স্ত্রী রয়েছে। সে তাকে তালাক দিতে চায়। এ প্রেক্ষিতে স্ত্রী তাকে বলে, "আপনি আমাকে তালাক দিবেন না। বরং আপনি আমার জন্যে একরাত্রি যাপন নির্ধারিত করুন এবং আপনার নতুন স্ত্রীর জন্যে দু'রাত্রি যাপন নির্ধারিত করুন।" জওয়াবে আমির (র.) বললেন, তাতে দোষের কিছু নেই। কারণ, এটি একটি চুক্তি, আপোষ মীমাংসা।

১০৬০৪. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, কোন স্ত্রী অনুভব করল যে, তার স্বামীর পক্ষ থেকে প্রাপ্য অধিকার ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। স্ত্রীটিই পৌঢ়ত্বে পৌঁছে গিয়েছিল কিংবা

সে ছিল বন্ধ্যা। তার স্বামী চাইল, অন্য এক স্ত্রী গ্রহণ করে জীবন যাপন করতে। স্ত্রীকে ডেকে সে বলে, তোমার চেয়ে যুবতী কোন মহিলাকে আমি বিয়ে করতে চাই, যাতে তার মাধ্যমে আমি সন্তান লাভ করতে পারি এবং খোরপোষ ও দৈহিক উপস্থিতির ক্ষেত্রে তাকে আমি তোমার চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে চাই। এতে তুমি যদি রাজী হও, তবে তো ভালই, নতুবা আমি তোমাকে তালাক দিব। তারপর পারস্পরিক অসন্তুষ্টির মাধ্যমে তারা দু'জনে আপোষ মীমাংসায় উপনীত হয়ে চুক্তি সম্পাদন করে।

১০৬০৫. ইব্‌ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত। وَاِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا আয়াতের نُشُوْزً-শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, স্বামী যদি স্ত্রীকে কটু কথা বলে, জ্বালাতন করে। اَوْ اِعْرَاضًا অর্থাৎ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে। এরকম ঘটনা সাধারণতঃ ঘটে এমন পুরুষের ক্ষেত্রে, যার দু'জন স্ত্রী থাকে। فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا উভয়ে কোন আপোষ নিষ্পত্তিতে উপনীত হলে তাতে কোন দোষ নেই। স্বামী তার স্ত্রীকে রাজী করাবে তারপর সে স্বামীর সাথে সদ্ব্যবহার করবে। অথবা স্ত্রী অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে স্বামীকে সন্তুষ্ট করবে এবং আদর যত্নে নিজের দিকে টেনে নিবে।

১০৬০৬. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। وَاِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, স্ত্রী যদি তার স্বামীর পক্ষ থেকে ঘৃণা ও অসন্তুষ্টির আশংকা করে।

১০৬০৭. উবাইদ ইব্‌ন সুলাইমান (র.) বলেন, দাহ্‌হাক (র.) থেকে বলতে শুনেছি وَاِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আয়াতে এমন স্বামীর কথা বলা হয়েছে, যার রয়েছে প্রৌঢ়া স্ত্রী। তারপর সে একজন যুবতী স্ত্রী গ্রহণ করে এবং তার প্রতিই বেশী আকৃষ্ট হয়। প্রৌঢ়া স্ত্রীর চেয়ে যুবতীটিই তার বেশী প্রিয়। এ প্রেক্ষিতে প্রথমা স্ত্রী তার স্বামীর সাথে আপোষ মীমাংসা করে যে, সে যেন তার সম্পদ ও দৈহিক উপস্থিতির একটা নির্দিষ্ট অংশ তার জন্যে বরাদ্দ রাখে।

১০৬০৮. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত সাওদা (র.)-কে তালাক দিয়ে দেন নাকি এ আশংকায় হযরত সাওদা (র.) শংকিতা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উদ্দেশ্যে হযরত সওদাহ (র.) বললেন, আপনি আমাকে তালাক দিবেন না। বরং অন্যান্য স্ত্রীদের ন্যায় থাকতে দিন, তবে আমার জন্যে আপনার দৈহিক উপস্থিতি বরাদ্দের প্রয়োজন নেই। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতটি নাযিল করলেন। وَاِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا

اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا-এর صُلْحًا শব্দের পাঠ রীতির ক্ষেত্রে একাধিক মত পাওয়া যায়। মদীনার প্রায় সকলেই এবং বসরা নগরীর কেউ কেউ ইয়া (يـاء) অক্ষরে যবর এবং সোয়াদ (ص) অক্ষরে তাশদীদ সহকারে اَنْ يَّصَّالَحَا পড়েছেন। এ দৃষ্টিতে শব্দটি মূলতঃ يَتَصَالَحَا ছিল, অর্থাৎ

তারা দু'জনে আপোষ মীমাংসা করে নিবে। تاء বর্ণকে صاد বর্ণে ইদগাম (যুক্ত) করা হয় এবং দু'টো মিলে তাশদীদ যুক্ত صاد হয়, ফলে أَن يَّصَّالَحَا হয়।

কূফা নগরীর প্রায় সকল কিরা'আত বিশেষজ্ঞ أَن يُّصْلِحَا বর্ণে পেশ এবং صاد বর্ণ সাকিন হিসেবে أَن يُّصْلِحَا পড়েছেন অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী দু'জনে নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে নিবে। তাফসীরকার আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, يَتَصَالَحَا (আপোষ মীমাংসা করা) অর্থে-ياء বর্ণে যবর ও তাশদীদ যুক্ত صاد যোগে أَنْ يَّصالحا পড়া-ই আমার নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ আরবদের পরিভাষায় এ ক্ষেত্রে إِصْلَاح -এর চেয়ে تَصَالُح -এর অর্থই বিশুদ্ধ ও যুক্তিসংগত। বিশৃংখলার বিপরীতে শান্তি স্থাপন إِصْلَاح শব্দের এ অর্থটি إِصْلَاح শব্দের চেয়ে تَصَالُح শব্দের মধ্যে অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। যদি কেউ মনে করেন যে, আয়াতে উল্লেখিত صُلْحٌ শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শব্দটিকে يُصْلِحَا পড়াই যুক্তিযুক্ত, তবে উত্তরে বলা হবে যে, ব্যাপার তা নয়। কারণ এখানে صُلْح শব্দটি ইস্‌ম বা বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে; فعل বা ক্রিয়া হিসেবে নয়। অবশ্য ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হলে তখন يُصلحا পাঠের ক্ষেত্রে প্রমাণ গ্রহণ করা যেত।

وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا (মানুষ লোভের কারণেই কৃপণ হয়। এবং যদি তোমরা ভাল কাজ কর এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল)। আয়াতের ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে,এর অর্থ হচ্ছে স্বামীদের দৈহিক উপস্থিতি ও সম্পদের ব্যাপারে স্ত্রীদের অন্তরে চরম কার্পণ্য রয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৬০৯. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ (মানুষ স্বভাবতঃ কৃপণ) আয়াত প্রসংগে তিনি বলেন, স্ত্রীগণ স্বামীর নিকট থেকে প্রাপ্য তাদের অংশের ব্যাপারে কৃপণ।

১০৬১০. সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ আয়াত প্রসংগে তিনি বলেন, স্ত্রীগণ তাদের স্বামীর পক্ষ থেকে প্রাপ্য দৈহিক উপস্থিতির দিবসগুলো পরিত্যাগের ব্যাপারে কৃপণ।

১০৬১১. 'আতা (র.) থেকে বর্ণিত। وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ সম্পর্কে তিনি বলেন, স্ত্রীগণ তাদের পাওনা স্বামীর দৈহিক উপস্থিতির দিনগুলো এবং খোরপোশের ক্ষেত্রে কৃপণ।

১০৬১২. 'আতা (র.) থেকে অপর সনদে বর্ণিত। এ কার্পণ্য খোরপোশের ব্যাপারে ।

১০৬১৩. 'আতা (র.) থেকে অপর সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

১০৬১৪. 'আতা (র.) থেকে অপর এক সূত্রে স্ত্রীর জন্য বরাদ্দের দিনের ব্যাপারে বর্ণিত যে, স্বামীর দৈহিক উপস্থিতির দিনগুলো সম্পর্কে স্ত্রীদের এ কার্পণ্য।

১০৬১৫. সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ আয়াত প্রসংগে তিনি বলেন, স্বামীর দৈহিক উপস্থিতি ও সম্পদ থেকে তার প্রাপ্য অংশের ব্যাপারে স্ত্রীগণ কৃপণ।

১০৬১৬. সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.) থেকে অপর সনদে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

১০৬১৭. অন্য এক সূত্রে সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.) থেকে অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে।

১০৬১৮. সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.) থেকে অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে যে, খোরপোশের ক্ষেত্রে এ কার্পণ্য।

১০৬১৯. জনৈক ব্যক্তি হযরত সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.) থেকে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন যে, এখানে খোরপোশ সম্পর্কিত কার্পণ্যের কথা বলা হয়েছে।

১০৬২০. সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে স্বামীর দৈহিক উপস্থিতির দিবসগুলো এবং খোরপোশের ব্যাপারে স্ত্রীর কার্পণ্যের কথা আয়াতে বিধৃত হয়েছে।

১০৬২১. মুছান্না সূত্রে হযরত সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ। আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, স্বামীর সম্পদ ও দৈহিক উপস্থিতির ব্যাপারে স্ত্রী কার্পণ্য পোষণ করে (অর্থাৎ দাবী ছাড়তে চায় না)

১০৬২২. হাব্বান ইব্‌ন মূসা সূত্রে সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا। আয়াত নাযিল হওয়ার পর জনৈকা নারী এসে তার স্বামীকে বলল, "আমি চাই যে, তোমার দৈহিক উপস্থিতি জনিত আমার প্রাপ্য আমার জন্যে বরাদ্দ করে রাখ।" ওই মহিলা কিন্তু ইতিপূর্বে এ বিষয়ে রাজী হয়েছিল যে, স্বামী তাকে এমনিতেই রেখে দিবে ; তালাক ও দিবে না, দৈহিক উপস্থিতিও দিবে না। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন

وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ (মানুষের স্বভাবে কার্পণ্য রয়েছে)।

১০৬২৩. তাফসীরকার সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, নারীগণ তাদের স্বামী ও স্বামীর দেওয়া খোরপোশের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখে। একটুও কম নিতে চায় না। বর্ণনাকারী আরও বলনে যে, সম্ভবতঃ আয়াতটি নাযিল হয়েছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও হযরত সাওদা বিন্‌ত যুম'আ (র.)-কে উপলক্ষ্য করে। হযরত সাওদা (র.) বার্ধক্যে পৌঁছে গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাওদাকে (র.) তালাক দেয়ার ইচ্ছা করলেন। অতঃপর উভয়ে সমঝোতায় উপনীত হলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে তালাক দিবেন না। আর সাওদা (র.) তার প্রাপ্য দৈহিক উপস্থিতির দিবসটি হযরত 'আয়েশা (র.)-এর জন্যে প্রদান করবেন। সাওদা (র.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে ত্যাগ করতে রাজী হলেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পাশে থেকে যেতে পরম আগ্রহ দেখালেন।

তাফসীরকারদের অপর দল বলেন, وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ মানে নারী পুরুষ প্রত্যেকেই তার প্রতিপক্ষের নিকট প্রাপ্য অধিকারে ছাড় দিতে কার্পণ্য করে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৬২৪. ইব্ন যায়েদ (র.)-কে আমি وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, এর অর্থ স্ত্রীকে কিছু দিতে স্বামীর মন অগ্রসর হয় না; যাতে স্ত্রী স্বামীকে নিজের প্রতি টেনে নিতে পারে। আবার স্বামীকে কিছু অর্থ কড়ি-দিতে স্ত্রীর মন অগ্রসর হয় না যে, এতদ্বারা স্বামী তার প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উল্লেখিত ব্যাখ্যাদ্বয়ের মধ্যে তাঁদের ব্যাখ্যাটি সঠিক, যাঁরা বলেছেন—স্বামীর পক্ষ থেকে প্রাপ্য দৈহিক উপস্থিতি ও খোরপোশের ক্ষেত্রে মহিলাদের অন্তরে চরম লোভ রয়েছে। তাতে ছাড় দিতে তাদের অন্তরে কার্পণ্য রয়েছে।

الشُّحَّ। শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন বস্তুর প্রতি চরম লোভ। এ ক্ষেত্রে الشُّحَّ। মানে স্বামীর পক্ষ থেকে প্রাপ্য খোরপোশ ও দৈহিক উপস্থিতির জন্যে স্ত্রীদের চরম লোভ। এ প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ হবে ঃ স্বামীদের পক্ষ থেকে প্রাপ্য অধিকারের ব্যাপারে মহিলাগণ নিজেদের অন্তরে চরম আগ্রহ পোষণ করে এবং তাদের সতীনদের জন্যে এরা কিছু ছাড়া দিতে ভীষণ কার্পণ্য প্রদর্শন করে। الشُّحَّ। শব্দের আমরা যে অর্থ করেছি, হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে অনুরূপ অর্থ বর্ণিত রয়েছে।

১০৬২৫. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ আয়াতে الشُّحَّ। অর্থ কোন বস্তুর প্রতি আকর্ষণ ও লোভ। وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ আয়াতের ব্যাখ্যায় যাঁরা নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে লোভ রয়েছে বলে ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁদের ব্যাখ্যার চেয়ে উপরোক্ত ব্যাখ্যাটিকে আমরা এ জন্যে সঠিক বলেছি যে, স্বামীর নিকট স্ত্রীর প্রাপ্য রাত্রি যাপনের অধিকার থেকে স্ত্রীকে বিরত রাখার জন্যে স্ত্রীকে কোন ধন সম্পদ, অর্থ কড়ি দেওয়া এবং আপোষ রফা করা জায়েয নেই। কারণ স্ত্রীকে দেওয়া অর্থের বিনিময়ে স্বামীর বস্তুগত কিংবা ভোগ্য কোন বিনিময় পাচ্ছে না। অথচ অর্থগত বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রতিদানটি বস্তুগত কিঙবা মুনাফাগত কিছু না হলে ঐ বিনিময় শুদ্ধ হয় না। স্ত্রী তার রাত্রি যাপনের অধিকার ত্যাগ করবে এ শর্তে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে অর্থ-কড়ি প্রদান করে তবে স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামী বস্তুগত কিংবা মুনাফাগত কোন বিনিময় পাচ্ছে না। সুতরাং এ ধরনের বিনিময় হচ্ছে বে-আইনী পদ্ধতিতে সম্পত্তি খাওয়ার অন্তর্ভুক্ত। আর তাই আয়াতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে বলার কোন যৌক্তিকতা নেই। যেহেতু স্বামীর লোভ করার অধিকার নেই।

যদি কেউ মনে করে যে, রাত্রি যাপনের অধিকার যেহেতু স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার এবং স্ত্রী তা দাবী করতে পারে, সেহেতু স্বামীও অর্থগত বিনিময় প্রদান করে স্ত্রী থেকে ঐ অধিকার ছাড়িয়ে নিতে পারবে। কারণ ক্রয়ে অগ্রাধিকারী তথা শফী-এর অংশীদার থেকে যদি কেউ ঘরের এমন অংশ ক্রয় করে, যাতে শফী-এর

হক রয়েছে, তবে শফী তাতে অগ্রাধিকার দাবী করতে পারবে এবং যার নিকট দাবী করা হচ্ছে, তার কর্তব্য হবে অর্থগত বিনিময় দ্বারা সফী থেকে এ অধিকার ছাড়িয়ে নেওয়া। অথচ শুফ্ আহ্র ক্ষেত্রে কোন বিনিময় নিয়ে আপোষ রফা করা জায়েয নেই। এ ক্ষেত্রে বিবাদী তো বস্তুগত কিংবা মুনাফাগত কোন বিনিময় পাচ্ছে না। স্ত্রীর দৈহিক উপস্থিতির অধিকার ছেড়ে দেওয়ার জন্যে উপরোক্ত যুক্তি তো এটি প্রমাণ করে না যে, স্বামীর নিকট থেকে অর্থগত সুযোগ গ্রহণ করে স্বামীর নিকট প্রাপ্য দৈহিক উপস্থিতির অধিকার প্রত্যাহার সম্পর্কিত স্বামী স্ত্রীর চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

এ ব্যাখ্যা যখন অশুদ্ধ প্রমাণিত হল, তখন আমরা যেটিকে বিশুদ্ধ বলেছি, সেটিই বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হল। ইতিপূর্বে সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব ও সুলাইমান ইব্ন ইয়াসার (র.) এর রিওয়ায়াতে আমরা উল্লেখ করেছি যে,- وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا আয়াতটি নাযিল হয়েছে রাফি' ইব্ন খাদীজ ও তার স্ত্রীকে উপলক্ষ্য করে। তার প্রথমা স্ত্রীর বর্তমানে তিনি একজন যুবতী স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন এবং যুবতী স্ত্রীকে অগ্রাধিকার দিতে লাগলেন। পৌঢ়া প্রথমা স্ত্রী তা মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। তিনি তাকে এক তালাক প্রদান করে রেখেছিলেন। ইদ্দত যখন প্রায় শেষ হয়ে আসছে, তখন তাকে তিনি ইখতিয়ার দিলেন যে, ইচ্ছে করলে সে বিচ্ছেদ গ্রহণ করবে, আর ইচ্ছে করলে এ অগ্রাধিকার আচরণ মেনে নিয়ে স্ত্রী হিসেবে থাকবে।

সতীনের প্রতি স্বামীর অগ্রাধিকার আচরণ মেনে নিয়ে থেকে যাওয়াটাই সে গ্রহণ করল। রাফি' ইব্ন খাদীজ (র.) তাকে পুঃ গ্রহণ করলেন, এবং নতুন স্ত্রীকে প্রাধান্য দিয়ে যেতে লাগলেন। প্রথমা স্ত্রী ফের অধৈর্য হয়ে পড়ল এবং তিনি তাকে তালাক প্রদান করলেন। এ বর্ণনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ দ্বারা নারীদের-কে বুঝানো হয়েছে এবং এর অর্থ স্বামীদের পক্ষ থেকে প্রাপ্য অধিকারাদির ব্যাপারে মহিলাগণ চরম লোভী ও কৃপণ।

ইমাম আবূ জা'ফার তাবারী (র.) বলেন, وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا আয়াতে = (যদি তোমরা সৎকর্ম পরায়ণ হও) দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেছেন যে, হে পুরুষগণ! নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি তোমাদের কর্মে যদি তোমরা সৎ হও, তাদের শ্রী হীনতা, আচরণগত ত্রুটি কিংবা অন্যান্য অপসন্দনীয় কারণে তাদের প্রতি তোমাদের অসন্তুষ্টি থাকা সত্ত্বেও তাতে ধৈর্য ধারণ করে তাদের প্রাপ্য পরিশোধ করে এবং সদ্ভাবে জীবন যাপন করে তোমরা যদি তাদের প্রতি সদাচরণ কর এবং تَتَّقُوْا (ভয় কর) অর্থাৎ যে সকল স্ত্রীকে তোমরা অপছন্দ কর, তাদের খোরপোশ, সদ্ভাবে জীবন যাপন ও রাত্রি যাপন ইত্যাদি অধিকার পরিশোধে অন্যায় আচরণ পরিত্যাগ করতঃ তোমরা যদি আল্লাহ্-কে ভয় কর فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا (তবে তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তার খবর রাখেন) অর্থাৎ হে পুরুষগণ! তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি তোমাদের কার্যাবলী তথা সদাচরণ, সদ্ভাবে জীবন যাপন, আবার প্রাপ্য প্রদানে অন্যায় ও অত্যাচার ইত্যাদি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা খবর রাখেন। এর কিছুই তাঁর অবিদিত নয়, এর সবগুলোই তিনি তোমাদের জন্যে সংরক্ষণ করে যাচ্ছেন। অবশেষে এর পরিপূর্ণ প্রতিদান আল্লাহ্ তোমাদেরকে দিবেন। সৎকর্মশীলকে তার সৎকর্মের এবং পাপাচারীকে তার পাপাচারের বিনিময় প্রদান করবেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(١٢٩) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوٓا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَاِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ○

১২৯. আর তোমরা যতই ইচ্ছা করনা কেন, তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে কখনও পারবে না; তবে তোমরা কোন একজনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়োনা ও অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রেখো না। যদি তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন কর ও সাবধান হও, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ব্যাখ্যা ঃ

'আল্লামা আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে পুরুষগণ! তোমাদের অন্তরে তোমাদের সকল স্ত্রীর প্রতি সমান সমান মহব্বত ও ভালবাসা পোষণ করে সকলের প্রতি সমান আচরণ করতে তোমরা সক্ষম হবে না; একজনের প্রতি যতটুকু ভালবাসা তোমাদের অন্তরে থাকবে, অন্যজনের প্রতিও ততটুকু ভালবাসা রাখতে তোরমা সক্ষম হবে না। কারণ এটি তোমাদের সামর্থ্যের অতীত। وَلَوْ حَرَصْتُمْ (যদিও তোমরা আগ্রহী হও) অর্থাৎ স্ত্রীদের মাঝে সমান আচরণ করতে যদিও তোমরা প্রবল ইচ্ছা করে থাক। যেমন—

১০৬২৬. তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ। আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, এটা সুনিশ্চিত যে, স্ত্রীদের মাঝে সমান সমান আচরণ করতে তোমরা সক্ষম হবে না। فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ (সুতরাং তোমরা কোন একজনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়োনা)।, অর্থাৎ ভালবাসার ক্ষেত্রে তোমাদের কোন হাত নেই। সুতরাং স্ত্রীদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা ভালবাস, তাদের প্রতি এমনভাবে ঝুঁকে পড়ো না, যাতে এদের ভালবাসা তোমাদেরকে অন্যান্য স্ত্রীর অধিকার খর্বের দিকে নিয়ে যায়। অন্যান্য স্ত্রীর প্রতি তোমাদের দৈহিক উপস্থিতি, খোরপোশ ও সদ্ভাবে জীবন যাপনের অধিকার সম্পর্কিত কর্তব্য সম্পাদনে ত্রুটি সৃষ্টি করে।

فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ (আর তাদেরকে ঝুলানো অবস্থায় রেখনা) অর্থাৎ যাদের প্রতি তোমাদের ভালবাসা রয়েছে তারা ব্যতীত অন্যান্য স্ত্রীদেরকে ঝুলানো অবস্থায় রেখোনা। অর্থাৎ এমনভাবে রেখোনা যে, তারা সধবাও নয়; বিধবাও নয়।

আমরা যা বলেছি, অন্যান্য তাফসীরকারও অনুরূপ বলেছেন।

যাঁরা অনুরূপ বলেছেন ঃ

১০৬২৭. মুহাম্মদ ইবনে সীরীন বর্ণনা করেছেন। হযরত 'উবায়দা (র.) থেকে বর্ণিত। وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ আয়াতটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, স্বামী

Contents

সক্ষম হবে না তার দেগহত ব্যাপারে স্ত্রীদের মাঝে সমান আচরণ করতে, ভালবাসা ও যৌন মিলনে সমান ব্যবহার করতে।

১০৬২৮. হযরত 'উবায়দা (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, সমান আচরণ করতে পারবে না দৈহিক ব্যাপারে।

১০৬২৯. ইব্ন সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'উবায়দা (র.)-কে وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। উত্তরে তিনি বললেন, স্ত্রীদের মাঝে সমান আচরণ করতে পারবে না মানে যৌন মিলনে সমান আচরণ করতে পারবে না।

১০৬৩০. হযরত 'উবায়দা (র.) থেকে অপর সনদে বর্ণিত যে, সমান আচরণ করতে পারবে না মানে ভালবাসা ও যৌন মিলনে সমান সমান আচরণ করতে পারবে না।

১০৬৩১. হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, আলাচ্য আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, ভালবাসায় সমান আচরণ করতে পারবে না।

১০৬৩২. 'উবায়দা (র.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, ভালবাসা ও যৌন মিলনে সমান আচরণ করতে পারবে না।

১০৬৩৩. 'উবায়দা (র.) থেকে অপর সনদেও বর্ণিত। আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, مَوَدَّةً অর্থাৎ ভালবাসায় সমান আচরণ করতে পারবে না।

১০৬৩৪. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ। এ আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, তুমি যদি যথাসাধ্য কামনা কর, তবুও ভালবাসার ক্ষেত্রে তুমি স্ত্রীদের মাঝে সমান আচরণ করতে পারবে না।

১০৬৩৫. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট আলোচনা করা হয়েছে, হযরত 'উমার ইব্ন খাত্তাব (র.) বলতেন, "হে আল্লাহ্! আমার অন্তরের উপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে স্ত্রীদের মাঝে সমান আচরণ করতে পারব বলে আমি আশা রাখি।"

১০৬৩৬. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ। এ আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, অর্থাৎ ভালবাসা ও যৌন মিলনে সমান আচরণ করতে সক্ষম হবে না।

১০৬৩৭. আবূ কিলাবা (র.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর স্ত্রীদের মাঝে সমান আচরণ করতেন, সুযোগ-সুবিধা সমভাবে বন্টন করতেন, তারপর বলতেন, হে আল্লাহ্ ! আমার আয়ত্বাধীন বন্টন এটুকুই। যে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আপনার নিয়ন্ত্রণ, আমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, তাতে আমাকে দোষারোপ করবেন না।

১০৬৩৮. ইব্ন আবী মুলায়কা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (র.)-কে উপলক্ষ্য করে।

১০৬৩৯. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত যে, সমান আচরণ সম্ভব নয় বলে আয়াতে যা বলা হয়েছে, তার অর্থ ভালবাসা ও যৌন মিলনে সমান আচরণ সম্ভব নয়।

১০৬৪০. দাহ্হাক (রা) থেকে অপর সনদে বর্ণিত যে, আয়াতে যৌন মিলনের কথা বলা হয়েছে।

১০৬৪১. হযরত সুফয়ান (র.) থেকে বর্ণিত। وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْحَرَصْتُمْ এ আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, সমান আচরণে অপারগতা ভালবাসা ও যৌন মিলনের ক্ষেত্রে।

১০৬৪২. ইবনে যায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْحَرَصْتُمْ আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, স্বামী তার স্ত্রীদের প্রতি সমান আচরণ করতে পারবে না তার দেহগত ও মনোগত বিষয়ে। এটি এমন এক ব্যাপার যে, তাতে ব্যক্তির কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ (তোমরা এক জনের প্রতি সম্পূর্ণ রূপে ঝুঁকে পড়ো না)-এর ব্যাখ্যায় অনুরূপ যারা বলেছে, তাদের আলোচনা ঃ

১০৬৪৩. মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবায়দা (রা)-কে فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ এ আয়াতাংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তরে তিনি বললেন, এর অর্থ হচ্ছে দেহগতভাবে স্বামী যেন স্ত্রীদের কোন একজনের প্রতি ঝুঁকে না পড়ে।

১০৬৪৪. উবায়দা (রা) থেকে অপর সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

১০৬৪৫. ইব্ন সীরীন (র.) বর্ণনা করেন। 'উবায়দা (র.) থেকে জনৈক বর্ণনাকারী হিশাম (র.) বলেন, আমার মনে হয় فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ সম্পর্কে 'উবায়দা (র.) বলেছিলেন ভালবাসা ও যৌন মিলনের ক্ষেত্রে একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়োনা।

১০৬৪৬. كُلَّ الْمَيْلِ -এর ব্যাখ্যায় 'উবায়দা (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, দেহগত ভাবে ঝুঁকে পড়া।

১০৬৪৭. ইব্ন সীরীন সূত্রে 'উবায়দা (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

১০৬৪৮. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, দৈহিক মিলন ও পালা বন্টনের ক্ষেত্রে একজনের প্রতি পরিপূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না।

১০৬৪৯. তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তাদের ক্ষতির ইচ্ছা করোনা।

১০৬৫০. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

১০৬৫১. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন স্বামী তার স্ত্রীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং নির্যাতন করার ইচ্ছা করে, তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

১০৬৫২. মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

১০৬৫৩. ইব্‌ন যায়েদ (র.) থেকে বর্ণিত। فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ এ আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, এর অর্থ হচ্ছে কোন স্ত্রীর সাথে রাত্রি যাপন ও স্বামীর দেয়া সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে ক্ষতিকর মনোভাব গ্রহণ করা।

১০৬৫৪. তাফ্‌সীরকার সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ (পরিপূর্ণ ঝুঁকে পড়োনা)-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, স্ত্রীর প্রতি ঝুঁকে পড়া মানে তার খোরপোশ না দেয়া এবং তার জন্যে দৈহিক উপস্থিতি বন্টন না করা।

১০৬৫৫. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি অশালীন আচরণ করে। উক্ত আয়াত সম্পর্কে তিনি এও বলেন যে, এতদ্বারা যৌন মিলনের ক্ষেত্রে একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।

১০৬৫৬. আবূ কিলাবা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর স্ত্রীদের মাঝে দৈহিক উপস্থিতির দিবসগুলো সমভাবে বন্টন করতেন। আর বলতেন, হে আল্লাহ্! এ হচ্ছে আমার সামর্থানুযায়ী বন্টন। যে ক্ষেত্রে আমার নিয়ন্ত্রণ নেই, আপনারাই নিয়ন্ত্রণাধীন, সে ক্ষেত্রে আমাকে দোষারোপ করবেন না।

১০৬৫৭. হযরত 'আয়েশা (র.) নবী করীম (সা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১০৬৫৮. হযরত আবূ হুরাইরা (র.) নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তির দু'জন স্ত্রী থাকে, সে যদি তাদের একজনকে বাদ দিয়ে অন্য একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তবে দেহের একাংশ বিলুপ্ত অবস্থায় সে কিয়ামত দিবসে উপস্থিত হবে। فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ (তাকে ঝুলন্ত করে রেখনা) - যাঁরা আমাদের ন্যায় এ ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁদের আলোচনা ঃ

১০৬৫৯. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তোমরা স্ত্রীকে এমনভাবে রেখো না যে, সে সধবাও নয়; বিধবাও নয়।

১০৬৬০. হযরত সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তোমরা তাকে এমনভাবে রেখে দিওনা যে, সে বিধবাও নয়, সধবাও নয়।

১০৬৬১. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, স্ত্রীকে এমনভাবে রেখোনা যে, সে তালাক প্রাপ্তাও নয়, স্বামী ওয়ালাও নয়।

১০৬৬২. অপর সনদে হাসান (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

১০৬৬৩. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তাদেরকে অবরুদ্ধ (مَحْبُوْسَةً) অথবা কারাবন্দী (مَسْجُوْنَةً) রূপে ফেলে রেখোনা।

১০৬৬৪. কাতাদা (র.) থেকে অপর সনদে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, তাদেরকে [illegible] (কারাবন্দীরূপে) ফেলে রেখো না।

১০৬৬৫. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। اَلْمُعَلَّقَةِ। শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, এমন অবস্থায় রেখে দিওনা যে, তারা তালাক প্রাপ্তাও নয়; স্বামী ওয়ালাও নয়।

১০৬৬৬. রবী' ইব্‌ন আনাস (র.)-থেকে অপর সনদে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তাদের এমন অবস্থায় রেখে দিওনা যে, তারা তালাক প্রাপ্তাও নয়, স্বামীর সংগ প্রাপ্তও নয়

১০৬৬৭. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তাদেরকে এমনভাবে রেখোনা যে, তারা তালাকাপ্রাপ্তাও নয়; স্বামীসংগ প্রাপ্তাও নয়।

১০৬৬৮. ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র.) থেকে বর্ণিত। فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তাদেরকে এমনভাবে রেখে দিওনা যে, তারা না বিধবা না সধবা।

১০৬৬৯. দাহহাক (র.) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, অপর স্ত্রীকে এমনভাবে রেখে দিওনা, যেন তার স্বামী নেই।

১০৬৭০. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তাদেরকে ঝুলন্ত রেখে দিওনা। মানে এমনভাবে রেখে দিওনা যে, তারা বিধবাও নয়, স্বামীসংগ প্রাপ্তাও নয়

১০৬৭১. ইব্‌ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াত-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, [illegible] মানে এমন মহিলা, যে স্বামী পরিত্যাক্তাও নয় যে, অন্য স্বামী খুঁজে নিবে, আর স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য প্রস্তুতও থাকে না; যেমনটি অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ থাকে। সে স্বামীর নিকটও থাকে না, স্বামী থেকে বিচ্ছিন্নও নয় যে, অন্য স্বামী গ্রহণ করবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মানুষের মানসিক ব্যাপার তথা প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসায় তারা স্ত্রীদের মধ্যে সমান আচরণ করতে পারবে না বলে ইতিপূর্বের আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এ ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাই فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তাদের সাধ্য ও সামর্থ্যের মধ্যে যে সমান আচরণ, তাতে অর্থাৎ রাত্রি যাপন ও খোরপোশ ইত্যাদিতে স্ত্রীদের মাঝে সমান আচরণ করতে। একজনের প্রতি ঝুঁকে গিয়ে অপরজনকে তার খোরপোশ ও রাত্রি যাপনের অধিকার পরিশোধে কার্পণ্য করলে হবে না।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (যদি তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন কর এবং সাবধান হও, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু)

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, وَاِنْ تُصْلِحُوْا আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীর অর্থ ঃ "হে লোক সকল! তোমাদের স্ত্রীদের মাঝে সুযোগ ও অধিকার বন্টনের ক্ষেত্রে তোমরা সমতা বিধান কর এবং স্ত্রীদের জন্য তোমাদের উপর খোরপোশ, সৎ জীবন যাপন ইত্যাদি যা কিছু আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর ফরয করেছেন, তা পরিশোধে তাদের মাঝে সাম্য অবলম্বন কর, এগুলোতে কারো প্রতি অন্যায় করো না। وَتَتَّقُوْا এবং স্ত্রীদের কোন একজনকে প্রাধান্য দিয়ে অপরজনকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করার বেলায় যদি আল্লাহ্কে ভয় কর তবে فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا আল্লাহ্ ক্ষমাশীল অর্থাৎ স্ত্রীদের প্রতি তোমাদের ইতিপূর্বেকার অন্যায়-অত্যাচার ক্ষমা করে দিবেন, সেগুলোর শাস্তি দিবেন না। এবং পূর্বেকার দোষত্রুটি মোচন করে তা গোপন রেখে দিবেন। رَّحِيْمًا দয়াময় অর্থাৎ তোমাদের ব্যাপারে তিনি দয়াবান। তাই তো তোমাদের তওবা কবুল করেন। স্ত্রীদের প্রতি তোমাদের ইতি পূর্বেকার অন্যায় অত্যাচারের বিষয়ে তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন। তোমাদের নিকট স্ত্রীদের যে পাওনা, তা তারা গ্রহণ করবে না এবং তোমরা তাদেরকে তালাক দিবেনা—এ শর্তে চুক্তির ব্যবস্থা অনুমোদন করেছেন।"

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(١٣٠) وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ۝

১৩০. যদি তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যায় তবে আল্লাহ্ তার প্রাচুর্য দ্বারা তাদের প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করবেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের অর্থ ঃ যে মহিলার স্বামী তার সতীনের রূপ-যৌবন ও অন্যান্য কারণে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে তার সতীনের প্রেমে নিমজ্জিত হয়, ঐ মহিলা যদি তার প্রাপ্য রাত্রি যাপনের অধিকার ত্যাগ সম্পর্কিত চুক্তি সম্পাদনে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্যে খোরপোশ ও রাত্রি যাপনের যে অধিকার দান করেছেন, তা পুরোপুরি দাবী করে অপর দিকে وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا আয়াতের অর্থ স্বামীকে স্ত্রীর প্রতি যে সদাচরণ ও মার্জিত ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করেছেন, স্বামী তা পালন করতে অস্বীকার করে এবং তার দৈহিক উপস্থিতি বন্টনে এ স্ত্রীকে অন্তর্ভুক্ত না করে, তারপর স্বামীর তালাক সূত্রে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয় এবং দু'জনে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ (তবে আল্লাহ্ তাঁর প্রাচুর্য দ্বারা তাদের প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করে দিবেন।) অর্থাৎ ওই স্বামী এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী উভয়কে আল্লাহ্ তা'আলা আপন অনুগ্রহ দিয়ে অভাবমুক্ত করে দিবেন। স্ত্রীকে এমন একজন নতুন স্বামীর ব্যবস্থা করে দিবেন, যে তালাক প্রদানকারী স্বামীর চেয়ে ভাল, অথবা তাকে পবিত্রতা ও স্বচ্ছল জীবিকা দ্বারা স্বাবলম্বী করে দিবেন। আর স্বামীর জন্যে ব্যবস্থা করে দিবেন সচ্ছল জীবিকা ও তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর চেয়ে উত্তম স্ত্রী

কিংবা পবিত্রতা। وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا (আল্লাহ্ তা'আলা প্রাচুর্যময়) অর্থাৎ ওদের দু'জনকে এবং অন্যান্য সকল সৃষ্টি জগতকে জীবিকা প্রদানে আল্লাহ্ তা'আলা উদার ও প্রাচুর্যময়। حَكِيْمًا প্রজ্ঞাময় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ও তালাকের ব্যাপারে বিধান প্রণয়নে তিনি প্রজ্ঞাময়। অনুরূপভাবে এ আয়াত ও অন্যান্য আয়াতসমূহে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কিত যে সকল বিধি বিধান আল্লাহ্ তা'আলা প্রদান করেছেন, তার সবগুলোতে এবং সৃজন পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তে তিনি বিচক্ষণ, প্রাজ্ঞ।

আমরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, তাফসীরকারগণের কেউ কেউ অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৬৭২. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। وَإِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلاًّ مِّنْ سَعَتِهِ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটা মানে, তালাক প্রদান করা।

১০৬৭৩. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সনদে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(١٣١) وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ○

১৩১. আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তার স্বত্ব একমাত্র আল্লাহ পাকেরই। তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদেরকে এবং তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করবে, আর যদি তোমরা তাঁর নাফারমানী করো, তবে নিশ্চয় জেনে রেখো, যা কিছু আসমান ও যমীনে রয়েছে, তা সবই আল্লাহ্ পাকের এবং আল্লাহ্ পাক কারোও মুখাপেক্ষী নন, তিনি স্বয়ং প্রশংশিত।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, সাত আসমান ও সাত যমীনে যা কিছু আছে, সবই একমাত্র মহান আল্লাহর। وَإِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلاًّ مِّنْ سَعَتِهِ আয়াতের পর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকে নিরাশ হতে বারণ করেছেন। যাতে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের কারণে সৃষ্ট অস্থিরতা, অভাব, ও একাকীত্বের দুঃখ বিষাদের সময় তারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিই মনোনিবেশ করে, তাঁর আশ্রয়প্রার্থী হয়। এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, আসমান যমীনের সবকিছু যে মহান স্রষ্টার এবং সবকিছুরই যিনি মালিক, বিচ্ছেদ ব্যথায়

ব্যথিত এ স্বামী-স্ত্রীকে অভাবমুক্ত করে দেওয়া এবং একাকীত্বের কষ্ট থেকে নাজাত দেওয়া আদৌ তাঁর জন্য কঠিন নয়।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা যারা বানূ উবায়বিকের মামলায় নিজেদেরকে জড়িত করেছিল, তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ অর্থাৎ আহ্‌লি কিতাব তথা তাওরাত ও ইনজীল অনুসারীদেরকে আমি নির্দেশ দিয়েছি وَإِيَّاكُمْ এবং তোমারেদকেও। আমি তোমাদেরকে এবং তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি اتَّقُوا اللّٰهَ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা ও তাঁর আদেশ নিষেধের বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্‌কে ভয় কর وَإِنْ تَكْفُرُوْا অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার এ নির্দেশকে যদি অমান্য কর, তবে জেনে রেখো فَإِنَّ لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ (আসমান ও যমীনে যা আছে সব কিছু মহান আল্লাহরই) অর্থাৎ তাঁর নির্দেশ অমান্য করলে তোমরা শুধু নিজেদেরই ক্ষতি করবে। এ কুফরী দ্বারা তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ন্যায় হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র আযাব-গযব তোমাদের উপর আপতিত হবে। যেমন আপতিত হয়েছিল ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের উপর, যখন তারা মহান আল্লাহ্‌র ওয়াদা ভঙ্গ করে। তাই, তাদের সুখ-সমৃদ্ধ জীবন ও নিরাপদ পারিবারিক অবস্থানকে আল্লাহ্ তা'আলা উল্টিয়ে দিলেন এবং তাদের এক দলকে পরিণত করলেন বানরে, আর অপর দলকে রূপান্তরিত করলেন শূকরে। আসমান যমীনের সবকিছু আল্লাহ্ তা'আলার-ই এবং সবগুলোকে কিংবা কোন এক অংশকে তিনি কিছু করতে চাইলে তাতে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। তিনি যাকে সম্মানিত করতে চান এবং যাকে অপমাণিত করতে চান, অথবা যে কাউকে অন্য কিছু করতে চান তাতে তাঁকে নিবৃত্ত করার মত কেউ নেই। কারণ সৃষ্টি জগতের সবকিছুই তাঁর। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, তাদের সমস্যার সমাধান তাঁরই হাতে। তাদের শক্তি ও বেঁচে থাকা তাঁর হাতেই। তাদের ধ্বংস ও বিনাশ তাঁরই ইচ্ছাধীন। তিনি اَلْغَنِىُّ কারোও মুখাপেক্ষী নন। তিনি اَلْحَمِيْدُ স্বয়ং প্রশংসিত।

১০৬৭৪. হযরত 'আলী (র.) থেকে বর্ণিত। وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا আয়াতের غَنِيًّا-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি জগতের প্রতি মুখাপেক্ষী নন এবং حَمِيْدًا মানে তিনি স্ব-প্রশংশিত।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(١٣٢) وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

১৩২. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে, সব আল্লাহ্‌রই এবং কর্মবিধানে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আসমান ও যমীনের বেষ্টনীতে যা আছে, সবকিছুর মালিকানা মহান আল্লাহ্‌রই, তিনি সবগুলোর তত্ত্বাবধায়ক ও সংরক্ষণকারী। তাঁর জ্ঞান

Contents

থেকে কোন কিছুই গোপন নেই। অর্থাৎ কিছুই তাঁর অগোচরে নেই; এর রক্ষাণাবেক্ষণ ও পরিচালনা তাঁকে ক্লান্ত করে না।

১০৬৭৫. হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত। وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا আয়াতে وَكِيْلًا -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, حَفِيْظًا রক্ষণাবেক্ষণকারী। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, وَلِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ দুই আয়াতে বারবার ইরশাদ করা হল কেন? জওয়াবে বলা যায় যে, পৃথক পৃথক দু'টো উদ্দেশ্যে দু'বার ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমবার উল্লেখ করা হয়েছে এ কথা বুঝানোর জন্য যে, বান্দা সব সময় সৃষ্টিকর্তার মুখাপেক্ষী এবং সৃষ্টিকর্তা কখনও সৃষ্টির মুখাপেক্ষী নন। আর দ্বিতীয়বার উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্যে যে, সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণ, পরিকল্পনা একমাত্র মহান আল্লাহ্‌রই হাতে এবং সৃষ্টির সবকিছু তাঁর গোচরীভূত ও জ্ঞানাধীন।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, وَلِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ -এর পুনরুল্লেখ ব্যতিরেকে وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا বলা হলনা কেন? তার জওয়াবে বলা যায় যে, যে আয়াত وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا দ্বারা শেষ হয়েছে, সে আয়াতের বিষয়বস্তু এমন যে, আল্লাহ্ তা'আলার غَنِىٌّ (মুখাপেক্ষী নন) ও حَمِيْدٌ (স্ব-প্রশংশিত) গুণ দ্বারা সমাপ্তি টানাই সেখানে যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন। ওই আয়াতে এমন বিষয় বস্তু নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সংরক্ষণ ও পরিচালনা গুণ দ্বারা সমাপ্তি টানা যায়। তাই وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا আয়াত তথায় উল্লেখ করা হয়নি; বরং وَلِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ। আয়াত পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(١٣٣) اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ○

১৩৩. (হে মানবমন্ডলী!) তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসারিত করে অপরকে আনতে পারেন এবং আল্লাহ্ পাক তা করতে সম্পূর্ণ সক্ষম!

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, হে মানব জাতি! আল্লাহ্ তা'আলা যদি ইচ্ছা করেন, তবে তোমাদেরকে ধ্বংস করে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন। وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ অর্থাৎ তাঁর নবী মুহাম্মদ (স.)-এর সাহায্য ও সহায়তার জন্যে তোমাদের পরিবর্তে অন্য লোক আনয়ন করতে পারেন। وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا অর্থাৎ তোমাদেরকে ধ্বংস ও বিনাশ করে তোমাদের পরিবর্তে অন্য লোক আনয়ন করতে আল্লাহ্ তা'আলা সক্ষম। قَدِيْرًا অর্থ, সর্বশক্তিমান।

وَلَا تَكُنْ لِّلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا আয়াতাংশে আল্লাহ্ যে সকল বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের কথা আলোচনা করেছিলেন, এ আয়াতে তাদেরকে জানিয়ে দিলেন এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবীগণকে

সতর্ক করে দিলেন, তারা যেন ঐ বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের ন্যায় না হয়। বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের যে ব্যক্তি ধর্মত্যাগী হয়ে মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়েছিল, সাহাবীগণ যেন তার ন্যায় না হন। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবীগণ-কে জানিয়ে দিলেন যে, তাদের কেউ যদি ঐ ধর্মত্যাগী ব্যক্তির অনুরূপ কর্ম করে, তবে সে কেবল নিজেরই ক্ষতি করবে, নিজের ব্যতীত অন্য কারো ধ্বংস ডেকে আনবে না। কারণ, আসমান যমীনে যা কিছু আছে, সে সবের ন্যায় সে-ও আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কারো মুখাপেক্ষী নন। তারপর اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস ও নির্মূল করে দেওয়ার বিষয় বলে দিয়েছেন যে, যদি তারা ধর্মত্যাগী তু'মা ইব্ন উবায়রিকের ন্যায় কাজ করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের-কে ধ্বংস করে দিবেন এবং -মুহাম্মদ (স.)-এর সাহায্য-সহযোগিতা, আনুগত্য ও তাঁর দীনের শক্তি বৃদ্ধির জন্যে অন্য কোন লোক আনয়ন করবেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ (তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, তারা তোমাদের মত হবে না। সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৩৮)

নবীর করীম (সা.) থেকে বর্ণিত, এ আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন হযরত সালমান (র.)-এর পিঠ চাপড়িয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করলেন, তা হচ্ছে এ সালমানের সম্প্রদায় অর্থাৎ অনারব পারস্য জাতি।

১০৬৭৬. হযরত আবূ হুরাইরা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে তা বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে হযরত কাতাদা (র.) থেকেও তা বর্ণিত।

১০৬৭৭. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আল্লাহ্র কছম, তাতে আল্লাহ্ তা'আলা সক্ষম অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টির যাকে ইচ্ছা ধ্বংস করে পরবর্তীতে অন্যকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করতে তিনি সক্ষম, সমর্থ।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(١٣٤) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ۝

১৩৪. কেউ ইহকালের পুরস্কার চাইলে (সে জেনে রাখুক যে,) আল্লাহ্র নিকট ইহকাল ও পরকালের পুরস্কার রয়েছে। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্ব দ্রষ্টা।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী مَنْ كَانَ يُرِيْدُ অর্থাৎ যে সকল মুনাফিক হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর প্রতি ঈমান এনেছে বলে প্রকাশ করে এবং অন্তরে কুফরী পোষণ করে, তারা যদি চায় ثَوَابَ الدُّنْيَا (ইহকালীন পুরস্কার) অর্থাৎ দুনিয়ার ধন-সম্পদ, মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করার বিনিময় স্বরূপ যদি তারা দুনিয়ার ধন সম্পদ কামনা করে فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا (তবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট রয়েছে দুনিয়ার পুরস্কার) অর্থাৎ ঈমান প্রকাশ করার বিনিময় দুনিয়াতেও রয়েছে আর তা হচ্ছে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে তাদের যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার ফলশ্রুতিতে গনীমতের মালের অংশ পাওয়া এবং মুসলমানদের হাত থেকে নিজেদেরকে, নিজেদের ছেলেমেয়ে ও পরিবার পরিজনকে নিরাপদ রাখা। আর আখিরাতে তাদের একমাত্র প্রতিদান জাহান্নামের আগুন। এ প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ ঃ যে সকল মুনাফিক তাদের মুখে ঈমান প্রকাশের বিনিময়ে পার্থিব পুরস্কার ও তার কর্মের পার্থিব প্রতিদান চায়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দুনিয়াতে পার্থিব প্রতিদান প্রদান করবেন এবং আখিরাতে তার প্রতিদান হবে আযাব ও শাস্তি। আল্লাহ্ তা'আলা তো সর্ব বিষয়ে সক্ষম। তিনি সব কিছুর মালিক। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لاَ يُبْخَسُوْنَ . اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ النَّارَ وَ حَبِطَ مَاصَنَعُوْا فِيْهَا وَ بَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ–

যদি কেউ পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে তবে দুনিয়াতে আমি তাদের কর্মফল দান করি এবং সেথায় তাদেরকে কম দেয়া হবে না। তাদের জন্যে পরকালে অগ্নি ব্যতীত অন্য কিছুই নেই এবং তারা যা করে পরলোকে তা নিষ্ফল হবে এবং তারা যা করে তা নিরর্থক। (সূরা হূদ্ ঃ ১৫, ১৬)

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীতে উবায়রিকের মাসলায় জড়িত লোকদের কথা বুঝিয়েছেন, যাদের কথা وَلاَتُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ ....مَا لا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে এবং কর্মে ও মুনাফিকিতে যারা তাদের অনুসারী তাদের কথা বলা হয়েছে। وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا (আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রোতা, সবদ্রষ্টা।) অর্থাৎ আপন কর্মের দ্বারা দুনিয়ার পুরস্কার প্রত্যাশী মুনাফিকরা যা বলে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সব শুনেন। মু'মিনদের সাথে সাক্ষাত হলে ঈমান প্রকাশ করে তাদের দাবী اٰمَنَّا (আমরা ঈমান এনেছি) বলাটাও আল্লাহ্ তা'আলা শুনেন।

بَصِيْرًا (সর্বদ্রষ্টা) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সদা দেখছেন তাদেরকে এবং মু'মিনদের প্রতি তাদের আচরণকে। মু'মিনদের প্রতি তাদের অন্তরে লুক্কায়িত হিংসা-বিদ্বেষও আল্লাহ্ তা'আলা দেখেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(١٣٥) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ○

১৩৫. হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ্‌র সাক্ষী স্বরূপ, যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে বিত্তবান হোক কিংবা বিত্তহীন হোক, আল্লাহ্ উভয়েরই উত্তম (সাহায্যকারী)। কাজেই তোমরা ন্যায় বিচার করতে কু-প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল, অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে (জেনে রাখ যে,) তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তার সম্যক খবর রাখেন।

ব্যাখ্যা ঃ

বানূ উবায়রিকের অপরাধ সংঘটনের পর যে সকল সাহাবী (র.) তাদেরকে সাহায্য করেছিলেন, তারা দরিদ্র ও অভাবী ইত্যাদি যুক্তি প্রদর্শন করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সহানুভূতি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁদের থেকে শাস্তি অপসারণের চেষ্টা করেছিলেন, সে সকল সাহাবীর আচরণ পরিহার করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর মু'মিন বান্দাগণের প্রতি এ আয়াতের সতর্কবাণী। মু'মিন বান্দাগণের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ (হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য সাক্ষ্য দানকারী ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাতা হও।) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলীই হবে তোমাদের ন্যায় পরায়ণতায় সুদৃঢ় থাকা। اَلْقِسْطُ মানে اَلْعَدْلُ-ন্যায় পরায়ণতা। شُهَدَاءَ لِلَّهِ -এর শুহাদা (شُهَدَاءَ) শব্দটি শাহীদ -এর বহুবচন। قَوَّامِيْنَ-এর সুনিশ্চিত ব্যাখ্যা (اَلْقَطْعُ) হিসেবে شُهَدَاءَ শব্দটি মানসূব। -এর অর্থ তোমাদের সাক্ষ্য প্রদানের সময় মহান আল্লাহ্‌র জন্যে তোমরা ন্যায় পরায়ণতার সাথে সাক্ষ্য দিবে। وَلَوْ عَلَىٰ اَنْفُسِكُمْ (যদিও তোমাদের বিরুদ্ধে হয়) অর্থাৎ ঐ সাক্ষ্য যদিও তোমাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে হয়। اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ (অথবা তোমাদের পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়) অর্থাৎ পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও তোমরা ইনসাফ ও ন্যায়-পরায়ণতার সাথে সাক্ষ্য দিবে। সাক্ষ্যকে তার বিশুদ্ধতায় সুদৃঢ় রাখবে, তথা সাক্ষ্য প্রদানে সত্য কথা বল্‌বে। সাক্ষ্য প্রদানকালে ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির ঐশ্বর্যের কারণে তার পক্ষে দরিদ্রের বিপক্ষে কথা বলে সত্য থেকে বিচ্যুত হবে না। অনুরূপভাবে দারিদ্র্যহেতু দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে তার পক্ষে ঐশ্বর্যশালীর বিপক্ষে কথা বলে সত্য থেকে বিচ্যুত হবে না। কারণ, হে লোক সকল! সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কর্তব্য নির্ধারণে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য করেন নি, বরং প্রত্যেকের ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাক্ষ্য দানের নির্দেশ দিয়েছেন।

أَوْلَى بِهِمَا (আল্লাহ্ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক) অর্থাৎ ধনী-দরিদ্র উভয়ের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের চেয়ে অধিক যোগ্য তত্বাবধায়ক। কারণ, তিনিই তো তাদের মালিক। এ ক্ষেত্রে তথা সর্বক্ষেত্রে কিসে তাদের কল্যাণ, তা তিনিই ভাল জানেন, আর তাই তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন সাক্ষ্যের ব্যাপারে তোমরা যেন ধনী, দরিদ্র সবার ক্ষেত্রে সত্য সাক্ষ্য দাও, উভয়কে সমান গণ্য কর, তা তাদের পক্ষে হউক কিংবা বিপক্ষে। فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا (কাজেই তোমরা ন্যায় বিচার করতে কুপ্রবৃত্তির অনুগামী হয়োনা) অর্থাৎ সাক্ষ্য প্রদান করতে গিয়ে তোমরা কুপ্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে ধনীর পক্ষাবলম্বী সেজে দরিদ্রের বিপক্ষে গিয়ে সত্য সাক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়োনা; বরং সত্য ও ন্যায়ের উপর অবিচল থেকো এবং আল্লাহ্ তা'আলা যেভাবে ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাক্ষ্য দিতে নির্দেশ দিয়েছেন, সেভাবে সাক্ষ্য দিবে—তা কারো পক্ষে হউক কিংবা বিপক্ষে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, সত্য সাক্ষ্য দাতার সাক্ষ্য তার বিপক্ষে যাবে কেমন করে? কোন সাক্ষী কি তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারে? উত্তরে বলা হবে যে, হাঁ, পারে বটে। যেমন সাক্ষ্য দাতার নিকট অন্য কারো হক বা পাওনা থাকে; তারপর সে পাওনাদারের পক্ষে তা স্বীকার করে। এ হলো নিজের বিপক্ষে সাক্ষ্য দান করা। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমার মতে এ আয়াত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর মু'মিন বান্দাগণের প্রতি শিক্ষা যে, তারা যেন ঐ সকল লোকের ন্যায় আচরণ না করে, যারা বানূ উবায়রিকের চুরি ও খিয়ানতের ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল এবং হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সম্মুখে তাদের সততার সাক্ষ্য দিয়েছিল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণ সম্পর্কে বলছেন, যখন তোমরা কোন লোকের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে যাও, তবে ন্যায়ভাবে সাক্ষ্য দিবে। যদিও তা তোমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। যাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দাও তাদের ঐশ্বর্য কিংবা দারিদ্র্য, কিংবা আত্মীয়তা ও রক্তসম্পর্ক তোমাদেরকে যেন মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানে উৎসাহিত না করে, কিংবা সাক্ষ্য প্রদান বর্জন করতঃ সত্য সাক্ষ্য গোপন করতে প্ররোচিত না করে।

কেউ কেউ বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে অবগত করানোর জন্যে—

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৬৭৮. তাফসীরকার সুদ্দী (র.) বলেন, আয়াতটি নাযিল হয়েছে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে উপলক্ষ্য করে। আপন আপন দাবী নিয়ে দু'জন লোক হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে মোকদ্দমা দায়ের করে। তাদের একজন সম্পদশালী। আর অপর জন দরিদ্র। দরিদ্রের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল। তিনি মনে করতেন যে, দরিদ্র ব্যক্তি কখনো ধনী ব্যক্তির উপর অত্যাচার করতে পারে না। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা ধনী-গরীব সকলের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ হওয়ার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا (সে বিত্তবান হোক কিংবা বিত্তহীন, আল্লাহ্ উভয়েরই উত্তম অভিভাবক। কাজেই ন্যায় বিচার করতে তোমরা কুপ্রবৃত্তির অনুগামী হয়োনা...)

অন্যান্য তাফসীরকারগণও আমাদের বর্ণনার ন্যায় বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে, যথাযথ সাক্ষ্য প্রদান সম্পর্কে। আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে মু'মিনগণকে সাক্ষ্য প্রদান কালে ধনী-দরিদ্র উভয়ের প্রতি সমান আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যাঁরা এ মতের প্রবক্তা তাদের আলোচনা ঃ

১০৬৭৯. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। এ আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন সর্বদা সত্য কথা বলে, যদিও তাঁদের পিতামাতার বিরুদ্ধে, আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে এমনকি নিজের বিরুদ্ধেও হয়। বিত্তের কারণে তারা যেন কোন বিত্তবানের পক্ষপাতিত্ব না করে এবং দারিদ্র্যের কারণে কোন দরিদ্রকে দয়া না দেখায়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন— اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ন্যায় বিচার করতে কামনার অণুগামী হয়োনা যে, সত্য বর্জন করবে এবং সত্যচ্যুত হবে।

১০৬৮০. ইব্ন শিহাব (র.) থেকে বর্ণিত। ছেলের ব্যাপারে পিতার সাক্ষ্য এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের ব্যাপারে সাক্ষ্যের কথা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, বাপ-বেটা ও আত্মীয় স্বজনের পারস্পরিক সাক্ষ্য প্রদান প্রথম যুগের মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا আলোচ্য আয়াত থেকে তারা এ মাসআলা গ্রহণ করতেন। ছেলের ব্যাপারে পিতার, পিতার ব্যাপারে ছেলের, ভাইয়ের ব্যাপারে ভাইয়ের সাক্ষ্য এবং স্ত্রীর ব্যাপারে স্বামীর স্বাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে পূণ্যবান সেই প্রাচীন মুসলমানগণের কাউকে স্বজন প্রীতি ও পক্ষপাতিত্বের দোষে দোষী হওয়ার অপবাদ দেওয়া হতো না। পরবর্তীতে জনসমাজে দূর্নীতি ও চরিত্রহীনতা দেখা দেয়, চারিত্রিক পবিত্রতা বিনষ্ট হয় এবং তাদের পক্ষ থেকে এমন কিছু ঘটনা প্রকাশিত হয়ে পড়ে যে, বিচারকগণ তাদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের সন্দেহ পোষণ করতে থাকেন এবং তাদেরকে পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হবার অপবাদ দেন।

পরিণামে আত্মীয় স্বজনের একের জন্যে অপরের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য বলে ঘোষণা করা হয়। শেষ যুগে শুধুমাত্র পিতা, ছেলে, ভাই ও স্বামী-স্ত্রীর পাস্পরিক সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করা হয় এবং শুধু তাদেরকেই পক্ষপাতিত্বের সন্দেহে সন্দেহযুক্ত করা হয়।

১০৬৮১. ইব্ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত। يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ.................. আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, স্বাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির দারিদ্র্য যেন তোমাকে তার প্রতি সহানুভূতিশীল করতে না পারে, যার ফলে তুমি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দাও। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ কথাটি বলেছেন সাক্ষীকে উদ্দেশ্য করে।

১০৬৮২. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ............... আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এ নির্দেশ হলো সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে। কাজেই, হে মানব জাতি ! তোমরা সত্য সাক্ষ্য দাও, যদিও তা তোমার বিরুদ্ধে, তোমরার

পিতামাতা-আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে- এবং তোমার সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধেও হয়। কারণ, সাক্ষ্য প্রদান করা মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে, মানুষের মনোরঞ্জনের জন্যে নয়। আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায় বিচার করাকে তাঁর নিজের জন্যে সানন্দে গ্রহণ করেছেন। ন্যায় ও ইনসাফ পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলার দেওয়া মানদন্ড। এর দ্বারাই আল্লাহ তা'আলা সবল থেকে কেড়ে নিয়ে দুর্বলকে তার অধিকার প্রদান করেন এবং মিথ্যাবাদী থেকে সত্যবাদীকে এবং বাতিলপন্থী থেকে হকপন্থীর অধিকার ফিরিয়ে দেন। ন্যায়পরায়ণতার কারণেই সত্যবাদীকে সত্য বলে বিশ্বাস করা হয় এবং মিথ্যাবাদীকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। সীমা লংঘনকারীকে প্রতিরোধ করা হয়, করা হয় অপমাণিত ও লাঞ্ছিত। আমাদের প্রতিপালক সু-মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ। ন্যায় বিচারের মাধ্যমেই তিনি মানুষের মাঝে মীমাংসা করেন, হে মানব জাতি! يَّكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ أَوْلَى بِهِمَا (সে বিত্তবান হোক কিংবা বিত্তহীন, আল্লাহ্ পাক উভয়েরই উত্তম অভিভাবক) অর্থাৎ তোমাদের ধনী-গরীব সবার জন্যে মহান আল্লাহ্ই যথেষ্ট। বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের নিকট আলোচিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহ্র নবী মূসা (আ.) বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক, কোন্ বস্তুটি আপনি পৃথিবীতে স্বল্প পরিমাণে প্রদান করেছেন? ইরশাদ হয়েছে—ন্যায়-বিচার। ন্যায়বিচারকেই আমি পৃথিবীতে স্বল্প পরিমাণে প্রেরণ করেছি। কাজেই কোন ঐশ্বর্যশালীর ঐশ্বর্য এবং কোন দরিদ্রের দারিদ্র্য যেন তার সম্পর্কে তুমি যতটুকু জান, ততটুকু সাক্ষ্য দিতে তোমাকে বারণ না করে। কারণ, এ সত্য সাক্ষ্য দেওয়া তোমার কর্তব্য। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, فَاللّٰهُ أَوْلَى بِهِمَا (আল্লাহ্ তাদের দু'জনের উত্তম অভিভাবক)।

আয়াতে সর্বনামের দ্বি-বচন ব্যবহার করে بِهِمَا বলার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে কেউ কেউ বলেছেন যে, এর অর্থ ধনীর ধন্যাঢ্যতা ও দরিদ্রের কর্পদকহীনতার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্ই অধিক দায়িত্বশীল। কারণ তা তাঁরই পক্ষ থেকে, অন্য কারো থেকে নয়। তাই بِهِ একবচন ব্যবহার না করে দ্বিবচন ব্যবহার হয়েছে। অপর কেউ কেউ বলেছেন যে, إِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيْرًا দ্বারা কোন নির্দিষ্ট ধনী কিংবা দরিদ্রকে বুঝানো হয়নি, বরং উদ্দিষ্ট ব্যক্তি অজ্ঞাত। উদ্দিষ্ট ব্যক্তি অজ্ঞাত হলে, তখন একবচন দ্বি-বচন ও বহুবচনের যে কোন একটি ব্যবহার করা যায়। এ যুক্তির পক্ষে তাঁরা বলেন যে, উবাই (র.)-এর কিরা'আত তথা পাঠরীতিতে فَاللّٰهُ أَوْلَى بِهِمَا বহুবচনে উল্লেখ আছে। অন্য একদল বলেছেন যে, এখানে أَوْ (অথবা) শব্দটি واو (এবং) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যাকারণবিদদের অপর এক দল বলেন, এখানে بِهِمَا দ্বিবচন ব্যবহার এ জন্যে শুদ্ধ হয়েছে যে, বিশেষ্য দু'টো ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। যেমন বলা হয় وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا (সূরা নিসা ঃ ১২)।

অপর কেউ কেউ বলেছেন যে, দ্বি-বচন ব্যবহার এজন্যে শুদ্ধ হয়েছে যে, এখানে مَنْ শব্দটি উহ্য রয়েছে। যেন বলা হয়েছে إِنْ يَّكُنْ مَّنْ خَاصَمَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيْرًا (যারা বিবাদ করে, তারা ধনী কিংবা দরিদ্র যা হয়) অর্থাৎ দু'জনে যদি ধনী হয় কিংবা দু'জনে যদি দরিদ্র হয় فَاللّٰهُ أَوْلَى بِهِمَا (আল্লাহ্ তাদের উত্তম অভিভাবক), فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى أَنْ تَعْدِلُوْا -এর ব্যাখ্যা এইঃ সত্য থেকে বিচ্যুত হবার ক্ষেত্রে তোমরা তোমাদের কামনার অনুসরণ করোনা। যার ফলে সত্য সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা বর্জন

করে চলে যাবে। আয়াতের অর্থ যদি এভাবে করা হয়, "ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সত্যচ্যুত হবার আশংকায় পালিয়ে গিয়ে তোমাদের কামনার অনুসরণ করোনা।" তাতেও একটা যুক্তি থাকে বটে। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ ঃ "ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার খাতিরে তোমরা তোমাদের কামনার অনুস্মরণ করোনা।" যেমন বলা হয়, তোমার প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করার খাতিরে তুমি তোমার কামনার অনুসরণ করোনা। কামনার অনুসরণ থেকে আমি তোমাকে বারণ করছি, যাতে তা বর্জনের দ্বারা তুমি তোমার প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করতে পার।

وَاِنْ تَلْوُوْٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

আয়াতের ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত পেশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, وَاِنْ تَلْوُوْٓا অর্থ, হে বিচারকগণ! বিচারের ক্ষেত্রে বিবাদমান দুই পক্ষের কোন এক পক্ষের প্রতি যদি শৈথিল্য প্রদর্শন কর। اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا(অথবা বিমুখ হও তবে তোমরা যা কর, আল্লাহ্ পাক সে সম্বন্ধে সম্যক অবগত।) আয়াতের অর্থগত দিক আলোচনা করে তারা বলেন যে, বিচারকগণের উদ্দেশ্যে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। যেমনটি তাফসীরকার সুদ্দী (র.)-এর বক্তব্য আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৬৮৩. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। وَاِنْ تَلْوُوْا اَوْ تُعْرِضُوْا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, দু'জন লোক বাদী ও বিবাদী বিচার প্রার্থনা করে, তারা বিচারকের সম্মুখে হাযির হয়। তারপর তাদের একজনের প্রতি বিচারকের তীর্যক দৃষ্টি ও অবজ্ঞা লক্ষ্য করা যায়। তাফসীরকারগণের অন্যদল বলেন, وَاِنْ تَلْوُوْا মানে হে সাক্ষ্যগণ! সাক্ষ্যদান কালে তোমরা যদি তোমাদের জিহ্বা এদিক-সেদিক কর, তথা সাক্ষ্য বিকৃত কর, যথাযথা সাক্ষ্য না দাও অথবা। تُعْرِضُوْا -মুখ ফিরিয়ে নাও অর্থাৎ সাক্ষ্য দানই বর্জন কর...।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৬৮৪. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। وَاِنْ تَلْوُوْا اَوْ تُعْرِضُوْا আয়াতাংশ সম্পর্কে তিনি বলেন, সাক্ষ্য দানকালে যদি তোমরা জিহ্বা নাড়া চাড়া কর অথবা ওই সাক্ষ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, সাক্ষ্য-ই-না দাও...।

১০৬৮৫. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে অপর সনদে বর্ণিত যে, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ............تُعْرِضُوْا -আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, وَاِنْ تَلْوُوْا মানে তুমি যদি তোমার জিহ্বাকে অসত্য ভাষণে নাড়াচাড়া কর এবং تُعْرِضُوْا। অর্থাৎ সাক্ষ্য প্রদান বর্জন কর।

১০৬৮৬. তাফসীকার মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَاِنْ تَلْوٗا অর্থাৎ তোমরা যদি সাক্ষ্যকে বিকৃত কর। اَوْ تُعْرِضُوْا অথবা যদি তা গোপন কর।

১০৬৮৭. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَاِنْ تَلْوٗا অর্থাৎ যদি সাক্ষ্য বিকৃত ও পরিবর্তন কর আর تُعْرِضُوْا -এর اِعْرَاض মানে সাক্ষ্য গোপন করা।

১০৬৮৮. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। وَاِنْ تَلْوٗا اَوْ تُعْرِضُوْا অর্থাৎ যদি তোমরা সাক্ষ্য বিকৃত কর অথবা সাক্ষ্য দেয়া বর্জন কর, সাক্ষ্য না দাও।

১০৬৮৯. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। وَاِنْ تَلْوٗا اَوْ تُعْرِضُوْا -এর অর্থ সম্পর্কে তিনি বলেন, যদি তোমরা এদিক ওদিক কর, অথবা গোপন কর। সাক্ষ্য প্রদান সম্পর্কে এটি বলা হয়েছে।

১০৬৯০. তাফসীরকার সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। وَاِنْ تَلْوٗا اَوْ تُعْرِضُوْا আয়াতাংশ প্রসংগে তিনি বলেন, تَلْوٗا অর্থাৎ সাক্ষ্য প্রদানকালে যদি অস্পষ্ট কথা বল, অতঃপর সাক্ষ্যের বিকৃতি ঘটাও, সত্য সাক্ষ্য না দাও; আর تُعْرِضُوْا অর্থাৎ যদি সাক্ষ্য বিমুখ হও, সাক্ষ্য গোপন কর এবং বল যে, "আমার নিকট কোন সাক্ষ্য নেই।"

১০৬৯১. ইব্ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَاِنْ تَلْوٗا অর্থাৎ প্রকৃত ঘটনা থেকে কিছু হ্রাস করে যদি তা গোপন কর অথবা পুরো সাক্ষ্য-ই গোপন করতঃ সাক্ষ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানাও। এরপর সাক্ষী বলে যে, এই লোক দরিদ্র, তাই তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আমি তা গোপন করছি, আমি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি না। অথবা এই বলে যে, এ ব্যক্তি বিত্তবান, আমি তাকে নিরাপদ রাখতে চাই এবং তার পক্ষ থেকে সুবিধা লাভের ইচ্ছা করি। আমি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবোনা। আল্লাহ তা'আলার বাণী, اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا দ্বারা তা-ই বুঝিয়েছেন।

১০৬৯২. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত যে, وَاِنْ تَلْوٗا মানে যদি তোমরা সাক্ষ্যের বিকৃতি ঘটাও অথবা সাক্ষ্য বর্জন কর।

১০৬৯৩. 'আতিয়া (র.) থেকে বর্ণিত। وَاِنْ تَلْوٗا শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, সাক্ষ্য প্রদানে যদি তোমরা আমতা আমতা কর (অস্পষ্টতা অবলম্বন কর) তারপর সাক্ষ্য নষ্ট করে দাও। اَوْ تُعْرِضُوْا -অথবা সাক্ষ্য বর্জন কর, সাক্ষ্য না দাও।

১০৬৯৪. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। وَاِنْ تَلْوٗا اَوْ تُعْرِضُوْا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, সাক্ষ্য প্রদানে তোমরা যদি আমতা আমতা কর অর্থাৎ যথাযথভাবে সাক্ষ্য প্রদান না কর اَوْ تُعْرِضُوْا অর্থ অথবা সাক্ষ্য গোপন কর।

১০৬৯৫. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, اَوْ تُعْرِضُوْا অর্থাৎ তোমরা যদি অস্পষ্ট কথা বল। اَوْ تُعْرِضُوْا অথবা সাক্ষ্য বর্জন কর, সাক্ষ্য না দাও।

১০৬৯৬. উবায়দ ইব্ন সুলাইমান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দাহ্হাক (র.) কে বলতে শুনেছি وَاِنْ تَلْوُوْا اَوْ تُعْرِضُوْا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন تَلُوْا অর্থ কোন ব্যক্তি অসত্য বক্তব্য দান করে তার জিহ্বার অপব্যবহার করা। অর্থাৎ সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, تَلْوُوْا শব্দের উপরোক্ত দু'টো ব্যাখ্যার মধ্যে তাদের ব্যাখ্যা-ই সঠিক, যারা বলেছেন, এর অর্থ কারো পক্ষে কিংবা বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান কালে সাক্ষীর সাক্ষ্য বিকৃত করা। এ হলো তার জিহবা দ্বারা সাক্ষ্য পরিবর্তন করা এবং যথাযথ সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা পরিত্যাগ করা। এর দ্বারা সে কারো পক্ষে কিংবা বিপক্ষে প্রদত্ত সাক্ষ্যকে নিরর্থক করে দেয়। আর تُعْرِضُوْا অর্থাৎ সাক্ষ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। মানে সাক্ষ্য দান বর্জন করা এবং সাক্ষ্য না দেওয়া। এ ব্যাখ্যাকে আমরা সঠিক বলেছি এজন্যে যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ (তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আল্লাহ্র সাক্ষী স্বরূপ) এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণকে সাক্ষ্য হিসেবে ন্যায়পরায়ণতায় সুদৃঢ় থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। شُهَدَاءُ (সাক্ষ্যগণ) শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, সাক্ষ্য প্রদানের গুণে যারা গুণবান তারাই شُهَدَاءُ সাক্ষী।

فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا (তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা'আলা তার সম্যক খবর রাখেন)-এর ব্যাখ্যা ঃ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (তোমরা যা কর) অর্থাৎ তোমাদের যথাযথভাবে সাক্ষ্য প্রদান, সাক্ষ্য বিকৃতি এবং সাক্ষ্য গোপন করার মাধ্যমে সাক্ষ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ইত্যাদি কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা خَبِيْرًا (সম্যক অবহিত) সব জানেন, তোমাদের এ সকল কর্ম তোমাদের জন্যে তিনি সংরক্ষণ করে রাখছেন। আখিরাতে এর প্রতিদান তোমাদেরকে প্রদান করবেন। সৎকর্মশীলকে তার সৎকর্মের এবং পাপাচারীকে তার পাপাচারের প্রতিদান প্রদান করবেন। কাজেই এ ব্যাপারে তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(١٣٦) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ○

১৩৬. হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তিনি যে কিতাব তাঁর রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন, তাতে ঈমান আন এবং যে কেউ আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্তা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, এবং পরকালকে অবিশ্বাস করবে, সে মারাত্মকভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এর ব্যাখ্যায় বলেন, যারা মুহাম্মদ (সা.) এর পূর্বেকার নবী ও রাসূলগণকে (আ.) বিশ্বাস করেছে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁরা যা এনেছেন, তা সত্য বলে গ্রহণ করেছে। اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহ্‌কে সত্য বলে মেনে নাও যে, তিনি মহান আল্লাহ্‌র রাসূল, তোমাদের প্রতি এবং তোমাদের পূর্বের সকল উম্মাতের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন।

وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ (এবং রাসূল মুহাম্মদ সা.-এর উপর আল্লাহ্ তা'আলা যে কিতাব নাযিল করেছেন,) তিনি যে কিতাব নিয়ে এসেছেন অর্থাৎ কুরআন মজীদ, তোমরা তা সত্য বলে গ্রহণ কর। وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ (এবং মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি কিতাব নাযিল করার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা যে সকল কিতাব নাযিল করেছেন,) অর্থাৎ তাওরাত-ইনজীল সেগুলোকেও তোমরা সত্য বলে গ্রহণ কর। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, এদেরকে তো মু'মিন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর পরে মহান আল্লাহ তার রাসূল ও কিতাবের প্রতি ঈমান আনয়নের আহবানের যৌক্তিকতা কোথায়?

জওয়াবে বলা যাবে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মূ'মিন নামে আখ্যায়িত করেননি, বরং "যারা বিশ্বাস করেছেন" এ বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। এটি তাদের একটি সীমিত বিশ্বাস। তারা দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। একপক্ষ তাওরাত অনুসারী। তারা তাওরাত ও তাওরাত আনয়নকারী হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস করে। ইনজীল কুরআন, ঈসা (আ) ও মুহাম্মদ (সা.) কে তারা অবিশ্বাস করে। তাদের অপর পক্ষ ইনজীল অনুসারী। ইনজীল, তাওরাত ও অন্যান্য আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করে বটে, কিন্তু মুহাম্মদ (সা.) ও কুরআন মজীদে বিশ্বাস করে না। এ দু'দলের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا-হে বিশ্বাসীগণ! অর্থাৎ যারা অন্যান্য কিতাব ও রাসূলে বিশ্বাস করেছে اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ-তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর মহান আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ—এবং সে কিতাবের প্রতি, যা তিনি তাঁর রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন। তোমরা তো নিশ্চিত জান যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। তাঁর পরিচিতি ও গুণাবলী তোমরা তোমাদের কিতাবে পেয়ে থাক। وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ এবং সে কিতাবের প্রতি যা তাঁর পূর্বে নাযিল হয়েছে, যেগুলো তোমরা বিশ্বাস করছ বলে দাবী করছ। মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে মূলতঃ তোমরা তোমাদের কিতাবে বিশ্বাসী হবেনা। কারণ, তাঁর প্রতি ও তার আনীত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে তোমাদের কিতাব তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়। মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণ সম্পর্কিত তোমাদের কিতাবের বাণীতে তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর, নতুবা তোমাদের কিতাবের প্রতিই তোমরা কাফির ও অবিশ্বাসী হয়ে পড়বে। يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا দ্বারা তাদেরকে বিশ্বাসী বলে সম্বোধন করার পর পুনরায় اٰمَنُوْا (বিশ্বাস স্থাপন কর) বলার রহস্য এই। وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ (এবং কেউ আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্‌তা,

তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূলগণ এবং পরকাল অবিশ্বাস করলে) আল্লাহ তা'আলার এ ঘোষণার অর্থ, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সা.-কে অবিশ্বাস করে, তাঁর নুবুওয়াত অস্বীকার করে সে মারাত্মক ভাবে পথ ভ্রষ্ট হবে।

আয়াতের মূখ্য উদ্দেশ্য وَمَنْ يَكْفُرْ بِمُحَمَّدٍ وَبِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ (যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর আনীত বিষয় অবিশ্বাস করবে) হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ .... وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ (যে আল্লাহকে ও তাঁর ফিরিশতাগণকে ..... এবং পরকালকে অবিশ্বাস করে) বলেছেন এ জন্যে যে, এগুলোর যে কোন একটি অবিশ্বাস করা মূলতঃ সবগুলোকে অবিশ্বাস করার নামান্তর। কারো ঈমান বিশুদ্ধ হবে না, যতক্ষণ না মহান আল্লাহর নির্দেশিত সকল বিষয়ে ঈমান আনে। এর কোন একটি অবিশ্বাস করা মানে সকল বিষয়কে অবিশ্বাস করা। তাই ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে সম্বোধন করে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়নের নির্দেশ দেওয়ার পর তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ (যে অবিশ্বাস করে আল্লাহকে .... পরকালকে) তারা কিন্তু তখনও মহান আল্লাহর একত্ববাদ, ফিরিশতা, আসমানী কিতাবসমূহ, অন্যান্য রাসূলগণ ও পরকালে বিশ্বাসী ছিল। অবিশ্বাস করত শুধু মুহাম্মদ-(সা.) কে এবং তাঁর ফুরকান– কুরআন মজীদকে।

فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا এর ব্যাখ্যা হলো, এ চরিত্রের লোক সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে। পথের নিরাপদ অংশ থেকে সরে গিয়ে বহুদূরে বিপদ সংকুল ধ্বংসের স্থানে পতিত হবে। যেহেতু এ প্রকারের কুফরী বান্দাকে দেওয়া মহান আল্লাহর দীন থেকে বেরিয়ে যাওয়া। আর দীন থেকে বেরিয়ে যাওয়া নিশ্চিত চরম ধ্বংসে নিপতিত হওয়া। হিদায়াতের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে ভ্রান্ত পথে গমন করা তো জঘন্য ভ্রান্তি ও চরম গোমরাহী।

মহান আল্লাহর বাণী—

(١٣٧) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ○

১৩৭. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও পরে অবিশ্বাস করেছে, অতঃপর তাদের কুফরী প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করেছে, (এভাবে) তাদের অবিশ্বাসই বৃদ্ধি পেয়েছে, আল্লাহ পাক কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং সৎপথ প্রদর্শন করবেন না।

ব্যাখ্যা ঃ

আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, ব্যাখ্যাকারগণ এ সম্পর্কে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (যারা ঈমান এনেছে) মূসা (আ)-এর প্রতি ثُمَّ كَفَرُوْا (তারপর কুফরী করেছে) মূসা (আ)-কে প্রত্যাখ্যান করেছে। ثُمَّ اٰمَنُوْا (তারপর ঈমান এনেছে) অর্থাৎ খৃষ্টানগণ ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান এনেছে, ثُمَّ كَفَرُوْا (তারপর কুফরী করেছে) অর্থাৎ 'ঈসা (আ)-কে

প্রত্যাখ্যান করেছে। ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا (তারপর তাদের কুফুরী প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়) মহাম্মদ (সা.)-কে প্রত্যাখ্যান করে لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا (আল্লাহ কিছুতেই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোন পথে পরিচালিত করবেন না।) যারা এ মতের প্রবক্তা তাদের আলোচনা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৬৯৭. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا আলোচ্য আয়াত প্রসংগে তিনি বলেন, এরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টান। ইয়াহূদীরা তাওরাতে ঈমান এনেছিল। তারপর তাতে কুফুরী করেছে, প্রত্যাখ্যান করেছে। খৃষ্টানগণ ইনজীল কিতাবে ঈমান এনেছিল, তারপর তাতে কুফরী করেছে, প্রত্যাখ্যান করেছে। তাতে কুফুরী করা মানে তা বিশেষভাবে পরিত্যাগ করা। তারপর তারা কুরআন মজীদ আল-ফুরকান ও মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রত্যাখ্যান করে জঘন্য কুফুরীতে লিপ্ত হয়। তাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন। لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا (আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং হিদায়াতের পথ দেখাবেন না)। তারাতো আল্লাহর কিতাবকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং প্রত্যাখ্যান করেছে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-কে।

১০৬৯৮. হযরত কাতাদা (র.) থেকে অপর সনদে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا দ্বারা ইয়াহূদীদেরকে বুঝানো হয়েছে, তারা তাওরাতে ঈমান এনেছিল, তারপর কুফুরী করেছে। এরপর খৃষ্টানদের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে। ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا অর্থাৎ তারা ইনজীল কিতাবে ঈমান এনেছিল তারপর মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রত্যাখ্যান করে তারা চরম কুফুরী করেছে।

তাফসীরকারদের অপর দল বলেন, আয়াত দ্বারা মুনাফিকদের বুঝানো হয়েছে। তারা ঈমান এনেছিল তারপর ধর্মত্যাগী মুরতাদ হয়ে পড়েছিল। তারপর ঈমান এনেছিল, অতঃপর আবার ধর্মত্যাগী হয়েছিল। তারপর কুফুরী সহকারে মৃত্যু হওয়ায় তাদের কুফুরী চরম সীমায় পৌঁছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৬৯৯. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, এখানে মুনাফিকদের কথাই আলোচনা হয়েছে বলে আমরা মনে করতাম। অন্য যাদের চরিত্র অনুরূপ, তারাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا (তারপর তারা কুফরী করেছে) অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত কুফুরীতেই তারা অবিচল থেকেছে এবং কুফুরী অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে।

১০৭০০. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا অর্থাৎ কুফুরী অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে।

১০৭০১. মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত। ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অবশেষে (কুফরী অবস্থায়ই) তাদের মৃত্যু হয়।

১০৭০২. ইব্ন ওয়াহাব (র.) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে ইব্ন যায়দ (র.) বলেছেন, ওরা মুনাফিক। দু'বার ঈমান এনেছে এবং দু'বার কুফরী করেছে, তারপর চরম কুফরী করেছে। তাফসীরকারদের অপর একদল বলেন, আয়াতে আসমানী কিতাব দু'টোর অনুসারীগণ অর্থাৎ তাওরাত ও ইনজীলের অনুসারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। কুফরী অবস্থায় তারা একাধিক পাপাচারে লিপ্ত হয়, তারপর তাওবা করে। কিন্তু কুফরীতে অবিচল থেকে তাওবা করায় ওই তাওবা কবুল হয়নি, গৃহীত হয়নি।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৭০৩. আবূ 'আলিয়া (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا আলোচ্য আয়াতে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে। শির্‌কে লিপ্ত থাকা অবস্থায় তারা একাধিক পাপাচারে লিপ্ত হয়, তারপর তাওবা করে। তাদের তাওবা কবূল হয়নি। তারা যদি শিরক থেকে তাওবা করত, তবে অবশ্যই তাদের তাওবা কবূল হত।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত ব্যাখ্যা সমুহের মধ্যে তাদের ব্যাখ্যাই সঠিক, যাঁরা বলেছেন— আয়াতে কিতাবীদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। তারা তাওরাতের বিধান মেনে নিয়েছিল তারপর ঐ বিধানের বিরোধিতা করে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তারপর তাদের কেউ কেউ ঈসা (আ.) ও ইঞ্জীল কিতাবের সত্যতা স্বীকার করেছিল। পরবর্তীতে ইঞ্জীলের বিরোধিতা করে তাও প্রত্যাখ্যান করে। এর ফলে তারা হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও কুরআন মজীদ 'আল ফুরকান'-কে প্রত্যাখ্যান করে। এ প্রত্যাখ্যান দ্বারা তাদের পূর্বের কুফরীর সাথে আরও কুফরী বৃদ্ধি পায়।

এ ব্যাখ্যাকে আমরা সঠিক বলেছি এজন্যে যে, পূর্ববর্তী আয়াত অর্থাৎ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ আয়াতে ইয়াহুদী ও নাসারাদের কথা আলোচিত হয়েছে। এ আয়াতের অর্থ পূর্ববর্তী আয়াত থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিপরীত বলে কোন দলীল নেই। তাই এ আয়াতের এমন অর্থ করা যুক্তিযুক্ত, যা পূর্ববতী আয়াতের অর্থের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অবশ্য উভয়ের অর্থে সম্পর্কহীনতার কোন প্রমাণ পাওয়া গেলে তা ভিন্ন কথা।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ (আল্লাহ কিছুতেই তাদের ক্ষমা করবেন না) অর্থাৎ পাপের শাস্তি ক্ষমা করে তাদের পাপ ও অপরাধকে গোপন করবেন না। বরং সর্বসমক্ষে তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবেন وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا (এবং তাদেরকে কোন পথে পরিচালিত করবেন না) অর্থাৎ সত্য পথ পাওয়ার মত যোগ্যতা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দিবেন না যে, তারা তা অবলম্বন করবে; বরং তাদের মহাপাপ ও প্রতিপালকের বিরুদ্ধে দম্ভ প্রদর্শনের ফলে তাদেরকে ঐ পথ থেকে বঞ্চিত করবেন, করবেন লাঞ্ছিত।

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করে একদল তাফসীরকার বলেন যে, ধর্মত্যাগী ব্যক্তিকে তিনবার পর্যন্ত তাওবা করার সুযোগ দেয়া হবে। অন্য একদল কিন্তু তাদের বিপরীত মত পোষণ করেন। "মুরতাদ কে তিনবার পর্যন্ত তাওবা করতে বলা হবে" এমত যারা পোষণ করেন, তাদের আলোচনা।

১০৭০৪. হযরত 'আলী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুরতাদ ব্যক্তিকে তিনবার পর্যন্ত তাওবা করতে বলি। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন– اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا

১০৭০৫. হযরত 'আলী (র.) থেকে অপর সনদে বর্ণিত যে, মুরতাদ ব্যক্তিকে তিনবার পর্যন্ত তাওবা করতে বলা হবে। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا

১০৭০৬. হযরত ইব্ন উমর (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুরতাদ ব্যক্তিকে তিনবার পর্যন্ত তাওবা করতে বলা হবে। অপর কতেক উলামা-ই-কিরাম বলেন, মুরতাদ যতবারই ধর্মত্যাগ করবে ততবারই তাকে তাওবা করতে বলা হবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৭০৭. ইবরাহীম নাখঈ (র.) বলেছেন, মুরতাদ ব্যক্তি যতবার ধর্মত্যাগ করবে, ততবারই তাকে তাওবা করতে বলা হবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, "মুরতাদ ব্যক্তিকে প্রথমবার তাওবা করতে বলা হবে অর্থাৎ তাওবা করার সুযোগ দেয়া হবে।" এ সম্পর্কিত দলীলগুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট দলীল রয়েছে যে, যতবারই সে ধর্মত্যাগী হবে, ততবারই তাওবা কবূল হওয়ার ক্ষেত্রে সে প্রথম বারের পর্যায়ভূক্ত হবে, অর্থাৎ তাওবা করলে তার তাওবা কবুল হবে এবং পুনঃ ইসলাম গ্রহণ তার জানমালের নিরাপত্তা বিধান করবে। কারণ প্রথমবার ইসলাম-ই তার জানমালের নিরাপত্তা দিয়েছিল। অতএব যে ইসলামের বদৌলতে সে প্রথমবার জীবনের নিরাপত্তা লাভ করেছিল, সে ইসলামের উপস্থিতি সত্ত্বেও পরবর্তীতে তার জীবনের নিরাপত্তা থাকবেনা—এতো জায়েয নয়, বিধি সম্মত কথা নয়। হ্যাঁ প্রথমবার এবং অন্যান্য বারের মধ্যে তারতম্য প্রমাণ করার কোন গ্রহণযোগ্য দলীল যদি থাকে তবে অন্য কথা এবং তখন এটি কিয়াস বহির্ভূত বিষয়ে পরিণত হবে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(١٣٨) بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

১৩৮. (হে রাসূল!) মুনাফিকদেরকে আপনি জানিয়ে দিন যে, তাদের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন যে, بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ। অর্থাৎ মুনাফিকদেরকে সংবাদ দিয়ে দিন। ইতিপূর্বে আমরা بَشِّرْ শব্দের অর্থ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا —তাদের মুনাফিকির দরুণ কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি, যন্ত্রনাদায়ক আযাব, আর তা হচ্ছে জাহান্নামের শাস্তি।

মহান আল্লাহর বাণী—

(١٣٩) اَلَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ○

১৩৯. মু'মিনগণের পরিবর্তে যারা কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা কি ওদের নিকট শক্তি চায়? সমস্ত শক্তি তো আল্লাহর নিকট।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহর বাণী اَلَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের চরিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (সা.)-কে বলেছেন— হে মুহাম্মদ (সা.)! যারা সাহায্যকারীরূপে মু'মিনগণকে বাদ দিয়ে আমাকে অস্বীকারকারী ও আমার দীনের সীমালংঘনকারীদেরকে বন্ধুরূপে, সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করে اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ তারা কি ওদের নিকট শক্তি ও প্রতিরক্ষা কামনা করে? আমার প্রতি ঈমানদার ও বিশ্বাসী যারা, তাদের ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করার পিছনে তাদের উদ্দেশ্য কি তাই?

فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا —সমস্ত শক্তি তো আল্লাহরই। অর্থাৎ শক্তি ও প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে যে সকল কাফিরদেরকে তারা বন্ধুরূপে গ্রহণ করছে। প্রকৃত প্রস্তাবে তারা নিজেরাই দুর্বল, অসহায় ও সংখ্যালঘু। কাজেই কেন তারা মু'মিনগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনা। তাহলে তারা শক্তি ও প্রতিরক্ষার মালিক আল্লাহ তা'আলার নিকট শক্তি ও প্রতিরক্ষার সাহায্য কামনা করত। আল্লাহই তো যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইজ্জত দিতেন এবং রক্ষা করতেন। اَلْعِزَّةُ শব্দটির মূল অর্থ কঠিন, কঠোর। এ দৃষ্টিতে কঠিন ভূমিকে عَزَاز বলা হয়। আশংকাজনকভাবে রোগ বৃদ্ধি পেলে বলা হয় قد استعز على المريض গোশত শক্ত হয়ে পড়লে বলা হয় تعزز اللحم এবং বলা হয়– عز على ان يكون كذا و كذا অর্থাৎ আমার প্রতি সে কঠোর ও রূঢ় আচরণ করছে।

মহান আল্লাহর বাণী—

(١٤٠) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَ يُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖٓ ۖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ۝

১৪০. কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি অবতীর্ণ করেছেন যে, তোমরা যখন শুনবে আল্লাহর আয়াত অস্বীকার ও উপহাস করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসংগে লিপ্ত না হবে, তোমরা তাদের সাথে বসোনা। অন্যথায় তোমরাও তাদের মতো হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মুনাফিক এবং কাফির সকলকেই জাহান্নামে একত্র করবেন।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ —মুনাফিকরা, যারা মু'মিনগণকে বাদ দিয়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে বলে দিন وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ (কিতাবে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন অর্থাৎ তাদের উপর কুরআন মজীদের اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُبِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ (তোমরা যখন শুনবে আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার ও উপহাস করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসংগে লিপ্ত হবে, তোমরা তাদের সাথে বসো না) আয়াতাংশ নাযিল হবার পরও যে মুনাফিকরা কাফিরদরেকে বন্ধু ও সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে বলে দিন যে, তাদের জন্যে মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত ও প্রমাণাদি প্রত্যাখ্যান করে এবং ওগুলো নিয়ে বিদ্রূপ করে—এমন কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা জানা থাকা সত্ত্বেও যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তাদের জন্যে এ মর্মন্তুদ শাস্তি حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ অর্থাৎ যতক্ষণ না তারা অন্য বিষয়ে আলোচনা করে। اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ (অন্যথায় তোমরাও তাদের মত হবে) অর্থাৎ যারা মহান আল্লাহ্র সাথে কুফুরী করে তাঁর আয়াতগুলো নিয়ে বিদ্রূপ করে, তাদের সাথে বসে ওগুলো শুনলে তোমরাও তাদের পর্যায়ে চলে যাবে। এ বিধান তোমাদের উপর নাযিল হবার পরও তোমরা যদি তাদের আসর থেকে উঠে না যাও, তাদের কথা শুনতে থাক, তবে কর্মে তোমরাও তাদের অনুরূপ হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ্র আয়াত নিয়ে বিদ্রূপ করে তারা যেমন মহান আল্লাহ্র নাফরমানী ও অবাধ্যতা প্রকাশ করছে, আয়াত অস্বীকার ও তা নিয়ে বিদ্রূপের পরিবেশে তাদের সাথে বসে তোমরা মহান আল্লাহ্র নাফরমাণী করছ। এতে তোমরাও তাদের ন্যায় নাফরমানীতে লিপ্ত হয়েছে। আয়াতে সুস্পষ্ট দলীল রয়েছে যে, বেদ'আতী ও পাপাচারী যে কোন প্রকারের বাতিলপন্থীগণ যখন তাদের বাতিল আলোচনায় লিপ্ত থাকে, তখন তাদের নিকট বসা নিষেধ। এ আয়াতের আলোকে আগেরকার দিনের সম্মানিত ইমামগণ বলতেন যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, বাতিলপন্থীদের বাতিল বিষয়ে আলোচনাকালে সেখানে উপস্থিতির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৭০৮. আবূ ওয়াইল (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন লোক আছে, যে বন্ধু-বান্ধবকে হাসানোর জন্যে মজলিশে মিথ্যা কিস্‌সা কাহিনী বলে। আল্লাহ্ তার উপর অসন্তুষ্ট হন। বর্ণনাকারী বলেন, এ বর্ণনা আমি ইব্‌রাহীম নাখঈ (র.)-এর নিকট ব্যক্ত করি, তিনি বলেন, আবূ ওয়া'ইল ঠিকই বলেছে, কুর'আন মজীদে কি তা নেই? কুর'আন মজীদে কি أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ আয়াত নেই?

১০৭০৯. হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র.) থেকে বর্ণিত। কিছু লোক মদ্যপান করছিল। হযরত 'উমার ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীম তাদেরকে ধরে ফেললেন এবং বেত্রাঘাত করলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিল সিয়াম পালনকারী, রোযাদার। তারা বলছিল হুযূর এ লোক সিয়াম পালনকারী! তাকে মারবেন না। তাকে দোষী সাব্যস্ত করার প্রমাণ স্বরূপ উমার ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীম তিলাওয়াত করলেন,

فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ

১০৭১০. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا ও وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ (সূরা আনআম ঃ ১৫৩), أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ (সূরা শূরা ঃ ১৩) এবং এ পর্যায়ের আয়াতগুলো সম্পর্কে তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ঐক্যবদ্ধ থাকতে। বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধ সৃষ্টিতে নিষেধ করেছেন এবং তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ্‌র দীনে মতানৈক্য সৃষ্টি ও বিবাদ বিসম্বাদের ফলেই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকগণ ধ্বংস হয়েছে। إِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, কাফির ও মুনাফিক উভয় দলকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামে একত্রিত করবেন, জাহান্নামের শাস্তি ও ভীষণ আযাবের মধ্যে তাদের জড়ো করবেন, যেমন দুনিয়াতে মু'মিনদের প্রতি শত্রুতা পোষণে তারা ঐক্যবদ্ধ ছিল। যেমনটি আল্লাহ্‌র দীন থেকে দীন অনুসারীদের থেকে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও তাঁর নির্দেশ পালন থেকে লোকজনকে বিচ্ছিন্ন করতে তারা পরস্পর সাহায্য করেছিল।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(١٤١) الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَإِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْٓا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ○

১৪১. যারা তোমাদের অমঙ্গলের প্রতীক্ষায় থাকে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তোমাদের জয় হলে তারা বলে— "আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?" এবং ভাগ্য যদি কাফিরদের অনুকূল হয়, তারা

বলে, "আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রবল ছিলাম না, এবং আমরা কি তোমাদেরকে মু'মিনগণের হাত থেকে রক্ষা করিনি?" আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করবেন এবং আল্লাহ্ কখনই মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের জন্যে কোন পথ খোলা রাখবেন না।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম ইবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বুঝিয়েছেন যে, হে মু'মিনগণ! اَلَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ (যারা তোমাদের ব্যাপারে প্রতীক্ষায় থাকে) فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যদি তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে বিজয় দান করেন এবং এ প্রক্রিয়ায় গনীমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দান করেন قَالُوْا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ। (তারা তোমাদেরকে বলে, আমরা কি তোমাদের সাথী হয়ে যুদ্ধ করিনি? তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিনি? এখন আমাদেরকে গনীমতের অংশ দাও, কারণ তোমাদের সাথে আমরাও তো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি)। وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ অর্থাৎ যদি তোমাদের শত্রু কাফিররা তোমাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়। قَالُوْا তারা বলে অর্থাৎ এ মুনাফিকগণ কাফিরদেরকে বলে اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ। মু'মিনদেরকে পরাজিত করতে আমরা কি তোমাদের চেয়ে প্রবল ছিলাম না? তাতেই তো তোমরা মু'মিনগণকে পরাজিত করতে পেরেছ। وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ। (তাদেরকে অপমাণিত করে আমরা কি তাদের হাত থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করিনি)? আমাদের এ কৌশলের ফলেই তো তারা তোমাদের উপর আক্রমণ করা থেকে বিরত রয়েছে এবং ফিরে গিয়েছে। فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে মু'মিন মুনাফিকদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা মীমাংসা করবেন, ঈমানদার লোকগণকে জান্নাতে প্রবেশ করায়ে এবং মুনাফিকদেরকে তাদের বন্ধু কাফিরদের সাথে জাহান্নামে দাখিল করায়ে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মাঝে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দিবেন। وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلاً। – এবং আল্লাহ্ কখনই মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের জন্যে কোন পথ রাখবেন না, যুক্তি-প্রমাণের অবকাশ রাখবেন না। এতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মু'মিনগণের প্রতি অঙ্গীকার রয়েছে যে, মুনাফিকদেরকে তিনি মু'মিনগণের স্থানে জান্নাতে দাখিল করবেন না। মু'মিনগণকে যদি মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামে দাখিল করেন, তখন কাফিরগণ মু'মিনগণের বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ পাবে এবং বল্‌বে ওহে মু'মিনগণ! দুনিয়াতে তোমরা আমাদের শত্রু ছিলে, আর মুনাফিকগণ ছিল আমাদের মিত্র। এক্ষণে তো তোমরা উভয় পক্ষই জাহান্নামে একত্রিত হয়েছ। তোমাদেরকে এবং তাদেরকে আল্লাহ্ একত্রিত করেছেন। তাহলে যে কল্যাণ লাভের জন্যে দু'নিয়াতে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে—তা এখন কোথায়? এ-ই-হচ্ছে سَبِيْل মু'মিনগণের বিরুদ্ধে কাফিরদের যুক্তি। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, কাফিরদের জন্যে এহেন যুক্তির অবকাশ তিনি রাখবেন না। আমরা যা বলেছি, তাফসীরকারগণও অনুরূপ বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৭১১. ইব্‌ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত। فَانْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, মুনাফিকগণ মু'মিনগণের ব্যাপারে অপেক্ষায় থাকত। فَانْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ অর্থাৎ মুসলমানগণ যদি তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়ে গনীমত ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করত, তবে মুনাফিকগণ বলত اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? অর্থাৎ আমরা তোমাদের সাথে ছিলাম। গনীমতের সম্পদ তোমরা যেমন নাও, আমাদেরকেও তেমন দাও। وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ অর্থাৎ কাফিরেরা যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে তখন মুনাফিকরা কাফিরদেরকে বলে— اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রবল ছিলাম না, আমরা কি মু'মিনগণের হাত থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করিনি? অর্থাৎ আমরা তাদেরকে তোমাদের উপর আক্রমণ করা থেকে বিরত রেখেছি। اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, -এর অর্থ আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রবল ছিলাম না?

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ, "তোমরা যে বিষয়ের উপর আছ, আমরা কি বলিনি যে, আমরা তোমাদের সাথেই আছি।"

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৭১২. সুদ্দী (র.) বলেন, اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ অর্থ اَلَمْ نَغْلِبْ عَلَيْكُمْ—আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রবল ছিলাম না? অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন যে, এর অর্থ আমরা তোমাদের জানিয়ে দেইনি যে, আমরা তোমাদের সাথে আছি, তোমাদের নীতিতে আছি?

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত উভয় ব্যাখ্যাই প্রায় সমার্থ বোধক। যারা বলেছেন اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ মানে اَلَمْ نَغْلِبْ عَلَيْكُمْ তারা বুঝিয়েছেন যে, আমাদের পক্ষ থেকে ঘোষণা اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ আমরা তোমাদের সাথে আছি। দ্বারা আমরা তোমাদের উপর কি প্রবল হইনি? আরবী ভাষায় اَلْاِسْتِحْوَاذُ শব্দের অর্থ اَلْغَلَبَةُ প্রাধান্য লাভ করা, বিজয় লাভ করা। এ থেকেই আল্লাহ্ তা'আলার বাণী اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ (শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে, ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহ্‌র স্মরণ, সূরা মুজাদালা ঃ ১৯) এবং এর অর্থ غَلَبَ عَلَيْهِمْ —তাদের উপর বিজয় লাভ করেছে।

১০৭১৩. ইব্‌ন জুরাইজ (র.) বলেন, اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ অর্থ, আমরা কি বলিনি যে, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথেই আছি?

১০৭১৪. ইউসায়' আল হাদরামী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত 'আলী (র.) ইব্‌ন আবু তালিব -এর নিকট অবস্থান করছিলাম। এক ব্যক্তি বল্‌ল, আমীরুল্ মু'মিনীন! আল্লাহ্ তা'আলার

বাণী وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلاً -এর ব্যাখ্যায় আপনি কি বলেন?তারা তো আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, বিজয়ী হয়, আমাদেরকে হত্যা করে! হযরত আলী (র.) বললেন, এসো আরও নিকটে এসো। তারপর তিনি বললেন فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ (আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করবেন), وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلاً (এবং আল্লাহ্ কখনই মু'মিনগণের বিরুদ্ধে-কাফিরদের জন্যে কোন পথ রাখবেন না) এটাও কিয়ামতের দিনের ব্যাপারে।

১০৭১৫. ইউসায়' আল্ কিন্দী (র.) থেকে বর্ণিত। وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلاً। আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত আলী (র.)-এর নিকট এসে বলল, وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلاً আয়াতাংশের ব্যাখ্যা কি? হযরত আলী (র.) তাকে বললেন, নিকটে এসো। এর ব্যাখ্যা হল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করবেন এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের জন্যে মু'মিনগণের বিরুদ্ধে কোন পথ রাখবেন না।

১০৭১৬. হযরত আলী (র.) থেকে অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত।

১০৭১৭. হযরত আলী (র.) থেকে বর্ণিত যে, আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, এটি অনুষ্ঠিত হবে আখিরাতে-পরকালে।

১০৭১৮. আবূ মালিক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এটি সংঘটিত হবে কিয়ামতের দিনে।

১০৭১৯. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এটি অনুষ্ঠিত হবে কিয়ামতের দিনে। আয়াতে سَبِيْلاً মানে যুক্তি-প্রমাণ। যেমন ঃ

১০৭২০. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلاً আয়াতে سَبِيْلاً এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন যুক্তি-প্রমাণ।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(١٤٢) اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

১৪২. নিশ্চয় মুনাফিকরাই আল্লাহ্‌কে প্রতারিত করতে চায়, বস্তুতঃ তিনিই তাদেরকে প্রতারণার ফল দিয়ে থাকেন এবং যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায়, কেবল লোক দেখানোর জন্যে এবং আল্লাহ্‌কে তারা স্বল্পই স্মরণ করে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আপন প্রতিপালকের সাথে মুনাফিকদের প্রতারণার অর্থ ও স্বরূপ সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন মতামতসহ ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। এ আয়াতের ব্যাখ্যা এই, إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ (মুনাফিকগণ মহান আল্লাহ্র সাথে প্রতারণা করতে চায়) তাদের প্রতারণা এ যে, মুনাফিকীর বদৌলতে নিজেদের জান-মাল রক্ষা করে وَهُوَ خَادِعُهُمْ (আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতারণার জওয়াব দেন) তাদের অন্তরের গোপন সংবাদ ও কুফুরী বিশ্বাস সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণার ফলে তাদের জানমাল নিরাপদ বলে নির্দেশ দেন পর্যায়ক্রমে তাদেরকে পাকড়াও করার জন্য। অবশেষে তারা আখিরাতে তাঁর সম্মুখীন হবে, এরপর তাদের অভ্যন্তরীণ কুফরীর কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন। যেমন ঃ

১০৭২১. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ (মুনাফিকরা মহান আল্লাহ্কে প্রতারিত করতে চায়, আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতারণার জওয়াব দেন) আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদেরকে স্বল্প পরিমাণ নূর ও আলো দিবেন। ঐ নূরের আলোতে তারা মুসলমানগণের সাথে সম্মুখে অগ্রসর হবে, যেমন দুনিয়াতে মুসলমানগণের সাথে ছিল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে ঐ নূর কেড়ে নিবেন, তা নিভিয়ে দিবেন, তারা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকবে। তখন উভয় দলের মাঝে প্রাচীর স্থাপিত হবে।

১০৭২২. ইব্ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত। إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই, আবূ আমির নূ'মান ও অন্যান্য মুনাফিকদেরকে উপলক্ষ্য করে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ -এর অনুরূপ একটি আয়াত সূরা বাকারাতে আছে। আর তা হল يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ (আল্লাহ্ এবং মু'মিনগণকে তারা প্রতারিত করতে চায়, অথচ তারা যে নিজেদেরকে ব্যতীত অন্য কাউকে প্রতারিত করে না, তা তারা বুঝতে পারে না। (সূরা বাকারা ঃ ৯)।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَهُوَ خَادِعُهُمْ (তিনি তাদের প্রতারণার জওয়াব দেন) অর্থ নূর ও জ্যোতি প্রদানের ক্ষেত্রে। মু'মিনগণের সাথে মুনাফিকদেরকে তিনি নূর প্রদান করবেন। নূরের আলোতে অগ্রসর হয়ে প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছলে তাদের নূর ছিনিয়ে নেওয়া হবে, তখন তারা মু'মিনগণকে বলবে اُنْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ (আমাদের জন্যে একটু থাম, তোমাদের নূর থেকে আমরা কিছু গ্রহণ করি। সূরা হাদীদ ঃ ১৩)। وَهُوَ خَادِعُهُمْ বলার স্বরূপ ও তাৎপর্য এই।

১০৭২৩. হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ এ আয়াত তিলাওয়াত করার সময় তিনি বলতেন, মু'মিন ও মুনাফিকের প্রত্যেককে নূর দেওয়া হবে। নূরের আলোয় তারা অগ্রসর হবে। পুলছিরাত পর্যন্ত পৌঁছলে মুনাফিকদের নূর নিভিয়ে দেওয়া হবে। আর মু'মিনগণ তাদের নূর নিয়ে অগ্রসর হতে থাকবে। তখন মু'মিনগণকে ডেকে মুনাফিকরা বলতে থাকবে

اُنْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ .... فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ (তোমরা আমাদের জন্যে একটু থাম, যাতে তোমাদের জ্যোতির কিছু আমরা গ্রহণ করতে পারি। বলা হবে, তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও, ও আলো সন্ধান কর; তারপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে প্রাচীর, যাতে একটি দরজা থাকবে, সেটির অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি! মুনাফিকরা মু'মিনদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবে—"আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? তারা বলবে হাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ। সূরা হাদীদ ঃ ১৩, ১৪)। হযরত হাসান (র.) বলেন, এ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের প্রতারণার উত্তর। وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ (যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায় কেবল লোক দেখানোর জন্যে) আয়াতাংশের অর্থ, এই যে, মু'মিনগণের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা যে সকল কাজ ফরয করেছেন মুনাফিকগণ ঐ সকল কাজ আদায় করে বটে, তবে মহান আল্লাহ্র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নয়। তারাতো পুনরুত্থান, ছাওয়াব ও শাস্তিতে বিশ্বাস করে না। প্রকাশ্য কাজগুলো তারা করে শুধু নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্যে। তারা মু'মিন নয় প্রমাণিত হলে মু'মিনগণ তাদেরকে হত্যা করবে কিংবা ধন সম্পদ নিয়ে যাবে এ আশংকায়। তাই প্রকাশ্যে ফরয সালাত আদায়ে তারা যখন দাঁড়ায়, তখন অলসতা ও শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায়। মু'মিনগণকে দেখানোর জন্যে, যাতে মু'মিনগণ মনে করে যে, তারা মু'মিনগণের দলভুক্ত, অথচ তারা মু'মিনগণের দলভুক্ত নয়। কারণ, সালাতের ফরয হওয়া ও বাধ্যবাধকতা তো তারা বিশ্বাস করে না, তাই সালাতে দাঁড়ায় শৈথিল্যের সাথে, অলসভাবে।

১০৭২৪. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্র শপথ, লোকজন না থাকলে মুনাফিকগণ সালাত আদায় করত না। তারা সালাত আদায় করে শুধু লোক দেখানো লোকদেরকে শুনানোর জন্যে।

১০৭২৫. ইব্ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তারা মুনাফিক, লোক দেখানোর ব্যাপার না হলে তারা সালাত আদায় করত-ই-না।

وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا (এবং আল্লাহ্কে তারা স্বল্পই স্মরণ করে) প্রসংগে যদি কেউ বলেন, মহান আল্লাহ্র যিকর কখনও স্বল্প হতে পারে কি? জওয়াবে বলা হবে যে, আয়াতের অর্থ আপনি যা মনে করেছেন, তা নয়। বরং এর অর্থ, তারা মহান আল্লাহ্র যিক্র করে শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্যে। নিজেদেরকে হত্যা ও বন্দী হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্যে। নিজেদের সম্পদ নিরাপদ রাখার জন্যে। মহান আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে এককভাবে তাঁকে রাব্ব ও প্রভু স্বীকার করে তারা তাঁর যিক্র করে না। এজন্যে তাদের যিক্রকে আল্লাহ্ তা'আলা قَلِيْل (স্বল্প) বলে আখ্যায়িত করেছেন। ঐ যিক্র তো আল্লাহ্কে পাওয়ার জন্যে নয়, তার নৈকট্য অর্জনের জন্যেও নয় এবং মহান আল্লাহ্র নি'মত ও ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যেও নয়। তাই যিক্রকারী ও আমলকারীর আমলের দিক থেকে তা প্রচুর হলেও প্রকৃত পক্ষে তা মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, যা পানির ন্যায় বটে, কিন্তু পানি নয়।

তাফসীরকারগণও আমাদের ন্যায় বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৭২৬. আবূ আল্ আশ্হাব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত হাসান (র.) وَلَايَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلاَّ قَلِيْلاً আয়াতাংশ পাঠ করলেন, তারপর বললেন, এখানে স্বল্প বলা হয়েছে এ জন্যে যে, এ যিক্‌র মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হয় না; বরং অন্য উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে।

১০৭২৭. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। وَلَايَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلاَّ قَلِيْلاً আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, মুনাফিকদের যিক্‌রকে স্বল্প বলা হয়েছে এ জন্যে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তা কবুল করেন না। আল্লাহ্ পাক যেটিকে প্রত্যাখ্যান করেন, তা-তো স্বল্পই। আর আল্লাহ্ তা'আলা যা কবুল করেন, তা প্রচুর।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(١٤٣) مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ۝

১৪৩. দোটানায় দোদুল্যমান; না এদের দিকে, না ওদের দিকে। এবং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি তার জন্যে কখনও কোন পথ পাবেন না।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ পাকের বাণী, مُذَبْذَبِيْنَ -এর অর্থ তারা দোদুল্যমান। اَلتَّذَبْذُبُ শব্দের অর্থ অস্থির ও অস্থিতিশীল। যেমন আরব কবি নাবিগার পংক্তি ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَعْطَاكَ سُوْرَةً
تَرٰى كُلَّ مَلَكٍ دُوْنَهَا يَتَذَبْذَبُ

আপনি কি দেখছেন না আল্লাহ্ আপনাকে একটি সূরা প্রদান করেছেন,
প্রত্যেক ফিরিশতা তার পেছনে লাফালাফি করছে।

আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, মুনাফিকগণ তাদের দীন সম্পর্কে দোদুল্যমানতায় ভুগছে। যথাযথভাবে কোন বিছুকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ফলে সত্যদর্শী হয়ে মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারছে না। আবার পরিপূর্ণ অজ্ঞ থেকে মুশরিকদের দলভূক্ত হতে পারছে না, বরং দিশেহারা হয়ে তারা উভয় দলের মাঝামাঝি অবস্থান করছে। সুতরাং তাদের দৃষ্টান্ত তা-ই, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বর্ণনা করেছেন।

১০৭২৮. হযরত ইব্‌ন 'উমার (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, মুনাফিক দল দু'দল বকরীর মাঝে ছুটাছুটিরত একটি বকরীর ন্যায়, একবার এদলে ভিড়ে আবার ও দলে, স্থির করতে পারে না কোন্ দলে থাকবে।

১০৭২৯. অপর সনদে ইব্‌ন উমার (র.) থেকে বর্ণিত। তবে এটি তাঁরই বাণী হিসেবে বর্ণিত।

১০৭৩০. ইব্‌ন উমার (র.) থেকে অপর সনদে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আমাদের ব্যাখ্যার ন্যায় ব্যাখ্যা করেছেন একদল তাফসীরকার।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৭৩১. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَاۤاِلٰى هٰۤؤُلَاۤءِ وَلَاۤ اِلٰى هٰۤؤُلَاۤءِ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, মুনাফিকরা মুশরিক নয় যে, সরাসরি প্রকাশ্যে শিরক করবে, আবার মু'মিনও নয়।

১০৭৩২. হযরত কাদাতা (র.) থেকে বর্ণিত। مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَاۤاِلٰى هٰۤؤُلَاۤءِ وَلَاۤ اِلٰى هٰۤؤُلَاۤءِ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তারা খালেস মু'মিনও নয়, আবার প্রকাশ্যে শিরক করে এমন মুশরিকও নয়। হযরত কাতাদা (র.) আরও বলেন যে, মু'মিন, মুনাফিক ও কাফির ব্যক্তির একটি দৃষ্টান্ত হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বর্ণনা করতেন বলে আমাদেরকে জানানো হয়েছে। যেমন তিনজনের একটি দল পৌঁছল একটি নদীর তীরে। মু'মিন ব্যক্তি নদীতে নেমে পার হয়ে অপর তীরে গিয়ে উঠল। এরপর মুনাফিক ব্যক্তি নদীতে নামল। সে নদী অতিক্রম করে মু'মিন লোকটির নিকট প্রায় পৌঁছে যাচ্ছিল, তখনই কাফির ব্যক্তি তাকে ডেকে বলল, আমার নিকট ফিরে এসো, আমার নিকট ফিরে এসো, আমি তোমার জন্যে বিপদের আশংকা করছি। অপর তীর থেকে মু'মিন ব্যক্তি তাকে ডেকে বলছিল, আমার দিকে এগিয়ে এসো আমার দিকে এসো। আমার নিকট সুখ-শান্তি আছে। মু'মিনের জন্যে প্রতিশ্রুত সব নে'মতের কথা উল্লেখ করে সে তাকে ডাকছিল। মুনাফিক ব্যক্তি এখন হতভম্ব, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এদিক যাবে, না ওদিক যাবে স্থির করতে পারছে না। অবশেষে পানির স্রোত এসে তাকে ডুবিয়ে দিল। মুনাফিক ব্যক্তি সর্বদা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সন্দেহের মধ্যে থাকে এবং এ অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়।

বর্ণনাকারী আরও বলেন, আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলতেন, মুনাফিক ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হচ্ছে চীৎকাররত একাকী এক বকরীর ন্যায়, অবস্থানরত কোন বকরী পাল দেখে তার নিজের পাল মনে করে তথায় যায়। কিন্তু সে এদেরকে চিনে না। এরপর অন্য স্থানে অন্য পাল দেখে আবার সেদিকে দৌড়ায়, তাদের নিকট গিয়ে ঘ্রাণ নিয়ে দেখে, ওগুলো তার দলের নয়।

১০৭৩৩. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এতদ্বারা মুনাফিকদেরকে বুঝানো হয়েছে।

১০৭৩৪. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সনদে বর্ণিত। مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَاۤاِلٰى هٰۤؤُلَاۤءِ وَلَاۤ اِلٰى هٰۤؤُلَاۤءِ। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এ মুনাফিকগণ না মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবীদের দলভুক্ত, না ওই ইয়াহুদীদের।

১০৭৩৫. ইব্‌ন জুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, তারা খালেসভাবে ঈমান আনয়ন করে না। মু'মিনদের সাথেও নয়, আবার মুশরিকদের সাথেও নয়।

১০৭৩৬. ইব্‌ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত। وَ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا আলোচ্য আয়াত প্রসংগে তিনি বলেন, এসব লোক ইসলাম ও কুফরীর মাঝে দোদুল্যমান, এদের দিকেও নয় ওদের দিকেও নয়। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا (এবং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন আপনি তার জন্যে কোন পথ পাবেন না।) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাকে হিদায়াতের পথ থেকে বিচ্যুত করেন। হিদায়াতের পথ হল ইসলাম। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করেছেন। অতএব এ ইসলাম থেকে আল্লাহ্ পাক যাকে বিচ্যুত করেছেন ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দেন না, = হে মুহাম্মদ (সা.)! তার জন্যে আপনি কোন পথ পাবেন না। যে পথ ধরে সে সত্যের পথে এগুতে পারে। ইসলাম ছাড়া আর এমন কোন পথ নেই; যে সত্য পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবে। আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দেন যে, যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম গ্রহণ করে, তার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। এবং আল্লাহ্ তা'আলা যাকে পথভ্রষ্ট করেন, সে বিভ্রান্ত হয়। আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ তাদের হিদায়াতকারী নেই।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(١٤٤) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝

১৪৪. হে মু'মিনগণ! মু'মিনদের পরিবর্তে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি আল্লাহ্‌কে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতে মু'মিনদের জন্যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তারা যেন মুনাফিকদের চরিত্র অবলম্বন না করে। মুনাফিকরা মু'মিনদেরকে বাদ দিয়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে আল্লাহ্ পাকের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করা নিষেধ। এরপরও কোন মু'মিন যদি মুনাফিকদের মত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তবে তারাও মুনাফিকদের ন্যায় হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (হে ঈমানদারগণ) যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলে বিশ্বাস করেছ, তোমরা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করো না। যে তোমাদের দীনের অনুসারী ও মিল্লাতভুক্ত, তাদেরকে বাদ দিয়ে কি ওদেরকে সাহায্য করবে? তাহলে কিন্তু তোমরা মুনাফিকদের পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। মুনাফিকদের জন্যে জাহান্নাম অনিবার্য। মু'মিনদেরকে বাদ দিয়ে যারা কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দেন যে তারা যদি ঐ বন্ধুত্ব থেকে ফিরে না আসে, ঐ সখ্যতা থেকে বিরত না থাকে তবে তাদেরকে তাদের মুনাফিক বন্ধুর সাথে সংযুক্ত করে দিবেন, যাদের ব্যাপারে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা)-কে নির্দেশ দিয়েছেন।

اَتُرِيْدُوْنَ (তোমরা কি চাও) অর্থাৎ হে লোক সকল! যারা আমাতে এবং আমার রাসূলে ঈমান এনেছ; তারপর মু'মিনগণকে বাদ দিয়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছ, তোমরা কি চাও اَنْ

تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا (আল্লাহ্র জন্যে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে? অর্থাৎ যুক্তি দাঁড় করাতে। কাফিরদেরকে বন্ধু বানিয়ে আল্লাহ্র জন্যে যুক্তি দাঁড় করাতে চাও, এমন যুক্তি যা স্পষ্ট, তার অস্তিত্ব ও তত্ত্ব প্রকাশ করে দেয়। তাহলে মুনাফিকদের জন্যে যে শাস্তি, তোমাদের জন্যেও সে শাস্তি হবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তার শত্রুদের তথা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন, তা অমান্য করে নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র জন্যে যুক্তি দাঁড় করিয়ে আল্লাহ্র রোষানলে পড়োনা। একদল তাফসীকার আমাদের অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৭৩৭. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا............سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, সৃষ্টি জগত তথা বান্দার বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলার যুক্তি আছেই। তবে এ গুলোকে তিনি বান্দার পক্ষ থেকে উযর ও অক্ষমতা রূপে গ্রহণ করেন।

১০৭৩৮. হযরত ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুর'আন মজীদে سُلْطٰنًا শব্দ যেখানেই আছে, সেখানে তার অর্থ যুক্তি প্রমাণ।

১০৭৩৯. মুজাহিদ (র.) বলেন, سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا অর্থ যুক্তি প্রমাণ।

১০৭৪০. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(١٤٥) اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ○

১৪৫. মুনাফিকরা তো জাহান্নামের নিম্ন স্তরে থাকবে এবং তাদের জন্যে তুমি কখনও কোন সহায় পাবে না।

ব্যাখ্যা ঃ

তাফসীরকার 'আল্লামা আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ বাণী দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বুঝিয়েছেন যে, মুনাফিকগণ জাহান্নামের স্তর সমূহের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। জাহান্নামের প্রতিটি স্তর এক একটি دَرْك আর دَرْك শব্দের গঠন রীতিতে একাধিক মত রয়েছে। রা (راء) বর্ণে যবর দিয়ে دَرَكٌ আবার রা (راء) সাকিন যোগে (دَرْكٌ)পড়া যায়। যারা دَرَكٌ পড়েন তারা স্বল্প সংখ্যক বহুবচনে (جمع قلت) اَدْرَاكٌ এবং বহুসংখ্যক বহুবচনে (جمع كثرَ) اَلدُّرُوْك পড়েন। যারা دَرْكٌ পড়েন তারা স্বল্প সংখ্যক বহুবচনে اَدْرَكٌ এবং বহু সংখ্যক বহুবচনে الدُّرُوْكٌ পড়েন। শব্দটির পাঠরীতিতেও একাধিক মত রয়েছে। মদীনা শরীফ ও বসরা নগরীর প্রায় সকল কিরা'আত বিশেষজ্ঞ 'রা' (راء) বর্ণে যবর যোগে فِى الدَّرَك পড়েন। আর কূফার প্রায় সকল বিশেষজ্ঞ এটিকে সাকিন যুক্ত রা (راء) হিসেবে فِى الدَّرْك পড়েন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উভয় পাঠরীতিই ব্যাপক প্রচলিত। দু'টোই সমার্থক বিধায় যেটিই পাঠ করুক তাতে পাঠক সঠিকই পড়বে। ইসলামী সমাজে উভয় পাঠরীতিই ব্যাপক পরিচিত। তবে আমি আরবী ভাষাবিদগণকে দেখেছি, তাঁরা উল্লেখ করেছেন যে, সাকিন যোগে دَرْكٌ পড়ার চেয়ে যবর যোগে دَرَكٌ পাঠ করাই আরব দেশে বেশী প্রচলিত। আরবী বাক্য أَعْطِنِيْ دَرَكًا أَصِلُ بِهِ حَبْلِيْ উদ্ধৃত করে তারা একথা বলেন। বাক্যের অর্থ এই, আমাকে একটি রশি দাও যা আমি আমার রশির সাথে সংযুক্ত করব। কোন ব্যক্তি তার রশি দ্বারা কূপের পানি নাগাল না পেলে একথা বলে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৭৪১. 'আবদুল্লাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নস্তরে থাকবে) আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তারা থাকবে জাহান্নামের মধ্যে লোহার সিন্দুক সমূহে, দরজা থাকবে বন্ধ।

১০৭৪২. 'আবদুল্লাহ্ (র.) থেকে অন্য সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুনাফিকরা থাকবে জাহান্নামের মধ্যে লোহার সিন্দুকসমূহে। তাদের জন্যে সিন্দুকসমূহ থাকবে তালাবদ্ধ।

১০৭৪৩. হযরত আবূ হুরায়রা (র.) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, তারা থাকবে সিন্দুকসমূহের মধ্যে আর সিন্দুকের মুখসমূহ থাকবে সুদৃঢ়ভাবে বন্ধ।

১০৭৪৪. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতের فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ সম্পর্কে তিনি বলেন, فِيْ أَسْفَلِ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ জাহান্নামের নিম্নস্তরে।

১০৭৪৫. ইব্ন জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাছীর (র.) আমাকে বলেছিলেন যে, فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ সম্পর্কে আমরা শুনেছি জাহান্নামে বিভিন্ন স্তর ও মনযিল (ধাপ) আছে।

১০৭৪৬. হযরত 'আবদুল্লাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, মুনাফিকরা থাকবে আগুনের তৈরি সিন্দুকসমূহে, দরজাগুলো তাদের জন্যে বন্ধ করে দেয়া হবে। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! (সা.) আল্লাহ্ তা'আলা যখন এ মুনাফিকদেরকে জাহান্নামের নিম্নস্তরে প্রবেশ করিয়ে দিবেন তখন আপনি তাদের জন্যে কোন সাহায্যকারী পাবেন না; যে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার মুকাবিলায় সাহায্য করবে; তাঁর আযাব থেকে মুক্ত করবে, তাঁর ভীষণ শাস্তি প্রতিরোধ করবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(١٤٦) إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَأَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَأُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَجْرًا عَظِيْمًا ○

১৪৬. কিন্তু যারা তাওবা করে, নিজেদেরকে সংশোধন করে, আল্লাহ্কে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তাদের দীনে একনিষ্ঠ থাকে, তারা হবে মু'মিনদের সাথী। মু'মিনগণকে আল্লাহ্ মহা পুরস্কার দিবেন।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকী থেকে তাওবাকারী লোকদেরকে পূর্ববর্তী বিধান থেকে ব্যতিক্রম ঘোষণা করছেন। যারা মুনাফিকী ও কপটতা ছেড়ে তাওবা করে এবং সংশোধন করে, দীনকে নিষ্ঠার সাথে একক আল্লাহ্র জন্যে ধরে রাখে, অন্যান্য দেব-দেবী ও শরীকের সাথে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে (সা.) সত্য বলে মেনে নেয়, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতিক্রম ঘোষণা করেন আখিরাতে তারা মুনাফিকীতে যারা অবিচল ছিল, তাদের সাথে থাকবে না এবং জাহান্নামে যে মুনাফিকদের আবাস স্থলে তারা প্রবেশ করবে না, বরং তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তারা মু'মিনদের সমান মর্যাদা পাবে এবং বসবাস করবে মু'মিনদের সাথে জান্নাতে। সর্বোপরি তাদের তাওবার বিনিময়ে তাদেরকে বিরাট ও ব্যাপক প্রতিদান প্রদান করবেন বলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا (এবং মু'মিনগণকে আল্লাহ্ মহা পুরস্কার দান করবেন।)

আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতের ব্যাখ্যা এ যে, اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا (যারা তাওবা করেন) অর্থাৎ যে সকল মুনাফিক সত্যের দিকে ফিরে আসে, মুনাফিকী ত্যাগ করে আল্লাহ্র একত্ববাদ ও রাসূলের রিসালাতের স্বীকৃতি দেয়, রাসূল (সা.) তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে যা নিয়ে এসেছেন, তা সত্য বলে মেনে নেয়। وَاَصْلَحُوْا—নিজেদের আমল ও কর্ম-কান্ড সংশোধন করে, তথা আল্লাহ্র নির্দেশগুলো পালন করে, ফরয তথা কর্তব্য কর্মগুলো আদায় করে নিষিদ্ধ কর্ম পরিহার করে এবং অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকে وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ—আল্লাহ্কে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে অর্থাৎ আল্লাহ্র দেয়া যুক্তি ও অঙ্গীকারগুলো মজবুত ভাবে মেনে চলে।

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, اَلْاِعْتِصَامُ শব্দের অর্থ اَلتَّمَسُّكُ (দৃঢ়ভাবে ধারণ করা এবং اَلتَّعَلُّقُ (লেগে থাকা)। সুতরাং وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ অর্থ আল্লাহ্র কিতাবে বর্ণিত আনুগত্য করা ও অবাধ্যতা পরিত্যাগ করা সম্পর্কিত অঙ্গীকার ও চুক্তিগুলো সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করা-মেনে চলা। وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তাদের দীনে একনিষ্ঠ থাকে, অর্থাৎ তাদের আনুগত্য, ইবাদত ও আমলগুলো একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই সম্পাদন করে। লোক দেখানোর জন্যে নয়, দীনে সন্দেহ পোষণ করে না। সৎকর্মশীলদের আল্লাহ্ সৎ প্রতিদান দিবেন। আর অসৎকর্মশীলকে মন্দ প্রতিদান দিবেন এ বিষয়ে সংশয়যুক্ত হয়ে নয় বরং সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে যে, সৎকর্মশীলকে আল্লাহ্ তার কর্মের প্রতিদান দিবেন এবং অসৎ কর্মশীলকে তার অসৎকর্মের জন্য শাস্তি দিবেন। অথবা অনুগ্রহ করে আল্লাহ্ তা'আলা তা ক্ষমা করে দিবেন। এসব কর্মের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করা এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করা। এই হচ্ছে اِخْلَاصُهُمْ لِلّٰهِ دِيْنَهُمْ দীনকে আল্লাহ্র জন্যে একনিষ্ঠ রাখার স্বরূপ।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন فَاُولٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ (তারা মু'মিনদের সাথে থাকবে) অর্থাৎ মুনাফিকী থেকে তাওবাকারী যারা নিজেদের কর্ম সংশোধন করে আল্লাহ্‌কে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে এবং দীনকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র জন্যে নির্ধারিত রাখে, তবে তারা মু'মিনদের সাথে জান্নাতে থাকবে। মুনাফিকীতে অবিচল এবং মুনাফিকীতে মৃত্যুবরণ কারীদের সাথে নয়, যাদেরকে জাহান্নামের নিম্নস্তরে থাকার ভীতিজনক পূর্বাভাষ দিয়েছেন আল্লাহ্ তা'আলা। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا (শীঘ্রই আল্লা্ তা'আলা মু'মিনদেরকে মহা প্রতিদান প্রদান করবেন) অর্থাৎ এ-প্রকারের তাওবাকারী আমল সংশোধনকারী, আল্লাহ্‌কে সুদৃঢ়ভাবে ধারণকারী দীনে আল্লাহ্‌র প্রতি নিষ্ঠাবান এবং ঈমানে অবিচল মু'মিনদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা মহা প্রতিদান প্রদান করবেন। আর সে মহা প্রতিদান হল জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা ও স্তরসমূহ, যেমন মুনাফিকদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের নিম্ন স্তরসমূহ।

আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার জীবনে মু'মিনদেরকে তাদের ঈমানের বিনিময়ে এটা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন। আর মুনাফিকদেরকে তাদের মুনাফিকীর বিনিময়ে এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কুরআন মজীদে এ সকল আলোচনা রয়েছে। হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামানও অনুরূপ বলেছেন।

১০৭৪৭. হযরত হুযায়ফা (র.) বলেন, এক সময় মুনাফিক ছিল এমন এক সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে দাখিল করবেন। আবদুল্লাহ্ (র.) বলেন, কোথায় পেলেন আপনি একথা? এতে হুযায়ফা (র.) ক্ষেপে গেলেন এবং উঠে একদিকে সরে গেলেন। লোকজন চলে যাওয়ার পর হযরত আলকামা (র.) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে ডেকে হযরত হুযায়ফা (র.) বললেন, আমি যা বলেছি তোমাদের এ সাথী আব্দুল্লাহ্ নিজেও তা জানে। তারপর তিলাওয়াত করলেন—

اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(١٤٧) مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ○

১৪৭. যদি তোমরা আল্লাহ্ পাকের নিকট কৃতজ্ঞ হও এবং তাঁর প্রতি পুর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর তবে তোমাদের শাস্তিতে আল্লাহ্ পাকের কি লাভ? এবং আল্লাহ্ পাক পুরস্কার দাতা ও মহাজ্ঞানী।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন مَايَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, হে মুনাফিক! যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট তাওবা কর, সত্যের প্রতি ফিরে যাও, আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে যা ওয়াজিব করেছেন, বাধ্যতামূলক করেছেন তা পালনে ব্রতী হও; অনন্তর তাওহীদ ও একত্ববাদের প্রতি ফিরে এসে আল্লাহ্‌কে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর তোমাদের

কর্মসমূহকে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পাদন করে এবং লোক দেখানোর প্রবণতা পরিহার করে তোমরা যদি তোমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে আল্লাহ্র দেয়া নে'মতের শোকার কর। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং তার রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন কর, তাকে সত্য বলে গ্রহণ কর, তার আনীত বিষয়গুলো মেনে নাও এবং বাস্তবায়ন কর, তবে তোমাদেরকে জাহান্নামের নিম্নস্তরে দেয়ার আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই। তোমরা যদি আল্লাহ্র আনুগত্যের দিকে ফিরে আস, তাঁর নির্দেশ পালনে ব্রতী হও, এবং তার নিষিদ্ধ কর্ম বর্জন কর তবে তোমাদেরকে আযাব দিবেন কেন? তোমাদেরকে শাস্তি দানে তো তাঁর নিজস্ব কোন লাভ নেই এবং এতদ্বারা তিনি তাঁর কোন ক্ষতি প্রতিরোধ করেন না। যাকে তিনি শাস্তি দেন তা ঐ ব্যক্তির ধৃষ্টতার কারণে। আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধের বিরোধিতা ও তাঁর নে'মতের অকৃতজ্ঞতারই সাজা। তোমরা যদি তার নে'মতের শোকার কর, তাঁর আদেশ নিষেধ পালন কর, তবে তোমাদের শাস্তি দেয়ায় আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই। বরং তিনি তোমাদের আনুগত্য ও শোকরের প্রতিদান দিবেন। এমন প্রতিদান দিবেন, যা তোমরা কল্পনাও করতে পার না। আশাও করতে পার না।

وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا (আল্লাহ্ পুরস্কার দাতা) তোমাদের জন্যে এবং অন্যান্য সকল আনুগত্যশীল বান্দার জন্যে প্রচুর সাওয়াব, প্রতিদান ও বিরাট বিনিময় দিয়ে তিনি পুরস্কৃত করেন। عَلِيْمًا (সর্বজ্ঞ) হে মুনাফিকগণ! তোমরা এবং অন্যান্যরা যত ভাল ও মন্দ কাজ কর, সৎ ও অসৎ কাজ কর, তার সবই আল্লাহ্ তা'আলা জানেন। সবই আল্লাহ্ তা'আলা সংরক্ষণ করছেন, সবই তাঁর আয়ত্বাধীন। অবশেষে কিয়ামত দিবসে তিনি তোমাদেরকে এর প্রতিদান দিবেন। সৎকর্মশীল ব্যক্তিকে তার সৎকর্মের এবং অসৎকর্মশীল ব্যক্তিতে তার মন্দ কর্মের বিনিময় দিবেন।

১০৭৪৮. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা শাস্তি দিবেন না কোন শোকর আদায়কারী কৃতজ্ঞ বান্দাকে, না কোন ঈমানদার বান্দাকে।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(١٤٨) لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ○

১৪৮.মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না; তবে যার উপর জুলুম করা হয়েছে তার কথা স্বতন্ত্র; এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের পাঠ প্রক্রিয়া কারীদের মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন শহরের অধিকাংশ কারীগণ ظُلِمَ শব্দের ظاء অক্ষরকে পেশ-এর সাথে পড়ে থাকেন। কিন্তু কোন কোন কারী ظَلَمَ শব্দের ظاء অক্ষরকে যবরের সাথে পড়ে থাকেন। যাঁরা পেশ পড়েন, তাঁরা আবার এর ব্যাখ্যায় মত পার্থক্য ব্যক্ত করেছেন।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, এ আয়াতের মর্মার্থ হল, আমাদের একের প্রতি অন্যের বদ দু'আর প্রকাশ আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না। তাঁদের মতে এ হল, اَلْجَهْرُ بِالسُّوْءِ। তথা মন্দ কথার প্রকাশের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যার প্রতি যুলুম করা হয়েছে তার কথা স্বতন্ত্র। সে যালিমের প্রতি বদদু'আ করতে পারবে। তার বদদু'আ করা আল্লাহ্‌র নিকট অপছন্দনীয় নয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা মযলুম ব্যক্তির জন্য যালিমের প্রতি বদদু'আ করার অনুমতি দিয়েছেন। প্রমাণ স্বরূপ তারা নিম্নের বর্ণনাসমূহ উল্লেখ করেন।

১০৭৪৯. ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لايُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ -আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, একের জন্য অন্যের প্রতি বদ দু'আ করাকে আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না। কিন্তু মযলুম ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র। যালিমের প্রতি বদ দু'আ করার ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক তাকে অনুমতি দিয়েছেন। আর তা হল, আল্লাহ্‌র বাণী— اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ। অবশ্য নির্যাতিত হওয়ার পর সে যদি ধৈর্য ধারণ করে তবে এটা তার জন্য কল্যাণকর।

১০৭৫০. ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لاَيُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ। -এর ব্যাখ্যায় বলেন, মযলুম ব্যক্তির পক্ষ হতে মন্দ কথার প্রচার না করাকে আল্লাহ্ তা'আলা অপছন্দ করেন না।

১০৭৫১. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন; মযলুম ব্যক্তির বদ দু'আ তোমরা শুনতে পাও; এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মা'যূর মনে করেন এবং তাকে অনুমতি প্রদান করেছেন।

১০৭৫২. হাসান (র.) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির প্রতি যুলুম করে তবে মযলুম ব্যক্তি যালিমের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করবে না; বরং এ দু'আ করবে; اللهم اعنى عليه؛ اللهم استخرج لى حقى؛ اللهم حل بينه و بين ما يريد অর্থাৎ হে আল্লাহ্, তার বিরুদ্ধে আপনি আমাকে সহায়তা করুন, হে আল্লাহ্! তার কবল হতে আপনি আমার হক অবমুক্ত করুন, হে আল্লাহ্! তার সত্বা ও তার ইচ্ছার মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দিন।

مَنْ অক্ষরটি ইব্‌ন' আব্বাস (র.)-এর মতে رَفْع-এর স্থানে পতিত হয়েছে। কেননা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এখানে মন্দ কথার প্রচারণার মানে হল বদদু'আ করা; এবং মযলুম ব্যক্তির বিষয়টি এ হুকুম থেকে স্বতন্ত্র। এ হিসাবে আয়াতের অর্থ হল; لاَ يُحِبُّ اللّٰهُ اَنْ يُجْهَرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ الْمَظْلُوْمُ فَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ فِى الْجَهْرِ بِهِ। অর্থাৎ মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না। তবে মযলূম ব্যক্তির বিষয়টি এ হুকুম থেকে স্বতন্ত্র। সে যদি তৎকৃত যুলুমের কথা প্রকাশ করে তবে তাতে কোন দোষ নেই। এখানে اَلْمَظْلُوْمُ এর স্থলাভিষিক্ত مَنْ শব্দটিও مَرْفُوْعٌ – مَحَلاًّ হবে।

আরবী ভাষায় বুৎপত্তি সম্পন্ন পন্ডিত ব্যক্তিগণ এ মতটিকে ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁদের মতে اَنْ يُجْهَرَ-এর ভিত্তিতে مَنْ অক্ষরে رَفْع দেয়া জায়িয নেই। কেননা এ শব্দটি اَنْ অক্ষরের

صله হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। حَرْفُ نَفِيْ-র সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং مَنْ অক্ষরকে -এর উপর عطف করা জায়েয নেই। এ হল মারাত্মক ভুল। যেমন لا يعجبنى ان يقوم الا زيد

ইব্ন 'আব্বাস (র.)-এর বর্ণনা মতে مَنْ শব্দটিকে نَصَب পড়াও জায়িয। সে হিসাবে لَا يُحِبُّ اللّٰهُ اَنْ يُجْهَرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ একটি পূর্ণবাক্য। এবং اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ -এর মাঝে مَنْ অক্ষরটিকে ব্যত্যয় করা হয়েছে পূর্ববর্তী ক্রিয়া থেকে। যদিও اِسْتِثْنَاء করার জন্য পূর্বে কোন কিছু উল্লেখ নেই। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ اِلاَّ مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ (সূরা গাশিয়া; ২২-২৩ নং আয়াত) আর যেমন প্রবাদ বাক্য রয়েছে, انى لأكره الخصومة و المراء اللهم الا رجلا يريد الله بذالك -এখানে এমন কোন اسم নেই যার থেকে رجلا শব্দটিকে ব্যত্যয় করা যেতে পারে।

হযরত হাসান (র.)-এর মতানুযায়ী مَنْ অক্ষরটি পূর্ববর্তী كَلاَم -এর অর্থ হতে مُسْتَثْنٰى হওয়ার ভিত্তিতে مَنْصُوْب হয়েছে اِسْم থেকে নয়। যেমন আমি ইব্ন আব্বাস (র.) -এর কথার ব্যাখ্যায় এ সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করেছি। এবং যেমন আরবীতে প্রবাদবাক্য রয়েছে—

كان الامر كذا و كذا اللهم الا ان فلاناجزاه الله خيراً فعل كذا و كذا

অপরাপর মুফাস্সিরগণের মতে আয়াতের অর্থ হল, মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না। তবে যার উপর যুলুম করা হয়েছে, সে তার ভোগান্তির কথা বলতে পারবে। প্রমাণ স্বরূপ নিম্নের বর্ণনা সমূহ তাঁরা উল্লেখ করেন।

১০৭৫৩. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেউ যদি কোরো নিকট মেহমান হিসাবে উপস্থিত হয় এবং যদি মেহমানের যথাযথভাবে আপ্যায়ন না করে তবে অতিথি ব্যক্তি তার নিকট হতে বেরিয়ে বলতে পারবে যে, সে ভালভাবে আমায় আপ্যায়ন করেনি এবং আমার সাথে সুন্দর আচরণ করেনি।

১০৭৫৪. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন—তবে যার উপর যুলুম করা হয়েছে, তার বিষয়টি স্বতন্ত্র। সে অন্যকে এ সম্পর্কে জানাতে পারবে।

১০৭৫৫. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لاَيُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে মেহ্মানের আপ্যায়ন না করে তার সওয়ারী বাড়ী থেকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে; সে তার বন্ধুর নিকট এ মন্দ আচরণের কথা প্রকাশ করতে পারবে।

অন্যান্য মুফাস্সিরগণের মতে এ আয়াতের মানে হল কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তির নিকট অতিথি হয় এবং সে তার আপ্যায়ন না করে তবে এতে সে যদি কষ্ট পায় তাহলে মেহমান ব্যক্তি একথা বলে দিতে পারবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৭৫৬. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিবিধান করে, সে অত্যাচারীর মন্দ কথা প্রকাশ করতে পারবে।

১০৭৫৭. ইব্ন আবূ নাজীহ্ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১০৭৫৮. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لاَيُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, কোন ব্যক্তি যদি অপর কারো নিকট অভ্যাগত হয় এবং মেজবান যদি তার যথাযথ আপ্যায়ন না করে তবে এ কথা প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ্ তাকে অনুমতি দিয়েছেন।

১০৭৫৯. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لاَيُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতটি যিয়াফত এবং আপ্যায়ন সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি কোন কওমের নিকট এসে মেহমান হয় এবং তারা তার আপ্যায়ন না করে তবে তাদের সম্পর্কে কিছু বলার জন্য আল্লাহ্ তাকে অনুমতি দিয়েছেন।

১০৭৬০. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لاَيُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, কেউ যদি কারো মেহমান হয় এবং সে যদি হক আদায় করে তার মেহমানদারী না করে, অতঃপর উক্ত মেহমান তার নিকট থেকে বের হয়ে লোকদের নিকট বলে, আমি অমুকের মেহমান হয়েছি; কিন্তু সে হক আদায় করে আমার মেহমানদারী করেনি। এটাই হল মন্দ কথার প্রচারণা। অবশ্য যার যথাযথভাবে আপ্যায়ন করা হয়নি, তার কথা স্বতন্ত্র।

১০৭৬১. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি নির্যাতিত হয়ে এর প্রতিবিধান করে তবে সে মন্দ কথার প্রচারণা করতে পারবে। মুজাহিদ (র.) বলেন, আয়াতটি ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে, যে নির্জন মরুভূমিতে অপর এক ব্যক্তির অতিথি হয়েছে; কিন্তু মেজবান তার আপ্যায়ন করেনি। তখন নাযিল হয় إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ। অর্থাৎ এরূপ অবস্থা হলে মেহমান ব্যক্তি লোকদের নিকট একথা বলতে পারবে যে, সে আমার আপ্যায়ন করেনি। এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু বলতে পারবে না। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারদের মতে আয়াতের মর্ম হল—কিন্তু কেউ মযলূম হয়ে যদি যালিম থেকে এর প্রতিবিধান করতে চায় তবে এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অনুমতি দিয়েছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৭৬২. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لاَيُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ -আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, সৃষ্টি জগতের কেউ মন্দ কথার প্রচারণা করুক, তা আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না। কিন্তু কেউ যদি নির্যাতিত হয়ে অনুরূপভাবে এর প্রতিবিধান করতে চায় তবে তাতে তার কোন গুনাহ্ হবে না।

Contents

হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) ব্যতীত অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণের মতামতের ভিত্তিতে একথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, مَنْ অক্ষরটি مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ হওয়ার ভিত্তিতে مَنْصُوْب হয়েছে। কেননা আরবদের অবস্থা হল, তারা إِسْتِثْنَاء مُنْقَطِع -এর পর مُسْتَثْنٰى -এর মাঝে نَصَب দিয়ে থাকেন।

হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.)-এর মত ব্যতীত অন্যান্য মুফাসসিরগণের মতানুসারে আয়াতের মর্মার্থ হল, মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না। কিন্তু যার উপর যুল্‌ম করা হয়েছে, সে তৎপ্রতি যুল্‌মের কথা অন্যের নিকট বর্ণনা করতে পারবে এবং যালিমের থেকে এর প্রতিশোধ নেয়া সম্পর্কিত কথাও সে বলতে পারবে।

কোন কোন কিরা'আত বিশেষজ্ঞ ظَلَمَ শব্দের طاء অক্ষরে যবর পড়েন আর তাঁরা এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না; অবশ্য যদি কেউ যুলুম করে তবে তার কথা প্রকাশ করাতে কোন দোষ নেই।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৭৬৩. ইব্‌ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উবাই (র.) পাঠ করতেন لَايُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ الاَّ مَنْ ظَلَمَ। -ইব্‌ন যায়দ (র.) -এর ব্যাখ্যায় বলেন, কিন্তু কারো পক্ষ হতে যদি মুনাফিকী প্রকাশ পায় তবে তার এ মন্দ আচরণের প্রচারণা করা যাবে যতক্ষণ না সে এর থেকে ফিরে আসে। রাবী বলেন, এ আল্লাহ্‌র বাণী وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ (তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকোনা, মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ।) الْاِيْمَانِ (ঈমানের পর) وَ مَنْ لَّمْ يَتُبْ (যারা এর থেকে বিরত না হয়), فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ। তারাই যালিম (হুজুরাত-১১নং)-এর মতই।

১০৭৬৪. ইব্‌ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لَايُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ الاَّ مَنْ ظَلَمَ -এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিম্নের আয়াতটি পাঠ করলেন, اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا الاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُلٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ط وَ سَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا -(মুনাফিকরা তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে এবং তাদের জন্য তুমি কখনো কোন সহায় পাবে না। কিন্তু যারা তওবা করে; নিজেদেরকে সংশোধন করে, আল্লাহ্ পাককে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং আল্লাহ্‌র পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাদের দীনে একনিষ্ঠ থাকে, তারা মু'মিনদের সঙ্গে থাকবে এবং মু'মিনদেরকে আল্লাহ্ পাক মহা পুরস্কার দিবেন–সূরা নিসা ঃ ১৪৫-১৪৬)। এ আয়াত দু'টো তিলাওয়াত করার পর আরো পাঠ করলেন, مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَ اٰمَنْتُمْ وَ كَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا لَايُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ الاَّ مَنْ ظَلَمَ (তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও বিশ্বাস কর তবে তোমাদের শাস্তিতে আল্লাহ্‌র কি কাজ? আল্লাহ্ পাক পুরস্কারদাতা

সর্বজ্ঞ। মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না; কিন্তু যার উপর জুলুম করা হয়েছে, তার কথা স্বতন্ত্র)। অর্থাৎ তওবা করার পর কাউকে একথা বলা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না যে, তুমি কি মুনাফিকী করনি? অমুক অমুক জুলুম এবং কর্মের কারণে তুমি কি মুনাফিক নও? কিন্তু কেউ যদি মুনাফিকী করার ব্যাপারে অভ্যস্ত হয় তবে তা প্রকাশ করা যাবে। হযরত উবাই (র.) বলতেন, এরূপ ব্যক্তির মুনাফেকী কর্ম প্রকাশ করে দেয়া বৈধ এবং আয়াতাংশটিকে তিনি اِلاَّ مَنْ ظَلَمَ পড়তেন। তাদের এ ব্যাখ্যা মতে مَنْ শব্দটি اَلْجَهْرَ এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ভিত্তিতে مَنْصُوْب - مَحَلاًّ হবে। এ হিসাবে এ আয়াতের ব্যাখ্যা হল, কোন মুনাফিক ব্যক্তির মন্দ কর্মের প্রচারণা করা কারো জন্য আল্লাহ্ পাক পছন্দ করেন না। কিন্তু তাদের কেউ জুলুম করলে এবং নিফাকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে তার এ মন্দ কর্মের প্রচারণায় কোন দোষ নেই।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এতদোভয় কি'রাতের মাঝে اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ-তথা ظَاء অক্ষরে পেশসহ পড়াই উত্তম। কেননা এ কিরা'আতের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে স্বীকৃত কারী ও মুফাস্সিরগণ সকলেই একমত। আর যারা اِلاَّ مَنْ ظَلَمَ তথা ظَاء অক্ষরকে যবরের সাথে পড়েন, তাদের কিরা'আত হল সাধারণ পাঠ প্রক্রিয়ার ব্যতিক্রম।

ظَاء অক্ষরকে যবর সহকারে পাঠ করার পন্থাই যেহেতু বিশুদ্ধ; তাই এর বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা হল হে লোক সকল! তোমাদের কেউ কারো ব্যাপারে মন্দ কথা প্রচার করুক, আল্লাহ্ তা'আলা তা পছন্দ করেন না। তবে যার উপর জুলুম করা হয়েছে তার কথা স্বতন্ত্র। সে তৎপ্রতি কৃত জুলুমের কথা বর্ণনা করতে পারবে। এতে কোন গুনাহ্ নেই।

উপরোক্ত আয়াতের অর্থ যেহেতু এ-ই; তাই এ অর্থের মাঝে অভ্যাগত ব্যক্তির প্রতি অনাদর প্রদর্শনকারীর খবর, দূর্ব্যবহারকারীর খবর এবং যার জান ও মালের ব্যাপারে জুলুম করা হয়েছে, তার খবরও এর মধ্যে শামিল আছে। অনুরূপভাবে নির্যাতিত হওয়ার পর জালিমের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রাপ্ত হওয়ার জন্য আল্লাহ্র দরবারে বদ দু'আ করা সবই এর মধ্যে দাখিল আছে। কেননা জালিমের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করার মাঝে শ্রোতার নিকট জালিমের মন্দ ও দুষ্ট হওয়ার কথাও প্রকাশিত হয়ে যায়।

এতে একথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, مَنْ অক্ষরটি نَصَبَ -এর স্থানে পতিত হয়েছে। কেননা এ পূর্ববর্তী শব্দ হতে اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِعْ হয়েছে। এর পূর্বে এমন কোন اِسْم নেই, যার থেকে مَنْ কে مُسْتَثْنَى مُتَّصِل সাব্যস্ত করা যায়। বস্তুতঃ এ আয়াতটি لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِر اِلاَّ مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও; তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও কুফ্রী করলে সে কথা স্বতন্ত্র। সূরা গাশিয়া-২২-২৩ নং আয়াত)-এর অনুরূপই। অর্থাৎ তোমরা যার মন্দ কথা প্রচার করছ এবং তোমাদের আওয়াজ ও তোমাদের কথাবার্তা সব কিছুই আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম রূপে শোনেন। وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا অর্থাৎ তোমাদের মন্দ কথা যা তোমরা গোপন রাখ এবং শ্রোতাদের নিকট যে কথা তোমরা প্রকাশ করনা, সব কিছু সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞাত আছেন। এক কথায় তোমাদের সব

কর্ম আল্লাহ্ তা'আলা পৃথকভাবে শুমার করে রাখেন। তাই তিনি তোমাদের মন্দ কর্মের মন্দ এবং ভাল কর্মের ভাল প্রতিদান প্রদান করবেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(١٤٩) اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ○

১৪৯. তোমরা সৎকর্ম প্রকাশ্যে করলে অথবা গোপনে করলে অথবা দোষ ক্ষমা করলে, আল্লাহ্ও দোষ মোচনকারী, সর্বশক্তিমান।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন; اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا -এর মর্মার্থ হল, হে লোক সকল! যারা তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং অনুগ্রহ প্রদর্শন করে, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার লক্ষ্যে তোমরা যদি তাদের প্রতি উত্তম আচরণ কর এবং অনুগ্রহ প্রদর্শন কর। اَوْ تُخْفُوْهُ — অথবা তোমরা যদি তা প্রকাশ না কর, গোপন রাখ। اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْءٍ - অথবা কেউ তোমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করার পর তোমরা তাকে ক্ষমা করলে অর্থাৎ তার মন্দ কথার প্রচারণা না করলে। অথচ-এ কথা প্রকাশ করার জন্য আমি তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছিলাম। فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বদাই তাঁর সৃষ্টির প্রতি ক্ষমাশীল। যারা তাঁর না'ফরমানী করে এবং তাঁর হুকুমের প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করে, তাদেরকেও তিনি প্রতিনিয়ত ক্ষমা করেন। قَدِيْرًا অর্থাৎ অবাধ্য লোকদের থেকে প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক সর্বদা শক্তিমান।

মোদ্দা কথা হল, মানুষের নাফরমানীর জন্য তাদেরকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি ক্ষমাশীল। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র নাফরমানী ও তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করার পর তোমাদেরকে শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি যেমনিভাবে তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তেমনিভাবে হে লোক সকল! কেউ যদি তোমাদের প্রতি জুলুম করে এবং মন্দ ব্যবহার করে তবে তাদের প্রতি মন্দ ব্যবহার করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তোমরা তাদের-কে ক্ষমা করে দাও।

اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْءٍ فَاِنَّ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যায়দ ইব্ন আসলাম (র.) لَايُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ এর যে ব্যাখ্যা পেশ করেছেন, তা ঠিক নয়। তার ব্যাখ্যা হল মুনাফিকদের মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না; তবে যে তার মুনাফিকীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তার এ মন্দ স্বভাবের কথা লোকদের নিকট প্রকাশ করাতে কোন দোষ নেই। যায়দ ইব্ন আসলাম (র.)-এর ব্যাখ্যা ঠিক না হওয়ার কারণ হল, উক্ত আয়াতের পর اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْءٍ আয়াত রয়েছে। এতে ক্ষমা করার কথা বর্ণিত আছে। অথচ মুনাফিকদের নিফাককে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার নির্দেশ কখনো আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে দেবেন না; এবং প্রকাশ্যে

মুনাফিকীতে লিপ্ত লোকদেরকে 'মুনাফিক' বলে ডাকতেও আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বারণ করবেন না। কাজেই তাদেরকে ক্ষমা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কেননা অন্যের পক্ষ হতে যার প্রতি কোন হক রয়েছে, তা উপেক্ষা করাকে শরীয়তে ক্ষমা বলা হয়। আর মুনাফিককে মুনাফিক বলে ডাকা কারো কোন হকের কারণে নয়; হলে তা ক্ষমা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া যেত। বরং এ হল তার নাম। কাজেই যার নাম যা, ঐ নাম ধরে ডাকা হতে কাউকে অব্যাহতি প্রদান করার হুকুম আদৌ বোধগম্য নয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(١٥٠) اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝

(١٥١) اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝

১৫০-১৫১. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করে এবং মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমানের ব্যাপারে তারতম্য করতে চায়-এবং বলে আমরা কতককে বিশ্বাস করি এবং কতককে প্রত্যাখ্যান করি এবং তারা এতদোভয়ের মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে এরাই কাফির এবং কাফিরদের জন্য অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ -(যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করে) এর দ্বারা ইয়াহূদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। وَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ মানে, যারা মহান আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রতি ওহীসহ প্রেরিত রাসূলগণ-কে মিথ্যা আরোপ করে এবং এ কথা মনে করে যে, তারা মহান আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপ করেছে। মহান আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমানের ব্যাপারে তারতম্য করার মানেও এই যে, তারা নবীগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং অহেতুক তাদের প্রতি অপবাদের ধারণা পোষণ করে। وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ -(এবং তারা বলে আমরা একে বিশ্বাস করি এবং একে বিশ্বাস করিনা), যেমন ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের লোকেরা হযরত ঈসা (আ.)- এবং আখিরী নবী মুহাম্মদ (সা.) সহ সমস্ত নবীগণকে বিশ্বাস করে নিয়েছে এবং যেমন খৃস্টান লোকেরা মুহাম্মদ (সা.)-কে অস্বীকার করেছে এবং ঈসা (আ.)সহ পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের প্রতি নিজেদের আস্থা ব্যক্ত করেছে। وَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً -অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমানের ব্যাপারে তারতম্য সৃষ্টিকারী লোকেরা যারা কতককে বিশ্বাস করে এবং কতককে প্রত্যাখ্যান করে, তারা এতদোভয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করতে চায়। তারা বলে, আমরা কতেক নবীকে বিশ্বাস করি এবং

কতেক নবীকে অবিশ্বাস করি। سَبِيْلاً গুমরাহীর পথ, যা তারা আবিষ্কার করেছে এবং বিদ'আতের রাস্তা; যা তারা উদ্ভাবন করেছে, যার দিকে মূর্খ লোকেরা লোকদেরকে আহ্বান করছে। তারপর আল্লাহ্ পাক গুমরাহী ও কুফ্রী সম্পর্কে তার বান্দাদেরকে সতর্ক করার জন্য ইরশাদ করেন, أُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا।—হে লোক সকল! যাদের গুণাগুণ সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করেছি, এরাই হল কাফির (আমাকে অস্বীকারকারী দল) প্রকৃতপক্ষে তারাই আমার শাস্তির উপযোগী এবং জাহান্নামে স্থায়ী হবে। কাজেই, তোমরা এ সম্পর্কে নিশ্চিত ইয়াকীন কর। মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার কারণে এবং কিতাব ও রাসূলগণের প্রতি স্বীকৃতি দানের দাবী করার কারণে তোমরা তাদের বিষয়ে সন্দেহে পতিত হয়ো না। কেননা, তাদের দাবী মিথ্যা। কারণ, কিতাব ও রাসূলে বিশ্বাসী লোকেরা কিতাবের সমুদয় বিষয়েই বিশ্বাসী এবং বিশ্বাসী রাসূলের আনীত সমস্ত আদর্শেও। আর যারা কতেক নবীকে বিশ্বাস করে এবং কতেক নবীকে অবিশ্বাস করে, তারা যার আনীত আদর্শের প্রতি মিথ্যা আরোপ করল, তারা তাঁর নবুয়্যাতকেও অস্বীকার করল। কেউ যদি কোন নবীর নবুয়্যাতকে অস্বীকার করে, তবে সে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। এ সমস্ত লোক যারা কোন কোন নবীর নবুয়্যাতকে অস্বীকার করে এবং বলে আমরা কতেক নবীকে বিশ্বাস করি; পক্ষান্তরে তারা তাদের দাবী অনুসারে সত্য নবীগণের প্রতিও অবিশ্বাসী। কেননা তারা আল্লাহ্র পক্ষ হতে আগত বাণী সমূহের কতেককে মিথ্যা জ্ঞান করেছে। যেহেতু তারা মহান আল্লাহ এবং কিছু রাসূল গণের প্রতি বিশ্বাসী এবং কিছু রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী। সেহেতু, এক কথায় সকলের প্রতিই অবিশ্বাসী। তাই, তোমরা তাদের এ রদবদল এবং বিদ'আত হতে বেঁচে থাক। কেননা, তাদের জন্য আমি অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا —হে লোকসকল, যারা উপরোল্লিখিত ব্যক্তিদের ন্যায় মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণকে অবিশ্বাস করবে; চাই তারা কিতাবী হোক বা অন্য ধরনের কাফির হোক, তাদের সকলের জন্যই প্রস্তুত করে রেখেছি আমি আখিরাতে অবমাননাকর শাস্তি। অর্থাৎ আখিরাতে স্থায়ী শাস্তির মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করবেন।

আয়াতের যে ব্যাখ্যা আমি উপরে উল্লেখ করেছি, মুফাসসিরগণও এর অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। প্রমাণ স্বরূপ তারা নিম্নের বর্ণনা সমুহ উল্লেখ করেন।

১০৭৬৫. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً – أُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ইয়াহুদী এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায় হল আল্লাহর শত্রু। ইয়াহুদী সম্প্রদায় তাওরাত এবং মূসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে; এবং ইঞ্জীল ও হযরত ঈসা (আ)-কে অস্বীকার করেছে। পক্ষান্তরে খ্রিস্টান লোকেরা ইঞ্জীল কিতাব এবং হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে এবং কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে অস্বীকার করেছে। এতে এ কথাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ইয়াহুদী এবং খ্রিস্টান লোকেরা দ্বীনের ব্যাপারে এমন বিদ'আত আবিষ্কার করেছে, যা আল্লাহ

তা'আলার পক্ষ হতে আগত দীন নয়। বরং তারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আগত দীন ইসলামকে উপেক্ষা করেছে, অস্বীকার করেছে। অথচ এ দীন নিয়েই নবীগণ পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন।

১০৭৬৬. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা বলত, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল নন। ইয়াহুদী লোকেরা বলত; ঈসা (আ)-আল্লাহর রাসূল নন। এমনি করে তারা আল্লাহ পাকের উপর ঈমান এবং রাসূলগণের উপর ঈমানের ব্যাপারে তারতম্য সৃষ্টি করল এবং বলল, আমরা কতেককে বিশ্বাস করি এবং কতেককে প্রত্যাখ্যান করি। যারা কতেক-কে বিশ্বাস করে এবং কতেক-কে প্রত্যাখ্যান করে, তারাই হল প্রকৃতভাবে অবিশ্বাসী।

১০৭৬৭. ইব্‌ন জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ .... بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এরা হল ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়। ইয়াহুদী লোকেরা 'উযায়র (আ)-এর উপর ঈমান এনেছে এবং প্রত্যাখ্যান করেছে হযরত ঈসা (আ)-কে। আর খ্রিষ্টান লোকেরা ঈমান আনয়ন করেছে হযরত ঈসা (আ)-এর উপর এবং প্রত্যাখ্যান করেছে হযরত উযায়র (আ)-কে। বস্তুত: তারা কতেক নবীকে বিশ্বাস করে এবং কতেক নবীকে অবিশ্বাস করে। তারা এতদোভয়ের মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ করতে চায়। অর্থাৎ তারা এরূপ কোন দীনের অনুসরণ করে চলতে চায়।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী—

(١٥٢) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

১৫২. এবং যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং রাসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করেনা, আল্লাহ পাক অচিরেই দান করবেন তাদের কর্মফল। আর আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের মর্ম হল, যারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করেছে, সমস্ত নবীদের নবুয়্যাতের উপর ঈমান এনেছে দীন ও শরীঅত যা তাঁরা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নিয়ে এসেছেন তাতে ঈমান এনেছে, রাসূলগণকে বিশ্বাস করেছে, তাদের একের সাথে অপরের পার্থক্য বিধান করেনি এবং তাদের কতককে বিশ্বাস এবং কতককে অবিশ্বাস করেনি, বরং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে যে সত্য তাদের কাছে এসেছে, তার প্রতি পূর্ণ স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। (اُولٰٓئِكَ)

তাদেরকেই অর্থাৎ আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী যে সব মু'মিনদের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদেরকেই سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ তিনি প্রদান করবেন। أُجُوْرَهُمْ -তাদের প্রতিদান অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদ; তাঁর দীন ও শরী'আত এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আগত আদর্শের ব্যাপারে রাসূলদেরকে বিশ্বাস করার কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিদান ও সাওয়াব দান করবেন। وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল। অর্থাৎ তার সৃষ্টির মাঝে যারা পূর্বে গুনাহে লিপ্ত হয়েছে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, ক্ষমা প্রদর্শন করতঃ তাদের গুনাহ্ সমূহকে আবৃত করে রাখবেন এবং তাদেরকে শাস্তি দেবেন না। কেননা, গুনাহ্গার মানুষের প্রতি তিনি সর্বদা ক্ষমাশীল। رَحِيْمًا এবং সর্বদা পরম দয়ালু। অর্থাৎ গুনাহ্গার লোকদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করতঃ এবং তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি হতে মুক্তি লাভের তাওফীক প্রদান করতঃ তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনে আল্লাহ্ সর্বদাই তাদের প্রতি পরম দয়ালু।

মহান আল্লাহর বাণী—

(١٥٣) يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ○

১৫৩. (হে রাসূল!) আপনার নিকট আহলে কিতাবগণ এই দাবী করে যেন আপনি আসমান থেকে কোন কিতাব আনয়ন করুন। প্রকৃতপক্ষে এরা মূসার নিকট এর চেয়েও বড় জিনিসের দাবী করেছিল এবং বলেছিল—আমাদেরকে পরিষ্কারভাবে আল্লাহ তা'আলাকে দেখিয়ে দাও। তাদের পাপের পরিণামেই তাদের উপর বজ্রাঘাত হয়। অনন্তর তাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ উপস্থিত হওয়ার পরও তারা গো-বৎসকে গ্রহণ করেছিল। আমি তাও ক্ষমা করে দিলাম এবং মূসাকে স্পষ্ট ক্ষমতা প্রদান করলাম।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, يَسْـَٔلُكَ হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনাকে আহলে কিতাব বা তাওরাতপ্রাপ্ত ইয়াহুদী সম্প্রদায় বলে, তাদের জন্য আসমান হতে কিতাব অবতীর্ণ করা হোক। তাফসীরকারগণ اَلْكِتَابِ -এর ব্যাখ্যায় একাধিক মত ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ ইয়াহুদী সম্প্রদায় মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট আসমান হতে কিতাব অবতীর্ণ করার দাবী করেছিল, এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুফাস্সিরদের একাধিক মত রয়েছে।

কোন কোন মুফাস্সির বলেন, মূসা (আ) যেমন বনী ইসরাঈলের নিকট তাওরাত কিতাব আল্লাহর পক্ষ হতে লিখিত আকারে নিয়ে এসেছিলেন, অনুরূপভাবে আসমান হতে লিখিত কিতাব তাদের প্রতি অবতরণের জন্য তারাও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট দাবী জানিয়েছিল।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৭৬৮. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি يَسْـئَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًامِّنَ السَّمَاءِ -এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, ইয়াহূদীরা বলল, সত্যিই যদি আপনি আল্লাহর রাসূল হন তবে আমাদের জন্য আসমান থেকে লিখিত কোন কিতাব নিয়ে আসুন। যেমন এনেছিলেন মূসা (আ)।

১০৭৬৯. মুহাম্মদ ইবন কা'ব আল্ কুরাযী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কতিপয় ইয়াহূদী ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর নিকট এসে বলল, মূসা (আ) আল্লাহর নিকট থেকে তাওরাত লিখা ফলক এনেছেন। সুতরাং আপনিও আমাদের জন্য আসমান হতে লিখিত ফলক নিয়ে আসুন। তাহলেই আমরা আপনাকে বিশ্বাস করব এবং আপনার প্রতি ঈমান আনব। তখন আল্লাহ্ তা'আলা يَسْـئَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًامِّنَ السَّمَاءِ .... بُهْتَانًا عَظِيْمًا। পর্যন্ত আয়াত ক'টি নাযিল করলেন।

অন্য মুফাস্সিরগণ বলেন, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট বিশেষ ধরনের কিতাব নাযিলের জন্য দরখাস্ত করেছিল।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৭৭০. কাতাদা (র.)-থেকে বর্ণিত। তিনি يَسْـئَلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَاءِ -এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তারা বিশেষ ধরনের কিতাব আসমান থেকে নাযিল করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট দরখাস্ত করেছিল। এরপর তিনি পাঠ করলেন, فَقَدْ سَأَلُوْا مُوْسٰى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً —তারা মূসা (আ)-এর নিকট এ অপেক্ষাও বড় দাবী করেছিল।

অপরাপর তাফসীরকারগণ বলেন, তারা তাদের কতিপয় বিশেষ ব্যক্তিবর্গের প্রতি এমন কিতাব নাযিলের জন্য দরখাস্ত করেছিল, যাতে রাসূল (সা.)-কে বিশ্বাস করা এবং তার অনুসরণ করার নির্দেশ থাকবে। তারা প্রমাণ স্বরূপ নিম্নের বর্ণনাটি পেশ করেন।

১০৭৭১. ইব্ন জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি يَسْـئَلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَاءِ -এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, ইয়াহূদী এবং খ্রিষ্টান লোকেরা নবী (সা.)-এর নিকট এসে বলল, আপনি আমাদেরকে যে বিষয়ের প্রতি আহবান করছেন, এ বিষয়ে আমরা আপনার অনুসরণ করবনা, যতক্ষণ না আপনি আমাদের অমুকের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে কোন কিতাব নিয়ে আসবেন; যাতে লিখা থাকবে যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন—

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتٰبِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوْا مُوْسٰى أَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْا أَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত ব্যাখ্যা সমূহের মাঝে বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা হল এই যে, তাওরাত প্রাপ্ত কিতাবী লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে বলল, তাঁর প্রতিপালক যেন তাদের প্রতি আসমান থেকে কোন কিতাব অবতীর্ণ করেন। অর্থাৎ এমন আয়াত, যার উদাহরণ পেশ করতে সমস্ত মানুষ অক্ষম হয়ে যাবে; যার মাঝে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সত্যায়ন করার ব্যাপারে সাক্ষ্য থাকবে এবং যাতে নির্দেশ থাকবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে অনুসরণ করার ব্যাপারে। এখানে এ কথারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, তারা রাসূল (সা.)-এর নিকট এ মর্মে দরখাস্ত করেছিল যে, তাদের সকলের প্রতি আল্লাহর পক্ষ হতে যেন লিখিত কোন কিতাব অবতীর্ণ হয়। এও সম্ভাবনা রয়েছে যে, তারা তাদের বিশেষ কতিপয় ব্যক্তিবর্গের-প্রতি কিতাব নাযিল করার জন্য দরখাস্ত করেছিল। বরং বাহ্যিক আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা রাসূল (সা.)-এর নিকট তাদের সকলের প্রতি একটি কিতাব অবতীর্ণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। কেননা উক্ত আয়াতে يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتٰبِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَاءِ। -আল্লাহ্ পাক أَلْكِتٰبُ শব্দ নাযিল করেছেন। অর্থাৎ এক বচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। كُتُبًا তথা বহুবচন ব্যবহার করেননি।

فَقَدْ سَأَلُوْا مُوْسٰى أَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ -এর ব্যাখ্যা ঃ এ আয়াতের মাঝে আল্লাহ্ পাক ঐ সমস্ত লোকদেরকে বিশেষভাবে ধমক দিয়েছেন, যারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আসমান হতে কিতাব নাযিল করার জন্য দরখাস্ত করেছে; এবং এ মর্মে নবী করীম (সা.)-কেও সতর্ক করে দিয়েছেন যে, হে মুহাম্মদ (স.)! তাদের এ চাওয়াকে আপনি কোন বড় ধরনের বিষয় বলে মনে করবেন না। কেননা এ তাদের আল্লাহ্ সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং আল্লাহ্ কর্তৃক ধৈর্য ধারণের কারণে তার প্রতি তাদের দুঃসাহসিকতা এবং প্রতারণার শামিল। তারা যে কিতাব নাযিলের জন্য আবেদন করছে, এ কিতাব যদি তাদের প্রতি নাযিল করাও হতো তার পরও তারা আল্লাহর হুকুমের নাফরমানী করতো। যেমনি বিরুদ্ধাচরণ করেছিল বজ্রাঘাতে নিহত হওয়ার পর জীবিত হয়ে তাদের পূর্ব পুরুষরা। অর্থাৎ তারা গোবৎসের পূজায় আত্ম নিয়োগ করল এবং খালিক মালিক মহাপরাক্রমশালী আল্লাহকে বর্জন করে তারা গোবৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করল। অথচ আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন তাদেরকে তার মহান কুদরত প্রদর্শন করেছিলেন। কেননা তারা তাদের পূর্বসূরীদেরকে লংঘন ও উপেক্ষা করতে পারবেনা।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা فَقَدْ سَأَلُوْا مُوْسٰى أَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ বলে তাদের ও মূসা (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন, ইয়াহুদীদের পূর্বপুরুষরাও আসমান থেকে তাদের প্রতি কিতাব নাযিল করার দাবীর চেয়ে বড় দাবী করেছিল হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি। তারা বলেছিল, "আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহ্কে দেখাও" যেন আমরা তাকে দেখতে পারি এবং প্রত্যক্ষ করতে পারি।

جَهْرَةً -এর যে অর্থ আমি বর্ণনা করেছি, তা বর্ণনা ও যৌক্তির দ্বারা প্রমাণিত। পূর্বে এ সম্পর্কে আমি বিশদ আলোচনা করেছি। এখানে তা পুনরুল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে جَهْرَةً শব্দের ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। যেমন–

১০৭৭২. ইব্‌ন 'আব্বাস (র.)-এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যখন তারা তাঁকে দেখল, তখন তারা তাকেই দেখল। বস্তুতঃ তারা أَرِنَا اللّٰهَ "আমাদেরকে আল্লাহ দেখাও" কথাটি প্রকাশ্যে বলেছিল। উত্তরে তিনি বললেন, তিনি অগ্রে পশ্চাতে সর্বত্রই আছেন। অর্থাৎ ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) বলতে চাচ্ছেন যে, মূসা (সা.)-এর প্রতি তারা যে দাবী জানিয়েছিল, তা ছিল প্রকাশ্য।

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ -এর ব্যাখ্যা হল, তারা বজ্রাহত হয়ে মারা গিয়েছিল। بِظُلْمِهِمْ তাদের নিজেদের প্রতি যুলুমের কারণে। তাদের নিজেদের প্রতি যুলুম করার মানে হল, প্রকাশ্যে তাদের প্রতিপালক কে দেখার জন্য মূসা (আ)-এর নিকট দাবী করা। কেননা এটা মূসা (আ)-এর নিকট তাদের দাবী করার বিষয় ছিলনা। الصَّاعِقَةُ। পূর্বে এর অর্থ সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারদের মতানৈক্য এবং মতামত সমূহের মাঝে বিশুদ্ধতম মত কোন্‌টি, প্রমাণ সহ আলোচিত হয়েছে।

ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ অর্থাৎ বজ্রাহত হয়ে মারা যাওয়ার পর তাদের যখন পুনরায় জীবিত করা হয় তখন তারা গোবৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে। اَلْعِجْلَ -অর্থাৎ সামিরী জিব্‌রাঈল (আ)-এর পদ চিহ্ন হতে এক মুষ্টি ধূলো নিয়ে যে গোবৎসের মাঝে নিক্ষেপ করেছিল, তারা একে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছিল আল্লাহ্ তা'আলাকে বাদ দিয়ে।

কেন তারা গোবৎসকে ইলাহরূপে গ্রহণ করল, কেমন করে সামিরী তাদেরকে এ হুকুম দিয়েছিল এবং কেমন করে তা হল, ইত্যাকার বিষয়াদি সম্পর্কে আমি পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, যা আমাদের জন্য যথেষ্ট। এখানে এ সম্বন্ধে পুনঃ আলোচনার প্রয়োজন নেই। مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ যারা মূসা (আ.)-এর নিকট দাবী জানিয়েছিল তাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে স্পষ্ট প্রমাণ ও দলীল প্রকাশ হওয়ার পরও। কেননা তারা প্রকাশ্যে প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্ পাককে দেখেছিল। اَلْبَيِّنَات -এর অর্থ হল এমন নির্দেশাবলী, যা এ কথা বর্ণনা করে যে, পার্থিব জগতে তারা তাদের জীবদ্দশায় আল্লাহ তা'আলাকে কখনও প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পারবেনা এবং এ কথা এভাবে প্রকাশিত হল যে, তারা যখন তাদের প্রতিপালককে প্রকাশ্যে দেখার দাবী জানাল তখন তাদেরকে বজ্রাহত করে মৃত্যু প্রদান করা হয় এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা হয়। এতদ্ভিন্ন যতসব নিদর্শন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দেখিয়েছেন, সবগুলো একথাই প্রমাণ করে। পার্থিব জগতে স্বচক্ষে আল্লাহ তা'আলাকে দেখা সম্ভব নয়—এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়ার পরও তারা যেহেতু গোবৎসকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে এবং এর উপাস্য হওয়ার প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করতঃ তার ইবাদতে লিপ্ত হয়েছে, অথচ তারা তাকে প্রকাশ্যে দেখতে পাচ্ছে এবং সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারছে; তাই আল্লাহ্ পাক উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে তাদের এ কর্মের সমালোচনা করছেন এবং স্বীয় বান্দাদের প্রতি তাদের অর্বাচীনতা ও জ্ঞানের দৈন্যতার কথা তুলে

ধরেছেন। فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ অর্থাৎ এ পার্থিব জগতে স্বচক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখা সম্ভব নয়— এ কথা প্রকাশিত হবার পরও যারা গোবৎসের উপাসনায় লিপ্ত হয়েছে এবং একে ইলাহরূপে স্বীকৃতি প্রদান করেছে, ঐ সমস্ত পূজারীদেরকে আমি তাদের তওবার কারণে অর্থাৎ আমার নির্দেশে তাদের পরস্পর একে অন্যকে হত্যা করা এবং এ হুকুমের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করার ভিত্তিতে তাওবা কবুল করার কারণে আমি তাদের এ-ও ক্ষমা করেছিলাম। وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا —এবং আমি মূসাকে এমন স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করেছিলাম যা তার সত্যতা এবং নবুয়্যাতের হাকীকত প্রকাশ করবে এ প্রমাণটিই হল ঐ স্পষ্ট নিদর্শন, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দান করেছেন।

মহান আল্লাহর বাণী—

(١٥٤) وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِي السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ○

১৫৪. এবং আমি তাদের নিকট অঙ্গীকার গ্রহণের জন্য তাদের উপর তূর পাহাড়কে তুলে ধরেছি এবং তাদের প্রতি এই আদেশ দিয়েছি যে, তোমরা সাজদারত অবস্থায় দ্বারদেশে প্রবেশ করবে এবং তাদেরকে এই আদেশও দিয়েছি যেন শনিবার সম্পর্কে সীমা লংঘন না করে এবং আমি তাদের নিকট থেকে অত্যন্ত কঠিন ও দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.)-এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ —আমি 'তূর' পর্বতকে তাদের ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছিলাম। এ ঘটনাটি ঘটেছিল যখন তারা তাওরাতের বিধান মুতাবিক আমল করতে অস্বীকার করল এবং অস্বীকার করল মূসা (আ)-এর আনীত আদর্শকে গ্রহণ করতে। بِمِيْثَاقِهِمْ "অবশ্যই আমরা আওরাতের বিধান মুতাবিক আমল করব"—বলে পূর্বে তারা যে অঙ্গীকার প্রদান করেছিল, এর কারণে। وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا —আমি তাদেরকে বললাম, নত শিরে তোমরা হিত্তাহ্ দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর। তাদেরকে নত শিরে প্রবেশ করতে বলা হলে তারা প্রবেশ করল নিতম্ব হেঁচড়িয়ে। وَقُلْنَا لَهُمْ لَاتَعْدُوْا فِى السَّبْتِ —আমি তাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা শনিবার দিন সীমালংঘন করনা অর্থাৎ আমি তোমাদের জন্য যা হালাল করেছি, তা ছেড়ে তোমরা হারামে লিপ্ত হয়োনা। যেমন বর্ণিত আছে—

১০৭৭৩. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি – وَقُلْنَا لَهُمْ لَاتَعْدُوْا فِى السَّبْتِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ হল বায়তুল মুকাদ্দাসের কোন একটি দরজা।

وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِى السَّبْتِ —তাদের আল্লাহ্ তা'আলা শনিবার দিন মাছ খেতে ও মাছ ধরতে নিষেধ করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত সব কিছুই তাদের জন্য হালাল ছিল। বাক্যটির পাঠ প্রক্রিয়ার মাঝে কিরা'আত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ কারীগণ আয়াতাংশটিকে لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ অর্থাৎ عَيْن -এ سَاكِن -এর সাথে পড়ে থাকেন। যেমন বলা হয়, عدوت فى الامر —কেউ যখন হকের সীমা ডিঙ্গিয়ে যায়, তখন এ বাক্যটি প্রয়োগ করা হয়। এর ক্রিয়ামূল হল عَدَاءً ও عُدُوًّا، اعُدُ، عُدوانًا

মদীনাবাসী কোন কোন কিরা'আত বিশেষজ্ঞ বাক্যটিকে وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُّوا অর্থাৎ عين এ সাকিন এবং لام -এ তাশদীদ সহপাঠ করেছেন। এতে দুই সাকিন একত্রিত হয়ে যাচ্ছে। এর অর্থ হল, تَعْتَدُوا — এখানে تاء অক্ষরটি دال অক্ষরের মধ্যে ادغام বা সন্ধি হয়েছে। তাই دال অক্ষরটি তাশদীদ বিশিষ্ট ও مَضْمُوْم হয়েছে। এ বাক্যটি কোন কোন কারীর কিরা'আত أَمْ مَنْ لَا يَهِدِّي (সূরা ইউনুস–৩৫) এ ها -এ جَزْم-এর সাথে পঠিত আয়াতাংশের মতই। وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا আমি তাদের থেকে এ মর্মে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম যে, আল্লাহ্ তাদেরকে যেরূপ নির্দেশ দিবেন, সে মুতাবিক তারা আমল করবে এবং যে কাজ থেকে বারণ করবে, তারা তা থেকে বিরত থাকবে। যার উল্লেখ এ আয়াত এবং তাওরাতে বিদ্যমান আছে।

কেন তাদেরকে ঐ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করার হুকুম দেয়া হয়েছিল, আসল ঘটনা কি? শনিবার কি হয়েছিল, এবং তাদের সীমালংঘন কি ছিল ? ইত্যাকার বিষয়াদি সম্পর্কে পূর্বে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি, এখানে তা পুনঃ আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই।

মহান আল্লাহর বাণী—

(١٥٥) فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّ قَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

১৫৫. এবং তারা লা'নতগ্রস্ত হয়েছিল তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য, আল্লাহর আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য, নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য এবং 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত' তাদের এ উক্তির জন্য; বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ্ তা মোহর করে দিয়েছেন। সুতরাং তাদের অল্প সংখ্যক লোকই বিশ্বাস করে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, যে সব কিতাবীদের গুণাবলীর কথা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কারণে। অর্থাৎ তাওরাতের বিধান মুতাবিক 'আমল করার যে প্রতিশ্রুতি তারা প্রদান করেছিল, তা ভঙ্গ করার কারণে, وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ -এবং অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করার কারণে, আল্লাহর নিদর্শন ও ঐ সমস্ত প্রমাণাদি, যার মাধ্যমে তিনি তার নবী রাসূলগণের সত্যতা এবং তারা আল্লাহর পক্ষ হতে যে আদর্শ নিয়ে এসেছেন, এর হাকীকতের বিশুদ্ধতার উপর প্রমাণ পেশ করেছিলেন। وَقَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ —নবীদের নবুয়্যাতের ব্যাপার প্রমাণিত হওয়ার পরও তাদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার কারণে, بِغَيْرِ حَقٍّ অর্থাৎ কবীরা গুনাহ বা কোন

অপরাধ করে—হত্যার উপযোগী না হওয়া সত্ত্বেও। وَقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ —আর তাদের এ উক্তি করার কারণে যে, তুমি আমাদেরকে যে দিকে আহবান করছ, এ বিষয়ে আমাদের হৃদয়ের উপর আবরণ রয়েছে। ফলে তুমি যা বলছ, আমরা তা বুঝতে ও অনুধাবন করতে পারছিনা।

اَلْغُلْفُ -এর অর্থ বর্ণনার আলোকে পূর্বে আমি পেশ করেছি।

بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ -এর মর্মার্থ হল, "আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত"—বলে তারা যে উক্তি করেছিল। আল্লাহ বলেন, তাদের এ উক্তি মিথ্যা, বানোয়াট। প্রকৃত পক্ষে তাদের হৃদয় আচ্ছাদিত ছিলনা এবং তাদের হৃদয়ের উপর কোন আবরণও ছিলনা। বরং আল্লাহকে অস্বীকার করার কারণে আল্লাহ্ তাদের হৃদয়ের উপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

"হৃদয়ে মোহর লাগিয়ে দেয়ার" অর্থ কি? এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

فَلاَ يُؤْمِنُوْنَ اِلاَّ قَلِيْلاً —যাদের গুণাগুণের কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে, তাদের হৃদয়ে যেহেতু মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে; তাই তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলগণের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে আগত আদর্শের খুব কম বিষয়ের প্রতি-ই ঈমান আনয়ন করে।

قَلِيْلاً —কম হওয়ার কারণ এই যে, আল্লাহ তাদেরকে যে সব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন, এর সবগুলোর প্রতি তারা ঈমান আনেনি। বরং তারা কতেক নবী এবং কতেক কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছে এবং কতেককে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই তারা যার উপর ঈমান এনেছে, তা খুবই সামান্য। কেননা তারা এক হিসাবে ঈমানদার এবং অন্য হিসাবে বে-ঈমান। এতে নবী এবং নবীগণের আনীত আদর্শ সব কিছুকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হচ্ছে অবশেষে। অথচ রাসূলগণের পরস্পর একে অপরকে সমর্থন করেন এবং একে অন্যের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করেন। এ সমর্থনের ব্যাপারে প্রত্যেক নবী তার উম্মতকে নির্দেশও দিয়েছেন অকুণ্ঠচিত্তে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত কিতাব সমূহও পরস্পর পরস্পরের স্বীকৃতি প্রদান করে ও সমর্থন করে। সুতরাং কতেক কিতাব ও নবীকে অস্বীকার সমস্ত কিতাব এবং সমস্ত নবীদেরকে অস্বীকার করার নামান্তর। এ কারণে যে, সে যে কিতাবের বিশুদ্ধতা স্বীকার করে, ঐ কিতাবকে আবার অস্বীকারও করে। তাই তারা যে জিনিষের উপর ঈমান এনেছে, এর সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমি যা বলেছি, ব্যাখ্যাকারগণও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৭৭৪. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য আমি তাদের প্রতি লা'নত করেছি এবং "আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত তাই আমরা আপনার কথা বুঝতে পারছিনা"—তাদের এ উক্তির জন্যও আমি তাদের প্রতি লা'নত করেছি। بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ —বরং তাদের কুফ্রীর কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের হৃদয়ে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন এবং এ অপরাধ কর্মের কারণে আল্লাহ্ তাদের প্রতি অভিশম্পাৎ করেছেন।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুসাফ্সিরদের একাধিক মত রয়েছে। কারও মতে এ শব্দটি পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে সম্পর্কিত। কারও মতে পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

যারা বলেন, এ শব্দটি পূর্ববর্তী বাক্য থেকে বিচ্ছিন্ন, তাদের মতে এর অর্থ হল, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য, আল্লাহর আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য; নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য এবং "আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত"—তাদের এ উক্তির জন্য, এক কথায় তাদের এ কুফরী কর্মের কারণে আল্লাহ্ তাদের হৃদয়ে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৭৭৫. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। فَلاَ يُؤْمِنُوْنَ اِلاَّ قَلِيْلاً —এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তারা আল্লাহর হুকুমকে উপেক্ষা করলে, রাসূলগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে, আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করলে এবং তাদের থেকে যে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল, তা ভঙ্গ করলে—এক কথায় তাদের এ কুফ্রী কর্মের কারণে আল্লাহ্ তাদের হৃদয়ে মোহর লাগিয়ে দেন এবং তাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেন।

যারা বলেন, এ শব্দটি পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে সম্পর্কিত, তাদের মতানুযায়ী এর অর্থ হল, তাদের যুলুমের কারণে বজ্র তাদেরকে গ্রাস করল এবং তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, আল্লাহর আয়াতকে উপেক্ষা করা, নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা ইত্যাদি কারণে বজ্র তাদেরকে গ্রাস করেছিল। তাদের মতে এক বাক্য অপর বাক্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং দ্বিতীয় আয়াতটি প্রথমোক্ত আয়াতেরই ব্যাখ্যা। এ হিসাবে ظُلْمِهِمْ অর্থাৎ তাদের জুলুমের কথা বলে পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত বিষয়াদিকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাদের যুলুম তথা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, নবীগণকে হত্যা করা ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সব কিছুই হল তাদের নিজেদের প্রতি যুলুম করার অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ ও এর পরবর্তী আয়াতাংশের সাথে পূর্ববর্তী বাক্যের কোন সম্পর্ক নেই— এ কথা বলাই যথার্থ। এ হিসাবে আয়াতের অর্থ হল, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, আল্লাহর আয়াতকে উপেক্ষা করা ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে আমি তাদের প্রতি লা'নত বর্ষণ করেছি এবং তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছি। এখানে لَعَنَّاهُمْ শব্দটি উহ্য রাখা হয়েছে যেহেতু بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ -এর উপর دلالت করে তাই। কেননা যার হৃদয়ে মোহর লাগানো হয়েছে সে অবশ্যই অভিশপ্ত এবং ক্রোধানলে পতিত হয়েছে। পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাটি বিশুদ্ধ ও যথাযথ হওয়ার কারণ হল এই যে, বজ্রাহত লোকদের এ ঘটনা হযরত মূসা (আ)-এর সময়কালে সংগঠিত হয়েছে। আর যারা নবীদেরকে হত্যা করেছে এবং মারয়াম (আ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে ও বলেছে—আমরা ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি তাদের এ সব ঘটনা মূসা (আ)-এর বহুকাল পর সংগঠিত হয়। যারা মারয়াম (আ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে, তারা মূসা (আ)-এর যুগ পায়নি এবং পায়নি ঐ সমস্ত লোকদের যমানাও, যারা বজ্রাহত হয়েছিল। এতে একথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যারা বজ্রাহত হয়েছিল তারা মারয়াম (আ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করার শাস্তি হিসাবে বজ্রাহত হয়নি এবং "আমরা মারয়াম তনয় ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি"—এ উক্তির কারণে বজ্রাহত হয়নি। সুতরাং যারা এ অশোভন উক্তি করেছে, তারা বজ্রাহত হয়নি। তাই এতে এ কথা বুঝা যায় যে, فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ এবং بِظُلْمِهِمْ এর মাঝে اِتِّصَال নয় বরং اِنْفِصَال রয়েছে। অর্থাৎ এতদোভয় আয়াত হল পৃথক পৃথক বিষয় সম্বলিত দুই আয়াত।

মহান আল্লাহর বাণী—

(١٥٦) وَّ بِكُفْرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ۝

১৫৬. আর তারা লা'নতগ্রস্ত হয়েছিল তাদের কুফ্রীর কারণে ও মারয়ামের বিরুদ্ধে গুরুতর অপবাদের জন্য।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, পূর্বে যাদের গুণাগুণের কথা বলা হয়েছে, তাদের কুফ্রীর কারণে وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا —এবং মারয়ামের বিরুদ্ধে তাদের অপবাদ আরোপ করা এবং ব্যভিচারের দোষ দেয়ার কারণে তারা লা'নতগ্রস্ত হয়েছিল। এটাই হল গুরুতর অপবাদ। এ বিষয়টি অপবাদ হওয়ার কারণ হল এই যে, তারা মারয়াম (আ)-কে যে দোষে দোষী সাব্যস্ত করেছিল, এ ব্যাপারে তাদের নিকট কোন দলীল-প্রমাণ ছিলনা। বরং তারা অমূলক ভাবে তার প্রতি এ অপবাদ আরোপ করেছিল।

আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি যা বলেছি, তাফসীর কারগণও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৭৭৬. ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা মারয়াম (আ)-এর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করেছিল।

১০৭৭৭. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা মারয়াম (আ)-এর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছিল।

১০৭৭৮. জুওয়াবির (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তারা বলেছিল, মারয়াম ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(١٥٧) وَّ قَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَ لٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۝

১৫৭. আর "আমরা আল্লাহ্র রাসূল মারইয়াম তনয় 'ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি"— তাদের এ উক্তির জন্য। অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং ক্রুশবিদ্ধও করেনি; কিন্তু তাদের এরূপ বিভ্রম

হয়েছিল। যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল, তারা নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল; এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। এ কথা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, “আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল মারয়াম তনয় 'ঈসা মসীহ-কে হত্যা করেছি”—তাদের এ উক্তির জন্যও তারা লা'নতগ্রস্ত হয়েছিল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ উক্তিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে বলেন, وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ -তারা 'ঈসা (আ.)-কে হত্যাও করেনি এবং ক্রুশবিদ্ধও করেনি; কিন্তু তাদের এরূপ বিভ্রম হয়েছিল। 'ঈসা (আ.)-এর বিষয়ে ইয়াহূদীদের বিভ্রম কিরূপে হয়েছিল, এ ব্যাপারে ব্যাখ্যাকারীগণের মাঝে একাধিক মত রয়েছে।

কেউ বলেন, ইয়াহূদীরা যখন 'ঈসা (আ.) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে অবরোধ করল, তখন তারা নির্দিষ্টভাবে 'ঈসা (আ.)-কে চিনতে পারছিলনা। কেননা তাদের সকলকে 'ঈসা (আ.)-এর সদৃশ বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। ফলে হত্যাকামী লোকেরা ঈসা (আঃ)-কে সনাক্ত করতে গিয়ে বিভ্রম হয়ে যায়। এ সময় ঈসা (আ.)-এর সহচরদের জনৈক ব্যক্তি গৃহ হতে বের হলে তাকেই তারা 'ঈসা মনে করে হত্যা করে বসে। প্রমাণ স্বরূপ তারা নিম্নের বর্ণনাটি উল্লেখ করেন।

১০৭৭৯. ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত 'ঈসা-(আ.)-তাঁর সতের জন্য হাওয়ারী-সহচরসহ একটি ঘরে প্রবেশ করলে ইয়াহুদীগণ তাদেরকে ঘিরে ফেলল। তারপর যাহুদীরা তাদের নিকট পৌঁছলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সকল শিষ্যকে তাঁর সম আকৃতিবিশিষ্ট করে দেন। তখন ইয়াহুদীরা বলেন, তোমরা আমাদের উপর যাদু করেছ। হয় 'ঈসাকে বের করে আমাদের হাতে অর্পণ করবে, না হয় আমরা তোমাদের সকলকে হত্যা করব। 'ঈসা (আ.) তাঁর সহচরদেরকে বললেন, আজ তোমাদের মধ্য হতে কে জান্নাতের পরিবর্তে নিজেকে বিক্রয় করতে প্রস্তুত রয়েছো? তখন তাঁর জনৈক সহচর বললেন, আমি প্রস্তুত আছি—এ বলে তিনি ইয়াহুদীদের নিকট এসে বললেন, আমিই প্রকৃত ঈসা! আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বেই তাকে 'ঈসা' (আ.)-এর আকৃতিবিশিষ্ট করে দিয়েছিলেন। তারা তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করল এবং ক্রুশবিদ্ধ করল। এ কারণেই তাদের বিভ্রম হয়েছিল। ফলে তারা মনে করল যে, তারা 'ঈসা (আ.)-কে হত্যা করেছে। খৃস্টানরাও অনুরূপ ধারণা করল এবং ভাবল যে, ইয়াহূদীদের হাতে নিহত ব্যক্তি হযরত 'ঈসা (আ.)- অথচ সেদিনই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আকাশে তুলে নেন।

ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (র.) থেকে এর বিপরীত বক্তব্যও বর্ণিত, তা নিম্নরূপ ঃ

১০৭৮০. তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন হযরত ঈসা (আ.)-কে এ কথা জানিয়ে দিলেন যে, তাকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে, তখন তিনি মৃত্যু ভয়ে অস্থির হয়ে পড়লেন। তাঁর নিকট এ সংবাদ দুঃসহ বোধ হল। তিনি তার সহচর হাওয়ারীদের-কে ভোজের দাওয়াত দিলেন এবং তাদের জন্য খাদ্য তৈরি করলেন। তারপর তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, আজ রাতে তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হবে। তোমাদের সাথে আমার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। তাঁরা রাত্রে তাঁর নিকট সমবেত হলে তিনি নিজ হাতে

খাদ্য পরিবেশন করে তাদেরকে নৈশভোজ করালেন। খানা শেষে তিনি তাদের হাত নিজ হাতে ধোয়ালেন এবং নিজের বস্ত্র দিয়ে তাদের হাত মুছে দিলেন। এ কাজ তাদের কাছে অস্বস্তিকর মনে হল। এ দেখে তিনি বললেন, শোন! আজ রাতে কেউ আমার কাজে বাধা প্রদান করলে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না। একথা শুনে শিষ্যগণ তাকে বাধা প্রদান করা হতে বিরত থাকলেন। শিষ্য ও সহচরদের সেবা শেষ করে তিনি বললেন, আজ রাতে আমি নিজে তোমাদের খাদ্য পরিবেশন করে এবং তোমাদের হাত ধৌত করে দিয়ে যে খিদমত আঞ্জাম দিয়েছি, তা যেন তোমাদের জন্য আদর্শ হয়ে থাকে। তোমরা আমাকে তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি বলে বিবেচনা করে থাকো। তাই তোমাদের কেউ যেন অপরের নিকট শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভ প্রকাশ না করে। বরং তোমাদের একজন অপরজনের সেবায় নিজেকে যেনো তদ্রূপ বিলিয়ে দেয়, যেমন বিলিয়ে দিয়েছি আজ আমি নিজেকে তোমাদের সেবায়।

এখন শোন আমার প্রয়োজনের কথা, যে ব্যাপারে আমি তোমাদের থেকে সহযোগিতা নিতে চাচ্ছি। তা হল এই যে, তোমরা খুব কাকুতি মিনতি করে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করবে, যেন তিনি আমার মৃত্যুকে বিলম্বিত করে দেন। শিষ্যগণ কাতর প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত হলে নিদ্রা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ফলে তারা আর প্রার্থনা করতে পারল না। তারপর 'ঈসা (আ.) তাদেরকে জাগাতে জাগাতে বললেন; সুবাহান্নালাহ্‌! তোমরা আমার সাহায্যের জন্য একটি রাত্রও ধৈর্য ধারণ করতে পারলেনা? তারা বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের কি হয়েছে, আমরা তা বুঝতে পারছিনা। আমাদের রাত্রি জাগরণ করার অভ্যাস রয়েছে। আমরা রাত্রি জাগরণ অনেকেই করে থাকি। আজ যেনো কেন জেগে থাকতে পারছিনা। আমাদের মধ্যেও আপনার জন্য দু'আ করার মধ্যে অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। ইচ্ছা থাকা সত্বেও আমরা দু'আ করতে পারছিনা। তখন 'ঈসা (আ.) বললেন, রাখাল চলে যাবে আর ছাগল পাল ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। এমনিভাবে তিনি আরো কথা বললেন। এর দ্বারা তিনি নিজের প্রস্থানের প্রতি ইঙ্গিত করছিলেন।

অতঃপর তিনি বললেন, শোন! আমি সত্যকথা বলছি। আজ ভোরে মোরগ ডাকার পূর্বে তোমাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি তিনবার আমার সাথে তার সম্পর্ককে অস্বীকার করবে। আর তোমাদের থেকে এক ব্যক্তি স্বল্প কয়েক দিরহামের বিনিময়ে আমাকে বিক্রয় করে আমার বিক্রয়মূল্য ভক্ষণ করবে। একথা শুনে তার সহচরবৃন্দ তথা থেকে বের হয়ে বিভিন্ন দিক চলে গেল। এদিকে ইয়াহুদীরা তাঁকে খোঁজাখুঁজি করছিল। পরে তারা 'শামর্ডন' নামক জনৈক হাওয়ারীকে গ্রেফতার করে বলল, সে তার সহচরদের একজন। কিন্তু সে তা অস্বীকার করল এবং বলল, আমি তার শিষ্য নই। এতে য়াহুদীরা তাকে ছেড়ে দিল। তারপর অন্য একদল তাকে ধরল। এবারও সে অনুরূপ ভাবে অস্বীকার করল। এরপর 'শামর্ডন' মোরগের ডাক শুনল এবং চিন্তান্বিত হয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। প্রভাতে জনৈক হাওয়ারী যাহুদীদের নিকট এসে বলল, আমি 'ঈসা মসীহ-এর সন্ধান দিতে পারলে তোমরা আমাকে কি পুরস্কার দিবে? তারা তাকে ত্রিশ দিরহাম প্রদান করল। সে এ দিরহামগুলো গ্রহণ করতঃ তাদেরকে 'ঈসা (আ.)-এর সন্ধান জানিয়ে দিল। ইতিপূর্বেই বিষয়টি তাদের নিকট ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল। তারা তাকে গ্রেফতার করে তার নিকট হতে নিশ্চয়তামূলক স্বীকৃতি নিল। এরপর তারা তাকে রজ্জুবদ্ধ করতঃ চেঁড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগল এবং উপহাস করে বলছিল, তুমি তো মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতে, জ্বিন তাড়াতে এবং পাগল ব্যক্তিকে সুস্থ করতে; আজ কেন নিজেকে এ রজ্জু হতে মুক্তি দিতে পারছ না? তারা তার প্রতি থুথু ও কঙ্কর মারছিল। আর তার প্রতি কাঁটা ছুঁড়ে মারছিল। এমনি করে তারা তাকে ঐ কাষ্ঠের নিকট নিয়ে আসল, যেখানে তারা তাকে শুলিবিদ্ধ করার মনস্ত করেছিল।

এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা 'ঈসা (আ.)-কে নিজের নিকট তুলে নিলেন। আর ইয়াহূদীরা তাঁর আকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিটিকে শূলীবিদ্ধ করল। শূলীবিদ্ধ লোকটি তদাবস্থায় সাতদিন সেখানে রইল। অতঃপর ঈসা (আ.)-এর মাতা এবং হযরত ঈসা (আ.)-কর্তৃক উন্মাদ রোগ হতে সুস্থ হওয়া একটি স্ত্রীলোক তথায় আগমন করে কাঁদতে লাগল। এখন ঈসা (আ.)- তাদের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদেরকে বললেন, আপনারা কাঁদছেন কেন? তারা বলল, তোমার জন্যই কাঁদছি। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তার কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। মঙ্গল ভিন্ন কোন কিছুই আমাকে স্পর্শ করেনি। আর যে শূলীবিদ্ধ লোকটিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সে প্রকৃতপক্ষে ইয়াহুদীদের দৃষ্টিতে আমার আকৃতিবিশিষ্ট এক লোক। আপনারা হাওয়ারীদেরকে আমার সাথে অমুক অমুক স্থানে সাক্ষাৎ করতে বলবেন। এ সংবাদ পেয়ে এগারজন হাওয়ারী নির্দিষ্ট স্থানে তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁর যে সহচরটি তাকে ইয়াহুদীদের নিকট বিক্রয় করে দিয়েছিল এবং ইয়াহুদীদেরকে তার সন্ধান জানিয়ে দিয়েছিল, সে তথায় উপস্থিত হল না। তাই তিনি এ বিষয়ে তাঁর উপস্থিত সহচরদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। উত্তরে তারা বললেন, সে তার কৃতকর্মে লজ্জিত হয়ে আত্মহত্যা করেছে। 'ঈসা (আ) বললেন, সে তওবা করলে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তার তওবা কবুল করতেন। অতঃপর ইউহান্না/ইয়াহ্ইয়া নামক যে যুবক তাদের সাথে এসেছিল, তার সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞেস করলেন এবং বললেন, এ-ও- তোমাদের দলভুক্ত। তোমরা চলে যাও। তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ গোত্রের ভাষায় উত্তম রূপে কওমের লোকদেরকে সতর্ক করে এবং তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানায়।

কোন কোন মুফাস্সির বলেন, 'ঈসা (আ) তার সাথে গৃহে অবস্থানরত সহচরবৃন্দকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আমার আকৃতি গ্রহণ করতঃ আমার স্থলে নিহত হতে প্রস্তুত আছ? তাদের থেকে এক ব্যক্তি এ আহ্বানে সাড়া দিলেন। অতঃপর তাকে ঈসা (আ)-এর আকৃতিবিশিষ্ট করে দেয়া হল। ফলে সে নিহত হল এবং মারয়াম তনয় ঈসা (আ)-কে উঠিয়ে নেয়া হল।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৭৮১. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَاقَتَلُوْهُ.......... وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এরা হল আল্লাহ্র শত্রু ইয়াহুদী সম্প্রদায়। তারা আল্লাহ্র রাসূল মারয়াম তনয় 'ঈসা (আ.)-কে হত্যা করার ব্যাপারে পরস্পর পরামর্শ করেছে এবং একথা সিদ্ধান্ত করেছে যে, তারা তাকে হত্যা করবে এবং শূলী বিদ্ধ করবে। এ অবস্থায় আল্লাহ্র নবী 'ঈসা (আ) তার সহচরবৃন্দকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আমার আকৃতি গ্রহণ করতঃ আমার স্থলে নিহত হতে প্রস্তুত আছ? তার সহচরদের একজন বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! আমি প্রস্তুত আছি। অতঃপর তাকে হত্যা করা হল এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে হিদায়াত করলেন ও নিজের কাছে উঠিয়ে নিলেন।

১০৭৮২. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَمَاقَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, হাওয়ারীদের একজনকে 'ঈসা (আ)-এর সম আকৃতি বিশিষ্ট করে দেয়া হয়। ফলে

তাকে হত্যা করা হয়। বস্তুতঃ হযরত 'ঈসা (আ)-এ মর্মে তার সহচরদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তোমাদের মাঝে কে আছে, যে আমার আকৃতি গ্রহণ করতঃ আমার স্থলে নিহত হতে প্রস্তুত আছে? যে এ কাজের জন্য প্রস্তুত থাকবে, সে জান্নাত লাভে ধন্য হবে। তখন জনৈক সহচর বললেন, আমি এ কাজের জন্য প্রস্তুত আছি।

১০৭৮৩. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; বনী ইসরাঈলের লোকেরা 'ঈসা (আ.) সহ তার উনিশজন সহচরকে কোন এক গৃহে অবরোধ করে রাখল। তখন তিনি তাঁর সহচরবৃন্দকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আমার আকৃতি গ্রহণ করে নিহত হতে প্রস্তুত আছ ? যে এ কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকবে, সে এর বিনিময়ে জান্নাত পাবে। তাদের থেকে এক ব্যক্তি এর জন্য রাজী হল। এবং সে তাঁর সম আকৃতিবিশিষ্ট হয়ে গেল। এদিকে 'ঈসা (আ.)-কে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হল। অতঃপর হাওয়ারীগণ ঐ গৃহ থেকে বের হলে ইসরাঈলী লোকেরা তাদেরকে উনিশ জন দেখতে পেল। হাওয়ারীগণ তাদেরকে জানালেন যে, 'ঈসা (আ)-কে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। তখন তারা তাদেরকে গণনা করে দেখাল যে, নির্ধারিত সংখ্যা থেকে তাদের লোক একজন কম। কিন্তু তাদের মাঝে একজনকে তারা 'ঈসা (আ)-এর আকৃতি বিশিষ্ট দেখতে পেয়ে সন্দিহান হয়ে পড়ল। উপরোক্ত সন্দেহের ভিত্তিতে তারা তাকে ঈসা মনে করে হত্যা করল এবং শূলীবিদ্ধ করল। আল্লাহ্‌র বাণী وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ.........وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا -এ আল্লাহ্ তা'আলা এদিকেই ইংগিত করেছেন।

১০৭৮৪. কাসিম ইব্‌ন আবূ বাযযা (র.) থেকে বর্ণিত। একদা মারয়াম তনয় ঈসা (আ) বললেন, তোমাদের মাঝে কে আমার আকৃতি গ্রহণ করতঃ আমার স্থলে নিহত হতে প্রস্তুত আছে? তখন তাঁর সহচরদের মধ্য হতে জনৈক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি প্রস্তুত আছি। তারপর তাঁকে 'ঈসা (আ)-এর সম আকৃতিবিশিষ্ট করে দেয়ার পর ইয়াহূদীরা তাঁকে হত্যা করে। আল্লাহ্‌র বাণী وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ-এর মাঝে একথাই বলা হয়েছে।

১০৭৮৫. ইব্‌ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী ইসরাঈল গোত্রের যে রাজা হযরত 'ঈসা (আ.) কে হত্যা করার জন্য তাঁর নিকট একজন লোক পাঠিয়েছিল, তার নাম ছিল দাউদ। ইয়াহূদীরা তাঁকে হত্যা করার জন্য একত্রিত হলো। মৃত্যু ভয়ে তিনি এতই ভীত ও অস্থির হয়ে পড়লেন যে, পৃথিবীতে কোন মানুষ ইতিপূর্বে মৃত্যু ভয়ে এরূপ ভীত ও অস্থির কখনো হয়নি। তিনি মৃত্যুকে অপসারণ করার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট এরূপ কাকুতি মিনতির সাথে দু'আ করলেন যে, কোন মানুষ ইতিপূর্বে এ বিষয়ে এমন কাকুতি মিনতির সাথে কখনো দু'আ করেনি। বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহ্! তোমার সৃষ্টির মধ্য হতে মাত্র একটি প্রাণীর সম্মুখ হতেও যদি তুমি মৃত্যুর পেয়ালাকে অপসারণ কর তবে আমার সম্মুখ হতে উহাকে অপসারণ করে নাও। এমনকি মৃত্যু ভয়ে তার শরীর হতে ঘাম নির্গত হতে লাগল। ইয়াহূদী তাঁকে ও তাঁর সহচরবৃন্দকে হত্যা করার জন্য যে স্থান হতে গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সে স্থানে আসলে তখন 'ঈসা (আ.)-এর সাথে তাঁর তের জন সহচর ছিল। যখন নিশ্চিত ভাবে হযরত 'ঈসা (আ) বুঝতে পারলেন যে, তারা তাঁকে ধরার জন্য আসবেই। তখন তিনি তাঁর সাথীদেরকে বললেন। এ

সময় তাঁর সহচরবৃন্দের সংখ্যা ছিল বার জন; তাদের নাম (১) ফারতুস, (২) ইয়া'কূব ইব্ন যাবাদী (৩) ইয়াকূবের ভ্রাতা ওয়ায়খাস (৪) উন্দুরাইয়াস (৫) ফীলিবস (৬) আব্‌র ছালমা (৭) মাত্তা (৮) তুমাস (৯) ইয়াকুব ইব্ন হুলফায়া (১০) তাদাওসীম (১১) কানানিয়্যা (১২) ইউদস যাকারিয়্যা।

ইব্ন ইউতা ইব্ন ইসহাক বলেন যে, তাদের মাঝে সারজিস নামক এক ব্যক্তি ছিল। 'ঈসা (আ) ব্যতীত তাদের সংখ্যা ছিল তের। অবশ্য খৃস্টানরা কারো হযরত 'ঈসা (আ)-এর সম আকৃতি বিশিষ্ট হওয়ার ঘটনাকে অস্বীকার করে এবং ইয়াহূদীদের ন্যায় বলে থাকে, এ-কে আমরা জানিনা, শূলীবিদ্ধ ব্যক্তিটি কি বারজনের একজন, না তের জনের একজন? পক্ষান্তরে তারা ইয়াহূদীদের নিকট 'ঈসা (আ) -এর শূলীবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাকে স্বীকার করতে গিয়ে তাঁকে অস্বীকার করে এবং 'ঈসা (আ) সম্বন্ধে রাসূল (সা.) আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে যে সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছেন, তারা তাও অস্বীকার করে। গ্রেফতারের স্থানে তারা যদি তের জন থাকে তবে 'ঈসা (আ) সহ হবে চৌদ্দ জন। আর যদি বার জন থাকে তবে 'ঈসা (আ) সহ হবে তের জন।

ইব্ন ইসহাক (র.) থেকে এ-ও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমার নিকট জনৈক খৃস্টান নও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে হযরত 'ঈসা (আ.)-এর নিকট যখন এ মর্মে সংবাদ পৌঁছল যে, "নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আমার নিজের কাছে উঠিয়ে নিব।" তখন তিনি বললেন, হে হাওয়ারীগণ তোমাদের কে আমার আকৃতি গ্রহণ করতঃ আমার স্থলে নিহত হতে প্রস্তুত আছে? যে ব্যক্তি এ কাজে প্রস্তুত থাকবে, সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে। তখন সারজিস বললেন, হে রূহুল্লাহ্! আমি প্রস্তুত আছি। 'ঈসা (আ) বললেন, তাহলে আপনি আমার স্থানে উপবেশন করুন। তারপর তিনি তাঁর স্থানে বসলেন। এদিকে হযরত'ঈসা (আ)-কে উঠিয়ে নেয়া হল। এরপর তারা গৃহে প্রবেশ করে সারজিসকে ধরে নিয়ে গেল এবং তাকে শূলীবিদ্ধ করাল। যাকে তারা শূলীবিদ্ধ করেছিল তাকে হযরত 'ঈসা (আ.) সম আকৃতি' বিশিষ্ট বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। হাওয়ারীগণ সহ হযরত 'ঈসা যখন সংশ্লিষ্ট গৃহে প্রবেশ করেন তখন ইয়াহূদীরা তাদেরকে দেখে ফেলে এবং তাদেরকে গুণে রাখে। তাই তাদের সংখ্যা কত ছিল, তা ইয়াহূদীদের জানা ছিল। কিন্তু 'ঈসা (আ)-কে ধরার জন্য ঘরে প্রবেশ করে তারা বাহ্যতঃ 'ঈসা (আ) ও তাঁর সহচরদেরকে পেল বটে; তবে একজন কম পেল। এ কারণে তাদের মাঝে মতভেদ দেখা দেয়। তারা 'ঈসা (আ)-কে চিনতনা; তাই তারা ইউদস যাকরিয়্যা ইউতা-কে উৎকোচ হিসাবে ত্রিশ দিরহাম প্রদান করে, যেন সে তাদেরকে 'ঈসা (আ)-এর সন্ধান জানিয়ে দেয় এবং তাকে চিনিয়ে দেয়। সে ইয়াহূদীদেরকে বলে রেখেছিল যে, তোমরা ঘরে প্রবেশ করার পর আমি তাকে চুম্বন করব। আমি যাকে চুম্বন করব, তোমরা তাকেই ধরে নিয়ে আসবে। তাদের গৃহে প্রবেশ করার পূর্বেই 'ঈসা (আ.)-কে আসমানে তুলে নেয়া হয়েছিল। তাই তারা ঘরে প্রবেশ করে 'ঈসা (আ)-এর আকৃতিতে সারজিসকে দেখতে পেল। সে যে 'ঈসা' এ ব্যাপারে তার মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক হল না। তাই সে তার চরণ তলে লুটে পড়ে তার পদচুম্বন করল। সুতরাং ইয়াহূদীরা তাকে ধরে নিয়ে শূলীবিদ্ধ করল। তারপর ইউদস যাকারিয়্যা ইউতা তার কৃতকর্মের উপর লজ্জিত হল এবং গলায় রশি দিয়ে আত্মহত্যা করল। খৃস্টানদের মাঝে সে অভিশপ্ত।

বস্তুতঃ সে ছিল 'ঈসা (আ) -এর সহচরদের একজন। কোন কোন খৃস্টানের মতে ইউতাকেই 'ঈসা (আ.)-এর আকৃতিবিশিস্ট বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। তাই ইয়াহূদীরা তাকে শূলীবিদ্ধ করল। অথচ সে বলছিল, আমি তোমাদের সঙ্গী নই; বরং আমি-ই-তো তোমাদেরকে 'ঈসার সন্ধান দিয়েছিলাম। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

১০৭৮৬. ইব্ন জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'ঈসা (আ.) তাঁর সহচরদেরকে বললেন, তোমাদের কে আমার আকৃতি গ্রহণ করতঃ নিহত হতে প্রস্তুত আছে? তাঁর সহচরদের একজন বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! আমি প্রস্তুত আছি। তারপর তাকে 'ঈসা (আ)-এর আকৃতি প্রদান করা হল। ফলে লোকেরা তাকে হত্যা করল। এদিকে আল্লাহ্ পাক তাঁর নবীকে নিজের কাছে তুলে নিলেন।

১০৭৮৭. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি شُبِّهَ لَهُمْ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, 'ঈসা নয় এমন এক ব্যক্তিকে 'ঈসা মনে করে তারা তাকে শূলীবিদ্ধ করল।

১০৭৮৮. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ এর ব্যাখ্যায় অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

১০৭৮৯. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে লোকটিকে 'ঈসা (আ.)-এর আকৃতি সম্পন্ন করে দেয়া হয়েছিল, ইয়াহূদীরা তাকে 'ঈসা মনে করে শূলীবিদ্ধ করল। অথচ 'ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'আলা জীবিত অবস্থায় তাঁর কাছে তুলে নিয়েছিলেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত মতামত সমূহের মাঝে ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (র.)-এর দু'টি মতের একটি মত হল সবচেয়ে বিশুদ্ধতম। তা হল এই যে, ইয়াহূদীরা 'ঈসা (আ.) এবং তাঁর সহচরবৃন্দকে যে গৃহে অবরোধ করেছিল, সে গৃহে যারা 'ঈসা (আ.) -এর সাথে ছিল, তাদের সকলকে 'ঈসা (আ.)-এর আকৃতিবিশিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল। এ সম্বন্ধে 'ঈসা (আ.) তাদের কাউকে কোন রূপ প্রশ্ন করেন নি। এতে আল্লাহ্র উদ্দেশ্য ছিল, ইয়াহূদীদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা। ইয়াহূদীরা আল্লাহ্র নবীকে হত্যা করার যে ষড়যন্ত্র করেছিল, এর থেকে তাকে নিষ্কৃতি দেয়া এবং 'ঈসা (আ.) ও তার সম্বন্ধে আগত সত্য সংবাদের ক্ষেত্রে অহেতুক কথা কারা বলে এ বিষয়ে লোকদেরকে পরীক্ষা করা। অথবা উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ থেকে 'আবদুস সামাদ (র.) যা বর্ণনা করেছেন তাই হল বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা। এতদোভয় মতের মাঝে একটি মতকে বিশুদ্ধতম বলার কারণ হল এই যে, হাওয়ারীদের থেকে যারা 'ঈসা (আ.)-কে পেয়েছেন, তারা যদি 'ঈসা (আ.)-এর উঠিয়ে নেয়া অবস্থায় এবং ঐ ঘরে যারা উপস্থিত ছিলেন, তাদেরকে 'ঈসা (আ.)-এর সম আকৃতি বিশিষ্ট করে দেয়া অবস্থায় সেখানে থাকতেন তবে তারা তাকে দেখতেন এবং যাদের-কে 'ঈসা (আ.)-এর সম আকৃতি সম্পন্ন করে দেয়া হয়েছিল তাদেরকেও দেখতেন, তাহলে 'ঈসা (আ.) এবং আকৃতি পরিবর্তিত লোকদের বিষয়টি তাদের কাছে অস্পষ্ট থাকত না। আর এ বিষয়ে তাদের বিভ্রান্তিও হত না। যদিও তাদের শত্রু ইয়াহূদীরা এ ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছিল যে, নিহত ও শূলীবিদ্ধ লোকটি 'ঈসা নয়। এবং 'ঈসা (আ.)-কে জীবিত অবস্থায় তাদের মধ্য হতে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।

এখানে একটি প্রশ্ন যে, তারা যদি 'ঈসা (আ.)-এর কথা "তোমাদের মধ্যে কে আমার আকৃতি গ্রহণ করতঃ আমার স্থলে নিহত হয়ে জান্নাতে আমার সঙ্গী হতে প্রস্তুত আছে?" শুনে থাকে এবং উত্তরদাতার উক্তি "আমি প্রস্তুত আছি"-এও শুনে থাকে এবং দেখে থাকে 'ঈসা (সা.)-এর আকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকেও তবে তো এ বিষয়টি তাদের জন্য বিভ্রান্তিকর হতে পারে না। হাঁ, এক অবস্থায় হতে পারে, যা বর্ণনা করেছেন ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র.)। তা হল এই যে, যে সমস্ত লোক সংশ্লিষ্ট গৃহে হযরত 'ঈসা (আ.)-এর সংগে ছিলেন এবং যাদের মধ্য হতে তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল, তাদের সকলেই হযরত 'ঈসা (আ.)-এর আকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ অবস্থাটি হয়েছিল হযরত 'ঈসা (আ.)-কে উঠিয়ে নেয়ার প্রাক্কালে। তারা পরস্পর সমআকৃতি সম্পন্ন হওয়ায় নির্দিষ্টভাবে 'ঈসা (আ.)-কে চিনতে পারছিল না, তাই ইয়াহুদীরা যাঁকে 'ঈসা (আ.)-এর সমআকৃতি বিশিষ্ট দেখেছিল, তারা তাঁকেই 'ঈসা ভেবে হত্যা করল। ইতিপূর্বে তারা 'ঈসা (আ.)-কে চিনত। ইয়াহূদী যেরূপ বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছিল, অনুরূপ বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছিল 'ঈসা (আ.)-এর সাথে গৃহে অবস্থানকারী তাঁর সহচরবৃন্দও। কেননা তাঁর আকৃতি অন্যদের আকৃতির সাথে মিলে যাওয়ার কারণে তারা তাঁর 'ঈসা (আ.)-এর আকৃতি ও ব্যক্তিত্বকে অন্যদের আকৃতি থেকে পার্থক্য করতে পারেনি। এ কারণেই ইয়াহূদী ও খৃস্টান সকলেই একমত যে, নিহত ব্যক্তি হযরত (আ.)-ই ছিলেন। অথচ তিনি ঈসা (আ.) ছিলেন না। বরং তাদের সামনে অন্যকে 'ঈসা (আ.)-এর সম আকৃতিবিশিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল। যেমন ইরশাদ হয়েছে وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ - তারা তাঁকে হত্যা করেনি এবং ক্রুশ বিদ্ধও করেনি; বরং এ ব্যাপারে তাদের বিভ্রম হয়েছিল।

অথবা ঘটনাটি ঠিক তাই ছিল, যা 'আবদুস সামাদ (র.) ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যারা 'ঈসা (আ.)-এর সাথে ঐ গৃহে ছিলেন, তারা ইয়াহূদীদের ঐ ঘরে প্রবেশের পূর্বেই 'ঈসা (আ.)-এর নিকট থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। 'ঈসা (আ.) রয়ে গিয়েছিলেন। এদিকে কওমের লোকদের চলে যাওয়ার পর 'ঈসা (আ.)-এর জনৈক সহচরকে তাঁর আকৃতিবিশিষ্ট করে দেয়া হয়। তিনি 'ঈসা (আ.)-এর সাথে ছিলেন। তারপর 'ঈসা (আ.)-কে উঠিয়ে নেয়ার পর আকৃতিপ্রাপ্ত ঐ লোকটিকে হত্যা করা হল। 'ঈসা (আ.)-এর সহচর এবং ইয়াহুদীদের নিকট 'ঈসা (আ.)-এর বিষয়টি অস্পষ্ট থাকায় এবং ঐ লোকটিকে 'ঈসা (আ.)-এর সম আকৃতিবিশিষ্ট দেখার কারণে তারা সকলেই ভাবল যে, নিহত এবং শূলীবিদ্ধ লোকটিই হল হযরত 'ঈসা (আ.)। সর্বোপরি রাত্রে তারা 'ঈসা (আ.)-কে নিজের মৃত্যু সংবাদ বলতে শুনেছেন এবং দেখেছেন, মৃত্যু আপতিত হওয়ার আশংকায় তিনি যে কতটা ভীত ও আতংকিত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তারা নিশ্চিত মনে করে নিলেন যে, 'ঈসা (আ.)-কেই শূলীবিদ্ধ করা হয়েছে। এবং একথা তারা বর্ণনাও করেছেন নির্বিশেষে। অথচ প্রকৃত বিষয়টি ছিল এর সম্পূর্ণ উল্টো। তাই এ ঘটনা বর্ণনাকারী হাওয়ারীদেরকে মিথ্যাবাদী বলা যায় না। কারণ তাদের নিকট যা সত্য, তারা তাই বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্‌র বাণী—

وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا - যারা তাঁর সম্বন্ধে মতভেদ করেছে, তারা নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল, এ সম্পর্কে অুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। এ কথা নিশ্চিত যে, তারা তাঁকে হত্যা করেনি।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ মানে হল, যে ইয়াহূদীরা 'ঈসা (আ.)-কে হত্যা করার ইচ্ছা করে তাঁকে ও তাঁর সহচরদেরকে অবরোধ করেছিল, তারাই তাঁর ব্যাপারে মতভেদ করেছিল। এর কারণ ছিল এই যে, তারা ঐ গৃহে প্রবেশ করার পূর্বেই তাদের সংখ্যা গুণে রেখেছিল এবং তাদেরকে চিনেও নিয়েছিল। কিন্তু ঘরে প্রবেশের পর পূর্বের সংখ্যা থেকে একজন কম পেয়ে তারা 'ঈসা (আ.)-এর বিষয়ে সংশয়যুক্ত হয়ে পড়ল। অবশেষে 'ঈসা (আ.)-এর ব্যাপারে এ সংশয়ের সাথেই তারা যাকে হত্যা করার হত্যা করল।

এ ব্যাখ্যা ঐ সমস্ত ব্যাখ্যাকারদের মতানুসারে করা হয়েছে, যাঁরা বলেন, 'ঈসা (আ.)-কে উঠিয়ে নেয়া এবং ইয়াহূদীদের ঐ ঘরে প্রবেশ করা পর্যন্ত হাওয়ারীগণ তাঁর সাথেই ছিলেন। তাঁর থেকে তাঁরা ঐ সময় পর্যন্তও বিচ্ছিন্ন হননি।

আর যারা বলেন, "হাওয়ারীগণ রাত্রেই তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন," তাঁদের মতানুসারে এ আয়াতের ব্যাখ্যা হল, সংশ্লিষ্ট ঘরে যে পরিমাণ লোক ছিল, তাঁদের থেকে যাঁরা প্রস্থান করে চলে গেলেন, তাঁদের পরে যে অবশিষ্ট রয়েছে, সে কি আসলেই 'ঈসা, না অন্য কোন ব্যক্তি? এ বিষয়ে তাদের মাঝে মতভেদ দেখা দিল। لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ -তারা কাকে হত্যা করল, এ ব্যাপারে তারা সংশয়যুক্ত ছিল। কেননা ঐ গৃহে প্রবেশের সময় তারা সংখ্যা গণনা করেছিল তা বেশী ছিল প্রস্থানকারী লোকদের তুলনায় এবং ঘরে যাদেরকে পেয়েছিল তাদের তুলনায়। তাই নিহত ব্যক্তি সম্বন্ধে তাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হল যে, এ কি 'ঈসা না অন্য কোন ব্যক্তি ছিল? বস্তুত ঘরের ভেতর প্রবেশের পর নির্ধারিত সংখ্যা থেকে কম পাওয়ার কারণেই তাদের মনে এ সংশয় এবং পরস্পর এ মতভেদ দেখা দিয়েছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও তারা বলে বেড়াচ্ছে যে, আমরা 'ঈসা (আ.)-কে হত্যা করেছি। কেননা শূলীবিদ্ধ ব্যক্তিটিও 'ঈসা (আ.)-এর সম আকৃতি বিশিষ্ট ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নাকচ করে বলেন, مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ -এ ব্যাপারে তাদের নিকট কোন নিশ্চিত জ্ঞানই ছিল না। অর্থাৎ তারা যাকে হত্যা করেছে, তাকে তারা সংশয় এবং মতভেদের সাথেই হত্যা করেছে যে, আসলেই সে কি 'ঈসা না অন্য কোন ব্যক্তি ছিল? প্রকৃত অর্থে হত্যা কৃত ব্যক্তিটি কে ছিল, এ ব্যাপারে তাদের কোন নিশ্চিত জ্ঞান ছিল না। إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ।-শূলীবিদ্ধ ব্যক্তির ব্যাপারে তাদের তো কোন জ্ঞান ছিলনা। বরং তারা অনুমানের অনুসরণ করে ঐ লোকটিকে 'ঈসা মনে করে তাকে হত্যা করেছিল। আসলে তারা যাকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল, সে ঐ

ব্যক্তি ছিলনা। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا —যাকে তারা ঈসা মনে করে হত্যা করেছে, তাকে তারা নিশ্চিত ভাবে ঈসা জ্ঞান করে হত্যা করেনি। বরং তারা তাকে সন্দেহ ও সংশয়ের সাথে হত্যা করেছে।

এ আয়াতাংশটি مَاقَتَلْتُ هٰذَا الْاَمْرَ عِلْمًا-এর মত। এ ধরনের বক্তব্য তখনই রাখা হয়, যখন কেউ অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলে-ঈল্ম ছাড়া কথা বলে। وَمَاقَتَلُوْهُ শব্দের هاء সর্বনামটি ظَن তথা অনুমানের দিকে رَاجِع হয়েছে। উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি যা বলেছি, মুফাস্সিরগণও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৭৯০. ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তারা সন্দেহ মুক্ত হয়ে তাকে হত্যা করেনি; অনুমানের ভিত্তিতে হত্যা করেছে ।

১০৭৯১. জুওয়াবার (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা সন্দেহমুক্ত হয়ে তাকে হত্যা করেনি; বরং সন্দিগ্ধ মন নিয়ে তাকে হত্যা করেছে।

১০৭৯২. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ লোকটিই হল 'ঈসা'-এরূপ সন্দেহমুক্ত হয়ে তাকে তারা হত্যা করেনি। তাকে তো আল্লাহ্ নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(১০৮) بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

১৫৮. না, আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, বরং আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা (আ.) কে তাঁর নিজের নিকট তুলে নিয়েছেন। অর্থাৎ তারা তাঁকে হত্যা করেনি এবং শূলীবিদ্ধও করেনি; বরং আল্লাহ্ তাকে নিজের নিকট তুলে নিয়ে কাফিরদের অপবিত্র হাতের স্পর্শ হতে পবিত্র রেখেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা কেমন করে তাঁকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন, তা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি এবং এ সম্বন্ধে মুফাস্সিরগণের মতামত বর্ণনা করতঃ বিশুদ্ধ মত কোন্টি, তাও প্রমাণাদির আলোকে পেশ করেছি। তাই এ বিষয়ে পুনঃ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا আল্লাহ্ তা'আলা তার শত্রুদের থেকে সর্বদাই প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন। যেমনিভাবে তিনি বজ্রাহত লোকদের যুলুমের কারণে তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছেন এবং প্রতিশোধ নিয়েছেন ঐ সমস্ত লোকদের থেকে যাদের কথা فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ এ বর্ণনা করা হয়েছে।

حَكِيْمًا আল্লাহ্ তা'আলা তার ইচ্ছা বাস্তবায়নে, কৌশল নির্ধারণে এর নিয়তির সিদ্ধান্ত মুতাবিক নিজ সৃষ্টিকে পরিচালনা করার ব্যাপারে অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান। সুতরাং আসমান থেকে কিতাব নাযিল করার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট -হে দরখাস্তকারী লোকেরা! তোমরা তোমাদের উপর আমার শাস্তি আপতিত হওয়ার ব্যাপারে ভয় কর। যেমনিভাবে আমার রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও আমার দোস্তদের প্রতি অপবাদ আরোপ করার এ জঘন্য কর্ম সম্পাদনকারী তোমাদের পূর্বসরীদের প্রতি আমার শাস্তি আপতিত হয়েছিল। যেমন নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতে উল্লেখ রয়েছে ঃ

১০৭৯৩. ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তিনি তোমাদের ক্ষেত্রেও তাই করবেন।

আল্লাহ্ পাকের বাণী—

(١٥٩) وَ اِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ○

১৫৯. কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাকে বিশ্বাস করবেই এবং কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ব্যাখ্যাকার وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, কিয়ামতের পূর্বে যখন হযরত 'ঈসা (আ.) দাজ্জাল বধের নিমিত্তে আকাশ হতে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এবং অন্যান্য ধর্মের সমস্ত লোক ইসলাম গ্রহণ করার ফলে পৃথিবীতে ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম থাকবে না— ইসলাম হল ইব্রাহীম (আ.)-এর দ্বীন, তখন কিতাবীদের প্রত্যেক ব্যক্তিই হযরত 'ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি ঈমান আনয়ন করবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৭৯৪. ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ আয়াতে উল্লেখিত قَبْلَ مَوْتِهٖ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, মারয়াম তনয় 'ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর পূর্বে।

১০৭৯৫. 'ইব্ন আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, قَبْلَ مَوْتِهٖ মানে হল হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর পূর্বে।

১০৭৯৬. আবূ মালিক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন,-এ অবস্থা হযরত 'ঈসা (আ.)-এর অবতরণের সময় হবে। তখন 'ঈসা (আ.)-এর উপর ঈমান আনা ব্যতিরেকে কোন কিতাবী লোক বাকী থাকবে না।

১০৭৯৭. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, قَبْلَ مَوْتِه অর্থ- মারয়াম তনয় 'ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর পূর্বে।

১০৭৯৮. হাসান (র.) থেকে আরও বর্ণিত। তিনি وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِه قَبْلَ مَوْتِه -এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর পূর্বে। তিনি এখন আল্লাহ্র নিকট জীবিত অবস্থায় আছেন। তিনি যখন দ্বিতীয় বার আগমন করবেন তখন সকলেই তাঁর উপর ঈমান আনবে।

১০৭৯৯. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِه قَبْلَ مَوْتِه -এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর পূর্বে।

১০৮০০. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِه قَبْلَ مَوْتِه -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, হযরত 'ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর পূর্বে।

১০৮০১. কাতাদা (র.) থেকে আরও বর্ণিত। তিনি وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِه قَبْلَ مَوْتِه -এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত 'ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর পূর্বে তিনি যখন দ্বিতীয় বার এ পৃথিবীতে আগমন করবেন, তখন সকল আহলে কিতাব তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করবে।

১০৮০২. হাসান (র.) বলেন, 'ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর পূর্বে।

১০৮০৩. হাসান (র.) থেকে আরও বর্ণিত। তিনি اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِه قَبْلَ مَوْتِه -এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত 'ঈসা (আ.)-এখনো মৃত্যুবরণ করেন নি।

১০৮০৪. আবূ মালিক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত 'ঈসা (আ.) দ্বিতীয় বার আগমন করার পর কোন মানুষই তার উপর ঈমান আনা ব্যতিরেকে বাকী থাকবে না।

১০৮০৫. আবূ মালিক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত 'ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর পূর্বে।

১০৮০৬. ইব্ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِه قَبْلَ مَوْتِه -এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত 'ঈসা (আ.) অবতীর্ণ হয়ে দাজ্জালকে বধ করবেন; তখন তাঁর উপর ঈমান আনা ব্যতীত কোন ইয়াহূদী এ পৃথিবীতে আর বাকী থাকবে না। কিন্তু তখন তাদের ঈমান কোন কাজে আসবে না।

১০৮০৭. ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِه قَبْلَ مَوْتِه -এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত 'ঈসা (আ.) পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরিত হলে যেসব কিতাবীরা তাকে পাবে, তারা সকলেই তাঁর উপর ঈমান আনবে। وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا-এবং কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে।

১০৮০৮. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِه قَبْلَ مَوْتِه -এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইমান তাবারী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছেন, হযরত 'ঈসা (আ.)-

দ্বিতীয় বার আভির্ভূত হলে ইয়াহূদীরা সকলেই তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করবে। কোন কোন ব্যাখ্যাকার وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, প্রত্যেক আহ্‌লে কিতাব নিজ মৃত্যুর পূর্বে হযরত 'ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনবে। উপরোক্ত ব্যাখ্যার তাৎপর্য এই যে, মানুষের মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তার সামনে হক ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যা উভয়ই পরিষ্কার হয়ে যায়। কেননা নিজ দ্বীনের ব্যাপারে হক-বাতিল পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যু আসন্ন কোন ব্যক্তির জান কবয হয় না। এ হিসাবে ইয়াহূদীরা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে 'ঈসা (আ.) সম্পর্কিত নিজের ভ্রান্তি বুঝতে পারবে এবং এতদ্বসম্পর্কিত সত্য তথ্য দেখতে পাবে। প্রমাণ স্বরূপ তারা নিম্নের বর্ণনা সমূহ উল্লেখ করেন ঃ

১০৮০৯. ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, কোন ইয়াহূদী 'ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান না এনে মরে না।

১০৮১০. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, হযরত 'ঈসা (আ.)-এর উপর ঈমান না আনা পর্যন্ত কারো (ইয়াহূদী) প্রাণই বের হয় না। চাই সে পানিতে ডুবে মরুক বা প্রাচীরের উপর হতে পড়ে মরুক বা অন্য কোন ভাবে।

১০৮১১. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, প্রত্যেক কিতাবী ব্যক্তিই নিজের মৃত্যুর পূর্বে হযরত 'ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনবে।

১০৮১২. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لَيُؤْمِنَنَّ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, প্রত্যেক কিতাবী ব্যক্তিই নিজের মৃত্যুর পূর্বে হযরত 'ঈসা (আ.)-এর উপর ঈমান আনবে। হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) বলেন, তার গলা কাটা হলেও 'ঈসা (আ.)-এর উপর ঈমান না আনা পর্যন্ত তার প্রাণ বায়ু দেহ হতে বহির্গত হবে না।

১০৮১৩. ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে আরও বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ইয়াহূদীকে আকস্মিক ভাবে হত্যা করা হলেও "হযরত 'ঈসা (আ.) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল"—এ সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত তার প্রাণ বায়ু বহির্গত হবে না।

১০৮১৪. ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতটিকে হযরত উবায় ইব্‌ন কা'ব (র.) قَبْلَ مَوْتِهِمْ পড়তেন। অর্থাৎ কোন ইয়াহূদীই হযরত 'ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান না এনে মরবে না। ইব্‌ন 'আব্বাস (র.)-কে বলা হল, যদি কোন ইয়াহূদী ঘরের ছাদ হতে পড়ে মারা যায়, তবে সে কিরূপে মৃত্যুর পূর্বে ঈমান আনয়ন করবে? তিনি উত্তরে বললেন, শূন্যে থাকা অবস্থায়ই সে ঈমানের বাক্য উচ্চারণ করে। অতঃপর তাকে প্রশ্ন করা হল, যদি কোন ইয়াহূদীর গলা কেটে ফেলা হয়; তবে সে কিরূপে ঈমান আনার সুযোগ পায়? উত্তরে তিনি বললেন, তার জিহ্বা ঈমানের বাক্য উচ্চারণ করে।

১০৮১৫. ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, 'ঈসা (আ.)-এর উপর ঈমান না এনে কোন ইয়াহুদী মৃত্যুবরণ করে না। রাবী বলেন, যদি কোন ইয়াহূদী তরবারির আঘাতে মারা যায়? উত্তরে তিনি বলেন, সে অবস্থায়ও ঈমানের বাক্য উচ্চারণ করে। প্রশ্নকারী বলেন, যদি কোন ইয়াহূদী উপর থেকে পড়ে মারা যায়? উত্তরে তিনি বলেন, শূন্যে থাকা অবস্থায়ই সে ঈমানের বাক্য উচ্চারণ করে।

১০৮১৬. ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যদি কোন ইয়াহূদী ঘরের ছাদের উপর থেকে পতিত হয়ে মারা যায় তবুও সে হযরত 'ঈসা (আ.)-এর উপর 'ঈমান না এনে মরে না।

১০৮১৭. 'ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ইয়াহূদী যদি অট্টালিকার ছাদ থেকে পড়ে যায় তবে সে মাটিতে পড়ার পূর্বেই 'ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনবে।

১০৮১৮. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, ঘরের ছাদ হতে পতিত হলেও সে 'ঈসা (আ.)-এর উপর ঈমান না এনে মরে না।

১০৮১৯. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, কোন কিতাবী ব্যক্তিই হযরত 'ঈসা (আ.)-এর উপর ঈমান না এনে মরে না। যদিও সে পানিতে ডুবে মরে বা কোন কিছুর উপর থেকে পড়ে মরে অথবা অন্য কোন উপায়ে মারা যায়।

১০৮২০. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত 'ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান না এনে কোন কিতাবী ব্যক্তির প্রাণ বহির্গত হয় না।

১০৮২১. 'ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইয়াহূদীদের কেউই হযরত 'ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যু বরণ করে না। যদি ঘরের ছাদ থেকে পড়ে যায় তবে শূন্যে থাকা অবস্থায়ই সে তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করে।

১০৮২২. দাহ্‌হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহূদীদের কেউই হযরত 'ঈসা (আ.)-এর উপর ঈমান না এনে এ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেনা।

১০৮২৩. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের প্রত্যেকেই মৃত্যুর পূর্বে হযরত 'ঈসা (আ.)-এর উপর ঈমান এনে মৃত্যু বরণ করে।

১০৮২৪. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, মৃত্যুর পূর্বে তাদের কেউ হযরত 'ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান না এনে মরে না।

১০৮২৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, قَبْلَ مَوْتِهٖ মানে কিতাবীদের মৃত্যুর পূর্বে।

১০৮২৬. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) বলেন, কোন ইয়াহূদীই হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি 'ঈমান না এনে মরে না। এ কথা শুনে তাঁর সাথীদের কেউ প্রশ্ন করে বললেন, এ কেমন করে হতে পারে? মানুষ তো পানিতে ডুবে মারা যায়। আগুনে জ্বলে ভস্মিভূত, হয় কখনো প্রাচীরের উপর হতে পড়ে মারা যায়, আবার কখনো হিংস্র প্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মারা যায়? তাহলে তারা কেমন করে ঈমান আনবে? উত্তরে তিনি বললেন, 'ইসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান অন্তরে না ঢালা পর্যন্ত কারো রূহই শরীর হতে বর্হিগত হয় না।

১০৮২৭. দাহ্‌হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, 'ঈসা (আ.)-আল্লাহ্‌র রাসূল—এ কথা সাক্ষ্য না দিয়ে কোন ইয়াহূদীই মারা যাবে না।

১০৮২৮. জুওয়ায়বার (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ -এ ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতটি-কে হযরত উবাই (র.) قَبْلَ مَوْتِهِمْ পড়েছেন।

একদল ব্যাখ্যাকার বলেন, এ আয়াতের মানে হয়, কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে নিজ নিজ মৃত্যুর পূর্বে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবেই। তারা নিম্নের বর্ণনাটি প্রমাণ স্বরূপ পেশ করেন ঃ

১০৮২৯. ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ঈমান না এনে কোন খৃস্টান এবং ইয়াহূদীই মৃত্যু বরণ করে না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতের উপরোক্ত ব্যাখ্যা সমূহের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটিই অধিকতর বিশুদ্ধ ও যুক্তিসম্মত। তা হল এই যে, প্রত্যেক আহ্‌লে কিতাবই আকাশ হতে হযরত 'ঈসা (আ.)-এর অবতরণের পর তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে।

শেষোক্ত ব্যাখ্যাটি বিশুদ্ধ ও যুক্তিসম্মত হওয়ার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তির উপর মীরাছ; সালাতে জানাযা এবং মৃত ব্যক্তির নাবালিগ সন্তান তাঁর ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হওয়া ইত্যাকার ব্যাপারে ঈমানদার ব্যক্তির অনুরূপ হুকুম প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং কোন কিতাবী যদি মৃত্যুর পূর্বে হযরত 'ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করে অতঃপর মারা যায় তবে তাঁর নাবিলিগ সন্তান এবং বালিগ মুসলমান সন্তানই (থাকলে) কেবল সম্পদের উত্তরাধিকারী হতে পারবে। অন্য কেউ হতে পারবে না। যদি তার নাবালিগ সন্তান এবং বালিগ মুসলমান সন্তান না থাকে তবে তার পরিত্যাজ্য সম্পদ ঐ খাতে ব্যয় করা হবে, যে খাতে ব্যয় করা হয় মরে যাওয়া লা-ওয়ারিশ মুসলমানের সম্পদ এবং সালাতে জানাযা, গোসল করানো ও কবর দেয়ার ব্যাপারে তার হুকুম

সাধারণ মুসলমানের হুকুমের অনুরূপই হবে। কেননা যে লোক হযরত 'ঈসা (আ.)-এর উপর ঈমান এনে মারা গেল সে মুহাম্মদ (সা.)-এবং সমস্ত নবী রাসূলদেরও সমর্থক। যেমনি ভাবে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তি হযরত 'ঈসা (আ.) এবং অন্যান্য নবী রাসূলগণের প্রতিও ঈমান আনয়নকারী। সুতরাং যে ব্যক্তি 'ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান রাখে সে মুহাম্মদ (সা.)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, একথা আদৌ হতে পারে না। কোন ব্যক্তি যদি এ কথা মনে করে যে, وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ -আয়াতে বর্ণিত ইয়াহূদীদের 'ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করার মানে হল, এ কথার স্বীকৃতি প্রদান করা যে, "তিনি আল্লাহ্র প্রেরিত পয়গম্বর" "তাঁর আনীত আদর্শকে আল্লাহ্র পক্ষ হতে আগত আদর্শ হিসাবে মেনে নেয়া নয়।" তবে তার এরূপ ধারণা পোষণ করা হবে ভ্রান্ত। কেননা আল্লাহ্র পক্ষ হতে নাযিলকৃত অহীর কতিপয় বিধানকে যারা অস্বীকার করে তারা কোন নবীর নবুয়্যাতকে স্বীকার করে একথা বলা যায় না। বরং বলা যায়, তারা কোন নবীর নবুয়্যাতের প্রতি আদৌ বিশ্বাসী নয়। কারণ নবীগণ উম্মতের নিকট পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের সমর্থক হিসাবে দুনিয়াতে আগমন করেছেন। সুতরাং কোন নবীর আনীত আদর্শকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মানে হল, নবীগণ আল্লাহ্র দীনের দিকে আল্লাহ্র বান্দাদেরকে যে আহ্বান করছেন, এ ব্যাপারে তাদের সকলকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা। এতে একথাই প্রতিভাত হচ্ছে যে, সমস্ত মুসলমান এ ব্যাপারে একমত যে, যদি কোন কিতাবী ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি স্বীকৃতি দেয়ার পূর্বে মৃত্যু বরণ করে তবে সে তার জীবদ্দশায় যে ধর্মের উপর ছিল, তার উপর সে ধর্মেরই হুকুম দেয়া হবে। মৃত্যুর পর তার জান,মাল, এবং তার ছোট-বড় সন্তানদের ক্ষেত্রে তার হুকুম অপরিবর্তিত থাকবে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ -এর অর্থ হল, হযরত 'ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক কিতাবী ব্যক্তিই তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করবে। এ বিষয়টি কিতাবীদের জন্য খাস। এবং তৎকালীন কিতাবীদের জন্যই খাস। পরবর্তীকালের কিতাবীদের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি প্রযোজ্য নয়। বস্তুতঃ পরবর্তীতে 'ঈসা (আ.)-এর অবতরণের পর তাই হবে, যা নিম্নের বর্ণনায় বিবৃত হয়েছে।

১০৮৩০. হযরত আবূ হুরায়রা (র.) থেকে বর্ণিত। হযরত নবী করীম (সা.) বলেন, নবীগণ একই পিতার ঔরসজাত বিভিন্ন সন্তানের ন্যায়। তাঁদের মাতা বিভিন্ন হলেও দীন এক। আর নবীগণের মধ্য হতে আমি হযরত ঈসা (আ.)-এর অধিক নিকটবর্তী। কেননা, আমার ও তাঁর মধ্যবর্তী সময়ে কোন নবী আগমন করেন নি। নিশ্চয়ই তিনি অবতীর্ণ হবেন। তাঁকে দেখে তোমরা চিনে নিবে। তাঁর দেহ নাতিদীর্ঘ কৃশ হবে। তাঁর গাত্র গৌরবর্ণ হবে। তাঁর মাথার কেশ সোজা হবে। তাঁর মাথা বারিসিক্ত না হলেও মনে হবে তা হতে বিন্দু বিন্দু পানি ঝরে পড়ছে। তাঁর পরিধানে দু'খানা গেরুয়া বস্ত্র থাকবে। তিনি শূলীর চিহ্নগুলো ধ্বংস করবেন, শূকর বধ করবেন, জিযিয়াকর রহিত করবেন। প্রচুর মাল ব্যয় করবেন। তিনি ইসলামের পক্ষে জিহাদ করবেন। ফলে আল্লাহ্ পাক তাঁর যুগে ইসলাম ব্যতীত সমস্ত ধর্ম ধ্বংস করে দিবেন এবং তাঁর যুগে আল্লাহ্ পাক পথভ্রষ্টকারী মিথ্যুক দাজ্জালকেও ধ্বংস করে দিবেন। তাঁর সময়কালে পৃথিবীতে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে সর্প ও উষ্ট্র, চিতাবাঘ ও গরু একসাথে এবং

নেকড়ে বাঘ ও ছাগল এক সাথে শান্তিতে বসবাস করবে। এমনকি শিশুগণ সাপের সাথে একসাথে খেলাধূলা করবে। কেউ কারও কোন ক্ষতি করবে না। অতঃপর আল্লাহ্র যত দিন ইচ্ছা তিনি পৃথিবীতে অবস্থান করবেন। অথবা বর্ণনাকারী বলেছেন, তিনি চল্লিশ বছর পৃথিবীতে অবস্থান করবেন। পরে তাঁর ইন্তিকাল হবে। অতঃপর মুসলমানগণ তাঁর সালাতে জানাযা আদায় করবেন এবং তাকে দাফন করবেন।

لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ -এর ব্যাখ্যায় যারা বলেন, "কিতাবীগণ সকলেই নিজের মৃত্যুর পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেই মৃত্যু বরণ করবে"—তাদের এ কথা একেবারেই অর্থহীন। এতে আয়াতের ব্যাখ্যায় যারা বলেন, "প্রত্যেক কিতাবী ব্যক্তিই নিজের মৃত্যুর পূর্বে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করবে"-তাদের এ ব্যাখ্যার ভ্রান্তিও প্রতীয়মান হচ্ছে। কেননা, এ আয়াতের পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কোন উল্লেখই নেই। অবশ্য পূর্ববর্তী আয়াতে তার আলোচনা থাকলে بِهِ-এর এ সর্বনামকে সেদিকে ফিরানো যেত। বরং এখানে ঈসা (আ.)- তাঁর জননী এবং ঈয়াহূদীদের সম্বন্ধে আলোচনা চলছে। সুতরাং আয়াতে যাদের সম্বন্ধে আলোচনা চলছে, তাদেরকে উদ্দেশ্য না করে অন্য কারোও দিকে ضَمِيْر বা সর্বনাম ফিরানো আদৌ সমীচীন নয়। হাঁ, পবিত্র কুরআনে যদি এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ থাকে অথবা হাদীসে যদি এ সম্বন্ধে কোন দলীল বিদ্যমান থাকে; তবে তা গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু শুধু দাবী কখনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা প্রতিভাত হচ্ছে যে, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হল, وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِعِيْسٰى قَبْلَ مَوْتِ عِيْسٰى -কিতাবীরা হযরত 'ঈসা (আ.)-এর উপর তার মৃত্যুর পূর্বে ঈমান আনয়ন করবে। এখানে পূর্বাপর বাক্য যেহেতু مَنْ শব্দটির প্রতি সুস্পষ্ট ইংগিত বহন করছে তাই مَنْ শব্দটিকে এখানে উহ্য রাখা হয়েছে। পূর্বে এ সম্পর্কে বহু উপমা পেশ করা হয়েছে। এখানে এর পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

আল্লাহ্র বাণী—

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا

কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এবং কিয়ামতের দিন হযরত 'ঈসা (আ.)- কিতাবীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন। অর্থাৎ হযরত 'ঈসা (আ.)- আল্লাহ্র পক্ষ হতে তাদের নিকট যা নিয়ে এসেছেন এবং তিনি তাদের নিকট তাঁর প্রতিপালকের রিসালাতের বাণী যা পৌঁছিয়েছেন, এ ব্যাপারে যেসব কিতাবী তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং যাঁরা তাকে সমর্থন করেছে তিনি তাদের সকলের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন। যেমন নিম্নোক্ত বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে ঃ

১০৮৩১. ইব্ন জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এবং কিয়ামতের দিন তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন যে, তিনি তাদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে প্রেরিত রিসালতের বাণী পৌঁছিয়েছেন।

১০৮৩২. কাতাদা (র.) -থেকে বর্ণিত। তিনি وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি কিয়ামতের দিন তাদের বিরুদ্ধে এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করবেন যে, তিনি তাঁর প্রভুর রিসালাতের বাণী পৌঁছিয়েছেন এবং আল্লাহ্ পাকের বান্দা হওয়ার বিষয়টি তিনি তাদেরকে জ্ঞাত করেছেন।

মহান আল্লাহর বাণী—

(١٦٠) فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا o

(١٦١) وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا o

১৬০-১৬১. ভাল ভাল যা ইয়াহুদীদের জন্য বৈধ ছিল, তা তাদের জন্য অবৈধ করেছি, তাদের সীমালংঘন, আল্লাহর পথে অনেককে বাধা দেওয়ার জন্য এবং তাদের সুদ গ্রহণের কারণে যদিও তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধন-সম্পদ গ্রাস করার কারণে। তাদের মধ্যে যারা কাফির, তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যে সব ইয়াহুদী তাদের প্রতিপালকের সাথে প্রদত্ত্ব অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে, আল্লাহর আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে, মারয়াম (আ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে এবং আল্-কুরআনে বর্ণিত বহুবিধ অপরাধ কর্ম সংগঠিত করেছে, তাদের জন্য হারাম করে দিয়েছি আমি এমন সব বস্তু, যা তাদের জন্য হালাল ছিল। এরূপ করেছি আমি তাদের জুলুম এবং অত্যাচারের শাস্তি হিসাবে। যার ঘোষণা আল্লাহ্ পাক তাঁর কিতাবে প্রদান করেছেন। যেমন বর্ণিত আছে ঃ

১০৮৩৩. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ...... এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের যুলুম এবং সীমালংঘনের কারণে আমি তাদের জন্য কতিপয় বস্তুকে হারাম করে দিয়েছি। وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا এর মানে হল, আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর দীন এবং আল্লাহর পথ থেকে বেশী বেশী ফিরিয়ে রাখবার কারণে। তাদের কর্তৃক আল্লাহ্র পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার মর্মার্থ হল আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করা, এসব কিছু আল্লাহর পক্ষ হতে হওয়ার দাবী করা, শব্দগত দিক থেকে আল্লাহর কিতাবে পরিবর্তন সাধন করা এবং কিতাবের যথাযথ অর্থের মাঝে রদবদল আনয়ন করা ইত্যাদি। বস্তুতঃ তাদের বড় ধরনের অপরাধ ছিল

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়্যাতকে অস্বীকার করা এবং রাসূল (সা.)-এর নবুয়্যাতী বিষয়ে তারা যা জানে তা অজ্ঞাত লোকদের নিকট বর্ণনা না করে লুকিয়ে রাখা।

১০৮৩৪. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তাদের নিজেদেরকে এবং অন্য লোকদেরকে হক থেকে বিরত রাখার কারণে।

১০৮৩৫. মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সনদেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

وَاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا নির্ধারিত সময় হতে বেশী সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে তাদের মূল টাকা হতে অধিক টাকা গ্রহণ করার জন্যও। পূর্বে আমি 'রিবা'-এর অর্থ বর্ণনা করেছি। এখানে এর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অথচ সুদ গ্রহণের বিষয়টি তাদের জন্য নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল। وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ -এর মানে হল, তাদের ঘুষ গ্রহণ করার কারণে। যেমন আল্লাহ্ পাক তাঁর নিম্নোক্ত বাণী وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (তাদের অনেককেই তুমি দেখবে পাপে, সীমালংঘনে ও অবৈধ ভক্ষণে তৎপর; তারা যা করে নিশ্চয়ই তা নিকৃষ্ট। মায়িদা ঃ ৬২)-এর মাঝে তাদের কার্যকলাপের কথা উল্লেখ করেছেন। এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধন সম্পদ গ্রাস করার মর্মার্থ হল, তারা নিজ হস্তে বিভিন্ন কথা লিখে বলত, এ হল আল্লাহর পক্ষ হতে আগত বাণী, অতঃপর এভাবে তারা টাকা পয়সা, এবং তুচ্ছ খাদ্য সামগ্রী উপার্জন করত। এ কারণে তাদের জন্য যে সব বস্তু হালাল ছিল, তা হারাম ঘোষণা করে আল্লাহ্ পাক তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করলেন।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এ ভাবে বিশেষিত করেছেন যে, তারা মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করেছে। কেননা তারা মানুষের সম্পদ অধিকার ও পাওনা ব্যতিরেকে আত্মসাৎ করেছে। وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا যেসব ইয়াহূদী লোকেরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে অস্বীকার করেছে, আমি তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। অর্থাৎ তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর নিকট জাহান্নামের শাস্তি। যখন তারা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে হাযির হবে তখন তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং তথায় তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন।

মহান আল্লাহর বাণী—

(١٦٢) لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা ও মু'মিনগণ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও ঈমান আনে এবং যারা সালাত কায়েম

করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে, আমি তাদেরকেই মহা পুরস্কার প্রদান করব।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, لٰكِنْ শব্দটি এখানে اِسْتِثْنَاء (ব্যত্যয়) হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَاءِ -এর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা যে সব কিতাবী ইয়াহুদীদের কথা বর্ণনা করেছেন, তাদের থেকে উপরোক্ত লোকদেরকে مُسْتَثْنٰى করেছেন। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে ঐ লোকদের হুকুম বলে দিয়েছেন যাদেরকে তিনি হিদায়াত করেছেন এবং কল্যাণ গ্রহণের তাওফীক দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দেন যে, তোমাদের নিকট যে কিতাবীদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, সব আহলে কিতাব তাদের মত নয়। বরং তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে সুগভীর অর্থাৎ যারা নবীদের নিয়ে আসা আল্লাহর বিধান সম্বলিত ইল্মের ব্যাপারে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী, যাদের এ সম্বন্ধে সুদৃঢ় ইয়াকীন রয়েছে এবং যারা এসবের হাকীকত সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। 'জ্ঞানে সুগভীর' হওয়ার তাৎপর্য সম্পর্কে পূর্বে আমি আলোচনা করেছি। এখানে এ সম্বন্ধে পুনঃ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

আর মু'মিনগণ, অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও তদীয় রাসূলগণে বিশ্বাসী, হে মুহাম্মদ (সা.)! তারা আপনার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা যে কিতাব নাযিল করেছেন, তাতে বিশ্বাস রাখে এবং ঐ কিতাব সমূহের প্রতিও বিশ্বাস রাখে, যা পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন। সর্বোপরি তাঁরা এসব অর্বাচীন ইয়াহুদীদের মত এ মর্মে যাঞ্ছা করে না যে, আসমান হতে তাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করা হোক। কেননা তারা যে কিতাবসমুহ পাঠ করেছে এ সম্বন্ধে তাদের নিশ্চিত ইয়াকীন হল, এসব আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিলকৃত কিতাব, নবীগণ তা নিয়ে এসেছেন এবং নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। আপনার অনুসরণ করা তাদের সকলের উপর উপরিহার্য। এতদ্ব্যতীত বিকল্প কোন পথ নেই। এ কারণে কোন মু'জিযা এবং নিদর্শন প্রদর্শনের জন্য দরখাস্ত জানানোরও তাদের কোন প্রয়োজন হয়না। অনুরূপভাবে নবীগণ তাদেরকে যে ইলমের খবর দিয়েছেন, এ সম্পর্কে তাদের দ্বিধাহীন ইয়াকীন থাকার কারণে তাদের অন্য কোন দলীল প্রমাণাদিরও আবশ্যক হয়না। অধিকন্তু আপনার নবুয়্যাতের ব্যাপারে আমি তাদেরকে যে সব প্রমাণাদি প্রদান করেছি, এ সম্বন্ধে তাদের যেহেতু সুদৃঢ় ইয়াকীন ও ব্যুৎপত্তি রয়েছে, তাই আমি আপনার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি, তারা তাতে বিশ্বাস রাখে এবং আপনার পূর্বে যে কিতাবাদি নাযিল করেছি, তাতেও বিশ্বাস রাখে। যেমন বর্ণিত আছে ঃ

১০৮৩৬. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা কিতাবীদের একদল লোককে উপরোক্ত অবস্থা হতে, اِسْتِثْنَاء

(অব্যাহতি প্রদান) করেছেন। কেননা তাদের কতেক লোক আল্লাহ ও তাদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাবে ঈমান এনেছে এবং ঈমান এনেছে আল্লাহর নবীর প্রতি। তারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে, তাকে বিশ্বাস করেছে এবং এ কথা ইয়াকীন করে নিয়েছে যে, এ তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত সত্যবাণী। اَلْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ (যারা সালাত কায়েম করে) এর দ্বারা "জ্ঞানে সুগভীর লোকদেরকেই" বুঝানো হয়েছে, না অন্য কোন সম্প্রদায়কে, এ বিষয়ে মুফাস্‌সিরদের একাধিক মত রয়েছে।

কারও কারও মতে এর দ্বারা 'জ্ঞানে সুগভীর লোকদেরকেই' বুঝানো হয়েছে এবং শব্দদ্বয়ের مِصْدَاق একই।

অতঃপর যারা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাদের মাঝে এর إِعْرَاب -এর বিভিন্নতা নিয়ে পুনরায় মতভেদ সৃষ্টি হয়েছ। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, একি একই জাতীয় মানুষের দুটি বিশেষণ– নাকি ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ?

কেউ কেউ বলেন, পাণ্ডুলিপির লেখকের ভুলের দরুণ اَلْمُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ এর স্থলে اَلْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ লিখিত হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৮৩৭. যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্বান ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন আফফান (র.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ الْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ আয়াতটি এভাবে লেখা হয়েছে কেন? উত্তরে তিনি বললেন, আয়াতটি যখন লিখা হচ্ছিল তখন লেখক لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ লিখার পর তার উস্তাদকে জিজ্ঞেস করল, এবার কি লিখব? তিনি বললেন اُكْتُبْ اَلْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ অর্থাৎ اَلْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ লিখ। নির্দেশ মত তিনি اَلْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ-ই লিখলেন।

১০৮৩৮. 'উরওয়া (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি একদা হযরত 'আয়েশা (র.)-কে اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا..........وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ (সূরা মাইদা ঃ ৬৯) وَالصَّابِئُوْنَ وَالَّذِيْنَ هَادُوْا এবং اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ(সূরা তাহা ঃ ৬৩ নং আয়াত) ইত্যাদি আয়াত সমূহের এরূপ হওয়ার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, লিখকের ভুলের কারণে এরূপ হয়েছে। বলা হয়, হযরত ইব্‌ন মাসউদ (র.)-এর পঠিত কিরাআতেও শব্দটি হল وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ

অপরাপর ব্যক্তি তথা কুফা ও বসরার আরবী ব্যাকরণবিদের কেউ কেউ বলেন, وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ – اَلرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ এর-ই বিশেষ বিশেষণ। কিন্তু আলোচনা অনেক দূর পর্যন্ত চলে যাওয়ায় اَلرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ ও وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ এর মাঝে বহুদূর ব্যবধান হয়ে যাওয়ায়

Contents

প্রশংসাসূচক কোন উহ্য ক্রিয়ার কর্মকারক হিসাবে আলোচ্য শব্দটি কর্মকারকের বিভক্তি গ্রহণ করেছে। আরবী ভাষার পণ্ডিত লোকেরা বাক্য দীর্ঘ হয়ে গেলে একই বস্তুর একাধিক গুণাবলীর মাঝে প্রশংসা সূচক কোন উহ্য ক্রিয়ার ভিত্তিতে বা দোষ প্রকাশক কোন উহ্য ক্রিয়ার ভিত্তিতে তার إِعْرَاب এর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য করেন। কখনও তারা প্রথম ও মধ্যম বিশেষণের মাঝে তারতম্য সৃষ্টি করেন এবং শেষোক্ত বিশেষণের মাঝে প্রথমটির অনুরূপ إِعْرَاب প্রদান করেন। কখনো আবার মধ্যম এবং শেষোক্ত বিশেষণের মাঝে এক রকম إِعْرَاب প্রদান করেন। সাধারণতঃ তারা এক জাতীয় إِعْرَاب এর ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে থাকেন। তারা তাদের এ বক্তব্যের পক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন ঐ কবিতার মাধ্যমে যা আমি وَ الْمُوفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْا وَالصَّابِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, এ ক্ষেত্রে وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ (সালাত আদায়কারী) اَلرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ (যারা জ্ঞানে সুগভীর) এর صِفَت নয়। যদিও জ্ঞানে সুগভীর লোকেরা সালাত আদায়কারীও বটে।

যারা একথা বলেন, তাদের সকলের মতে, স্থানগত দিক থেকে اَلْمُقِيْمِيْنَ এর মাঝে إِعْرَاب হবে جَر অবশ্য কোন কোন ব্যাকরণশাস্ত্রবিদের মতে আলোচ্য শব্দটি يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ -এর সাথে সংযোগ অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হয়েছে। এ হিসাবে বাক্যটি হবে এরূপ- وَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ

আলোচ্য আয়াতের যারা এরূপ ব্যাখ্যা করেন তারা এর মর্মার্থ নির্ণয় করতে গিয়ে একাধিক মত ব্যক্ত করেছেন।

কোন কোন তাফসীর বিশারদের মতে এর মর্মার্থ হল, মু'মিনগণ আপনার প্রতি যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে তাতে এবং আপনার পূর্বে যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে তাতে বিশ্বাস রাখে এবং তারা সালাতের অপরিহার্যতার প্রতি বিশ্বাস রাখে। অতঃপর وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ শব্দটিকে يُؤْمِنُوْنَ শব্দের মাঝে উহ্য থাকা اَلْمُؤْمِنُوْنَ শব্দের সাথে সংযুক্ত অব্যয়ের মাধ্যমে সংযুক্ত করে কর্তৃকারকের বিভক্তি চিহ্ন رفع প্রদান করা হয়েছে। যেন বাক্যটি এরূপ ছিল, وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ - هُمْ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, اَلْمُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ এর মানে হল সালাত আদায়কারী ফিরিশ্‌তা। তারা বলেন, ফিরিশ্‌তাদের সালাত আদায় করার মানে হল, তাদের প্রতিপালকের প্রশংসা করা এবং দুনিয়া বাসীদের জন্য মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। এ হিসাবে আয়াতের মানে হবে, তোমার প্রতি যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে তাতে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তাতেও মু'মিন লোকেরা বিশ্বাস রাখে আর তারা সালাত আদায়কারী ফিরিশ্‌তাদের প্রতিও বিশ্বাস রাখে।

অন্যান্য মুফাস্‌সিরগণ বলেন, এর মানে হল মু'মিন লোকেরা তোমার প্রতি ও তোমার পূর্বে নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি ঈমান রাখে এবং তারা ঈমান রাখে সালাত আদায়কারীদের প্রতিও। তারা ও যাকাত আদায়কারী লোকেরা .... ইত্যাদি। যেমন আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ (সে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং মু'মিনদেরকে বিশ্বাস করে। সূরা তাওবা–৬১ নং আয়াত)। যারা একথা বলেন, তারা اَلْمُقِيْمِيْنَ শব্দটিকে প্রশংসা সূচক উহ্য ক্রিয়ার ভিত্তিতে نصب দেয়াকে অপছন্দ করেন। কেননা তাদের মতে প্রশংসা সূচক উহ্য ক্রিয়ার ভিত্তিতে ঐ صِفَت কেই نَصَب দেয়া হয় যাকে বিধের পর উল্লেখ করা হয়। আর এখানে اَلرَّسِخُوْنَ فِى الْعِلْم এর বিধেয় হল اُولٰئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا সুতরাং প্রশংসাসূচক উহ্য ক্রিয়ার ভিত্তিতে اَلْمُقِيْمِيْنَ কে نصب দেয়া জায়েয নয়। কেননা এ শব্দটি বাক্যের মধ্যাংশে অবস্থিত উদ্দেশ্যের বিধেয় এখনও পুরা হয়নি। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, আয়াতের মানে হল, তাদের থেকে এবং সালাত আদায়কারীদের থেকে যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলেন। اَلْمُقِيْمِيْنَ এর اِعْرَاب হল جَر

অন্যান্য মুফাস্‌সিরদের মতে এর অর্থ হল, যে কিতাব আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে মু'মিন লোকেরা তাতে এবং সালাত আদায়কারীদের প্রতি ঈমান রাখে। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আরবী ভাষা বিশেষজ্ঞদের নিকট উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি অগ্রহণযোগ্য। কেননা এরূপ مَا শব্দের উপর তারা সাধারণতঃ عَطْف এর বিধান প্রয়োগ করেন না, যদিও কোন কোন আরবী কাব্যে এর ব্যবহার পাওয়া যায়।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, বিশুদ্ধতার নিরিখে আমার নিকট উত্তম হল, اَلْمُقِيْمِيْنَ শব্দটিকে بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ এর مَا শব্দের উপর عَطْف করে উহাকে جَر বিশিষ্ট পড়া এবং اَلْمُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ এর অর্থ সালাত আদায়কারী ফিরিশ্‌তা মুরাদ নেয়া।

এ হিসাবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে, হে মুহাম্মদ (সা.)! মু'মিনগণ আপনার প্রতি যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে তাতে বিশ্বাস রাখে এবং আপনার পূর্বে যে কিতাবাদি নাযিল করা হয়েছে, তাতেও বিশ্বাস রাখে এবং তারা বিশ্বাস রাখে সালাত আদায়কারী ফিরিশ্‌তাদের প্রতিও। অতঃপর 'জ্ঞানে সুগভীর' লোকদের আরও গুণাগুণ বর্ণনা করা হচ্ছে; কিন্তু যারা জ্ঞানে সুগভীর, কিতাব সমূহে বিশ্বাসী, যাকাত আদায়কারী এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী। এ কিরাআতটিকে অন্যান্য কিরাআতের উপর প্রাধান্য দেয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, আয়াতটি হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা.)-এর কিরাআতে اَلْمُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ বিবৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে তার নিকট রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতেও اَلْمُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ লিখিত রয়েছে। লিখকের ভুলের কারণে এরূপ হলে আমাদের মায্‌হাব ব্যতীত কুরআন মাজীদের সমস্ত কপিতেই এরূপ হওয়ার কথা ছিল। বস্তুতঃ এ ব্যাপারে আল্‌ কুরআনের সমস্ত কপির অভিন্নতা এ কথাই প্রমাণ করে যে, আমাদের মায্‌হাবে যে কথা বর্ণিত আছে তা শুদ্ধ, অশুদ্ধ নয়। অধিকন্তু আলোচ্য শব্দটি যদি লিখন

পদ্ধতির দিক থেকে অশুদ্ধ হত তবে কুরআন শিক্ষাদানকারী সাহাবীগণ কখনও এরূপ অশুদ্ধ শিক্ষা দান করতেন না এবং এ অশুদ্ধ পাঠ প্রক্রিয়াকে আত্মস্থ করে তারা একে শুদ্ধ মনে করে উম্মতে মুহাম্মদীকে এরূপ ভুলের তালীম দিতেন না।

এ লিপি অনুসারে কিরা'আত পড়া এ কথার সুস্পষ্ট দলীল যে, এ কিরাআতটি বিশুদ্ধ এবং এতে লিখকের পক্ষ হতে কোন বিভ্রান্তি ঘটেনি। যেসব ব্যাকরণবিদ اَلرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ শব্দটিকে প্রশংসাসূচক উহ্য ক্রিয়ার ভিত্তিতে কর্মকারক বিভক্তি দিয়ে পড়ে থাকেন, ব্যাকরণ বিদদের মতে এরূপ হওয়ার বিষয়টি একেবারেই ক্ষীণ। পূর্বে এর কারণ উল্লেখ করে এ সম্পর্কে আমি বিশদ আলোচনা করেছি। তা হল এই যে, উদ্দেশ্যের বিধেয় পূরা হয়ে যাওয়ার পর পরবর্তীতে উল্লেখিত গুণবাচক বিশেষণে আরবী ভাষা শাস্ত্রের পণ্ডিত ব্যক্তিরা اِعْرَاب এর ক্ষেত্রে কিছুটা তারতম্য করে থাকেন। আর এখানে এমনটি হয়নি। মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, আল্লাহর কালাম যেহেতু আরবী ভাষার অলংকার শাস্ত্রের সর্বোচ্চ মার্গে অবস্থিত, তাই অলংকার শাস্ত্রের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল বিশ্লেষণই এর জন্য সর্বাধিক সমীচীন। যারা বলেন, আলোচ্য শব্দটি لٰكِنِ الرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ -এর هُمْ এর উপর عطف এর ভিত্তিতে অথবা وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ এর ك এর উপর عَطْف এর ভিত্তিতে বা بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ এর উপর عَطْف এর ভিত্তিতে مَجْرُوْر হয়েছে, তাদের এ বক্তব্য প্রশংসাসূচক উহ্য (مدح) ক্রিয়ার ভিত্তিতে نَصْب দেয়ার মতামত হতেও অধিক নিম্নতম এবং এ ব্যাখ্যা অলংকার শাস্ত্র হতে সুদূর পরাহত। কেননা مَحَلاً - مَجْرُوْر এর উপর عَطْف করে جَرْ দেয়ার ত্রুটি সম্বন্ধে আমি পূর্বেই আলোকপাত করেছি।

যারা বলেন—আলোচ্য শব্দের অর্থ হল, "তারা সালাত আদায়কারীদের সালাতের অপরিহার্যতার উপর ঈমান রাখে"– এ হল প্রমাণহীন দাবী। কুরআন-হাদীসে এ সম্বন্ধে কোন দলীল-প্রমাণ নেই। সুতরাং প্রমাণ ব্যতিরেকে আয়াতকে তার যাহিরী অর্থ হতে বাতিনী অর্থের দিকে নিয়ে যাওয়া আদৌ ঠিক নয়। وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ এ শব্দটি মহান আল্লাহ্ পাকের বাণী الْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ এর উপর عطف হয়েছে এবং যাকাত প্রদান করা মু'মিনদেরই صِفَت বা বিশেষণ। এ শব্দের মানে হল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যে ধনৈশ্বর্য দান করেছেন এবং যে ধনসম্পদে তাদেরকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন, তারা তার যাকাত প্রদান করে। وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ -এর মর্মার্থ হল, যারা আল্লাহর একত্ব ও প্রভুত্বে বিশ্বাসী এবং যারা পুনরুত্থান এবং সওয়াব ও শাস্তি প্রদান সম্বন্ধে বিশ্বাসী।

اُولٰئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا —উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারী লোকদেরকে আমি মহাপুরস্কার প্রদান করব। অর্থাৎ তারা যেহেতু আল্লাহর আনুগত্য করেছে এবং তাঁর হুকুম পালন করেছে, তাই আমি তাদেরকে মহাপুরস্কার উত্তম বিনিময় তথা জান্নাত দান করব।

মহান আল্লাহর বাণী—

(١٦٣) اِنَّآ اَوۡحَيۡنَآ اِلَيۡكَ كَمَآ اَوۡحَيۡنَآ اِلٰى نُوۡحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنۡۢ بَعۡدِهٖ‌ۚ وَاَوۡحَيۡنَآ اِلٰٓى اِبۡرٰهِيۡمَ وَاِسۡمٰعِيۡلَ وَاِسۡحٰقَ وَيَعۡقُوۡبَ وَالۡاَسۡبَاطِ وَعِيۡسٰى وَاَيُّوۡبَ وَيُوۡنُسَ وَهٰرُوۡنَ وَسُلَيۡمٰنَ‌ۚ وَاٰتَيۡنَا دَاوٗدَ زَبُوۡرًا ۝

১৬৩. তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি, যেমন নূহ ও তাঁর পরবর্তী নবীগণের নিকট প্রেরণ করেছিলাম, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ঈসা, আয়ূব, ইয়ূনুস, হারূন এবং সুলায়মানের নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম এবং দাউদকে যাবূর দিয়েছিলাম।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেঁ বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! নবুয়্যাতের মাধ্যমে আমি আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি, যেমন 'নূহ' ও অন্যান্য নবীগণের নিকট তা (ওহী) প্রেরণ করেছিলাম। নূহের পরবর্তী কতেক নবীর নাম আমি আপনার নিকট বর্ণনা করেছি আর কতেকের নাম বর্ণনা করিনি। যেমন বর্ণিত আছে ঃ

১০৮৩৯. রবী' ইব্ন খুসায়ম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ পাকের বাণী اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْحٍ وَّالنَّبِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِهٖ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তাঁর নিকট আমি ওহী প্রেরণ করেছি। যেমন তাঁর পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীগণের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি রাসূল (সা.)-এর প্রতি নাযিল হওয়ার কারণ ছিল এই যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَاءِ আয়াতটি রাসূল (সা.)-এর প্রতি নাযিল করলেন এবং এর মাধ্যমে ইয়াহুদী সম্প্রদায়কে হেয় প্রতিপন্ন করলেন তখন রাসূল (সা.)-এ আয়াতটি তাদের সামনে তিলাওয়াত করলেন। তিলাওয়াত শুনে তারা বলল, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর পর কোন মানুষের প্রতি কোন ওহীই নাযিল করেন নি। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের এ দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য এ আয়াতটি নাযিল করেন। এতে মহান আল্লাহ তাঁর নবী এবং মু'মিনদেরকে এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, মূসা (আ)-এর পরই তিনি তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করেছেন এবং নাযিল করেছেন ঐ সমস্ত নবী রাসূলদের প্রতিও, যাদের কথা তিনি আয়াতে উল্লেখ করেছেন এবং যাদের কথা তিনি এ আয়াতে উল্লেখ করেন নি। যেমন বর্ণিত আছে ঃ

১০৮৪০. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন সুকায়ন অথবা 'আদী ইব্ন যায়দ নবী করীম (স.)-কে বলল, হে মুহাম্মদ! হযরত মূসা (আ)-এর পর কোন মানুষের উপর আল্লাহ্ পাক কোন বাণী অবতীর্ণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

এতে আল্লাহ তা'আলা اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْحٍ وَّالنَّبِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِهٖ হতে শেষ পর্যন্ত নাযিল করেন।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারদের মতে, ইয়াহুদীদের পাপাচার সম্বলিত পূর্বোক্ত আয়াত সমূহ নাযিল হওয়ার পর তারা বলল, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ), হযরত ঈসা (আ) এবং অন্য কোন মানুষের প্রতিই কোন বাণী অবতীর্ণ করেননি। তখন মহান আল্লাহ পাক নাযিল করেন, وَمَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ اِذْ قَالُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَىْءٍ –তারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি, যখন তারা বলে, "আল্লাহ্ মানুষের নিকট কিছুই নাযিল করেন নি" (সূরা আন'আম ঃ ৯১নং আয়াত) এবং হযরত মূসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতিও কোন কিছু তিনি নাযিল করেন নি।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৮৪১. মুহাম্মদ ইবন কা'ব কুরাযী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَاءِ .... وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا আয়াত চতুষ্টয় অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূল (সা.) যখন তা ইয়াহুদীদের সামনে তিলাওয়াত করলেন এবং তাদেরকে তাদের অতীত জঘন্য পাপাচার সম্বন্ধে অবহিত করলেন, তখন তারা আল্লাহর নাযিল করা সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করল। বলল, "আল্লাহ্ পাক কোন মানুষের প্রতি কোন কিছু অবতরণ করেন নি, এমনকি হযরত মূসা (আ) এবং হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতিও তিনি কোন কিছু অবতীর্ণ করেননি।" এক কথায় কোন নবীর প্রতি কোন বাণী তিনি অবতীর্ণ করেননি। নবী করীম (সা.) তখন দুই হাতে হাঁটু বেঁধে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি হাঁটু নামিয়ে বললেন, কারও উপর কি কোন ওহীই নাযিল করেন নি? এ ঘটনার পর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হল, وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ اِذْ قَالُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَىْءٍ (সূরা আন'আম ঃ ৯১ নং আয়াত)

وَاٰتَيْنَا دٰوٗدَ زَبُوْرًا এ আয়াতের পাঠ প্রক্রিয়ায় কারীদের একাধিক মত রয়েছে।

কুফা নগরীর কতিপয় কারী ব্যতীত সমস্ত দেশের কারীগণ وَاٰتَيْنَا دٰوٗدَ زَبُوْرًا বাক্যের زَبُوْرَ শব্দটিকে ز -এর উপর যবরের সাথে পাঠ করেন। অর্থাৎ আমি দাউদ (আ)-কে যাবূর নামক কিতাব প্রদান করেছি। কুফার কোন কোন কিরাআতকারী শব্দটিকে زُبُوْر তথা ز এর উপর পেশের সাথে পড়ে থাকেন। তখন উহা, زَبُوْر এর বহুবচন হবে।

সকলের মতানুসারে আয়াতের ব্যাখ্যা হল, আমি দাউদকে লিপিবদ্ধ কিতাব ও সহীফা প্রদান করেছি। এখানে زَبُوْر শব্দটি مَزْبُوْرَةٌ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন কেউ কোন কিছু লিখার পর বলা হয়

زَبَرْتُ الْكِتَابَ - اَزْبَرُهٗ زَبْرًا وَ زَبَرْتُهٗ اَزْبُرُهٗ زَبْرًا

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এতদোভয় কিরাআতের মধ্যে আমার নিকট বিশুদ্ধতম হল, وَاٰتَيْنَا دٰوٗدَ زَبُوْرًا পড়া। অর্থাৎ ز অক্ষরটিকে যবরের সাথে পড়া। তখন তা দাউদ (আ.)-কে প্রদত্ত কিতাবের নাম বলে বিবেচ্য হবে। যেমনিভাবে হযরত মুসা (আ.)-কে প্রদত্ত কিতাবের নাম রাখা হয়েছে তাওরাত এবং হযরত ঈসা (আ.)-কে প্রদত্ত্ব কিতাবের নাম রাখা হয়েছে ইন্‌জিল এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রদত্ত কিতাবের নাম রাখা হয়েছে ফুরকান। এটাই হল হযরত দাউদ (আ.)-কে প্রদত্ত কিতাবের

মশহুর নাম। আরব লোকেরা বলেন زَبُوْرُ دَاوُدَ অর্থাৎ দাঊদ (আ.)-এর যাবূর কিতাব। এ নামেই তা সমস্ত উম্মতের কাছে সুপ্রসিদ্ধ।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(١٦٤) وَ رُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ؕ وَ كَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ۝

১৬৪. অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের কথা পূর্বে আপনাকে বলেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা আপনাকে বলিনি এবং মূসার সাথে আল্লাহ্ সাক্ষাৎ বাক্যালাপ করেছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যেমন নূহ ও অন্যান্য এমন রাসূলগণের নিকট প্রেরণ করেছিলাম, যাদের কথা আপনাকে বলেছি এবং এমন রাসূলগণের নিকটও প্রেরণ করেছিলাম, যাদের কথা আপনাকে আমি বলিনি।

এখানে কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন যে, তাহলে رُسُلًا শব্দটি مَجْرُوْر না হয়ে مَنْصُوْب হল কেন? উত্তরে বলা যায় যে, এখানে رُسُلًا শব্দটি যেহেতু ঐ اِلٰى-এর দ্বারা مُتَعَدِّىْ (সকর্মক ক্রিয়া) হয়নি, যে اِلٰى তৎপরবর্তী ইস্‌মকে جَرْ দেয়। رُسُلًا শব্দের পূর্ববর্তী اِسْم সমূহ বাহ্যতঃ مَجْرُوْر হলেও প্রকৃত অর্থে এগুলো مَعْنًى مَنْصُوْب কেননা উপরোক্ত আয়াতের অর্থ হল, اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ رَسُوْلًا كَمَا اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَالنَّبِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِهٖ - অর্থাৎ আমি আপনাকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি, যেমন পাঠিয়েছিলাম নূহ ও তার পরবর্তী নবীদেরকে। এখানে رُسُلًا শব্দটিকে পূর্ববর্তী ইস্‌মের مَعْنٰى এর উপর عَطْف করে একে نَصَب দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী ইসমের শব্দের উপর عَطْف করা হয়নি। এ কারণে جَرْ দেয়ার মত কোন অক্ষরকে এর পূর্বে সংযোজন করা হয়নি। যেমন জনৈক কবি বলেছেন,

لَوْ جِئْتَ بِالْخُبْزِ لَهٗ مُنَشَّرًا - وَالْبَيْضَ مَطْبُوْخًا مَعًا وَالسُّكَّرًا
لَمْ يُرْضِهٖ ذَالِكَ حَتّٰى يَسْكَرَا -

কোন ব্যাকরণ বিশারদের মতে وَرُسُلًا-এর واؤ অক্ষরটি قَصَصْنٰهُمْ ক্রিয়ার সাথে সম্বন্ধ যুক্ত। এ হিসাবে رُسُلًا শব্দটি যবর যুক্ত হয়েছে। অর্থ হল وَقَصَصْنَا رُسُلًا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ পূর্বে আমি তোমার নিকট রাসূল গণের কথা বর্ণনা করেছি। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, يُدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِىْ رَحْمَتِهٖ وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّلَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا (তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন; কিন্তু যালিমরা, তাদের জন্য তো তিনি প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি। (সূরা দাহ্‌র-৩১নং আয়াত)। এখানে اَلظّٰلِمِيْنَ-এর واؤ অক্ষরটি اَعَدَّ শব্দের ظَرف-এ হিসাবে এ শব্দটিকে نَصَب দেয়া হয়েছে। অর্থ হল وَ اَعَدَّ لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ।

বর্ণিত আছে যে, আয়াতটি হযরত উবাই (র.)-এর কিরাআতে নিম্নরূপ ঃ

وَرُسُلٌ قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلٌ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ-এ কিরা'আতে رُسُلٌ এর لام অক্ষরটি পেশের সাথে পঠিত হয়েছে। وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে সম্বোধন করে বিশেষভাবে কথা বলেছেন।

১০৮৪২. হযরত নূহ ইব্ন আবূ মারয়াম (র.)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে কিরূপে কথোপকথন করেছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ কথোপকথন করেছিলেন।

১০৮৪৩. হযরত কা'ব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কথোপকথন করার পূর্বে তিনি যত শক্তি দ্বারা আলাপ করেছিলেন, এর সমুদয় দ্বারা তখন তিনি তার সাথে আলাপ করেন। তখন হযরত মূসা (আ.) বললেন, হে আমার রব! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনা। ফলে তিনি অন্য জিহ্বা দ্বারা তাঁর সাথে বাক্যালাপ করলেন। পুনরায় হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ্ তা'আলা সমীপে নিবেদন করলেন, হে আমার প্রতিপালক! এরূপই কি আপনার কথাবার্তা? আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, না। যদি আমি সর্বশক্তি প্রয়োগে তোমার সাথে আলাপ করতাম তবে তুমি সইতে পারতে না। আবূবকর সাগানী (র.) উক্ত হাদীসের সাথে আরও অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, হযরত মূসা (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনার কোন সৃষ্টির সাথে আপনার আলাপের কোন তুলনা চলে কি? আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, না। তবে প্রচন্ড বজ্রধ্বনি যা মানুষ শুনতে পায়, আমার মাখলুকের মাঝে-এর সাথে আমার কালামের তুলনা চলে?

১০৮৪৪. হযরত মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাযী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মূসা (আ.)-কে প্রশ্ন করা হল, কোন্ মাখলুক আপনার প্রতিপালকের কালামের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ? উত্তরে তিনি বললেন, প্রচন্ড বজ্রধ্বনি।

১০৮৪৫. হযরত জুয' ইব্ন জাবির খাছ'আমী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মূসা (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ কথা বলার পূর্বে তিনি যত বাকশক্তি দ্বারা কথা বলতেন, এর সমুদয় দ্বারা তিনি তাঁর সাথে কথা বলেন। হযরত মূসা (আ.) নিবেদন করলেন, আল্লাহ্র শপথ, হে আমার প্রতিপালক! এরূপ দুরূহই কি তোমার কথাবার্তা? কিছুই তো বুঝতে পারছিনা। ফলে তিনি অন্যভাবে নিজ আওয়াজ অনুসারে তার সাথে বাক্যালাপ করলেন। মূসা (আ.) পুনরায় বললেন, হে আমার প্রতিপালক! এরূপই কি আপনার কথাবার্তা? তিনি বললেন, না। হযরত মূসা (আ.) আবারো বললেন, তোমার সৃষ্টির সাথে কি তোমার কথাবার্তার তুলনা চলে? তিনি বললেন, না। তবে প্রচন্ড ধ্বনির সাথে আমার বাক্যালাপের অধিকতর মিল রয়েছে।

১০৮৪৬. জুয' ইব্ন জাবির খাছ'আমী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি কা'ব আহবার (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্র কথাবার্তার পূর্বে তিনি যত বাকশক্তি দ্বারা বাক্যালাপ

করেছেন এর সমুদয় দ্বারা তিনি তাঁর সাথে কথা বলেন। তখন হযরত মূসা (আ.)- প্রশ্ন উত্থাপন করতঃ বললেন, হে পরোয়ারদেগার! আল্লাহ্‌র শপথ! এ যে কিছুই আমি বুঝতে পারছিনা! অতঃপর আল্লাহ্ পাক নিজের আওয়াজের মত করে অন্যভাবে তাঁর সাথে কথোপকথন করলেন। এবার হযরত মূসা (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! এরূপই কি আপনার বাক্যালাপ? উত্তরে মহান আল্লাহ্ বললেন, আমি যদি নিজ কালাম দ্বারা তোমার সাথে কথা বলি তবে এ দুনিয়াতে কোন কিছুই থাকত না। এরপর মূসা (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনার কোন সৃষ্টির সাথে কি আপনার কথাবার্তার তুলনা চলে? আল্লাহ্ বললেন, না, তুলনা চলেনা। অবশ্য প্রচন্ড বজ্র ধ্বনির সাথে আমার বাক্যালাপের অধিকতর মিল রয়েছে।

১০৮৪৭. কা'ব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্‌র কথাবার্তার পূর্বে তিনি যত বাকশক্তি দ্বারা কথোপকথন করেছেন, এর সমুদয় শক্তি দ্বারা তিনি তার সাথে কথা বলেন, তখন হযরত মূসা (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! এ যে কিছুই আমি বুঝতে পারছিনা! তাই আল্লাহ্ পাক নিজের আওয়াজের মত করে অন্যভাবে তাঁর সাথে কথা বললেন। হযরত মূসা (আ.) পুনরায় বললেন, ওগো পরোয়ারদেগার! এ রকমই কি আপনার কথাবার্তা? আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, আমি আমার ভাষায় তোমার সাথে কথা বললে এ পৃথিবীর কিছুই আর বাকী থাকত না। এরপর হযরত মূসা (আ.) আবারো প্রশ্ন করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনার কোন সৃষ্টির সাথে আপনার কথার তুলনা চলে কি? তিনি বললেন, না চলে না। তবে প্রচন্ড বজ্র ধ্বনির সাথে আমার বাক্যালাপের অধিকতর মিল রয়েছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(١٦٥) رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○

১৬৫. সু-সংবাদবাহী ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূল আসার পর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এখানে رُسُلاً শব্দটি পূর্বের শব্দ থেকে بَدل বা স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ভিত্তিতে مَنْصُوْب হয়েছে। مُبَشِّرِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁদেরকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন যেন তাঁরা আল্লাহ্‌র অনুগত ও রাসূলে বিশ্বাসী লোকদেরকে মহাপুরস্কার জান্নাতের সুসংবাদ দান করেন। وَمُنْذِرِيْنَ- এবং আল্লাহ্‌র নাফরমান ও অবাধ্য এবং রাসূলে অবিশ্বাসী লোকদেরকে মহাশাস্তি সম্বন্ধে জ্ঞাত করান। لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ -আমি সু-সংবাদবাহী ও সাবধানকারী রাসূলগণকে এজন্য প্রেরণ করেছি, যাতে আমাকে অস্বীকারকারী মূর্তিপূজারী ও বিপথগামী লোকেরা আমি শাস্তি দিতে ইচ্ছা করলে এ কথা বলতে না পারে যে, لَوْلاَ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلاً فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى —তুমি আমাদের

নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করলে না কেন? করলে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বে তোমার নিদর্শন মেনে চলতাম। সূরা তাহা ঃ ১৩৪। নবী প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা খোদাদ্রোহী একত্ববাদে অবিশ্বাসী লোকদের অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে খন্ডন করে দিয়েছেন। তারা আর আল্লাহ্র নিকট কোন ওযর-আপত্তি পেশ করতে পারবেনা। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, চূড়ান্ত প্রমাণ পেশ করার অধিকার আল্লাহ্রই; কোন মাখলুকের নয়। মুফাস্সিরগণও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৮৪৯. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তখন তারা বলবে; আপনি আমাদের নিকট কোন রাসূলই প্রেরণ করেন নি وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا। অর্থাৎ রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলার উপর অবিশ্বাসী এবং অবাধ্য লোকদের থেকে প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ সর্বদাই প্রতিশোধ গ্রহণে পরাক্রমশালী حَكِيْمًا এবং নিজের কর্মের ব্যাপারে প্রজ্ঞাবান।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(١٦٦) لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا

১৬৬. আপনার প্রতি আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তা তিনি জেনে শুনে করেছেন। আল্লাহ্-এর সাক্ষী এবং ফেরেশ্তাগণও এর সাক্ষী। এবং সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, হে মুহাম্মদ! ইয়াহূদী লোক যারা আপনার নিকট আসমান থেকে তাদের প্রতি কোন কিতাব নাযিল করার জন্য আবেদন করছে, তারা যদি আপনার প্রতি নাযিলকৃত ওহীকে অস্বীকার করে এবং বলে, কোন মানুষের প্রতি কোন বাণীই আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেন নি। এমনি করে তারা যদি আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে তাতে কিছু আসে যায় না। এবং বিষয়টিও এরূপ নয়। বরং আল্লাহ্ তা'আলা যে আপনার প্রতি কিতাবী ওহী নাযিল করেছেন এ ব্যাপারে তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন। তিনি আপনার কিতাব এ কথা জেনেই নাযিল করেছেন যে, আপনি তাঁর সৃষ্টির মাঝে সেরা সৃষ্টি এবং তার পছন্দনীয় বান্দা। এ কথার সত্যতার ব্যাপারে ফেরেশ্তাগণও আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছেন। সুতরাং আপনার প্রতি তাদের এ মিথ্যা আরোপ করাতে এবং আপনার মতামতের বিরুদ্ধাচরণ করাতে আপনি দুঃশ্চিন্তাযুক্ত হবেন না। وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا—আপনার সততার ব্যাপারে আল্লাহ্র সাক্ষ্যই যথেষ্ট। কোন মানুষের সাক্ষ্যের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা আপনার প্রতিপালক যদি আপনার সততার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করেন তবে মিথ্যা আরোপকারীদের মিথ্যা আরোপের কারণে আপনার কোন ক্ষতি হবে না।

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, একদিন একদল ইয়াহূদী নবী (সা.) এর নিকট আসলে তিনি তাদেরকে তাঁর অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানান এবং তাদেরকে এ মর্মে খবর দেন যে, তোমরা অবশ্যই জান যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। তারা তার নবুয়্যাত এবং পরিচিতি উভয়ের কথা অস্বীকার করল। এ কথার প্রেক্ষিতেই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন। যেমন বর্ণিত আছে-

১০৮৫০. ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন একদল ইয়াহূদী নবী (সা.)-এর নিকট আগমন করলে তিনি তাদেরকে বললেন, আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, তোমরা অবশ্যই জান যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। তারা বলল, একথা আমরা জানিনা। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতটি নাযিল করলেন,

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهٖ وَالْمَلٰئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا

১০৮৫১. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একদল ইয়াহূদী রাসূল (সা.)-এর নিকট আগমন করল। অতঃপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১০৮৫২. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهٖ وَالْمَلٰئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا এর ব্যাখ্যায় বলেন, তিনি এমন সাক্ষী যার সাক্ষ্য সন্দেহাতীত।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(١٦٧) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ○

১৬৭.যারা কুফ্‌রী করে ও আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয়, তারা ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, হে মুহাম্মদ! যে সব কিতাবীদের কথা আমি আপনার নিকট বর্ণনা করেছি, তাদের থেকে যারা জেনে শুনে আপনার নবুয়্যাতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন একথা যারা অস্বীকার করে وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এবং যে দ্বীন ইসলামসহ আল্লাহ্ পাক আপনাকে তামাম সৃষ্টি জগতের প্রতি প্রেরণ করেছেন, এ পথে যারা বাধা দেয়। দ্বীন ইসলামের পথে তাদের বাধা দেয়ার মানে হল, মুশরিকদের পক্ষ হতে ইয়াহূদীদের নিকট নবী করীম (সা.)-কে জিজ্ঞেস করার পর ইয়াহূদীদের একথা বলা যে, "মুহাম্মদ (সা.)-এর কোন গুণাবলীর কথা ও তার পরিচিতি আমরা আমাদের কিতাবে পাইনি। এবং এ মর্মে তাদের দাবী করা যে, তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, নবুয়্যাত হারূন (আ.) এবং দাউদ (আ.)-এর বংশের মাঝেই থাকবে।" অনুরূপ আরো কিছু কথা যা লোকদেরকে রাসূল (সা.)-এর

অনুকরণ, তাঁর উপর ঈমান আনয়ন এবং আল্লাহ্র নিকট থেকে তাঁর আনীত আদর্শের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন থেকে বিরত রাখে।

قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلاً بَعِيْدًا অর্থাৎ তারা মধ্যম পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে এবং হটে গিয়েছে সরল পথ থেকে। তাদের সরল পথ ও মধ্যম পন্থা ছেড়ে দেয়া ও বিচ্যুত হওয়ার মর্ম হল, আল্লাহ্র দ্বীনকে ভ্রান্ত বলা, যা তিনি তার বান্দাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং যার জন্য তিনি নবী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্ পাক বলেন, যারা মুহাম্মদ (সা.)-এর রিসালাত-কে অস্বীকার করেছে এবং সত্যদ্বীনসহ প্রেরিত নবী-রাসূলদের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, তারা আল্লাহ্র দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে, যা দিয়ে তিনি নবীগণকে প্রেরণ করেছেন, বিচ্যুত হয়ে তারা অনেক দূর পর্যন্ত ছিটকে পড়েছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(١٦٨) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ۝

(١٦٩) اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۖ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝

১৬৮-১৬৯. যারা কুফ্র করেছে ও সীমা লংঘন করেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না, তাদেরকে কোন পথও দেখাবেন না, জাহান্নামের পথ ব্যতীত; সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে এবং এ আল্লাহ্র পক্ষে সহজ।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফার তাবারী (র.) এ আয়াত দু'টোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, যারা মুহাম্মদ (সা.)-এর রিসালাতকে অস্বীকার করল, বস্তুতঃ তারা আল্লাহ্ তা'আলাকেই অস্বীকার করল এবং জেনে শুনে কুফ্রীর অবস্থানের কারণে, আল্লাহ্র বান্দাদের প্রতি জুল্ম করার কাণে, আরবদের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করার কারেণ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করার কাণে প্রকারান্তরে তারা নিজেদের প্রতিই জুলুম করল। لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ -উপরোক্ত অপরাধের শাস্তি প্রদান না করে আল্লাহ্ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। বরং তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করতঃ লঞ্ছিত ও অপদস্থ করবেন। وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا অর্থাৎ এসব কাফির জালিম লোক, যাদের কথা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি তাদেরকে কোন পথও দেখাব না। অর্থাৎ এমন পথে চলার তাওফীক দিব না, যে পথে চলে তারা ছওয়াব প্রাপ্ত হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে। বরং সরল পথ থেকে আমি তাদেরকে সরিয়ে দেব, যেন তারা জাহান্নামের পথে এগিয়ে চলে। এখানে طَرِيْق অর্থ দীন। এ হিসাবে অর্থ হবে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ইসলামের পথে চলার তাওফীক প্রদান করবেন না। বরং তিনি তাদেরকে ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত করে জাহান্নামের পথে তথা কুফ্রীর পথে পরিচালিত করবেন। ফলে তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে

অস্বীকার করে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا - সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا -উপরোক্ত লোকদের-কে জাহান্নামে চিরস্থায়ী করা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ। কেননা আল্লাহ্ যাকে জাহান্নামে প্রেরণের ইচ্ছা করবেন, সে তা প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না। এবং তার পক্ষ অবলম্বন করে কোন সাহায্যকারী ব্যক্তিও তাকে আল্লাহ্র ইচ্ছা থেকে মুক্তি দিতে পারবেনা। সর্বোপরি এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করা আল্লাহ্র জন্য কঠিনও নয়। কেননা সৃষ্টির অধিকার একমাত্র তাঁরই এবং নির্দেশ দেয়ার চূড়ান্ত অধিকারও একমাত্র তাঁরই।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(١٧٠) يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ط وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

১৭০. হে মানব! রাসূল তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সত্য এনেছেন, সুতরাং তোমরা ঈমান আন, এতে তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে এবং তোমরা অস্বীকার করলেও আসমান ও যমীনে যা আছে সব আল্লাহ্রই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, يٰاَيُّهَا النَّاسُ অর্থাৎ হে আরবের মুশরিক লোকেরা এবং কুফ্রীতে লিপ্ত লোক সকল! قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُوْلُ-এখানে رَسُوْل বলে মুহাম্মদ (সা.) কে বুঝানো হয়েছে। بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ - তিনি তোমাদের প্রভুর নিকট হতে সত্য দ্বীন নিয়ে তোমাদের নিকট এসেছেন। অর্থাৎ তিনি ইসলাম ধর্ম নিয়ে এসেছেন, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য দীন হিসাবে মনোনীত করেছেন। مِنْ رَّبِّكُمْ মানে مِنْ عِنْدِ رَبِّكُمْ অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ তোমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি এবং তিনি তাঁর প্রতিপালকের নিকট হতে যে দীন এনেছেন তার প্রতি ঈমান আন। কেননা তার প্রতি ঈমান আনয়ন করা তাকে অস্বীকার করা হতে শ্রেয়। وَاِنْ تَكْفُرُوْا তোমরা যদি মুহাম্মদ (সা.)-এর রিসালাত-কে অস্বীকার করে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর এবং তিনি তাঁর প্রতিপালকের নিকট হতে যে সত্য বয়ে এনেছেন, তার প্রতি যদি মিথ্যা আরোপ কর তবে তোমাদের এ অস্বীকৃতি এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কাউকে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এর অকল্যাণ তোমাদের প্রতিই প্রত্যানীত হবে। মুহাম্মাদুর রাসূল্লাহ্র প্রতি প্রত্যানীত হবে না। এর কারণ হল এই যে, এ ভূমন্ডল এবং নভোমন্ডলের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। তোমাদের কুফ্রী আল্লাহ্র হুকুম বাস্তবায়নে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না এবং তোমাদের নাফরমানী তাঁর ক্ষমতা ও রাজত্বে কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا অর্থাৎ আল্লাহ্র আদেশ নিষেধ বাস্তবায়নে এবং জেনে শুনে তার অবাধ্যতা প্রদর্শন করনের ক্ষেত্রে তোমরা কোন্ পথ

অবলম্বন করবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবগত আছেন। حَكِيْمًا অর্থাৎ করণীয় কর্মের আদেশ দানে, বর্জনীয় কর্ম নিষিদ্ধ করণে, তোমাদের কর্ম সম্পাদনে এবং অন্যান্য সৃষ্টির সমুদয় বিষয়ে মহান আল্লাহ্ প্রজ্ঞাময়। خَيْرًا لَّكُمْ শব্দটি কোন্ অর্থের প্রেক্ষিতে نَصَب যুক্ত হয়েছে, এ নিয়ে আরবী ভাষাবিদদের মাঝে একাধিক মতামত রয়েছে। কুফা শহরের কতিপয় নাহুবিদ-এর মতে পূর্ববর্তী বাক্য হতে এ শব্দটি সম্পূর্ণরূপে আলাদা। এ হিসাবেই خَيْرًا শব্দটিকে نَصَب দেয়া হয়েছে। কারণ এর পূর্বে আছে একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য। তা হল فَامِنُوْا। আরবী ভাষাবিদগণের মতে নিয়ম হল, جُمْلَهُ خَبَرِيَّة যদি تَامَّة হয় এবং পরে এর সাথে যদি কোন শব্দ সংযোজিত হয় خَيْرًا -এর মত তখন তারা এতে نَصَب দিয়ে থাকে। যেমন বলা হয়, لَتَقُوْمَنَّ خَيْرًا لَكَ অর্থাৎ অবশ্যই তুমি দাঁড়াবে। তোমার কল্যাণ হবে। اِتَّقِ اللّٰهَ خَيْرًا لَكَ। অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তোমার জন্য কল্যাণ হবে। কিন্তু বাক্য যদি অসম্পূর্ণ থাকে তবে পরে সংযোজিত শব্দের মাঝে رَفْع হবে। যেমন বলা হয়, اِنْ تَتَّقِ اللّٰهَ خَيْرٌ لَّكَ - (তুমি যদি তাকওয়া অবলম্বন কর তবে তোমার জন্য কল্যাণকর হবে।)। অনুরূপভাবে বর্ণিত আছে। وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ (যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর তবে তা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। (সূরা নিসা ঃ ২৫)।

অন্যান্য বাক্য বিন্যাস শাস্ত্রবিদদের মতে خَيْر শব্দটি مَنْصُوْب হওয়ার কারণ হল এই যে, বাক্যটি মুলতঃ ছিল فَامِنُوْا هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ - বাক্য থেকে هُوَ শব্দটি পড়ে যাওয়ায়- যার দ্বারা একটি উহ্য مصدر তথা اِيْمَان এর দিকে ইশারা করা হয়েছে, পরবর্তী শব্দটিকে পূর্ববর্তী শব্দের সাথে সংযোজন করে দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী শব্দটি معرفه এবং خير শব্দটি نكره ,نكره - معرفه -এর সাথে সংযোজিত হওয়ায় বিশেষ নিদর্শন হিসাবে خَيْرُ-এর মাঝে نَصَب প্রদান করা হয়েছে। কেননা هُو এর দ্বারা ইশারাকৃত শব্দটি হল اٰمِنُوْا। ক্রিয়া থেকে উদ্ভুত اَلْاِيْمَان। ক্রিয়া মূলটি। আর এটি হল معرفه যেমন বলা হয়, قُم فَالقِيَام خَيرٌلَك - وَلَاتَقُم فَترَكُ القِيَام خَيرٌلَك ইত্যাদি। هُو অক্ষরটি পড়ে যাওয়ায় উহা সংযোজিত হয়ে গিয়েছে প্রথমটির সাথে। উপরোক্ত নাহুবিদগণের মতে جمله خبريه-এর পূর্বে এরূপ হতে পারে। যেমন বলা হয় اِتَّقِ اللّٰه هُوَ خَير لَكَ অর্থাৎ اَلاتِّقاء خَير لَكَ তাদের মতে يكن উহ্য থাকার কারণে এখানে خير শব্দটি منصوب হয়নি। কেননা একথাটি যুক্তির ধোপে টিকেনা। তাই তো اِتَّقِ اللّٰه تكن محسنا বলা সহীহ আছে। কিন্তু كان ক্রিয়াটিকে উহ্য ধরে اِتَّقِ اللّٰه محسنا বলা এবং تكن اخانا -এর অর্থে انصرنا اخانا। বলা সহীহ নেই। আর তা হতেও পারে না। তাদের মতে এমনি ভাবে نصب দেয়ার বিষয়টি اسم تفضيل -এর সাথে খাস। সুতরাং বলা যায়, ولا تفعل هذا خيرًالك وافضل -افعل هذا خيرا لك। কিন্তু صلاحًا لك-একথা বলা সহী নয়। তাদের মতে এ বিষয়টি اسم تفضيل-এর সাথে খাস হওয়ার কারণ হল এই যে, اسم تفضيل-এর দ্বারা তুলনামূলক অর্থটি প্রকাশ পায়। অন্য কোন اسم-এর দ্বারা তা প্রকাশ পায় না। বসরা শহরের কতিপয় বাক্যবিন্যাস শাস্ত্র বিশারদ বলেন, خَيرًا শব্দটিকে نصب দেয়া হয়েছে এ কারণে যে, তাদেরকে امِنُوا। বলে তাদের জন্য যা কল্যাণজনক এরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ শব্দটি اعملوا خيرا لكم এবং আল্লাহ্‌র বাণী اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ

(সূরা নিসা ঃ ১৭১)-এর মতই। এরূপ বিষয়টি বিশেষভাবে أمر এবং نهي-এর মধ্যে হয়ে থাকে। جملہ خبریة-এর মধ্যে হয় না। এ কথা বলা যাবে না, ان انتهى خيرا لى - جملہ خبریة এর মাঝে শব্দটি হবে। امر ও نهى -এর মাঝে منصوب হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, امر এবং نهى -এর মাঝে শব্দ উহ্য থাকে। তাই বলা হয়, কেউ যদি انته বলে তবে সে যেন তোমাকে একটি থেকে বারণ করে অন্যটির দিকে ঠেলে দিল। আর একথা বলল যে, اخرج من ذا وادخل فى اخر অর্থাৎ একটি থেকে বের হয়ে অন্যটিতে প্রবেশ কর। আরব কাব্যেও এর প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। 'উমর ইব্‌ন আবূ রবী'আ কবি বলেন,

فَوَاعِدِيهِ سَرْحَتَّى مَالِكٍ - أَوِ الرُّبَى بَيْنَهُمَا أَسْهَلاَ

উপরোক্ত কাব্যাংশে فواعديه سرحتى বলা হয়েছে যেমন واعديه خيرا لك বলা হয়।

جملہ خبریة-এর মাঝেও আলোচিত শব্দটিকে نصب দিতে দেখা গেছে। যেমন আরব পন্ডিতগণ বলেন, أتى البيتَ خيراً لى وأتركه خيراً لى -এর কারণ তাই যা امر ও نهى এর মাঝে আমি আলোচনা করেছি। কোন কোন ব্যাকরণ বিশারদের মতে এ স্থানে خيراً শব্দটি উহ্য ক্রিয়ার মাধ্যমে منصوب বা যবরযুক্ত হয়েছে। তারা اسم تفضيل ব্যতীরেকে অন্য ক্ষেত্রেও এরূপ করা জায়িয বলে মনে করে। যেমন বলা হয় لا تفعل ذلك صلاحا لك ।

কোন কোন ব্যাকরণবিদ বলেন, خَيراً শব্দটি جزاء -এর خير ভিত্তিতে منصوب হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, امر ও نهى -এর বিষয়টিও অনুরূপই।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(١٧١) يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ۚ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰهَاۤ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ؗ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبْحٰنَهٗۤ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○

১৭১. হে কিতাবীগণ! দ্বীনের ব্যাপারে রাড়াবাড়ি করো না। ও আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য বত্যীত বলনা। মারয়াম তনয় 'ঈসা-মসীহ্ আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁর বাণী (কালিমা) যা তিনি মারয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন ও তাঁর আদেশ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে ঈমান আন এবং খোদা তিনজন (নাউযুবিল্লাহ্) একথা বল না। এমন কথা বর্জন করা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আল্লাহ্ তো একমাত্র মা'বূদ এতে সন্দেহ নেই। তার সন্তান হবে এ থেকে তিনি পবিত্র আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই। কার্য নির্বাহী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, يَاَهْلَ الْكِتٰبِ -অর্থাৎ তাওরাতের বাহক হে খৃস্টান সম্প্রদায় لاَتَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ—তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে হককে অতিক্রম করো না। তাহলে তোমরা বাড়াবাড়িতে পতিত হবে। আর হযরত 'ঈসা (আ.) সম্বন্ধে অহেতুক কোন উক্তি করোনা। কেননা 'ঈসা (আ.) সম্বন্ধে তোমাদের উক্তি "সে আল্লাহ্র সন্তান" এটি আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মিথ্যা অপববাদ। কেননা মহান আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেন না। আল্লাহ্ যদি সন্তান গ্রহণ করতেন তাহলে 'ঈসা (আ.) বা অন্য কোন সৃষ্টিকে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করতেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলনা। اَلْغُلُوْ শব্দের প্রকৃত অর্থ হল সীমা লংঘন করা। তাই দীনের ব্যাপারে সীমা লংঘনকেও غُلُوْ বলা হয়। জন্মকাল অতিক্রম করে তড়িৎভাবে যৌবনে পদার্পণ করলে বলা হয়— غلا بالجارية عظمها ولحمها কবি হারিছ ইব্ন খালিদ মাখযূমীও উপরোক্ত অর্থে নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করেছেন -

خُمْصَانَةٌ قَلِقٌ مُوَشَّحُهَا - رَؤْدُ الشَّبَابِ غَلاَ بِهَا عَظْمٌ -

১০৮৫৩. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা দু'টি দলে হয়ে পড়ল। একটি দল দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করল। "তাদের বাড়াবাড়ি হল," ধর্মীয় বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা এবং দ্বীনকে উপেক্ষা করা। আর অপর দলটি দ্বীনের ব্যাপারে অবহেলা করল। এবং তাদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ

اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ كَلِمَتُهٗ اَلْقٰهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ -

ইমাম আবূ জা'ফর তারাবী (র.) আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ হে কিতাবীগণ! যারা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত। ঈসা মসীহ্ আল্লাহ্ তা'আলার সন্তান নয়, যেমন তোমরা মনে করছ। বরং তিনি হলেন, মারয়াম তনয় ঈসা; তিনি অন্য কারো সন্তান নয়। এতদভিন্ন তাঁর কোন বংশ পরম্পরাও নেই। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করে বলেন, তিনি হলেন আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্ তাকে সত্য দ্বীন সহ তার নির্দিষ্ট সৃষ্টির প্রতি প্রেরণ করেছেন। اَلْمَسِيْحُ এর প্রকৃত অর্থ হল اَلْمَمْسُوْحُ যাকে মুসেহ দেয়া হয়েছে। শব্দটি مَفْعُوْل এর ওজন হতে فَعِيْل -এর ওজনে রূপান্তরিত করে مَسِيْحٌ বানান হয়েছে। গুনাহ হতে পবিত্র করণের কারণে তাকে اَلْمَسِيْحُ বলে নামকরণ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, মানুষের শরীরে পাপ ও গুনাহের যে ময়লা থাকে, তা তার শরীর থেকে মুছে দেয়া হয়েছে। যেমনিভাবে অপবিত্র বস্তুকে মুসে ফেলে দেয়া হয়। ফলে সে অপবিত্রতা থেকে পাক হয়ে যায়। এ কারণে মুজাহিদ (র.) বলেন, যারা বলেন "মসীহ অর্থ সিদ্দীক" তাদের কথাও উপরোক্ত মতামতের অনুরূপ। কারো কারো মতে মুলতঃ এ শব্দটি ইব্রানী বা সুরইয়ানী ভাষায় হল 'মাসীহ্'। উহাকে আরবী করে 'মসীহ' নামকরণ করা হয়েছে। যেমন আল্ কুরআন নবীদের নামকে আরবী বানিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে। যথা ইসমাঈল, ইসহাক, মূসা ও ঈসা।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, اَلْمَسِيْحُ -এর যেসব উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তা মুলতঃ এর নজীর নয়। কেননা ইসমাঈল, ইসহাক এবং অনুরূপ নাম সমূহ হল اسم - صفت নয়। আর মসীহ শব্দটি হল صفت । সুতরাং আরব-অনারব কাউকে এমন শব্দের মাধ্যমে সম্ভোধন করা বৈধ নয়, যা তাদের বোধগম্য নয়। এতে একথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মসীহ শব্দটি যদি আজমী শব্দ হত এবং আরব লোকেরা তা বুঝতে সক্ষম না হত তবে তাদেরকে এ শব্দের মাধ্যমে সম্বোধন করা হত না। পূর্বে আমি এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, পুনঃ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

اَلْمَسِيْحُ الدَّجَّال - অর্থাৎ দাজ্জালকে মসীহে দাজ্জাল বলা হয় এ কারণে যে, তার চক্ষু উৎপাটিত হবে। এটিকে مفعول -এর ওজন থেকে مسيح -এর ওজনে রূপান্তরিত করা হয়েছে। হযরত 'ঈসা (আ.)-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত مسيح শব্দের অর্থ হল, তিনি এমন ব্যক্তি, যার শরীর হতে পাপ পঙ্কিলতা মুছে দেয়া হয়েছে। আর দাজ্জাল সম্পর্কে ব্যবহৃতত مسيح শব্দের অর্থ হল, সে এমন ব্যক্তি হবে, যার ডান-বা বাম চক্ষু উৎপাটিত (অন্ধ) হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।

وَكَلِمَتُهُ اَلْقٰهَا اِلٰى مَرْيَمَ —'তার বাণী' মানে—ঐ পয়গাম, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সুসংবাদ হিসাবে হযরত মারয়াম (আ.)-এর নিকট নিয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহ্ পাক ফেরেশ্‌তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। নিম্নোক্ত আয়াতে এ সুসংবাদের কথা বিবৃত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, اِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ স্মরণ কর। যখন ফেরেশ্‌তাগণ বলল, হে মারয়াম আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর পক্ষ হতে একটি কালিমার (অর্থাৎ একটি পয়গাম এবং একটি খোশ খবরের) সুসংবাদ দিচ্ছেন। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৪৫)। এ সম্বন্ধে কাতাদা (র.) বলেন ঃ

১০৮৫৪. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَكَلِمَتُهُ اَلْقٰهَا اِلٰى مَرْيَمَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, সে কালিমা হল, আল্লাহ্‌র বাণী 'হও' অতঃপর তিনি হয়ে গেলেন। এ সম্বন্ধে মুসলমানদের মধ্যে যারা মতবিরোধকারী, তাদের মতবিরোধ সবিস্তারে আমি আলোচনা করেছি। এখানে এর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

اِلٰى مَرْيَمَ —যা তিনি মারয়াম (আ.)-কে জানিয়েছেন যেমন বলা হয় القيت اليك كلمة حسنة আমি তোমাকে এ সংবাদ দিয়েছি এবং এ বিষয়ে আমি তোমার সাথে আলোচনা করেছি।

وَرُوْحٌ مِّنْهُ- আয়াতাংশের ব্যাখ্যার ব্যাপারে 'আলিমদের একাধিক মত রয়েছে।

কোন কোন আলিম বলেন, وَرُوْحٌ مِّنْهُ মানে তাঁর একটি ফুঁক। কেননা আল্লাহ্‌র নির্দেশে হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) কর্তৃক মারয়াম (আ.)-এর জামার ভেতর ফুঁক দেয়ার মাধ্যমে তিনি পয়দা হয়েছেন। তাই বলা হয়েছে, তিনি আল্লাহ্‌র রূহ। কেননা তিনি আল্লাহ্‌র হুকুমে সৃষ্টি হয়েছেন। نَفْخٌ তথা ফুঁককে রূহ বলা হয়েছে এ কারণে যে, ফুঁক হল বাতাস এবং এ বাতাস নির্গত হয় রূহ থেকে। তাই ফুঁককে রূহ্ বলা হয়েছে। যিররুম্মার কবিতায় এর নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে—

فَلَمَّا بَدَتْ كَفَّنْتُهَا وَهِىَ طِفْلَةٌ – بِطَلْسَاءَ لَمْ تَكْمُلْ ذِرَاعًا وَلَاشِبْرًا

وَقُلْتُ لَهُ اُدْفَعْهَا اِلَيْكَ وَاَحْيِهَا – بِرُوْحِكَ وَاَقْتَتْهُ لَهَا قِيْتَةً قَدْرًا

وَظَاهِرلَهَا مِن يَابِس الشَّخت وَاستعن - عَلَيها الصبا وَاجعل يَديكَ لَهاَ ستراً

وَلَمَّا تَنَمَّتْ تَاكُلُ الرِّمَّ لَم تَدَع - ذَوَابِلَ مِمَّا يَجمَعُونَ وَلاَ خُضراَ

فَلَمَّا جَرَتْ فِى الجَزلِ جَرياً كَاَنَّهُ - سَنَاالبَرقِ اَحدَثنَا لِخَالِقِهَا شُكراَ

ভাষা সাহিত্যিকদের মতে اَحْيِهَا بِرُوْحِكَ মানে اَحْيِهَا بِنَفْسِكَ—তুমি ফুঁৎকারের মাধ্যমে তাকে জীবন দান কর। অন্যান্য তাফ্সীর বিশারদদের মতে হযরত 'ঈসা (আ.) কে رُوحٌ مِّنْهُ এজন্য বলা হয়েছে যে, তিনি আল্লাহ্র বাণী كُنْ-এর দ্বারা জীবন প্রাপ্ত হয়েছেন। এ হিসাবে رُوحٌ مِّنْهُ মানে حَيَاةٌ مِّنْهُ - অর্থাৎ তিনি আল্লাহ্র 'হও' বাণীর দ্বারা জীবন প্রাপ্ত হয়েছেন।

অপরাপর মুফাস্সিরদের মতে رُوْحٌ مِّنْهُ মানে رَحْمَةٌ مِّنْهُ অর্থাৎ তিনি হলেন আল্লাহর এক বিশেষ ধরনের রহমত। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন وَ اَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ এবং তিনি তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ হতে রহমত দানের মাধ্যমে (সূরা মুজাদালা ঃ ২২)। তাদের মতে যারা হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর ঈমান আনবে, তার অনুসরণ করবে এবং তাকে বিশ্বাস করবে, তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাকে রহমত বানিয়েছেন। কেননা তিনিই তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেছেন।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারদের মতে وَ رَحْمَةٌ مِّنْهُ এর মানে হল, তিনি আল্লাহ্র সৃষ্ট একটি রূহ, যা তিনি হযরত মারয়াম (আ.)-এর প্রতি প্রেরণ করেছেন। অতঃপর তা তার ভেতরে প্রবেশ করেছে। এর থেকেই আল্লাহ্ তা'আলা হযরত 'ঈসা (আ.)-এর আত্মাকে সৃজন করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৮৫৫. উবাই ইব্ন কা'ব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِى اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (সূরা আ'রাফ ১৭২) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠ থেকে তার বংশধরকে বের করেন এবং এগুলো রূহে পরিণত করেন। অতঃপর তিনি এদের আকৃতি দান করেন। এরপর তাদেরকে বাকশক্তি প্রদান করেন। উপরোক্ত রূহ যাদের থেকে আল্লাহ্ তা'আলা অঙ্গীকার নিয়েছেন, হযরত ঈসা (আ.)-এর আত্মা এসব রূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ রূহই আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মারয়াম (আ.)-এর প্রতি প্রেরণ করেছিলেন। অতঃপর তা হযরত মারয়ামের ভেতর প্রবেশ করল। তিনি গর্ভবর্তী হলেন। বস্তুতঃ এ ছিল হযরত ঈসা (আ.) এরই আত্মা। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারদের মতে এখানে রূহ এর অর্থ হল হযরত জিব্রাঈল (আ.)। আয়াতের অর্থ হল, তাঁর বাণী যা তিনি মারয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং তিনি তাঁর নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হতে রূহ্ও প্রেরণ করেছেন। এখানে رُوْحٌ শব্দটি اَلْقٰهَا এর উপর عَطْف হয়েছে। অর্থাৎ মারয়াম (আ.)-এর প্রতি বাণী প্রেরণ করা তা প্রথমে আল্লাহ্র পক্ষ হতে হয়েছে অতঃপর হয়েছে তা হযরত জিব্রাঈল (আ.) এর পক্ষ হতে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত মতামত সমুহের প্রত্যেকটিরই একটি যুক্তি রয়েছে, যা অশুদ্ধ নয়।

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ

সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে ঈমান আন এবং বলবে না তিন, নিবৃত্ত হও। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

এ আতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ অর্থাৎ হে কিতাবী লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌র একত্ত্ববাদ এবং প্রভুত্বের স্বীকৃতি প্রদান কর। আর একথা জেনে রাখ যে, তাঁর কোন সন্তান নেই। সাথে সাথে রাসূলগণ আল্লাহ্‌র নিকট থেকে যে বাণী নিয়ে এসেছেন, তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর এবং এ কথাতেও ঈমান আন যে, আল্লাহ্ একক অদ্বিতীয়; তঁর কোন শরীক নেই। জীবন সঙ্গীনী নেই এবং নেই কোন সন্তানাদি। وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ "আল্লাহ্ তিনজন" তোমরা একথা বলোনা।

ثَلٰثَةٌ শব্দটি পেশ যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে একটি উহ্য مُبْتَدَاء (উদ্দেশ্যে)-এর خَبَر হওয়ার ভিত্তিতে। উহ্য مُبْتَدَاء টি হল هُمْ। এ হিসাবে আয়াতের অর্থ হবে, "আল্লাহ্ তিন জন" তোমরা এ কথা বলোনা। অতীত কালের অবস্থার বর্ণনার প্রেক্ষিতে ক্রিয়াটিকে مُضَارِع লওয়া সংগত হয়েছে। কেননা আরবদের মাঝে এরূপ করার প্রচলন ছিল। যেমন আল্ কুর'আনের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ (সূরা কাহ্ফ ঃ ২২ নং আয়াত) قَوْل-এরপর যত مَرْفُوْع শব্দ ব্যবহৃত হবে, সবক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে رَافِع থাকবে না। উহ্য رَافِع-এর দ্বারা উহ্য مَرْفُوْع তথা পেশযুক্ত হবে।

তারপর মহাপরাক্রমশালী প্রভু তাদের প্রতি হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করে বলেন, اِنْتَهُوْا অর্থাৎ হে তিন খোদার প্রবক্তারা! তোমরা তোমাদের এ মিথ্যা, বানোয়াট এবং শিরকী উক্তি হতে নিবৃত্ত হও। কেননা এহেন উক্তি থেকে বিরত থাকার মাঝেই তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তোমাদের এ উক্তির উপর তোমরা যদি প্রতিষ্ঠিত থাক এবং আমার নির্দেশিত হক ও সত্যের প্রতি ধাবিত না হও তবে পার্থিব জগতেও আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে এবং পরকালেও তোমাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে মহাশাস্তি।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ سُبْحٰنَهٗ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا

আল্লাহতো একমাত্র ইলাহ; তাঁর সন্তান হবে—এ থেকে তিনি পবিত্র। আসমান-যমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ মানে হে ত্রিত্ববাদের প্রবক্তারা! আল্লাহ্ পাক তিন খোদার এক খোদা নন। যেমন তোমরা মনে করছ এবং বলছ; কেননা যার সন্তান আছে সে কখনো ইলাহ হতে পারে না। অনুরূপভাবে যার জীবন সঙ্গীনী আছে,

সেও ইলাহ্ হতে পারে না। বস্তুতঃ 'ইবাদত ও প্রভুত্ব একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই খাস, যিনি একক মা'বূদ; তাঁর কোন সন্তান নেই; পিতা নেই, জীবন সঙ্গিনী নেই এবং তাঁর কোন শরীকও নেই।

এরপর আল্লাহ্ পাক নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করে নিজের মহত্ব প্রকাশ করে এবং আল্লাহ্র শত্রু কাফির লোকেরা তাঁর সম্বন্ধে যা বলে, এ থেকে তাঁর অবস্থান অনেক উর্ধ্বে এ কথার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিয়ে বলেন, سُبْحٰنَهٗ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ তাঁর সন্তান হবে এ থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে, এ থেকে তিনি পবিত্র, মুক্ত এবং সন্তান ও জীবন সঙ্গিনী গ্রহণ করার প্রতি তিনি একেবারেই মুখাপেক্ষী নন।

এরপর মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে জানিয়ে দেন, 'ঈসা ও তার জননী এবং ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র দাস-দাসী এবং তাঁর সৃষ্টি। তিনিই তাদের রিযকদাতা ও স্রষ্টা। তারা সকলেই আল্লাহ্র প্রতি মুখাপেক্ষী, এসব কথার উদ্দেশ্যে হল ঐ সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করা, যারা বলে, হযরত 'ঈসা মসীহ হলেন আল্লাহ্র পুত্র। তাদের এ বক্তব্য যথার্থ নয়। কেননা তিনি আল্লাহ্র পুত্র হলে তিনি তার প্রতি মুখাপেক্ষী হতেন না এবং হতেন না তাঁর অধীনস্ত দাস। তাই আল্লাহ্ বলেন, لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ আসমান -যমীনে যত কিছু আছে সব কিছুর একচ্ছত্র মালিকানা একমাত্র মহান আল্লাহরই। এসব কিছু তারই সৃষ্টি। তিনিই তাদেরকে জীবিকা প্রদান করেন, রিয্ক দেন এবং তাদের সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। এমতাবস্থায় হযরত 'ঈসার কেমন করে সন্তান হতে পারে? অথচ সে-ও আসমান-যমীনেরই একজন এর থেকে সে বহির্ভূত নয়। وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا- আসমান -যমীনে যা কিছু আছে এসবের নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ এবং জীবিকা প্রদানে আল্লাহ্ তা''আলাই যথেষ্ট। অন্য কারো সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করার তাঁর কোন প্রয়োজন নেই।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(١٧٢) لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ○

১৭২. মসীহ আল্লাহ্র বান্দা হওয়াকে হেয় জ্ঞান করে না এবং ঘনিষ্ঠ ফিরিশ্তাগণও নয়। এবং কেউ তার বান্দা হওয়াকে হেয় জ্ঞান করলে এবং অহংকার করলে তিনি তাদের সকলকে তার নিকট একত্র করবেন।

ব্যাখ্যা ঃ

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ মানে হল, মসীহ আল্লাহ্র বান্দা হওয়ায় ভ্রূকুঞ্চিৎ করেন না এবং অবাধ্যতাও প্রদর্শন করে না। যেমন বর্ণিত আছে,

১০৮৫৬. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, মসীহ আল্লাহ্র বান্দা হওয়ায় কখনো অবাধ্যতা প্রদর্শন করে না এবং ফিরিশ্তাগণও নয়।

وَلَا الْمَلٰئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ-এর মানে হল, আল্লাহ্‌র দাসত্বের প্রতি স্বীকৃতি প্রদানে এবং অন্তরে তা বিশ্বাস করনে ঐ ফিরিশ্‌তাগণও অহমিকা প্রদর্শন করে না, যাদেরকে তিনি নৈকট্য প্রদান করেছেন এবং অন্যান্য সৃষ্টির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

১০৮৫৭. আজলাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত দাহ্‌হাক (র.) কে আমি اَلْمُقَرَّبُوْنَ এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর উত্তরে তিনি বললেন, তারা হল ঐ সমস্ত ফিরিশ্‌তা, যাদেরকে আল্লাহ্ পাক দ্বিতীয় আকাশে উঠিয়ে তাঁর নিকটবর্তী করে নিয়েছেন।

وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যেসব সৃষ্টি তার প্রতিপালকের ইবাদত করা হতে অহমিকা প্রদর্শন করে আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর সামনে বিনয়াবনত হওয়াকে হেয় জ্ঞান করে এবং এ মহান আমল থেকে অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا -কিয়ামত দিবসে তিনি তাদের সকলকে পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং প্রতিশ্রুত সময়ে তাঁর নিকট একত্রিত করবেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(১৭৩) فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○

১৭৩. যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তিনি তাদেরকে পূর্ণ পুরস্কার দান করবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশী দিবন; কিন্তু যারা হেয জ্ঞান করে ও অহংকার করে তাদেরকে তিনি মর্মন্তুদ শাস্তি দান করবেন এবং আল্লাহ্ ব্যকীত তাদের জন্য তারা কোন অভিভাবক ও সহায় পাবে না।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, মহান আল্লাহ্ এ আয়াতে বলছেন, অবশ্য সেসব মু'মিন আল্লাহ্‌র একত্ব স্বীকার করেন, যারা আনুগত্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অবনত হয়, যারা দাসত্বে আল্লাহ্‌র নিকট নিজেদের দীনতা-হীনতা প্রকাশ করে, যারা নেক আমল করেন, এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে। আর তা হলো– তারা নিজেদের পালন কর্তাকে স্বীকার করে নেয়, তাঁর প্রতি ঈমান আনে, ঈমান আনে তাঁর রাসূলের প্রতি। রাসূলরা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তারা তদনুযায়ী আমল করে। অর্থাৎ আল্লাহ্ যা করার আদেশ দিয়েছেন, তারা তা করে এবং যা করতে বারন করেছেন, তা থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ্ এমন লোকদেরকে পূর্ণ পুরস্কার দান করবেন অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের নেক আমলের প্রতিদান পরিপূর্ণরূপে দান করবেন। এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বেশী দিবেন। এতে আল্লাহ্ তা'আলা বুঝাচ্ছেন যে, নেক আমলের যে প্রতিদান আর সাওয়াব দানের ওয়াদা আল্লাহ্ করেছেন, তিনি তার চেয়েও অতিরিক্ত অনুগ্রহ দান করবেন। এ এমন অনুগ্রহ যার চরম সীমা তিনি তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে বলে দেন নি। আর তা এই যে, আল্লাহ্‌র যে সব বান্দা নেক আমল করবে, তিনি প্রতিটি নেক আমলের জন্য দশটা প্রতিদান আর সাওয়াব দেয়ার ওয়াদা করেছেন। একজন ঈমানদারের নেক আমলের এটাই হচ্ছে পরিপূর্ণ প্রতিদান। নিজ অনুগ্রহে আরো অতিরিক্ত দান করবেন। আর এসব কিছুই হচ্ছে বান্দাদের প্রতি মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। আল্লাহ নেক আমলের জন্য যে প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন,

Contents

তা থেকে কিছু অংশ কম দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। তিনি যাকে ইচ্ছা অতিরিক্তও দান করেন, যার কোন সীমা নির্ধারিত নেই।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(١٧٤) يَآيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ০

১৭৪. হে মানব! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট জ্যোতি অবতীর্ণ করেছি।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, يَآيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ -এর মর্ম হল, হে মানব তথা ইয়াহুদী; খ্রিস্টান ও মুশরিক লোকেরা, যাদের ঘটনা এ সূরায় মহান আল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন। يَآيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ মানে হল, তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে এমন প্রমাণ এসেছে, যার দ্বারা তোমাদের ধর্মের বাতুলতা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি হলেন, মুহাম্মদ (সা.)- তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নিকট এমন প্রমাণ হিসাবে পাঠিয়েছেন, যার দ্বারা তোমাদের সমুদয় ওযর আপত্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। এবং অযুহাত দাঁড় করাবার সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। অতঃপর তিনি তাঁর রাসূলের প্রশংসা করতঃ বলেন, وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا এবং তার সাথে আমি তোমাদের নিকট জ্যোতি পাঠিয়েছে। অর্থাৎ এমন জ্যোতি, যা তোমাদের নিকট বিকশিত করে দেয় সুস্পষ্ট প্রমাণাদি এবং উন্মোচিত করে দেয় তোমাদের সামনে সঠিক সরল পথ, যাতে রয়েছে তোমাদের নাজাত ও আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভের রক্ষা কবচ। যদি তোমরা সে পথে চল তবে তোমরা এর আলোতে আরো উদ্ভাসিত হবে-জ্যোতির্ময় হবে। بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ সে স্পষ্ট জ্যোতি হল আল্ কুরআন, যা মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। আয়াতের যে ব্যাখ্যা আমি উল্লেখ করেছি, মুফাস্‌সিরগণও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৮৫৮. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্‌র বাণী بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, بُرْهَانٌ মানে হল প্রমাণ।

১০৮৫৯. অপর এক সূত্রে মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১০৮৬০. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি يَآيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, হে মানব! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসেছে। نُوْرًا مُّبِيْنًا স্পষ্ট জ্যোতি মানে আল্ কুরআনুল কারীম।

১০৮৬১. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ -এর মানে হল প্রমাণ।

১০৮৬২. ইব্‌ন জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন بُرْهَانٌ অর্থ প্রমাণ এবং نُوْرًا مُّبِيْنًا এর অর্থ আল্ কুরআনুল কারীম।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(١٧٥) فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۝

১৭৫. যারা আল্লাহে ঈমান আনে ও তাঁকে অবলম্বন করে তাদেরকে তিনি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করবেন, এবং তাদেরকে সরল পথে তাঁর দিকে পরিচালিত করবেন।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, যারা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে, তাঁর একত্ববাদের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করে এবং যে দ্বীন– ধর্মসহ হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রেরিত হয়েছেন, তাতেও স্বীকৃতি প্রদান করে। وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ -এবং যারা স্পষ্ট জ্যোতি তথা আল্ কুরআনকে আঁকড়ে ধরে, যা তিনি তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি নাযিল করেছেন। যেমন বর্ণিত আছে ;

১০৮৬৩. ইব্ন জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ অর্থাৎ যারা আল্ কুরআনকে আঁকড়ে ধরেছে।

فَسَيُدْخِلُهُمْ فِىْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র রহমতপ্রাপ্ত হবে, যা তাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে মুক্তি দিবে এবং লাভ করবে তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে প্রতিদান, করুণা ও জান্নাত। পরিণামে আল্লাহ্ ও রাসূলে বিশ্বাসী লোকেরা যে অনুগ্রহ পাবে, তারাও তা প্রাপ্ত হবে। وَيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তার বন্ধুদের প্রতি এবং বান্দাদের প্রতি যে করুণা বর্ষণ করেছেন ও যে অনুগ্রহ দান করেছেন, তা প্রদান করার জন্য তিনি তাদেরকে তাওফীক দিবেন এবং সরল পথে পরিচালিত করবেন; যাতে তারাও তাদের পদাংক অনুসরণ করে তাদের পথে চলে। সে পথ হল সিরাতে মুস্তাকীম তথা সঠিক ও সরল পথ। সিরাতে মুস্তাকীমের অপর নাম হল ইসলাম এবং এ-ই হল আল্লাহ্‌র মনোনীত দীন, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য নির্বাচন করেছেন। صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا শব্দটি اِلَيْهِ এর هَاء সর্বনাশ থেকে حَال (ভাব ও অবস্থাবাচক পদ) হওয়ায় مَنْصُوْب হয়েছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(١٧٦) يَسْتَفْتُوْنَكَ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ؕ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗۤ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَاۤ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ؕ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ؕ وَاِنْ كَانُوْۤا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝

১৭৬. লোকে তোমার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। বল, পিতা মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ্ ব্যবস্থা জানাচ্ছেন, কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি নিঃসন্তান হয় এবং তার এক ভগ্নি থাকে তবে তার জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং সে যদি সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে, আর দু'ভগ্নি থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ, আর যদি ভাই-বোন উভয় থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। তোমরা পথভ্রষ্ট হবে এ আশংকায় আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

ব্যাখ্যা ঃ

يَسْتَفْتُوْنَكَ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ, তারা তোমাকে পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্পর্কে ফাতাওয়া জিজ্ঞেস করে।

كَلَالَةٌ-এর অর্থ যুক্তি প্রমাণসহ পূর্বে উল্লেখ করেছি এবং মতভেদসহ তা বর্ণনা করেছি। তাই এখানে পুনঃ كَلَالَةٌ-এর অর্থ যুক্তি প্রমাণসহ পূর্বে উল্লেখ করেছি এবং মতভেদসহ তা বর্ণনা করেছি। তাই এখানে পুনঃ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের মতে কালালা মানে হল, পিতা ও সন্তানহীন ব্যক্তি। اِنِ امْرُؤٌ اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَّلَهُ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَاتَرَكَ আয়াতাংশে উল্লেখিত هَلَكَ মানে কোন মানুষ যদি মারা যায়। যেমন বর্ণিত আছে যে, আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের মতে কালালা মানে হল, পিতা ও সন্তানহীন ব্যক্তি। اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَّلَهُ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَاتَرَكَ আয়াতাংশে উল্লেখিত اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ মানে কোন মানুষ যদি মারা যায়। যেমন বর্ণিত আছে যে,

১০৮৬৪. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ কোন মানুষ মারা গেলে।

لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ -যার কোন সন্তান নেই। পুত্র-সন্তানও নেই এবং কন্যা সন্তানও নেই। وَلَهُ اُخْتٌ- এবং মৃত ব্যক্তির যদি কোন সহোদর বোন অথবা বৈমাত্রেয় বোন থাকে। فَلَهَا نِصْفُ مَاتَرَكَ -তাহলে ঐ বোন মৃত বোনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক উত্তরাধিকারী পাবে। অন্যান্য আসাবাগণ এরূপ পাবে না। অবশ্য বাকী সম্পদ 'আসাবাদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে।

বর্ণিত আছে যে, 'কালালা' সম্বন্ধে সাহাবাগণ ভীষণ চিন্তাযুক্ত হলে পর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৮৬৫. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, সাহাবাগণ নবী (সা.)-কে 'কালালা' সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে আল্লাহ্ তা'আলা اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ থেকে وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ পর্যন্ত আয়াতখানা অবতীর্ণ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার নিকট বর্ণিত হয়েছে যে, একবার হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (র.) তাঁর খুতবায় বলেছেন, তোমরা শোনো; সূরা নিসার প্রথমাংশের দায়ভাগ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের মধ্য হতে প্রথম আয়াতে মৃতের সন্তান ও মাতা-পিতার প্রাপ্য অংশ বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে মৃতের স্বামী, স্ত্রী এবং বৈপিত্রেয় ভ্রাতৃবৃন্দের প্রাপ্য অংশ বর্ণিত হয়েছে। উক্ত সূরার শেষ আয়াতে সহোদর ভ্রাতা ও ভগ্নিদের প্রাপ্য অংশ বর্ণিত হয়েছে। আর সূরা আন্ফালের শেষ আয়াতে মৃতের রক্ত সম্পর্কিত অন্যান্য আত্মীয়-আসাবার মীরাছ প্রাপ্তির নিয়ম বর্ণিত হয়েছে।

১০৮৬৬. হযরত সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত 'উমর (র.) নবী (সা.)-কে 'কালালা' সম্বন্ধে প্রশ্ন করার পর তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা কি তা বিশদভাবে বর্ণনা করেন নি? তৎপর এ আয়াত নাযিল হল

يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ

১০৮৬৭. হযরত জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। তখন আমার বোন ছিল নয় জন বা সাতজন (রাবী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন) এ সময় নবী করীম (সা.) আমার নিকট এসে আমার মুখমন্ডলে ফুঁক দিলেন। আমি সুস্থ হয়ে গেলাম। তারপর (সা.)-কে আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি আমার বোনদের জন্য দুই তৃতীয়াংশ সম্পত্তির অসিয়্যাত করে যাব? উত্তরে তিনি বললেন, বেশ কর। অতঃপর আমি বললাম, আমি কি অর্ধাংশের অসিয়্যাত করে যাব? তিনি বললেন, ভাল, কর। এরপর তিনি আমাকে এ অবস্থায় রেখে চলে গেলেন। কিচুক্ষণ পর ফিরে এসে বললেন, হে জাবির! আমার মনে হয় ব্যথায় তুমি মারা যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার বোনদের সম্বন্ধে আয়াত নাযিল করেছেন। সে মতে তিনি তার বোনদেরকে দুই তৃতীয়াংশ সম্পত্তি প্রদান করেন। হযরত জাবির (র.) বললেন, يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ– আয়াতটি আমার সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়েছে।

১০৮৬৮. অন্য এক সূত্রে হযরত জাবির (র.) নবী করীম (সা.)- থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১০৮৬৯. হযরত জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী (সা.) এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (র.) আমাকে দেখার জন্য পদব্রজে আমার বাড়িতে আসলেন। তখন আমি বেহুশ অবস্থায় ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উযূ করে অবশিষ্ট পানি আমার শরীরে ছিটিয়ে দিলেন। আমি ভাল হয়ে গেলাম। অতঃপর আমি রাসূল (সা.)-কে প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আমার সম্পত্তি কোন্ নিয়মে বন্টন করব? অথবা আমি বললাম, আমি আমার সম্পত্তি কি করব? তখন তাঁর নয় বোন ছিল। আর তিনি ছিলেন নিঃসন্তান ও মাতৃ-পিতৃহীন। হযরত জাবির (র.) বলেন, রাসূল (সা.) আমার প্রশ্নের জবাবে তাৎক্ষণিক কিছুই বললেন না। এমতাবস্থায় মীরাছের আয়াত يَسْتَفْتُوْنَكَ আয়াতখানি শেষ পর্যন্ত নাযিল হল। তাই হযরত জাবির (র.) বলতেন, আয়াতখানি আমার সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়েছে।

কোন কোন সাহাবী বলেন, এ আয়াতখানি কুর'আনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৮৭০. হযরত আবূ ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত বারা' ইব্‌ন 'আযিব (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হল, يَسْتَفْتُوْنَكَ

১০৮৭১. অন্য এক সনদে হযরত বারা' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, يَسْتَفْتُوْنَكَ -আয়াতখানি আল্ কুর'আনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত।

১০৮৭২. অপর এক সূত্রে হযরত বারা' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হল, يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ

১০৮৭৩. হযরত বারা' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হচ্ছে বারা'আত এবং সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হল সূরা নিসার শেষ আয়াত অর্থাৎ – يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ

এ আয়াতটি কোন্ স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে, তা নিয়ে মুফাস্সিরগণের একাধিক মত রয়েছে। হযরত জাবির (র.) বলেন, আয়াতটি মদীনায় নাযিল হয়েছে। হযরত জাবির (র.)-এর এতদসংক্রান্ত বর্ণনা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। তবে এর কিছু অংশ মীরাছ সম্পর্কিত আয়াতের প্রথম দিকে বর্ণিত হয়েছে। আর কিছু অংশ যার সম্বন্ধে এ বিধান নাযিল হয়েছে, তার সম্পর্কে বন্টন বিধান অংশে বর্ণিত হয়েছে।

কোন কোন ব্যাখ্যাকারের মতে আয়াতখানি রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবগণের সফরের অবস্থায় নাযিল হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৮৭৪. হযরত ইব্ন সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত। তিন বলেন, নবী (সা.)-এর সফরের অবস্থায় يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়। তাঁর পাশেই ছিলেন হযরত হুযায়ফা (র.)। তারপর তিনি তা হযরত হুযায়ফা (র.)-কে শিখালেন। হযরত হুযায়ফা (র.) তাঁর পাশ্চাৎগমনকারী হযরত 'উমর ইব্নুল খাত্তাব (র.)-কে শিখালেন। তারপর হযরত 'উমর (র.) নিজ খিলাফতকালে হযরত হুযায়ফা (র.)-কে পুনরায় এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর ধারণা ছিল, হয়তো এতদসম্পর্কিত ব্যাখ্যা তার জানা আছে। হযরত হুযায়ফা (র.) খলীফাকে বললেন, আপনাকে তো অবুঝ মনে হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে, আপনার ক্ষমতার দম্ভ আমাকে এমন কথা বলাবার জন্য চাপ প্রয়োগ করছে, যা আমি তখন বলিনি। একথা শুনে হযরত 'উমর (র.) বললেন, আমি তা চাইনি। আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন।

১০৮৭৫. অপর এক সূত্রে হযরত 'ইব্ন সীরীন (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এতে অতিরিক্ত এ কথা বর্ণিত আছে যে, তারপর হযরত হুযায়ফা (র.) তাঁকে বললেন, এরূপ ধারণা করে থাকলে আপনি নির্বোধ সাব্যস্ত হবেন।

১০৮৭৬. মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম (সা.) সাহাবীগণসহ সফরে ছিলেন। হযরত হুযায়ফা (র.) নবী করীম (সা.) -এর উটের পশ্চাতের উটে এবং

হযরত 'উমর (র.) হযরত হুযায়ফা (র.)-এর উটের পশ্চাতের উটে সওয়ার ছিলেন। এ অবস্থায় নিম্নের আয়াতটি নাযিল হল, يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَالَةِ । রাসূল (সা.) তা হযরত হুযায়ফা (র.)-কে শিক্ষা দিলেন। আর হযরত হুযায়ফা (র.) উহা হযরত 'উমর (র.)-কে শিক্ষা দিলেন। এ ঘটনার পর একদিন হযরত 'উমর (র.) হযরত হুযায়ফা (র.)-কে উক্ত আয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। হযরত হুযায়ফা (র.) তাঁকে বললেন, আমি দেখছি, আপনি তো এক অবুজ ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যেভাবে তা আমাকে শিখিয়েছেন, আমিও আপনাকে ঠিক সেভাবেই শিখিয়েছি। আল্লাহ্র শপথ! আমি কখনো এর অতিরিক্ত কিছু আপনাকে বলতে পারব না। হযরত 'উমর (র.) বলতেন, আয় আল্লাহ্! বিষয়টি আপনি পরিস্কার রূপে আমাদের নিকট বর্ণনা করলেও তা আমার নিকট পরিস্কার ও স্পষ্ট হয় নি।

'কালালা' এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে হযরত 'উমর (র.) থেকে একাধিক মত বর্ণিত আছে। হযরত 'উমর (র.) থেকে তাঁর অন্তিমকালে 'কালালার' ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে, 'কালালা' হল ঐ ব্যক্তি, যে নিঃসন্তান এবং মাতা-পিতাহীন। এ সূরার শুরুতে মীরাছের আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত 'উমর (র.)-এর রিওয়াত আমি উল্লেখ করেছি। অবশ্য ইন্তিকালের পূর্বে তিনি 'কালালা'-এর ব্যাখ্যায় বলতেন, 'কালালা' হল পিতৃহীন ব্যক্তি।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৮৭৭. হযরত 'উমর (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কখনো আমার সাথে রূঢ় আচরণ করেন নি। অথবা তিনি বলেছেন, 'কালালা' সম্বন্ধে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে যত তর্ক অর্থাৎ যত জিজ্ঞাসা করেছি, অন্য কোন ব্যাপারে তাকে ততবার কখনো জিজ্ঞাসা করিনি। একবার তাঁকে আমি এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি আমার বুকে খোঁচা মেরে বললেন, গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ সূরা নিসার আখিরী আয়াতই তোমার জন্য যথেষ্ট। তা হল, يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَالَةِ । অধিকন্তু এ সম্বন্ধে আমি এমন ফয়সালা পেশ করব, যা পড়ুয়া-অপড়ুয়া সমস্ত মানুষই জানতে পারবে। তা হল এই যে, কালালা হল, পিতৃহীন ব্যক্তি। শাবাবা বলেন, রিওয়ায়াতের মাঝে সন্দেহ শু'বার পক্ষ হতে হয়েছে।

হযরত 'উমর (র.) সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, 'কালালা' সম্বন্ধে হযরত আবূ বক্র সিদ্দীক (র.)-এর মতের বিরোধিতা করতে আমার লজ্জাবোধ হয়। হযরত আবূ বক্র (র.) বলতেন, 'কালালা' হল নিঃসন্তান মাতৃ-পিতৃহীন ব্যক্তি। এতদসম্পর্কিত তাঁর বর্ণনা সূরার প্রারম্ভে আমি উল্লেখ করেছি।

হযরত 'উমর (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তার অন্তিমকালে বলেছেন, 'কালালা' সম্বন্ধে একটি লিপি আমি লিপিবদ্ধ করে তৎসম্বন্ধে আমি আল্লাহ্র নিকট ইস্তিখারা করছিলাম। পরে দেখলাম, এ বিষয়ে তোমরা যে অবস্থায় আছ, এ অবস্থায়ই তোমাদেরকে রেখে দেয়া সমীচীন। অবশ্য তাঁর মনে গভীর আগ্রহ বিদ্যমান ছিল।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৮৭৮. হযরত সা'ঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিব (র).) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমর দাদা এর, কালালা সম্পর্কে একটি লিপি তৈরি করে কিছুদিন পর্যন্ত তৎসম্বন্দে আল্লাহ্‌র নিকট ইসতিখারা করতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্! যদি আপনি এর মধ্যে মঙ্গল দেখেন, তবে তা প্রচলিত করেন। এরপর আততায়ী কর্তৃক আহত হওয়ার পর উক্ত লিপিটি চেয়ে এনে তা মুছে দিলেন। এতে কি লিখাছিল তা কেউ জানতে পারল না। তিনি বললেন, আমি 'দাদা ও কালালা' সম্বন্ধে একটি লিপি লিখে এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র নিকট ইস্‌তিখারা করছিলাম। পরে দেখলাম্ এ বিষয়ে তোমরা যে অবস্থায় আছো, এ অবস্থায় ছেড়ে দেয়াই সমীচীন। (তাই লিপিটি মুছে ফেললাম।)

১০৮৭৯. অপর এক সূত্রে হযরত 'উমর (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১০৮৮০. মুর্‌রা আল্ হামদানী (র.) থেকে বর্ণিত। হযরত 'উমর (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যদি তিনটি বিষয় আমাদের নিকট সুস্পষ্ট বর্ণনা করে যেতেন তবে তা আমার নিকট দুনিয়া ও এর যাবতীয় সম্পদ অপেক্ষা অধিকতর আনন্দদায়ক হত। (১) কালালা (২) খিলাফত (৩) সুদ।

১০৮৮১. হযরত 'উমর (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'কালালা' সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া রোমের যাবতীয় প্রসাদের আয়করের মালিক হওয়া থেকে আমার নিকট অধিকতর প্রিয়।

১০৮৮২. হযরত তারিক ইব্‌ন শিহাব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত 'উমর (র.) একটি লিখিত অস্থি নিয়ে সাহাবীদেরকে একত্রিত করে বললেন, আজ আমি এ বিষয়ে এরূপ ফয়সালা করব, যা নিয়ে পর্দানশীন মহিলাগণও আলোচনা করবে। এ সময় ঘরের মধ্য হতে একটি সাপ বের হল। সকলে ছত্র ভঙ্গ হয়ে গেল। এ দেখে হযরত 'উমর (র.) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা থাকলে তিনি (আমাদেরকে) এ বিষয়টি পূর্ণতায় পৌঁছিয়ে দিতেন।

১০৮৮৩. হযরত ইব্‌ন 'উমর (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত 'উমর (র.)-কে মদীনার মিম্বরে বসে এ মর্মে ভাষণ দিতে শুনেছি যে, হে লোকসকল! তিনটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন, এটা আমার কাম্য ছিল। (১) দাদা (২) কালালা (৩) সুদ।

১০৮৮৪. হযরত 'উমর (র.) বলেন, 'কালালা' সম্বন্ধে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে যত প্রশ্ন করেছি, আর কোন বিষয়ে তাকে আমি এতো প্রশ্ন করিনি। একদা এ সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করার পর তিনি আমার বুকে তাঁর অঙ্গুলী দিয়ে খোঁচা দিয়ে বললেন, গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ সূরা নিসার আখিরী আয়াতই তোমার জন্য যথেষ্ট।

১০৮৮৫. হযরত 'উমর (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'কালালা' হতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ই আমি রেখে যাচ্ছিনা। 'কালালার' বিষয়ে তিনি (রাসূল সা.) আমার সাথে যত রূঢ় হয়েছেন, আর

কোন বিষয়ে এতো রূঢ় হননি। এমনকি তিনি তাঁর অঙ্গুলি দিয়ে আমার বুকের পার্শ্বে খোঁচা মেরে বলেছেন, সূরা নিসার আখিরী আয়াতই তোমার জন্য যথেষ্ট।

১০৮৮৬. হযরত মা'দান ইব্ন আবূ তালহা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জুম'আর দিন হযরত 'উমর (র.) খুতবা দানকালে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলার শপথ! কালালা হতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ই আমি রেখে যাচ্ছিনা। এ সম্বন্ধে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আমি বহু প্রশ্ন করেছি। এতে তিনি আমার প্রতি এতখনি কঠোর হন যে, এর আগে কখনও এরূপ করেননি।এমন কি তিনি এ ধরনের প্রশ্নের কারণে আমার বক্ষে ধাক্কা দিয়ে বলেছেন, গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ সূরা নিসার আখিরী আয়াতই তোমার জন্য যথেষ্ট। আগামীতে আমি যদি বেঁচে থাকি তবে এ সম্বন্ধে এমন ফয়সালা করব, যেন কুর'আন মাজীদ পাঠক কোন ব্যক্তিরই আর এ বিষয়ে কোন মতভেদ না থাকে।

১০৮৮৭. অন্য এক সূত্রে হযরত 'উমর ইব্নুল খাত্তাব (র.) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

১০৮৮৮. হযরত মাসরূক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত 'উমর (র) খুতবা দিচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় আমি তাকে আমার এমন এক নিকট আত্মীয় সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, যে 'কালালা' ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হয়েছে। একথা শুনে তিনি বললেন, কালালা, কালালা, হায় কালালা। এ বলতে বলতে তিনি নিজ দাঁড়িতে হাত রেখে বললেন, আল্লাহ্র কসম! কালালা সম্বন্ধে অবগত হওয়া দুনিয়ার উপর যা কিছু আছে, এসব কিছু হাসিল হওয়া থেকেও আমার নিকট অধিক প্রিয়। এ বিষয়ে আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট জানতে চাইলাম। জওয়াবে তিনি বলেছেন, গ্রীষ্মকালৈ অবতীর্ণ সে আয়াত কি তুমি শুন নি? কথাটি তিনি তিনবার বললেন।

১০৮৮৯. হযরত আবূ সালমা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা) -এর নিকট এসে কালালা সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ আয়াতটি তুমি শুনতে পাওনি? তা হল, ... وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلاَلَةً থেকে শেষ পর্যন্ত।

১০৮৯০. হযরত আবুল খায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হযরত 'উকবা (র.) থেকে কালালা সম্বন্দে জানতে চাইলেন। তিনি উপস্থিত সকলকে বললেন, এ ব্যক্তি কালালা সম্পর্কে জানতে চায়, এতে কি তোমরা বিস্ময় প্রকাশ করছ ? 'কালালা' এর বিষয়টি সাহাবাগণের নিকট যতটা জটিল ছিল, আর কোন বিষয় তাদের নিকট এমন জটিল ছিলনা।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, কেউ যদি এ মর্মে প্রশ্ন করেন যে, ইব্ন 'আব্বাস এবং ইব্ন যুবায়ব (র) ব্যতীত আহ্লে কিব্লা সমস্ত উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, মৃত ব্যক্তির যদি এক কন্যা এবং এক বোন থাকে আর এ বোন যদি সহোদর বোন বা বৈমাত্রেয় বোন হয়, তবে মৃত ব্যক্তির পরিত্যাজ্য সম্পত্তির অর্ধেক পাবে তার কন্যা আর বাকী অংশ পাবে তার বোন। তাহলে اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ

وَلَدٌ وَّلَهُ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَاتَرَكَ -এর আর কি অর্থ হতে পারে? কেননা, এতে দেখা যায় যে, ফকীহগণ মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকা অবস্থায়ও বোনের জন্য তার পরিত্যাজ্য সম্পত্তির অর্ধেক নির্ধারণ করছেন।

উত্তরে বলা হয়, বস্তুতঃ প্রশ্নকারী যেরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন, মূলতঃ বিষয়টি এমন নয়। বরং আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَّلَهُ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَاتَرَكَ -এর মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে এ কথাই জানিয়ে দিয়েছেন যে, মৃত ব্যক্তি যদি নিঃসন্তান হয় কোন ছেলে-মেয়ে না থাকে, তবে বোন তার পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধাংশ পাবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির যদি কোন কন্যা সন্তান থাকে, তবে তার জীবিত থাকা অবস্থায় বোন আসাবা হবে। অন্যান্য আসাবাগণ যা পায়, সেও তাই পাবে। কিন্তু তার হিস্যা নির্ধারিত নয়। উল্লেখ্য যে, কুর'আনে কারীমে আল্লাহ্ তা'আলা একথা ঘোষণা করেন নি যে, "সন্তান থাকলে বোন কিছুই পাবে না।" এ হিসাবে ইব্‌ন 'আব্বাস ও যুবায়র (র.) এর উক্তিরও একটি ব্যাখ্যা হবে। প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতে নিঃসন্তান মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশের পূর্ণ হক কি হবে? তা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি কালালা না হয় তবে তার ওয়ারিশগণের পাওনা কি হবে, তা এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়নি। বরং তা রাসূল (সা) বর্ণনা করেছেন। তা হল এই যে, মৃত ব্যক্তির কন্যা সন্তান থাকলে তাদের সাথে বোন আসাবা হবে। এতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, এতদোভয় ওয়ারিশদের মধ্যে মাসয়ালাগত দিক থেকে বেশ ব্যবধান রয়েছে।

وَهُوَ يَرِثُهَا اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ -এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, নিঃসন্তান মাতৃ-পিতৃহীন ভগিনী-ভ্রাতা রেখে মারা গেলে ভ্রাতা তার সমুদয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।

فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّاتَرَكَ - وَاِنْ كَانُوْا اِخْوَةً رِّجَالاً وَّنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ

-এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, নিঃসন্তান মাতৃ-পিতৃহীন ব্যক্তি দুই সহোদর বোন বা দুই বৈমাত্রেয় বোন রেখে গেলে বোনেরা ভ্রাতার পরিত্যাজ্য সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারী হবে। اِنْ كَانُوْا اِخْوَةً আর কালালার উত্তরাধিকারীগণ ভ্রাতা ও ভগিনী উভয় হলে একজন পুরুষ দুইজন স্ত্রীলোকের প্রাপ্য অংশের সমান অংশ পাবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি মৃত ব্যক্তি ভ্রাতা ও ভগিনীগণ তার সহোদর বোন-ভ্রাতা হয় বা বৈমাত্রেয় বোন-ভ্রাতা হয়।

يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا-এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, উত্তরাধিকার সম্পদের বন্টন পদ্ধতি; কালালার হুকুম এবং তোমাদের অবশ্য পালনীয় বিষয়সমূহ মহান আল্লাহ্ তোমাদের পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, যেন তোমরা মীরাছের আহ্‌কাম এবং উহা বন্টনের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হয়ে না যাও। অর্থাৎ যেন তোমরা এ বিষয়ে হক লংঘন করে ভ্রমে পতিত হয়ে সরল পথ থেকে বিচ্যুত না হয়ে যাও।

১০৮৯১. হযরত ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা যেন মীরাসের বিষয়ে পথভ্রষ্ট না হও এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন।

১০৮৯২ হযরত ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত 'উমর (র.) يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا পাঠ করার সময় বলেছেন, আয় আল্লাহ্। কালালা সম্পর্কে আমি কাকে বলব, এতো আমার কাছেই পরিষ্কার নয়। وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ এর ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তার বান্দাদের কল্যাণের যাবতীয় পন্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তা মীরাছ বন্টনের ব্যাপারে হোক বা অন্য যে কোন বিষয়ে হোক।

সূরা নিসা সমাপ্ত

সূরা মায়িদা

মাদানী সূরা, ১ থেকে ১২০ আয়াত

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ٥

(١) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَوۡفُوۡا بِالۡعُقُوۡدِ ؕ اُحِلَّتۡ لَـكُمۡ بَهِيۡمَةُ الۡاَنۡعَامِ اِلَّا مَا يُتۡلٰى عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّى الصَّيۡدِ وَاَنۡتُمۡ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيۡدُ ٥

১. হে মু'মিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করবে। যে সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু সম্বন্ধে পরে বর্ণনা আসছে, তাছাড়া আর গৃহপালিত জন্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে; তবে ইহ্‌রাম অবস্থায় যে শিকার করা হয়, তা হালাল নয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক নিজ ইচ্ছানুযায়ী আদেশ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, يٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا -এর অর্থ তোমরা যারা মহান আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করেছ, তাঁর বান্দাহ হওয়ার প্রতি ইয়াকীন করেছ, তাঁকে মা'বূদ হিসেবে মেনে নিয়েছ, বিশ্বাস করেছ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়্যাতকে এবং মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তিনি যে দ্বীন ও শরী'অত এনেছেন, তাতেও ঈমান এনেছ। اَوۡفُوۡا بِالۡعُقُوۡدِ - তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে যে অংগীকার করেছ, মহান আল্লাহ্‌র বন্দেগী করার যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছ, তা যথাযথভাবে পালন কর। সুদৃঢ় অংগীকারের পর তোমরা তা ভঙ্গ করনা।

اَلۡعُقُوۡدُ ('উকূদ)-এর অর্থ অঙ্গীকার। এ বিষয়ে মুফাস্‌সিরগণ একমত। তবে এ কি ধরনের অংগীকার, এ বিষয়ে তাঁদের একাধিক মত রয়েছে।

কোন কোন ব্যাখ্যাকারের মতে এখানে অংগীকার মানে জাহিলী যুগের অংগীকার। অর্থাৎ অন্যের যুল্‌ম্ ও অত্যাচারের প্রতিরোধে পরস্পরের মাঝে চুক্তি হত একে-অপরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার ব্যাপারে, এখানে অংগীকার দ্বারা এ অংগীকারকেই বুঝানো হয়েছে। উক্ত অংঘীকার 'হিল্‌ফ্'-এর সমার্থবোধক। হিল্‌ফ হল পরস্পরের মধ্যকার চুক্তি। 'উকূদ' মানে অংগীকার।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৮৯৩. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি أَوْفُوا بِالْعُقُوْدِ -এর ভাবার্থে বলেন, তোমরা অংগীকারপূর্ণ করবে।

১০৮৯৪. হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা অংগীকার পূর্ণ করবে।

১০৮৯৫. অপর এক সূত্রে হযরত মুজাহিদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১০৮৯৬. অন্য এক সনদেও হযরত মুজাহিদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১০৮৯৭. জনৈক ব্যক্তি বলেন, يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ -এর ভাবার্থ হল, হে ঈমানদারগণ তোমরা অংগীকার পূর্ণ করবে।

১০৮৯৮. হযরত রবী' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ -এর মর্মার্থ হল, তোমরা অংগীকার পূর্ণ করবে।

১০৮৯৯. হযরত দাহ্‌হাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ-এর মর্ম হল, হে মু'মিনগণ! তোমরা অংগীকার পূর্ণ করবে।

১০৯০০. হযরত দাহ্‌হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ -এর মানে হল, তোমরা অগীকার পূর্ণ করবে।

১০৯০১. হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ -এর মর্ম হল, তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে।

১০৯০২. হযরত সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ-এর মানে হল, তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে।

১০৯০৩. হযরত ছাওরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ-এর ভাবার্থ হল, তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে।

১০৯০৪. অপর এক সনদে হযরত মুজাহিদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, اَلْعُقُوْدُ–عَقْد -এর বহুবচন। এর অর্থ হল, এক বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে বাঁধা এবং গিরা দেয়া ইত্যাদি। যেমন, একটি রশিকে অন্য রশির সাথে বাঁধা হয়। বলা হয় عَقد فلان بينه وبين فلان عَقداً – সে নিজেকে অমুকের সাথে বেঁধে দিয়েছে। কবি হাতিয়্যার নিম্নোক্ত কাব্যেও উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে। তিনি বলেন,

قَومٌ اذَا عقدوا عَقداً لِجارهم – شَدُّوا العِنَاجَ وَشَدُّوا فَوقَهُ الكَرَبَا

এ কথাটি তখনই বলা হয়, যখন কোন ব্যক্তি কাউকে দৃঢ় অঙ্গীকার প্রদান করে। চাই তা নিরাপত্তা প্রদানের ব্যাপারে হোক, বা সাহায্যর ব্যাপারে, অথবা বিবাহ শাদীর বিষয়ে, কিংবা বেচা-কেনার ব্যাপারে,

অথবা অংশীদারী সংক্রান্ত চুক্তি বা অন্য কোন বিষয়ের চুক্তি জাতীয় হোক। যাঁরা اَوْفُوا بِالْعُقُوْدِ -এর এ অর্থ করেন, তাঁদের দলীল নিম্নরূপ।

১০৯০৫. হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, হে মুমিনগণ! তোমরা জাহিলী যুগের অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। আমাদের বলা হয়েছে যে, নবী করীম (সা) বলতেন, তোমরা জাহিলী যুগের চুক্তিপূর্ণ করবে। ইসলাম গ্রহণের পর নূতন কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হবেনা। বর্ণিত আছে যে, ফুরাত ইব্‌ন হায়্যান 'ইজ্‌লী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জাহিলী যুগের চুক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, সম্ভবতঃ তুমি আমাকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য সম্পর্কিত শপথ সম্পর্কে প্রশ্ন করছ? তিনি বললেন, হাঁ, তাই, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তখন রাসূল (সা) ইরশাদ করলেন, ইসলাম তো এ ধরনের শপথ এবং চুক্তি পুরা করারই জোর তাগিদ প্রয়োগ করে।

১০৯০৬. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ -এর ভাবার্থে বলেন, এখানে 'উকূদ' অর্থ জাহিলী যুগের চুক্তি।

অন্যান্য তাফছীরকারের মতে 'উকূদ' মানে ঐ চুক্তি, যা হালাল-হারামের বিষয়ে ঈমান আনয়নের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তার বান্দাদের থেকে গ্রহণ করছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৯০৭. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, হে মু'মিনগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক যা তোমাদের জন্য হালাল, হারাম ও ফরয করেছেন এবং কুর'আন মাজীদে তোমাদের জন্য যে শরী'আতী বিধান করে দিয়েছেন, এসব বিষয়ের অঙ্গীকার তোমরা পূর্ণ কর। তোমরা এসব ওয়াদা কখনো ভঙ্গ করো না। তারপর নিম্নের আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা এ হুকুমকে আরো সুদৃঢ় করেছেন। তিনি বলেন, وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَاۤاَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ وَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ - اُولٰۤئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ-

(যারা আল্লাহ্‌র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য আছে লা'নত এবং তাদের জন্য আছে নিকৃষ্ট আবাস! –সূরা রা'দ ঃ ২৫)

১০৯০৮. হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর; ঐ অঙ্গীকার, যা আল্লাহ্ তা'আলা হালাল-হারাম সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁর বান্দাদের থেকে গ্রহণ করেছেন।

অন্যান্য তাফসীরকারদের মতে 'উকূদ' অর্থ এমন অঙ্গীকার, যে অঙ্গীকারে মানুষ পরস্পরে আবদ্ধ হয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৯০৯. হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উবায়দা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উকূদ পাঁচ প্রকার। (১) ঈমানী বিষয়ে অঙ্গীকার, (২) বিবাহ-সংক্রান্ত অঙ্গীকার (৩) চুক্তি সংক্রান্ত অঙ্গীকার (৪) বেচা-কেনা সংক্রান্ত চুক্তি (৫) এবং সাহায্য ও সহযোগিতা সংক্রান্ত চুক্তি।

১০৯১০. অপর এক সনদে হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উবায়দা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১০৯১১. হযরত ইব্ন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'উকূদ কয়েক প্রকার। যথা মানুষের সাথে চুক্তি, শপথ সংক্রান্ত অঙ্গীকার, সাহায্য-সহযোগিতা সংক্রান্ত চুক্তি, অংশীদারী সংক্রান্ত চুক্তি ও বিবাহ সংক্রান্ত অঙ্গীকার। সর্বমোট হল পাঁচ প্রকারের অঙ্গীকার।

১০৯১২. হযরত যায়দ ইব্ন আসলাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'উকূদ' পাঁচ প্রকার। বিবাহ সংক্রান্ত চুক্তি, অংশীদারী সংক্রান্ত চুক্তি, শপথ সংক্রান্ত অঙ্গীকার, মানুষের সাথে চুক্তি এবং সাহায্য সহ-যোগিতা সম্পর্কিত চুক্তি।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ তাওরাত ও ইন্জীলে হযরত মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর আনীত আদর্শের উপর আমল করার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা কিতাবীদের থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সে অঙ্গীকার পূরা করার জন্য কিতাবী লোকদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৯১৩. হযরত ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ হল ঐ অঙ্গীকার, যা আল্লাহ্ তা'আলা কিতাবীদের থেকে গ্রহণ করেছেন, তদনুযায়ী তাদের 'আমল করার জন্য।

১০৯১৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমর ইব্ন হায্ম (র)-কে নাজরানে প্রেরণ করার সময় হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে যে চিঠি দিয়েছিলেন, সে চিঠিটি আমি পড়েছি। চিঠিটি আবূ বক্র ইব্ন হায্ম (র)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। এতে আল্লাহ্ ও রাসূলের পক্ষ হতে নির্দেশ রয়েছে, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর।"... নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সত্ত্বর হিসাব গ্রহণ করবেন পর্যন্ত সূরা মায়িদার চারটি আয়াত লিপিবদ্ধ ছিল।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ সমস্ত মতামতের মাঝে আমার নিকট হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র)-এর মতটিই সর্বাধিক অগ্রগণ্য। তা হল এই যে, হে মু'মিন লোকেরা! যে সব অঙ্গীকার আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য অবশ্য পালনীয় বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং তিনি যে সব-বিষয়কে হালাল-হারাম এবং তোমাদের উপর ফরয করেছেন এবং আল্ কুর'আনে যেসব সীমারেখা তোমাদের জন্য তিনি পরিষ্কারভাবে নিরূপণ করেছেন, তা তোমরা পালন কর।

অপরাপর মতামতের তুলনায় এ মতটিকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করার কারণ হল এই যে, এ বাক্যের পরই আল্লাহ্ তা'আলা হালাল-হারাম এবং ফরয সম্পর্কিত বিধি বিধান বর্ণনা করেছেন। এতে বুঝা

যাচ্ছে যে, أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে আদেশ করছেন ঐ আমল তথা ফরয ও অঙ্গীকারসমূহ পালন করার ব্যাপারে, যা পরে আসছে আর নিষেধ করেছেন উপরোক্ত অঙ্গীকারসমূহ লংঘন করা থেকে। সর্বোপরি أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ -এর মধ্যে আল্লাহ্ পাকের অঙ্গীকার পালন করার নির্দেশ রয়েছে। তাই এ ব্যাপক অর্থবোধক আয়াতকে কোন হুকুমের সাথে খাস করা ঠিক নয়। অতএব যারা আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন বিশেষ ধরনের অঙ্গীকার পূরা করার কথা বলছেন, তাদের এ ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত নয়।

أَوْفُوْا- শব্দের উৎপত্তি নিয়ে দুই ধরনের মতামত রয়েছে।

কারো মতে- اوفى له به ও اوَفَيت فلانا بعهده শবদটি থেকে উৎপত্তি হয়েছে।

কারো কারো মতে শব্দটি وفيت له بعهده افى থেকে উদগত হয়েছে।

اَلْإِيْفَاءُ بِالْعقد -এর মানে হল, বৈধ শর্তের ভিত্তিতে যে সব আকদ হয়েছে ,তা সমম্পন্ন করা। أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَام এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, بَهِيمَةُ الاَنعَام। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরকারদের একাধিক মত রয়েছে।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, بَهِيمَةُ الْاَنْعَام -এর অর্থ সর্বপ্রকার চতুষ্পদ জন্তু।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৯১৫. হযরত হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, بَهِيمَةُ الْاَنْعَام অর্থ উট; গরু ও বকরী।

১০৯১৬. হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَام -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হল, সর্বপ্রকার চতুষ্পদ জন্ত।

১০৯১৭. হযরত সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَام -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ হল সকল প্রকার চতুষ্পদ জন্তু।

১০৯১৮. হযরত রবী 'ইব্ন আনাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَام -এর অর্থ হল সকল প্রকার চতুষ্পদ জন্তু।

১০৯১৯. হযরত দাহ্হাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, بَهِيْمَةُ الْاَنْعَام অর্থ চতুষ্পদ জন্তু। অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَام এর অর্থ হল, জবাইকৃত গাভীর পেটের মৃত বাচ্চা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৯২০. হযরত ইব্ন 'উমর (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَام-এর ব্যাখ্যায় বলেন, بَهِيمَةُ الْاَنْعَام মানে চতুষ্পদ জন্তুর উদরস্থ বাচ্চা। রাবী' বলেন, আমি তাকে প্রশ্ন করলাম; এ বাচ্চা মরা বের হলেও কি তা খাওয়া যাবে? তিনি বললেন, হাঁ, তবুও খাওয়া যাবে।

১০৯২২. অপর এক সূত্রে হযরত ইব্‌ন 'উমর (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এতে একথা অতিরিক্ত রয়েছে যে, এ হল এর ফুস্‌ফুস্‌ ও কলিজার ন্যায়।

১০৯২৩. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। চতুষ্পদ জন্তুর পেটের বাচ্চা চতুষ্পদ জন্তুরই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তোমরা তা খাবে।

১০৯২৪. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। একবার একটি গাভী যবাই করার পর এর পেটে একটি বাচ্চা পাওয়া গেল। তারপর হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র)-এর লেজ ধরে বললেন, এটি চতুষ্পদ জন্তুর অন্তর্ভুক্ত, যা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।

১০৯২৫. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এটি চতুষ্পদ জন্তুরই অন্তর্ভুক্ত।

১০৯২৬. কাবূছ (র.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা একটি গাভী যবাই করি। তার পেটে একটি বাচ্চা ছিল। ইবনে 'আব্বাস (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এটি চতুষ্পদ জন্তুরই অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ উভয় ব্যাখ্যার মাঝে ঐ ব্যাখ্যাটিই বিশুদ্ধতম, যাঁরা বলেন, بَهِيْمَةُ الْاَنْعَام মানে সকল প্রকার চতুষ্পদ জন্তু। চাই তা চতুষ্পদ জন্তুর উদরস্থ বাচ্চা হোক বা প্রসবিত বাচ্চা, বা বড় জন্তু। কেননা, আরব সাহিত্যিকগণ এসবগুলোর ব্যাপারেই بَهِيْمَةُ এবং بَهَائِمُ শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। অধিকন্তু আল্লাহ্ তা'আলাও উপরোক্ত শব্দটিকে কোন বিশেষ ধরনের জন্তুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন নি। কাজেই, আমরা ধরে নিতে পারি যে, শব্দটি তার ব্যাপক অর্থেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই অন্য কোন দলীল-প্রমাণ মানার জন্য আমরা বাধ্য নই।

আরবরা اَلنَّعَمُ শব্দটিকে উট, গরু এবং বকরীর অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। যেমন, আল্ কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, وَالاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّ مَنَافِعُ وَ مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ -এবং তিনি আন'আম সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের এতে শীত নিবারক উপরকণ এবং বহু উপকার রয়েছে এবং উহা হতে তোমরা আহার্য পেয়ে থাক। (সূরা নাহ্ল ঃ ৫)। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَ الْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً -তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, খচ্চর ও গর্দভ। (সূরা নাহ্ল ঃ ৮)। এ উভয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জীব-জন্তুদের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন। بَهِيْمَةُ الْاَنْعَام মানে আন'আমের বাচ্চা। চাই তা বড় হোক, ছোট হোক। বড় হলেও, بَهِيْمَةُ الْاَنْعَام এবং ছোট হলেও بَهِيْمَةُ الْاَنْعَام। এ বিষয়টি আন্'আম থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না। যেমন বড় জন্তু থেকে আওলাদ শব্দটিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, بَهِيْمَةُ الْاَنْعَام মানে হিংস্র প্রাণী। যেমন হরিণ, বন্য গরু ও গাধা। اِلاَّ مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ -এর অর্থ, ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, اِلاَّ مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ(তা ছাড়া আর যা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে)-এর ব্যাখ্যায় একাধিক মত রয়েছে।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, তোমাদের নিকট যা বর্ণিত হবে حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ (তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মরা, রক্ত) আয়াতাংশের মাঝে, তা ব্যতীত উট, গরু এবং বকরীর বাচ্চা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৯২৭. হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلاَّ مَايُتْلٰى عَلَيْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর দ্বারা মৃত জানোয়ার এবং এর সাথে উল্লেখিত বস্তুসমূহকে বুঝানো হয়েছে।

১০৯২৮. হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلاَّ مَايُتْلٰى عَلَيْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর দ্বারা মৃত পশুর কথা বুঝানো হয়েছে।

১০৯২৯. হযরত কাতাদা (র) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। তিনি مَايُتْلٰى عَلَيْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা মৃত জানোয়ার এবং যেসব পশু যবহ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়নি, সেগুলোকে বুঝানো হয়েছে।

১০৯৩০. হযরত সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি مَايُتْلٰى عَلَيْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর দ্বারা মৃত পশু; রক্ত, ও শূকরের মাংস বুঝানো হয়েছে।

১০৯৩১. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلاَّ مَايُتْلٰى عَلَيْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা মরা জন্তু এবং শূকরের মাংস বুঝানো হয়েছে।

১০৯৩২. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। তিনি اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلاَّ مَايُتْلٰى عَلَيْكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর দ্বারা মরা জন্তু; রক্ত, শূকরের মাংস এবং যে পশু যবাই করার সময় আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়নি সেগুলো বুঝানো হয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, اِلاَّ مَايُتْلٰى عَلَيْكُمْ এর দ্বারা শূকরকে বুঝানো হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৯৩৩. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اِلاَّ مَايُتْلٰى عَلَيْكُمْ এর দ্বারা শূকর বুঝানো হয়েছে।

১০৯৩৪. হযরত দাহ্‌হাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اِلاَّ مَايُتْلٰى عَلَيْكُمْ-এর দ্বারা শূকর বুঝানো হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ প্রসঙ্গে আমার কাছে উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে বিশুদ্ধতম হল ঐ, যারা বলেন, اِلاَّ مَايُتْلٰى عَلَيْكُمْ মানে حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ যারা বলেন, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ -এর মধ্যে যে সব বিষয়ের হারাম হওয়ার কথা তোমাদের কাছে তিলাওয়াত করা

হবে তা ব্যতীত অন্য সব ধরনের চতুষ্পদ জন্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। কেননা إلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ দ্বারা মানুষের জন্য যে সব জন্তু খাওয়া হালাল করা হয়েছে এর থেকে হারামগুলোকে পৃথক করে বর্ণনা করা হয়েছে। আর হারামগুলোর কথা حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ।-এর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলোকে যদি পূর্বের থেকেই হারাম ধরা হয়, তবে তো এগুলো بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ -এর অন্তর্ভুক্তই থাকবে না এবং এগুলোকে بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ-এর থেকে পৃথক করারও কোন প্রয়োজন হবে না। কাজেই পৃথক করার পূর্বে এসব জানোয়ারও সমুদয় জন্তুর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ কারণেই হারাম জন্তুগুলোকে হালাল জন্তু থেকে পৃথক করা হয়েছে। এ কথা বলাই সর্বাধিক সম্মত ঐকথা বলা অপেক্ষা যে, এখানে হারাম জন্তুগুলোকে পৃথক করা হয়েছে ঐ সব জন্তু থেকে, যা পৃথক করার পূর্বে পৃথকীকরণ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কেননা, প্রথমোক্ত অবস্থায় مُسْتَثْنَى হবে مُسْتَثْنَى مُتَّصِلْ। আর দ্বিতীয় অবস্থায় হবে مُسْتَثْنَى مُنْقَطِعْ আর একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, এতদোভয়ের মধ্যে مُسْتَثْنَى مُتَّصِلْ হল আসল এবং مُسْتَثْنَى مُنْقَطِعْ হল এর فَرْع কাজেই, فَرْع কে অবলম্বন করা অপেক্ষা أَصْل কে অবলম্বন করাই উত্তম।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরগণের একাধিক মত রয়েছে।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, উপরোক্ত আয়াতের মর্ম হল, হে মু'মিনগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। তবে ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার করা বৈধ মনে করবে না। অবশ্য তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে। তাদের মতানুসারে আয়াতের ব্যাখ্যায় কিছুটা অগ্র পশ্চাত হবে। অর্থাৎ পরের বাক্যের অর্থ আগে হবে আর আগের বাক্যের অর্থ পরে হবে। তাদের মতে غَيْر শব্দটি اَوْفُوْا -এর ضَمِيْر থেকে حَال হওয়ার কারণে যবর যুক্ত হয়েছে।

উপরোক্ত মর্মে আয়াতের ব্যাখ্যা হল, হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে তোমাদের থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, তোমরা তা পূর্ণ কর। তবে ইহ্‌রাম অবস্থায় তোমরা শিকার করাকে বৈধ মনে করবে না।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আয়াতের অর্থ হল, তোমাদের জন্য বন্য পশুর মধ্যে হরিণ, বন্য গরু এবং বন্য গাধা হালাল করা হয়েছে। তবে ইহ্‌রামের অবস্থায় এগুলো শিকার করা বৈধ মনে করবেনা। অবশ্য যা তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করা হবে, তার কথা স্বতন্ত্র। এ ব্যাখ্যা মতে غَيْر শব্দটি لَكُمْ এর كُمْ সর্বনাম থেকে حَال হওয়ার কারণে যবর যুক্ত হয়েছে। তখন আয়াতের সারমর্ম হবে; হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে। তবে ইহ্‌রামের অবস্থায় এগুলো শিকার করাকে বৈধ মনে করবে না।

অন্যান্য তাফসীরকারগণের মতে এর মর্ম হল, তোমাদের জন্য সর্বপ্রকার চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে। তবে এদের মধ্যে যেগুলো বন্য, তা হল শিকারের জন্তু। ইহ্রামের অবস্থায় এগুলো শিকার করা তোমাদের জন্য হালাল নয়। তাদের মতে আয়াতের সারমর্ম হল, সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তবে যেগুলো বন্য পশু, তা এ হুকুম থেকে مُسْتَثْنٰى ব্যতিক্রম। কেননা তোমাদের ইহ্রামের অবস্থায় এ ধরনের বন্য পশু শিকার করা তোমাদের জন্য হালাল নয়। এ অবস্থায় غَيْرَ শব্দটি اِلاَّ مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ -এর كُمْ সর্বনাম হতে হালাল হওয়ার কারণে যবর যুক্ত হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৯৩৫. রবী' ইব্ন আনাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুতাররিফ ইব্ন শিখ্খীর (র)-এর পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তাঁর পার্শ্বে অন্য আরেক ব্যক্তিও ছিলেন। তিনি তাদের নিকট বললেন, غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ। مُحِلِّى الصَّيْدِ মানে শিকারের জন্তু। حُرُمٌ মানে ইহ্রাম অবস্থায় বন্য গরু; হরিণ এবং এ জাতীয় পশু শিকার করা তোমাদের জন্য হারাম।

১০৯৩৬. হযরত রবী' ইব্ন আনাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلاَّ مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, সমস্ত পশুই তোমাদের জন্য হালাল। তবে বন্য পশুর বিষয়টি এ হুকুম থেকে ভিন্নতর। কেননা, এ হল শিকারের জন্তুর অন্তর্ভুক্ত। আর মুহ্রিম ব্যক্তির জন্য শিকারের জন্তু হালাল নয়।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ -এর ব্যাখ্যায় যত মতামত বর্ণিত আছে, এর মধ্যে বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা হল ঐ লোকদের ব্যাখ্যা, যারা বলেন, আয়াতের মর্মার্থ হল, হে মূ'মিনগণ! তোমরা অঙ্গীকার সমূহ পূর্ণ কর। তবে ইহ্রাম অবস্থায় শিকারের জন্তু তোমাদের জন্য হালাল নয়। অবশ্য তোমাদের জন্য ইহ্রাম এবং অন্য সকল অবস্থায় চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে। মনে রাখবে; মরা জন্তু ও রক্ত তোমাদের জন্য বৈধ নয়। এ সম্পর্কিত আয়াত তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করা হবে।

এর কারণ হলো, اِلاَّ مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ এর অর্থ যদি اِلاَّ الصَّيْدِ (অর্থাৎ শিকারের জন্তু ব্যতীত) হয় তবে আয়াত উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় না হয়ে اِلاَّ مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى হওয়া দরকার ছিল। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা اِلاَّ مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ-এর সাথে مِنْ غَيْرَ مُحِلِّى কে মিলিয়ে বর্ণনা করেন নি। বরং তিনি اِلاَّ مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ -এর সাথে مِنْ غَيْرَ مُحِلِّى উল্লেখ করেছেন। এতে সুস্পষ্টভাবে একথা প্রতীয়মান হয় যে, মহান আল্লাহ্র বাণী- اِلاَّ مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ হল বিধেয়। এর মাধ্যমেই পূর্বোক্ত আলোচনার পরিসমাপ্তি হয়েছে। আর غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ বাক্যটি পূর্বের বাক্য হতে পৃথক একটি বাক্য।

অনুরূপভাবে اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ -এর অর্থ যদি বন্য পশু হয়, তবে غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ -এর صَيْدِ (শিকারের জন্তু) এর কথা পুনরুল্লেখ করার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। অগত্যা বিষয়টি অনুরূপ হলে অভিন্ন আয়াত হত; اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلاَّ مَا يُتْلٰى

Contents

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ এর ন্যায়। কিন্তু এমনটি হয়নি। غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ। এর মধ্যে صَيْد শব্দটি উল্লেখ করাতে আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে।

কেউ যদি এ মর্মে প্রশ্ন করেন যে, আরবী ভাষায় এরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে যে, যে স্থানে ضَمِيْر উল্লেখ করা যথেষ্ট, এরূপ স্থানে তারা কখনো বিশেষ্যকেই উল্লেখ করেন, সর্বনাম উল্লেখ করেন না। উপরোক্ত আয়াতে এরূপ নিয়মেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

তবে জওয়াবে তাকে বলা হবে যে, এরূপ নিয়মের বিষয়টি কাব্যের মধ্যে প্রযোজ্য। অলংকার শাস্ত্রের মানদন্ডে উত্তীর্ণ বাক্যে এ ধরনের ব্যবহারের প্রচলন নেই। কাজেই, যাদের ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে তাদের ভাষায় যা ফসীহ্ ও বিশুদ্ধ, এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করাই উত্তম, অন্য কোন ব্যাখ্যা করার তুলনায়। ইমাম আবূ জাফ'র তাবারী (র) বলেন, উল্লেখিত বক্তব্য অনুসারে আয়াতের মর্মার্থ হল, হে মু'মিনগণ! হালাল-হারাম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, তোমরা তা পূর্ণ কর। ইহ্রাম অবস্থায় তোমরা শিকার করাকে বৈধ মনে করবে না। মহান আল্লাহ্ মৃত জন্তু ব্যতিরেকে যবহকৃত চতুষ্পদ জন্তু তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, এতে তোমাদের জন্য প্রশস্ততা রয়েছে। কাজেই ইহ্রাম অবস্থায় শিকার করা হতে তোমরা অবশ্যই বিরত থাক্বে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَايُرِيْدُ। এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী নির্দেশ প্রদান করে থাকেন। অর্থাৎ যে সব বিষয় তিনি হালাল করতে চান বা হারাম করতে চান কিংবা মানুষের উপর আবশ্যকীয় করতে চান অথবা অন্য কিছু করতে চান, তিনি তাই করেন। কাজেই হে মূ'মিনগণ! হালাল-হারাম ইত্যাদি সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক তোমাদের থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, তোমরা তা পূর্ণ কর। অঙ্গীকার কখনো ভঙ্গ করো না। যেমন

১০৯৩৭. হযরত কাতাদাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَايُرِيْدُ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাগণের ব্যাপারে নিজ ইচ্ছানুযায়ী বিধান প্রদান করেন, তাদের নিকট হুকুম বর্ণনা করেন, ফরয এবং কর্তব্যকর্ম সাব্যস্ত করেন, কর্মক্ষেত্রের সীমা নির্ধারণ করেন এবং তাঁর আনুগত্যের নির্দেশ দেন ও নাফরমানী থেকে বিরত রাখেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(٢) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ؕ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۪ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

২. হে মু'মিনগণ! মহান আল্লাহ্র নিদর্শনের, পবিত্র মাসের, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশুর গলায় পরানো চিহ্ন বিশিষ্ট পশুর এবং নিজ প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের আশায়

পবিত্র গৃহ অভিমুখে যাত্রীদের পবিত্রতার অবমাননা করবে না। যখন তোমরা ইহ্‌রামমুক্ত হবে, তখন শিকার করতে পার। তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেওয়ার কারণে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনই সীমা লংঘনে প্ররোচিত না করে। নেক আমল ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরে সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমা লংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। আল্লাহ্‌কে ভয় করবে। আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে কঠোর।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী لَاتُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ-এর বাখ্যায় তাফসীরকারগণের একাধিক মত রয়েছে।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, এর মর্ম হল, তোমরা আল্লাহ্ কর্তৃক হারাম ঘোষিত বস্তুকে হালাল মনে করোনা এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা লংঘন করোনা। তাদের মতে, شَعَائِرَ অর্থ مَعَالِمَ অর্থাৎ নিদর্শনসমূহ। এ হিসাবে لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ -এর অর্থ হলো, তোমরা, মহান আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখার নিদর্শনাবলীকে এবং তাঁর আদেশ, নিষেধ ও ফরযসমূহকে অবমাননা করোনা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৯৩৮. হযরত 'আতা' (র)-কে شَعَائِرَ اللّٰهِ এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আল্লাহ্ পাকের নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানসমূহ আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কোপানল হতে আত্মরক্ষা করণ এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশের আনুগত্যকরণ ইত্যাদি হল شَعَائِرَ اللّٰهِ

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এর অর্থ হল, তোমরা আল্লাহ্‌র হরমের অবমাননা করোনা। তাদের মতে شَعَائِرَ اللّٰهِ - এর মর্ম হল আল্লাহ্‌র হরমের বিশেষ নিদর্শনসমূহ।

যিনি এ অভিমত ব্যক্ত করেছন ঃ

১০৯৩৯. হযরত সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, شَعَائِرَ اللّٰهِ অর্থ, মহান আল্লাহ্‌র হরম।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, এর অর্থ, তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠান সমূহের অবমাননা করোনা। অর্থাৎ হজ্জের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে যে বিধান দিয়েছেন এবং এর যে বিশেষ নিদর্শন রয়েছে, তোমরা এর অবমাননা করো না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৯৪০. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত যে, شَعَائِرَ اللّٰهِ অর্থ, হজ্জের বিধান।

১০৯৪১. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ এর শানে নুযূল সম্পর্কে বলেন, মুশরিক লোকেরা বাইতুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ করত, কুরবানীর জন্য জানোয়ার প্রেরণ করত; মাশ্'আরুল্ হারামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত এবং হজ্জের মৌসুমে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। ইসলামের আগমনের পর মুসলমানগণ এতে পরিবর্তন আনতে চাইলে

আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللّٰهِ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অবমাননা করোনা।

১০৯৪২. হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত যে, شَعَائِرَ اللّٰهِ -এর দ্বারা ছাফা মারওয়াহ এবং কুরবানীর পশু ও উটকে বুঝানো হয়েছে। এসব কিছু আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

১০৯৪৩. অন্য এক সনদে হযরত মুজাহিদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, উক্ত আয়াতের মর্ম ইহ্রামের অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা যে সব কাজ তোমাদের উপর হারাম করেছেন, তা তোমরা হালাল মনে করোনা। তারা নিজেদের মতামতের সমর্থনে নিম্নোক্ত বর্ণনার উল্লেখ করেন।

১০৯৪৪. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللّٰهِ আয়াতে উল্লেখিত شَعَائِرَ اللّٰهِ অর্থ, ইহ্রাম অবস্থায় যে সব কাজ আল্লাহ্ পাক নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তাঁদের কথা মতে আয়াতের মর্মার্থ, ইহ্রাম অবস্থায় মহান আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কর্মের সীমারেখার বিশেষ চিহ্ন সমূহকে তোমরা হালাল মনে করোনা।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللّٰهِ এর ব্যাখ্যায় যেসব মতামত ব্যক্ত হয়েছে, এ সবের মধ্যে হযরত 'আতা (র) এর মতটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। তাঁর মতে, আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হল, আল্লাহ্ পাকের নির্ধারিত অনুষ্ঠান সমূহের তোমরা অবমাননা করোনা এবং আল্লাহ্ পাকের নির্ধারিত ফরযসমূহ লংঘন করোনা। কেননা, شَعَائِرُ – شَعِيرَةٌ এর বহুবচন فَعِيلَةٌ এর ওজনে ব্যবহৃত হয়েছে। شَعَائِرَ শব্দটি قَدْ شَعَرَ فلان بهذا الامر হতে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ, সে এ বিষয়ে অবগতি লাভ করেছে। কাজেই شَعَائِر অর্থ, معالم বিশেষ চিহ্নসমূহ। এ হিসাবে আয়াতের ভাবার্থ হল, হে ঈমানদারগণ! তোমরা মহান আল্লাহ্র বিশেষ নিদর্শনসমূহের অবমাননা করো না। এর মাঝে হজ্জের সমস্ত কর্ম অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ মুহরিমের জন্য যে সব কর্ম নিষিদ্ধ, এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন মহান আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কর্মসমূহকে ধুলিস্মাৎকরণ মহান আল্লাহ্র হরমের পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করার অবৈধতা এবং হালাল-হারাম সম্পর্কিত ইত্যাদি বিষয়াশয় এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এগুলোই হল আল্লাহ্ তা'আলার شَعَائِرُ যেগুলোকে আল্লাহ্ পাক হক ও বাতিলের মধ্যে নিদর্শন সাব্যস্ত করেছেন। এ সবের মাধ্যমেই আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাগণকে হালাল-হারাম এবং আদেশ নিষেধ সম্পর্কিত বিধি-বিধান শিক্ষা দেন।

لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللّٰهِ এর ব্যাখ্যায় উক্ত মতকে উত্তম মত হিসাবে আখ্যায়িত করার কারণ হল, কেননা এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তার বিশেষ নিদর্শনসমূহকে ও তার সীমারেখার চিহ্নসমূহকে হালাল মনে করতে নিষেধ করেছেন এবং নিষেধ করেছেন আল্লাহ্ পাকের নিষিদ্ধ কাজসমূহকে বৈধ মনে করতে। এ ব্যাপারে খাস কোন হুকুম দেওয়া হয়নি। কাজেই আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন একটি বিষয়কে খাস করে দেওয়া কারো জন্য আদৌ বৈধ নয় এবং এ বিষয়ে তাদের নিকট মেনে নেওয়ার মত কোন যুক্তিও নেই।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এর মর্ম হল, এ মাসগুলোতে তোমরা তোমাদের শত্রু মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হালাল মনে করো না। যেমন নিম্নোক্ত আয়াতে ইরশাদ হয়েছে يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ (পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে ; বল, এ মাসগুলোতে যুদ্ধ করা বড় অন্যায়–সূরা বাকারা ঃ ২১৭) আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

১০৯৪৫. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ মানে, তোমরা এ মাসগুলোতে হত্যাকাণ্ড ঘটাবে না।

১০৯৪৬. হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। মুশরিক লোকেরা এ মাসগুলোতে বাইতুল্লাহ্‌র তাওয়াফে বাধা প্রদান করত না। তাই মহান আল্লাহ্ তা'আলা এ মাসগুলোতেও বাইতুল্লাহ্‌র নিকটে যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে নিষেধ করেছেন। اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ মানে رجب مضر অর্থাৎ ঐ মাস, যে মাসে মুদার গোত্রীয় লোকেরা যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম মনে করত।

কারো মতে এখানে এর মানে হল, যুল্-কা'দাহ্ মাস।

যিনি এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন ঃ

১০৯৪৭. হযরত ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত। এ হল যুল্‌কাদাহ্ মাস।

اَلشَّهْرَ الْحَرَامَ এর যথাযথ অর্থ, يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ এর ব্যাখ্যায় পূর্বে আমি বিশদভাবে আলোচনা করেছি।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَلَا الْهَدْىَ وَلَا الْقَلَائِدَ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, যে উট, গরু বা ছাগল অর্থাৎ اَلْهَدْىَ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে এবং সওয়াবের নিয়্যাতে মানুষ বাইতুল্লাহ্ শরীফে প্রেরণ করে, তাই শরী'আয়তের পরিভাষায় 'হাদ্ইউ'।

আয়াতাংশের অর্থ হল, তোমরা হাদীকে হালাল মনে করে তা তার মালিক থেকে ছিনিয়ে নিওনা এবং তার গন্তব্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করনা। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল্লাহ্‌র এক নির্ধারিত স্থানে তার পৌঁছান সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রেরিত পশুর গলায় কুরবানীর চিহ্ন সূচক কোন চিহ্ন না লাগান পর্যন্ত উহাকে হাদী বলে।

১০৯৪৮. ইব্‌ন আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَلَا الْهَدْىَ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, প্রেরিত পশুর গলায় কণ্ঠাভরণ না লাগান পর্যন্ত উহা হাদী। অথচ ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) নিজের উপর একথা আবশ্যক করে নিয়েছিলেন যে, তিনি হাদী প্রেরণ করবেন এবং এর গলায় কণ্ঠাভরণ লাগাবেন। وَالْقَلَائِدَ অর্থাৎ গলায় কণ্ঠাভরণ বিশিষ্ট পশুকেও তোমরা হালাল মনে কর না। اَلْقَلَائِدَ যাকে হালাল মনে করতে আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন-এর বিষয়েও ব্যাখ্যাকারগণের একাধিক মত রয়েছে।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, اَلْقَلَائِدَ মানে প্ররিত পশুর গলার মালা বা কণ্ঠাভরণ। এ হিসাবে তাদের মতে আয়াতের মর্মার্থ হল, কণ্ঠাভরণ বিশিষ্ট পশুকে তোমরা হালাল মনে করনা এবং কণ্ঠাভরণ বিহীন পশুকেও তোমরা হালাল মনে করোনা। اَلْهَدْىَ মানে কণ্ঠাভরণ বিহীন পশু এবং قَلَائِدَ মানে কণ্ঠাভরণ বিশিষ্ট পশু। এ হিসাবে وَلَا الْقَلَائِدَ মানে হল, কণ্ঠাভরণ বিশিষ্ট পশুকে তোমরা হালাল জান করনা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৯৪৯. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি وَلَا الْقَلَائِدَ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, اَلْقَلَائِدَ মানে কণ্ঠাভরণ বিশিষ্ট পশু। হজ্জব্রত পালনকারী ব্যক্তি হাদ্‌ইর গলায় মালা পরানোর সাথে সাথেই মুহ্‌রিম হয়ে যায়। মুহ্‌রিম হওয়ার পর তার শরীরে যদি জামা থাকে তবে সে ঐ জামা খুলে ফেলবে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণের মতে, اَلْقَلَائِدَ মানে তৎকালে মুশরিক লোকেরা যখন হজ্জের ইচ্ছায় মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হত, তখন তারা মালা হিসাবে সামুর বৃক্ষের ছাল ব্যবহার করত। আর মক্কা শরীফ হতে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানাকালে তারা কণ্ঠাভরণ স্বরূপ পশম ব্যবহার করত।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৯৫০. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ। এর ব্যাখ্যায় বলেন, প্রাক ইসলামী যুগে লোকেরা যখন হজ্জের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হত, তখন তারা কণ্ঠাভরণ স্বরূপ সামুর বৃক্ষের ছাল ব্যবহার করত। ফলে কেউ তাদেরকে কিছু বলত না। আর বাড়িতে প্রত্যাবর্তনকালে মালা স্বরূপ পশম ব্যবহার করত। ফলে তাদেরকে কেউ কিছু বলত না। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, প্রকৃত অর্থে বিষয়টি এরূপ নয়, বরং প্রাক ইসলামী যুগে মুশরিকরা হরম শরীফ থেকে বের হলে তখন তারা কণ্ঠাভরণ স্বরূপ হরম শরীফের গাছের ছাল ব্যবহার করত। এর ফলে আরবের সকল গোত্রের লোকেরাই তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করত এবং তাদের ক্ষতি সাধন করা থেকে বিরত থাকত।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৯৫১. হযরত 'আতা' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেকালের লোকেরা মালা স্বরূপ হরমের বৃক্ষের ছাল ব্যবহার করত। এর ফলে তারা হরম শরীফ থেকে বের হলে নিরাপত্তা লাভ করত। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْىَ এ আয়াতটি নাযিল হয়।

১০৯৫২. হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَلْقَلَائِدَ অর্থ, হজ্জযাত্রী এবং তার কোরবানীর পশুর গলায় যে মালা ব্যবহৃত হয়। এর দ্বারা তারা নিরাপত্তা লাভ করত।

১০৯৫৩. অপর এক সূত্রে হযরত মুজাহিদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

১০৯৫৪. হযরত সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি وَلَا الْهَدْىَ وَلَا الْقَلَائِدَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তদানীন্তনকালে আরব লোকেরা মক্কা শরীফের বৃক্ষের ছাল দ্বারা মালা তৈরি করত। তারপর নিজ স্থানে অবস্থান করত। এমনিভাবে পবিত্র হজ্জের মাসসমূহ অতিবাহিত হওয়ার পর বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করলে কণ্ঠাভরণ স্বরূপ উট ও নিজের গলায় বৃক্ষের ছাল ব্যবহার করত। এর ফলে তারা বাড়ি পৌঁছা পর্যন্ত নিরাপদ থাক্তো।

১০৯৫৫. হযরত ইব্ন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি اَلْقَلَائِدَ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তখনকার লোকেরা হরম শরীফের বৃক্ষের ছাল কণ্ঠাভরণ স্বরূপ ব্যবহার করত। তারপর যথায় ইচ্ছা গমন করত। তারা এর দ্বারা নিরাপত্তা লাভ করত।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, وَلَا الْقَلَائِدَ এর অর্থ, আল্লাহ্ তা'আলা আইয়ামে জাহিলিয়্যাতের মুশরিকদের ন্যায় মু'মিনগণকে হরম শরীফের বৃক্ষের ছাল গলার মালা রূপে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৯৫৬. হযরত 'আতা' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি وَلَا الْهَدْىَ وَلَا الْقَلَائِدَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, জাহেলী যুগে মুশরিকরা মক্কা শরীফের সামুর বৃক্ষের ছাল দ্বারা গলার মালা রূপে ব্যবহার করত এবং এর দ্বারা লোকদের থেকে নিরাপত্তা লাভ করত। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বৃক্ষের ছাল দিয়ে মালা বানাতে নিষেধ করে দেন।

১০৯৫৭. রবী' ইব্ন আনাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুতারিফ ইব্ন শিখ্খলীর-এর কাছে বসা ছিলাম। সেখানে এক ব্যক্তি وَلَا الْقَلَائِدَ সম্পর্কে কথা তুললো। তখন তিনি বলেন, মুশরিকরা ইতিপূর্বে মক্কা শরীফের সামুরা বৃক্ষের ছাল নিয়ে হজ্জ যাত্রার সময় গলার মালা হিসেবে ব্যবহার করত। আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَلَا اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا -এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এর অর্থ হল, পবিত্র গৃহ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যারা রওয়ানা হয়েছে, তাদের অবমাননা কর না। اَلْبَيْتَ الْحَرَامَ মানে মক্কায় অবস্থিত আল্লাহ্র ঘর। এ ঘরকে কেন اَلْحَرَامُ বলা হয়, সে সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করেছি। يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ অর্থাৎ তারা তাদের এ ব্যবসায় আল্লাহ্ পাকের নিকট থেকে লাভবান হতে চায়। وَرِضْوَانًا অর্থাৎ তারা হজ্জের ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের সন্তোষ কামনা করে।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, এ আয়াতটি বনী রবী'আর হুতাম নামক ব্যক্তি সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেছেন ঃ

১০৯৫৮. সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা বনী কায়স ইব্ন সা'লাবা গোত্রের হুতাম ইব্ন হিন্দ বিকরী রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট আসল। সে তার ঘোড়া মদীনার বাইরে রেখে একাই রাসূলুল্লাহ্

(সা)-এর নিকট এসেছিল। তারপর নবী করীম (সা) তাকে আহ্বান জানালেন। সে বলল, কিসের প্রতি আপনি আমাকে আহ্বান করছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানালেন। এদিকে তিনি সাহাবায়ে কিরামকে পূর্বেই জানিয়েছিলেন যে, আজ রবী'আ গোত্রের এক ব্যক্তি তোমাদের নিকট আসবে। সে শয়তানের মত কথা বলবে। নবী করীম (সা) যখন তাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করলেন তখন সে বলল, হয়তো আমি মুসলমান হব। তবে এ ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ করে নিতে হবে। একথা বলে সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট থেকে বিদায় নিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, লোকটি প্রবেশ করেছে কাফিরের আকৃতিতে এবং প্রস্থান করেছে গাদ্দারের ন্যায়। এরপর সে মদীনার এক চারণ ভূমিতে প্রবেশ করে এর কতগুলো জানোয়ার হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় সে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃতি করছিল,

قَدْ لَفَّهَا اللَّيْلُ بِسَوَّاقٍ حُطَمْ --- لَيْسَ بِرَاعِيْ إِبِلٍ وَلاَ غَنَمْ

وَلاَ بِجَزَّارٍ عَلَى ظَهْرِ الْوَضَمْ --- بَاتُوْا نِيَامًا وَابْنُ هِنْدٍ لَمْ يَنَمْ

بَاتَ يُقَاسِيْهَا غُلاَمٌ كَالزُّلَمْ --- خَدَلَّجُ السَّاقَيْنِ مَمْسُوْحُ الْقَدَمْ

এর পরবর্তী বছর সে কণ্ঠাভরণ পরিহিত অবস্থায় হাদীসহ কুরবানীর জন্য হজ্জের উদ্দেশ্যে এলে রাসূল (সা) তার নিকট লোক প্রেরণের ইচ্ছা করলেন। তখন وَلاَ اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ পর্যন্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এ অবস্থায় কিছু সংখ্যক সাহাবী রাসূল (সা) কে বললেন, হে রাসূল! আমাদেরকে ছেড়ে দিন। সে তো আমাদের সাথী। রাসূল (সা) বললেন, সে তো গলায় কণ্ঠাভরণ লাগিয়েছে। একথা শুনে সাহাবীগণ বললেন, এ কাজ তো আমরা জাহিলী যুগে করতাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

১০৯৫৯. ইকরামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা বনী যুবায়'আ ইব্ন সা'লাবা বিকরীর ভাই হুতাম নামক এক ব্যক্তি খাদ্য বহনকারী এক কাফেলার সাথে মদীনায় আগমন করল। এরপর সে খাদ্য সামগ্রী বিক্রি করে নবী করীম (সা)-এর দরবারে হাযির হল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করে মুসলমান হল। সে মদীনা থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার প্রতি নজর করে পার্শ্ববর্তী লোকদেরকে বললেন, সে আমার নিকট এসেছে অপরাধীর চেহারা নিয়ে এবং প্রস্থান করেছ গাদ্দারের চেহারা নিয়ে। এরপর ইয়ামামার যুদ্ধের সময় সে ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়। এরপর যুলকাদা মাসে সে পুনরায় তেজারতী কাফেলার সাথে মক্কা শরীফের দিকে রওয়ানা হয়। তার আগমনী সংবাদ পেয়ে মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের একদল লোক কাফেলা থেকে তাকে পাকড়াও করে নিয়ে যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে যায়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ আয়াত নাযিল করলেন। এ আয়াত নাযিল হওয়ার কারণে সাহাবীগণ এ উদ্যোগ থেকে বিরত থাকেন।

ইব্ন জুরায়জ (র) وَلَا آمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতে হাজীদের সামানা ছিনতাই করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর প্রেক্ষাপট হল এই যে, একদা হুতাম নামক এক ব্যক্তি নবী করীম (সা) এর নিকট আসল, তাঁকে দেখা ও তাঁর কাছে কিছু চাওয়ার উদ্দেশ্যে। এরপর সে বলল, আমি-ই আমার কওমের আহ্বানকারী। আপনার নিকট এসেছি। আপনি যা মানুষের নিকট প্রচার করেন তা আমার নিকট পেশ করুন। রাসূল (সা.) বললেন, আমি তোমাকে আহ্বান করছি আল্লাহ্‌র দিকে, তুমি তাঁর ইবাদত করবে। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযান মাসে রোজা রাখবে এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ পালন করবে। এ দাওয়াত শুনে হুতাম বলল, আপনার দাওয়াত খুব কঠিন, এখন আমি আপনাকে কোন কিছু বলতে পারব না। আমি আমার কওমের নিকট গিয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করব, তারা যদি এ সব কথা গ্রহণ করে তবে আমিও তাদের সাথে তা গ্রহণ করব। আর যদি এর থেকে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে তবে আমিও তাদের সাথেই থাকব। এ কথা শুনে রাসূল (সা) বললেন, যাও। সে দরবার থেকে বিদায় হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সে আমার নিকট এসেছে কাফরের চেহারা নিয়ে এবং আমার নিকট থেকে প্রস্থান করেছে গাদ্দাফের চেহারা নিয়ে। বস্তুত; এ লোকটি মুসলমান নয়। তারপর সে মদীনার কোন এক চারণ ভূমিতে গিয়ে সেখানকার পশুগুলো ভাগিয়ে নিয়ে যায়। সাহাবীগণ তার পশ্চাদ্ধাবন করেন, কিন্তু তার কোন সন্ধান পেলেন না। ইয়ামার যুদ্ধের পর হজ্জের মৌসুমে সে মক্কায় আসল। সে ছিল ব্যবসায়ী কাফেলার দলপতি। সাহাবীগণ তাকে দেখে পাকড়াও করে তার সাথে যা ছিল তা নিয়ে নেওয়ার মনস্থ করতঃ রাসূল (সা.)-এর নিকট অনুমতি চাইলেন। এ উপলক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'আলা لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

১০৯৬০. হযরত ইব্ন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি وَلَا آمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, পবিত্র মক্কা বিজয়ের দিন একদল মুশরিক 'উমরার ইহ্রাম বেঁধে বাইতুল্লাহ্ শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আসলো। তখন সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (সা.) মুশরিকরা ওদেরই ন্যায়। আমরা তাদের উপর হামলা না করে ছাড়বনা। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়- وَلَا آمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ

১০৯৬১. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি وَلَا آمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

১০৯৬২. হযরত দাহ্হাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি وَلَا آمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর দ্বারা হাজীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

১০৯৬৩. হযরত রবী' ইব্ন আনাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি মুতাররিফ ইব্ন শিখ্খীর (র)-এর নিকট বসা ছিলাম। তার নিকট অপর এক ব্যক্তিও বসা ছিল। তিনি وَلَا آمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ, যারা বায়তুল্লাহ্‌র যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে রওয়ানা হয়েছে।

উক্ত আয়াতের কিছু অংশ রহিত হয়েছে, এ সম্পর্কে তাফসীরকারগণের ঐক্যমত রয়েছে। তবে কোন্ অংশটি রহিত, এ নিয়ে তাঁদের মাঝে একাধিক মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, পুরা আয়াতই রহিত হয়ে গিয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৯৬৪. হযরত 'আমির (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা মায়িদার لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ আয়াতাংশই কেবল রহিত হয়েছে।

১০৯৬৫. হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ আয়াতটি فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ (মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে। সূরা তাওবা ঃ ৫) আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে।

১০৯৬৬. হযরত ইমাম শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা মায়িদার يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ আয়াতাংশই কেবল রহিত হয়েছে।

১০৯৬৭. হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ। আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশ রহিত হয়ে গিয়েছে। তৎকালে মুশরিক লোকদেরকে বায়তুল্লাহ্ শরীফের যিয়ারত করা থেকে বাধা প্রদান করা হত না, সেই পবিত্র মাসসমূহেও বাইতুল্লাহ্ শরীফের নিকটে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা নিষিদ্ধ ছিল। فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ আয়াত দ্বারা উপরোক্ত আয়াতটি মনসূখ হয়ে যায়।

১০৯৬৮. হযরত দাহ্হাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ ......وَلَا اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ প্রসঙ্গে বলেন যে, সূরা বারায়াতের আয়াত فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ। উপরোক্ত আয়াতকে রহিত করে দেয়।

১০৯৬৯. অন্য এক সনদে হযরত দাহ্হাক (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১০৯৭০. হযরত হাবীব ইব্ন আবী সাবিত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে উক্ত বিষয়সমূহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পরে তা রহিত হয়ে যায়।

১০৯৭১. হযরত ইব্ন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ। এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াত রহিত হয়ে গিয়েছে। "সমস্ত কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর"— মহান আল্লাহ্র এ নির্দেশ উপরোক্ত আয়াত রহিত করে দেয়।

অন্যান্য তাফসীরকারগণের মতে, গোটা আয়াত নয় বরং وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ অংশটুকু রহিত হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৯৭২. হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা মায়িদার آمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ। অংশটি রহিত হয়েছে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, সূরা বারায়াতের এ আয়াত দ্বারা فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ তিনি আরো বলেন, مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ (মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফ্‌রী স্বীকার করে, তখন তারা মহান আল্লাহ্‌র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এমন হতে পারে না। –সূরা তাওবা ঃ ১৭)। তিনি আরোও ইরশাদ করেছেন, اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا (মুশ্‌রিকরা তো অপবিত্র; কাজেই এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকট না আসে– সূা তাওবা ঃ ২৭) হযরত আবূ বক্‌র সিদ্দীক (র) যে বছর আমীর হিসেবে হজ্জ করেছেন, শেষোক্ত ঘোষণাটি তিনি তখনই প্রদান করেন।

১০৯৭৩. হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ আয়াতের آمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ অংশটি রহিত হয়ে গিয়েছে। রহিতকারী আয়াত হল, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ (সূরা তাওবা ঃ ৫)। তারপর রাবী হাদীসের বাকী অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

১০৯৭৪. হযরত সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ। আয়াতটি হুতাম নামক ব্যক্তি সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ (যেখানে তাদেরকে পাবে হত্যা করবে।–সূরা বাকারা ঃ ১৯১) আয়াত দ্বারা উক্ত বিধান রহিত করে দেন।

১০৯৭৫. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ....وَلَا آمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইসলামের প্রথম যুগে মু'মিন ও মুশ্‌রিকরা একত্রে বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করত। তাই এ আয়াতে পরস্পর পরস্পরকে বাধা দিতে নিষেধ করা হয়েছে এবং নিষেধ করা হয়েছে একে অন্যের পেছনে ধাওয়া করা থেকে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন, اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا - অন্যত্র আল্লাহ্ আরো বলেন, مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ আরো ইরশাদ হয়েছে, اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ (তারাই তো আল্লাহ্‌র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ ও পরকালে - সূরা তাওবাঃ ১৮)। উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা মসজিদে হারামে প্রবেশের ব্যাপারে মুশরিকদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

১০৯৭৬. হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ। আয়াত রহিত করা হয়েছে। জাহিলী যুগে লোকেরা নিজ গৃহ থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলে সামুর বৃক্ষের ছাল দ্বারা কণ্ঠাভরণ তৈরি করে গলায় পরত। ফলে কেউ তাকে বাধা দিত না। আবার ফেরার পথে তারা পশমের তৈরি কণ্ঠাভরণ ব্যবহার করত। ফলে তাদেরকে কেউ বাধা বা কষ্ট দিত না। তৎকালে মুশরিকদেরকে হজ্জ করতে বাধা দেওয়া হত না। তেমনি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেন পবিত্র মাসসমূহে এবং বায়তুল্লাহ্‌র আশে পাশে যুদ্ধ বিগ্রহ না করা হয়। পরবর্তীতে فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ। আয়াত তা রহিত করে দেয়।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এ আয়াত দ্বারা বৃক্ষের ছাল দিয়ে তৈরি কণ্ঠাভরণ যা জাহিলী যুগে মানুষ ব্যবহার করত, তা রহিত করা হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৯৭৭. হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ। -এর ব্যাখ্যায় বলেন, মুহাম্মদার রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর ছাহাবীগণ বলেছেন, উপরোক্ত সব কিছুই হল জাহিলী যুগের কাজ। ইসলামের আবির্ভাবের পর বৃক্ষের ছালের কণ্ঠাভরণ ব্যতীরেকে পূর্বোল্লেখিত সব কিছু রহিত করা হয়। وَلَا آمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ। এর দ্বারা কণ্ঠাভরণের হুকুমকে পূর্বের অবস্থায় বাকী রাখা হয় এবং কণ্ঠাভরণ বিশিষ্ট লোকদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা সকলের জন্য হারাম এবং নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

১০৯৭৮. অন্য এক সনদে হযরত মুজাহিদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আয়াতের উল্লেখিত মতামতসমূহের মাঝে ঐ ব্যাখ্যাকারদের মতই উত্তম, যাঁরা বলেন, আলোচ্য আয়াতের নিম্নোক্ত অংশটুকু আল্লাহ্ পাক রহিত করেছেন ঃ

وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ

কেননা তাফ্সীরকারগণ এ বিষয়ে একমত যে, হরম মাস এবং এতদ্ভিন্ন অবশিষ্ট মাস তথা পূর্ণ বছরই আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা মুসলমানদের জন্য হালাল এবং বৈধ ঘোষণা করেছেন। অনুরূপভাবে সমস্ত উম্মত এ ব্যাপারেও একমত যে, মুশরিকরা হরম শরীফের বৃক্ষের ছাল দিয়ে কণ্ঠাভরণ তৈরি করে তা গলায় পরুক বা বাহুতে রাখুক, এতে তারা হত্যা থেকে নিরাপত্তা পাবেনা। যদি মুসলমানদের পক্ষ হতে তাদের সাথে কোন অঙ্গীকারনামা বা নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদিত না হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, এ আয়াত ছাড়া অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেও আমি اَلْقَلَائِدَ।-এর অর্থ বিস্তারিত বর্ণনা করেছি।

আর وَلَا آمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ এর মধ্যে যেহেতু ব্যাপকতা রয়েছে, তাই এর প্রকাশ্য অর্থ- হবে নিম্নরূপ ঃ অর্থাৎ মুশরিক এবং মুসলমানদের মধ্য হতে যারাই বাতুল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে তোমরা তাদের অবমাননা করতে পারবে না। এ হিসাবে আয়াতের অর্থের মধ্যে মুশরিক ব্যক্তিরা

অন্তর্ভুক্ত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ পাকের কালাম فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ (মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে) পূর্ববর্তী আয়াতের রহিতকারী। কেননা মুশরিকদেরকে হত্যা করা না করা উভয় হুকুম একই সময়ে একই অবস্থায় সম্ভব নয়। যদি মেনে নেয়া হয় তবে এতে দুই বিপরিতমুখী হুকুমকে একত্রিত করা হয়।

অধিকন্তু যুদ্ধে লিপ্ত মুশ্‌রিকদেরকে হত্যা করার বৈধতার বিষয়ে ফকীহ্‌গণ সকলেই একমত। চাই তারা বায়তুল্লাহ্ শরীফের যিয়ারতের ইচ্ছা পোষণ করুক বা বায়তুল মুকাদ্দাসের যিয়ারতের ইচ্ছা পোষণ করুক, চাই তা হারাম মাসসমূহের মধ্যে হোক বা অন্যান্য মাসসমূহের মধ্যে। ফকীহ্‌দের এ ঐক্য মতের ভিত্তিতে একথাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বায়তুল্লাহ্ শরীফের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাত্রাকারী মুশরিক লোকদেরকে হত্যা করার নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হুকুমটি রহিত হয়ে গিয়েছে। আয়াতের দ্বারা বায়তুল্লাহ্ শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রাকারী মুশরিক ব্যক্তিদেরকে বুঝান হলেও উপরোক্ত ব্যাখ্যা প্রযোজ্য এবং অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারদের মত অনুরূপই। আর যদি এর দ্বারা যুদ্ধে লিপ্ত মুশরিকদেরকে নির্দেশ করা হয়ে থাকে তবুও সন্দেহাতীতভাবে এ আয়াত মানসূখ। আয়াতের প্রকাশ্য অর্থের বর্ণনায় ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। সর্বোপরি এ প্রকাশ্য ব্যাখ্যাটিই মুফাস্‌সিরগণের নিকট সুপ্রসিদ্ধ। সুতরাং আয়াতের একাধিক অর্থ থাকলেও বিশুদ্ধতম বর্ণনায় এ ব্যাখ্যাটিই গ্রহণযোগ্য।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, يَبْتَغُوْنَ-অর্থ তারা কামনা করে, অনুসন্ধান করে اَلْفَضْلَ ব্যবসায়ে লাভ। اَلرِّضْوَانَ মানে আল্লাহ্ পাক যেন তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান, তাঁর পবিত্র গৃহের যিয়ারতের উসিলায়। আর যেন এ জগতে তাদের শাস্তি বিধান না করেন। যেমনিভাবে তিনি এ দুনিয়ায় অন্যান্য উম্মতকে শাস্তি দিয়েছেন। আলোচ্য আয়াতের যে ব্যাখ্যা আমি করেছি, অন্য ব্যাখ্যাকারগণও অনুরূপ বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৯৭৯. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে মুশরিকদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। মুশরিকরা হজ্জের মাধ্যমে পার্থিব জগতের সাথে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং সন্তুষ্টি কামনা করত।

১০৯৮০. অন্য সনদে কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا -এর উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ্‌র যে অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করত তা হল দুনিয়ার উন্নতি আর আসমানী শাস্তি তরান্বিত না করা।

১০৯৮১. ইব্‌ন 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا-এর ব্যাখ্যায় বলেন, হজ্জ করার মাধ্যমে তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করত।

১০৯৮২. রবী' ইব্‌ন আনাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা হযরত মুতার্‌রিফ ইব্‌ন শিখ্‌খীর (র)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তাঁর নিকট অন্য এক ব্যক্তিও বসা ছিলেন। ঐ লোকটি

তাদের নিকট يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এর মানে হল, হজ্জের মৌসুমে ব্যবসা করা এবং হজ্জের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করা।

১০৯৮৩. ইব্ন 'উমর (র) এক ব্যক্তিকে কিছু মাল-আসবাবসহ হজ্জের সফরে আসতে দেখে বললেন, এতে কোন দোষ নেই। এরপর তিনি এর সমর্থনে আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا

১০৯৮৪. মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হজ্জ উপলক্ষ্যে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে সওয়াব এবং ব্যবসা কামনা করত।

আল্লাহ্র বাণী ঃ وَ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا -এর ব্যাখ্যায় আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, ইহ্রাম অবস্থায় তোমাদের জন্য যে পশু শিকার আমি নিষিদ্ধ করেছিলাম, ইহ্রাম শেষে সে শিকার তোমাদের জন্য বৈধ। অর্থাৎ ইহ্রাম মুক্ত অবস্থায় উহা শিকার করাতে তোমাদের কোন গুনাহ হবে না। কেননা যে কারণে ইহ্রাম অবস্থায় আমি তোমাদের জন্য শিকার করা হারাম করেছিলাম, তা এখন নেই। আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আমি যে মতামত ব্যক্ত করেছি, সমস্ত ব্যাখ্যাকার এ মতই প্রকাশ করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৯৮৫. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا -এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য শিকার করা বৈধ করে দিয়েছেন।

১০৯৮৬. মুজাহিদ (র) থেকে অন্য একটি সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল কুরআনে পাঁচটি বিষয়ে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এটা কোন অপরিহার্য হুকুম নয়। এর মধ্যে একটি হল, وَ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا অর্থাৎ যার ইচ্ছা শিকার করবে এবং যার ইচ্ছা সে শিকার করবে না।

১০৯৮৭. 'আতা (র) থেকে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

১০৯৮৮. মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا মানে যখন কেউ ইহ্রাম মুক্ত হবে তখন সে ইচ্ছা করলে শিকার করতে পারবে এবং মনে না চাইলে নাও করতে পারে। এ হুকুমটি অত্যাবশ্যকীয় হুকুম নয়।

১০৯৮৯. মুজাহিদ (র) থেকে অপর একটি সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জে তামাত্তু'র কুরবানীর পশুর গোশ্ত খাওয়া ওয়াজিব নয়। তাঁর মতে وَ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا আয়াতে শিকার করার জন্য আদেশ সূচক ক্রিয়াটি فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ (সূরা জুমআ ঃ ১০) আয়াতে বর্ণিত নামায শেষে রিযকের অনুসন্ধানে বের হওয়ার আদেশের ন্যায় ইচ্ছাধীন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, وَ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ মানে وَلاَ يَحْمِلَنَّكُمْ অর্থাৎ তোমাদেরকে যেন প্ররোচিত না করে। যেমন ঃ

১০৯৯০. ইব্ন 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ এর মানে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে কখনই যেন প্ররোচিত না করে।

১০৯৯১. কাতাদা (র) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমাদেরকে কখনই যেন প্ররোচিত না করে।

এ শব্দের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ভাষাবিদের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে।

বসরাবাসী কতিপয় ভাষা বিশারদ বলেন, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ মানে لَا يَحِقَّنَّ لَكُمْ অর্থাৎ তোমাদের জন্য যেন অবশ্যম্ভাবী না হয়ে দাঁড়ায়। কেননা আল্লাহ্‌র বাণী- لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ (সূরা নাহ্‌ল ঃ ৬২) এর মানে একথা অবশ্যম্ভাবী যে তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত।

কুফাবাসী কতিপয় ভাষা বিশারদ বলেন, এর অর্থ হল, তোমাদেরকে যেন প্ররোচিত না করে। যেমন বলা হয় جَرَمَنِي فُلَانٌ عَلَى اَنْ صَنَعْتُ كَذَا وَكَذَا অর্থাৎ অমুক আমাকে অমুক কাজে প্ররোচিত করেছে।

প্রত্যেকেই নিজ নিজ দাবীর সমর্থনে নিম্নোক্ত কবিতাটি উল্লেখ করেন।

وَلَقَدْ طَعَنْتَ اَبَا عُيَيْنَةَ طَعْنَةً * جَرَمَتْ فَزَارَةُ بَعْدَهَا اَنْ يَغْضَبُوْا

যাঁরা বলেছেন, لَا يَجْرِمَنَّكُمْ শব্দটি لَا يَحِقَّنَّ لَكُمْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তাদের মতে جَرَمَتْ فَزَارَةُ মানে বর্শার আঘাত ফাযারার মধ্যে ক্রোধকে অবশ্যম্ভাবী করে দিয়েছে।

আর যারা বলেন, এর অর্থ হল, لَا يَحْمِلَنَّكُمْ তাদের মতে جَرَمَتْ فَزَارَةَ اَنْ يَغْضَبُوْا এর মানে হল বর্শার আঘাত ফাযারাকে ক্রোধের প্রতি প্ররোচিত করেছে। কূফার অন্য এক ভাষা বিশারদ বলেন, لَا يَجْرِمَنَّكُمْ মানে لَا يَكْسِبَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ – কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে (সীমা লংঘন) না করায়।

তার মতে কবির বাণী ঃ جَرَمَتْ فَزَارَةُ মানে ফাযারা ক্রোধ অর্জন করেছে। ভাষা বিশারদ বলেন, আমি আরব সাহিত্যিকদেরকে বলতে শুনেছি, فُلَانٌ جَرِيْمَةُ اَهْلِهِ মানে كَاسِبُهُمْ অর্থাৎ সে তার পরিবারের উপার্জনকারী ব্যক্তি। তারা আরো বলেন, وخرج يجرمهم অর্থ সে তাদের জন্য উপার্জনের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে।

আবূ জাফর তাবারী (র.) বলেন, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ -এর উপরোক্ত অর্থসমূহ খুবই খাছাকাছি। এর মধ্যে পার্থক্য খুবই সামান্য। কেননা যে ব্যক্তি কাউকে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হতে প্ররোচিত করল সে সুনাম তাকে ঐ ব্যক্তির বিদ্বেষান্বিত করল। আর যে কাউকে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ ভাবপন্ন করল, সে তার মধ্যে বিদ্বেষকে প্রতিষ্ঠিত করল।

এ হিসাবে ইব্‌ন 'আব্বাস এবং কাতাদা (র) আলোচ্য শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেটাই উত্তম। তা হল, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ মানে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে কখনই যেন সীমা লংঘনের ব্যাপারে প্ররোচিত না করে।

আলোচ্য আয়াতাংশের পাঠ রীতিতে কিরাআত বিশেষজ্ঞদের একাধিক মত রয়েছে। বিভিন্ন শহরের অধিকাংশ কারীদের মতে وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ শব্দটিতে ياء যবর যুক্ত। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ওয়াস্‌সাব ও আ'মাশ (র.)-এর ন্যায় কূফার কিছু কিরাআত বিশেষজ্ঞ নিম্নোক্ত বর্ণনার পঠন রীতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

১০৯৯২. আ'মাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য শব্দটিকে وَلَايَجْرِمَنَّكُمْ-এর يَاء তে পেশ দিয়ে পাঠ করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এই উভয় পাঠরীতির মধ্যে বিশুদ্ধতম কিরাআত হল ঐ বিশেষজ্ঞদের কিরাআত, যাঁরা শব্দটিকে وَلَايَجْرِمَنَّكُمْ – يَاء-তে যবর দিয়ে পাঠ করেন। কেননা বিভিন্ন শহরে এ কিরা'আতটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। আর এর বিপরীত কিরাআতটি তুলনামূলক নির্ভরযোগ্য। সুতরাং যে কিরা'আতটি অলংকার শাস্ত্রের মানদন্ডে উত্তীর্ণ, তা অবশ্যই অন্য কিরা'আতের তুলনায় উত্তম এবং অগ্রগণ্য। যাঁরা বলেন وَلَايَجْرِمَنَّكُمْ শব্দটি جَرَمْتُ থেকে নিসৃত হয়েছে, তাঁরা প্রমাণ স্বরূপ নিম্নের কবিতাটি উল্লেখ করেন—

يَا أَيُّهَا الْمُشْتَكِي عُكْلاً وَمَا جَرَمَتْ - اِلَى الْقَبَائِلِ مِنْ قَتْلٍ وَإِبْآسٌ

এখানে مَا جَرَمَتْ শব্দটিও وَلَايَجْرِمَنَّكُمْ -এর অনুরূপ একই বাব থেকে ব্যবহৃত হয়েছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী شَنَانُ قَوْمٍ-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, شَنَانُ শব্দের পাঠ প্রক্রিয়ায় কিরা'আত বিশেজ্ঞদের একাধিক মতামত রয়েছে। কোন কোন কিরা'আত বিশেষজ্ঞ শব্দটির شين ও نون অক্ষরকে যবরসহ পড়েন। অর্থ হল কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ। এ হল فَعَلَانٌ-এর ওজনের مصدر (ক্রিয়ামূল)। যেমন طَيَرَان – نَسَلَان – عَسَلَان এবং رَمَلَان হল مصدر।

কেউ কেউ شين-এ যবর এবং نون-এ যযম দিয়েও পড়ে থাকেন। তখন তা ইসম বা বিশেষ্য হিসাবে গণ্য হবে। অর্থ হবে, কোন কাওমের বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন প্ররোচিত না করে। এখানে شَنَانٌ শব্দটি فَعلانٌ -এর ওজনে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা এর فَعِلَ ماضى -এর فَعِلَ ওজনে ব্যবহৃত হয়। যেমন سكر–سكران ক্রিয়া থেকে, عطش–عطشان ক্রিয়া থেকে নিসৃত হয়েছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এই উভয় কিরা'আতের মধ্যে তাঁদের কিরা'আতই বিশুদ্ধতম, যাঁরা شَنَانُ قَوْمٍ এর نون অক্ষরকে যবরের সাথে পাঠ করেন। কেননা 'কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ' شَنَانُ قَوْمٍ-এর এ অর্থটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। আর এ হল مصدر হওয়ার অর্থ। اسم হওয়ার অর্থ নয়। এতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, شَنَانَ শব্দটি اسم নয়। আর مصدر-এর মধ্যে فَعَلَانَ তথা فاء ও عين অক্ষরকে যবরের সাথে পড়া, عين অক্ষরকে জযম না দিয়ে পড়াই অধিক ফসীহ্ বা অলংকার শাস্ত্রের বিধান সম্মত। যেমন বলা হয় الدَّرجات শব্দটি درج থেকে এবং الرَّمَلَان শব্দটি رمل থেকে নিঃসৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে شنته اشنؤه شَنَان শব্দটিও شَنَان থেকে নিসৃত হয়েছে। কোন কোন আরবী ভাষাবিদ شنان শব্দটি فعال-এর ওজনে ব্যবহৃত হয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে কোন কিরা'আত বিশেষজ্ঞ আলোচ্য শব্দটিকে এরূপ পড়েছেন বলে আমার জানা নেই। যেমন কবি বলেছেন,

وَمَا الْعَيْشُ اِلاَّ مَاتَلَذُّ وَتَشْتَهِيْ - وَاِنْ لاَمَ فِيْهِ ذُوا لِشَّنَانِ وَفَنَّدَا

এ হল ঐ লোকদের ভাষা, যারা شَنَانُ শব্দটিকে فَعَالُ এর ওজনে পাঠ করে। فعال শব্দটি মুলত: فعلانٌ ছিল।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৯৯৩. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَلاَ يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ অর্থ, কোন সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে প্ররোচিত না করে।

১০৯৯৪. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে।

১০৯৯৫. হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَلاَ يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ অর্থ, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন প্ররোচিত না করে।

১০৯৯৬. হযরত ইব্ন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَلاَ يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ অর্থ, কোন কওমের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে।

মহান আল্লাহ্র বাণী- اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতাংশের পাঠ প্রক্রিয়ার মধ্যে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের একাধিক মতামত রয়েছে।

মদীনা শরীফের কিছু সংখ্যক কিরাআত বিশেষজ্ঞ এবং কূফার সকল কিরাআত বিশেষজ্ঞই اَنْ صَدُّوْكُمْ শব্দের اَنْ এর الف। কে যবর দিয়ে পাঠ করেন। অর্থ হল, তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেওয়ার কারণে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে।

হিজায ও বসরার কিছুসংখ্যক কিরা'আত বিশেষজ্ঞ وَلاَ يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ এর اِن এর الف।-এ যের দিয়ে পাঠ করেন। তাতে অর্থ হবে কোন কওম যদি বাইতুল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করে, তবে তাদের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে কখনই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আয়াতটিকে উভয়ভাবেই পড়া যায়। উভয় কিরা'আতই প্রসিদ্ধ এবং অর্থগত দিক থেকে বিশুদ্ধ। এর কারণ, হুদায়বিয়ার দিন নবী করীম (সা) এবং সাহাবীগণকে বাধা প্রদান করা হলে তাঁর প্রতি সূরা মায়িদা নাযিল হয়। যারা اَنْ صَدُّوْكُمْ এর الف।-এ যবর দিয়ে পাঠ করেন, তাঁদের মতে আয়াতের অর্থ হল হে লোক সকল! হুদায়বিয়ার দিন তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা প্রদান করার কারণে ঐ সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের কখনই যেন সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে।

আর যাঁরা আয়াতটিকে اِنْ صَدُّوْكُمْ অর্থাৎ الف-এ যের দিয়ে পাঠ করেন, তাঁদের মতে আয়াতের অর্থ হল, মসজিদুল হারামে প্রবেশের ইচ্ছা করার পর তোমাদেরকে কোন কওম যদি বাধা প্রদান করে তবে ঐ কওমের বিদ্বেষ তোমাদেরকে কখনই যেন সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে। কেননা, মক্কা শরীফ বিজয়ের দিন কুরাইশ গোত্রের যেসব লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং সাহাবীগণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে, তারা মুসলমানগণকে মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এরূপ করেছে। তাই اِن এর الف-এ যের সহ পাঠ করার পাঠ পদ্ধতি অনুসারে এ কথাই প্রতিভাত হচ্ছে যে, মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দানকারীদের পক্ষ হতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ পাক মুসলমানগণকে এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, মসজিদুল হারামে প্রবেশে তারা বাধা প্রদান করলেও তোমরা তাদের প্রতি হামলা করবে না।

তবে اَن এর الف-কে যেরসহ পড়ার চাইতে যবর দিয়ে পাঠ করাই উত্তম এবং অর্থের দিক থেকেও এ পাঠ পদ্ধতিটি সুস্পষ্ট ও সন্দেহ মুক্ত। কেননা, আলোচ্য আয়াতটি যে হুদায়বিয়ার পর নাযিল হয়েছে, এ বিষয়ে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। আর এ ক্ষেত্রে মুশরিকদের পক্ষ হতেই পূর্বে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধাদানকারীদের প্রতি সীমালংঘন করা থেকে মুসলমানদেরকে বারণ করেন এবং এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী اَنْ تَعْتَدُوْا অর্থ, তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, ঐ সীমা তোমরা লংঘন করনা।

এ হিসাবে পূর্ণ আয়াতের মর্ম হল, হে মু'মিনগণ! মসজিদুল হারামে প্রবেশে তোমাদেরকে বাধা দেওয়ার কারণে তোমরা মহান আল্লাহ্র হুকুমকে লংঘন করনা। যদি লংঘন কর, তবে মহান আল্লাহ্র নিষিদ্ধ সীমাকেও তোমরা ছাড়িয়ে যাবে। বরং তোমাদের পছন্দ হোক বা অপছন্দ হোক, সর্বাবস্থায় তোমরা মহান আল্লাহ্র আনুগত্যে অবিচল থাক।

কারো কারো মতে, জাহিলী যুগের শত্রুতা ও প্রতিশোধ গ্রহণ করা হতে বিরত রাখার লক্ষ্যে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৯৯৭. হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি اَنْ تَعْتَدُوْا এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, মক্কা শরীফ বিজয়ের দিন আরাফার ময়দানে একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মিত্র দলের এক ব্যক্তি আবূ হুযাইল গোত্রীয় এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। কেননা, মুহাম্মদ (সা)-এর মিত্রদেরকে হত্যা করা তার নিত্য নৈমিত্তিক কাজ ছিল। তখন মুহাম্মদ (সা) বললেন, জাহিলী যুগের আক্রোশের ভিত্তিতে যে কাউকে হত্যা করে, সে অভিশপ্ত।

১০৯৯৮. অপর এক সনদে হযরত মুজাহিদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

অন্যান্য তফসীকারগণের মতে আলোচ্য আয়াত রহিত হয়ে গিয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১০৯৯৯. হযরত ইব্‌ন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ اَنْ تَعْتَدُوْا-এর ব্যাখ্যায় বলেন, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে কখনই যেন সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে। পরিণামে যা তোমাদের জন্য হালাল নয়, তাও তোমরা করে বসবে। তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশটি সম্পূর্ণভাবেই রহিত। জিহাদের হুকুম এ আয়াতটিকে রহিত করে দিয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ উভয় মতামতের মধ্যে হযরত মুজাহিদ (র)-এর মতটিই বিশুদ্ধ। অর্থাৎ এ আয়াতটি রহিত হয়নি। কেননা, আলোচ্য আয়াতের মর্ম এও হতে পারে যে, আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন, হকের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছি, তোমরা তা লংঘন করনা। সুতরাং অকাট্য কোন প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত একথা আদৌ বৈধ নয় যে, আয়াতটি রহিত হয়ে গিয়েছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী- وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى। মানে হে মু'মিনগণ! তোমরা পরস্পর একে অপরকে সৎকর্মে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যে 'আমলের আদেশ করেছেন ঐ 'আমলের ব্যাপারে সাহায্য কর তাকওয়ার ব্যাপরে। অর্থাৎ যে সব পাপ কর্ম থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ পাক আদেশ করেছেন, সে ব্যাপারে।

وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ অর্থাৎ পাপ কর্ম তথা আল্লাহ্‌র আদেশকৃত বিষয় অমান্য করার ব্যাপারে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করনা। وَالْعُدْوَانِ অর্থাৎ তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে, তোমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে এবং অন্যের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক যে সীমা নির্ধারণ করেছেন এবং যে বিধান তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন, তোমরা তা লংঘন করনা।

এ হিসাবে আলোচ্য আয়াতের পূর্ণ অর্থ হল, মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেয়ার কারণে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে। আর মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা প্রদানকারী সম্প্রদায় এবং অন্যান্যদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা বাস্তবায়নে এবং যে সব কর্মের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন, তা থেকে বিরত থাকতে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করবে। এর বিপরীত কাজে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করবে না।

اَلْبِرُّ وَالتَّقْوٰى-এর ব্যাপারে আমি যে মতামত ব্যক্ত করেছি, তাফসীরকারগণও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১০০০. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, اَلْبِرُّ অর্থ আমি যে কাজের নির্দেশ দিয়েছি। وَالتَّقْوٰى অর্থ, আমি যে কাজ নিষেধ করেছি।

১১০০১. হযরত 'আবুল' আলিয়া (র.) থেকে বর্ণিত । তিনি وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন اَلْبِرُّ। অর্থ আমি যে কাজের নির্দেশ দিয়েছি। وَالتَّقْوٰى অর্থ আমি যে কাজ নিষেধ করেছি।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী- وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতাংশে আল্লাহ্ পাক সীমালংঘনকারীদেরকে ধমক দিয়ে তাদের প্রতি কঠোর সতর্কবণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন, وَاتَّقُوا اللّٰهَ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর; তাঁর সম্মুখে এ অবস্থায় উপস্থিত হওয়া থেকে যে, তোমরা তাঁর নির্ধারিত সীমালংঘন করেছ; তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছ এবং নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত তাঁর নির্দেশকে উপেক্ষা করেছ। ফলে তোমরা তাঁর শাস্তির উপযুক্ত সাব্যস্ত হয়েছ এবং অবধারিত হয়ে পড়েছে তোমাদের প্রতি মর্মন্তুদ শাস্তি। তারপর আল্লাহ্ পাক তাঁর শাস্তির ভয়াবহতা এবং কাঠিন্যের কথা উল্লেখপূর্বক বলেন, শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিকে শাস্তি দানে আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত কঠোর। কেননা তাঁর শাস্তি প্রদানের বস্তু হল ঐ অগ্নি, যার উত্তাপ কখনো নিষ্প্রভ হয় না; যার স্ফুলিঙ্গ কখনো নির্বাপিত হয় না এবং যার শিখা কখনো নিস্তেজ হয় না। এর থেকে আমরা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং যারা তার কথা মত 'আমল করে, তাদেরকে তিনি নৈকট্য দান করতঃ এর থেকে রক্ষা করুন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(৩) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৩. তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মরা, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের নামে যবহ্‌কৃত পশু; আর শ্বাস রোধে মৃত জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু, পতনে মৃত জন্তু, শিংয়ের আঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু; তবে তোমরা যা যবহ্ করতে পেরেছ, তা ব্যতীত, আর যা মূর্তি পূজার বেদীর উপর বলি দেওয়া হয় তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা, এসব পাপ কাজ। আজ কাফিররা তোমাদের দীনের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হয়েছে; কাজেই তাদেরকে ভয় করনা, শুধু আমাকে ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণ করে দিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম। তবে কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে তখন আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য মৃত জন্তু ভক্ষণ করা হারাম করেছেন। اَلْمَيْتَةُ অর্থ, স্থলের ঐ গৃহপালিত বা বন্য জন্তু বা পাখি, যার শরীরে প্রবাহিত রক্ত রয়েছে। যা ভক্ষণ করা আল্লাহ্ পাক মানুষের জন্য বৈধ করেছেন, তা যদি যবহ করা ব্যতিরেকে মরে যায়, তবে এরূপ জীব-জন্তু ভক্ষণ করা হারাম।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, মৃত জন্তু বলে স্থলের ঐ জন্তু ও পাখিকে বুঝান হয়েছে, যবহ করা ব্যতিরেকে যা আপনা আপনি মরেছে এবং যা ভক্ষণ করা আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন। এখানে আমি যে মতামত ব্যক্ত করেছি, এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে যথাযথ কারণ আমি আমার কিতাব كِتَابُ لَطِيْفُ الْقَوْلِ فِى الْاَحْكَامِ-এর মধ্যে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছি।

اَلدَّمُ (রক্ত) অর্থ প্রবাহিত রক্ত। যে রক্ত প্রবাহিত নয়, এখানে ঐ রক্ত বুঝান হয়নি। কেননা, কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, قُلْ لَّا اَجِدُ فِيْمَا اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهُ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْلَحْمَ خِنْزِيْرٍ-(হে রাসূল), আপনি বলুন, আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে, তাতে লোকে যা আহার করে তার মধ্যে আমি কিছুই হারাম পাইনি— মরা, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংশ ব্যতীত। (সূরা আন'আম ঃ ১৪৫) আর যে রক্ত মাংসের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে, যেমন কলিজা ও প্লীহা এবং যে রক্ত মাংসের ভেতর বিদ্যমান আছে, বহমান নয়, এগুলো হারাম নয়। কেননা এগুলোর হালাল হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণের ঐক্য মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ অর্থাৎ পালিত ও বন্য উভয় প্রকারের শূকরই তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। এখানে মৃত জন্তু ও রক্তের কথা ব্যাপক অর্থে উল্লেখ করা হলেও উদ্দেশ্য হল বিশেষ ধরনের মৃত জন্তু ও রক্ত। আর শূকরের মাংশের যাহির-বাতিন সবই হল হারাম। এর বিশেষ কিছু হারাম এবং বিশেষ কিছু হালাল এমনটি নয়। বরং এর সর্বাংশই হারাম। وَمَااُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ অর্থাৎ যে জন্তু মহান আল্লাহ্র নাম ব্যতীত অন্যের নামে যবহ করা হয়, তা হারাম।

এ শব্দটি اِسْتِهْلَالِ الصَّبِىِّ বাকধারা থেকে নিসৃত হয়েছে। মাতৃগর্ভ হতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যদি আওয়ায করে তবে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এর থেকেই ব্যবহৃত হয়। اِهْلَالُ الْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ অর্থাৎ মুহ্‌রিম ব্যক্তির হজ্জের তালবিয়া পাঠ করা। কবি ইব্‌ন আহমার এ অর্থেই নিম্নের কবিতায় يهل শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন,

يُهِلُّ بِالْفَرْقَدِ رُكْبَانُهَا - كَمَا يُهِلُّ الرَّاكِبُ الْمُعْتَمِرُ-

وَمَااُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ-এর মর্ম হল, যেসব জন্তু মহান আল্লাহ্র নাম ব্যতীত কল্পিত মা'বুদ এবং প্রতিমার নামে যবহ হয়, তা তোমাদের জন্য হারাম। আমি যে মতামত ব্যক্ত করেছি, তাফসীরকারগণও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং এ সম্পর্কে যে রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে, তাও পূর্বে আমি উল্লেখ করেছি। তাই এ সম্বন্ধে পুনঃআলোচনা নিঃপ্রয়োজন মনে করছি।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী- وَالْمُنْخَنِقَةُ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, "শ্বাস রোধে মৃত জন্তুর" শ্বাসরোধ করা বা হওয়ার ধরন কি? এ বিষয়ে তাফসীরকারগণের একাধিক মত রয়েছে।

১১০০২. হযরত সুদ্দী (র) বলেন, আয়াতে وَالْمُنْخَنِقَةُ বলে ঐ জন্তুকে বুঝান হয়েছে, যা কোন বৃক্ষের দু'ডালের ফাঁকে নিজ মাথা ঢুকিয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়।

১১০০৩. হযরত দাহ্‌হাক (র) বলেন, وَالْمُنْخَنِقَةُ অর্থ, জন্তু যা শ্বাসরোধে মারা যায়।

১১০০৪. হযরত কাতাদা (র) বলেন, وَالْمُنْخَنِقَةُ ঐ জন্তু, যা রশিতে ফাঁস লেগে মারা যায়।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, وَالْمُنْخَنِقَةُ ঐ জন্তু, যা বলিতে বেঁধে রাখার পর রশির বন্ধনে ফাঁস লেগে শ্বাসরোধে মারা যায়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১০০৫. হযরত দাহ্‌হাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَالْمُنْخَنِقَةُ ঐ বকরী, যা বলিতে বেঁধে রাখা হয়েছিল। তারপর রশিতে ফাঁস লেগে তা মারা যায়। এরূপ বকরী ভক্ষণ করা হারাম।

অন্যান্য তাফসীরকারগণের মতে وَالْمُنْخَنِقَةُ অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তু। পূর্ববর্তী যুগে মুশ্‌রিকরা পশুকে গলা টিপে হত্যা করত। (তারপর তা ভক্ষণ করত) এরূপ জন্তু ভক্ষণ করা আল্লাহ্ পাক হারাম করে দিয়েছেন।

১১০০৬. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَالْمُنْخَنِقَةُ অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে যে পশুকে গলা টিপে হত্যা করা হয়।

১১০০৭. হযরত কাদাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলী যুগে লোকেরা বকরী গলা টিপে হত্যা করে পরে তা ভক্ষণ করত। وَالْمُنْخَنِقَةُ শব্দের ব্যাখ্যায় বর্ণিত মতামতসমূহের মধ্যে বিশুদ্ধতম মত হল, রশিতে ফাঁস লেগে মারা যাওয়া পশু অথবা যে জায়গা থেকে মাথা বের করা সম্ভব নয়, এমন জায়গায় মাথা ঢুকিয়ে শ্বাস রোধে মারা যাওয়া পশু। কেননা, وَالْمُنْخَنِقَةُ শব্দটি انخناق ক্রিয়ামূল থেকে উদ্‌গত হয়েছে। إِنْخِنَاق হল বাবে إِنْفِعَال এর مصدر। আর বাবে إِنْفِعَال হল لَازِم—অর্থাৎ শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার কাজটি এর নিজের দ্বারাই সম্পাদিত হয়েছে। অন্যের দ্বারা সম্পাদিত হয়নি। অন্যের দ্বারা সম্পাদিত হলে আলোচ্য শব্দটি وَالْمُنْخَنِقَةُ না হয়ে وَالْمَخْنُوقَةُ হত।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী- اَلْمَوْقُوْذَةُ -এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, اَلْمَوْقُوْذَةُ অর্থ-প্রহারে মৃত জন্তু, যেমন বলা হয়, وَقَذَهُ يَقِذُهُ وَقْذًا অর্থাৎ সে তাকে প্রহার করেছে, পরিণতিতে মরণাপন্ন হয়ে পড়েছে। এ অর্থেই কবি হারায্‌দাক বলেন,

شَغَّارَةٍ تَقِذُ الْفَصِيْلَ بِرِجْلِهَا – فَطَّارَةٍ لِقَوَادِمِ الْأَبْكَارِ

এখানে تقذ শব্দটি প্রহারের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাফসীরকারগণও আমার অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১০০৮. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَلْمَوْقُوْذَةُ। অর্থ যে পশুকে কাঠ দ্বারা প্রহার করতঃ মারা হয়।

১১০০৯. হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলী যুগের লোকেরা পশুকে লাঠি-পেটা করে মেরে তা ভক্ষণ করত।

১১০১০. হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি اَلْمَوْقُوْذَةُ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, পূর্ববর্তী যুগে লোকেরা পশুকে প্রহার করে (মেরে) তা ভক্ষণ করত।

১১০১১. হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَلْمَوْقُوْذَةُ। অর্থ প্রহারে মৃত পশু।

১১০১২. হযরত দাহ্‌হাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَلْمَوْقُوْذَةُ। অর্থ-প্রহারে মৃত পশু।

১১০০১৩. হযরত সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَلْمَوْقُوْذَةُ। অর্থ- প্রহারে মৃত পশু।

১১০১৪. হযরত দাহ্‌হাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَلْمَوْقُوْذَةُ। অর্থ ঐ বকরী বা চতুষ্পদ জন্তু, যা তারা তাদের বাতিল মা'বুদদের নামে লাঠিপেটা করে হত্যা করত এবং পরে তা ভক্ষণ করত।

১১০১৫. হযরত আবূ 'আবদুল্লাহ্ সানাবিহী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'প্রহারে মৃত জন্তু' মালিকানাধীন বা পালিত জন্তুর মধ্যেই হতে পারে। বন্য শিকার জন্তুর মধ্যে এ বিষয়টি সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়।

আল্লাহ্‌র বাণী- اَلْمُتَرَدِّيَةُ -এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী বলেন, اَلْمُتَرَدِّيَةُ। অর্থাৎ পাহাড় হতে পতিত বা কূপে পতিত বা অন্য কিছু হতে পতিত হয়ে মরে যাওয়া জন্তু তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে।

تَرَدِّيهَا মানে কোন জন্তুকে উঁচু স্থান থেকে নীচে নিক্ষেপ করা। তাফসীরকারগণও আমার মত অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১০১৬. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَلْمُتَرَدِّيَةُ। মানে পাহাড় হতে পতিত জন্তু।

১১০১৭. হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَلْمُتَرَدِّيَةُ। অর্থ যে জন্তু কূপে পতিত হয়ে মারা যায়। এরূপ জন্তু জাহিলী যুগে ভক্ষণ করা হত।

১১০১৮. অন্য সনদে হযরত কাতাদা (র) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَلْمُتَرَدِّيَةُ। অর্থ যে জন্তু কূপে পতিত হয়ে মারা যায়।

১১০১৯. হযরত সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَلْمُتَرَدِّيَةُ। অর্থ যে জন্তু পাহাড় হতে বা কূপে পতিত হয়ে মারা যায়।

১১০২০. হযরত দাহ্হাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَلْمُتَرَدِّيَةُ অর্থ- যে জন্তু পাহাড় থেকে পতিত হয়ে মারা যায়।

১১০২১. অন্য সনদে হযরত দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَلْمُتَرَدِّيَةُ অর্থ যে জন্তু কূপে বা পাহাড় হতে পতিত হয়ে মারা যায়।

আল্লাহ্‌র বাণী- اَلنَّطِيْحَةُ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, اَلنَّطِيْحَةُ অর্থ যে জন্তু যবাই করা ব্যতিরেকে অন্য জন্তুর শিং-এর আঘাতে মারা যায়। এরূপ জন্তু যদি যবাই করার আগে মারা যায় তবে তা ভক্ষণ করা মু'মিন লোকদের জন্য হারাম।

এখানে اَلنَّطِيْحَةُ পদটি مَنْطُوْحَةُ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উহাকে ব্যবহারের ক্ষেত্রের مَفْعُوْلَةُ -এর ওজন থেকে فَعِيْلَةُ-এর ওজনে পরিবর্তন করা হয়েছে।

কেউ যদি এ মর্মে প্রশ্ন করেন যে, اَلنَّطِيْحَةُ -এর শেষে স্ত্রী লিঙ্গের ة কেমন করে সংযোজন করা হল? কেননা আরবী ভাষায় এরূপ শব্দ স্ত্রী লিঙ্গের ة ব্যতীতই ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় كف خضيب عين كحيل و لحية ذهين কেমন করে সংযোজন করা হয় না। এগুলো عين كحيلة এবং كف خضيبة রূপে ব্যবহৃত হয় না।

উত্তরে বলা হয়, এ বিষয়টি নিয়ে ব্যাকরণ বিশারদদের ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। বসরাবাসী কতিপয় ব্যাকরণবিদ বলেন, اَلنَّطِيْحَةُ শব্দে ة সংযোজন করা হয়েছে একারণে যে, এখানে এ শব্দটি اسم-এর স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়, اَلطَّوِيْلَةُ ও اَلطَّرِيْقَةُ বস্তুতঃ বসরাবাসী এসব লোকেরা اَلنَّطِيْحَةُ শব্দটিকে اَلنَّاطِحَةُ -এর অর্থে ধরে নিয়েছেন।

তাদের মতানুসারে আয়াতাংশের অর্থ হল, শৃংগাঘাতে মৃত জন্তু আমি তোমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছি। অর্থাৎ শৃংগাঘাতকারী জন্তু যা অন্যের শৃংগাঘাতে মারা যায়, আমি তোমাদের জন্য তা হারাম করে দিয়েছি।

কূফার কিছু সংখ্যক ব্যাকরণবিদ বলেন, مَفْعُوْلٌ ওজন হতে রূপান্তরিত فَعِيْل শব্দ যদি পূর্ববর্তী কোন اسم-এর صفت হয় তবে আরবী ভাষাবিদগণ এ শব্দ হতে ة চিহ্নটি حذف করে দেন। যেমন বলা হয়, رأيناكفًا خضيبا ও عينا كحيلا তারপর যখন كف ও عين বা এ জাতীয় اسم কে حذف করে দেয়া হয়, যার থেকে فعيل ওজনের শব্দটি صفت হয়েছে, তখন এর সাথে স্ত্রী লিঙ্গের ة অক্ষরটি সংযোজন করে দেয়া হয়, যেন দেখতেই বুঝা যায় যে, এ শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ পদের صفت পুংলিঙ্গ পদের صفت নয়। বলা হয়, رأينا كحيلة ও اكيلة السبع এ হিসাবেই نَطِيحَةُ শব্দেও ة সংযোজন করা হয়েছে। কেননা এ শব্দটিও স্ত্রীলিঙ্গ পদের صفت পক্ষান্তরে এ শব্দ থেকে ة অক্ষরটি বাদ দিয়ে দিলে এ অনুধাবন করা সম্ভব হতনা যে, এ শব্দটি কোন স্ত্রী লিঙ্গ পদের صفت না পুংলিঙ্গ পদের।

এ মতটিই বিশুদ্ধতম মত। কেননা তাফসীরগণের নিকট এ কথাটি অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ যে, اَلنَّطِيْحَةُ অর্থ اَلْمَنْطُوْحَةُ

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১০২২. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَلنَّطِيْحَةُ অর্থ এমন বকরী, যাকে অপর বকরী শৃংগাঘাত করেছে।

১১০২৩. হযরত আবূ মায়সারা (র) اَلنَّطِيْحَةُ শব্দটিকে اَلْمَنْطُوْحَةُ পাঠ করতেন।

১১০২৪. হযরত দাহ্হাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَلنَّطِيْحَةُ অর্থ এমন দুটো বকরী যা পরস্পর একে অন্যের শৃংগাঘাতে মারা যায়।

১১০২৫. হযরত সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَلنَّطِيْحَةُ - অর্থ যে জন্তু বকরী, এবং গরুর শৃংগাঘাতে মারা যায়। এরূপ পশু খাওয়া হারাম। আরব লোকেরা জাহিলী যুগে এরূপ পশু ভক্ষণ করত।

১১০২৬. হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি اَلنَّطِيْحَةُ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, দুটি ভেড়া পরস্পর একে অন্যের উপর আঘাত হানার পর মারা গেলে তা তারা ভক্ষণ করত।

১১০২৭. হযরত কাতাদা (র) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। তিনি اَلنَّطِيْحَةُ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, দুটি ভেড়া পরস্পর একে অন্যের উপর আঘাত হানার পর একটি অপরটিকে মেরে ফেলল এরূপ পশুও তারা ভক্ষণ করত।

১১০২৮. হযরত দাহ্হাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি اَلنَّطِيْحَةُ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর মর্ম হল, এক বকরীর শৃংগাঘাতে অপর বরকীর মরে যাওয়া।

আল্লাহ্র বাণী- وَمَاأَكَلَ السَّبُعُ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এর মর্ম হল, প্রশিক্ষণহীন হিংস্রজন্তুর ভক্ষিত পশু তোমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১০২৯. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি وَمَاأَكَلَ السَّبُعُ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, হিংস্রপশুর ধৃত জন্তু।

১১০৩০. হযরত দাহ্হাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَمَاأَكَلَ السَّبُعُ মানে হিংস্র পশুর ধৃত জন্তু।

১১০৩১. হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি وَمَاأَكَلَ السَّبُعُ এর ব্যাখ্যায় বলেন, যদি ছাগল, উট, গরু বা এ জাতীয় কোন কিছু শিকার করে হত্যা করতো বা শিকার করে এর কিছু অংশ খেয়ে ফেলতো তবুও তারা অবশিষ্ট অংশ ভক্ষণ করতো।

১১০৩২. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি وَمَاأَكَلَ السَّبُعُ না পড়ে وَأَكِيْلُ السَّبُعِ পাঠ করতেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী- إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এর মানে হল, তবে তোমরা যবহ করার দ্বারা যা পবিত্র করেছ, তা ব্যতীত।

إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ-এর দ্বারা কোন্ কোন্ বস্তুকে إِسْتِثْنَاء করা হয়েছে, তা নিরূপণের ব্যাপারে তাফসীরকারগণের একাধিক মত রয়েছে। কারো কারো মতে وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيْحَةُ وَمَا اَكَلَ السَّبُعُ আয়াতে যত কিছুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে সবগুলোর থেকেই এ শব্দ দ্বারা إِسْتِثْنَاء করা হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১০৩৩. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি إلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আহত হওয়ার পর এসব জন্তু যদি যবহ করার সময় পাওয়া যায় এবং এগুলো যদি লেজ নাড়ায় এবং চোখে পলক দেয়, তবে এগুলো মহান আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যবহ কর। এসব জন্তু ভক্ষণ করা তোমাদের জন্য হালাল।

১১০৩৪. হযরত হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيْحَةُ وَمَا اَكَلَ السَّبُعُ اِلاَّ مَاذَكَّيْتُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এসব পশু যদি যবহ করার সুযোগ পাও এবং যবহ করে নাও, তবে তা ভক্ষণ কর। আমি বললাম, হে আবূ সা'ঈদ! এ যে জীবিত আছে, তা আমি কেমন্ করে বুঝব? জওয়াবে তিনি বললেন, যদি চোখে পলক মারে এবং লেজ নাড়ে ,তবে জীবিত মনে করবে।

১১০৩৫. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি إلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতে যে সব জন্তুর কথা বলা হয়েছে, এর মধ্যে শূকরের মাংস এ হুকুম থেকে ব্যতিক্রম। তুমি যদি উপরোক্ত কোন জন্তুকে আহত অবস্থায় লেজ নাড়তে দেখ, চোখে পলক মারতে দেখ অথবা পা মারতে দেখ এবং এ অবস্থায় যদি তুমি যবহ কর, তবে এ জন্তু ভক্ষণ করা তোমার জন্য হালাল।

১১০৩৬. হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি إلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, "তবে তোমরা যা যবহ দ্বারা পবিত্র করেছ" এ হুকুম উপরোক্ত সমস্ত জন্তুর বেলায় প্রযোজ্য। উপরোক্ত পশুগুলোর কোন একটিকে যদি চোখে পলক মারতে দেখ, অথবা লেজ নাড়তে দেখ, তবে এ পশু খাওয়া তোমাদের জন্য হালাল।

১১০৩৭. হযরত 'আলী (রা) বলেন; প্রহারে আহত, পতনে আহত এবং শিংয়ের আঘাতে আহত জন্তু যদি হাত পা নাড়ায়, তবে যবহ করে ভক্ষণ করা জায়েয।

১১০৩৮. হযরত ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিংস্র জন্তু যদি তার শিকারের কিছু অংশ খায়, তা প্রহারে আহত, শৃংগাঘাতে আহত, বা পতনে আহত হয়, সে জন্তু যদি যবহ করার সুযোগ পাওয়া যায়, তবে তা খাও।

১১০৩৯. হযরত 'আলী ইব্ন আবূ তালিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃতপ্রায় জন্তু যদি পা নাড়ে, চোখে পলক দেয় অথবা লেজ নাড়ে, তারপর যবহ্ করে তা খাওয়া জায়িয।

১১০৪০. হযরত তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃতপ্রায় অবস্থায় প্রাপ্ত পশু যদি যবাহ্ করার পর নিজের লেজ নাড়ে তবে এ পশু খাওয়া হালাল।

১১০৪১. হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রহারে আহত পশু যদি চোখে পলক দেয় অথবা পা বা লেজ নাড়ে তবে যবাহ্ করে তা খাও।

১১০৪২. অপর এক সনদে হযরত কাতাদা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১১০৪৩. হযরত উবায়দ ইবন উমায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পশু যদি চোখে পলক দেয়, লেজ নাড়ে বা নড়াচড়া করে তবে তা তোমাদের জন্য হালাল।

১১০৪৪. হযরত দাহ্হাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলী যুগে উপরোক্ত জন্তুসমূহ ভক্ষণ করা হত। কিন্তু ইসলামী যুগে যবাহকৃত পশু ব্যতীত উপরোক্ত সব ধরনের পশু খাওয়া আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করে দেন। এরূপ জন্তু পাওয়ার পর যদি এর পা, লেজ বা কোন এক পার্শ্ব নড়াচড়া করে এবং যবাই করা হয় তবে এরূপ পশু ভক্ষণ করা হালাল।

১১০৪৫. হযরত ইব্ন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর বাণী وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, যবাহ না করা পর্যন্ত উপরোক্ত জন্তুগুলো সবই হারাম।

এ হিসাবে আয়াতের ব্যাখ্যা হল, প্রহারে আহত এবং পতনে আহত জন্তু যদি পতনের কারণে, প্রহারের কারণে এবং শৃংগাঘাতের কারণে মারা যায় তবে এ ধরনের জন্তু তোমাদের জন্য হারাম। অবশ্য এগুলো যদি যবাহ্ করার সুযোগ পাও এবং যবাহ্ কর তবে তা ভক্ষণ করা তোমাদের জন্য হালাল।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণের মতে এখানে إِسْتِثْنَاء -এর সম্পর্ক تَحْرِيم -এর সাথে مُحَرَّمَات -এর সাথে নয়, যে গুলোর আলোচনা আল্লাহ্ তা'আলা حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ আয়াতের মধ্যে করেছেন। কেননা মৃতজন্তু ও শূকর যবাহ্ করার কোন অবকাশ নেই এবং এতে এগুলো হালালও হবেনা। সুতরাং আয়াতের মর্ম হল; মরা, রক্ত এবং এগুলোর সাথে আয়াতে উল্লেখিত আরো বস্তুসমূহ তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। তবে যবাহ্ করার দ্বারা যেসব জন্তু হালাল হয় তা যদি তোমরা যবাহ্ করে নাও তবে তোমাদের জন্য তা ভক্ষণ করা হালাল। মদীনাবাসী একদল লোক এ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১০৪৬. হযরত ইব্ন ওয়াহ্হাব (র) বলেন, হযরত ইমাম মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, হিংস্র প্রাণী যদি বকরীর পেট ফেড়ে ফেলে এবং এতে যদি এর নাড়িভুড়ি বেরিয়ে যায় তাহলে একি খাওয়া জায়েয হবে? তিনি জওয়াবে বললেন, আমার মতে তা হালাল হবেনা এবং খাওয়াও জায়েয হবেনা।

১১০৪৭. হযরত আশহাব (র) বলেন, ইমাম মালিক (র) কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, যদি কোন হিংস্র জন্তু কোন ভেড়ার উপর আক্রমণ করে এর পিঠ ভেংগে দেয়, তবে তা মারা যাওয়ার পূর্বে যবহ করে খাওয়া যাবে কি? তিনি জওয়াবে বলেন, আঘাত যদি গলা পর্যন্ত হয়, তবে আমার মতে তা খাওয়া ঠিক নয়। হাঁ যদি তার দেহের একাংশে আঘাত লাগে, তাহলে আমার মতে তা ভক্ষণ করাতে কোন অসুবিধা নেই। তাকে আরো প্রশ্ন করা হয় যে, কোন হিংস্র জানোয়ার যদি বকরীর উপর লাফিয়ে পড়ে আক্রমণ করে তার পিঠ ভেংগে দেয়, তবে কি তা খাওয়া হালাল? তিনি জওয়াবে বললেন, আমার মতে তা খাওয়া ঠিক নয়। কেননা, এত বড় আঘাতের ভারে তা আর জীবিত থাকতে পারে না। তাকে আরো জিজ্ঞাসা করা হয় যে, যদি কোন হিংস্র জানোয়ার বকরীর উপর আক্রমণ করে এর পেট চিরে ফেলে; অথচ নাড়িভুড়ি বের হয়নি, তবে তা খাওয়া হালাল হবে কি? জওয়াবে তিনি বললেন, আমার মতে তা হালাল হবে না। উপরোক্ত মতানুসারে إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ হল إِسْتِثْنَى مُنْقَطِعْ এ হিসাবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হয়, মরা, রক্ত এবং উপরোল্লিখিত অন্যান্য পশুসমূহ তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। তবে যে সব পশু যবহ করার দ্বারা পবিত্র ও হালাল হয়, তা যদি তোমরা যবহ করতে পার, তবে তা খাওয়া তোমা জন্য হালাল।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যাটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ। তা হল, إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ -এর দ্বারা وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ হতে اسْتِثْنَاء করা হয়েছে। অর্থাৎ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ -এর সম্পর্ক উপরোক্ত প্রতিটি বিষয়ের সাথে। কেননা, মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই উক্ত হুকুম সমভাবে প্রযোজ্য হবে। তাই বলা যায় যে, মুশরিক লোকেরা তাদের কল্পিত মা'বূদদের নামে যে জন্তু কুরবানী করেছে وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ অর্থাৎ "আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নামে যবহকৃত পশু" এর অর্ন্তভুক্ত। এ পশু খাওয়া বৈধ নয়। এমনিভাবে مُنْخَنِقَةُ (কণ্ঠরোধে আহত) জন্তুর অবস্থাও তাই। অর্থাৎ কণ্ঠরোধে আহত জন্তু যদিও মরেনি, তথাপি এ অবস্থায় তা খাওয়া হালাল নয়। এক কথায় وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ-এ যে সব জন্তুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলোর হুকুম হুবহু একই। এ অবস্থায় এসব জন্তু ভক্ষণ করা জায়েয নেই। অবশ্য যবহ করার পর এগুলো খাওয়া জায়েয। কেননা, মৃত্যুর পূর্বে এগুলো উপরোক্ত দোষে দোষী। তাই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য এগুলো হারাম করে দিয়েছেন। অবশ্য যবহ করার শরীয়ত সম্মত পদ্ধতি অনুসারে যবহ করা হলে তা বৈধ। তবে উপরোক্ত অবস্থায় মরলে খাওয়া বৈধ হবেনা। এ হিসাবে আয়াতের ভাবার্থ হল, যে সব জন্তু মহান আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে যবহ করা হয়েছে তা এবং কণ্ঠরোধে মৃত জন্তু ইত্যাদি আল্লাহ্ আ'আলা তোমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। তবে এগুলোর মধ্যে যা তোমরা যবহ করে পরিশোধিত করে নিয়েছ, তা খাওয়া তোমাদের জন্য হালাল।

এ হিসাবে إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ -পূর্ববর্তী বাক্য হতে مُسْتَثْنَى। কাজেই এ শব্দটি مَحَلاً (স্থানগত দিক থেকে) مُسْتَثْنَى অবশ্য এর মধ্যে رَفْع -ও জায়েয। কাজেই, কোন পাখি বা জন্তু যদি হালাল

জন্তু হয় এবং এর রূহ বের হওয়ার পূর্বে যদি তা যবহ করার সুযোগ পাওয়া যায় তবে যবহ করার পর তা খাওয়া হালাল। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আয়াতের অর্থ যদি এই হয়ে থাকে তবে আয়াতের শুরুতে حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَ থাকা অবস্থায় الْمُتَرَدِّيَةُ। ইত্যাদি কথা উল্লেখ করে বিষয়টিকে পুনরুক্ত করা হল কেন? এমনটি করার কোন প্রয়োজন ছিলনা। কেননা مَيْتَةٌ (মৃত) শব্দের মধ্যে সর্বপ্রকার মৃত জন্তু শামিল আছে। চাই তা নিজে নিজে কারো প্রহার ব্যতিরেকে মরুক বা কারো প্রহারে মরুক কিংবা কণ্ঠরোধে মরুক অথবা শৃংগাঘাতে মরুক অথবা কোন হিংস্রপ্রাণীর নখের থাবায় আক্রান্ত হয়ে মরুক, সব ধরনের মরাই مَيْتَةٌ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই, এ পুনরুক্তির হেতু কি? সর্বোপরি আলোচ্য আয়াতে যেহেতু কণ্ঠরোধে মৃত, শৃংগাঘাতে মৃত, প্রহারে মৃত, কোন হিংস্রপ্রাণীর আক্রমণে মৃত জন্তুকেই হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এটাই এ আয়াতের মর্ম। এর মর্ম এ নয় যে, কোন জন্তু যদি নিম্নে পতিত হয়, কণ্ঠরোধে আহত হয় বা কোন হিংস্রপ্রাণীর দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং অল্প কিছুক্ষণ বেঁচে থাকে, তবে তা মরা এবং খাওয়া হালাল নয়। অতএব, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ আয়াতাংশ উল্লেখ করার পর وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ শেষ পর্যন্ত আয়াত পুনরায় উল্লেখ করার হেতু কি? اَلْمَيْتَةُ। এর কথা উল্লেখ করার পর পরবর্তী অংশটুকু উল্লেখ করার তো কোন প্রয়োজন ছিলনা।

জওয়াবে বলা যায়, اَلْمَيْتَةُ। শব্দের মধ্যে উপরোক্ত অবস্থায় পতিত জন্তুসমূহ শামিল হলেও বিষয়টিকে পুনরায় উল্লেখ করার কারণ হলো, এ আয়াতে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তারা কেউ কণ্ঠরোধে, পতনে, শৃংগাঘাতে এবং কোন হিংস্রপ্রাণীর আক্রমণে মৃত জন্তুকে মরা মনে করত না। তারা কেবল এ ছাড়া অন্যান্য কারণে মৃত জন্তুকে মরা বলে মনে করত। তাই, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, উপরোক্ত কারণে মৃত এবং অন্য কারণে মৃত এক কথায় সমস্ত মৃত জানোয়ারের হুকুম একই। হারাম হওয়ার মূল কারণ মৃত হওয়া বটে। তবে শুধু রোগ ব্যাধির কারণে মারা যাওয়াই এ জন্তু সমূহের হারাম হওয়ার মূল কারণ নয়। বরং এর সাথে সাথে এটাও আরেকটি কারণ যে, এগুলোকে মরার পূর্বে শরী'আত সম্মত পদ্ধতিতে যবহ করা হয়নি। যেমন-নিম্নোক্ত বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে ঃ

১১০৪৮. হযরত সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا اَكَلَ السَّبُعُ اِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ সবই হারাম। এ ঘোষণা দেওয়ার কারণ, তৎকালে আরব লোকেরা উপরোক্ত জন্তুসমূহ ভক্ষণ করত। তারা এগুলোকে মৃত মনে করত না। রোগ ব্যধির কারণে মৃতজন্তুকেই তারা মরা বলে মনে করত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত জন্তু সমূহের যে গুলোকে মহান আল্লাহর নাম নিয়ে যবহ করা হয়, তা ব্যতীত সমস্ত জন্তুই হারাম বলে ঘোষণা দেন। মহান আল্লাহর নামে যবহ করবে, এ অবস্থায় যে, তাতে প্রাণ রয়েছে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশের ভাবার্থ হল; আর মূর্তি পূজার বেদীর উপর বলি দেওয়া পশুও তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। وَمَاذُبِحَ শব্দে উল্লেখিত مَا শব্দটিকে যেহেতু وَمَا اَكَلَ السَّبُعُ এর উপর عَطْفٌ করা হয়েছে, তাই مَا শব্দটি স্থানগত দিক থেকে مَرْفُوْعٌ হয়েছে।

Contents

কা'বাহ্ গৃহের পার্শ্বে অবস্থিত পাথরকে نُصُبٌ বলে। نُصُبٌ শব্দটি أَنْصَابٌ এর বহুবচন এগুলোর উপর মুশরিকরা পশু বলি দিত। প্রকৃতপক্ষে, এগুলো মূর্তি নয়।

১১০৪৯. হযরত ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন, نُصُبٌ মূর্তি নয়। কেননা, মূর্তির মধ্যে আকৃতি থাকে এবং কারুকার্য থাকে। আর এগুলো হল প্রোথিত পাথর। আরবের জাহিলিয়্যাতের সময় কা'বা গৃহে ৩৬০টি পূজার বেদী ছিল। কারো কারো মতে ৩০০টি ছিল খুযা'আ গোত্রের। এসব বেদীর উপর পশু বলি দেওয়ার পর বলিকৃত পশুর রক্ত তারা কা'বার দেওয়ালে ছিটিয়ে দিত এবং গোশত গুলোকে টুকরা টুকরা করে বেদীমূলে রেখে দিত। এ দেখে মুসলমানগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! (সা) জাহিলিয়্যাতের যুগের লোকেরা কা'বার দেওয়ালে রক্তের প্রলেপ লাগিয়ে কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত। আমরা তো এরূপ সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তাদের তুলনায় অধিক হকদার। নবী করীম (সা)-এ কথাটি অপছন্দ করেন নি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا (মহান আল্লাহর নিকট পৌছেনা এগুলোর গোশ্ত এবং রক্ত। -সূরা হাজ্জ: ৩৭)

نُصُبٌ মূর্তি নয়। হযরত ইব্ন জুরাইজ (র) এর এ ভাষ্যের প্রতি নিম্নোক্ত বর্ণনা সমূহেও প্রবল সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে।

১১০৫০. হযরত মুজাহিদ (র) وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ হল পাথরের বেদী, এর উপরে জাহিলী যুগের লোকেরা পশু বলি দিত।

১১০৫১. হযরত মুজাহিদ (র) মহান আল্লাহর বাণী اَلنُّصُبِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, কা'বা গৃহের পার্শ্বে অবস্থিত পাথরকে نُصُبٌ বলা হয়। এর উপর জাহিলী যুগের লোকেরা পশু বলি দিত। কখনো তারা পুরাতন পাথর সরিয়ে এর স্থানে উন্নত পাথরও স্থাপন করত।

১১০৫২. অপর এক সনদে হযরত মুজাহিদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১১০৫৩. হযরত কাতাদা (র) وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, نُصُبٌ হল জাহিলী যুগের কিছু পাথর, যার উপাসনা তারা করত এবং যার উপর তারা পশু বলি দিত। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা এ কাজ হারাম করে দেন।

১১০৫৪. হযরত কাতাদা (র) وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এ হল জাহিলী যুগের পূজার বেদী।

১১০৫৫. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, نُصُبٌ হল জাহিলী যুগের পূজার কতিপয় বেদী, যার উপর তারা পশু বলি দিত এবং যার উদ্দেশ্যে তারা ইহরাম বাঁধতো।

১১০৫৬. হযরত মুজাহিদ (র) থেকে আরোও বর্ণিত। তিনি وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, কা'বার পার্শ্বে কতিপয় পাথর ছিল, যার উপর জাহিলী যুগের লোকেরা পশু বলি দিত এবং ইচ্ছে হলে এ স্থানে তারা অন্য কোন পাথরও স্থাপন করত।

১১০৫৭. হযরত দাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম (র) বলেন اَنْصَابِ হল কতগুলো পাথর, যার উদ্দেশ্যে তারা ইহরাম বাঁধত এবং যার উপর তারা পশু বলি দিত।

১১০৫৮. হযরত ইব্ন যায়দ (র) وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, পূজার বেদীতে বলিকৃত পশু এবং মহান আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নামে যবহ কৃত পশু একই।

মহান আল্লাহর বাণী وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এর মর্মার্থ হল, জুয়ার তীরের দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা।

تَسْتَقْسِمُوْا শব্দটি বাবে اِسْتِفْعَال এর جمع مذكر حاضر এর صيغه। قسم ধাতু হতে এর উৎপত্তি। মানে হল রিয্ক এবং প্রয়োজনীয় কাজ কর্মের ব্যাপারে ভাগ্য নির্ণয় করা। জাহিলী যুগের লোকেরা যখন সফর, লড়াই বা এ জাতীয় কোন কাজে বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তখন তারা কয়েকটি তীর হাতে নিত। একটিতে লিখা থাকত, نَهَانِى رَبِّىْ (আমার প্রতিপালক আমাকে নিষেধ করেছেন)। দ্বিতীয়টিতে লিখা থাকত اَمَرَنِى رَبِّىْ (আমার প্রভু আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন)। যদি নির্দেশ সূচক তীরটি উঠত তবে তারা সফর; লড়াই বিবাহশাদী বা যে কাজ করার ইচ্ছা করত তা করে ফেলত। আর যদি নিষেধসূচক তীরটি উঠত তবে তারা অভীষ্ট কাজ থেকে বিরত থাকত। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ এর দ্বারা এরূপ করতে নিষেধ করে দেন। কেননা, তারা তাদের এ কর্মের মাধ্যমে যেন ঐ সব তীরের নিকট এ মর্মে আবেদন করছে যে, তারা যেন তাদের ভাগ্য নির্ণয় করে দেয়। এরূপ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই কবি জুয়ার তীরের দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় প্রচেষ্টা বর্জন করে গর্ব করে বলেন وَلَمْ اُقْسِمْ فَتَرْ بُثْنِى الْقُسُوْمُ

اَزْلَامِ এর একবচন زَلَمِ-ও ব্যবহৃত হয়। زُلَمِ অর্থ ভাগ্য নির্ণায়ক তীর। আয়াতাংশের যে ব্যাখ্যা আমি বর্ণনা করেছি, তাফসীরকারগণও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১০৫৯. হযরত সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এ হল কতকগুলো তীর। জাহিলী যুগে লোকেরা যখন সফরে বের হওয়ার ইচ্ছা করত; তখন তারা বের হবে কি হবে না, এ ধরনের দুটি তীরে লিখত। পরীক্ষায় বের হওয়া সংক্রান্ত তীরটি উঠলে তারা সফরে বের হত। আর যদি বসে থাকার তীরটি উঠত, তবে তারা বসে থাকত, সফরে বের হত না।

১১০৬০. অপর এক সনদে হযরত সাঈদ ইবনু জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ ছিল কা'বার পার্শ্বে রক্ষিত কতিপয় সাদা পাথর। মুশরিকরা এর উপর পশু বলি দিত।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমাকে সুফইয়ান ইব্ন ওকী '(র) বলেছেন, এ হল দাবা খেলা।

১১০৬১. হযরত হাসান (র) মহান আল্লাহর বাণী وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, জাহিলী যুগের লোকেরা যখন কোন কাজ করার বা সফরে বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তখন তারা তিনটি তীর হাতে নিত। একটিতে লিখা থাকত اُؤْمُرْنِىْ (আমাকে আদেশ দাও)। দ্বিতীয়টিতে লিখা থাকত اُنْهَنِىْ (আমাকে বিরত রাখ)। আর তৃতীয়টি লিখা ছাড়া খালি থাকত। তারপর এগুলোকে ঘুরান হত। এতে নির্দেশসূচক তীরটি উঠলে অভীষ্ট কাজটি তারা করত। আর নিষেধসূচক তীরটি উঠলে তারা ঐ কর্ম থেকে বিরত থাকত। অবশ্য খালি তীরটি উঠলে পুনরায় তীর নিক্ষেপ করত।

১১০৬২. হযরত মুজাহিদ (র) وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ হল কতগুলো লিখা সম্বলিত পাথর। এ গুলোকে اَلْقِدَاحُ (কিদাহ্) বলা হয়।

১১০৬৩. হযরত মুজাহিদ (র) بِالْاَزْلَامِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ হল ঐ তীর, যা মুশরিকরা সফর, লড়াই এবং ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়াদি নির্ণয় করার জন্য নিক্ষেপ করত।

১১০৬৪. অপর এক সূত্রে হযরত মুজাহিদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১১০৬৫. হযরত মুজাহিদ (র) وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, জুয়ার তীরকে পারস্যে كِعَابِ এবং আরবে سِهَام বলা হত।

১১০৬৬. হযরত মুজাহিদ (র) وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, আরবে জুয়ার তীরকে سِهَام এবং রোম ও পারস্যে كِعَابِ বলা হত।

১১০৬৭. হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, সেকালে কোন ব্যক্তি সফরে বের হওয়ার ইচ্ছা করলে তীরের মধ্যে লিখত, هٰذَا يَاْمُرُنِىْ بِالْمُكْثِ (এ আমাকে সফরে বের না হতে বলছে) هٰذَا يَاْمُرُنِىْ بِالْخُرُوْجِ (এ আমাকে সফরে বের হতে আদেশ করছে) এ উভয় তীরের সাথে লিখা বিহীন একটি তীরও থাকত। তারপর সফরের সময় ঘনিয়ে আসলে এগুলোর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করার প্রচেষ্টা করা হত। "না যাওয়ার আদেশ সূচক"-তীরটি উঠলে সফর বন্ধ রাখা হত। "সফরে বের হওয়ার আদেশ সূচক" তীরটি উঠলে তারা সফরে বের হত। আর লিখাবিহীন তীরটি উঠলে পুনরায় তীর নিক্ষেপ করা হত, যতক্ষণ না লিখিত দুটির কোন একটি বেরিয়ে আসত।

১১০৬৮. কাতাদা (র) وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, জাহিলী যুগের কেউ সফরে বের হওয়ার ইচ্ছা করলে কয়েকটি তীর হাতে নিত। "এ আমাকে সফরে বের হওয়ার আদেশ করছে" লিখিত তীরটি হাতে আসলে মনে করা হত যে, এ সফর কল্যাণজনক হবে। আর "এ আমাকে বের না হতে আদেশ করছে" হাতে আসলে মনে করা হত যে, এ সফর কল্যাণজনক হবেনা। লিখাবিহীন তীরটিকে বলা হয় اَلْمَنِيْحُ। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এ সব জাহিলী রসূম নিষেধ করে দেন।

১১০৬৯. দাহ্হাক (র) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তৎকালে মুশরিকরা জুয়ার তীরের দ্বারা নিজেদের ভাগ্য নির্ণয় করত।

১১০৭০. ইব্ন যায়দ (র) বলেন, اَلْأَزْلَامُ মানে তীর। তৎকালে মুশরিকদের অবস্থা এ ছিল যে, তারা যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করত তখন তারা তাদের মূখ্য বিষয়টির কথা তীরের উপর লিখত। এরপর তা ঘুরান হত। ঘুরানোর পর যেটি উঠত, সেটি অপসন্দনীয় হলেও তা গ্রহণ করা হত এবং এর উপর আমল করা হত।

১১০৭১. সুদ্দী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশে উল্লেখিত اَلْأَزْلَامُ হল জাহিলী যুগের জ্যোতিষীদের তীর। কোন ব্যক্তি যদি সফর, বিয়ে বা অন্য কোন কাজ করার ইচ্ছা করত তবে তারা জ্যোতিষীদের নিকট এসে তাদেরকে কিছু অর্থ দিত। তারা এর বিনিময়ে তীর ঘুরাত। ভাল কিছু উঠলে আগত ব্যক্তিকে উহা করার নির্দেশ দিত। আর অপছন্দনীয় কিছু উঠলে বিরত থাকতে বলত এবং তারা তাই করত। যেমন আবদুল মুতালিব, যমযম, 'আবদুল্লাহ্ এবং উটের ব্যাপারে তীর চালান দিয়েছিল।

১১০৭২. 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাসীর (র) বলেন, আমরা শুনেছি, জাহিলী যুগের লোকেরা সফর, ইকামত বা এ জাতীয় কোন কাজ করার ইচ্ছা করলে তীর ঘুরাত। সফরের আদেশ সম্বলিত তীর উঠলে তারা সফরে বের হত। আর বাড়ীতে থাকার আদেশ সম্বলিত তীর উঠলে বাড়ীতে অবস্থান করত।

اَلْأَزْلَامُ সম্পর্কে ইবন ইসহাক-এর ব্যাখ্যা ঃ

১১০৭৩. ইবন্ ইসহাক (র) বলেন, মক্কায় কুরায়শদের সর্বশ্রেষ্ঠ মূর্তিটির নাম ছিল হুবল। তা কা'বা গৃহের মধ্যের কূপের ভেতর ছিল। কা'বার উদ্দেশ্যে যে সব জিনিসপত্র হাদিয়া স্বরূপ আসত, তা উক্ত কূপের মধ্যে জমা করা হত। হুবল মূর্তির নিকট সাতটি তীর রাখা হত। প্রত্যেকটি তীরে কিছু লিখা থাকত একটি তীরে ('দিয়াত' তথা মুক্তিপণ) সম্পর্কে লিখা ছিল। পরস্পর মারামারিতে মুক্তিপণ কে দিবে এ নিয়ে কুরায়শদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তারা ঐ সাতটি তীর ঘুরাত। এতে যার নাম আসত, তাকেই মুক্তিপণ আদায় করতে হত। একটি তীরের মধ্যে লিখা ছিল ('হ্যাঁ') তারা যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করত তখন তীরগুলো ঘুরাত। এতে 'হ্যাঁ' লিখা তীরটি উঠলে তারা এর উপর আমল করত এবং অভীষ্ট কাজটি বাস্তবায়িত করত। একটি তীরের উপর লিখা ছিল ('না')। কোন কাজ করার ইচ্ছা করলে তারা ঐ তীরগুলো ঘুরাত। 'না' সম্বলিত তীরটি উঠলে তারা ঐ কাজটি আর করতনা। অনুরূপভাবে একটি তীরের উপর লিখা ছিল তোমাদের থেকে। অপরটিতে লিখা ছিল যার সাথে মিলিত হয়েছে। আরেকটিতে লিখা ছিল 'তোমাদের ছাড়া অন্যদের থেকে। অন্য একটিতে ছিল, 'পানি'। তারা যখন পানির জন্য কূপ খননের ইচ্ছা করত তখন এ তীরগুলো ঘুরাত। যা উঠত তারা তাই বাস্তবায়িত করত। এমনিভাবে তারা যখন কারো খতনা বা বিবাহ করানোর অথবা মৃত ব্যক্তিকে কোথাও দাফন করার ইচ্ছা করত কিংবা কারো বংশ পরম্পরা সম্বন্ধে তাদের সন্দেহ হলে তারা একশত দিরহাম ও কতগুলো উট নিয়ে হুবল দেবতার নিকট যেত এবং এগুলো তীর নিক্ষেপকারীর নিকট জমা দিত। এরপর যাকে উসিলা করে সেখানে যাওয়া হয়েছে, তাকে দেবতার নিকট পেশ করত। তারা বলত, হে আমাদের ইলাহ! এ অমুকের পুত্র অমুক, তার অমুক কাজটি আমরা সম্পাদন করতে চাচ্ছি, এ ব্যাপারে আমাদের জন্য হক ফয়সালা করুন। এরপর তীর নিক্ষেপকারী বলত, আপনি তীর নিক্ষেপ করুন। এরপর সে তীর নিক্ষেপ করত। 'তোমাদের থেকে'

সম্বলিত তীরটি উঠলে তাকে শরীফ লোক মনে করা হত। "তোমাদের ছাড়া অন্যদের থেকে" উঠলে তাকে বন্ধু মনে করা হত।" 'যার সাথে মিলিত হচ্ছে' লিখা সম্বলিত তীরটি উঠলে তাকে এমন ব্যক্তি মনে করা হত, যার বংশও শরীফ নয় এবং যার সাথে সন্ধিচুক্তিও নেই। 'হ্যাঁ' সম্বলিত তীরটি উঠলে তা বাস্তবায়িত করা হত। 'না' সম্বলিত তীরটি উঠলে তারা এ কাজটি আর করতনা বরং পুনরায় তীর নিক্ষেপ করত। মোটকথা তীর নিক্ষেপ করে যে নির্দেশ পেত, তার উপরই তারা আমল করত।

১১০৭৪. ইব্‌ন 'আব্বাস (র) বলেন, وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ এর মানে জুয়ার ঐ তীর, যার দ্বারা তারা নিজেদের কর্ম ও ভাগ্য নির্ণয় করত।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী- ذٰلِكُمْ فِسْقٌ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, ذٰلِكُمْ মানে উল্লেখিত বিষয়াদি অর্থাৎ মৃতের গোশ্‌ত খাওয়া, রক্ত পান করা ও শূকরের গোশ্‌ত খাওয়া এবং আয়াতে হারাম করা হয়েছে এমন সব বস্তু খাওয়া আর জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা। فِسْقٌ মানে আল্লাহ্‌র হুকুম এবং তাঁর আনুগত্যের বিরোধিতা করা।

১১০৭৫. ইব্‌ন 'আব্বাস (র) ذٰلِكُمْ فِسْقٌ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হল উল্লেখিত বস্তুসমূহ খাওয়া আল্লাহ্‌র হুকুম বহির্ভূত কাজ।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী- اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এর মর্ম হল, হে ঈমানদার লোকেরা! কাফির ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা তোমাদের দীনের ব্যাপারে হতাশ হয়ে গিয়েছে। অর্থ "তোমরা তোমাদের দীন বর্জন করে, ধর্ম ত্যাগ করতঃ শির্‌কের দিকে ধাবিত হবে"– এ বিষয়ে তারা নিরাশ হয়ে গিয়েছে। যেমন ঃ

১১০৭৬. ইব্‌ন 'আব্বাস (র) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তোমরা তাদের ধর্মের দিকে ফিরে যাবে– এ ব্যাপারে তারা নিরাশ হয়ে গিয়েছে।

১১০৭৭. সুদ্দী (র.) বলেন, আয়াতাংশের অর্থই হল আমার ধারণায় তোমরা তোমাদের দীন হতে ফিরে আসবে" এ ব্যাপারে তারা তোমাদের থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছে।

কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, এ কবে, কোন্ সময়ে, কোন্ স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা এ খবর মুসলমানদেরকে প্রদান করেছেন?

উত্তরে বলা যাবে, এ দিনটি আরাফার দিন ছিল। আর ছিল বিদায় হজ্জের বছর, যে বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জব্রত পালন করেছিলেন। বস্তুতঃ এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল আরবে ইসলাম প্রসারের পর।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১০৭৮. মুজাহিদ (র) বলেন, اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ এবং اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াতাংশ দু'টি একই দিনে অবতীর্ণ হয়েছে। ইব্‌ন জুরায়জ (র.) বলেন, অন্যান্য মুফাস্‌সিরগণের মতে আয়াতটি জুমআর দিন আরাফার মায়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূল (সা) তার আশেপাশে তাকালেন, চারিদিকে তিনি একত্ববাদে বিশ্বাসী লোকদেরকেই দেখতে পেলেন। কোন

মুশরিক দেখলেন না। তখনই জিব্‌রাঈল (আ) নিম্নোক্ত আয়াতটি তাকে পাঠ করে শুনালেন, اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ–অর্থাৎ "তারা যে অবস্থায় আছে ঐ অবস্থা হতে ফিরে আসবে।" এ থেকে তারা সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে গিয়েছে।

১১০৭৯. ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতটি আরাফার ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী- فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاَخْشَوْنِ -এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, হে ঈমানদারগণ! যে সব কাফির তোমাদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গিয়েছে, তারা কখনো তোমাদের উপর জয়ী হয়ে তোমাদের প্রতি চাপ প্রয়োগ করে তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে সরিয়ে দিবে–এ ব্যাপারে তোমরা তাদেরকে ভয় করনা। বরং তোমরা আমাকে ভয় কর। অর্থাৎ "তোমরা আমার হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করলে, আমার নাফরমানী করার ব্যাপারে দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করলে এবং আমার দেওয়া সীমা রেখা লংঘন করলে তোমাদের প্রতি আমার শাস্তি আপতিত হবে এবং নাযিল করব আমি তোমাদের প্রতি ভয়াবহ আযাব। এ বিষয়ে তোমরা আমাকে ভয় কর। যেমন বর্ণিত আছে—

১১০৮০. হযরত ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاَخْشَوْنِ -এর অর্থ, তারা তোমাদের উপর জয়ী হয়ে যাবে এ ব্যাপারে তোমরা এমন আশংকা করনা।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী- اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণের একাধিক মত রয়েছে।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ এর ভাবার্থ হল, হে মু'মিনগণ! আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য; কাজের সীমারেখা, আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম এবং আমার রাসূলের প্রতি ওহী নাযিল করার মাধ্যমে তাঁর জবাবে কিতাবের আকারে যত বিধান দেওয়ার, সমস্ত বিধান পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছি। কাজেই, আজকের পর এতে আর কোন কিছু সংযোজন করতে পারবেনা। তাদের মতে বিদায় হজ্জে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিদায় হজ্জের বছর আরাফার দিন তা অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর রাসূল (সা) এর প্রতি পালনীয় কোন বিধান এবং হালাল-হারাম সম্পর্কিত কোন হুকুম অবতীর্ণ হয়নি। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাত্র একাশি দিন জীবিত ছিলেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১০৮১. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তনি اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আর তা হলো ইসলাম। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক তাঁর নবী (সা) এবং মু'মিনদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তাদের ঈমান পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। এর পর তারা আর অতিরিক্ত কোন কিছুর মুখাপেক্ষী হবেনা। ঈমানকে পরিপূর্ণ করার পর তিনি এর মধ্য থেকে কোন কিছু আর কমাবেন না। আল্লাহ্ পাক তোমাদের জীবন বিধানরূপে ইসলামকে পছন্দ করেছেন। ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে মেনে চলার পর তিনি অসন্তুষ্ট হবেন না।

১১০৮২. হযরত সুদ্দী (র) বলেন, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াতটি আরাফার দিন নাযিল হয়েছে। তারপর হালাল-হারাম সম্পর্কিত কোন বিধান তিনি আর নাযিল করেন নি। এ সফর হতে প্রত্যাবর্তনের পরই তিনি ইন্তিকাল করেন। হযরত আসমা বিন্ত 'উমাইস (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে বিদায় হজ্জের সফরে আমি ছিলাম। আমরা পথ চলছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সওয়ারী অবস্থায় ছিলেন। এ সময় হঠাৎ হযরত জিব্রাঈল (আ) ওহী নিয়ে আসেন। বাহনটি পবিত্র কুরআনের ভার বহন করতে না পেরে বসে গেল। তৎক্ষণাৎ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর উপর আমার চাদরটি জড়িয়ে দিলাম।

১১০৮৩. হযরত ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাত্র একাশি দিন দুনিয়ায় জীবিত ছিলেন। আয়াত হল اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ।

১১০৮৪. হযরত আনতারা (র) বলেন, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াতাংশ হজ্জে আকবায়ের দিন অবতীর্ণ হলে হযরত 'উমর (র) কাঁদতে আরম্ভ করলেন। নবী করীম (সা) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কাঁদছো কেন? তিনি বললেন, আমরা এ দীন সম্পর্কে আরো বেশী আশা করছিলাম। কিন্তু তা যখন পূর্ণতা লাভ করেছে, তখন তো আর এর চেয়ে বেশী আশা করা যায় না। বরং ক্রামন্বয়ে এর অবনতিই আশংকা করা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ।

১১০৮৫. অন্য এক সনদে হারুন ইব্ন আবূ ওয়াকী 'তাঁর পিতা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, دِيْنَكُمْ অর্থ তোমাদের হজ্জ। এ হিসাবে আয়াতের অর্থ হল, সম্মানিত শহরে মক্কায় হজ্জ ব্রত পালন করার ব্যাপারে হে মু'মিনগণ, তোমরা একক। তোমাদের সাথে এ কাজে কোন মুশরিক লোক শরীক থাকবে না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১০৮৬. হযরত হাকাম (র) বলেন, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ অর্থ আজ তোমাদের দীন তথা তোমাদের হজ্জের বিধানকে তিনি পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। কাজেই এরপর হতে কোন মুশরিক ব্যক্তি আর তোমাদের সাথে হজ্জ করতে পারবে না।

১১০৮৭. হযরত কাতাদা (র) বলেন, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য তাদের দীন সুসংস্কৃত করে দিয়েছেন এবং মুশরিকদেরকে বাইতুল্লাহ্ শরীফে উপস্থিত হতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

১১০৮৮. হযরত সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ অর্থ আমি তোমাদের জন্য হজ্জের বিধানকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। সাথে সাথে তিনি মুশরিকদেরকে বাইতুল্লাহ্ শরীফে উপস্থিত হতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, উপরোক্ত মতামত সমূহের মধ্যে বিশুদ্ধতার নিরিখে আয়াতের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ যে, এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক নবী করীম (সা) এবং মু'মিনগণের জন্য এ

ঘোষণা প্রদান করেন যে, এ আয়াত যে দিন নবী করীম (সা) এর প্রতি নাযিল হয়েছে, সে দিন হতে তিনি তাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। এ লক্ষ্যেই তিনি মুশরিকদেরকে পবিত্র শহর মক্কা নগরী হতে বিতাড়িত করে সে শহরটি মুসলমানগণের একক আবাসস্থল বানিয়ে দিয়েছেন। এরই ফলশ্রুতিতে শুধুমাত্র মুসলমানগণের জন্যই সেখানে হজ্জ করার বিধান দিয়েছেন।

ফরায়েয ও আহকাম, এ দিনে পরিপূর্ণ করা হয়েছে কিনা? এ নিয়ে ব্যাখ্যাকারগণের একাধিক মত রয়েছে। হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস ও সুদ্দী (র) এ বিষয়ে যা মতামত ব্যক্ত করেছেন, তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত বারা' ইব্‌ন 'আযিব (র) বলেন, আল্ কুরআনের সর্বশেষ আয়াত হল, يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ (সূরা নিসা ঃ ১৭৬)

একথা অনস্বীকার্য যে, রাসূল (সা) এর ইন্‌তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর প্রতি ওহী নাযিলের ধারা কখনো বন্ধ হয়নি। বরং ইন্‌তিকালের পূর্বে অব্যাহত গতিতে তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হতে থাকে। বিষয়টি এমনই। সর্বশেষে يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ আয়াতটি নাযিল হয়েছে। এ আয়াতটি হল ফরায়েয ও আহকাম সম্পর্কীয়। তাই এতে এ কথাও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ এর ঐ অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয়, যা পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাকারগণ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ ইবাদত, আহকাম ও ফরায়েযের পূর্ণতা বিষয়ে আলোচনা নয়।

এখানে কেউ যদি বলেন যে, উপরোক্ত আয়াতের পরও ফরয হুকুম নাযিল হয়েছে। তাহলে সে কথা কি উত্তম নয় যে, এরপর কি আর কোন হুকুম অবতীর্ণ হয়নি? একথা সম্পূর্ণ যথার্থ। জবাবে বলা যায়, যিনি একথা বলেছেন যে, এরপর কোন ফরয হুকুম নাযিল হয়নি, তিনি এদ্বারা এ সংবাদ দিচ্ছেন যে, উক্ত ব্যক্তি এরপরও ফরয হুকুম নাযিল হয়েছে বলে জানেনা। আর এ না জানার কথা কখনো সাক্ষ্য হতে পারে না। সাক্ষ্য তো হবে ঐ ব্যক্তির কথা, যে বলে, এরপরও ফরয হুকুম নাযিল হয়েছে। তবে কোন সত্য খবরকে সত্য হিসেবে রাখা সম্ভব হলে তা উপেক্ষা করা কখনো উচিত নয়।

আল্লাহ্‌র বাণী- وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ, হে মু'মিনগণ! আমার শত্রু এবং তোমাদের শত্রু মুশরিকদের উপর আমি তোমাদেরকে বিজয়ী করে এবং তাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে ও পুনরায় তোমাদের শির্কের দিকে ফিরে আসার প্রত্যাশা জ্বাল ছিন্ন করে আমি তোমাদের প্রতি আমার নি'আমতকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আমি যে মতামত ব্যক্ত করেছি, ব্যাখ্যাকারগণও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১০৮৯. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র.) বলেন, প্রাথমিক যুগে মুসলমানগণ ও মুশরিকরা একত্রে হজ্জ আদায় করার পর সূরা বারা'আহ নাযিল হলে মুশরিকদেরকে বায়তুল্লাহ্‌র যিয়ারতে আসতে নিষেধ করে

দেওয়া হয়। এরপর মুসলমান হাজীগণ মুশরিকদের হাযির হওয়া ব্যতিরেকেই হজ্জ ব্রত পালন করেন। এভাবেই নি'আমতের পূর্ণতা বিধান করা হয়। وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ এর মধ্যে এ কথাই বিবৃত হয়েছে।

১১০৯০. হযরত কাতাদা (র.) اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, মসজিদে হারাম থেকে মুশরিক বিতাড়িত করে মুসলমানদেরকে এককভাবে হজ্জ করার পন্থা উদ্ভাবন করার সময় আল্লাহ্ তা'আলা আরাফাতের ময়দানে জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি এ আয়াত নাযিল করেন।

১১০৯১. হযরত শা'বী (র) বলেন, যেদিন জাহিলী যুগের চিহ্নসমূহ মিটিয়ে দেওয়া হয় এবং শির্ক ধূলিস্যাৎ করে দেওয়া হয় সেদিন আরাফার ময়দানে এ আয়াতটি নাযিল হয়। এরপর কোন মুশরিক মুসলমানদের সাথে হজ্জ পালন করতে পারেনি।

১১০৯২. হযরত 'আমের (র) اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর আরাফাতে অবস্থানকালে এ আয়াতটি নাযিল হয়। এরপর রাসূল (সা) লোকদের নিয়ে কিছু পথ প্রদক্ষিণ করে জাহিলী যুগের সমুদয় চিহ্ন মিটিয়ে দেন এবং শির্ক ধূলিস্যাৎ করে দেন। এরপর কোন উলঙ্গ ব্যক্তি আর বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করেনি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াতটি।

১১০৯৩. হযরত শা'বী (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

আল্লাহ পাকের বাণী- وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ-আয়াতের মর্ম হল, যে হুদুদ, ফরায়েয এবং নিদর্শন আমি তোমাদের জন্য শরীয়ত হিসাবে প্রদান করেছি, তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা এবং আমার নিকট আত্ম-সমর্পণ করা আমি তোমাদের জন্য দীন হিসাবে মনোনীত করেছি। দীন মানে তোমাদের পক্ষ হতে আমার প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা। যদি কেউ বলেন, وَرَضِيْتُ মানে মনোনীত করা, রাযী ও সন্তুষ্ট হওয়া। এ হিসাবে এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেছেন, ঐ দিন-ই কি তিনি তার "বান্দাদের দীন ইসলাম হোক্"— এ ব্যাপারে রাযী ও সন্তুষ্ট হয়েছেন ? নাকি পূর্বেও তিনি এ বিষয়ে রাযী ও সন্তুষ্ট ছিলেন? জওয়াবে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্র বান্দাদের দীন ইসলাম হোক – এ বিষয়টি তিনি পূর্বেই মনোনীত ও সাব্যস্ত করেছিলেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি এরই সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। কিন্তু যেহেতু তখনো তা পূর্ণতায় পৌঁছেনি বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী ও তাঁর সাহাবীদেরকে ক্রমান্বয়ে ইসলামী বিষয়ে প্রতিনিয়ত উন্নীত করছিলেন এবং পর্যায়ক্রমে তাদেরকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাই তিনি তখনো পর্যন্ত এ ঘোষণা প্রদান করেন নি। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ইসলামী বিষয়ে পূর্ণতায় পৌঁছানোর পর তিনি ঘোষণা দিলেন, وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا অর্থাৎ ইসলাম আজ যে অবস্থায় পৌঁছেছে, এ অবস্থায় ইসলামকে আমি তোমাদের দীন হিসাবে মনোনীত করলাম। সুতরাং তোমরা তা আঁকড়ে ধর এবং কখনো বিচ্ছিন্ন হয়োনা।

১১০৯৪. হযরত কাতাদা (র.) বলেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক দীনদার ব্যক্তির দীনকে বাহ্যিক অবয়ব প্রদান করা হবে। এরপর ঈমান বাহ্যিক অবয়বে ঈমানদার ব্যক্তির নিকট এসে তাকে সুসংবাদ শুনাবে এবং তার সাথে কল্যাণের ওয়াদা করবে। অবশেষে ইসলাম এসে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি সালাম (শান্তিদাতা) আর আমি ইসলাম (শান্তি প্রতিষ্ঠায় আত্ম সমর্পণকারী)। এ কথা শুনে আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, হ্যাঁ আজ আমি তোমাকেই গ্রহণ করব এবং তোমার কারণেই প্রতিদান দেব। উক্ত বর্ণনার আলোকে এ কথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, হযরত কাতাদা (র.) এর মতে ঈমানের অর্থ হল, অন্তরের বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতি। কেননা আরবদের নিকট ঈমানের অর্থ এই। আর তাঁর মতে ইসলামের অর্থ হল, আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের স্বীকৃতি হৃদয় দিয়ে মেনে নেওয়া এবং একক সত্বার সামনে বিনয়াবত হওয়ার পাশাপাশি মহান আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ মেনে নিয়ে পূর্ণাঙ্গভাবে তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করা। এ জন্যই ইসলাম সম্পর্কে বলা হবে, আজ আমি তোমাকেই গ্রহণ করব এবং তোমার কারণেই প্রতিদান দেব।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিদায় হজ্জের দিনে আরাফাতের ময়দানে এ আয়াত নাযিল হয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১০৯৫. হযরত তারিক ইব্ন শিহাব (র) বলেন, একবার জনৈক ইয়াহূদী হযরত 'উমর (র) কে বলল, আপনারা একটি আয়াত তিলাওয়াত করে থাকেন, যদি তা আমাদের প্রতি নাযিল হত, তাহলে ঐ আয়াত নাযিল হওয়ার দিনটিকে আমরা ঈদ হিসাবে পালন করতাম। এ কথা শুনে হযরত উমর (র.) বললেন, এ আয়াত কখন নাযিল হয়েছে কোথায় নাযিল হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তখন কোথায় ছিলেন, ইত্যাকার বিষয় সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত আছি। এ আয়াত তো আরাফার দিন নাযিল হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আরাফার ময়দানে অবস্থান করছিলেন। বর্ণনাকারী সুফইয়ান (র) বলেন, এ দিনটি জুমু'আর দিন ছিল কিনা? এ ব্যাপারে আমি সন্দিহান। আয়াতটি হল اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

১১০৯৬. হযরত তারিক ইব্ন শিহাব (র) অন্য সূত্রে বলেন, একদা জনৈক ইয়াহূদী হযরত 'উমর (রা)-কে বলল, আমরা ইয়াহূদী সম্প্রদায় যদি জানতাম যে, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا আয়াত কোন্ দিন অবতীর্ণ হয়েছে, তবে ঐ দিন ঈদের দিন পালন করতাম। একথা শুনে হযরত 'উমর (র) বললেন, এ আয়াত কোন্ দিন কোথায় নাযিল হয়েছে তা অবশ্যই আমি জানি। আমি এ কথাও জানি যে, এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় হযরত রাসূল (সা) কোথায় ছিলেন। এ আয়াত জুমু'আর রাত্রে নাযিল হয়েছে। তখন আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আরাফার ময়দানে ছিলাম। হাদীসের শব্দগুলো হল হযরত আবূ কুরাইব (র)-এর। অবশ্য ইব্ন ওকী' (র) -এর হাদীসও অনুরূপই।

১১০৯৭. অন্য এক সনদে হযরত উমর (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১১০৯৮. বনী হাশিমের আযাদকৃত গোলাম হযরত 'আম্মার (র) বলেন, একদা হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াতাংশ পাঠ করলেন। এ সময় তাঁর নিকট একজন কিতাবী (আহলে কিতাব) ব্যক্তিও উপস্থিত ছিল। তিলাওয়াত শুনে কিতাবী লোকটি বলল, এ আয়াতটি কোন্ দিন নাযিল হয়েছে তা আমরা জানতে পারলে এ দিনটিকে ঈদের দিন হিসাবে পালন করতাম। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র) বললেন, এ আয়াত জুমু'আর দিন আরাফাতের ময়দানে নাযিল হয়েছে।

১১০৯৯. হযরত 'আম্মার (র) বলেন, একবার হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا আয়াতাংশ তিলাওয়াত করলেন। তাঁর তিলাওয়াত শুনে জনৈক ইয়াহূদী বলল, এ আয়াত যদি আমাদের প্রতি নাযিল হত তাহলে আমরা এ দিনটিকে ঈদের দিন হিসাবে পালন করতাম। তার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) বললেন, এ আয়াত দুই ঈদের দিন অবতীর্ণ হয়েছে। একটি হল ঈদ আর অপরটি হল, জুমুআর দিন।

১১১০০. অপর এক সনদে হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১১১০১. হযরত কাবীহ (র) থেকে বর্ণিত। হযরত ক'ব (র) বলেন, এ উম্মত ব্যতীত অন্য কোন উম্মতের প্রতি যদি এ আয়াত নাযিল হত, তবে তারা এ দিনটিকে মহান দিন সাব্যস্ত করে ঈদের দিন হিসাবে পালন করত এবং এতে সমাবেশের ব্যবস্থা করত। হযরত 'উমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, হে কা'ব! কোন্ আয়াত ? তিনি বললেন, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ -এ আয়াত। হযরত 'উমর (র) বললেন, এ আয়াত কোন্ দিন কোন্ স্থানে নাযিল হয়েছে। (এ সম্পর্কে) আমি সম্যক অবগত আছি। এ আয়াত আরাফার দিন জুমু'আবারে নাযিল হয়েছে। আল্‌হামদুলিল্লাহ্ আরাফা ও জুমু'আবার উভয়টি আমাদের জন্য ঈদের দিন।

১১১০২. হযরত 'ঈসা ইব্‌ন জারিয়াহ্ আন্‌ছারী (র) বলেন, একবার আমরা সরকারী কাচারীতে বসা ছিলাম। এমতাবস্থয় জনৈক খৃস্টান বলল, হে মুসলিম ব্যক্তিবর্গ! তোমাদের প্রতি এমন একটি আয়াত নাযিল হয়েছে যদি তা আমাদের প্রতি নাযিল হত, তবে আমাদের দু'জন বেঁচে থাকলেও এ দিনকে আমরা ঈদের দিন হিসাবে পালন করতাম। সে আয়াত হল, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ এ কথা শুনে আমাদের কেউ উত্তর করল না। তারপর মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাযী (র) এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে আমি তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তোমরা তার জওয়াব দিলে না কেন? তারপর তিনি বললেন, হযরত 'উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (র) বলেছেন, "আরাফার দিন পাহাড়ের উপর অবস্থান কালে এ আয়াত নবী করীম (সা.) এর প্রতি নাযিল হয়। তখন হতে এ দিন ঈদ হিসাবে পালিত হয়ে আসছে এবং হতে থাকবে মুসলমানগণের এক ব্যক্তি জীবিত থাকা পর্যন্ত।"

১১১০৩. হযরত 'আমের (র.) বলেন, 'আরাফার দিন সন্ধ্যার সময় 'মাওকিফ'-এ অবস্থান কালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

১১১০৪. হযরত দাউদ (র.) বলেন, আমি হযরত 'আমের (র.)-কে বললাম, ইয়াহূদীরা বলে, যেদিন আল্লাহ্র তা'আলা তার দীনকে পরিপূর্ণ করেছেন, সেদিনের কথা আরবের লোকেরা স্মরণ রাখছে না কেমন করে? একথা শুনে হযরত 'আমের (র.) বললেন, আমি কি ঐ দিনের কথা স্মরণ রাখিনি? আমি বললাম, ঐ দিন কোন্ দিন? তিনি বললেন, 'আরাফার দিন। 'আরাফার দিন আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেছেন।

১১১০৫. হযরত কাতাদা (র.) বলেন, আমাদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, এ আয়াত আরাফার ময়দানে জুমুআর দিন নাযিল হয়েছে।

১১১০৬. হযরত 'ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত। হযরত 'উমর ইবনুল খাত্তাব (র.) বলেন, সূরা মায়িদার উক্ত আয়াত আরাফার ময়দানে শুক্রবার দিন নাযিল হয়েছে।

১১১০৭. হযরত শাহ্র ইব্ন হাওশাব (র.) বলেন, রাসূল (সা.) 'আরাফার ময়দানে যখন সওয়ারীর উপর অবস্থান করছিলেন, তখন তাঁর প্রতি সূরা মায়িদার উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তখন তিনি তাঁর সওয়ারীটি বসিয়ে দিলেন, যেন এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে না যায়।

১১১০৮. হযরত আসমা বিন্ত ইয়াযীদ (র) বলেন, রাসূল (সা) এর উপর পুরো সূরা মায়িদা অবতীর্ণ হওয়ার সময় আমি তাঁর উষ্ট্রী 'আযবা' -এর লাগাম ধরেছিলাম। ওহীর ভারে উষ্ট্রীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিল।

১১১০৯. হযরত আবূ 'আমের ইসমাঈল ইব্ন আমর সাকূনী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফইয়ান (র.)-কে মিম্বরে বসে اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াতটি পাঠ করতে শুনেছেন। আয়াতটি শেষ করে হযরত মু'আবিয়া (র) বললেন, এ আয়াতটি আরাফার ময়দানে জুম'আর দিন অবতীর্ণ হয়েছে।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াতটি সোমবার দিন অবতীর্ণ হয়েছে এবং তারা এ-ও বলেন যে, সূরা মায়িদা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১১১০. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র.) বলেন, তোমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করেছেন, সোমবার দিন তিনি মক্কা শরীফ হতে মদীনা তয়্যিবা হিজরত করেছেন, সোমবার দিন মদীনা শরীফে প্রবেশ করেছেন, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ সূরা মায়িদার এ আয়াত সোমবার দিন অবতীর্ণ হয়েছে এবং সোমবার দিনই তিনি ইন্তিকাল করেন।

১১১১১. হযরত কাতাদা (র.) বলেন, সূরা মায়িদা হল মাদানী সূরা।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারদের মতে এ আয়াত বিদায় হজ্জের সফরে (রাস্তায়) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১১১২. হযরত রবী' ইব্ন আনাস (র) বলেন, বিদায় হজ্জের সফরে সওয়ারীর উপর আরোহন অবস্থায় সূরা মায়িদা রাসূল (সা)-এর প্রতি নাযিল হয়েছে। ওহীর গুরুভার সহ্য করতে না পেরে সওয়ারীটি বসে যায়।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এ দিনটি কোন্ দিন, তা কারো জানা নেই। এ হিসাবে আয়াতের অর্থ-হল, যেদিনটির কথা কেবল আমিই জানি, আর কেউ জানেনা। এ দিনেই আমি তোমাদের জীবন বিধানকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১১১৩ ঃ - হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) বলেন, মহান আল্লাহ্র বাণী- اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ এ اَلْيَوْمَ বলে কোন্ দিনকে বুঝানো হয়েছে, তা কেউ জানি না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যা সমূহের মধ্যে হযরত 'উমর ইবনুল খাত্তাব (র) থেকে বর্ণিত মতটিই সমধিক গ্রহণযোগ্য। তা হল এই যে,আয়াতটি নাযিল হয়েছে আরাফার দিনে যা ছিল জুমু'আর দিন। বর্ণনা পরম্পরার দিক থেকে এ মতটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

মহান আল্লাহ্র বাণী فَمَنِ اضْطُرَّ فِىْ مَخْمَصَةٍ এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, فَمَنِ اضْطُرَّ অর্থ- যে ব্যক্তি অস্থির হয়ে পড়ে, فِىْ مَخْمَصَةٍ ক্ষুধা'র জ্বালায়।

এখানে مَخْمَصَةٌ শব্দটি مَفْعَلَةٌ এর ওজনে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন مَجْبَنَةٌ – مَجْخَلَةٌ ও مَنْجَبَةٌ ইত্যাদি। خَمْصُ الْبَطْنِ থেকে এ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হল, হাল্কা পাতলা হওয়া। আমার মতে এ ক্ষেত্রে এর মানে হল, ক্ষুধা ও জঠর জ্বালায় হালকা -পাতলা হয়ে যাওয়া। এস্থান ব্যতীত অন্যত্র এ শব্দটি ক্ষুধা ছাড়া অন্য কারণে তথা সৃষ্টিগতভাবে হালকা পাতলা হওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বনী যুিইয়ান গোত্রের 'নাবিগা' কবি জনৈক মহিলার হাল্কা-পাতলা পেটের প্রশংসা করে বলেছেন,

وَالْبَطْنُ ذُوْعُكَنٍ خَمِيْصٌ لَيِّنٌ- وَالنَّحْرُ تَنْفُجُهُ بِثَدْيٍ مُقْعَدِ

আমরা যে ব্যাখ্যা করেছি, অন্যান্য তাফসীরকারগণও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন,

যাঁরা এমত পোষণ করেন :

১১১১৪. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, فَمَنِ اضْطُرَّ فِىْ مَخْمَصَةٍ এ উল্লেখিত مَخْمَصَةٍ এর অর্থ ক্ষুধার যাতনা।

১১১১৫. হযরত কাতাদা (র) فَمَنِ اضْطُرَّ فِىْ مَخْمَصَةٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, مَخْمَصَةٍ অর্থ ক্ষুধার তাড়নায়।

১১১১৬. অপর এক সনদে হযরত কাতাদা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১১১১৭. হযরত সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি فَمَنِ اضْطُرَّ فِىْ مَخْمَصَةٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, কোন ব্যক্তি অনন্যোপায় হলে তার জন্য মৃত জানোয়ার ভক্ষণ করা হালাল। مَخْمَصَةٍ মানে ক্ষুধার অবস্থায়।

১১১১৮. হযরত ইব্ন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি فَمَنِ اضْطُرَّ فِىْ مَخْمَصَةٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, مَخْمَصَةٍ মানে ক্ষুধার যাতনায়।

মহান আল্লাহর বাণী غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, হে মু'মিনগণ! ক্ষুধার তাড়নায় তোমাদের কেউ মরা, রক্ত, শূকরের মাংস ইত্যাদি হারাম বস্তু খেতে বাধ্য হলে (তার ব্যাপারটি স্বতন্ত্র। غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ এর অর্থ لَا مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ অর্থাৎ পাপের দিকে না ঝুঁকে। এখানে غَيْرَ শব্দটি لا এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং اضطر ক্রিয়ার مفعول مالم يسم فاعله থেকে حال হওয়ার ভিত্তিতে উহা مَنْصُوْب হয়েছে। এ স্থলে غَيْر না হয়ে لا হলে শব্দটি হত لَا مُتَجَانفا لاثم

اَلْمُتَجَانِفُ لِلْاِثْمِ অর্থ পাপের দিকে ঝুঁকে পড়া। এখানে এর অর্থ হল, ইচ্ছাকৃতভাবে পাপ করা। جَنَفَ اَلْقَوْمُ عَلَىَّ থেকে এ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। কোন সম্প্রদায় যদি বিশেষ কোন দিকে ঝুকে পড়ে তখনই এ বাক্যটি ব্যবহার করা হয়। এ হিসাবেই প্রত্যেক বক্রবস্তুকে আরবগণ اعوج। বলে।

اَلْجَنَفُ এর অর্থ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا (সূরা বাকারা– ১৮২) এর ব্যাখ্যায় প্রমাণসহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। কাজেই, এ সম্পর্কে পুঃরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

মরা এবং অন্যান্য হারাম বস্তু ভক্ষণ করতঃ পাপের দিকে ধাবিত হওয়া এবং ঝুকে পড়ার অর্থ হল, ক্ষুধার তাড়না ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে এগুলো ভক্ষণ করা। মহান আল্লাহর নাফরমানীর উদ্দেশ্যে ভক্ষণ করা এবং আল্লাহ তা'আলা যে সব বস্তু খেতে নিষেধ করেছেন, ঐ হুকুম উপেক্ষা করে মহান আল্লাহর নির্দেশের প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করা।

আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি যে মতামত ব্যক্ত করেছি, মুফাস্সিরগণও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন :

১১১১৯. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, فَمَنِ اضْطُرَّ فِىْ مَخْمَصَةٍ অর্থ ক্ষুধার তাড়নায় কোন ব্যক্তি উপরোক্ত বস্তুসমূহ ভক্ষণ করতে বাধ্য হলে। غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ অর্থ ইচ্ছাকৃত ভাবে পাপের দিকে না ঝুঁকা।

১১১২০. হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ অর্থ ইচ্ছাকৃতভাবে পাপকার্যে জড়িত না হওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যা হারাম করেছেন ইচ্ছাকৃতভাবে নাফরমানীর উদ্দেশ্যে এতে জড়িত না হওয়া। অবশ্য ক্ষুধা তাড়িত ব্যক্তির মাঝে যদি গুনাহ্ করার প্রবণতা না থাকে, তবে তার জন্য উক্ত বস্তু

সমুহ খাওয়া জায়েয আছে। যদি কেউ নাফরমানী করে, সীমালংঘন করে অথবা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা করে তবে তার জন্য এ অবস্থায় এ সব বস্তু ভক্ষণ করা হারাম।

১১১২১. হযরত কাতাদা (র) বলেন, غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ অর্থ, পাপের দিকে ধাবিত হওয়া ব্যতীত।

১১১২২. অপর এক সনদে হযরত কাতাদা (র) বলেন, غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ অর্থ, পাপের ইচ্ছা করা ও পাপের দিকে ঝুঁকে পড়া ব্যতীত।

১১১২৩. হযরত সুদ্দী (র) বলেন, غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ মানে পাপের দিকে ঝুঁকে পড়া ব্যতীত। অর্থাৎ এসব বস্তু ভক্ষণ করার ব্যাপারে কেউ যদি কুপ্রবৃত্তির হীন বাসনা পূর্ণ করার ইচ্ছা করে অথবা সীমালংঘন করে তবে তার জন্য এগুলো ভক্ষণ করা হারাম।

১১১২৪. হযরত ইব্ন যায়দ (র) মহান আল্লাহর বাণী غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, পাপকার্য চরিতার্থ করার ইচ্ছায় এবং দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন বাসনায় কোন ব্যক্তি এগুলো ভক্ষণ করতে পারবেনা।

মহান আল্লাহর বাণী, فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে কিছু কথা উহ্য রয়েছে। আয়াতে উল্লেখিত বক্তব্য উক্ত উহ্য কথাটির প্রতি ইংগিত বহন করে বিধায় এমনটি করা হয়েছে। কেননা, আয়াতের অর্থ হল, পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় আয়াতে উল্লেখিত হারাম বস্তুসমূহ কেউ ভক্ষণ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। এখানে غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ এর পর فَاكَلَهُ শব্দটি উহ্য রয়েছে। আয়াতের বক্তব্য উক্ত শব্দটির প্রতি ইংগিত বহন করে বিধায় উহাকে উল্লেখ না করে উহ্য রাখা হয়েছে। فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ এর অর্থ হল, গুণাহের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় যদি কোন ব্যক্তি আয়াতে বর্ণিত হারাম বস্তুসমূহ ভক্ষণ করে, তবে তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল এ পরম দয়ালু। অর্থাৎ غَفُوْرٌ অর্থ, কেউ এ হারাম বস্তুসমূহ ভক্ষণ করলে তাকে পাকড়াও না করে এবং তার প্রতি শাস্তির বিধান না করে তাকে ক্ষমা করার মাধ্যমে আল্লাহ পাক তার ভক্ষিত এ হারাম বস্তু সমূহের উপর পর্দার আবরণ লাগিয়ে দিবেন। رَّحِيْمٌ মানে আল্লাহ পাক তার প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। তার এ দয়া এবং অনুগ্রহের ফলেই ক্ষুধা তাড়িত অবস্থায় আল্লাহ্ পাক তার জন্য আয়াতে উল্লেখিত হারাম বস্তুসমূহ বৈধ করে দিয়েছেন।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এ কোন্ অবস্থায় খাওয়া, যে অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা মরা ও হারাম বস্তু ভক্ষণে ক্ষুধা-তাড়িত ব্যক্তির সাথে ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন? জওয়াবে নিম্নোক্ত বর্ণনাসমূহ উল্লেখ করা যায়।

১১১২৫. হযরত আবূ ওয়াকিদ লাইসী (র) বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এমন দেশে বাস করি, যেখানে কখনো আমরা ক্ষুধা-তাড়িত হয়ে পড়ি, এমতাবস্থায় মরা খাওয়া কি আমাদের জন্য বৈধ? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা যদি সকালের খাদ্য সন্ধ্যার খাদ্য অথবা কোন তরিতরকারি না পাও তবে তোমরা হারাম খাদ্য ভক্ষণ করতে পারবে।

১১১২৬. হযরত হাসান (র) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সা) কে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ অবস্থায় হারাম বস্তু খাওয়া আমাদের জন্য হালাল? তিনি উত্তরে বললেন, যখন তুমি তোমার পরিবার বর্গের জন্য দুধ বা অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করতে না পারবে তখন উহা খাওয়া হালাল হবে।

১১১২৭. হযরত হাসান (র) বলেন, একবার জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সা) কে জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর তিনি পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এখানে أَوْ تَجِئْ مِيرَتُهُمْ এর স্থলে أَوْ تَجْبِي مِيرَتُهُمْ উল্লেখ রয়েছে।

১১১২৮. হযরত উরওয়া ইব্নুয যুবায়র (রা) বলেন, এক বেদুঈন একবার নবী করীম (সা) এর নিকট এসে হালাল-হারাম বস্তু সম্পর্কে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করলেন। জবাবে নবী (সা) তাকে বললেন, পবিত্র বস্তুসমূহ তোমার জন্য হালাল এবং অপবিত্র বস্তু তোমার জন্য হারাম। তবে অনন্যোপায় হয়ে তুমি কোন হারাম বস্তু খেতে বাধ্য হলে তা খেতে পারবে। এ অবস্থা কেটে গেলে হারাম খাওয়া হতে নিবৃত্ত থাকবে। এরপর সে লোকটি পুনরায় বললেন যে, সেই দুর্গত অবস্থাটি কি, যে অবস্থায় আমার জন্য হারাম বস্তু ভক্ষণ করা হালাল এবং যে অবস্থা আমাকে এর থেকে নিবৃত্ত রাখবে? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যখন তুমি কোন হালাল বস্তু সংগ্রহে অক্ষম হবে অথবা হারাম বস্তু খেতে বাধ্য হবে, তখন তুমি প্রয়োজন মত তোমার পরিবার পরিজনকে উহা হতে খাওয়াবে। আর যখন উহা পরিহার করা সম্ভব হবে, তখন তা পরিহার করবে। তুমি যদি তোমার পরিবার পরিজনকে রাতের বেলায় যৎসামান্য পরিমাণ খাদ্য দিতে পার তবে হারাম খাদ্য গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবে।

১১১২৯. হযরত ইব্ন 'আওন (র) বলেন, আমি হযরত হাসান (র)-এর নিকট হযরত সামুরা (রা) এর একটি কিতাব পেয়েছি। এর পর তার সামনে আমি তা পাঠ করেছি। এর মধ্যে ছিল— যার কাছে সকাল সন্ধ্যার খাবার আছে, সে অনন্যোপায় বলে গণ্য হবে না।

১১১৩০. হযরত ইব্ন 'আওন (র) বলেন, আমি হযরত সামুরা ইব্ন জুনদাব (রা) এর কিতাব পাঠ করেছি। এতে লিখা আছে— কারো কাছে যদি সকাল বা সন্ধ্যার প্রয়োজনীয় খাদ্য থাকে তবে সে অনন্যোপায় বলে গণ্য হবেনা।

১১১৩১. হযরত হাসান (র) বলেন, অনন্যোপায় হয়ে কোন ব্যক্তি মরা খাওয়ার জন্য বাধ্য হলে সে জীবন রক্ষা হয় পরিমাণ মরা বা হারাম বস্তু ভক্ষণ করতে পারবে।

১১১৩২. হযরত হাস্সান ইব্ন আতিয়্যা (র) বলেন, একবার এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এমন দেশে বসবাস করি, যেখানে কখনো কখনো ক্ষুধা তাড়িত হই। মরা খাওয়া কি আমাদের জন্য বৈধ? হয়ে থাকলে তা কখন? জবাবে রাসূল (সা) বললেন, সকালের খাদ্য অথবা সন্ধ্যার খাদ্য কিংবা কোন তরিতরকারিও যদি তোমরা সংগ্রহ না করতে পার তখন তোমাদের জন্য তা ভক্ষণ করা বৈধ।

১১১৩৩. হাসসান ইব্ন আতিয়্যা (র) থেকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٤) يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ؕ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ۫ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

৪. (হে রাসূল!) তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে, তাদের জন্য কী কী হালাল করা হয়েছে? আপনি বলুন, সমস্ত ভাল জিনিষ তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে এবং শিকারী পশুপক্ষী যাদেরকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়েছ, যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, তারা যা তোমাদের জন্য ধরে আনে, তা ভক্ষণ করবে এবং এতে আল্লাহর নাম নিবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে। নিশ্চয়, আল্লাহ্ পাক দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

ইমাম আবূজা'ফর তাবারী (র)-এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! আপনার সাহাবীগণ আপনাকে জিজ্ঞাসা করে— কী কী খাদ্য খাওয়া তাদের জন্য হালাল? আপনি তাদেরকে বলেদিন, সমস্ত পবিত্র বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যবহকৃত পশুসমূহ হালাল করেছেন এবং হালাল করেছেন শিকার শিক্ষা দেওয়া হিংস্র পশুপক্ষীর শিকারকৃত পশুপক্ষী।

اَلْجَوَارِحُ। মানে শিকারে সক্ষম হিংস্র পশুপাখী طَيْر কেও اَلْجَوَارِحُ বলা হয়। কেননা এগুলোও নিজ মালিকের জন্য শিকার করা পাখীকে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলে এবং শিকারকৃত পাখীকে মালিকের আহারের জন্য সংগ্রহ করে দেয়। এ প্রসঙ্গেই বলা হয়, جرح فلان لاهله خيرا -সে তার পরিবারের জন্য ভাল উপার্জন করেছে। আরো বলা হয়, فلان جارحة اهله -অমুকই তার পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। لاجارحة لفلانة -অমুক মহিলার কোন উপার্জনকারী ব্যক্তি নেই।

বনী সা'লাবা গোত্রের কবি আ'শা বলেন,

ذَاتَ خَدٍّ مُنْضَجٍ مِيْسَمُهَا - تُذْكِرُ الْجَارِحَ مَاكَانَ اِجْتَرَحَ

এখানে اِجْتَرَحَ শব্দটি اِكْتَسَبَ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ সে উপার্জন করেছে।

আলোচ্য আয়াতে وَمَا عَلَّمْتُمْ এর পূর্বে صَيْدُ শব্দটি উহ্য রয়েছে। পূর্বাপর আয়াতাংশ এ কথাটির প্রতি ইংগিত বহন করে বিধায় এমনটি করা হয়েছে।

এর কারণ হল এই যে, রাসূল (সা) যখন সাহাবীগণকে কুকুর মারার জন্য হুকুম দিলেন, তখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যা মারার আদেশ দিয়েছেন, এর দ্বারা কোন উপকার গ্রহণ করা আমাদের জন্য বৈধ আছে কি? তাদের এ জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতেই মহান আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেছেন। উপরোক্ত আয়াতে হারাম জন্তুসমূহ থেকে কতগুলো

জন্তুকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে। এতে শিকারার কুকুর, পাহারী কুকুর এবং শষ্যক্ষেত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কুকুর প্রতিপালনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে–

১১১৩৪. হযরত আবূ রাফে' (রা) বলেন, একদিন হযরত জিব্‌রাঈল (আ) নবী করীম (সা) এর নিকট আগমন করলেন এবং ভেতরে প্রবেশ করার জন্য তাঁর নিকট অনুমতি চাইলেন। রাসূল (সা.) তাঁকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করলেন। (কিন্তু অনুমতি পাওয়া সত্ত্বেও তিনি ভেতরে না আসায়) রাসূল (সা) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর বাণীবাহক! আমি তো আপনাকে অনুমতি দিয়েছি। একথা শুনে হযরত জিব্‌রাঈল (আ) বললেন, হ্যাঁ, আমি অনুমতি পেয়েছি। তবে যে গৃহে কুকুর থাকে, সে গৃহে আমরা প্রবেশ করিনা। হযরত আবূ রাফি' (রা) বলেন, এ ঘটনার পর রাসূল (সা) আমাকে মদীনার সমস্ত কুকুর মেরে ফেলার জন্য আদেশ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে আমি কুকুর হত্যা করতে প্রবৃত্ত হলাম। এক পর্যায়ে এক বৃদ্ধা মহিলার একটি কুকুর হত্যা করার জন্য আমি উদ্যত হলে কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করতে আরম্ভ করল। এতে কুকুরটির প্রতি আমার দয়া হয় এবং উহাকে আমি ছেড়ে দেই। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে এ সম্পর্কে বর্ণনা করলে তিনি আমাকে উহাও হত্যা করার আদেশ দেন। আমি দ্বিতীয় বার এসে বৃদ্ধার কুকুরটিও হত্যা করে ফেলি। এরপর লোকজন এসে রাসূল (সা) কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যে জন্তু হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন, তা দ্বারা আমরা কোন উপকার লাভ করতে পারি কি? রাসূল (সা) চুপ থাকলেন। তখনই আল্লাহ্ তাআলা অবতীর্ণ করলেন يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ

১১১৩৫. হযরত ইক্‌রামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) হযরত আবূ রাফে' (রা) কে কুকুর মারার জন্য প্রেরণ করলে তিনি কুকুর হত্যা করতে করতে মদীনার উচু এলাকায় চলে যান। এরপর' আসিম ইব্‌ন 'আদী, সা'দ ইব্‌ন খায়সামা এবং উওয়াইম ইব্‌ন সা'ঈদা (রা) রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে বললেন, আমাদের জন্য কি কি হালাল করা হয়েছে? হে আল্লাহর রাসূল! উহা দ্বারা আমরা কি ধরনের উপকার লাভ করতে পারবো? তখন নাযিল হয়– يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ

১১১৩৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাযী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) কুকুর নিধনের হুকুম দেয়ার পর সাহাবীগণ রাসূল (সা)-কে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এগুলো থেকে আমাদের জন্য কি কি হালাল করা হয়েছে। তখন يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ আয়াতটি নাযিল হয়।

وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ আয়াতাংশে উল্লেখিত جَوَارِحِ -এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারদের একাধিক মত রয়েছে। কোন কোন ব্যাখ্যাকারের মতে جَوَارِحِ অর্থ ঐ সব পশুপাখী যেগুলোকে শিকার করার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং তারা এ পদ্ধতিকে শিখে নিয়েছে।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১১১৩৭. হযরত হাসান (র) আল্লাহর বাণী وَمَاعَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, কুকুর, বাজপাখী, চিতাবাঘ এবং অনুরূপ পশুপাখীকে শিকার করার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়ার পর তারা তোমাদের জন্য যা শিকার করবে, তাও তোমাদের জন্য হালাল।

১১১৩৮. হযরত হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, مُكَلِّبِيْنَ শব্দের অর্থ হল, কুকুর, চিতাবাঘ ইত্যাদি পশু, যেগুলোকে শিকার করার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়ার পর কোন পশুপাখী শিকার করে।

১১১৩৯. হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, চিতাবাঘের শিকারকৃত পশু ও الجَوَارِحِ এর অন্তর্ভুক্ত।

১১১৪০. হযরত মুজাহিদ (র) বলেন– মহান আল্লাহর বাণী وَمَاعَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ এর অর্থ শিকারী পাখী ও কুকুর।

১১১৪১. অন্য সুত্রে হযরত মুজাহিদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

১১১৪২. হযরত মুজাহিদ (র) مُكَلِّبِيْنَ এর ব্যাখ্যায় বলেন– তা হল শিকারী কুকুর ও পাখী।

১১১৪৩. হযরত মুজাহিদ (র) হতে মহান আল্লাহর বাণী مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ এর ব্যাখ্যা হল শিকারী পাখী ও কুকুর।

১১১৪৪. হযরত মুজাহিদ (র) হতে অন্য সুত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

১১১৪৫. হযরত খায়সামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) বলেন, আমি বর্ণনা করছি যে, শকুনি এবং বাজপাখী جَوَارِحِ এর অন্তর্ভুক্ত।

১১১৪৬. অন্য সুত্রে হযরত খায়সামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শকুন, বাজপাখী এবং কুকুর جَوَارِحِ এর অন্তর্ভুক্ত।

১১১৪৭. হযরত 'আলী ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাজপাখী এবং শকুন جَوَارِحِ এর অর্ভুক্ত।

১১১৪৮. আবূজা'ফর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাজপাখী এবং শকুন اَلْجَوَارِحِ এর অন্তর্ভুক্ত।

১১১৪৯. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হতে আল্লাহ পাকের বাণী وَمَاعَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ এ উল্লেখিত الجَوَارِحِ এর অর্থ ক্ষুধার্থ কুকুর, চিতাবাঘ, শকুন ইত্যাদি।

১১১৫০. হযরত ইবন তাউস (র) তার পিতার সূত্রে وَمَاعَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হল কুকুর, শকুন, বাজপাখী এবং আরো অনুরূপ পশুপাখী, যাদেরকে শিকার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

১১১৫১. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হতে وَمَاعَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, এগুলো হল শিকারের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ও শকুন।

১১১৫২. হযরত 'উবায়দ ইব্‌ন 'উমায়র (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ এর অর্থ হল, শিকারী কুকুর এবং পাখী।

অন্যান্য তফসীরকার গণের মতে وَمَاعَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ বলে মহান আল্লাহ্ পাক কেবল শিকারী কুকুরকেই বুঝিয়েছেন। অন্য কোন হিংস্রপ্রাণীকে তিনি বুঝাননি।

যাঁরা এমত পোষণ করেন।

১১১৫৩. হযরত দাহ্‌হাক (র) হতে وَمَاعَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত রয়েছে যে, তাহলো শিকারী কুকুর।

১১১৫৪. হযরত সুদ্দী (র) হতে মহান আল্লাহর বাণী وَمَاعَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের শিকারকৃত প্রাণী তোমাদের জন্য বৈধ।

১১১৫৫. হযরত ইব্‌ন 'উমর (রা) বলেন, শিকারী বাজপাখীর শিকার যদি তুমি জীবিত অবস্থায় পাও তবে তোমার জন্য তা বৈধ। অন্যথায় তুমি তা ভক্ষণ করতে পারবে না

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আয়াতের উপরোক্ত ব্যাখ্যাদ্বয়ের মধ্যে ঐ ব্যাখ্যাটিই সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ, যাতে এ কথা বর্ণিত হয়েছে যে, শিকারী পশুপক্ষী সবাই جَوَارِحِ এর অন্তর্ভুক্ত। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ার পর এরা যা শিকার করবে, সবই হালাল এবং বৈধ। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা وَمَاعَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ বলে সর্বপ্রকার হিংস্রপ্রাণীকে এর মধ্যে শামিল করেছেন। কোন বিশেষ প্রকারের শিকারী প্রাণীকে এর থেকে খাস করা হয়নি। কাজেই, আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যেসব শর্ত ও গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন ,এ শর্তমতে হিংস্র প্রাণী এবং হিংস্র পাখীর শিকার করা প্রাণী ভক্ষণ করা আমাদের জন্য বৈধ। আমার এ মতের সমর্থনে রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাদীস, সর্বোপরি আয়াতেও আমার এ বক্তব্যের সমর্থনে সুস্পষ্ট ইংগিত রয়েছে। আর তা হলো ঃ

১১১৫৬. হযরত 'আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বাজ পাখীর শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, শিকারী পশু তোমার জন্য যা শিকার করে, তা তুমি ভক্ষণ কর। এ বক্তব্যে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বাজপাখীর শিকারকে হালাল ঘোষণা করেছেন এবং তা তিনি جَوَارِحِ এর মধ্যে গণ্য করেছেন। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, وَمَاعَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ এর মানে "শুধুমাত্র কুকুর, অন্য কোন প্রাণী নয়" বলে মন্তব্য করা একেবারেই ভুল।

কেউ যদি মনে করেন যে, مُكَلِّبِيْنَ শব্দের মধ্যেই এ কথার প্রতি ইংগিত রয়েছে যে, মহান আল্লাহর বাণী وَمَاعَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ এর মধ্যে উল্লেখিত جَوَارِحِ শব্দের অর্থ কুকুর। তবে তার এ ধারণা হবে ভুল। কেননা, আয়াতের অর্থ-হে কুকুরের মালিকগণ! তোমাদের জন্য পবিত্রতম বস্তু হালাল করা হয়েছে এবং আরো হালাল করা হয়েছে তোমাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শিকার

করতে সক্ষম হিংস্র পশুপক্ষীর শিকারকে। এ হিসাবে مُكَلِّبِيْنَ শব্দটি শিকারী ব্যক্তির বিশেষণ। যদিও সে কখনো কখনো কুকুর ব্যতীত অন্য প্রাণীর মাধ্যমেও শিকার করে থাকে। বস্তুত: এ আয়াত ঐ ব্যক্তির বক্তব্যের মতই, যে কোন এক সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলেছে, أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ। উল্লেখ্য যে, এ বক্তব্যের মাধ্যমে বক্তা তার কওমকে এ মর্মে খবর দিতে চান যে, ঈমানদার অবস্থায় মহান আল্লাহ পাক তাদের জন্য পবিত্রতম বস্তু এবং শিকারী জানোয়ারের শিকারকৃত পশু হালাল করেছেন। আলোচ্য আয়াতে أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ। এর বিষয়টিও অনুরূপই। কাজেই مُكَلِّبِيْنَ শব্দটি শিকারী ব্যক্তিরই বিশেষণ। চাই সে কুকুরের মাধ্যমে শিকার করুক বা অন্য কোন প্রাণীর মাধ্যমে শিকার করুক। পক্ষান্তরে এ আয়াতের মাধ্যমে এ মর্মে লোকদেরকে অবহিত করা মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য নয় যে, একমাত্র শিকারী কুকুরের শিকারই তোমাদের জন্য খাওয়া হালাল। অন্য কোন পশুর শিকার হালাল নয়।

মহান আল্লাহর বাণী تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন تُعَلِّمُوْنَهُنَّ অর্থ শিকারী পশুপক্ষী, যাদেরকে তোমরা প্রশিক্ষণ দিয়েছো, ফলে তারা তোমাদের জন্য শিকার অন্বেষণ করার পদ্ধতি শিখে নিয়েছে। مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ অর্থ, ঐ পদ্ধতি তোমরা তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে, যা তোমাদেরকে মহান আল্লাহ্ পাক শিক্ষা দিয়েছেন।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ মানে যেভাবে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১১৫৭. হযরত সুদ্দী (র) হতে تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত; তিনি বলেন, তোমরা তাদেরকে শিকার তালাশ করা শিক্ষা দিয়েছো, যেমনিভাবে মহান আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

আরবী ভাষায় مِنْ – كَاف এর অর্থে ব্যবহৃত হয়, একথা আমাদের জানা নেই। কেননা আরবী ভাষায় مِنْ تَبْعِيْض এর জন্য এবং كَاف – تَشْبِيْه এর জন্য ব্যবহৃত হয়। অবশ্য দুই শব্দ যদি পরস্পর নিকটবর্তী অর্থবোধক হয় তবে কোন কোন সময় একটির ক্ষেত্রে অন্যটিও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দুই অক্ষরের অর্থের মধ্যে যদি প্রচুর ব্যবধান থাকে, তবে একটির স্থানে অন্যটির ব্যবহার আরবী ভাষায় বিদ্যমান নেই। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহর কালামে এরূপ ব্যবহার কেমন করে বিদ্যমান থাকতে পারে?

১১১৫৮. হযরত 'আদী ইব্ন হাতিম (রা) বলেন, একবার জনৈক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট এসে কুকুরের শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, জওয়াবে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) কি বলেছেন, তা সে বুঝতে পারেনি। তারপর নাযিল হয়, تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ

এ বিষয়ে তাফসীরকারগণের একাধিক মত রয়েছে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, শিকারী পশুপক্ষীর পরিচয় হলো, যখন তাকে শিকারের জন্য প্রেরণ করা হবে, তখন সে ছুটে যাবে। মালিকের জন্য শিকার সংরক্ষণ করে রাখবে। নিজে খাবেনা। যখন তাকে ডাকা হবে, তখন সে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসবে।

মালিকের থেকে পলায়ন করবেনা। এরূপ কয়েকবার হলে তা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বলে গণ্য কর হবে। হিজাযবাসী এবং ইরাকীদের কিছু তফসীরকার এমতই পোষণ করেন।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

১১১৫৯. হযরত আতা (র) বলেন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে তোমার শিকারী জানোয়ার যদি কোন শিকারকে মেলে তবে তা মৃত বলে গন্য হবে। এরূপ মেরে ফেলা শরীআত স্বীকৃত যবহ বলে পরিগণিত হবেনা। অবশ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জানোয়ার যদি কোন শিকারকে মেরে ফেলে, তবে তা শরীআত সম্মত যবহ হিসাবে গণ্য হবে।

১১১৬০. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শিকারী কুকুরের লক্ষণ হল, শিকার করে রেখে দেওয়া এবং মালিক না আসা পর্যন্ত তা থেকে না খাওয়া। শিকারী কুকুর যদি মালিক আসার পূর্বেই শিকার হতে কিছু অংশ খেয়ে ফেলে, তারপর মালিক এসে তা যবহ করার সুযোগ পায়, তাহলে এ শিকার ভক্ষণ করা তার জন্য জায়েয নেই।

১১১৬১. হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুকুর যদি শিকার হতে কিছু খায়, তবে তুমি তা খেয়োনা। কেননা, সে তো তা নিজের জন্য শিকার করেছে।

১১১৬২. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, কোন ব্যক্তি তার কুকুরকে শিকারের জন্য প্রেরণ করার পর তা যদি শিকারের কিছু অংশ খেয়ে ফেলে তবে তা খাওয়া জায়েয নেই। যদিও কুকুর প্রেরণের সময় সে মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে কুকুর প্রেরণ করেছে। তার মতে কুকুর তার নিজের জন্য শিকার করেছে। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ। অর্থাৎ আল্লাহর শিখানো পদ্ধতিতে তোমরা শিকারের জন্য শিক্ষা দিয়ে যে পশুপক্ষী নিয়োগ করেছো, তারা তোমাদের জন্য যা শিকার করে, তা খাওয়া তোমাদের জন্য হালাল। তাঁর মতে মালিক আসার পূর্বেই শিকারী পশু যদি শিকার হতে কিছুমাত্র খেয়ে নেয়, তবে এ কুকুর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবেনা। এটাকে মৃদু প্রহার করে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিবে, যেন এ বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করতে সে বাধ্য হয়।

১১১৬৩. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুকুর যদি কোন শিকার ধরে উহাকে হত্যা করে এবং উহার গোশ্ত ভক্ষণ করে, তবে এ কুকুর হিংস্রপ্রাণীর অন্তর্ভুক্ত।

১১১৬৪. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উপরোক্ত শিকার জন্তুকে খাওয়া জায়েয নেই। কেননা, শিকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলে শিকারকে ভক্ষণ করতোনা। বস্তুতঃ এরূপ জানোয়ার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় বলেই বিবেচিত হবে। এতো নিজের জন্যেই শিকার করেছে; তোমার জন্য শিকার করেনি।

১১১৬৫. অন্য সূত্রে হযরত ইব্ন' আব্বাস (রা) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১১১৬৬. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, কুকুরে খেলে এ শিকার খেয়োনা।

১১১৬৭. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) হতে অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১১১৬৮. হযরত ইব্ন 'আওন (র) বলেন, আমি হযরত 'আমির শা'বী (র) কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন ব্যক্তি যদি শিকারের উদ্দেশ্যে তার কুকুর প্রেরণ করে, তারপর এ কুকুর যদি শিকারের গোশ্ত হতে কিছু গোশত খেয়ে ফেলে, এমতাবস্থায় আমরা কি এর গোশত খেতে পারব? উত্তরে 'আমির শা'বী (র) বলেন না, তোমরা খেতে পারবেনা। কেননা, এ তোমার দেওয়া প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়নি।

১১১৬৯. হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন, শিকারী কুকুর যদি শিকারের গোশ্ত হতে কিছু গোশ্ত খেয়ে ফেলে তবে ওটাকে মৃদু প্রহার কর। কেননা, এ কুকুর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়।

১১১৭০. হযরত তাউস (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুকুর খাওয়ার শিকারটি হল মৃত। কাজেই, তুমি তা খেয়োনা।

১১১৭১. হযরত সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হযরত শা'বী (র) এবং হযরত ইবরাহীম (র) প্রমুখ হযরত বলেন, শিকারী কুকুর যদি শিকারের গোশত হতে কিছু ভক্ষণ করে ফেলে, তবে তুমি আর তা খেয়োনা। কেননা, শিকারী পশু তার নিজের জন্য শিকার করেছে।

১১১৭২. হযরত 'আতা (র) বলেন, শিকারের উদ্দেশ্যে প্রেরিত কুকুরকে যদি দেখতে পাও যে, তা শিকারের গোশ্ত হতে কিছু গোশ্ত খেয়ে ফেলেছে, তবে অবশিষ্ট অংশ মৃত বলে গণ্য হবে। তা বর্জন কর। কেননা, শিকারী কুকুর তোমার জন্য শিকার করেনি। বরং এ হিংস্রপ্রাণীরই অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃ সে নিজের জন্যই শিকার করেছে। যদিও সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

১১১৭৩. হযরত সুদ্দী (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। অন্যান্য তাফসীরকারগণও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তবে তারা প্রশিক্ষণের জন্য সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তা হলো, প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর তারা তা গ্রহণ করে নিয়েছে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী জানোয়ারে পরিণত হয়েছে। তিনবার এরূপ করা হবে। এ মতটি ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে।

এমত পোষণকারী অপরাপর মুফাস্সিরগণ বলেন, কুকুরের প্রশিক্ষণের জন্য নির্ধারিত কোন সীমা নেই। তবে যতটুকু প্রশিক্ষণের দ্বারা কুকুর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়, এর থেকে বেশী প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তাহলেই কুকুরকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বলে গণ্য করা হবে এবং এর শিকার খাওয়া বৈধ হবে। কয়েকজন পরবর্তী মুফাফসির এ মতই পোষণ করেন। কোন কোন মুফাসসির বাজপাখী, অন্যান্য শিকারী পাখী, কুকুর এবং শিকারী হিংস্রপ্রাণীর প্রশিক্ষণের মধ্যে ব্যবধান করে থাকেন। তাদের মতে বাজপাখী শিকারের গোশ্ত হতে কিছু অংশ খেয়ে ফেলার পর এর অবশিষ্ট অংশ ভক্ষণ করা জায়েয আছে। কেননা, বাজপাখীর প্রশিক্ষণ হলো, শিকারের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেওয়ার পর উড়ে যাওয়া, ডাকা হলে ডাকে সাড়া দেওয়া এবং মালিক যখন ধরার ইচ্ছা করে তখন তার থেকে পলায়ন না করা। অবশ্য বাজপাখীর প্রশিক্ষণের মধ্যে এ কথার শর্ত নেই যে, তা তার শিকারকৃত প্রাণীর গোশ্ত হতে কিছুই খেতে পারবেনা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১১৭৪. হযরত 'আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাজপাখীর শিকারকৃত জন্তুতে কোন ক্ষতি নেই, যদিও সে তা থেকে কিছু অংশ খেয়ে ফেলে।

১১১৭৫. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি শিকারী পাখী সম্পর্কে বলেন, শিকারী পাখীকে শিকারের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেওয়ার পর সে যদি শিকারকৃত প্রাণী মেরে ফেলে, তবুও তুমি তা ভক্ষণ করবে। কেননা, শিকারী কুকুর শিকার করে তা মালিকের নিকট নিয়ে আসে না। অন্যদিকে শিকারী পাখী শিকার করে তা মালিকের নিকট নিয়ে আসে এবং শিকারকে আঘাত করে না। তাই শিকারী পাখী যদি শিকারের কোন অংশ খায় এবং নখ দ্বারা আহত করে তবুও তা খাবে।

১১১৭৬. হযরত শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাজপাখী এবং শকুনি কুকুরের মত নয়। কেননা, তুমি যদি বাজপাখী ও শকুনি শিকারের উদ্দেশ্যে ছাড় এবং তারা শিকার ধরে কিছু অংশ খেয়ে ফেলে তারপর তুমি তাদেরকে ডাক দিলে তারা যদি তোমার ডাকে সাড়া দেয়, তাহলেও তুমি তা খাবে।

১১১৭৭. হযরত ইবরাহীম (র) বলেন, বাজপাখীর শিকার তুমি খাবে, যদিও সে তা থেকে কিছু অংশ খেয়ে ফেলে।

১১১৭৮. হযরত ইব্‌রাহীম ও হযরত শা'বী (র) বলেন, বাজ পাখীর শিকার তুমি খাবে। যদি সে তা থেকে কিছু অংশ খেয়েও ফেলে থাকে।

১১১৭৯. হযরত ইব্‌রাহীম (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাজ পাখি এবং শকুনি যদি শিকারের গোশ্‌ত খেয়ে ফেলে, তবুও এর গোশ্‌ত খাবে। কেননা, এ বিষয়ে সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়।

১১১৮০. হযরত ইব্‌রাহীম (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাজ পাখীর ভক্ষিত শিকার খাওয়াতে কোন ক্ষতি নেই।

১১১৮১. হযরত হাম্মাদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বাজ পাখী সম্পর্কে বলেন, শিকারের উদ্দেশ্যে প্রেরিত প্রাণী শিকারের কিছু গোশ্‌ত খেয়ে ফেললেও তুমি তা ভক্ষণ করবে। অন্যান্য তাফসীরকারগণের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, শিকারের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে পাখী, চতুষ্পদ জন্তু এবং হিংস্রপ্রাণী সকলের প্রশিক্ষণ একই ধরনের। এদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কোন ব্যবধান নেই। এক জাতীয় প্রাণীর প্রশিক্ষণ যেভাবে হবে অপর জাতীয় প্রাণীর প্রশিক্ষণও ঐভাবেই হবে। তাদের মতে শিকারী কর্তৃক ভক্ষিত শিকারের গোশ্‌ত খাওয়া জায়েয নেই। শিকারী চাই জানোয়ার হোক বা পাখী। কেননা, শিকারীর গোশ্‌ত খাওয়া বৈধ হওয়ার শর্ত হলো, মালিকের জন্য শিকারকে রেখে দেওয়া; তা থেকে কোন কিছু না খাওয়া।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১১৮২. হযরত 'আমির (র.) হতে বর্ণিত। হযরত 'আলী (রা.) বলেন, বাজপাখি যদি শিকারের গোশ্‌ত থেকে কিছু খেয়ে ফেলে, তবে তুমি তা খেতে পারবে না।

১১১৮৩. হযরত শা'বী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাজপাখি যদি শিকারের গোশ্‌ত থেকে কিছু খেয়ে ফেলে, তবে তুমি আর ঐ গোশ্‌ত খেতে পারবে না।

১১১৮৪. হযরত সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র.) বলেন, শিকারী বাজপাখি যদি শিকারের গোশ্ত থেকে খেয়ে ফেলে তাহলে তুমি তা খেওনা।

১১১৮৫. হযরত ইক্রামা (রা.) বলেন, বাজপাখি যদি শিকারের কিছু অংশ খেয়ে ফেলে, তবে তুমি তা খেওনা।

১১১৮৬. হযরত 'আতা (র.) বলেন, কুকুর এবং বাজপাখি সব একই। এরা যদি শিকারের কিছু গোশ্ত খেয়ে নেয়, তবে তুমি তা খেয়োনা। হ্যাঁ, যদি এহেন অবস্থায় তুমি তা যবহ করার সুযোগ পাও, তবে তুমি তা যবহ করবে। রাবী বলেন, আমি 'আতা' (র.) কে বললাম, বাজ তো শিকারের পশম এবং ডানা উপড়িয়ে ফেলে (এর পরও কি তা খাওয়া যাবে?) জওয়াবে তিনি বললেন, শিকারকে যদি এ অবস্থায় পাও যে, শিকারী উহা হতে কিছুই খায়নি, তবে তুমি তা খেতে পারবে। তারপর তিনি এ কথাটি কয়েকবার বললেন।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার এ-ও বলেছেন যে, শিকারী চাই চতুষ্পদ জন্তু হোক অথবা পাখি, সবার প্রশিক্ষণ পদ্ধতি একই। যে ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে শিকারের গোশ্ত খাওয়া হালাল হয়, তা হল এই যে, শিকারের উদ্দেশ্যে শিকারীকে ছেড়ে দেওয়ার পর সে শিকারের উদ্দেশ্যে ছুটে যায় এবং শিকারকে পাকড়াও করে, মালিক ডাকলে সে তার ডাকে সাড়া দেয় এবং শিকারকে নিয়ে সে পালিয়ে ছুটে না। শিকারী জানোয়ার এরূপ অবস্থায় পৌঁছলে তাকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বলে গণ্য করা হবে। মহান আল্লাহ্র বাণী- وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوْا مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ সুস্পষ্টভাবে এ কথার প্রতিই ইংগিত বহন করছে। তাদের মতে, "শিকারী শিকারের গোশ্ত খাবে না—" প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ার শর্তের মধ্যে একথা শামিল নেই। কেননা, শিকারীকে তো খাওয়ার জন্য তালীম দেওয়া হয়, তাই না খাওয়ার শর্ত এর প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১১৮৭. হযরত সালমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শিকারের উদ্দেশ্যে তুমি তোমার কুকুর প্রেরণের সময় যদি মহান আল্লাহ্র নাম নিয়ে ছেড়ে থাক, তবে শিকারী জানোয়ার শিকারের দুই তৃতীয়াংশ খেয়ে ফেললেও বাকী এক তৃতীয়াংশ তুমি খাবে।

১১১৮৮. হযরত সালমান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুকুর যদি শিকার ধরে এর থেকে কিছু গোশ্ত খেয়ে নেয়, তবুও তুমি তা খাবে। কুকুর ছাড়ার সময় যদি মহান আল্লাহ্র নাম নিয়ে ছেড়ে থাক। এমতাবস্থায় সে যদি শিকারের দুই তৃতীয়াংশও খেয়ে নেয় তবুও তুমি এর গোশ্ত খাবে। কেননা এ শিকারী হল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

১১১৮৯. হযরত সালমান (র) বলেন, শিকারী যদি শিকারের দুই তৃতীয়াংশ গোশতও খেয়ে ফেলে, তারপরও তুমি তা খাবে।

১১১৯০. অন্য সূত্রে হযরত সালমান (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১১১৯১. হযরত সালমান (র.) বলেন, তুমি যদি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর শিকারের উদ্দেশ্যে ছাড় এবং মহান আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে ছাড় এরপর এ কুকুর যদি শিকারের দুই তৃতীয়াংশ গোশ্‌ত খেয়ে ফেলে এবং এক তৃতীয়াংশ গোশ্‌ত বাকী থাকে, তারপরও তুমি তা খাবে।

১১১৯২. হযরত সালমান (র) হতে অন্য সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১১১৯৩. হযরত সালমান (র) বলেন, কুকুর যদি শিকারের গোশ্‌ত খেয়ে ফেলে এবং দুই তৃতীয়াংশ খেয়ে ফেলে তারপরও তুমি তা খাবে।

১১১৯৪. হযরত সালমান (র) বলেন, তুমি যদি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর বা বাজপাখী শিকারের উদ্দেশ্যে ছাড় এবং মহান আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে ছাড় তারপর সে যদি শিকারের অর্ধেক বা দুই তৃতীয়াংশ খেয়ে ফেলে, তারপরও ঐ শিকারের বাকী অংশ তুমি খাবে।

১১১৯৫. হযরত হুমায়দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন খাসয়াম দু'আলী (র) হযরত সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (র)-কে ঐ শিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন, যার কিছু অংশ শিকারী কুকুর খেয়ে ফেলেছে। জওয়াবে তিনি বললেন, খাও, যদিও তার এক টুকরা ব্যতীত অন্য কোন অংশ অবশিষ্ট না থাকে।

১১১৯৬. হযরত সা'দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, শিকারী পশু শিকারের দুই তৃতীয়াংশ খেয়ে ফেললেও তুমি তা খাবে।

১১১৯৭. হযরত শু'বা (র) বলেন, শিকারী যদি শিকারের দুই তৃতীয়াংশও খেয়ে ফেলে তারপরও তুমি তা খাবে। অন্য সনদে তিনি বলেন, এমনকি অর্ধাংশ খেয়ে ফেললেও তুমি তা খাবে।

১১১৯৮. হযরত আবূ হুরায়রা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, শিকারের উদ্দেশ্যে তুমি তোমার কুকুর প্রেরণের পর কুকুর যদি শিকারের গোশ্‌ত হতে কিছু অংশ খেয়ে ফেলে এবং দুই তৃতীয়াংশ খেয়ে ফেলে আর এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকে, তারপরও তুমি তা খাবে।

১১১৯৯. অন্য সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১১২০০. হযরত আবূ হুরায়রা (র) হতে অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১১২০১ হযরত সালমান (র) বলেন, শিকারের উদ্দেশ্যে তুমি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর প্রেরণের পর সে যদি শিকার ধরে মেরে ফেলে, তবে তুমি তা খাবে। যদিও শিকারী শিকারের দুই তৃতীয়াংশ খেয়ে ফেলে।

১১২০২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (র.) বলেন, তুমি যদি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর শিকারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ কর এবং মহান আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে প্রেরণ কর, তবে ঐ কুকুর তোমার জন্য যা রেখে দিবে, তা তুমি খাবে। চাই কুকুর এর কিছু অংশ ভক্ষণ করুক বা না করুক।

১১২০৩. হযরত ইব্‌ন 'উমর (র) হতে অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১১২০৪. হযরত নাফি‘ (র) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন ‘উমর (র) শিকারের গোশ্ত খাওয়াকে কোনরূপ ক্ষতিকর মনে করেন না। যদিও শিকারী কুকুর শিকারের গোশ্ত হতে কিছু অংশ খেয়ে ফেলে।

১১২০৫. অন্য সূত্রে হযরত ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ‘উমর (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১১২০৬. হযরত ইব্ন ‘উমর (র) হতে বর্ণিত আছে যে, শিকারী কুকুর যদি শিকারের কোন অংশ খায়, তবে তিনি বাকী অংশ খাওয়া ক্ষতিকর মনে করতেন না।

১১২০৭. হযরত সা‘দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত নাফি‘ (র)-কে বললাম, শিকারী কুকুর শিকারের গোশ্ত খায় আবার পরে কিছু অবশিষ্টও থাকে। (এরূপ অবস্থায় আমাদের করণীয় কি?) জওয়াবে তিনি বললেন, এক টুকরা অবশিষ্ট থাকলেও তুমি তা খাও।

১১২০৮. অন্য সনদে হযরত সা‘দ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ জা‘ফর তাবারী (র) বলেন ঃ আমার মতে تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ - এর ব্যাখ্যা সমূহের মধ্যে সঠিক এবং উত্তম ব্যাখ্যা হল, আয়াতে শিকারী প্রাণীর যে প্রশিক্ষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এর পদ্ধতি হবে নিম্নরূপ ঃ

অর্থাৎ মালিক ব্যক্তি তার শিকারী জন্তুকে এভাবে শিক্ষা দিবে যে, যখন সে উহাকে শিকারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করবে তখন সে ছুটে যাবে এবং শিকার ধরবে। তারপর মালিকের জন্য উহাকে রেখে দিবে। মালিক ডাকলে তার ডাকে সাড়া দিবে এবং মালিক যদি তাকে ধরার ইচ্ছা করে তখন সে তার থেকে পলায়ন করবে না। এভাবেই সমস্ত শিকারীকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। চাই তা পাখী হোক বা চতুষ্পদ জন্তু। শিকারী প্রাণী যদি শিকারের গোশ্ত খেয়ে ফেলে তবে তা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বলে ধর্তব্য হবে না। শিকারীর মালিক যদি শিকারকে জীবিত অবস্থায় পায় এবং উহাকে যব্হ করে তবে তা খাওয়া হালাল। আর যদি উহাকে মৃত অবস্থায় পায় তবে তা খাওয়া হালাল নয়। কেননা উহা হিংস্রপ্রাণী কর্তৃক ভক্ষিত হয়েছে, যে প্রাণীর ভক্ষিত গোশ্ত খাওয়া পবিত্র কুরআনে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, وَمَا اَكَلَ السَّبُعُ (-অর্থাৎ এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে।) সর্বোপরি উহা যবহও করা হয়নি।

এ ব্যাখ্যাটিকে বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা বলার কারণ হল এই যে, এ সম্পর্কে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসের মধ্যে পরস্পর সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল ঃ

১১২০৯. হযরত ‘আদী ইব্ন হাতিম (র) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি যদি আল্লাহ্র নাম নিয়ে তোমার শিকারী কুকুর প্রেরণ কর, তারপর তুমি যদি উহাকে এ অবস্থায় পাও যে, সে শিকার করে শিকারকে মেরে ফেলেছে এবং এর কিছু গোশতও খেয়ে ফেলেছে, তাহলে তুমি এর গোশ্ত খাবে না। কেননা সে নিজের জন্য শিকার করেছে।

১১২১০. হযরত ‘আদী ইব্ন হাতিম (র) হতে অপর সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে একটি প্রশ্ন করলাম। বললাম আমরা কুকুরের মাধ্যমে শিকার করে থাকি। এ কথা শুনে রাসূল (সা) বললেন, তুমি যদি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে আল্লাহ্র নাম নিয়ে ছেড়ে থাক তবে

উহা শিকারকে মেরে ফেললেও তুমি তা ভক্ষণ করবে। কিন্তু কুকুর যদি শিকারের গোশ্ত খেয়ে ফেলে তবে তুমি আর তা খেতে পারবে না। কেননা আমার আশংকা হয় সম্ভবতঃ সে তার নিজের জন্য উহাকে শিকার করেছে।

যদি কেউ এ মর্মে প্রশ্ন করেন যে, বিষয়টি যদি এমনই হয় তাহলে নিম্নোক্ত হাদীসের জবাব কি?

১১২১১. হযরত সালমান ফারসী (র) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেন, শিকারের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি যদি নিজের কুকুর প্রেরণ করে; তারপর সে যদি উহাকে ভক্ষিত অবস্থায় পায় তবুও সে বাকী অংশ খাবে। বর্ণিত আছে যে, এ হাদীসের মধ্যে আপত্তি আছে। কেননা সা'ঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব এ হাদীস হযরত সালমান ফারসী (র) থেকে শুনেছেন বলে কারোই জানা নেই। সর্বোপরি হাদীস বর্ণনাকারী ثِقَه রাবীগণ এ হাদীসটিকে 'মওকূফ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তারা এ হাদীসটিকে রাসূল (সা) এর দিকে সম্বোধন করে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেন নি। হাফিয ثِقَه রাবীগণ যখন কোন একটি বিষয়ে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোন হাদীস বর্ণনা করেন এমতাবস্থায় একজন রাবী যদি তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে তবে সে হবে এ ব্যাপারে مُنْفَرِد অর্থাৎ একক। তার মুখস্থ বর্ণনা তাদের মুখস্থ বর্ণনার অনুরূপ নয়। কাজেই বলা যায় যে, ব্যক্তির বর্ণনার চেয়ে একদল মানুষের বর্ণনা যাচাইয়ের মানদন্ডে অধিক বিশুদ্ধ ও সঠিক।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে সুস্পষ্টভাবে আমরা একথা বলতে পারি যে, কুকুর যদি শিকারের গোশ্ত খেয়ে ফেলে তবে তা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর বলে বিবেচিত নয়। অনুরূপভাবে প্রতিটি শিকারী জানোয়ারের হুকুম একই রকম হবে। অর্থাৎ শিকারী জানোয়ার যদি শিকারের গোশ্ত খেয়ে ফেলে তবে তা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় বলে গণ্য হবে। এরূপ শিকারী জন্তুর শিকার খাওয়া বৈধ নয়। অবশ্য পরে যদি যবাহ করার সুযোগ পাওয়া যায় তবে খাওয়া জায়েয হবে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী- فَكُلُوْا مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, হে লোক সকল! শিকারী জন্তু যা তোমাদের জন্য ধরে আনে, তোমরা তা খাও।

আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণের একাধিক মত রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, এ আয়াত মহান আল্লাহ্ পাক যেরূপ ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন, এখানে অনুরূপ ব্যাপক অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আমাদের কুকুর এবং আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী আমাদের জন্য যা রেখে দেয়, তা খাওয়া আমাদের জন্য হালাল। কুকুর এবং শিকারী চাই এর থেকে কিছু খেয়ে ফেলে বা না খায়।

বস্তুতঃ এ হল ঐ সমস্ত তাফসীরকারগণের ব্যাখ্যা, যারা বলেন, যেসব শিকারী প্রাণীর শিকার খাওয়া বৈধ; এদের প্রশিক্ষণ হবে নিম্নরূপ ঃ যখন শিকারী প্রাণীকে শিকারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হবে, তখন তা শিকারের উদ্দেশ্যে ছুটে যাওয়া, শিকার ধরা এবং মালিকের থেকে পলায়ন না করা। শিকার করার পর শিকারের গোশ্ত খেতে পারবে না, এমনটি নয়। এ মতটি পূর্বেই আমি উল্লেখ করেছি এবং এ সম্পর্কিত রিওয়ায়াতও সনদসহ পূর্বে বর্ণনা করেছি। অন্যান্য তাফসীরকারগণ এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, এখানে আয়াতের ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য নয়, বরং বিশেষ অর্থ এখানে উদ্দেশ্য। তাদের মতে আয়াতাংশের মর্ম-হল,

শিকারী জন্তু তোমাদের জন্য যা ধরে আনে, তোমরা তা খাও। যদি পরিপূর্ণ অংশ পাওয়া যায়, তবে খাবে। আর কিছু অংশ হলে খাওয়া বৈধ নয়। শিকারী জন্তু যদি শিকারের কিছু অংশ খেয়ে অবশিষ্ট অংশ নিয়ে আসে, তবে অবশিষ্ট অংশ খাওয়া জায়েয নেই। কেননা, খাওয়ার পর যা নিয়ে এসেছে, তা নিজের জন্যই নিয়ে এসেছে; আমাদের জন্য নয়। অথচ আল্লাহ্ পাক-এর বাণী- فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ এর মাধ্যমে আমাদেরকে এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী যা আমাদের জন্য ধরে আনবে, তা আমাদের জন্য খাওয়া বৈধ। তারা তাদের নিজেদের জন্য যা ধরে আনবে, তা খাওয়া আমাদের জন্য বৈধ নয়। এ হল ঐ সমস্ত তাফসীরকারগণের মত, যারা বলেন, যে শিকারী পশুর শিকারের গোশ্ত খাওয়া বৈধ, এর প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া নিম্নরূপ ঃ

শিকারের উদ্দেশ্যে শিকারী জন্তু প্রেরণের সাথে সাথেই তা শিকারের উদ্দেশ্যে ছুটে যায় এবং শিকার ধরে মালিকের জন্য নিয়ে আসে। নিজে এর থেকে খায় এবং মালিকের থেকে পলায়নও করেনা। অনেক মুফাস্সির এ মত পোষণ করেন, তা পূর্বে আমি উল্লেখ করেছি। এখানে অপর মুফাস্সিরের মতামত নিম্নে আমি উল্লেখ করছি।

১১২১২. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) হতে আল্লাহ্‌র বাণী فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেন, শিকারী জন্তু যদি শিকারকে মেরেও ফেলে তবুও তোমরা তা খাবে। হযরত 'আলী (র) বলেন, হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) বলেছেন, সে যদি একে মেরে ফেলে এবং এর গোশ্ত কিছু খেয়ে নেয় তবে তুমি তা খেতে পারবে না। আর যদি শিকারী জন্তু তোমার জন্য তা ধরে নিয়ে আসে এবং তুমি একে জীবিত অবস্থায় পাও তবে তুমি তা যবাহ্ করে খাবে।

১১২১৩. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) হতে অপর এক বর্ণনায় আছে। তিনি বলেন, যদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর শিকার ধরে মালিকের নিকট নিয়ে আসে আর মালিক তা যবাহ করার পূর্বেই কুকুর শিকারের গোশ্ত খেয়ে থাকে তবে ঐ শিকারের অবশিষ্ট অংশ আর খাওয়া যাবে না।

১১২১৪. সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, কুকুর যদি শিকার ধরে নিয়ে আসে এরপর একে মেরে ফেলে, কিন্তু এর থেকে কিছু না খায় তবে তা হালাল। আর যদি সে শিকারের কিছু অংশ খেয়ে ফেলে তবে মনে করা হবে যে, সে তার নিজের জন্যই ধরে এনেছে। সুতরাং তুমি তা খাবে না। কেননা, এ কুকুর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়।

১১২১৫. কাতাদা (র) হতে يَسْئَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ .... فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে, শিকারের উদ্দেশ্যে তুমি যদি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর, পাখি বা তীর নিক্ষেপ কর এবং নিক্ষেপের সময় আল্লাহ্ পাকের নাম উচ্চারণ কর, এরপর শিকার ধরে নিয়ে আসে বা একে মেরে ফেলে তবে তুমি তা খাও।

১১২১৬. দাহ্হাক (র) বলেন, তুমি যদি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর শিকারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ কর এবং প্রেরণের সময় আল্লাহ্ তা'আলার নাম উচ্চারণ কর আর সে যদি শিকার ধরে নিয়ে আসে অথবা হত্যা করে তবে তা হালাল। কিন্তু কুকুর যদি এর থেকে কিছু অংশ খেয়ে ফেলে অতঃপর তুমি আর তা খেতে পারবে না। কেননা, সে একে তার নিজের জন্য ধরে এনেছে।

১১২১৭. 'আদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি فَكُلُوْا مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, একবার আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! (সা) আমাদের দেশ শিকারের দেশ (আমরা কিভাবে শিকার করব এবং খাব?)। উত্তরে তিনি বললেন, শিকারের উদ্দেশ্যে তুমি যদি তোমার কুকুর প্রেরণ কর এবং আল্লাহ্ পাকের নাম নিয়ে প্রেরণ কর, তবে কুকুর তোমার জন্য যা নিয়ে আসে তুমি তা খাবে। যদিও শিকারী প্রাণী শিকারকে ধরে মেরে ফেলে। তবে শিকারী যদি এর গোশ্ত খেয়ে ফেলে তবে তুমি আর তা খেতে পারবেনা। কেননা, সে তো তার নিজের জন্য শিকার ধরে এনেছে।

এ সম্বন্ধে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কোন্‌টি, তা পূর্বেই আমি আলোচনা করেছি। এখানে এর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কেউ হয়তো এ মর্মে প্রশ্ন করতে পারেন যে, যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্র বাণী فَكُلُوْا مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ এর মধ্যে مِنْ অব্যয়টি সংযোজন করা হল কি কারণে? কেননা সমস্ত শিকারী প্রাণীর শিকারকেই আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা হালাল করেছেন। অথচ مِنْ অব্যয়টি সংযোজিত বাক্যের অংশ বিশেষ বুঝানোর জন্যই মুলতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এ জায়গায় مِنْ অব্যয়টি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এ বিষয়ে আরবী ভাষা সাহিত্যিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

বসরাবাসী কতিপয় আরবী ব্যাকরণ বিশেষজ্ঞ বলেন যে, এখানে مِنْ অক্ষরটি অতিরিক্ত। কোন অর্থের জন্য তা ব্যবহৃত হয়নি। যেমন আরব সাহিত্যিকগণ বলেন, كَانَ مِنْ مَّطَرٍ كَانَ مِنْ حَدِيث তাদের মতে অনুরূপ ভাবে আল্ কুরআনেও ইরশাদ হয়েছে, يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ (সূরা তাওবা ঃ ২৭) এবং وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ (সূরা নূর ঃ ৪৩)। শেষোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ দুইভাবে তাফসীর করেছেন। কেউ বলেছেন, এর মানে হল وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ ۔ আর কেউ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالاًفِيْهَا بَرَد فِيْهَا مِنْ بَرَد এর মানে করেছেন مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَدٍ এর দ্বারা। তাদের মতে পর্বত হল শিলাস্তূপের এবং এ শিলা স্তূপ হতে আল্লাহ্ পাক বারিধারা বর্ষণ করেন।

আরব সাহিত্যিকদের অপর দল এ মতটিকে অস্বীকার করেন। তাদের মতে এখানে ব্যবহৃত مِن অব্যয়টি অর্থহীনভাবে ব্যবহৃত হয়নি। বরং কোন বিশেষ অর্থেই তা ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা কোন বাক্যই নিরর্থক ব্যহার হয় না। আর তা হল এই যে, مِنْ অব্যয়টি এখানে تبعيض তথা কোন কিছুর অংশ বিশেষ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তারা বলেন, قد كَانَ مِن مَطَر এবং وَكَانَ مِن حَدِيث এর অর্থ হল, هَل كَانَ مِن مَطَرٍ مَطَرَ عِنْدَكُمْ (অর্থাৎ যে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, তার কিছু তোমাদের এখানেও বর্ষিত হয়েছে কি?) এবং هَلْ كَانَ مِنْ حَدِيثٍ حُدِّثَ عِنْدَكُمْ (অর্থাৎ যে আলোচনা হয়েছে, তার কিছু কি তোমাদের নিকটও আলোচিত হয়েছে?)। তারা বলেন, وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّئَاتِكُم মানে وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّئَاتِكُم مَا يَشَاءُ وَيُرِيدُ অর্থাৎ তোমাদের পাপসমূহ হতে যা ইচ্ছা আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করে দিবেন। এমনিভাবে وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ আয়াতাংশে উল্লেখিত مِنْ بَرَدٍ এর مِنْ কে حَذْف করে দেয়া জায়েয।

কিন্তু مِنْ جِبَالٍ এর مِنْ কে حَذْف করা জায়েয নয়। তাদের মতে আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হল, وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ হতে পর্বতসম শিলাস্তূপ বর্ষণ করেন। এরপর بَرَدٍ এর পূর্বে مِنْ সংযোজন করা হয়েছে। কেননা, তাদের মতে برد হল أَمْثَال এর تَفْسِيْر। অতঃপর جِبَال শব্দকে أَمْثَال এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। আর এ جبال হল جبال برد। সুতরাং جبال এর পূর্ব হতে من অব্যয় حذف করা জায়েয নেই। কেননা আসমান হতে যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়, তা امثال جبال برد। অর্থাৎ শিলাস্তূপের পর্বতের মতই। তবে برد এর পূর্ব হতে من অক্ষরটি حذف করা জায়েয। কেননা برد হল امثال। এর تفسير। যেমন- এক ব্যক্তির নিকট কেবল তৈল মাপার বাটখারা রয়েছে, কিন্তু কোন বস্তু নেই; তবুও তার জন্যও একথা বলা সহী আছে যে, عندى رطلان زيتا وعندى رطلان من زيت এতে একথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, من অব্যয়টি কখনোও تفسير -এর সাথে সংযোজিত হয় আবার কখনও সংযোজিত হয়না। উপরোল্লেখিত শেষোক্ত আয়াতের বিষয়টিও অনুরূপই। তাই أَكَلْتُ مِنَ الطَّعَامِ বাক্যকে أَكَلْتُ مِنَ الطَّعَامِ অর্থাৎ من কে বাকী রেখে দ্বিতীয় طَعَامًا কে حذف করে طعاما পড়া সহী আছে। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ সম্পর্কে বিশুদ্ধমত হল, من অক্ষরটি সাধারণতঃ কোন নির্দিষ্ট অর্থেই ব্যবহৃত হয়। অর্থ ছাড়া তা কখনও ব্যবহৃত হয় না। বাক্যে এর প্রতি ইংগিত বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কখনও একে বাক্য থেকে حذف করেও দেয়া হয়।

উল্লেখ্য যে, فَكُلُوْا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ আয়াতেও مِنْ অব্যয়টি অংশ বিশেষ বুঝানোর (تبعيض)-জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, শিকারী প্রাণী ধরে আনে তার মালিকের জন্য এমন প্রাণী যার গোশ্‌তকে আল্লাহ্ পাক হালাল সাব্যস্ত করেছেন এবং যার লাদি ও রক্তকে তিনি হারাম ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের শিকারী প্রাণী যে সব হালাল প্রাণী তোমাদের জন্য ধরে আনে, তা তোমরা খাও। তবে লাদি এবং রক্ত যা আমি তোমাদের জন্য হারাম করেছি, তা খাবে না। এ অর্থ বুঝানোর জন্যই এখানে مِنْ অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়েছে। وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ এর মধ্যে مِنْ অব্যয়টি কি কারণে সংযোজিত হয়েছে, তা পূর্বেই আমি বর্ণনা করেছি। وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ -এর মধ্যে مِنْ অব্যয়টি কি কারণে ব্যবহৃত হয়েছে, তা ইনশাআল্লাহ্ যথাস্থানে বর্ণনা করবো।

আল্লাহ্‌র বাণী- وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, তোমাদের শিকারী জন্তু যে শিকার ধরে নিয়ে আসে, এর উপর তোমরা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করবে।

১১২১৮. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) হতে আল্লাহ্‌র বাণী وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ -এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে, যখন তুমি তোমার শিকারী জন্তু ছাড়বে তখন আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে ছাড়বে। অবশ্য ভুলে গেলে কোন ক্ষতি নেই।

১১২১৯. হযরত সুদ্দী (র) হতে আল্লাহ্‌র বাণী-وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ -এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত। তিনি বলেন, শিকারী যখন তুমি ছাড়বে তখন আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে ছাড়বে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, হে লোক সকল! আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ করা হতে বেঁচে থাক, অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী জন্তুর শিকার খাওয়া অথবা শিকারী জন্তু যেসব শিকার তোমাদের জন্য ধরে আনেনি, বরং নিজেদের খাওয়ার জন্য ধরে এনেছে, তা খাওয়া হতে পরহেজ কর, এবং বেঁচে থাক ঐ সমস্ত শিকার হতে, যার উপর আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়নি। আরো বিরত থাক যবাহকৃত ঐ জন্তুর থেকেও, যা শিকার করেছে মূর্তিপূজক এবং একত্ববাদে অবিশ্বাসী লোকেরা অথবা যবাহ করেছে তাকে এ ধরনের কোন ব্যক্তি। কেননা মহান আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্য এসব প্রাণী ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা এর থেকে বেঁচে থাক।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা লোকদেরকে এ মর্মে ভীতি প্রদর্শন করছেন যে, তারা যদি আল্লাহ্‌র হুকুম লংঘন করতঃ নিষিদ্ধ কর্মে জড়িয়ে যায় তবে তোমরা সকলেই জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে নিয়ামত দান করেছেন এর হিসাব গ্রহণে এবং যারা নিয়ামত পেয়ে আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়ন করেছে তাদের এ কৃতজ্ঞতার প্রতিদিন প্রদানে অত্যন্ত তৎপর। কেননা তিনি তোমাদের এসব বিষয়ে সম্যক অবহিত। তোমাদের কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা অনুগত এবং অবাধ্য, তিনি তাদের সকলকেই নিজ নিজ কর্মের ফলাফল প্রদান করবেন। এ আয়াতে উভয় দলের প্রতিদানের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(৫) اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۭ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۠ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۡ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ۭ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۡ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

৫. আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভাল জিনিষ হালাল করা হল, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের খাদ্য দ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল ও তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ এবং মু'মিন সচ্চরিত্রা নারী এবং তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হল যদি তোমরা তাদের মহর প্রদান কর; বিবাহের জন্য, প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা উপপত্নী গ্রহণের জন্য নয়। কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! যবাহকৃত জানোয়ার এবং খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে যেগুলো হালাল ও পবিত্র, তা তোমাদের জন্য হালাল করা হল। কিন্তু অপবিত্র বস্তু নয়। وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ অর্থাৎ কিতাবী লোকদের যবাহকৃত জানোয়ার খাওয়াও তোমাদের জন্য হালাল ও বৈধ। এখানে কিতাবী বলতে ইয়াহূদী ও খৃস্টান সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে, যাদের প্রতি তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর তারা উভয় কিতাবের পথনির্দেশনার আলোকে জীবন পরিচালনা করেছে অথবা জীবন পরিচালনা করেছে তারা কোন একটির পথনির্দেশনা মোতাবিক। حِلٌّ لَّكُمْ অর্থাৎ কিতাবী লোকদের যবাহকৃত জানোয়ার ভক্ষণ করা তোমাদের জন্য হালাল। পক্ষান্তরে, অন্যান্য মুশরিক, যাদের কোন আসমানী কিতাব নেই, তাদের যবাহকৃত জানোয়ার খাওয়া জায়েয নেই। চাই তারা আরবের মুশরিক চাই তারা আরবের মুশরিক সম্প্রদায় হোক অথবা মূর্তিপূজক সম্প্রদায় হোক; সকলের ক্ষেত্রেই এ হুকুম সমভাবে প্রযোজ্য। কেননা যারা আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাসী নয় এবং যারা আসমানী কোন দ্বীনের অনুসারী নয় তাদের যবাহকৃত জানোয়ার ভক্ষণ করা তোমাদের জন্য হারাম।

وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ বলে মহান আল্লাহ্ পাক কিতাবী লোকদের কোন্ সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছেন, এ বিষয়ে মুফাস্সিরগণের একাধিক মতামত রয়েছে।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, যে দু' সম্প্রদায়ের প্রতি তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাব দু'টি অবতীর্ণ হয়েছে, এ আয়াতে তাদের যবাহ্কৃত জানোয়ারকে বুঝানো হয়েছে অথবা যারা উক্ত সম্প্রদায়দ্বয়ের ধর্মাদর্শে প্রবেশ করতঃ তাদের দীন মেনে নিয়েছে, তারা যা হারাম সাব্যস্ত করেছে, তারাও তাকে হারাম বলে মেনে নিয়েছে কিংবা তারা যাকে হালাল ঘোষণা করেছে, ওরাও একে হালাল বলে মেনে নিয়েছে। অনুরূপ অন্যান্য আরো ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১২২০. হযরত ইকরামা (র) বলেন, হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) কে বনী-তাগলিব এর খৃস্টান সম্প্রদায়ের যবাহ্কৃত জানোয়ার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে, তিনি

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ ....وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ.

(হে মু'মিনগণ! য়াহুদী ও খৃস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। সূরা মায়িদা ঃ ৫১) আয়াতটি পাঠ করলেন।

১১২২১. অপর এক সূত্রে হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১১২২২. হযরত হাসান ও ইকরামা (র) হতে বর্ণিত। তারা বনী তাগলিব এর খৃস্টানদের যবাহ্কৃত জানোয়ার খাওয়া এবং তাদের কন্যাদেরকে বিবাহ করাকে কোন দোষণীয় ব্যাপার বলে মনে করতেন না। এ মতের সমর্থনে তারা নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করতেন, وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ

১১২২৩. হযরত হাসান ও হযরত সা'ঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব (র) হতে বর্ণিত। তারা বনী তাগলিব এর খৃস্টানদের যবাহ্কৃত জানোয়ার ভক্ষণ করাকে কোন দোষণীয় ব্যাপার বলে মনে করতেন না।

১১২২৪. হযরত শা'বী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বনী তাগলিব এর খৃস্টান সম্প্রদায়ের যবাহকৃত জানোয়ার খাওয়াকে কোন দোষণীয় কাজ বলে মনে করতেন না। অতঃপর তিনি এ মতের সমর্থনে পাঠ করেন, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (এবং তোমার প্রতিপালক ভুলবার মত নন—সূরা মরিয়াম ঃ ৬৪)।

১১২২৫. হযরত ইব্ন শিহাব (র) আরব খৃস্টানদের যবাহকৃত জানোয়ার সম্পর্কে বলেন, ধর্মীয় দিক থেকে তারা যেহেতু কিতাবী এবং আল্লাহ্র নাম নিয়ে যবাহ্ করে, তাই তাদের যবাহ্কৃত জানোয়ার খাওয়া জায়েয আছে।

১১২২৬. হযরত 'আতা (র) বলেন, কিতাবী লোকেরাও আল্ কুর'আনের অনুসৃত দীনের অনুসারী।

১১২২৭. হযরত শু'বা (র) বলেন, একবার আমি বনী তাগলিব এর খৃস্টানদের যবাহকৃত জানোয়ার সম্বন্ধে হযরত হাকাম, হাম্মাদ ও হযরত কাতাদা (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তাঁরা বললেন, এতে কোন ক্ষতি নেই। অতপর হযরত হাকাম (র) পাঠ করলেন— وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَايَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّا اَمَانِىَّ অর্থাৎ তাদের মধ্যে এমন কতক নিরক্ষর লোক আছে, যাদের মিথ্যা আশা ব্যতীত কিতাব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই। (সূরা বাকারা ঃ ৭৮) আয়াতটি পাঠ করলেন।

১১২২৮. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী তাগলিব গোত্রের যবাহকৃত জানোয়ার তোমরা ভক্ষণ করবে এবং তাদের কন্যাদেরকে বিবাহ করবে। কেননা আল্ কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَاءَ - بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ - (হে মু'মিনগণ! ইয়াহূদী ও খৃস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে—সূরা মায়িদা ঃ ৫১) এতে একথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, উপরোক্ত সম্প্রদায়দ্বয়ের সাথে যাদের বন্ধুত্ব থাকবে, তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।

১১২২৯. হযরত হাসান (র) বনী তাগলিব-এর খৃস্টানদের যবাহকৃত জানোয়ার খাওয়াকে কোন দোষের ব্যাপার বলে মনে করতেন না। তিনি বলতেন, তারা দীনের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করেছে। সুতরাং এ-ই হল তাদের দীন এবং তাদের ধর্ম।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণের মতে طَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ এর দ্বারা বনী ইসরাঈল এবং তাদের সন্তান-সন্ততি, যাদের প্রতি তাওরাত ও ইঞ্জীল নাযিল করা হয়েছে, তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। অন্যান্য দলের যেসব লোকজন বনী ইসরাঈলের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং তাদর ধর্মাদর্শ মেনে নিয়েছে, এ আয়াতে তাদেরকে বুঝানো হয়নি এবং তাদের যবাহকৃত জানোয়ারের গোশ্ত খাওয়াও বৈধ নয়। কেননা তারা কিতাবী লোকদের অন্তর্ভুক্ত নয়। হযরত ইমাম শাফিঈ (র) এমত পোষণ করেন। যেসব সাহাবা ও তাবি'ঈন আরব খৃস্টানদের যবাহকৃত জানোয়ার খাওয়াকে মাকরূহ মনে করেন, তিনি তাদের উক্ত মতামতের ব্যাপারে বিশেষ ধরেনর ব্যাখ্যা করেন।

আরব খৃস্টানদের যবাহকৃত জানোয়ার ভক্ষণ করাকে যারা হারাম মনে করেন, তাদের যুক্তি;

১১২৩০. হযরত 'আলী (র) বলেন, বনী তাগলিব গোত্রের খৃস্টানদের যবাহকৃত জন্তু তোমরা খাবে না। কেননা তারা খৃস্টানদের আদর্শ হতে মদ্যপান ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করেনি।

১১২৩১. অপর এক সূত্রে হযরত 'আলী (র) বলেন, বনী তাগলিব গোত্রের খৃস্টানদের যবাহ্কৃত জানোয়ার তোমরা খাবে না। কেননা তারা খৃস্টানদের আদর্শ হতে মদ্যপান ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করেনি।

১১২৩২. হযরত 'উবায়দা (র) বলেন, একদা আমি হযরত আলী (র) কে আরব খৃস্টানদের যবাহ্কৃত জন্তু খাওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তাদের যবাহ্কৃত জন্তু খাওয়া বৈধ নয়। কেননা মদ্যপান ব্যতীরেকে তারা খৃস্টানদের আদর্শের সাথে কোনই সম্পর্ক রাখে না।

১১২৩৩. হযরত আবুল বুখতারী (র) বলেন, হযরত 'আলী (রা.) আমাদেরকে আরব খৃস্টানদের যবাহ্কৃত জানোয়ারের গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

১১২৩৪. হযরত 'আলী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বনী তাগলিব গোত্রের খৃস্টানদের যবাহ্কৃত জানোয়ারের গোশ্ত খাওয়া মাকরূহ মনে করতেন।

১১২৩৫. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরব ও আরমিনিয়ার খৃস্টান সম্প্রদায়ের যবাহ্কৃত জানোয়ারের গোশ্ত তোমরা খাবে না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, হযরত 'আলী (র.) হতে বর্ণিত হাদীস এ কথাই প্রমাণ করছে যে, তিনি বনী তাগলিব গোত্রের খৃস্টানদের যবাহ্কৃত প্রাণী খেতে নিষেধ করতেন এ কারণে যে, তারা খৃস্টান ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নেই। কেননা মদ্যপান ব্যতীত হালাল হারামের বিষয়ে খৃস্টানদের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ খৃস্টানরা যাকে হালাল মনে করে তারা তাকে হারাম মনে করে, এবং খৃস্টানরা যাকে হারাম মনে করে তারা তাকে হালাল মনে করে। যারা কোন ধর্মাদর্শের প্রকৃত অনুসারী না হয়ে শুধু কেবল মুখরোচক দাবী করে, তারা ঐ ধর্মের অনুসারী বিবেচিত না হয়ে ধর্ম-বর্হিভূত বলে বিবেচিত হওয়ার ক্ষেত্রেই অধিক উপযুক্ত। একারণেই হযরত 'আলী (র) বনী তাগলিব গোত্রের খৃস্টানদের যবাহ্কৃত জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন। তারা বনী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত নয়, এ কারণে তাদের যবাহ্কৃত জন্তু খেতে নিষেধ করা হয়নি। বিষয়টি যেহেতু এমনই এবং এ বিষয়ে যেহেতু ইজমা' রয়েছে যে, ইয়াহূদী ও খৃস্টান যারা ইয়াহূদী ও খৃস্টান ধর্মাবলম্বী এবং যারা হালাল- হারামের ক্ষেত্রে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের অনুসারী, চাই তারা বনী ইসরাঈল গোত্রের হোক বা অন্য কোন গোত্রের, তাদের যবাহ্কৃত জানোয়ার খাওয়াতে কোন দোষ নেই। এতে হযরত ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর উক্তি এবং طَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ-এর ব্যাখ্যায় তাঁর যে মতামত বর্ণিত হয়েছে, তা যুক্তিযুক্ত নয় বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

طَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ -এ বর্ণিত طَعَامَ এর অর্থ হল যবাহ্কৃত জানোয়ার। ব্যাখ্যাকারগণও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১২৩৬. হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, طَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ অর্থ যবাহ্কৃত জানোয়ার।

১১২৩৭. অন্য এক সূত্রে হযরত মুজাহিদ (র) হতে আল্লাহ্‌র বাণী طَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, এ হল তাদের যবাহকৃত জানোয়ার।

১১২৩৮. হযরত মুজাহিদ (র) হতে অন্য এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

১১২৩৯. অপর এক সূত্রে হযরত মুজাহিদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

১১২৪০. হযরত মুজাহিদ (র) হতে অন্য এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

১১২৪১. হযরত মুজাহিদ (র) হতে অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

১১২৪২. হযরত মুজাহিদ (র) হতে طَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ - এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, এর দ্বারা কিতাবী লোকদের যবাহকৃত জন্তুকে বুঝানো হয়েছে।

১১২৪৩. ইব্‌রাহীম (র) হতে طَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, এ হল তাদের যবাহকৃত জন্তু।

১১২৪৪. অন্য এক সূত্রে ইব্‌রাহীম (র) হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

১১২৪৫. ইব্‌রাহীম (র) হতে অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১১২৪৬. অপর এক সূত্রে ইব্‌রাহীম (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

১১২৪৭. হযরত ইব্‌রাহীম (র) হতে অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১১২৪৮. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) হতে طَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হল তাদের যবাহকৃত জানোয়ার।

১১২৪৯. হযরত হাসান (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১১২৫০. হযরত কাতাদা (র) হতে আল্লাহ্ বাণী طَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত যে, এ হল তাদের যবাহকৃত জানোয়ার।

১১২৫১. হযরত সুদ্দী (র) হতে طَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, তাদের খাদ্যদ্রব্য মানে তাদের যবাহকৃত জানোয়ার।

১১২৫২. হযরত দাহ্‌হাক (র) আল্লাহ্‌র বাণী- طَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য কিতাবীদের খাদ্য এবং তাদের কন্যাদেরকে বিয়ে করা হালাল করে দিয়েছেন।

১১২৫৩. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) হতে আল্লাহ্‌র বাণী- طَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ব্যাখ্যায় বর্ণিত। তিনি বলেন, তাদের খাদ্য এবং তাদের কন্যাদেরকে আমাদের জন্য বিয়ে করা হালাল করে দেয়া হয়েছে।

১১২৫৪. ইব্‌ন ওয়াহাব (র) বলেন, একবার আমি হযরত ইব্‌ন যায়দ (র)-কে গির্জার উদ্দেশ্যে যবাহকৃত জানোয়ার ভক্ষণ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য কিতাবীদের খাদ্য হাল্লাল করে দিয়েছেন এবং এর থেকে কোন কিছুকে বাদ দেয়া হয়নি।

১১২৫৫. হযরত 'উমায়র ইব্নুল আসওয়াদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি হযরত আবূদ্ দারদাকে 'জারজিস' নামক গীর্জার উদ্দেশ্যে যবাহকৃত ভেড়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম। বললাম এ বিষয়ে আমাকে সঠিক পথ নির্দেশ করুন। আমরা এর গোশ্ত খেতে পারি কী? এ কথা শুনে হযরত আবূদ দার্দা (র) বলেন, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে ক্ষমা করুন। তারা তো কিতাবী লোক। তাদের খাদ্য আমাদের জন্য হালাল এবং আমাদের খাদ্যও তাদের জন্য হালাল। অতঃপর তিনি খাওয়ার অনুমতি দিলেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ মানে হে মুমিনগণ! তোমাদের যবাহ্কৃত জন্তুও কিতাবীলোকদের জন্য হালাল।

মহান আল্লাহ্র বাণী وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ-এর অর্থ, হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য মু'মিন সচ্চরিত্রতা নারীদেরকে বিবাহ করা হালাল করা হয়েছে। এস্থানে অর্থ আযাদ মহিলা। তাদেরকে তোমরা বিবাহ করতে পারবে। وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ-এবং তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তাদের সতী সাধ্বী নারীদেরকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে। এখানে কিতাবী বলে ইয়াহূদী ও খৃস্টান সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে, যারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের অনুসারী। সুতরাং আরব ও অন্যান্য দেশীয় মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী হে মু'মিনগণ! তোমরা তাদেরকে বিবাহ করতে পারবে। اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ অর্থ যখন তোমরা তাদেরকে মাহর দান কর এভাবে যে, তোমরা তাদেরকে পত্নী করে লও। اُجُوْرَهُنَّ মানে তাদের মাহ্র। وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ আয়াতে উল্লেখিত اَلْمُحْصَنٰتُ-এর অর্থ সম্পর্কে একাধিক মত রয়েছে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, اَلْمُحْصَنٰتُ অর্থ আযাদ মহিলা। সে চরিত্রহীনা অথবা সতী যাই হোক না কেন। তাদের মতে আযাদ মহিলাকে বিবাহ করা জায়েয। সে মু'মিন হোক বা কিতাবী, দুশ্চরিত্রা হোক বা সচ্চরিত্রা। অর্থাৎ স্বাধীন মহিলা যে কোন ধরনের হোক না কেন, তাকে বিবাহ করা বৈধ। অবশ্য কিতাবী বাঁদীকে কোন অবস্থাতেই বিবাহ্ করা বৈধ নয়। কেননা বাঁদীর সাথে বিবাহ বৈধ হওয়ার শর্ত হল, ঈমানদার হওয়া। ইরশাদ হয়েছে,

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ -

(তোমাদের মধ্যে কারো স্বাধীনা ঈমানদার নারী বিবাহের সামর্থ্য না থাকলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত ঈমানদার নারী বিবাহ করবে। নিসা ঃ ২৫)

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১২৫৬. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, اَلْمُحْصَنٰتُ অর্থ- স্বাধীন মহিলা।

১১২৫৭. অন্য এক সূত্রে হযরত মুজাহিদ (র) হতে وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত রয়েছে যে, اَلْمُحْصَنٰتُ অর্থ স্বাধীন মহিলা।

১১২৫৮. তারিক ইব্ন শিহাব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে হযরত তারিক (র)-এর বোনকে বিবাহ করার জন্য তার নিকট পয়গাম পাঠালেন। এ সংবাদ ঐ মহিলাকেও জানানো হল। এরপর তিনি এ ঘটনা হযরত 'উমর (র)-এর নিকট খুলে বললেন। ঘটনা শুনে হযরত 'উমর (র) বললেন, তার মধ্যে কি গুণাবলী আছে? উত্তরে তিনি বললেন, তার মধ্যে কেবল ভাল গুণ ব্যতীত আমি কিছুই দেখিনি। তখন উমর (র) বললেন, তাহলে তোমার বোনকে তার নিকট বিয়ে দিয়ে দাও। তবে বেশী জানাজানি করোনা।

১১২৫৯. 'আমির (র) বলেন, আমাদের মধ্য থেকে হামদান দেশীয় এক মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হলে রাসূল (সা) কর্তৃক নিয়োজিত যাকাত উসূলকারী এক সাহাবী তার উপর শরীয়ত সম্মত শাস্তি আরোপ করলেন। এরপর মহিলা তওবাও করে নিল। এরপর কিছু লোক হযরত 'উমর (র) এর নিকট এসে বলল, সে তো সাংঘাতিক খারাপ কাজ করেছে, এমতাবস্থায় আমরা কি তাকে বিয়ে দিতে পারি? একথা শুনে 'উমর (র) বললেন, তোমরা এ সম্বন্ধে পুনরায় কখনো আলোচনা করেছ, এ কথা যদি আমি জানতে পাই তবে তোমাদেরকে আমি কঠোর শাস্তি প্রদান করব।

১১২৬০. তারিক ইব্ন শিহাব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি তার বোনকে বিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করলে সে বলল, আমার আশংকা হচ্ছে, আমি আমার পিতাকে অপমানিত না করি। কেননা আমি আমার সীমা লংঘন করেছি। এরপর তিনি হযরত 'উমর (র) এর নিকট এসে এ কথা বললে হযরত 'উমর (র) বললেন, সে কি তওবা করেনি? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তওবা করেছে। তখন হযরত 'উমর (র) বললেন, তাহলে তাকে বিয়ে দিয়ে দাও।

১১২৬১. শা'বী (র) বলেন, হামদানের নুশায়বা নাম্নী এক মহিলা ব্যভিচার করে আত্মহত্যা করার ইচ্ছা করলে বর্ণনাকারী বললেন, তোমরা তাকে রক্ষা কর। এরপর লোকেরা তাকে ঔষধ সেবন করালে সে সুস্থ হল। এ ঘটনা হযরত 'উমর (র) এর নিকট বলা হলে তিনি বললেন, সচ্চরিত্রা মুসলিম নারীর ন্যায় তাকেও বিবাহ দিয়ে দাও।

১১২৬২. 'আমির (র) বললেন, ইয়ামানের এক ব্যক্তির ভগ্নি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে নিজ গলায় ছুরি চালাতে আরম্ভ করলে লোকেরা তাকে ধরে ফেলল। এরপর ক্ষতস্থানে ঔষধ ব্যবহার করা হলে তা শুকিয়ে যায়। পরবর্তীকালে তার চাচা সপরিবারে হিজরত করে মদীনায় চলে আসে। এদিকে ঐ মহিলা কুরআন পাঠে এবং ইবাদতে এমনভাবে মশগুল হল যে, সমকালীন মহিলাদের মধ্যে তার কোন নজীর ছিলনা। পরে সে স্বীয় চাচার নিকট বিবাহের আবদার জানালে চাচা এতে বিব্রতবোধ করেন। কেননা ভাতিজীর দোষ গোপন করাকে তিনি অপছন্দ করতেন এবং ভাতিজীর নিকট এ কথা প্রকাশ হওয়াকে তিনি আরো বেশী অপছন্দ করতেন। তারপর মেয়ের চাচা এ সমস্যার কথা হযরত 'উমর (র)-এর নিকট প্রকাশ করলে তিনি তাকে বললেন, এ কথা তুমি প্রকাশ করলে তোমাকে আমি শাস্তি প্রদান করব। শোন! নেক, পূণ্যবান এবং পছন্দনীয় কোন পাত্র পেলে তার সাথে ওকে বিয়ে দিয়ে দিবে।

১১২৬৩. অন্য এক সূত্রে 'আমির (র) হতে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, একবার নুবায়শা নাম্নী ইয়ামানের এক মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ল। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

১১২৬৪. 'আমির (র) হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত 'উমর (র) এর নিকট এসে বললেন, জাহিলিয়্যাতের যুগে আমার এক কন্যাকে জীবিত কবর দেয়া হয়েছিল। তারপর মরার আগেই তাকে কবর হতে বের করে ফেলি। এরপর সে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। মুসলমান হওয়ার পর হঠাৎ সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং পরে একটি ছুরি হাতে নিয়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়। এ দেখে আমি গিয়ে তাকে ধরলাম। দেখলাম, ঘাড়ের মোটা রগের কিছু অংশ সে কেটে ফেলেছে। আমি তার ক্ষতস্থানে ঔষধ লাগিয়ে দিলাম। সে ভাল হয়ে গেল। এরপর সে উত্তমরূপে আল্লাহ্‌র দরবারে তওবা করল।

এরপর সে আমার নিকট বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করে। আমীরুল মু'মিনীন তার সম্পর্কে আমাকে নির্দেশ দান করলেন। হযরত 'উমর (র) বললেন, মহান আল্লাহ্ পাক তার যে দোষ গোপন রেখেছেন, তা তুমি কি প্রকাশ করে দিতে চাচ্ছ। আল্লাহ্ পাকের শপথ? ভবিষ্যতে এ কথা যদি তুমি কারো কাছে বল তাহলে আমি তোমাকে এমন শাস্তি দেব, যা শহরবাসীর জন্য হবে দৃষ্টান্ত। একজন সচ্চরিত্রা মুসলিম নারীর ন্যায় তুমি তাকে বিবাহ দিয়ে দাও।

১২৬৫. হযরত শা'বী (র) বলেন, একবার জনৈক ব্যক্তি হযরত 'উমর (র)-এর নিকট আসলেন। এরপর হাদীসটি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

১১২৬৬. হযরত আবুয্ যুবায়র (র) বলেন, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নিকট তার বোনকে বিবাহ করার প্রস্তাব করলে সে বলল, সে তো এক কান্ড করে ফেলেছে। এ সংবাদ হযরত 'উমর (র) এর নিকট পৌঁছলে তিনি তাকে ডেকে এনে প্রহার করলেন এবং বললেন, এ কী খবর তুমি বলছো? চুপ চাপ তুমি তাকে বিবাহ দিয়ে দাও।

১১২৬৭. হযরত হাসান (র) বলেন, হযরত 'উমর (র) বলেছেন, কোন মুসলমান ব্যভিচারীর সাথে আমি কোন সতী মুসলমান নারীর বিবাহ হতে দিব না। একথা শুনে হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (র) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! শির্‌ক তো এ থেকে বড় পাপ। তথাপি তারা তওবা করলে আল্লাহ্ পাক তাদের তওবা কবুল করে থাকেন!

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারদের মতে وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ এ উল্লেখিত اَلْمُحْصَنٰتُ এর অর্থ আযাদ ও বাঁদী উভয় প্রকারের সচ্চরিত্রা নারী। তাদের মতে কিতাবী দীনদার বাঁদী বিবাহ করা জায়েয, কিন্তু মু'মিন ও কিতাবী অসচ্চরিত্রা নারীকে বিবাহ করা হারাম।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১২৬৮. হযরত মুজাহিদ (র) হতে আল্লাহ্ পাকের বাণী وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ-এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত। তিনি বলেন, اَلْمُحْصَنٰتُ মানে সচ্চরিত্রা নারী।

১১২৬৯. অন্য এক সূত্রে হযরত মুজাদি (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১১২৭০. হযরত 'আমির (র) وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের সতীত্ব হল, যিনা না করা এবং জানাবাত (যে অবস্থায় গোসল করা ফরয) এর গোসল করা।

১১২৭১. অন্য এক সূত্রে হযরত 'আমির (র) হতে وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের সতীত্ব হল জানাবাতের গোসল করা এবং নিজেদের গুপ্তস্থানের হেফাযত করা।

১১২৭২. হযরত শা'বী (র) হতে মহান আল্লাহ্‌র বাণী وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ -এর ব্যাখ্যয় বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের সতীত্ব হল, যিনা না করা এবং জানাবাতের গোসল করা।

১১২৭৩. হযরত শা'বী (র) হতে অপর এক সূত্রে মহান আল্লাহ্‌র বাণী وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত। তিনি বলেন, তাদের সতীত্ব হল, জানাবাতের গোসল করা এবং যিনা হতে নিজের গুপ্তস্থানের হিফাযত করা।

১১২৭৪. হযরত 'আমির (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১১২৭৫. হযরত সুফয়ান (র) হতে মহান আল্লাহ্‌র বাণী وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ - এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত। তিনি বলেন, اَلْمُحْصَنٰتُ মানে তাঁরা হলেন সচ্চরিত্র মহিলাগণ।

১১২৭৬. হযরত সুদ্দী (র) হতে وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত। তিনি বলেন, اَلْمُحْصَنَاتُ অর্থ- তারা হলেন সচ্চরিত্র মহিলাগণ।

১১২৭৭. হযরত কাতাদা (র) বলেন, জনৈকা মহিলা নিজ গোলামের সাথে সহবাস করার পর বলল, আমি মহান আল্লাহ্‌র বাণী وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ - এর ভিত্তিতে এ কর্ম করেছি । এরপর তাকে হযরত 'উমর (র)-এর দরবারে উপস্থিত করা হলে নবী করীম (সা) এর কয়েকজন সাহাবী বললেন, সে আল্লাহ্‌র আয়াতের অপব্যাখ্যা করেছে। এরপর হযরত 'উমর (র) গোলামের মাথার চুল কেটে তাকে দেশছাড়া করে দেন এবং মহিলাকে বললেন, এর সাথে সহবাসের পর মুসলমানদের সাথে তোমার বিবাহ শাদী সম্পূর্ণরূপে হারাম।

১১২৭৮. হযরত ইব্‌রাহীম (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাধামুক্ত নির্জন বাসের পূর্বেই যে মহিলা যিনায় লিপ্ত হয়, সে মহর পাবে না। বরং তাদের বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে।

১১২৭৯. হযরত শা'বী (র) বলেন, কোন পাপী কুমারী নারী যিনায় লিপ্ত হলে তাকে একশত বেত্রাঘাত করা হবে, এক বছরের জন্য দেশছাড়া করা হবে এবং স্বামীর কাছ থেকে নেয়া সমস্ত দেন মহর তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

১১২৮০. হযরত জাবির (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১১২৮১. হযরত হাসান (র) হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১১২৮২. হযরত হাসান (র) বলতেন, কোন পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে অশ্লীল কাজে দেখতে পায় এবং এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত হয়, তাহলে এরূপ স্ত্রীকে সে আর নিজের কাছে আটকিয়ে রাখবে না। (বরং বিদায় করে দিবে।)

১১২৮৩. হযরত আবূ মায়সারা (র) বলেন, কিতাবীদের ক্রীতদাসীরা তাদের আযাদ মহিলাদের মতই। وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ বাক্যটি عام (ব্যাপক অর্থবোধক) না خاص (বিশেষ অর্থবোধক) এ বিষয়ে ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, কিতাবী সচ্চরিত্রা মহিলাদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা اَلْمُحْصَنٰتُ মানে সচ্চরিত্রা মহিলা। সুতরাং মুসলমান পুরুষের জন্য জায়েয, কিতাবী আযাদ ও ক্রীতদাসী নারীদেরকে বিবাহ করা। চাই তারা হরবী হোক বা যিম্মী। প্রমাণ স্বরূপ তারা وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ আয়াতটি পেশ করেন। এখানে اَلْمُحْصَنٰتُ-এর অর্থ হল, সচ্চরিত্রা নারী। তারা যে কোন সম্প্রদায়ের হোক না কেন। এতো হল ঐ সমস্ত ব্যাখ্যাকারের অভিমত, যাঁরা বলেন, এ আয়াতে اَلْمُحصنتُ মানে সচ্চরিত্রা নারী।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারদের মতে وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ -আয়াতে উল্লেখিত اَلْمُحْصَنٰتُ -এর অর্থ আযাদ মহিলা। তাদের মতে আয়াতটি কিতাবী মহিলাদের ব্যাপারে 'আম (عام) তথা ব্যাপক অর্থবোধক। সুতরাং ইহয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের সর্বপ্রকার আযাদ মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ। চাই তারা হরবী হোক বা যিম্মী। পূর্বপবর্তী এবং পরবর্তী একদল 'আলিম এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১২৮৪. হযরত সা'ঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিব এবং হযরত হাসান (র) ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান মহিলা বিবাহ করাকে দোষণীয় মনে করেন না। তারা বলেন, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে বৈধ করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতের দ্বারা বনী ইসরাঈলী কিতাবী মহিলাদেরকে বুঝানো হয়েছে। ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী সমস্ত মহিলাদেরকে বুঝানো হয়নি। হযরত ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মতও এরূপ। কারও কারও মতে এ আয়াত দ্বারা ঐ কিতাবী নারীদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা যিম্মী এবং যাদের সাথে মুসলমানদের সন্ধি চুক্তি রয়েছে। কেননা তাদের মতে হরবী মহিলা বিবাহ করা মুসলমানদের জন্য হারাম।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১২৮৫. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) বলেন, কোন কোন কিতাবী মহিলাকে বিবাহ করা আমাদের জন্য বৈধ এবং কোন কোন কিতাবী মহিলাকে বিবাহ করা আমাদের জন্য বৈধ নয়। এ মতের সমর্থনে তিনি পাঠ করেন قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ (যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও পরকালের উপরও ঈমান আনেনা এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা নিষিদ্ধ মনে করেনা এবং সত্য দীন অনুসরণ করেনা, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিয্য়া দেয়— সূরা তাওবা ঃ ২৯)

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমার মতে وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ আয়াতাংশের বিশুদ্ধতম অর্থ হল, মু'মিন ও কিতাবী লোকদের

আযাদ মহিলা। কেননা আল্লাহ্ পাক ঈমানদার ক্রীতদাসীকে বিবাহ করার জন্যই কেবল আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন। আল্ কুরআনে ইরশাদ হয়েছে وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ —তোমাদের মধ্যে কারও স্বাধীনা ঈমানদার নারী বিবাহের সামর্থ্য না থাকলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত ঈমানদার নারী বিবাহ করবে; (সূরা নিসা ঃ ২৫)। এতে এ কথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, দাসীদের থেকে কেবল ঈমানদার দাসী বিবাহ করাই আমাদের জন্য বৈধ। পক্ষান্তরে وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ এর অর্থ যদি সচ্চরিত্রা মহিলা করা হয় তাহলে সচ্চরিত্রা দাসীকেও বিবাহ করা আমাদের জন্য বৈধ হয়ে যাবে এবং আয়াতের মর্ম হতে মুসলিম এবং কিতাবী অসচ্চরিত্রা নারী বের হয়ে যাবে। অথচ আল্লাহ্ পাক মু'মিন স্বাধীনা অসচ্চরিত্রা নারীকেও আমাদের জন্য বৈধ ঘোষণা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ (তোমাদের মধ্যে যারা আইয়িম, তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা যারা সৎ তাদেরও —সূরা নূর-৩২)। যারা বলেন, "মু'মিন পুরুষের জন্য মু'মিন ও কিতাবী অসচ্চরিত্রা নারী বিবাহ করা বৈধ নয়।" তাদের এহেন মতের ভ্রান্তির ব্যাপারে আমি একাধিক স্থানে আলোচনা করেছি, তাই এখানে এর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

অতএব মু'মিন পুরুষের জন্য মুসলমান এবং কিতাবী আযাদ মহিলা বিবাহ করা বৈধ। চাই তারা অসচ্চরিত্রা হোক বা সচ্চরিত্রা, যিম্মী হোক বা হরবী। তবে এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, বর-কনের বাপের পক্ষ হতে কুফ্রী অবলম্বনের ব্যাপারে চাপ এবং আশংকা মুক্ত হতে হবে। এ কথাটি মহান আল্লাহ্র বাণী-وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ হতেই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে।

যারা বলেন, এ আয়াত দ্বারা বনী ইসরাঈলী কিতাবী মহিলাদেরকে বুঝানো হয়েছে, তাদের জবাব দেয়ার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। কেননা তাদের এ উক্তি অধিকাংশ আলিমদের মতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাই একাধিক স্থানে এহেন লোকদের ভ্রান্তিপূর্ণ বক্তব্যের কথা আমি পরিস্কার বর্ণনা করেছি। এখানে এর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন মনে করছি।

মহান আল্লাহ্র বাণী اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ মানে মহর। কেননা اَلْاَجْرُ অর্থ ঐ বিনিময়, যা পুরুষ তার স্ত্রী হতে যৌন সম্ভোগ হাসিলের জন্য ব্যয় করে থাকে। আর সে বিনিময়টি হল একমাত্র মহর। যেমন-

১১২৮৬. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) হতে মহান আল্লাহ্র বাণী- اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ -এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত। তিনি বলেন, اُجُوْرَهُنَّ অর্থ তাদের মাহর।

মহান আল্লাহ্র বাণী- مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلاَ مُتَّخِذِىْ اَخْدَانٍ -এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, উপরোক্ত আয়াতাংশের মর্ম হল, তোমাদের জন্য মু'মিন সচ্চরিত্রা নারী এবং তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের সচ্চরিত্রা নারী বৈধ করা হয়েছে এ শর্তে যে, তোমরাও সচ্চরিত্রবান হবে এবং তোমাদের এ বিবাহ প্রকাশ্য ব্যভিচার ও উপপত্নী গ্রহণের উদ্দেশ্যে হবেনা।

مُحْصِنِيْنَ অর্থ সচ্চরিত্রবান। مُحْصَنَيْنَ অর্থ- যারা অসচ্চরিত্রা নারীদের সাথে প্রকাশ্য ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। وَلَا مُتَّخِذِىْ اَخْدَانٍ অর্থ তারা নির্জনে কোন ব্যভিচারিণীর সাথে মিলিত হওয়ার প্রায়াসও রাখেনা এবং অপকর্মের উদ্দেশ্যে কোন মহিলাকে বান্ধবীরূপেও গ্রহণ করেনা।

পূর্বে একাধিক স্থানে আমি اَلْاِحْصَانِ-এর অর্থ ও ব্যাখ্যা এবং سِفَاحٌ ও خِدْنٌ -এর মর্ম পরিস্কারভাবে উল্লেখ করেছি। এ স্থানে এর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। যেমন বর্ণিত রয়েছে—

১১২৮৭. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) হতে মহান আল্লাহ্‌র বাণী- مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ -এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত রয়েছে যে, তারা তাদেরকে মহরের বিনিময়ে ই'লান করতঃ ঘোষণা দিয়ে প্রকাশ্যে বিবাহ্ করে, প্রকাশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া এবং গোপন যিনার বা ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে উপপত্নী হিসাবে গ্রহণ করেনা।

১১২৮৮. হযরত কাতাদা (র) বলেন, আমাদের সচ্চরিত্রবান মু'মিন পুরুষের জন্য মু'মিন সচ্চরিত্রা নারী এবং কিতাবী সচ্চরিত্রা নারীকে আল্লাহ্ তা'আলা হালাল করে দিয়েছেন। তবে বিবাহকারী বিবাহিতা নারীকে উপপত্নী হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে না।

১১২৮৯. হযরত হাসান (র) বলেন, জনৈক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন মুসলমান পুরুষ কোন কিতাবী নারীকে বিবাহ করতে পারবে কি? উত্তরে তিনি বললেন, কিতাবী মহিলা বিবাহ করবে কেন? মহান আল্লাহ্ তা'আলা তো বহু মুসলিম নারীই সৃষ্টি করেছেন! যদি করতেই হয় তাহলে সচ্চরিত্রা বরং সতী সাধ্বী দেখে বিবাহ্ করবে। তখন প্রশ্নকারী ব্যক্তি বললেন, مُسَافِحَةٌ (অসচ্চরিত্রা) মানে কী? উত্তরে তিনি বললেন, অসচ্চরিত্রা নারী হল সে, যাকে পুরুষ লোক চোখে ইশারা করার পর সে তার পেছনে ছুটে যায়।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী- وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ মানে যে সব বিষয়ে বিশ্বাসী হওয়ার জন্য মহান রাব্বুল 'আলামীন হুকুম করেছেন, যেমন আল্লাহ্‌র একত্ববাদ, মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়্যাত এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে অবতীর্ণ বিধি-বিধানের উপর ঈমান আনা ইত্যাদি বিষয়কে কেউ প্রত্যাখ্যান করলে। فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ অর্থাৎ দুনিয়াতে কৃত তার সমুদয় 'আমল যেগুলোর মাধ্যমে সে আল্লাহ্‌র দরবারে মহা সম্মানের আশাবাদী ছিল, তার উপরোক্ত সমস্ত 'আমলের ছওয়াব নষ্ট হয়ে যাবে। وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ অর্থাৎ আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ঐ সমস্ত লোক, যারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য বাদ দিয়ে নিজেদের নফ্সের প্রতি অবিচার করেছে। বলা হয় وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ -এর দ্বারা কিতাবী লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। বস্তুতঃ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ -আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর একদল লোক কিতাবী নারী বিবাহ করাকে গুনাহের কাজ মনে করছিল। তাদেরকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতাংশটি রাসূল (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১২৯০. হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। কতিপয় মুসলমান বললেন যে, কিতাবী লোকেরা তো আমাদের দীনের উপর নেই, এমতাবস্থায় কেমন করে আমরা তাদের মেয়েদেরকে বিবাহ করব? তখন মহান আল্লাহ্ পাক وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ আয়াতটি অবতীর্ণ করে তাদের বিবাহ করাকে আমাদের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন। اَلْاِيْمَانِ-এর যে ব্যাখ্যা আমি উল্লেখ করেছি, মুফাস্সিরগণও এ শব্দের অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

১১২৯১. হযরত 'আতা (র) হতে وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ -এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, এর মানে হল, কেউ আল্লাহ্র উপর ঈমান আনয়ন করাকে প্রত্যাখ্যান করলে।

১১২৯২. অন্য সূত্রে হযরত 'আতা (র) হতে وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ -এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, এখানে اَلْاِيْمَانِ অর্থ একত্ববাদ।

১১২৯৩. হযরত মুজাহিদ (র) হতে وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, এর অর্থ হল কেউ আল্লাহ্ তা'আলাকে উপেক্ষা করলে।

১১২৯৪. অপর এক সূত্রে হযরত মুজাহিদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১১২৯৫. হযরত মুজাহিদ (র) হতে আরও একটি সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্র বাণী- وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ অর্থ কেউ আল্লাহ্কে প্রত্যাখ্যান করলে

১১২৯৬. হযরত মুজাহিদ (র) হতে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত। মহান আল্লাহ্র বাণী وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ অর্থ কেউ আল্লাহ্কে প্রত্যাখ্যান করলে।

১১২৯৭. অন্য এক সূত্রে হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। মহান আল্লাহ্র বাণী- وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ অর্থ আল্লাহ্কে প্রত্যাখ্যান করা।

১১২৯৮. হযরত মুজাহিদ (র) হতে অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১১২৯৯. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) হতে মহান আল্লাহ্র বাণী وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ -এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ঈমানই হল মযবুত হাতল। আল্লাহ্ তা'আলা ঈমান ব্যতীত কোন 'আমলই কবুল করেন না এবং ঈমান প্রত্যাখ্যানকারীর জন্যই তিনি জান্নাত হারাম করে দেন।

কেউ যদি এ মর্মে প্রশ্ন করেন যে, وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ তথা 'কেউ আল্লাহ্কে প্রত্যাখ্যান করলে' এর দ্বারা وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ-এর ব্যাখ্যা করা হল কেন?

এরূপ প্রশ্নের উত্তরে এ কথা বলা যাবে যে, বস্তুতঃ আল্লাহ্, রাসূল এবং তৎপ্রবর্তিত দীনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ঈমান। পক্ষান্তরে উপরোক্ত বিষয়গুলোকে অস্বীকার করার নাম কুফ্রী। এ হিসাবে اَلْكُفْرُ بِالْاِيْمَانِ অর্থ হল, আল্লাহ্ ও তাঁর একত্ববাদকে অস্বীকার করা। সুতরাং এতে একথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এখানে আলোচ্য আয়াতের যাহিরী ব্যাখ্যা না করে مرادى তথা ভাবার্থ বর্ণনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(٦) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ، وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ، وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ، مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

৬. হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা সালাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়াবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মসেহ করবে এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করবে; যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচাগার হতে আগমন করে, অথবা তোমরা যদি স্ত্রীর সাথে সংগত হও এবং পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং তা তোমাদের মুখে ও হাতে মসেহ করবে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, হে মু'মিনগণ! সালাত আদায়ের ইচ্ছা করা অবস্থায় যদি তোমদের শরীর অপবিত্র থাকে তাহলে তোমরা পানির দ্বারা তোমাদের মুখমন্ডল এবং তোমাদের হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে। اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ - (যখন তোমরা সালাত আদায়ের জন্য প্রস্তুত হবে) এ হুকুম সালাত আদায়ের ইচ্ছা করলেই সর্বোতভাবে প্রযোজ্য হবে, না কোন বিশেষ অবস্থার সাথে সম্পর্কিত? যদি তাই হয়ে থাকে তবে সে বিশেষ অবস্থাটি কি? এ বিষয়ে তাফসীরগণের একাধিক মত রয়েছে।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, "সালাত আদায়ের জন্য প্রস্তুত হলেই উযূ করতে হবে" আয়াতের উদ্দেশ্য তা নয়। বরং এ হুকুম এক বিশেষ অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। আর তা হ'ল; সালাত আদায়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া অবস্থায় কেউ যদি অপবিত্র থাকে, তবে তার জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য হবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৩০০. একদা হযরত 'ইকরামা (র)-কে اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ আয়াত উল্লেখপূর্বক প্রশ্ন করা হল যে, সালাত আদায়ের জন্য প্রস্তুত হলে

সর্বদাই কি উযূ করতে হবে ? জওয়াবে তিনি বললেন, হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) বলেছেন, কেবল অপবিত্র হলেই উযূ করতে হবে।

১১৩০১. 'ইক্রামা (র) বলেন, হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (র) এক উযূতে কয়েক ওয়াক্তের সালাত আদায় করতেন।

১১৩০২. হযরত 'ইক্রামা (র) হতে বর্ণিত। হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (র) বলতেন, অপবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার উযূ দ্বারা সালাত আদায় করতে থাকবে।

১১৩০৩. মুহাম্মদ (র) বলেন, একবার আমি 'আবীদা সাল্মানী (র) কে জিজ্ঞেস করলাম, উযূ ওয়াজিব হয় কিসে? জওয়াবে তিনি বললেন, অপবিত্র হওয়ার কারণে উযূ ওয়াজিব হয়।

১১৩০৪. ইয়াযীদ ইব্ন তরীফ অথবা তরীফ ইব্ন ইয়াযীদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় তারা হযরত আবূ মূসা (র)-এর সাথে দজলা নদীর তীরে অবস্থান করছিলেন। তারপর তারা উযূ করে যুহরের সালাত আদায় করলেন। এরপর আসরের আযান হলে লোকেরা দজলা হতে উযূ করার জন্য প্রস্তুত হলে তিনি বললেন, কেবল অপবিত্র ব্যক্তির উপরই উযূ করা ওয়াজিব।

১১৩০৫. ওয়াকি' ইব্ন সুহবান (র) হতে বর্ণিত। একবার তিনি হযরত আবূ মূসা (র)-কে দেখলেন যে, তিনি তাঁর সঙ্গীগণকে নিয়ে যুহরের সালাত আদায় করার পর দজলার তীরে সাথীগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বসলেন। তারপর আসরের আযান হলে কয়েক ব্যক্তি উযূ করার জন্য দাঁড়ালে হযরত আবূ মূসা (র) বললেন, যে অপবিত্র, সে-ই কেবল উযূ করবে।

১১৩০৬. ইয়াযীদ ইব্ন তরীফ অথবা তরীফ ইব্ন ইয়াযীদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি হযরত আবূ মূসা (র) এর সাথে দজলার তীরে অবস্থান করছিলাম। তারপর তিনি হাদীসটি পূর্বের বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১১৩০৭. হযরত আবূ মূসা (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১১৩০৮. আবূ খালিদ (র) বলেন, একবার আমি হযরত আবুল 'আলিয়া (র) এর নিকট যুহর বা আসরের সালাতের জন্য উযূ করলাম এবং বললাম "ইশা পর্যন্ত আমি আর বাড়ী যাব না। কাজেই আমি কি এ উযূ দিয়ে বাকী সালাতগুলো আদায় করতে পারবো?" জওয়াবে তিনি বললেন, "করতে পারবে, কোন অসুবিধা নেই"। আমাদেরকে তো এ কথাই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, উযূ করার পর অপবিত্র না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি মানুষ তার উযূর অবস্থায়ই থাকে।

১১৩০৯. হযরত সা'ঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব (র) বলেন, অপবিত্র হওয়া ব্যতীত উযূ করা একটু বাড়াবাড়ি।

১১৩১০. অপর এক সূত্রে হযরত সা'ঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১১৩১১. আ'মাশ (র) বলেন, আমি ইব্রাহীম (র) কে একই উযূ দিয়ে যুহর, আছর ও মাগরিব আদায় করতে দেখেছি।

১১৩১২. আ'মাশ (র) বলেন, হযরত ইয়াহ্ইয়া (র) এর নিকট থাকাকালে আমি এক উযূ দিয়ে কয়েক সালাত আদায় করতাম। তিনি বলেন, ইব্রাহীম (র) ও অনুরূপ করতেন।

১১৩১৩. ইয়াযীদ ইব্ন ইব্রাহীম (র) বলেন, এ সময় হযরত হাসান (র) কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল, যে এক উযূ দ্বারা কয়েক ওয়াক্ত সালাত আদায় করে। জওয়াবে তিনি বললেন, অপবিত্র না হওয়া পর্যন্ত এতে কোন অসুবিধা নেই।

১১৩১৪. দাহ্হাক (র) বলেন, অপবিত্র না হওয়া পর্যন্ত এক উযূতে কয়েক ওয়াক্ত সালাত আদায় করা যাবে।

১১৩১৫. আম্মারাহ (র) বলেন, হযরত আসওয়াদ (র) এক উযূতে কয়েক ওয়াক্ত সালাত আদায় করতেন।

১১৩১৬. হযরত সুদ্দী (র) يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, অপবিত্র অবস্থায় তোমরা যখন সালাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়াবে।

১১৩১৭. আম্মারাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আসওয়াদ (র) এর নিকট "এক ব্যক্তির পিপাসা নিবারণ হয় পরিমাণের কাঠের একটি ছোট পান পাত্র" ছিল। এর দ্বারাই তিনি উযূ করতেন এবং এক উযূতে তিনি কয়েক ওয়াক্ত সালাত আদায় করতেন।

১১৩১৮. ফয্ল ইব্ন মুবাশ্শির (র) বলেন, আমি হযরত জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র)-কে উযূতে কয়েক ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে দেখেছি। তবে পেশাব করলে বা অন্য কোন কারণে উযূ ভঙ্গ হলে তিনি উযূ করে নিতেন এবং উযূর অবশিষ্ট পানি দ্বারা মোজার উপর মসেহ করতেন। তাঁর এরূপ আমল দেখে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবূ 'আবদুল্লাহ! আপনি নিজের মতানুসারে এরূপ করছেন ? তিনি বললেন, না, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এরূপ করতে দেখেছি। তাই আমিও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুরূপ করছি।

অন্যান্য তাফসীরকারগণের মতে আয়তাংশের অর্থ হল, হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন ঘুম থেকে উঠে সালাত আদায়ের ইচ্ছা করবে, তখন তোমরা উযূ করবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৩১৯. যায়দ ইব্ন আসলাম (র) يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা যখন ঘুম থেকে উঠবে।

১১৩২০. অপর এক সূত্রে হযরত যায়দ ইব্ন আসলাম (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১১৩২১. হযরত সুদ্দী (র) اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হল, যখন তোমরা ঘুম থেকে উঠে সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে।

অপর একদল তাফসীরকারের মতে, আয়াতটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ উযূ থাকুক বা না থাকুক, সালাতের পূর্বে সর্বাবস্থায়ই নূতনভাবে উযূ করা জরুরী।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৩২২. মাসউদ ইব্ন 'আলী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি হযরত 'ইকরামা (র)-কে বললাম, হে 'আবদুল্লাহ্র পিতা! আমি ফজরের সালাতের জন্য উযূ করি (এবং ফজরের সালাত

আদায় করি) তারপর বাজারে যাই, অমনি যুহরের ওয়াক্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় পূর্বের উযূ দিয়ে আমি কি যুহরের সালাত আদায় করতে পারবো ? এ কথা শুনে তিনি বললেন, হযরত 'আলী (র) তো يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ এ-আয়াতটি তিলাওয়াত করতেন (এবং এর আলোকে প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করতেন।)

১১৩২৩. হযরত 'ইকরামা (র) বলেন, হযরত 'আলী (র) প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করতেন এবং يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ আয়াতটি তিলাওয়াত করতেন।

১১৩২৪. হযরত ইব্‌ন সীরীন (র) বলেন, খোলাফায়ে রাশেদীন প্রত্যেক সালাতের জন্য নূতন উযূ করতেন।

১১৩২৫. হযরত আনাস (র) বলেন, একবার হযরত 'উমর (র) খুব হালকা ও সংক্ষিপ্তভাবে উযূ করতঃ বললেন, যাদের উযূ নষ্ট হয়নি, তাদের উযূ এ-ই।

১১৩২৬. নায্‌যাল (র) বলেন, একবার আমি দেখলাম যে, হযরত 'আলী (র) যুহরের সালাত আদায় করে এক চত্তরে জনসমক্ষে এসে বসলেন। ইতিমধ্যে পানি নিয়ে আসা হলে তিনি এর দ্বারা হাতমুখ ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি মাথা ও উভয় পা মসেহ করে বললেন, যার উযূ নষ্ট হয়নি, তার উযূ এ-ই।

১১৩২৭. হযরত ইব্‌রাহীম (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত আলী (র) মোটা কলস হতে 'উযূ হয় পরিমাণ' পানি ঢেলে নিলেন। তারপর সংক্ষিপ্তভাবে উযূ করতঃ বললেন, যার উযূ ভঙ্গ হয়নি তার উযূ এ-ই।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে নবী করীম (সা)-এবং মু'মিণগণ প্রত্যেকেই প্রত্যেক সালাতের পূর্বে মহান আল্লাহ্‌র বিধানে উযূ করার ব্যাপারে নির্দেশিত ছিলেন। কিন্তু পরে এ হুকুম রহিত হয়ে যায়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৩২৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হিব্‌বান আল্‌-আনসারী আল্‌-মাযিনী (র) এক সময় উবাইদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 'উমার কে বললেন, উযূ থাকুক বা না থাকুক, সর্বাবস্থায় হযরত 'আবদুল্লাহ্‌ (র) কেন উযূ করতেন? এবং এর সূত্র কি, তা আমাকে খুলে বলুন। তখন তিনি বললেন, আমাকে আসমা বিন্‌ত যায়দ ইব্‌ন খাত্তাব (র) বলেছেন, তাকে 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হান্‌যালা ইব্‌ন আবূ 'আমির আল্‌-গাসীল (র) বলেছেন, নবী করীম (সা)-কে প্রত্যেক সালাতে নতুন উযূ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এ কাজ তাঁর জন্য কষ্টকর হলে তাঁকে মিসওয়াক করার আদেশ দেওয়া হয় এবং উযূহীন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য সকলের উপর থেকে উযূর হুকুম রহিত করে দেওয়া হয়। হযরত 'আবদুল্লাহ্‌ (র) মনে করতেন যে, প্রত্যেক সালাতে নুতন উযূ করার তাঁর ক্ষমতা রয়েছে, তাই তিনি আমৃত্যু প্রত্যেক ওয়াক্তে নতুন উযূ করে সালাত আদায় করতেন।

১১৩২৯. মুহাম্মদ 'ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হিব্বান (র) বলেন, এক সময় আমি 'উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (র) কে বললাম, হযরত 'আবদুল্লাহ্ (র) প্রত্যেক সালাতের জন্য কেন উযূ করতেন, তা আমাকে খুলে বলুন। তারপর তিনি হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১১৩৩০. হযরত বুরাইদা (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যেক সালাতের পূর্বে উযূ করতেন। তবে, পবিত্র মক্কা বিজয়ের দিন তিনি উযূ করে মোজার উপর মসেহ করেন এবং এক উযূতে কয়েক সালাত আদায় করেন। এ দেখে হযরত 'উমার (র) বললেন, (হে আল্লাহ্র রাসূল!) আজ আপনি যা করলেন, পূর্বে অমন তো আর কখনো করেন নি! তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ, জেনে-শুনে ইচ্ছাকৃত ভাবেই আমি অমন করেছি।

১১৩৩১. হযরত বুরাইদা (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যেক সালাতের পূর্বে উযূ করতেন। তবে পবিত্র মক্কা বিজয়ের দিন তিনি এক উযূতে কয়েক সালাত আদায় করেছেন।

১১৩৩২. সুলায়মান ইব্ন বুরায়দা (র) বলেন, নবী করীম (সা) উযূ করতেন। তারপর তিনি হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১১৩৩৩. অন্য এক সূত্রে হযরত বুরাইদা (র) বলেন, একবার এক উযূতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কয়েক ওয়াক্তের সালাত আদায় করলেন। এ দেখে হযরত 'উমার (র) তাকে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আজ আপনি এমন কাজ করেছেন, যা ইতিপূর্বে কখনো করেন নি। (এর হেতু কি?) জওয়াবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে 'উমার! ইচ্ছা করেই অমন করেছি।

১১৩৩৪. হযরত বুরাইদা (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যেক সালাতের জন্য নতুনভাবে উযূ করতেন। অবশ্য পবিত্র মক্কা বিজয়ের দিন তিনি যুহ্র, আসর, মাগরিব ও 'এশা-এর চার ওয়াক্তের সালাত এক উযূ দ্বারা আদায় করেছেন।

১১৩৩৫. হযরত ইব্ন 'উমর (র) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুহর, আসর, মাগরিব ও 'এশা এ চার ওয়াক্তের সালাত এক উযূ দ্বারা আদায় করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا আয়াতাংশের সঠিক অভিমত হচ্ছে, যে কেউ সালাত আদায়ের জন্য প্রস্তুত হবে, তার জন্যই এ হুকুম প্রযোজ্য। তবে কোন ব্যক্তি যদি উযূ ভঙ্গ হওয়ার পর উযূ না করে থাকে তাহলে তার জন্য উযূ করা ফরয এবং فَاغْسِلُوْا ক্রিয়াটি তার ক্ষেত্রে ফরয হিসাবে গণ্য হবে। যার উযু আছে অর্থাৎ উযূ করার পর যার উযূ ভঙ্গ হওয়ার কোন কারণ সংঘঠিত হয়নি, তার জন্য এ হুকুম হল মুস্তাহাব। এ কারণেই নবী করীম (সা) মক্কা বিজয়ের পূর্বে প্রত্যেক সালাতের আগে উযূ করতেন। এরপর এক উযূ দ্বারা কয়েক সালাত আদায় করেছেন। এরূপ করার পেছনে নবী করীম (সা)-এর উদ্দেশ্য ছিল, উম্মতকে একথা জানিয়ে দেওয়া যে, ফযীলত হাসিল করা এবং আল্লাহ্র নিকট যে আমলটি অধিক প্রিয় তাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং তার দিকে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই তিনি প্রত্যেক সালাতের জন্য নতুনভাবে উযূ করেছেন। এ কারণে যে, প্রত্যেক সালাতের পূর্বে নতুন উযূ করা তাঁর উপর ফরয ছিল।

কেউ যদি এরূপ মনে করে যে, "প্রত্যেক সালাতে নতুন উযূ করা নবী করীম (সা)-এর জন্য মুস্তাহাব ছিল। আর এটাকেই তিনি ওয়াজিব হিসাবে আদায় করেছেন" এ ধারণার সাথে হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন হানযালা (র)-এর হাদীস "নবী করীম (সা) প্রত্যেক সালাতে নুতন উযূ করার ব্যাপারে আদিষ্ট ছিলেন-" এর ব্যহ্যতঃ সংঘাত রয়েছে বলে দেখা যায়; তবে এ ধারণা ঠিক নয়। কেননা أَمَرَ اللّٰهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا وكَذَا। বাক্যের মধ্যে আরবী ভাষাবিদদের মতে নির্দেশ মুস্তাহাব, মুবাহ্, স্বাভাবিক উল্লেখ ইত্যাদি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং যেখানে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা বিদ্যমান, সেখানে ঐ অর্থ গ্রহণ করাই উত্তম, যার বিশুদ্ধতার উপর রয়েছে জোরদার প্রমাণাদি। সর্বোপরি এ বিষয়ে বলিষ্ঠ দলীলও বিদ্যমান রয়েছে যে, মহান আল্লাহ্ তাঁর নবী এবং বান্দাদের উপর প্রত্যেক সালাতের পুর্বে নূতন উযূ করা ফরয করেননি। যদি ফরয করতেন তবে তা রহিত করার প্রয়োজন দেখা দিত। সুতরং উপরোক্ত প্রমাণাদি এবং ইজমার দ্বারা এ কথাই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আমাদের পূর্বোক্ত অভিমতই বিশুদ্ধ। অর্থাৎ يَـاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ আয়াতের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রত্যেক সালাতের পূর্বে উযূ করার উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রতি এবং মু'মিনগণের প্রতি যে কাজ উত্তম বলে সাব্যস্ত করেছেন, তা গ্রহণ করা। এতদভিন্ন আর কিছু নয়। আর যখন তিনি সবসময় প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করেন নি, তখন উম্মতের জন্য রুখ্সতের উদ্দেশ্যেই তিনি তা করেছেন। আর উম্মতকে একথা জানিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি এরূপ করেছেন যে, প্রত্যেক সালাতের পূর্বে উযূ করা তাঁর বা উম্মতের উপর ওয়াজিব নয়। অবশ্য উযূ ভঙ্গের কোন কারণ ঘটলে তার উপর উযূ করা ওয়াজিব। আমরা যা বলেছি তার সমর্থনে কতগুলো বর্ণনা রয়েছে ঃ

১১৩৩৬. 'আম্র ইব্ন 'আমির (র) হতে বর্ণিত। হযরত আনাস (র) বলেন, একবার নবী করীম (সা)-এর কাঠের তৈরি একটি ছোট পেয়ালা আনা হলে তিনি তা থেকে উযূ করলেন। রাবী বলেন, আমি হযরত আনাস (র)-কে প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যেক সালাতের জন্যই কি উযূ করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, প্রত্যেক সালাতের জন্যই উযূ করতেন। এরপর আমি তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে আপনারা কিরূপ করতেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমরা এক উযূ দ্বারা কয়েক সালাত আদায় করতাম।

১১৩৩৭. আবূ গুতায়ফ (র) বলেন, একবার আমি হযরত ইব্ন 'উমর (র) এর সাথে যুহরের সালাত আদায় করলাম। তারপর তিনি তার বাড়িতে অনুষ্ঠিত এক জলসায় এসে বসলেন। তাঁর সাথে আমিও এসে বসলাম। এরপর আসরের সালাতের জন্য আযান দেয়া হলে পানি আনার জন্য একজনকে ডেকে পাঠালেন। তিনি উযূ করে সালাতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলেন এবং শেষে পুনরায় মজলিশে ফিরে এলেন। মাগরিবের আযান হলে পানি আনার জন্য বললেন এবং উযূ করলেন। এ দেখে আমি তাকে বললাম, আপনি কি সুন্নাত হিসাবে এরূপ করছেন? তিনি বললেন, না, সুন্নাত হিসাবে নয়। বরং ফজরের সালাতের জন্য আমার উযূ ঐদিনের সমস্ত সালাতের জন্যই যথেষ্ট, যদি না উযূ ভঙ্গ হয়। তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমি এ কথা বলতে শুনেছি যে, উযূ থাকা অবস্থায় কেউ যদি উযূ করে তবে তাকে দশটি নেকী দেওয়া হবে। তাই এটা পছন্দ করি।

Contents

১১৩৩৮. হযরত ইব্‌ন 'উমার (র.) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, উযূ থাকা অবস্থায় কেউ যদি উযূ করে তবে তাকে দশটি নেকী প্রদান করা হবে।

একদল মুফাস্‌সির বলেন, আয়াতটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাকে এ কথা জানিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে যে,সালাত আদায়ের জন্য প্রস্তুত হলেই কারো উপর উযূ করা ওয়াজিব। অন্যান্য আমলের জন্য উযূ করা জরুরী নয়। এর কারণ ছিল এই যে, প্রাথমিক যুগে কারো উযূ ভঙ্গ হলে সে উযূ না করা পর্যন্ত কোন আমলই করতনা। এরপর মহান আল্লাহ্ উক্ত আয়াত নাযিল করে নবী (সা)-কে একথা জানিয়ে দেন যে, উযূ ভঙ্গ হওয়ার পর কেউ উযূ করুক বা না করুক, সালাত ব্যতীত সমুদয় আমলই তারজন্য পালন করা জায়েয। তবে সালাত আদায় করতে হলে পূর্বেই এর জন্য উযূ করে নিতে হবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৩৩৯. হযরত 'আলকামা (র) বলেন, নবী করীম (সা) ইসতিনজা (প্রশ্রাব) করার পর আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কথা বললে তিনি আমাদের সাথে কোন কথা বলতেন না এবং আমাদের সালামের জবাব দিতেন না বাড়িতে গিয়ে সালাতের উযূর ন্যায় উযূ না করা পর্যন্ত। এরপর আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা আপনার সাথে কথা বলি কিন্তু আপনি আমাদের কথার কোন উত্তর দেন না এবং আমরা আপনাকে সালাম দেই, কিন্তু আপনি এরও কোন জবাব দেন না। এর কারণ কি? বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এ কঠোরতা হতে অবকাশ দিয়ে يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ .... আয়াতটি নাযিল করেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী- فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ (তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ধৌত করবে) এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর (র) বলেন, اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ - আয়াতে মহান আল্লাহ্ সালাত আদায়কারী ব্যক্তিকে মুখমন্ডল ধৌত করার যে নির্দেশ দিয়েছেন, তার সীমা নির্ধারণের বিষয়ে মুফাস্‌সিরগণের একাধিক মত রয়েছে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, মুখমন্ডলের দৈর্ঘসীমা হল মাথার চুলের অগ্রভাগ হতে থুতনির নীচ পর্যন্ত এবং প্রস্থের সীমা হল উভয় কানের মধ্যস্থিত জায়গা। তাদের মতে কান এবং মুখ, নাক ও চোখের অভ্যন্তরীণ অংশ মুখমন্ডলের অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই উযূতে এগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে বা আংশিকভাবে কোন ভাবেই ধৌত করা ওয়াজিব নয়। তবে চুল-দাঁড়ির দ্বারা আচ্ছাদিত অংশসমূহ যেন চিবুক যা দাড়ি দ্বারা আচ্ছাদিত এবং উভয় কানপট্টি যা দাড়ির প্রলম্বিত অংশের দ্বারা আচ্ছাদিত, এ গুলোর উপর গজিয়ে উঠা চুল-দাঁড়ির উপর পানি প্রবাহিত করে দেওয়াই যথেষ্ট। চামড়াতে পানি পৌছানো আবশ্যক নয়। কেননা, তাদের মতে মুখমন্ডল হলো যা পরস্পর মুখোমুখি হওয়া অবস্থায় দর্শকের নজরে প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন অন্য কিছু মুখমন্ডলের অন্তর্ভুক্ত নয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৩৪০. হযরত ইব্‌রাহীম (র) বলেন, দাঁড়ির উপর পানি প্রবাহিত করে দেওয়াই যথেষ্ট।

১১৩৪১. অন্য এক সনদে ইব্‌রাহীম (র) বলেন, মুখমণ্ডলের দাঁড়ির উপর পানি প্রবাহিত হওয়াই যথেষ্ট।

১১৩৪২. অপর এক সূত্রে হযরত ইব্‌রাহীম (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১১৩৪৩. আরেক সনদে হযরত ইব্‌রাহীম (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১১৩৪৪. হযরত মুগীরা (র) বলেন, দাঁড়ির উপর পানি প্রবাহিত হয়ে যাওয়াই যথেষ্ট।

১১৩৪৫. হযরত মনসুর (র) বলেন, আমি হযরত ইব্‌রাহীম (র) কে উযূ করতে দেখেছি। তিনি উযূর মধ্যে দাঁড়ি খিলাল করেন নি।

১১৩৪৬. হযরত ইব্‌রাহীম (র) বলেন, দাঁড়ি খিলাল না করে এর উপর পানি প্রবাহিত করে দেওয়াই যথেষ্ট।

১১৩৪৭. হযরত ইউনুস (র) বলেন, হযরত হাসান (র) উযূ করার সময় মুখমন্ডল ধৌত করার সাথে দাঁড়ির উপর মসেহ করতেন।

১১৩৪৮. হযরত হাসান (র) উযূ করার সময় দাঁড়িতে খিলাল করতেন না।

১১৩৪৯. অপর এক সূত্রে হযরত হাসান (র) হতে বর্ণিত আছে যে, উযূ করার সময় তিনি দাঁড়ি খিলাল করতেন।

১১৩৫০. অন্য এক সূত্রে হযরত হাসান (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১১৩৫১. হযরত ইব্‌ন সীরীন (র) বলেন, দাঁড়ি ধৌত করা উযূতে সুন্নাত নয়।

১১৩৫২. হযরত হাসান (র) উযূ করার সময় দাড়ির গোড়ায় পানি পৌঁছাতেন না।

১১৩৫৩. হযরত আবূ শাইবাহ্ সা'ঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান যুবায়দী (র) বলেন, একদা আমি হযরত ইব্‌রাহীম (র)-কে প্রশ্ন করলাম, উযূ করার সময় পানি দ্বারা আমি কি দাঁড়ি খিলাল করবো? তিনি বললেন, না; করবে না। বরং এর উপর তোমার ভিজা হাত বুলিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট।

১১৩৫৪. হযরত ইব্‌রাহীম (র) বলেন, মুখমন্ডলের দাঁড়িতে পানি প্রবাহিত হয়ে যাওয়াই যথেষ্ট।

১১৩৫৫. হযরত 'আবদুল জাব্বার ইব্‌ন উমার (র) বলেন, হযরত ইব্‌ন শিহাব ও রবী'আ (র) উযূ করেছেন এবং তারা উভয়ই দাঁড়ির উপর পানি প্রবাহিত করে দিয়েছেন। আমি তাদের কাউকে দাঁড়ি খিলাল করতে দেখিনি।

১১৩৫৬. হযরত ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম (র) বলেন, আমি হযরত সা'ঈদ ইব্‌ন 'আবদুল আযীয (র)-কে উযূকারী ব্যক্তির শরীর দলন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, উযূতে শরীর দলন ওয়াজিব নয়। আমি হযরত মাকহূল (র)-কে উযূ করতে দেখেছি। তিনি এরূপ করতেন না।

১১৩৫৭. হযরত হাসান (র) বলেন, উযূতে শরীর মর্দন করা ওয়াজিব নয়।

১১৩৫৮. হযরত ইব্‌রাহীম (র) বলেন, দাঁড়ির উপর পানি প্রবাহিত হওয়াই যথেষ্ট।

১১৩৫৯. হযরত সুলাইমান ইব্‌ন আবূ যায়নব (র) বলেন, একদা আমি কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, উযূ করার সময় আমি দাঁড়িগুলো কি করবো? জওযাবে তিনি বললেন, যারা দাঁড়ি ধৌত করেন, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।

১১৩৬০. হযরত আবূ 'আম্‌র (র) বলেন, উযূতে শরীর মর্দন করা এবং দাঁড়ি খিলাল করা ওয়াজিব নয়।

উপরোক্ত মতামত ব্যক্তকারী মুফাস্‌সিরগণ মুখ ও নাকের অভ্যন্তরীণ অংশ ধৌত করার ব্যাপারে নিম্নোক্ত বর্ণনাসমূহ পেশ করেন।

১১৩৬১. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) বলেন, সালাতের মধ্যে মুখে থাকা খাদ্য জিহ্বা দ্বারা নাড়াচাড়া করার আশংকা না থাকলে আমি কুলি করতাম না।

১১৩৬২. হযরত 'আবদুল মালিক (র) বলেন, এক সময় হযরত 'আতা (র) কে কোন এক ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হল, যিনি সালাত আদায় করেছেন, কিন্তু কুলি করেন নি। জওয়াবে তিনি বললেন, যে বিষয়ে কুরআন মজীদে উল্লেখ নেই, তা জায়েয।

১১৩৬৩. হযরত ইব্‌রাহীম (র) বলেন, উযূতে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া ওয়াজিব নয়।

১১৩৬৪. হযরত আবু সিনান (র) বলেন, হযরত দাহ্‌হাক (র) আমাদেরকে রমযান মাসে উযূ করার সময় কুলি করতে ও নাকে পানি দিতে নিষেধ করতেন।

১১৩৬৫. হযরত হাসান (র) বলেন, কেউ যদি কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার কথা ভুলে যায় এবং সালাত আরম্ভ করার পর যদি তার এ কথা স্মরণ হয়, তবে সালাত আদায় করতে থাকবে। আর যদি সালাত আরম্ভ করার পূর্বেই স্মরণ হয়, তবে কুলি করবে এবং নাকে পানি দিবে। (পরে সালাত আদায় করবে।)

১১৩৬৬. হযরত শু'বা (র) বলেন, একবার আমি হযরত হাকাম এবং হযরত কাতাদা (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি কোন ব্যক্তি উযূতে কুলি না করে এবং নাকে পানি না দিয়ে সালাত শুরু করে দেয় এবং সালাতের অবস্থায় তার একথা মনে পড়ে, তবে সে কি করবে? জওয়াবে তিনি বললেন, সে তার সালাত পূর্ণ করবে।

উপরোক্ত মতামত ব্যক্তকারী মুফাস্‌সিরগণ এ-ও বলেছেন যে, উভয় কান মুখমন্ডরের অন্তর্ভুক্ত নয়।

১১৩৬৭. হযরত গায়লান (র) বলেন, আমি হযরত ইব্‌ন 'উমর (র) -কে বলতে শুনেছি যে, উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত।

১১৩৬৮. বনী মাখযূমের আযাদকৃত গোলাম গায়লান (র) বলেন, আমি হযরত ইব্‌ন 'উমর (র) কে বলতে শুনেছি যে, উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত।

১১৩৬৯. হযরত ইব্‌ন 'উমর (র) বলেন, উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যখন তুমি মাথা মসেহ করবে তখন উভয় কানও মসেহ করবে।

১১৩৭০. কুরায়শ গোত্রের আযাদকৃত গোলাম গায়লান ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্‌ (র) বলেন, একবার আমি জনৈক প্রশ্নকারীকে হযরত 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 'উমর (র) -এর নিকট এ মর্মে প্রশ্ন করতে শুনেছি যে, সে উযূ করেছে। তবে ভুলবশতঃ উভয় কান মসেহ করেনি। (এখন আমি কি করব?) জবাবে তিনি বললেন, উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইব্‌ন 'উমর (র) -এতে তার উযূ নষ্ট হয়েছে বলে মনে করেন নি।

১১৩৭১. হযরত ইব্ন 'উমর (র) বলেন, উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত।

১১৩৭২. অপর এক সূত্রে হযরত ইব্ন 'উমর (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত।

১১৩৭৩. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) বলেন, উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত।

১১৩৭৪. হযরত হাসান ও সা'ঈদ ইব্ন মুসাইয়্যিব (র) বলেন, উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত।

১১৩৭৫. হযরত কাতাদা (র) বলেন, উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত।

১১৩৭৬. হযরত ইব্ন 'উমর (র) বলেন, উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত।

১১৩৭৭. অপর এক সূত্রে হযরত ইব্ন 'উমার (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১১৩৭৮. হযরত হাসান (র) বলেন, উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত।

১১৩৭৯. হযরত আবূ উমামা (র) অথবা হযরত আবূ হুরায়রা (র) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেন, উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত।

১১৩৮০. হযরত আবূ উমামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত। বর্ণনাকারী হাম্মাদ বলেন, এটা হযরত আবূ উমামা (র)-এর বক্তব্য না নবী করীম (সা) -এর বক্তব্য, তা আমার জানা নেই।

১১৩৮১. হযরত আবূ উমামা (র) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত।

১১৩৮২. হযরত সুলায়মান ইব্ন মূসা (র) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেন, উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত।

১১৩৮৩. হযরত আবূ হুরায়রা (র) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত।

১১৩৮৪. হযরত হাসান (র) বলেন, উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, মুখমন্ডলের দৈর্ঘ্য সীমা হল, মাথায় চুল উদগত হওয়ার নীচ থেকে নিয়ে চিবুকের নীচ পর্যন্ত, আর প্রস্থের সীমা হল এক কান হতে অপর কান পর্যন্ত। তাদের মতে, দর্শকের নজরে যা প্রকাশমান এবং বিচুক ও গণ্ড দেশে উদ্গত দাঁড়ির কারণে যা অপ্রকাশমান এবং মুখ ও নাকের অভ্যন্তরীণ স্থান এবং মুখমন্ডলের উপরে বিদ্যমান উভয় কানের সম্মুখ ভাগ ইত্যাদি সব কিছুই মুখমন্ডলের অন্তর্ভুক্ত, যা ধৌত করার জন্য মহান আল্লাহ্ তা'আলা يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ-এর মধ্যে নির্দেশ দিয়েছেন। তারা বলেন, উযূকারী ব্যক্তি যদি এ সবের কোন কিছু তরক করে, তবে এ উযূ দ্বারা তার সালাত সহী হবে না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৩৮৫. হযরত নাফি' (র) বলেন, হযরত ইব্ন 'উমর (র) উযূ করার সময় দাঁড়ির গোড়া পর্যন্ত ভিজাতেন এবং দাঁড়ির গোড়া পর্যন্ত এমন ভাবে হাত ঢুকাতেন যে, এর ফলে বহুক্ষণ পর্যন্ত পানি-ফোটা ফোটা ঝরতে থাকতো।

১১৩৮৬. হযরত ইব্‌ন 'উমর (র) -এর আযাদকৃত গোলাম হযরত নাফি' (র) বলেন, হযরত ইব্‌ন 'উমার (র) দাঁড়ির ভেতর হাত ঢুকিয়ে এমনভাবে খিলাল করতেন যে, দাঁড়ি হতে বহুক্ষণ পর্যন্ত পানি ঝরতে থাকতো।

১১৩৮৭. অপর এক সূত্রে হযরত নাফি' (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইব্‌ন 'উমর (র) যখন উযূ করতেন তখন তিনি এমনভাবে দাঁড়ি খিলাল করতেন যে, পানি দাঁড়ির গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে যেত।

১১৩৮৮. হযরত আযরাক ইব্‌ন কায়স (র) বলেন, আমি হযরত ইব্‌ন 'উমার (র)-কে দেখেছি, তিনি উযূ করেছেন এবং দাঁড়ি খিলাল করেছেন।

১১৩৮৯. হযরত নাফি' (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইব্‌ন 'উমার (র) পানি দিয়ে এমনভাবে দাঁড়ি খিলাল করতেন যে, পানি দাঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে যেত।

১১৩৯০. হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উবায়দ ইব্‌ন 'উমায়র (র) বলেন, আমার পিতা 'উবায়দ' ইব্‌ন 'উমায়র (র) যখন উযূ করতেন তখন তিনি মুখমন্ডলে বিদ্যমান দাঁড়ির গোড়ায় আঙ্গুল ঢুকিয়ে উত্তমরূপে খিলাল করতেন। অর্থাৎ হাতের আঙ্গুল দ্বারা মুখমন্ডলের চামড়া উত্তমরূপে ডলতেন। অধঃস্তন রাবী বলেন, এ সময় হযরত 'আবদুল্লাহ্ (র) ইশারা করে বিষয়টি আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন।

১১৩৯১. হযরত নাফি' (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইব্‌ন 'উমার (র) উযূ করার সময় উভয় গণ্ডদেশ হাল্কাভাবে মর্দন করতেন এবং কখনো হাতের অঙ্গুলি দ্বারা দাঁড়ি খিলাল করতেন। আবার কখনো তা তরক করতেন।

১১৩৯২. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১১৩৯৩. হযরত মুসলিম (র) বলেন, আমি ইব্‌ন আবী লায়লা (র) -কে দেখেছি, তিনি উযূ করেছেন এবং দাঁড়ি খিলাল করেছেন। অতঃপর বলেছেন, তোমাদের যে পশমের গোড়ায় পানি পৌঁছাতে সক্ষম হয়, সে যেন তা করে।

১১৩৯৪. হযরত 'আতা (র) বলেন, দাঁড়ির গোড়া পানি দিয়ে ভিজানো উযূকারী ব্যক্তির উপর ওয়াজিব।

১১৩৯৫. হযরত হাকাম (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মুজাহিদ (র) দাঁড়ি খিলাল করতেন।

১১৩৯৬. অপর এক সূত্রে হযরত হাকাম (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উযূ করার সময় হযরত মুজাহিদ (র) দাঁড়ি খিলাল করতেন।

১১৩৯৭. অন্য এক সনদে হযরত মুজাহিদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১১৩৯৮. অপর এক সূত্রে হযরত মুজাহিদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১১৩৯৯. হযরত সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন, দাঁড়ির কি অবস্থা, উঠার আগে তো তা ধৌত করা হয়, কিন্তু উঠার পর তা আর ধৌত করা হয় না?

১১৪০০. হযরত নাফি' (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উযূ করার সময় হযরত ইব্‌ন 'উমার (র) দাঁড়ি খিলাল করতেন।

১১৪০১. হযরত লায়স (র) বলেন, হযরত তাউস (র) দাঁড়ি খিলাল করতেন।

১১৪০২. হযরত ইসমাঈল (র) বলেন, হযরত ইব্ন সীরীন (র) দাঁড়ি খিলাল করতেন।

১১৪০৩. হযরত ইব্ন সীরীন (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১১৪০৪. হযরত হাকাম ইব্ন উতায়বা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মুজাহিদ (র) উযূতে স্বীয় দাঁড়ি খিলাল করতেন।

১১৪০৫. হযরত মা'রূফ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন সীরীন (র)-কে দেখেছি, তিনি উযূ করেছেন এবং স্বীয় দাঁড়ি খিলাল করেছেন।

১১৪০৬. হযরত ইব্ন সীরীন (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১১৪০৭. হযরত যুবায়র ইব্ন 'আদী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত দাহ্হাক (র)-কে দাঁড়ি খিলাল করতে দেখেছি।

১১৪০৮. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে দেখেছি, তিনি উযূ করে দাঁড়ি খিলাল করেছেন। এ দেখে আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নবী! আপনি এরূপ করলেন কেন? জবাবে তিনি বললেন, এরূপ করার জন্য আমার প্রতিপালক আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

১১৪০৯. হযরত আনাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি নবী করীম (সা)-কে উযূ করালাম। তারপর তিনি চিবুকের নীচ দিয়ে অঙ্গুলি ঢুকিয়ে দাঁড়ি খিলাল করলেন এবং বললেন, মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এ কাজ করার জন্য আদেশ করেছেন।

১১৪১০. অপর এক সনদে হযরত আনাস ইব্ন মালিক (র) নবী করীম (সা) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১১৪১১. হযরত আনাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমার প্রতিপালক আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন," বলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর আঙ্গুলিসমূহ দাঁড়ির ভেতর ঢুকালেন। তারপর দাঁড়ি খিলাল করলেন।

১১৪১২. হযরত উম্মে সালমা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) উযূ করার সময় দাড়ি খিলাল করেছেন।

১১৪১৩. হযরত আবূ আয়্যূব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম (সা)-কে দেখেছি, তিনি উযূ করার সময় দাঁড়িতে খিলাল করেছেন।

১১৪১৪. হযরত আবূ উমামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) (উযূতে) দাঁড়ি খিলাল করেছেন।

১১৪১৫. হযরত হাস্সান ইব্ন বিলাল আল্ মুযানী (র) হযরত 'আম্মার ইব্ন ইয়াসির (র) -কে দেখেছেন যে, তিনি উযূ করেছেন এবং দাঁড়িতে খিলাল করেছেন। তারপর তাঁকে প্রশ্ন করা হল, আপনি এ কি করছেন? জবাবে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে অনুরূপ করতে দেখেছি।

১১৪১৬. হযরত ইয়াযীদ আর্ রুক্কাশী ও হযরত কাতাদা (র) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উযূ করার সময় নিজের গন্ডদেশ মর্দন করতেন এবং দাঁড়িতে আঙ্গুল ঢুকিয়ে তা খিলাল করতেন।

১১৪১৭. হযরত জুবায়র ইব্ন নুফায়র (র) নবী করীম (সা) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১১৪১৮. হযরত আবূ আয়্যুব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উযূ করার সময় নবী করীম (সা) কুলি করতেন এবং পানি দিয়ে নিচের দিক হতে দাঁড়ি মসেহ করতেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

তাঁরা মুখ এবং নাকের ভেতরের অংশ ধৌত করা সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনাসমূহ পেশ করেন,

১১৪১৯. হযরত ইব্ন আবূ নাজীহ্ (র) বলেন, আমি মুজাহিদ (র)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, নাকে পানি দেয়া উযূর অর্ধেক।

১১৪২০. হযরত শু'বা (র) বলেন, একদা আমি হযরত হাম্মাদ (র)-কে এক ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম, যিনি কুলি না করে এবং নাকে পানি না দিয়েই সালাত আরম্ভ করেছিলেন। জবাবে তিনি বললেন, সালাত ছেড়ে দিয়ে সে কুলি করবে এবং নাকে পানি দিবে।

১১৪২১. হযরত আবূ সিনান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমি কুফা নগরীতে হযরত হাম্মাদ (র)-এর নিকট এলাম এবং তাঁকে "কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া তরক করে সালাত আদায়কারী ব্যক্তি সম্বন্ধে" প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, আমার মতে, পুনরায় সালাত আদায় করা তার উপর ওয়াজিব।

১১৪২২. হযরত শু'বা (র) হতে বর্ণিত। হযরত কাতাদা (র) বলতেন, কেউ যদি কুলি করা, নাকে পানি দেয়া, কান মাসেহ করা অথবা পায়ের কোন অংশ ধৌত করা ব্যতিরেকে সালাত আরম্ভ করে তবে সে সালাত ছেড়ে দিবে এবং উযূ করে পুনরায় সালাত আদায় করবে। উপরোক্ত ব্যাখ্যাকারগণের মতে কানের সামনের দিক মুখ মন্ডলের অন্তর্ভুক্ত এবং পেছনের দিক মাথার অন্তর্ভুক্ত।

১১৪২৩. হযরত শা'বী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উভয় কানের সামনের দিক মুখমনডলের অন্তর্ভুক্ত এবং পেছনের দিক মাথার অন্তর্ভুক্ত।

১১৪২৪. হযরত শা'বী (র) উভয় কান সম্বন্ধে বলেন, কানের ভেতরের অংশ মুখমন্ডলের মধ্যে শামিল এবং পেছনের অংশ মাথার মধ্যে শামিল।

১১৪২৫. হযরত শা'বী (র) বলেন, উভয় কানের সম্মুখভাগ মুখমন্ডলের অন্তর্ভুক্ত এবং পেছনের ভাগ মাথার অন্তর্ভুক্ত।

১১৪২৬. অপর সনদে হযরত শা'বী (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে بَاطِنُهَا এর স্থলে بَاطِنُ الْأُذُنَيْنِ শব্দটির উল্লেখ রয়েছে।

১১৪২৭. অন্য এক সনদে হযরত শা'বী (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। তবে এখানে ও بَاطِنُ الْأُذُنَيْنِ। কথাটি উল্লেখ রয়েছে।

১১৪২৮. অপর সনদে হযরত শা'বী (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১১৪২৯. অন্য সনদে হযরত শা'বী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কানের ভেতরের অংশ মুখমন্ডলের অন্তর্ভুক্ত এবং বাইরের অংশ মাথার অন্তর্ভুক্ত।

১১৪৩০. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত 'আলী ইব্ন আবী তালিব (র) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উযূর ন্যায় উযূ করে দেখাব? আমরা বললাম, হ্যাঁ নিশ্চয় দেখাবেন। এরপর তিনি উযূ করলেন। মুখমন্ডল ধৌত করার সময় তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা উভয় কানের সামনের অংশ এবং মাথা মসেহ করার সময় তিনি উভয় কানের পশ্চাদাংশ মসেহ করলেন।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমার মতে আলোচ্য আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা হলো সেসব ব্যাখ্যাকারদের মত, যারা বলেন যে, মুখমন্ডলের দৈর্ঘ্য সীমা হল মাথায় চুল উঠার স্থান হতে চিবুকের নীচ পর্যন্ত এবং প্রস্থের সীমা হল উভয় কানের মধ্যস্থিত জায়গা, যা দর্শকের নজরে পড়ে। মুখ, নাক, এবং চোখের ভেতরের অংশ এবং দাঁড়ি, মোচ ও গুন্ডদেশের পশম যা মুখের সংশ্লিষ্ট অংশকে ঢেকে রাখে তা ধৌত করা উপরোক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। অনুরূপভাবে দু'কানও হুকুমের মধ্যে শামিল নয়। দাঁড়ি-মোঁচ উঠার পূর্বে যদিও সালাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণকারী ব্যক্তির উপর দাঁড়ি-মোঁচের নীচের অংশগুলো ধৌত করা ফরয ছিল। এতদ্বসত্বেও পূর্বোক্ত মতামতকে সঠিক ও বিশুদ্ধ বলার কারণ হল এ-ই যে, ফকীহদের এ ব্যাপারে ইজমা (ঐক্যমত) রয়েছে যে, উভয় চোখ মুখমন্ডলের অন্তর্ভুক্ত। তা সত্বেও ফিকাহ্‌বিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, উযূতে চোখের পাতার উপরিভাগ ধৌত করাই যথেষ্ট। পাতার নীচের অংশ ধৌত করার কোন প্রয়োজন নেই।

সুতরাং চোখের বিষয়ের উপর কিয়াস করে একথা বলা যায় যে, "উযূতে ধৌত করা জরুরী" শরীরের এমন কোন অঙ্গ যদি কোন কিছু দ্বারা এমনভাবে আচ্ছাদিত থাকে, যার ফলে এর নীচে পানি পৌঁছানো দুষ্কর হয়ে পড়ে, তবে এ অঙ্গটি মানব চোখের সম পর্যায়ের বলে গণ্য করা হবে। এতে সুস্পষ্ট ভাবে একথাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, পানি পৌঁছানো দুঃসাধ্য হওয়ার দিক থেকে মুখ ও নাকের অভ্যন্তরীণ অংশ এবং দাঁড়ি, মোঁচ ও কানপট্টিতে গজিয়ে উঠা পশমে আচ্ছাদিত মুখমন্ডলের অংশসমূহ মানব চোখের মতই। কেননা মুখ নাক ইত্যাদি স্থানে পানি পৌঁছানো চোখের ভেতরের কৃষ্ণাংশে পানি পৌঁছানোর মতোই কষ্টসাধ্য কাজ। বরং এর চেয়েও দুঃসাধ্য কাজ। সুতরাং এতে এ কথাই পরিষ্কার প্রমাণিত হচ্ছে যে, সাহাবা ও তাবি'ঈগণের যারা দাঁড়ি-মোঁচ উদ্গত হওয়ার স্থান এবং নাক ও মুখের অভ্যন্তরীণ অংশসমূহ ধৌত করেছেন, তারা দু'টি 'আমলের মধ্যে সর্বাধিক কষ্টসাধ্য 'আমলকে অগ্রাধিকার দেয়ার নিমিত্তেই এরূপ করেছেন। যেমন হযরত ইব্ন 'উমার (র) চোখের ভেতর পানি ঢেলে চোখের পাতা ধৌত করতেন। উপরোক্ত 'আমলটি ফরয-ওয়াজিব ছিল, তাই তারা করেছেন, বিষয়টি এমন নয়।

এতদ্বসত্বেও কেউ যদি এ কথা মনে করেন যে, সাহাবা এবং তাবেঈন উপরোক্ত 'আমলসমূহ ফরয এবং ওয়াজিব হিসাবেই পালন করেছেন, তবে তাঁদের এ ধারণা হবে কিয়াসের পরিপন্থী। কেননা বিতর্কিত বিষয়কে সর্বজন স্বীকৃত বিষয়ের সাথে তুলনা করাই হল মুলতঃ কিয়াসের দাবী। সর্বোপরি রাসূল (সা)-এর সাহাবীগণের কারো থেকেই এমন কোন বর্ণনা বিদ্যমান নেই, যা একথা প্রমাণ করে যে, কোন ব্যক্তি যদি উযূতে দাঁড়ি এবং গন্ডদেশে উত্থিত পশমের গোড়ায় পানি না পৌঁছায় এবং কেউ যদি কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া বর্জন করে তবে পঠিত সালাত পুনরায় আদায় করা তার জন্য অপরিহার্য।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ

উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে সুস্পষ্টভাবে এ কথা প্রতিভাত হচ্ছে যে, ধৌত করা না করা উভয় 'আমলের মধ্যে উত্তমকে অগ্রাধিকার দেয়ার লক্ষ্যেই সাহাবা এবং তাবিঈনে কিরাম উল্লিখিত 'আমল সমূহ সম্পাদন করেছেন। কেউ যদি একথা বলেন যে, "তোমাদের কেউ যখন উযূ করবে তখন নাকে পানি দিবে" রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ বক্তব্য এ কথাই প্রমাণ করছে যে, নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব, তবে তার এ বক্তব্য হবে ইজমা এর পরিপন্থী। কেননা ইজমা হল এ কথার উপর যে, নাকে পানি দেয়া ফরয বা ওয়াজিব নয়।

উভয় কান ধৌত করার বিষয়ে ইজমা হল এই যে, কোন ব্যক্তি যদি আদৌ কান ধৌত না করে অথবা কানের সম্মুখভাগ মুখমণ্ডলের সাথে ধৌত করে তবে যে সালাত সে পূর্বে আদায় করেছে, তা ফাসিদ হবে না। অথচ উযুর মধ্যে যে অঙ্গ ধৌত করা ফরয তা ধৌত না করে সালাত আদায় করলে ঐ সালাত কোন ক্রমেই সহী হয়না। এতে এ কথাই বুঝা যাচ্ছে যে, উভয় কান ধৌত করা সম্বন্ধে সাহাবাগণের যে মতামত আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, তাই হল সহী ও যথাযথ। অর্থাৎ কান মুখমন্ডলের অন্তর্ভুক্ত নয়। উল্লেখ্য, উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে ইমাম শা'বী (র)-এর মতামতের যথার্থতা প্রমাণিত হয়না।

মহান আল্লাহর বাণী وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ (এবং হাত কনুই পর্যন্ত)-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, 'কনুই' এর ব্যাপারে অর্থাৎ কনুই 'হাত' এর অন্তর্ভুক্ত কিনা? এ নিয়ে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। যদি অন্তর্ভুক্ত হয় তবে হাতের মত উহাও ধৌত করা আবশ্যক হবে। আর যদি হাতের অন্তর্ভুক্ত না হয়, তবে হাত ধৌত করার সাথে উহা ধৌত করা অপরিহার্য হবেনা।

ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (র) বলেন, একবার তাঁকে মহান আল্লাহর বাণী فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ -এর ব্যাখ্যায় এ মর্মে প্রশ্ন করা হল যে, উযূতে উভয় কনুই ধৌত করার বিষয়টি তরক করা জায়েয আছে কি? জবাবে তিনি বললেন, فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ। আয়াতে তো আল্লাহ্ তা'আলা উভয় কনুইসহ ধৌত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। একথা শুনে প্রশ্নকারী লোকটি (তার প্রতি উপহাস করতঃ) মুখমন্ডল ঘাড় পর্যন্ত ধৌত করতে শুরু করল। তখন তাকে বলা হল, উভয় কনুই এবং টাখনু ধৌত করা হবেনা কেন? সে বলল, কনুই এবং টাখনু কেন ধৌত করা হবেনা; তা জানি না। তবে এতটুকু বলা যায় যে, আয়াতাংশে কনুই এবং টাখনু পূর্ব পর্যন্ত ধৌত করতেই কেবল নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এর বেশী নয়।

হযরত ইমাম শাফি'ঈ (রা) বলেন, "কনুই ধৌত করতে হবে" এ বিষয়ে কারো কোন মতভেদ আছে বলে আমার জানা নেই। তাঁর মতে আয়াতের অর্থ হল, তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল এবং হাত কনুইসহ ধৌত কর।

অন্য যকীহ্‌গণ বলেন, মহান আল্লাহ্ তা'আলা وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ বলে কনুই পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত করা অপরিহার্য করে দিয়েছেন। হাতের মধ্যে কনুই শামিল নেই। কেননা مِرْفَقَانِ (উভয়

কনুই) শব্দটি এখানে হস্তদ্বয়ের غَايَة তথা "শেষ সীমা নির্ধারক" রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আর একথা স্বীকৃত যে, غَايَة - مُغَايَا এর মধ্যে দাখিল হয়না। যেমন ثُمَّ اتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل (এরপর নিশাগম পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ করবে। সূরা বাকারা: ১৮৭) এর মধ্যে সিয়াম রাতের মধ্যে দাখিল হয়নি। এর কারণ শুধু এই যে, রাত্র হল সওমের জন্য غَايَة (শেষসীমা)। অতএব নিশাগম হলেই সিয়াম সাধনাকারীর দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে। আল্লাহর বাণী فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِق এ উল্লেখিত مَرَافِق (কনুই) এর বিষয়টিও অনুরূপই। অর্থাৎ مَرَافِق (কনুই) শব্দটি يَدٌ (হাত) এর غَايَة (শেষসীমা)। তাই কনুই হাতের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং হাতের সাথে তা ধৌত করাও আবশ্যিক নয়। বস্তুতঃ উক্ত রায়টি ইমাম যুফার ইব্ন আল হুযাইল (র) এর ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমার মতে আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা হল, উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা ফরয। কোন ব্যক্তি যদি তা বর্জন করে বা এর কিয়দাংশের উপর আমল করা বর্জন করে তবে এ উযূতে আদায়কৃত সালাত শুদ্ধ হবেনা। আর উভয় কনুই এবং এর পরবর্তী স্থানসমূহ ধৌত করা হল মুস্তাহাব। এর প্রতিই রাসূল (সা) তাঁর উম্মতকে অনুপ্রাণিত করেছেন নিম্নোক্ত বাণীর মাধ্যমে।

১১১৪৩২. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, উযূর বদৌলতে আমার উম্মতের মুখমন্ডল নূরানী এবং হাত-পা উজ্জ্বল হবে। কাজেই, যে তার মুখমন্ডলকে উজ্জ্বল করতে চায় সে যেন তা করে।

এতে এ কথা বুঝা যায় যে, উভয় কনুই এবং কনুই এর পরবর্তী স্থানসমূহ ধৌত করা যদি কোন ব্যক্তি বর্জন করে তবে তার সালাত ফাসিদ হবেনা। এর কারণ হিসাবে আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, اِلَى শব্দের দ্বারা যে غَايَة কে مَحْدُوْد করে দেওয়া হয়, আরবী ভাষায় এ ধরনের غَايَة এর মধ্যে দু রকমের সম্ভাবনা থাকে। অর্থাৎ مُغَايَا এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং না হওয়া। কাজেই, غَايَة সর্বদা مُغَايَا এর অন্তর্ভূক্ত হয়, নিশ্চিত রূপে একথা বলা যায় না। হ্যাঁ, যদি কোথাও غَايَة-مُغَايَا এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় তবে বিষয়টি স্বতন্ত্র। পক্ষান্তরে مَرَافِق এর ব্যাপারে এমন কোন হুকুম এবং প্রমাণ পাওয়া যায়নি, যা দ্বিধাহীনভাবে একথা প্রমাণ করবে যে, এখানে مَرَافِق অর্থাৎ কনুইও হাতের সাথে ধৌত করা ওয়াজিব। যদি থাকতো তাহলে আমরা তা মেনে নিতাম। মহান আল্লাহর বাণী وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ (এবং তোমাদের মাথা মসেহ করবে। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, 'অযূর মধ্যে মাথা মসেহ' কিভাবে করতে হবে এ সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, আয়াতের অর্থ হল, তোমরা যখন সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন মাথার যে পরিমাণ মসেহ করা তোমাদের জন্য সহজসাধ্য হবে, ঐ পরিমাণ অংশই পানি দ্বারা মসেহ করবে।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৪৩৩. হযরত 'ঈসা ইব্ন হাফস (র) বলেন, হযরত কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) এর নিকট মাথা মসেহ করা সম্বন্ধে আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, হে 'নাফি', হযরত ইব্ন উমার (রা) কেমন করে

মসেহ করতেন? জবাবে তিনি বললেন, তিনি একবার মসেহ করতেন। এরপর হযরত নাফি' (র) হযরত ইব্ন উমার (রা) এর মসেহের বিবরণ প্রদান কল্পে বলেন, তিনি মাথার অগ্রভাগ হতে মুখমন্ডল পর্যন্ত মসেহ করতেন। এরপর হযরত কাসিম (র) বলেন,হযরত ইব্ন 'উমার (রা) আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ ও প্রজ্ঞাবান মানুষ ছিলেন।

১১৪৩৪. হযরত নাফি' (র) বলেন, উযূ করার সময় হযরত ইব্ন উমার (রা) পানিতে হাত ভিজিয়ে উভয় হাত দিয়ে মাথার সামনের দিক মসেহ করতেন।

১১৪৩৫. অপর এক সনদে হযরত নাফি' (র) বলেন, হযরত ইব্ন উমার (রা) ডান হাতের তালু পানির উপর রাখতেন। এরপর (তা উঠিয়ে) ঝারা ব্যতিরেকে উভয় কারন (ঐ স্থান যেখানে জীব-জানোয়ারের শিং গজায়) এর মাঝে ললাট পর্যন্ত স্থানে একবার মসেহ করতেন। এক বারের অধিক করতেন না। প্রত্যেক উযূতেই তিনি একবার করে মসেহ করতেন। মসেহ করতেন ললাটের দিক হতে কানের দিকে।

১১৪৩৬. হযরত নাফি' (র) হতে বর্ণিত। হযরত ইব্ন উমার (রা) উযূ করার সময় মাথার অগ্রভাগ মসেহ করতেন।

১১৪৩৭. হযরত 'আবদুর রহমান ইবন আবূ লায়লা (র) বলেন, তোমার মাথায় যদি পাগড়ী বা টুপি জাতীয় কিছু থাকে তবে তোমার জন্য মাথার অগ্রভাগ মসেহ করাই যথেষ্ট। মহিলাগণও অনুরূপ করবে।

১১৪৩৮. হযরত নাফি' (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত ইব্ন 'উমার (রা) কে দেখেছি; তিনি তার মাথার তালুতে একবার মসেহ করেছেন। হযরত সুফয়ান (র) বলেন, কেউ যদি একটি চুলের উপরও মসেহ করে তবুও তার উযূ শুদ্ধ হবে। (অবশ্য হানাফী মাযহাবে মাথার এক চতুর্থাংশ মসেহ করা ফরয।)

১১৪৩৯. হযরত ইবরাহীম (র) বলেন, মাথার যে কোন পার্শ্বেই পানি দিয়ে মসেহ করা জায়েয।

১১৪৪০. হযরত শা'বী (র) বলেন, মাথার যে কোন পার্শ্বেই পানি দ্বারা তুমি মসেহ কর তা যথেষ্ট।

১১৪৪১. অপর এক সূত্রে হযরত শা'বী (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১১৪৪২. হযরত নাফি' (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,হযরত ইবন 'উমার (রা) নিজের মাথার উপর এভাবেই মসেহ করেছেন। আয়্যূব (র) এ কথা বর্ণনাকালে হাতের তালু মাথার উপর রেখে মাথার অগ্রভাগের উপর মসেহ করেছেন।

১১৪৪৩. হযরত সুফয়ান (র) বলেন, এক অঙ্গুল দ্বারাও যদি কেউ মসেহ করে তাও যথেষ্ট হবে। (তবে হানাফী মাযহাবে অবশ্যই এক চতুর্থাংশ মসেহ করতে হবে)।

১১৪৪৪. হযরত ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম (র) বলেন, একবার আমি হযরত আবূ' আম্র (র) কে বললাম, মাথার কি পরিমাণ অংশ মসেহ করলে মসেহ্ যথেষ্ট হবে? জবাবে তিনি বললেন, যদি তুমি তোমার মাথার অগ্রভাগ হতে ঘাড় পর্যন্ত মসেহ কর, আমার মতে তাই উত্তম।

১১৪৪৫. অপর এক সূত্রে হযরত আবু 'আম্র (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, উক্ত আয়াতের অর্থ হল, তোমরা তোমাদের পুরো মাথা মসেহ করবে। তাদের মতে, কেউ যদি পানি দ্বারা পুরো মাথা মসেহ না করে তবে সে উযূতে তার সালাত শুদ্ধ হবেনা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৪৪৬. হযরত মালিক (র) বলেন, কেউ যদি তার মাথার কিয়দংশ মসেহ করে; পূর্ণ মাথা মসেহ না করে, তবে আদায়কৃত সালাত পুনরায় তাকে আদায় করতে হবে। তাঁর মতে মসেহ এর বিষয়টি হুবহু ধৌত করার মতই। অর্থাৎ মাথার কিয়দংশ মসেহ করা মুখমন্ডল এবং হাতের কিয়দংশ ধৌত করার মতই। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত মালিক (র) কে মাথা মসেহ করা সম্বন্ধে প্রশ্ন করার পর তিনি জবাবে বলেন, মুখমন্ডলের অগ্রভাগ হতে মাথা মসেহ শুরু করে উভয় হাত ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে যাবে। তারপর সেখান হতে আবার মাথার সামনের দিকের প্রথমাংশে নিয়ে আসবে। অপর মুফাস্সিরগণের মতে, তিন আঙ্গুলের কম পরিমাণ মসেহ করাতে মসেহ আদায় হবেনা। ইমাম আবূ হানীফা ইমাম আবূ ইউসূফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র) এমত পোষণ করেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমার মতে আয়াতাংশের সঠিক ব্যাখ্যা হল, মহান আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতে অপরাপর অঙ্গসমূহ ধৌত করার সাথে মাথা মসেহ করার জন্যও হুকুম দিয়েছেন। কিন্তু এর জন্য কোন সীমা তিনি এমনভাবে বেঁধে দেননি যে, এর মধ্যে কোন প্রকার কম-বেশী করা যাবে না। সুতরাং উযূকারী ব্যক্তি যে পরিমাণই মসেহ করুক না কেন, এতে অবশ্যই তাকে 'মাথা মসেহ্ করেছে' বলে গণ্য করা হবে এবং এতেই তার মাথা মসেহ্ এর ফরযিয়্যাত আদায় হয়ে যাবে।

কেউ যদি বলেন যে, তায়াম্মুমের বর্ণনা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল্ কুরআনে ইরশাদ করেছেন, فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ (এবং তোমরা মুখে ও হাতে মসেহ করবে)। সুতরাং এ আয়াতের আলোকে মুখমন্ডল এবং হাতের কিয়দংশের উপর মসেহ করাতে তায়াম্মুম শুদ্ধ হবে কি?

এরূপ প্রশ্ন করা হলে জবাবে বলা হবে যে, তায়াম্মুমে যে অঙ্গটি মসেহ করার ব্যাপারে 'আলিমগণের একাধিক মত রয়েছে, কেউ বলেন, এর কিয়দংশ মসেহ করাতে যথেষ্ট হবে আর কেউ বলেন যে, যথেষ্ট হবেনা, এরূপ ক্ষেত্রে কিয়দংশের উপর মসেহ করলেই তায়াম্মুম শুদ্ধ হবে। কেননা এতটুকুতেই উক্ত ব্যক্তি মসেহ্কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আর তায়াম্মুমে যে অঙ্গটি মসেহ করার ব্যাপার 'আলিমগণ সকলেই এক মত যে, এর কিয়দংশ মসেহ করলে তায়াম্মুম শুদ্ধ হবেনা, এরূপ অঙ্গের ক্ষেত্রে একথা স্বীকৃত যে, আল কুরআনে যে শব্দ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, دَلِيْلُ مُخَصَّصٌ না পাওয়া পর্যন্ত উহাকে ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করতে হবে। যদি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দের কোন এক বিষয় دَلِيْلُ مُخَصَّصٌ এর ভিত্তিতে খাস হয়ে যায়, তাহলে উহা আয়াতের যাহিরী অর্থ হতে বহির্ভূত বলে গণ্য হবে। অবশিষ্ট অর্থ সমূহ তার সে ব্যাপক অর্থেই গৃহীত হবে। ইমাম তাবারী বলেন, উপরোক্ত বক্তব্যের প্রমাণ্য দলীল বহুস্থানে আমি উল্লেখ করেছি। এখানে এর পুনরোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'আলা যে মাথা মসেহ্ করার নির্দেশ দিয়েছেন এর সীমা হল, চুল উদ্‌গত হওয়ার স্থান। এর থেকে অতিরিক্ত কিছু নয়। সুতরাং মাথার পেছনের দিকে গ্রীবা পর্যন্ত মসেহ করা নিষ্প্রয়োজন। অনুরূপভাবে মাথার সম্মুখ দিকে চুল উদ্‌গত হওয়ার স্থান হতে নীচে মুখমন্ডলের দিকে মসেহ্ করাও নিষ্প্রয়োজন।

মহান আল্লাহর বাণী وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ (এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করবে)। -এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, উক্ত আয়াতাংশের পাঠ প্রক্রিয়ায় কারীগণের একাধিক মত রয়েছে।

হিজায ও ইরাকের একদল وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ এর লাম অক্ষরকে যবর দিয়ে পড়েন। এ কিরা'আত অনুসারে আয়াতের অর্থ হবে; তোমরা যখন সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল এবং হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং পা ধৌত করবে গ্রীবা পর্যন্ত। আর তোমাদের মাথায় মসেহ করবে। উপরোক্ত পাঠ প্রক্রিয়া অনুসারে অর্থের মধ্যে কিছুটা অগ্র-পশ্চাৎ হয়েছে। অর্থাৎ শেষ শব্দটির অনুবাদ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং পূর্বের শব্দটির অনুবাদ শেষে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কিরা'আতের মধ্যে اَرْجُلَ শব্দটিকে اَيْدِى এর উপর عَطْف করে যবর দেয়া হয়েছে। কারীগণের এরূপ করার কারণ হল এই যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে পা মসেহ করার নির্দেশ দেননি। বরং তিনি পা ধৌত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এ মতের সমর্থকদের আলোচনা ঃ

১১৪৪৭. হযরত আবূ কিলাবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তির পদপৃষ্ঠে নখ পরিমাণ জায়গা শুষ্ক ছিল। এ নিয়েই সে সালাত আদায় করল। সালাত শেষে হযরত 'উমার (রা) তাকে বললেন, তুমি পুনরায় উযূ করে সালাত আদায় কর।

১১৪৪৮. হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের অঙ্গুলি সমূহ পানি দ্বারা খিলাল কর। তাহলে জাহান্নামের অগ্নি এগুলোকে স্পর্শ করবে না।

১১৪৪৯. হযরত মুগীরা ইব্‌ন হুনায়ন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) জনৈক ব্যক্তিকে উযূতে পা ধৌত করতে দেখে বললেন, এ কাজের জন্য আমি নির্দেশিত হয়েছি।

১১৪৫০. হযরত মাস'আব ইব্‌ন সা'দ (র:) বলেন, একদা হযরত 'উমার (রা) একদল লোককে উযূ করতে দেখে বললেন, তোমরা খিলাল কর।

১১৪৫১. হযরত কাসিম (র) বলেন, হযরত ইব্‌ন উমার (রা) উযূ করার সময় পা থেকে মোজা খুলে উযূ করতেন এবং উভয় পা ধৌত করে তিনি অঙ্গুলি সমূহ খিলাল করতেন।

১১৪৫২. হযরত ইব্‌রাহীম (র) বলেন, আমি হযরত আসওয়াদ (র) কে বললাম, আপনি কি উমার (রা) কে উভয় পা ধৌত করতে দেখেছেন? জবাবে তিনি বললেন, হাঁ, দেখেছি।

১১৪৫৩. একদা হযরত 'উমার ইব্‌ন আবদুল 'আযীয (র) ইব্‌ন আবূ সুওয়ায়দ (র)-কে বললেন, এমন তিন ব্যক্তি থেকে আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে, যাদের প্রত্যেকেই রাসূল (সা)-কে উভয় পা ধৌত করতে দেখেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক নিকটবর্তী ব্যক্তি হল তোমার চাচাতো ভাই মুগীরা (রা)।

১১৪৫৪. হযরত 'আলী (রা) বলেন, তোমরা উভয় পা টাখ্‌নু পর্যন্ত ধৌত করবে।

১১৪৫৫. হযরত আবূ কিলাবা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত 'উমার (রা) এক ব্যক্তিকে দেখলেন, যার পদপৃষ্ঠে নখ পরিমাণ স্থান অধৌত রয়ে গিয়েছিল। এ দেখে তিনি তাকে পুনরায় উযূ করে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন।

১১৪৫৬. হযরত শায়বা ইব্‌ন নিসাহ (র) বলেন, মক্কায় আমি কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)-এর সাথে ছিলাম। তখন আমি দেখেছি যে, তিনি সালাতের জন্য উযূ করার সময় পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে এর উপর পানি পৌঁছান। আমি বললাম, হে আবু মুহাম্মদ! এরূপ করছেন কেন? জবাবে তিনি বললেন, আমি হযরত ইবন 'উমার (রা) কে অনুরূপ করতে দেখেছি।

১১৪৫৭. হযরত ইব্‌রাহীম (র) فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْ سِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতে اَرْجُلَكُمْ শব্দটিকে وَجُوْهَكُمْ এর উপর عَطْف করা হয়েছে।

১১৪৫৮. হযরত আবু'আবদুর রহমান (র) বলেন, হযরত হাসান-হুসায়ন (রা) একদা 'আমার নিকট وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ এর লাম অক্ষরটিকে 'যের' এর সাথে পাঠ করলেন। হযরত 'আলী (রা) তখন মানুষের বিচারকার্যে লিপ্ত ছিলেন। সেখানে থাকা অবস্থায়ই তিনি তাদের কিরাআত শুনতে পেয়ে বললেন, اَرْجُلَكُمْ এর লাম অক্ষরে যের নয়, বরং যবর হবে। বস্তুতঃ পূর্বাপর সম্পর্ক রেখে অর্থ করতে হবে।

১১৪৫৯. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি فَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ এর লাম অক্ষরকে যবর দিয়ে পড়েছেন এবং বলেছেন যে, উহাকে وَجُوْهَكُمْ এর উপর عَطْف করা হয়েছে।

১১৪৬০. হযরত হিশাম ইব্‌ন 'উরওয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত 'উরওয়া (রা) اَرْجُلَكُمْ শব্দটিকে وُجُوْهَكُمْ এর উপর عَطْف করে নসবসহ পাঠ করেছেন।

১১৪৬১. হযরত 'আবদুল্লাহ্ (রা) اَرْجُلَكُمْ শব্দটিকে 'নসব' সহ পাঠ করতেন।

১১৪৬২. হযরত সুদ্দী (র) فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ কে وَجُوْهَكُمْ এর উপর عَطْف করা হয়েছে। অর্থগত দিক থেকে আয়াতের মধ্যে পূর্বাপর সম্পর্ক রয়েছে। তাই আয়াতের অর্থ হবে এরূপ— তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল এবং পা ধৌত করবে এবং তোমরা মাথা মসেহ করবে।

১১৪৬৩. হযরত শায়বান (র) বলেন, হযরত 'আলী (রা) أَرْجُلَكُمْ এর লাম অক্ষরকে যবরের সাথে পড়েছেন।

১১৪৬৪. হযরত হিশাম ইব্ন 'উরওয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত 'উরওয়া (র) أَرْجُلَكُمْ কে وُجُوْهَكُمْ এর উপর عَطْف করে এর লাম অক্ষরকে যবরের সাথে পড়েছেন।

১১৪৬৫. হযরত 'ইক্‌রামা (রা) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১১৪৬৬. হযরত আ'মাশ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত 'আবদুল্লাহ্ (রা) এর ছাত্রগণ عطف এর লাম অক্ষরকে যবরের সাথে পড়তেন এবং তারা পা ধৌত করতেন।

১১৪৬৭. হযরত 'আলী (রা) বলেন, তোমরা উভয় পা টাখ্‌নু পর্যন্ত ধৌত করবে।

১১৪৬৮. হযরত 'আবদে' খায়র (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত 'আলী (রা) কে উযূ করতে দেখেছি। তিনি পদদ্বয়ের পৃষ্ঠ ধৌত করেছেন। এরপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে এরূপ করতে না দেখলে ধারণা করতাম যে, পায়ের তলা ধৌত করাই পায়ের পৃষ্ঠ ধৌত করা হতে অধিক যুক্তিযুক্ত।

১১৪৬৯. হযরত 'আতা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কাউকে পদদ্বয়ের উপর মসেহ করতে দেখিনি।

১১৪৭০. হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ এর লাম অক্ষর নসব দিয়ে পড়েছেন। এরপর বলেছেন যে, أَرْجُلَكُمْ শব্দটিকে وُجُوْهَكُمْ এর উপর عَطْف করা হয়েছে।

১১৪৭১. হযরত আ'মাশ (র) أَرْجُلَكُمْ এর লাম অক্ষরকে নসব সহ পড়তেন।

১১৪৭২. হযরত আশহাব (র) বলেন, একবার হযরত মালিক (র) কে আল্লাহ পাকের বাণী وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ এর أَرْجُلَكُمْ এর পাঠ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হল যে, এ শব্দের লাম অক্ষর নসবযুক্ত হবে, না যের হবে? জবাবে তিনি বললেন, তা হল ধৌত করা। মসেহ করা নয়। বরং পা ধৌত করা হবে। এরপর তাকে জিজ্ঞেস করা হল, কোন ব্যক্তি যদি পায়ের উপর মসেহ করে তবে তার উযু শুদ্ধ হবে কি? তিনি বললেন, না তার উযু হবেনা।

১১৪৭৩. হযরত দাহ্‌হাক (র) فَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা তোমাদের পা উত্তমরূপে ধৌত করবে। হিজায এবং ইরাকের অন্যান্য কারীগণ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ এর লাম অক্ষরটিকে যের দিয়ে পড়ে থাকেন। তাদের মতে এর কারণ হল এই যে, উযূতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে পা মসেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। পা ধোয়ার নির্দেশ দেননি। তাই তারা أَرْجُلَكُمْ কে رُءُوْسِكُمْ এর উপর عَطْف করেন। এবং এর লাম অক্ষরে যের পড়েন। (হানাফী মাযহাব অনুসারে পা ধৌত করতে হবে।)

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৪৭৪. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই অঙ্গ ধৌত করা এবং দুই অঙ্গ মসেহ করার নাম উযূ।

১১৪৭৫. হযরত হুমায়দ (র) বলেন, এক মজলিশে মূসা ইব্‌ন আনাস হযরত আনাস (রা) কে বললেন, হে আবূ হামযা! একবার হাজ্জাজ 'আহ্‌ওয়ায' নামক স্থানে ভাষণ দিলেন। তখন আমরা তার সঙ্গে ছিলাম। ভাষণে তিনি পবিত্রতা অর্জন সম্বন্ধে আলোচনায় বললেন, তোমরা মুখমন্ডল ধৌত করবে, হাত ধৌত করবে, মাথা মসেহ করবে এবং পা ধৌত করবে। সাধারণতঃ পায়ের তলায় ধুলা ময়লা বেশী লেগে থাকে; তাই উহার উপর, নীচ এবং গোড়ালী সুন্দর করে ধৌত করবে। একথা শুনে হযরত আনাস (রা) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা সত্য বলেছেন, কিন্তু হাজ্জাজ মিথ্যা বলেছে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ অর্থাৎ তোমরা মাথা ও পা মসেহ করবে। অবশ্য হযরত আনাস (রা) পা মসেহ করার পূর্বে উহা পানিতে ভিজিয়ে নিতেন।

১১৪৭৬. হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্ কুরআনে পা মসেহ করার হুকুম এসেছে; কিন্তু সুন্নাত হল ধৌত করা।

১১৪৭৭. হযরত মূসা ইব্‌ন আনাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হাজ্জাজ ভাষণে বললেন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল, হাত এবং পা ধৌত করবে। সাধারণত: পায়ে যেহেতু ধূলা-ময়লা বেশী লেগে থাকে, তাই এর উপর নীচ এবং গোড়ালী উত্তমরূপে ধৌত করবে। বর্ণনাশেষে আনাস (রা) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা সত্য বলেছেন। কিন্তু হাজ্জাজ মিথ্যা বলেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ অর্থাৎ اَرْجُلَكُمْ এর লাম অক্ষরটি 'যের' এর সাথে।

১১৪৭৮. 'ইকরামা (রা) বলেন, পা ধৌত করা আবশ্যিক নয়। কেননা পা মসেহ করার বিধান অবতীর্ণ হয়েছে।

১১৪৭৯. আবূ জা'ফর (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুমি তোমার মাথা ও পদদ্বয় মসেহ করবে।

১১৪৮০. শা'বী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত জিব্‌রাঈল (আ)-এর মাধ্যমে পা মসেহ করার বিধান নাযিল হয়েছে। এরপর তিনি বলেন, তোমরা কি দেখছনা, যে অঙ্গগুলো উযূতে ধৌত করা হত, তায়াম্মুমে তা মসেহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যে অঙ্গগুলো উযূতে মসেহ করা হত, তায়াম্মুমে তা ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১১৪৮১. হযরত শা'বী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উযূতে যে অঙ্গগুলো ধৌত করার আদেশ ছিল, তায়াম্মুমে তা মসেহ্ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১১৪৮২. অপর এক সনদে শা'বী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পায়ের হুকুম হল মসেহ্ করা। তোমরা কি দেখছনা উযূতে যে অঙ্গগুলো ধৌত করার হুকুম ছিল, তায়াম্মুমে তা মসেহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর উযূতে যে অঙ্গগুলো মসেহ্ করার হুকুম ছিল, তায়াম্মুমে তা ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১১৪৮৩. 'আমির (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উযূতে যে অঙ্গগুলো ধৌত করার হুকুম দেওয়া হয়েছিল, তায়াম্মুমে তা মসেহ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। আর উযূতে যে অঙ্গগুলো মসেহ্ করার হুকুম দেওয়া হয়েছিল, তায়াম্মুমে তা ত্যাগ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। সে অঙ্গগুলো হল, মাথা এবং পদদ্বয়।

১১৪৮৪. শা'বী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উযূতে যে অঙ্গগুলো পানি দ্বারা ধৌত করার হুকুম দেয়া হয়েছিল, তায়াম্মুমে তা মাটি দ্বারা মসেহ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। আর উযূতে যে অঙ্গগুলো পানি দ্বারা মসেহ করার হুকুম দেওয়া হয়েছিল, তায়াম্মুমে তা ত্যাগ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

১১৪৮৫. ইসমাঈল (র) বলেন, আমি 'আমির (র) কে বললাম, কতিপয় লোক এ কথা বলতেন যে, হযরত জিবরাঈল (রা) পদদ্বয় ধৌত করার হুকুম নিয়ে এসেছিলেন। তিনি বললেন, হযরত জিব্‌রাঈল (আ) পা মসেহ করার হুকুম নিয়ে এসেছিলেন।

১১৪৮৬. ইউনুস (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'ওয়াসিত' নামক স্থানে 'ইকরামা (রা) এর সঙ্গে ছিলেন, এমন একজন আমাকে বলেছেন যে, আমি তাকে পদদ্বয় ধৌত করতে দেখিনি। ওয়াসিতে থাকাকালীন সময়ে তিনি পা মসেহ করতেন।

১১৪৮৭. কাতাদা (র) আল্লাহ পাকের বাণী: يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ। এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা দুই অঙ্গ ধৌত করা এবং দুই অঙ্গ মসেহ করা ফরয করেছেন।

১১৪৮৮. 'আলকামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি وَاَرْجُلِكُمْ এর লাম অক্ষরকে 'যের' এর সাথে পড়েছেন।

১১৪৮৯. 'আমাশ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১১৪৯০. মুজাহিদ (র) وَاَرْجُلِكُمْ এর লাম অক্ষরকে 'যের' দিয়ে পড়তেন।

১১৪৯১. শা'বী (র) وَاَرْجُلِكُمْ এর লাম অক্ষরকে যের দিয়ে পড়তেন।

১১৪৯২. আবূ জা'ফর (র) وَاَرْجُلِكُمْ এর লাম অক্ষরকে 'যের' দিয়ে পড়তেন।

১১৪৯৩. দাহ্হাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি وَاَرْجُلِكُمْ এর লাম অক্ষরকে 'যের' এর সাথে পড়েছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমার মতে উক্ত আয়াতাংশের সঠিক ব্যাখ্যা হল, মহান আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে উযূর মধ্যে পানি দ্বারা পদদ্বয় পরিপূর্ণভাবে মসেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমনিভাবে তিনি তায়াম্মুমের মধ্যে মাটি দ্বারা পরিপূর্ণভাবে মুখমন্ডল মসেহ করার হুকুম করেছেন। সুতরাং কোন ব্যক্তি যখন পানি দ্বারা উভয় পা পরিপূর্ণভাবে মসেহ করবে তখন সে মসেহ্কারী বা ধৌতকারী হল। কেননা ধৌত করার অর্থ হল, পদদ্বয়ের উপর পানি প্রবাহিত করা বা পদদ্বয়ের উপর পানি পৌঁছিয়ে দেওয়া। আর মসেহ্ করার অর্থ হল, পদদ্বয়ের উপর হাত বা হাতের অনুরূপ কোন কিছু বুলিয়ে দেওয়া। সুতরাং কেউ উপরোক্ত কাজ করলে ধৌতকারী এবং মসেহকারী হন। যেহেতু 'মসেহ' এর দুই অর্থ রয়েছে। একটি ব্যাপক আর অপরটি বিশেষ। ব্যাপক অর্থের মানে হল পরিপূর্ণ অঙ্গ মসেহ করা। আর বিশেষ অর্থের মানে হল, কোন অঙ্গের আংশিক মসেহ করা। তাই اَرْجُلِكُمْ এর পঠন পদ্ধতিতে কিরাআত বিশেষজ্ঞদের একাধিক মত রয়েছে। কোন কোন কারী اَرْجُلَكُمْ শব্দের লাম অক্ষরকে যবর দিয়ে পড়েছেন। তাদের

মতে উভয় পা মসেহ করা যথার্থ নয়। বরং উভয় পদদ্বয় ধৌত করা ফরয। পানি দ্বারা পা মসেহ করার রিওয়ায়াত থাকা সত্ত্বেও তারা মসেহ করাকে অস্বীকার করেছেন।

আর কোন কোন কারী أَرْجُلِكُمْ শব্দের লাম অক্ষরকে যের দিয়ে পাঠ করেছেন। তাদের মতে উভয় পা মসেহ করা ফরয। যেহেতু উযূর মধ্যে উভয় পা পানি দ্বারা পরিপূর্ণভাবে মসেহ করা ফরয, তাই কেউ কেউ উভয় পা মসেহ না করে শুধু পানিতে ঢুকিয়ে রেখে উযূ সম্পন্ন করাকে মাকরূহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেননা وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ এর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা হাত বা হাতের মত জিনিষের দ্বারা উভয় পা পরিপূর্ণভাবে মসেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এতে তিনি পদদ্বয়ের কিয়দংশ মসেহ করার হুকুম করেননি। যেমন বর্ণিত আছে,

১১৪৯৪. হযরত নাফি' (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ইবন্ 'উমার (রা) কে এক ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হল, যে উযূ করেছে এবং উযূর শেষে উভয় পা পানিতে ঢুকিয়ে দিয়েছে। জওয়াবে তিনি বললেন, এরূপ করাতে কোন ফায়দা আছে বলে মনে করিনা।

আর কেউ কেউ এরূপ করাকে জায়েয মনে করেন। তাদের মতে আয়াতাংশের প্রতিপাদ্য বিষয় হল, পদদ্বয় ধৌত করা। যেমন বর্ণিত আছে—

১১৪৯৫. হযরত হাসান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নৌযানে বসে যে ব্যক্তি উযূ করছে সে যদি তার উভয় পা পানিতে ঢুকিয়ে দেয়, তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই।

১১৪৯৬. অপর এক সনদে হযরত হাসান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নৌকার পার্শ্বে বসে কেউ যদি উযূ করে তবে সে তার পদদ্বয় পানিতে নাড়াচাড়া দিয়ে নিবে। যেহেতু 'মসেহ' শব্দের দুটি অর্থ রয়েছে। একটি ব্যাপক অর্থ, আর অপরটি খাছ অর্থ। উভয় অর্থের মধ্যে ব্যাপক অর্থটিই হল এখানকার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আর এ ব্যাপক অর্থের মধ্যে ধৌত করা এবং মছহ করা উভয়টি শামিল আছে। এতে সুস্পষ্ট ভাবে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, যবর এবং যের তথা উভয় কিরাআতই ছহীহ। কেননা, পানি দ্বারা পদদ্বয় পরিপূর্ণভাবে মসহ করাতে ধৌত করাও হয়ে যায় এবং উভয় পায়ের উপর হাত বা হাতের মত কিছু বুলানোর দ্বারা মসহ করাও হয়ে যায়। মোদ্দাকথা হল, যারা أَرْجُلَكُمْ এর লাম অক্ষরকে যবর দিয়ে পড়েন, তাদের এ পঠন পদ্ধতিও বিশুদ্ধ। কেননা, উভয় পায়ের উপর পানি প্রবাহিত করায় আয়াতের সে ব্যাপক অর্থটিই প্রকাশিত হয়। অনুরূপভাবে যারা أَرْجُلَكُمْ শব্দের লাম অক্ষরকে যের দিয়ে পড়েন, তাদের এ পঠন পদ্ধতিও বিশুদ্ধ। কেননা, পদদ্বয়ের উপর মসেহ করাতে পদদ্বয়ের উপর হাত বা অনুরূপ কিছু বুলিয়ে দেওয়ার অর্থটিই প্রকাশিত হয়।

উপরোক্ত কিরাআত দুটি ছহীহ হওয়া সত্ত্বেও আমার মতে লাম অক্ষরটিকে যের দিয়ে পড়াই উত্তম। কেননা, 'মসেহ' শব্দের অর্থ দুটি, যা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি এবং وَاَرْجُلَكُمْ শব্দটিকে যেহেতু وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ এর পরে উল্লেখ করা হয়েছে, তাই উহাকে الايدى এর উপর عطف না করে الرُّءُوْس এর উপর عَطْف করাই উত্তম। কেননা যদি أَرْجُلَكُمْ কে الْاَيْدِىْ এর উপর عَطْف করা হয় তবে مَعْطُوْف ও مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ এর মধ্যে وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ এর দ্বারা ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে যাবে। এরূপ হওয়া বিজ্ঞজনের মতে বাক্যের মধ্যে দূর্বোধ্যতা সৃষ্টি করে। তাই তা পছন্দনীয় নয়।

কেউ যদি প্রশ্ন করেন আলোচ্য আয়াতে মাথা মসেহ করা তো বিশেষ অর্থে রয়েছে। পদদ্বয় সাধারন ভাবে মসেহ করার প্রমাণ কি?

জওয়াবে বলা হবে; রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অনুসৃত বাণী وَيْلٌ لِّلْاَعْقَابِ وَبُطُوْنِ الْاَقْدَامِ مِنَ النَّارِ। (আফসোস! ঐ গোড়ালি ও পায়ের নীচের অংশের জন্য; যেগুলোর ঠিকানা হবে জাহান্নাম) হল উপরোক্ত বক্তব্যের দ্ব্যর্থহীন প্রমাণ। পক্ষান্তরে যদি পায়ের কিছু অংশ মসেহ করাই যথেষ্ট হত তবে পায়ের কিছু অংশ পানি দ্বারা মসেহ করার পর সামান্য কিছু অংশে পানি না পৌছার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) কখনো এরূপ সতর্কবাণী শুনাতেন না। কেননা নিজ কর্তব্য আদায় করার পর কেউ সকর্ত বাণী শুনার উপযোগী বলে বিবেচিত হয়না। বরং সে তোপায় তখন বহু সওয়াব ও প্রতিদান। অতএব পায়ের গোড়ালি ধৌত না করাতে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করার মধ্যে এ কথার উপর সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে যে, পানি দ্বারা সমস্ত পা পরিপূর্ণভাবে মসেহ করা ফরয এবং আমাদের বক্তব্য শুদ্ধ আর এর বিপরীত বক্তব্য ভ্রান্ত।

আমরা যা বলেছি, তার সমর্থনে রাসূলুল্লাহ (সা) এর কিছু হাদীস ঃ

১১৪৯৭. মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) একদিন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় আমরা একটি পাত্র হতে উযূ করছিলাম। তখন তিনি দু'বার বললেন, তোমরা পূর্ণভাবে উযূ করো। আবুল কাসিম (রাসুল) সাল্লালাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আফসোস ঐ গোড়ালি সমুহের জন্য, যেগুলোর ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

১১৪৯৮. অপর এক সনদে মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদ (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি وَيْلٌ لِّلْاَعْقَابِ وَبُطُوْنِ الْاَقْدَامِ مِنَ النَّارِ এর স্থলে وَيْلٌ لِّلْعَرَاقِيْبِ مِنَ النَّارِ বলেছেন।

১১৪৯৯. অন্য এক সূত্রে মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) একবার এমন কতিপয় লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যারা উযূ করছিলেন, কিন্তু উত্তমরূপে উযূ করতে পারছিলেন না। এ দেখে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, তোমরা পূর্ণভাবে উযূ সম্পাদন করো। কেননা আমি আবুল কাসিম (সা)-কে বলতে শুনেছি, পায়ের গোড়ালির জন্য জাহান্নামের শাস্তি।

১১৫০০. অপর এক সনদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নবী (সা) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১১৫০১. অন্য সনদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) অনুরূপ বলেছেন।

১১৫০২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে আরও একটি সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, গোড়ালি সমূহের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।

১১৫০৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন গোড়ালি সমূহের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।

১১৫০৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে আরও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, গোড়ালি সমূহের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। অপর রাবী ঈসমাঈল (র)-এর বর্ণনায় وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ وَبُطُوْنِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ এর স্থলে وَيْلٌ لِّلْعَرَاقِيْبِ مِنَ النَّارِ বর্ণিত হয়েছে।

১১৫০৫. সালিম আদ্দাউসী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি 'আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা)-এর সাথে হযরত 'আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলাম। তারপর তিনি পানি আনার জন্য একজনকে ডেকে পাঠালেন। তখন হযরত 'আয়েশা (রা) বললেন, হে 'আবদুর রহমান! উযূ পূর্ণভাবে সম্পাদন করবে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি যে, আফসোস পায়ের গোড়ালি সমূহের জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি।

১১৫০৬. আবূ সালিম মাওলাল মাহরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং 'আবদুর রহমান ইব্ন আবী বকর (রা) সা'দ ইব্ন আবী ওয়াককাস (রা)-এর জানাযার উদ্দেশ্যে বের হলাম। তখন আমি এবং 'আবদুর রহমান (রা) 'আবদুর রহমানের বোন হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরের দরজার সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলাম। এ সময় তিনি একজনকে উযূর পানি আনার জন্য ডেকে পাঠালেন। তখন হযরত 'আয়েশা (রা) তাকে ডেকে বললেন, হে আবদুর রহমান! পূর্ণভাবে উযূ করো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শুনেছি, আফসোস ঐ গোড়ালিগুলোর জন্য, যেগুলোর ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

১১৫০৭. দাউসের আযাদকৃত গোলাম সালিম (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত 'আয়শা (রা) কে তাঁর ভাই 'আবদুর রহমান (রা) কে এ মর্মে বলতে শুনেছি, হে 'আবদুর রহমান! পূর্ণভাবে উযূ করো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, আফসোস পায়ের ঐ গোড়ালি সমুহের জন্য, যেগুলোর ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

১১৫০৮. আবূ সালামা (র) হতে বর্ণিত। এক সময় হযরত 'আয়শা (রা) আবদুর রহমান (রা) কে উযূ করতে দেখে বললেন, পূর্ণভাবে উযূ করো। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, সর্বনাশ ঐ গোড়ালিগুলোর জন্য, যে গুলোর ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

১১৫০৯. অন্য সনদে হযরত আবূ সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত 'আয়েশা (রা) আবদুর রহমান (রা) কে উযূ করতে দেখে বললেন, পূর্ণভাবে উযূ করো। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি যে, আফসোস ঐ গোড়ালি সমূহের জন্য, যে গুলোর স্থান হবে জাহান্নাম।

১১৫১০. শাদ্দাদ ইব্ন হাদ (র)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ 'আবদুল্লাহ্ (র) হতে বর্ণিত। একদা তিনি নবী সহধর্মিনী হযরত 'আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলেন। তখন তাঁর সেখানে আবদুর রহমান (রা) ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি উযূ করলেন এবং উযূ শেষে তিনি দাঁড়ালেন ও মুখ ফিরিয়ে রওয়ানা করলেন। তারপর হযরত আয়েশা (রা) তাকে ডাক দিয়ে বললেন, হে আবদুর রহমান। ডাক শুনে তিনি ফিরে এলে হযরত 'আয়েশা (রা) তাকে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শুনেছি, আফসোস! ঐ গোড়ালি গুলোর জন্য, যেগুলোর স্থান জাহান্নাম।

১১৫১১. হযরত জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আফসোস! পায়ের গোড়ালি সমূহের জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে।

১১৫১২. অপর এক সনদে হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, গোড়ালির জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে।

১১৫১৩. অন্য এক সূত্রে হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, আফসোস! ঐ গোড়ালি গুলোর জন্য, যে গুলোর স্থান হবে জাহান্নাম।

১১৫১৪. হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আফসোস! ঐ গোড়ালি সমূহের জন্য, যেগুলোর ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

১১৫১৫. হযরত জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কান নবী (সা) হতে শ্রবণ করেছে যে, আফসোস ঐ গোড়ালিসমূহের জন্য, যেগুলোর ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

১১৫১৬. অন্য এক সূত্রে হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) হতে আমার কান এ কথা শ্রবণ করেছে যে, আফসোস! ঐ গোড়ালি সমূহের জন্য, যে গুলোর স্থান হবে জাহান্নাম। কাজেই, তোমরা পূর্ণভাবে উযু কর।

১১৫১৭. হযরত জাবির (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম (সা) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে উযূতে তার পায়ের গোড়ালির কিছু অংশ ধোয়নি। তখন তিনি বললেন, আফসোস! ঐ গোড়ালি গুলোর জন্য, যেগুলোর স্থান হবে জাহান্নাম।

১১৫১৮. হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কয়েক লোককে দেখলেন, তারা উযূ করছে। কিন্তু তাদের পায়ের গোড়ালিতে যথাযথভাবে পানি পৌছেনি। এ দেখে তিনি বললেন, আফসোস! ঐ গোড়ালি সমূহের জন্য, যেগুলোর স্থান হবে জাহান্নাম।

১১৫১৯. হযরত মু'আইকিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আফসোস! ঐ গোড়ালিগুলোর জন্য, যে গুলোর স্থান হবে জাহান্নাম।

১১৫২০. হযরত 'আবদুল্লাহ্ 'ইবন 'আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) কয়েকজন লোককে দেখলেন, তারা উযূ করছে এবং তাদের পায়ের গোড়ালিসমূহ চকচক করছে। এ দেখে তিনি বললেন, আফসোস! ঐ গোড়ালিগুলোর জন্য, যেগুলোর স্থান হবে জাহান্নাম।

১১৫২১. হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কয়েকজন লোককে দেখলেন, তারা পরিপূর্ণভাবে উযূ করছেন। এ দেখে তিনি বললেন, আফসোস! ঐ গোড়ালিসমূহের জন্য, যেগুলোর স্থান হবে জাহান্নাম।

১১৫২২. অপর এক সনদে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম (সা) কয়েকজন লোককে দেখলেন। তারা পরিপূর্ণভাবে উযূ করছে না। এ দেখে তিনি বললেন, আফসোস! ঐ গোড়ালিগুলোর জন্য, যেগুলোর ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

১১৫২৩. হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদল লোককে দেখলেন, তারা উযূ করছে। কিন্তু তাদের পায়ের গোড়ালিগুলো শুষ্ক থাকার কারণে চকচক করছে। এ দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আফসোস! ঐ গোড়ালি গুলোর জন্য, যেগুলোর স্থান হবে জাহান্নাম। পূর্ণরূপে উযূ করো।

১১৫২৪. অন্য সূত্রে হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে আমরা মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী এক স্থানে ছিলাম। এ সময় কতিপয় লোক তাড়াহুড়ো

করে আমাদের আগে উযূ করে নেয়। তারপর রাসূল্লাহ্ (সা) এসে তাদের পাগুলো সাদা দেখে বললেন, আফসোস ঐ গোড়ালিগুলোর জন্য, যেগুলোর ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

১১৫২৫. হযরত আবূ উমামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "আফসোস! ঐ গোড়ালি সমূহের জন্য যেগুলোর ঠিকানা হবে জাহান্নাম।" বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর একথা বলার পর বিশিষ্ট কি সাধারণ, একথায় মসজিদে অবস্থানরত প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ পায়ের গোড়ালির প্রতি তাকিয়েছেন বলে আমি দেখতে পেয়েছি।

১১৫২৬. হযরত আবূ উমামা (র) অথবা তাঁর ভ্রাতা হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদল লোককে উযূ করতে দেখলেন। তাদের একজনের পায়ের গোড়ালি অথবা পায়ের টাখ্নুর এক দিরহাম বা নখ পরিমাণ জায়গা শুষ্ক ছিল। এতে পানি পৌঁছেনি। এ দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আফসোস! ঐ গোড়ালি সমূহের জন্য, যেগুলোর ঠিকানা হবে জাহান্নাম। বর্ণনাকারী বলেন, এ ঘটনার পর যদি কোন ব্যক্তি পায়ের গোড়ালির কিছু অংশ শুকনা দেখতো তবে পুনরায় উযূ করত। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, বিষয়টি যদি অনুরূপই হয়ে থাকে, নিম্নোক্ত হাদীস সম্পর্কে আপনাদের মতামত কি?

১১৫২৭. আউস ইব্ন আবূ আউস (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উযূ করতে দেখেছি। উযূতে তিনি জুতার উপর মসেহ করেছেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেছেন।

১১৫২৮. হযরত হুযাইফা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন এক কওমের ময়লা আবর্জনা ফেলার জায়গায় এসে পৌঁছলেন। তারপর সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি পেশাব করলেন। এরপর পানি আনার জন্য তিনি একজনকে ডেকে পাঠালেন এবং উযূ করে আপন উভয় মুবারক জুতার উপর মসেহ করেন।

১১৫২৯. হযরত আউস ইব্ন আবূ আউস (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন এক কওমের ময়লা আবর্জনা ফেলার জায়গায় এসে উযূ করলেন এবং নিজের উভয় কদম মুবারকের উপর মসেহ করলেন।

অনুরূপ আরো কতিপয় হাদীস যা একথা প্রমাণ করে যে, উযূতে পদদ্বয়ের কিয়দংশের উপর মসেহ করাই যথেষ্ট।

উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবে বলা হয়, আউস ইব্ন আবী আউসের হাদীস সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হল, "উযূতে পদদ্বয়ের কিয়দংশ মসেহ করাই যথেষ্ট" এ বিষয়ে এ হাদীসে সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ বিদ্যমান নেই। কেননা এতে এ উল্লেখ নেই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অপবিত্র হওয়ার পর এ উযূ করেছেন। বরং এতে একথার সম্ভাবনাও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হদস (অপবিত্র) হওয়া ব্যতিরেকেই এ উযূ করেছেন। কেননা হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'হদস' হওয়া ব্যতিরেকে উযূ করা অবস্থায় এভাবেই উযূ করতেন। যেমন বর্ণিত আছে ঃ

১১৫৩০. হিব্বাতুল 'উরনী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি হযরত 'আলী (র)-কে দেখলাম, তিনি এক প্রশস্ত মাঠে দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন। তারপর উযূ করে পাদুকার উপর মসেহ

করলেন। এরপর বললেন, এ হল ঐ ব্যক্তির উযূ, যার উযূ ভঙ্গ হয়নি। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অনুরূপ করতে দেখেছি।

আউসের হাদীস সম্বন্ধে আমি যা বলেছি, উক্ত হাদীস দ্বারা তা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে।

কেউ যদি বলেন, হাদীসের জবাবে যা বলা হয়েছে, এ হাদীসে যেমনিভাবে এ অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে, অনুরূপভাবে অন্য অর্থেরও সম্ভাবনা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উযূ ভঙ্গ হওয়ার পর উযূ করার সময় নিজ জুতা বা দু পায়ের উপর মসেহ করেছেন। বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে উত্তম জওয়াব হল, যে সম্ভবানার কথা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, তা যদি স্বীকার করে নেওয়া হয়; তথাপিও এ হাদীস সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হল, আমাদের মতে হাদীসের উপরোক্ত সম্ভাবনা যথাযথ নয়। কেননা, ফরয এবং সুন্নাতে রাসূলের মধ্যে সংঘাত হতে পারে না। কিন্তু উপরোক্ত সম্ভাবনার কথা মেনে নিলে ঐ সংঘাতের বিষয়টি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, প্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, উযূতে উভয় পা পরিপূর্ণভাবে পানি দ্বারা মসেহ করা আবশ্যক। কাজেই একই উযূতে পায়ের কিছু অংশ ধৌত করা এবং অবশিষ্ট অংশ ধৌত না করার বৈধতা হাদীস দ্বারা কখনো প্রমাণিত হতে পারে না। যদি হয় তবে একই অবস্থায় একটি বিষয়কে ফরয বলে মেনে নেওয়া আবার তৎক্ষণাৎ অস্বীকার করা বা বাতিল করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। অথচ আল্লাহ্ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূলের কালামের মধ্যে এরূপ কখনো হতে পারে না।

সর্বোপরি আমরা ঐ সম্ভাবনার কথাটি মেনে নেওয়ার সাথে সাথে প্রশ্নকারীদের নিকট এ মর্মে প্রশ্ন করতে চাই যে, এ হাদীসে আমাদের বক্তব্যের সম্ভাবনাটিও বিদ্যমান আছে কিনা?

যদি বলা হয় নেই, তবে তো এ হবে দলীল বিহীন দাবী। কেননা, আউসের হাদীসে কোথাও একথা নেই যে, উযূ ভেঙ্গে যাওয়ার পর উযূ করার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপ করেছেন। আর যদি বলা হয়, হাদীসে আপনাদের এবং আমাদের উভয়ের বক্তব্যের সম্ভাবনাই সমভাবে বিদ্যমান আছে। তাহলে, প্রশ্নকারীদেরকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা যায় যে, "আমাদের বক্তব্য হতে আপনাদের বক্তব্য উত্তম"-এ বিষয়ে আপনাদের প্রমাণ কি? পক্ষান্তরে এ বিষয়ে তারা কোন প্রমাণ পেশ করতে আদৌ সক্ষম নয়। কাজেই আমাদের বক্তব্যেই সঠিক এবং যথাযথ। আর হযরত হুযাইফা (র)-এর হাদীস সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হল, আ'মাশ (র)-এর হাদীস বিশারদ, বিদগ্ধ ছাত্রগণ তার থেকে হাদীসটি হযরত হুযাইফা (র)-এর সূত্রে এভাবে বর্ণনা করেছেন। "একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন এক কওমের ময়লা-আবর্জনার স্থানে এসে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। তারপর উযূ করে তিনি তাঁর মোজার উপর মসেহ করলেন"। এখানে পদদ্বয় এবং জুতার স্থলে মোজার কথাটি বর্ণিত রয়েছে।

১১৫৩১. আহ্‌মদ ইব্‌ন আবদাতুদ্‌দাবী...হযরত হুযাইফা (র) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১১৫৩২. মুসান্না (র)...হযরত হুযাইফা (র) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১১৫৩৩. আবূ কুরাইব (র)-- হযরত হুযাইফা (র) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১১৫৩৪. আবূ সায়িব (র)----হযরত হুযাইফা (র) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১১৫৩৫. ঈসা ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন ঈসা আররমলী (র)- হযরত হুযাইফা (র) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১১৫৩৬. ইব্‌ন হুমাইদ (র)-- হযরত হুযাইফা (র) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মোদ্দাকথা হল, উপরোক্ত সূত্রসমূহে হযরত হুযাইফা (র) হতে এ কথাই বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত নবী করীম (সা) মোজার উপর মসেহ করেছেন। উল্লেখ্য যে, আ'মাশ (র) এর ছাত্রদের মধ্যে কেবল জারীর ইব্‌ন হাযিম ই-উপরোক্ত বর্ণনার বিপরীত বর্ণনা করেছেন। কাজেই জারীর ইব্‌ন হাযিম (র)-এর বর্ণনা হল 'শায' (ক্ষীণ দুর্বল)। আ'মাশ (র)-এর নির্ভরযোগ্য, বিদগ্ধ ছাত্রদের বর্ণনার মোকাবিলায় এ বর্ণনা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। তর্কের খাতিরে যদি উহাকে আমরা ছহীহ বলে মেনেও নেই, তথাপিও এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হলো, হয়তো রাসূলুল্লাহ্ (সা) جَوْرَبَيْنِ (পায়তাবা) এর উপর জুতা পরেছেন এবং এ জুতাদ্বয়ের উপর মসেহ করেছেন। কাজেই, দলীল প্রমাণ ব্যতীত এ হাদীসকে নিয়ে টানা হেঁচড়া করে নিজেদের মতের সমর্থনে পেশ করা আদৌ সমীচীন নয়।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী- اِلَى الْكَعْبَيْنِ (উভয় টাখনু পর্যন্ত) এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, اَلْكَعْب এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণের একাধিক মত রয়েছে।

১১৫৩৭. কাসিম ইব্‌ন ফয্‌ল হাদ্দানী (র) বলেন, এক সময় আবূ জা'ফর (র) বললেন, 'কা'বাইন (টাখনু-দ্বয়) কোথায় অবস্থিত? জওয়াবে উপস্থিত লোকজন বললেন, এখানে। তিনি বললেন, এতো হল পায়ের গোছার অগ্রভাগ। বস্তুতঃ ক'বাইন জোড়ার নিকট অবস্থিত।

১১৫৩৮. ইমাম মালিক (র) বলেন, উযূতে যে কা'বাইন ধৌত করা ফরয, তা হল ঐ কা'বাইন, যা পায়ের গোছার সাথে সংযুক্ত এবং গোড়ালি বরাবর অবস্থিত। পায়ের পৃষ্ঠভাগে অবস্থিত উচা অংশটি কা'ব নয়।

১১৫৩৯. ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, এ ব্যাপারে কারো মতবিরোধ নেই যে, কুরআন মজীদে উযূ প্রসঙ্গে যে কা'বাইনের কথা বলা হয়েছে, তা হল ঐ উঁচু দু'টো হাড়, যা পায়ের গোছা এবং পাতার মধ্য ভাগে অবস্থিত।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ বিষয়ে সঠিক অভিমত এ-ই-যে, 'কা'বাইন' হল ঐ দুটো উঁচু হাঁড়, আরবদের ভাষায় এ দুটোকে مُنْجَمَيْنِ বলে থাকে। আরবী ভাষায় পন্ডিত ব্যক্তিদের কেউ কেউ বলেন, পায়ের গোছার নিম্নপ্রান্তে অবস্থিত গোছারই দুটো হাঁড়কে কা'বাইন বলা হয়।

উযূতে পায়ের গিরাদ্বয় ধৌত করা ওয়াজিব হওয়া সম্বন্ধে এবং এর সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে একাধিক মতভেদ রয়েছে। যেমনটি রয়েছে উভয় কনুই সম্বন্ধে। কনুই সম্বন্ধে পূর্বে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাই এখানে এর পুনরোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করছি।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী- وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا (যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে) এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, সালাতের প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্বে তোমরা অপবিত্র হয়ে থাকলে সালাত আরম্ভ করার পূর্বেই গোসল করে বিশেষভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে।

আয়াতে جنب শব্দটি اسم (বিশেষ্য) হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু فعل (ক্রিয়া) -এর ন্যায় ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন বলা হয়, رجل عدل ও قَومٌ عدل এবং رَجُلٌ زَورٌ ও قَومٌ زورٌ ইত্যাদি। আর এ ধরনের ক্ষেত্রে একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন এবং পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ সকলেই সমান। তাই جنب -এর مبتداء বহুবচন হওয়া সত্ত্বেও তা একবচনে উল্লেখ করা সহীহ হয়েছে الجنب। শব্দ হতে নিম্নের ক্রিয়াসমূহ ব্যবহৃত হয়। اجنب الرجل – جنب – جتنب। ইত্যাদি। এর ক্রিয়ামূল হল الجنابة। ও الجنابة – الاجناب। -এর বহুবচন اجناب। ব্যবহৃত হলেও তা প্রসিদ্ধ নয়। বরং এর প্রসিদ্ধ বহুবচন তাই, যা কুরআন মজীদে ব্যবহৃত হয়েছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ (তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ যদি শৌচাগার হতে আগমন করে অথবা তোমরা যদি স্ত্রী সহবাস করে থাকো) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বক্তব্যঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমরা যদি আঘাতপ্রাপ্ত হও অথবা তোমাদের কারো যদি বসন্ত হয় আর এ অবস্থায় সে যদি অপবিত্র হয়ে যায়, তবে এর বিধি বিধান কি হবে? এ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আবার আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।

اَوْعَلٰى سَفَرٍ অর্থাৎ তোমরা যদি সফরে থাক আর এ অবস্থায় অপবিত্র হয়ে যাও। اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ অর্থাৎ তোমাদের কেউ যদি শৌচাগার হতে শৌচকাজ সম্পন্ন করে আসে এবং সে সফরে থাকে। এখানে শৌচাগার হতে আসার মানে হল শৌচকাজ সেরে আসা। اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ অর্থাৎ মুসাফির অবস্থায় তোমরা যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস কর। لَمْسٌ-এর অর্থ নিরূপণে তাফসীরকারগণের একাধিক মত এবং মতসমূহের মধ্যে বিশুদ্ধ কোন্‌টি, পূর্বেই এ সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে পুনরায় এ সম্বন্ধে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, اَوْ لٰمَسْتُمُ এরপর وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا। অর্থ যদি স্ত্রী সহবাস হয়ে থাকে তাহলে اَللَّمْسُ النِّسَاءَ। বাক্যটি এখানে উল্লেখ করার যৌক্তিকতা কি?

জওয়াবে বলা যায়; উপরোক্ত বাক্যদ্বয় এখানে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং প্রত্যেক বাক্যের অর্থ ভিন্ন। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি অপবিত্র হওয়ার পর সে যদি পবিত্রতা হাসিল করার জন্য পানির খোঁজ পায়, তবে তার সম্বন্ধে وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا। -তে এ মর্মে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, সে পানির দ্বারা গোসল করতঃ পবিত্রতা লাভ করবে। এভাবে পবিত্রতা লাভ করা তার উপর ফরয। আর সফরে থাকা অবস্থায় কেউ যদি অপবিত্র হয়ে যায় এবং সে যদি পানির সন্ধান না পায়; তবে اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ আয়াতাংশের মাধ্যমে তাকে এ কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এ অবস্থায় সে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে। মুদ্দা কথা, প্রথমোক্ত আয়াতাংশে গোসলের কথা বলা হয়েছে এবং শেষোক্ত আয়াতাংশে তায়াম্মুমের হুকুম বয়ান করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী- فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ (এবং তোমরা যদি পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং তা তোমাদের মুখে ও হাতে মসেহ করবে)-এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বক্তব্যঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে

মু'মিনগণ! মুকীম অবস্থায় তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সুস্থ অবস্থায় তোমরা যদি সফরে থাক অথবা তোমরা যদি শৌচকার্য সম্পন্ন করে আস অথবা সফরের অবস্থায় তোমরা যদি নিজ স্ত্রীর সাথে সংগত হও, তারপর সালাত আদায়ের ইচ্ছা কর, তবে তোমরা যদি পানি না পাও তাহলে তোমরা এমন পাক মাটিতে হাত মারবে, যেথায় কোন নাপাকী নেই। তারপর তোমাদের হাতে যে মাটি লেগেছে, তা মুখে ও হাতে মসেহ করবে।

মুখে ও হাতে কেমন করে মসেহ করতে হবে, কি পরিমাণ মসেহ করতে হবে; এ সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণের মতামত দলীল প্রমাণসহ আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। এখানে এ সম্পর্কে পুনঃ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করছি।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী- مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ (আল্লাহ্ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বক্তব্যঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, সালাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণকালে তোমাদের উযূ ফরয করে, অপবিত্র অবস্থায় গোসল ফরয করে এবং পানি না থাকা অবস্থায় তায়াম্মুম ফরয করে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের ধর্মীয় বিষয়ে কোন প্রকার সংকীর্ণতায় ফেলতে চান না। তাফসীরকারগণ حَرَجٍ শব্দের অনুরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৫৪০. আবূ মাকীন এবং 'ইকরামাহ (র) হতে বর্ণিত। তারা বলেন, حَرَجٍ মানে সংকীর্ণতা।

১১৫৪১. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, حَرَجٍ মানে সংকীর্ণতা।

১১৫৪২. অপর এক সনদে হযরত মুজাহিদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী- وَلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ- (বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর) এর ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ তোমাদের প্রতি উযূ, গোসল এবং তায়াম্মুম ফরয করে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান। কাজেই, এ সবের মাধ্যমে তোমরা তোমাদের শরীরকে গুনাহ হতে পাক-পবিত্র করে নাও।

১১৫৪৩. হযরত আবূ উমামা (র) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, পূর্ণাঙ্গ উযূ পূর্ববর্তী গুনাহসমূহের জন্য কাফ্‌ফারা হয়ে যায়। তারপর আদায়কৃত সালাত হয় অতিরিক্ত। অধঃস্তন রাবী শাহ্‌র ইব্‌ন হাউশাব (র) বলেন, এ কথা শুনে আমি হযরত আবূ উমামা (র) কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ হাদীসটি আপনি নিজ কানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে শুনেছেন কী? জবাবে তিনি বললেন, হাঁ, একবার নয়, বরং বহু বার শুনেছি।

১১৫৪৪. অপর এক সূত্রে হযরত আবূ উমামা (র) রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১১৫৪৫. অন্য এক সনদে হযরত আবূ উমামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করার পর সালাতে দাঁড়ায়, তার কান, চোখ, হাত এবং পা দিয়ে তার পাপসমূহ বের হয়ে যায়।

১১৫৪৬. হযরত কা'ব ইব্ন মুররা (র) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, কোন ব্যক্তি উযূ করার সময় যখন কব্জিদ্বয় অথবা বাহুদ্বয় ধৌত করে, তখন তার হস্তদ্বয়ের সমুদয় পাপ বিদূরিত হয়ে যায়। যখন সে মুখমন্ডল ধৌত করে, তখন তার মুখমন্ডলের সমুদয় পাপ বিদূরিত হয়ে যায়। যখন সে তার মাথা মসেহ করে, তখন তার মাথার সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়ে যায়। যখন সে উভয় পা ধৌত করে তখন তার উভয় পায়ের সকল পাপ বিমোচিত হয়ে যায়।

১১৫৪৭. হযরত 'আম্র ইব্ন 'আবাসা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, মু'মিন ব্যক্তি যখন উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করে, তখন তার উভয় কব্জী দ্বারা সংগঠিত সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়ে যায়। যখন সে কুলি করে ও নাকে পানি দেয়, তখন তার মুখ ও নাকের উভয় ছিদ্র দ্বারা সংগঠিত সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়ে যায়। যখন সে তার মুখমন্ডল ধৌত করে, তখন তার মুখমমন্ডলের সমুদয় পাপ বিমোচিত হয়ে যায়। এমনকি চোখের কোণ্ হতেও সমুদয় পাপরাশি বিদূরিত হয়ে যায়। যখন সে তার হস্তদ্বয় ধৌত করে, তখন উভয় হাত দ্বারা কৃত সমুদয় পাপ বিদূরিত হয়ে যায়। যখন সে তার মাথা ও কান মসেহ করে তখন তার মাথা ও কানের সমস্ত পাপ বিদুরিত হয়ে যায়। যখন সে তার উভয় পা ধৌত করে তখন তার পায়ের গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। এমনকি নখের ভেতর থেকেও গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। উযূ করতে করতে সে যখন এ পর্যন্ত পৌছে যায়, তখন সে তার সমস্ত প্রাপ্য পেয়ে যায়। তারপর সে যদি দাঁড়িয়ে ঐকান্তিকতার সাথে তার প্রতিপালকের প্রতি মনোযোগ সহকারে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে তবে সে সদ্যপ্রসূত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যাবে।

১১৫৪৮. হযরত আবূ হুয়ায়রা (র) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, কোন মুসলমান বা মু'মিন বান্দা যখন উযূ করে তখন তার মুখ ধোয়ার সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গুনাহ বের হয়ে যায়, যার দিকে তার দুই চোখের দৃষ্টি পড়েছিল এবং যখন সে দুই হাত ধোয়, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গুনাহ বের হয়ে যায়, যে গুলো তার দুই হাতে ধরেছিল। ফলে (উযূর শেষে) লোকটি তার সমুদয় গুনাহ্ থেকে সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়।

১১৫৪৯. হুমরান মাওলা উসমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি হযরত উসমান (র)-এর নিকট পানি নিয়ে এলাম। তখন তিনি বসা ছিলেন। তারপর তিনি প্রতিটি অঙ্গ তিনবার তিনবার করে ধৌত করে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছি, তিনি আমার এ উযূর ন্যায় উযূ করেছেন। তারপর বলেছেন, যে ব্যক্তি এভাবে উযূ করবে, সে সদ্যপ্রসূত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যাবে। আর তার মসজিদে গমনের ছওয়াব থাকবে অতিরিক্ত।

وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ সালাত আদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণকালে পানি পাওয়া অবস্থায় তোমাদের প্রতি উযূ গোসলের বিধান প্রবর্তন করে তোমাদেরকে পবিত্র করণের সাথে সাথে তায়াম্মুমের বিধান নাযিল করে এবং পাক মাটিকে তোমাদের জন্য পবিত্রতা হাসিলের উপকরণ বানিয়ে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি তার অনুগ্রহকে পরিপূর্ণ করতে চান। لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! যাতে তোমরা মহান আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ এর বাস্তবায়ন ঘটিয়ে তাঁর দেওয়া অনুগ্রহের পূর্ণাঙ্গ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(٧) وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ز وَاتَّقُوا اللهَ ؕ اِنَّ اللهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

৭. স্মরণ কর, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং যে অঙ্গীকারে তিনি তোমাদেরকে আবদ্ধ করেছিলেন, তার কথা। যখন তোমরা বলেছিলে, শুনলাম ও মেনে নিলাম। আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর; অন্তরে যা আছে, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ জ্ঞাত।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মু'মিনগণ! তোমরা মহান আল্লাহ্‌র সাথে যে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়েছ, তা বাস্তবায়িত করার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ্‌র দেওয়া নি'মত সমূহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। সর্বোপরি তোমরা এ কারণেও মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর যে, তিনি তোমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করেছেন এবং সকল প্রকার ভ্রষ্টতা ও গুমরাহী হতে নাজাত লাভের তাওফীক প্রদান করেছেন। এখানে نِعْمَةٌ মানে মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহসমূহ যেমন বর্ণিত আছে—

১১৫৫০. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, نِعَم মানে মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহসমূহ।

১১৫৫১. অপর এক সনদে হযরত মুজাহিদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖ অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সমূহের মধ্যে ঐ অঙ্গীকারের কথাও স্মরণ কর; যা তিনি তোমাদের থেকে গ্রহণ করেছেন। আলোচ্য আয়াতে مِيْثَاقَ বলে কোন্ অঙ্গীকারের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, তা নিরূপণের ক্ষেত্রে মুফাস্‌সিরগণের একাধিক মত রয়েছে।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, মহান আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিটি আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে এবং ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তথা সর্বাস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনুগত্য করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণের নিকট হতে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন, এখানে مِيْثَاقَ-এর দ্বারা ঐ অঙ্গীকারের কথাই বুঝানো হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৫৫২. হযরত ইবন 'আব্বাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا

এর ব্যাখ্যায় বলেন, যখন আল্লাহ্ পাক নবী করীম (সা) কে নবুওয়্যাত দান করেন এবং তাঁর প্রতি নাযিল করেন মহাগ্রন্থ কুরআন মজীদ, তখন তাঁরা বলেছিলেন, আমরা নবী করীম (সা) ও পবিত্র কুরআনের প্রতি ঈমান আনয়ন করছি এবং স্বীকৃতি দিচ্ছি তাওরাতের হুকুম আহ্কামের প্রতি। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে তাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যেন তারা তা পূর্ণ করে।

১১৫৫৩. সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ مِيْثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا এর ব্যাখ্যায় বলেন, যখন তিনি আমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, তখন আমরা বলেছিলাম, আমরা শ্রবণ করলাম এবং আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনে এবং তাঁদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করে আমরা তা মান্য করলাম।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, আদম (আ)-এর পৃষ্ঠ হতে বনী আদমকে নির্গত করে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا (আমি কি তোমাদের প্রভু নই? সকলে বলেছিল হ্যাঁ, আমরা এ ব্যাপারে সাক্ষী থাকলাম) এর মাধ্যমে যে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছিল, আলোচ্য আয়াতে مِيْثَاق দ্বারা সেই প্রতিশ্রুতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৫৫৪. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি وَمِيْثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে প্রতিশ্রুতি বলে ঐ প্রতিশ্রুতি বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-এর পৃষ্ঠ হতে বনী আদমকে নির্গত করে নিয়েছিলেন।

১১৫৫৫. অপর এক সূত্রে মুজাহিদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) যে মতামত ব্যক্ত করেছেন, তাই হল সর্বাধিক বিশুদ্ধ। তাঁর মতে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, হে মু'মিনগণ! মহান আল্লাহ্ ইসলামের প্রতি পথপ্রদর্শন করে তোমাদেরকে যে অনুগ্রহ করেছেন তোমরা তা স্মরণ কর এবং সুখ-দুঃখ, পছন্দ-অপছন্দ তথা জীবনের সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করে তাঁকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, এর কথাও বিশেষভাবে স্মরণ কর। যখন তোমরা বলেছিলে, যে প্রতিশ্রুতি আপনি আমাদের থেকে গ্রহণ করেছেন, আমরা তা শুনলাম এবং আপনার আদেশ-নিষেধ সর্বান্তকরণে আমরা মেনে নিলাম। সর্বোপরি سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا (আমরা শুনলাম এবং মানলাম) বলে তোমরা যে উহা গ্রহণ করেছো, তা আল্লাহ্ প্রদত্ত তাওফীকের ভিত্তিতেই তোমরা করতে পেরেছো। আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ এর কথাও তোরমা স্মরণ কর। সুতরাং হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা উক্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ কর; তাহলে তিনিও তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করবেন। অর্থাৎ তোমাদের প্রতি তিনি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন। তোমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, চির শান্তির স্থানে তিনি তোমাদেরকে পুরস্কৃত করবেন এবং নাজাত দিবেন তিনি তোমাদেরকে মহাশাস্তি এবং মর্মন্তুদ আযাব হতে। مِيْثَاق এর ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) -এর মতটিকে সঠিক অভিমত বলে আখ্যায়িত

করার কারণ হল এই যে, আলোচ্য অঙ্গীকারের আলোচনার পরই মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাওরাত ওয়ালাদের অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করেছেন! ইরশাদ হয়েছে, وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا (আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের মধ্য হতে আমি দ্বাদশ নেতা নিযুক্ত করেছিলাম— সূরা মায়িদা ঃ ১২) বস্তুতঃ এ অঙ্গীকারটি নেয়া হয়েছিল হযরত মূসা (আ)-এর উপর তাওরাত কিতাব অবতীর্ণ করার পর। উক্ত আয়াতের মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মদীকে সতর্ক করা হয়েছে যেন তারা নিজেদের পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ব্যাপারে নিজেদের কৃত অঙ্গীকারের প্রতি যত্নবান থাকে। অন্যথায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে তাদের প্রতি যেভাবে শাস্তি আরোপ করা হয়েছিল, ঠিক তদ্রূপ এ উম্মতের প্রতিও আরোপিত হবে। এতে এ কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, তৎকালে যেমনি ভাবে নবী প্রেরণ এবং কিতাব নাযিলের পর বনী ইসরাঈল হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিল, এমনিভাবে রাসূল (সা)-এর নবুয়্যাত প্রাপ্তির পর এবং তার প্রতি কিতাব নাযিলের পর তিনিও তাঁর উম্মত হতে ঠিক তদ্রূপ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। আলোচ্য আয়াতে সে অঙ্গীকারের কথাই বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে রূহ জগতের অঙ্গীকারের প্রতি ইংগিত করা আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য নয়।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ এ আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবাগণকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন মুখে যা প্রকাশ করেছেন, অন্তরে এর বিপরীত পোষণ করতঃ। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করেন।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ অর্থাৎ অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, অঙ্গীকার পরিবর্তন করা এবং سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ঘোষণার বিরুদ্ধাচরণ করার ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা অন্তর্যামী। তিনিই অন্তরের খবর রাখেন। তোমাদের কোন কিছুই তাঁর থেকে গোপন থাকেনা। এমতাবস্থায় তোমরা যদি অঙ্গীকার ভঙ্গ কর তবে পূর্ববর্তী ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের প্রতি যেরূপ শাস্তি আপতিত হয়েছিল, তোমাদের প্রতিও অনুরূপ শাস্তি আপতিত হবে। অবশেষে পরকালে তোমরা আল্লাহ্র কোপানলে পতিত হবে এবং নিক্ষিপ্ত হবে মর্মন্তুদ শাস্তির মধ্যে।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(৮) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ز وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۫ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ز وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

৮. হে মুমিনগণ! আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। সুবিচার করবে, উহা তাকওয়ার নিকটতর। এবং আল্লাহ্কে ভয় করবে। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তার সম্যক খবর রাখেন।

ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী হে মু'মিণগণ। তোমাদের আখলাক এবং গুণাগুণ এমন হওয়া উচিত যে, তোমরা শত্রু-মিত্র সকলের ক্ষেত্রেই

ন্যায় সাক্ষ্য দানে অবিচল থাকবে। আমার হুকুম-আহকাম বাস্তবায়নের ব্যাপারে তোমরা কারো প্রতি অবিচার করবেনা। যদি কর তবে শত্রুদের ক্ষেত্রে তোমরা আমার দেয়া সীমালংঘন করে ফেলবে। এমনিভাবে বন্ধুদের ক্ষেত্রেও তোমরা আমার হুকুম আহকাম বাস্তবায়নে কোন প্রকার ত্রুটি করবেনা। বরং শত্রু মিত্র সকলের ক্ষেত্রে আমার সীমানায় এসে সংযত থাকবে এবং আমার নির্দেশ মুতাবিক যথাযথভাবে 'আমল করবে। وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا (কোন সম্প্রদায়ের পতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে) অর্থাৎ কোন কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে তাদের প্রতি ঈনসাফপূর্ণ ফয়সালা দেয়া হতে বিরত থাকতে প্ররোচিত না করে। অগত্যা এরূপ হলে পরস্পরের মধ্যকার শত্রুতার কারণে তোমরা তাদের প্রতি অবিচার করে বসবে।

সূরা নিসার ১৩৫ নং আয়াত كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ

এবং সূরা মায়িদার ২নং আয়াত وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ -এর ব্যাখ্যায় এ বিষয়ে তাফসীরকারদের মতামত দু'টি আয়াতাংশের পঠন পদ্ধতিতে কিরা'আত বিশেষজ্ঞদের একাধিক মতামতের মধ্যে সঠিক অভিমত কোনটি? ইত্যাকার বিষয়াদি দলীল প্রমাণসহ বিস্তারিতভাবে আমি উল্লেখ করেছি। সুতরাং এখানে তার পুনরোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হত্যা করার সংকল্প করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি এ আয়াতটি নাযিল করেছিলেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৫৫৬. 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাসীর (র) হতে বর্ণিত। তিনি يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতখানি খায়বারের ইয়াহূদীদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল। বর্ণনাকারী ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাসীর (র) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) দিয়াত (মুক্তিপণ)-এর বিষয়ে সহযোগিতা হাসিলের জন্য ইয়াহুদীদের নিকট গেলে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হত্যা করার সংকল্প করেছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا -আয়াতটি নাযিল করেছেন।

আল্লাহ্র বাণী- اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (তোমরা সুবিচার করবে, তা তাকওয়ার নিকটতর। আর আল্লাহ্কে ভয় করবে, তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তার সম্যক খবর রাখেন)-এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে মু'মিনগণ! প্রতিটি মানুষের সাথে তোমরা সুবিচার করবে। চাই সে তোমাদের মিত্র হোক বা শত্রু। আমার নির্দেশ মুতাবিক তাদের প্রতি আচরণ করবে। কারো প্রতি কোন প্রকার যুল্ম করবেনা।

هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى - অর্থাৎ তাদের সকলের প্রতি সুবিচার করা খোদা ভীরুতার সর্বাধিক সমীপবর্তী। অর্থাৎ এ নীতি অবলম্বন করলে তোমরা খোদাভীরু হতে পারবে। খোদাভীরু হল ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গ, যারা কোন বিষয়ে আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করতে এবং তাঁর প্রতি নাফরমানী করতে ভয় পায়।

আলোচ্য আয়াতে "জুলুমের তুলনায় সুবিচারকে তাকওয়ার নিকটতর" এজন্য বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ হবে, সে আল্লাহ্‌র অনুগতও হবে। আর যে আল্লাহ্‌র অনুগত হবে, সে খোদাভীরুও হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি যালিম হবে সে ব্যক্তি নাফরমানও হবে। আর যে ব্যক্তি নাফরমান হবে, সে অবশ্যই তাকওয়া হতে দূরবর্তী হবে।

আলোচ্য আয়াতাংশে هُوَ أَقْرَبُ -এর هُوَ সর্বনাম দ্বারা عَدْل ক্রিয়ামূলের দিকে ইশারা করা হয়েছে। বস্তুতঃ هُوَ বা ذٰلِكَ এরূপ অক্ষরের দ্বারা ক্রিয়ামূলের প্রতি ইশারা করার নিয়ম আরবী ভাষায় প্রচুর বিদ্যমান রয়েছে। যেমন আল্ কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ (সূরা বাকারা ঃ ২৭১) আরো ইরশাদ হয়েছে, ذٰلِكَ أَزْكٰى لَكُمْ -(সূরা বাকারা ঃ ২৩২)। এখানে هُوَ শব্দটি উল্লেখ না থাকলে أَقْرَبُ-এর মধ্যে 'পেশ'-এর স্থলে 'যবর' হতো। তখন বাক্যটি اِعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى হত। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ। (সূরা নিসা ঃ ১৭১)

وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ - অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি যুলুম কর তবে ফয়সালা দেয়ার ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা লংঘন করে ফেলবে। ফলে তোমাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহ্‌র শাস্তি এবং অবধারিত হবে তোমাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি। সুতরাং এ বিষয়ে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে আদেশ নিষেধ করেছেন, এর উপর যথাযথভাবে 'আমল করা বা এর বিরুদ্ধাচরণ করার বিষয়ে তিনি সম্যক অবগত আছেন এবং তোমাদের যাবতীয় কর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ তিনি হিসাব রাখেন। তাই তিনি তোমাদের ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে উত্তম পুরস্কার দিবেন এবং মন্দচারী ব্যক্তিকে অনুরূপ বস্তু পুরস্কার দিবেন। সুতরাং মন্দ ও পাপকর্ম করার ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(৯) وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

৯. যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে, আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।

ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে লোকসকল! যারা আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত বিষয়াদির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করবে, আর যে সব বিষয়ে তারা আল্লাহ্‌র সাথে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়েছে, তার উপর যথাযথ ভাবে আমল করবে এবং আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ শ্রবণ করতঃ আদিষ্ট বিষয়ের উপর আমল করবে এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি বর্জন করবে। لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ অর্থাৎ তাদেরই জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ক্ষমা অর্থাৎ ক্ষমার আবরণ দ্বারা তিনি তাদের পাপসমূহ আচ্ছাদিত করে রাখবেন এবং তাদেরকে লজ্জা না দিয়ে তাদের শাস্তি রহিত করে দিবেন। وَاَجْرٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ তারা যেহেতু তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে এবং নেককাজ করেছে, তাই

তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। 'মহা পুরস্কারের' বিষয়টি অসীম। আল্লাহ্ ছাড়া এর পরিমাণ সম্পর্কে কেউ অবগত নয়।

কোন ব্যক্তি যদি প্রশ্ন করেন যে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার-সৎকর্মপরায়ণ লোকদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু কোন্ জিনিষের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা তিনি এখানে উল্লেখ করেন নি। তাহলে প্রতিশ্রুত বিষয়টি কি? এরূপ প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে প্রতিশ্রুত বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন। আর তা হল لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।

পুনরায় যদি কেউ এ মর্মে প্রশ্ন করেন যে, لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ তো হল مُبْتَدَاء এর خَبَر প্রকৃতপক্ষে এ যদি প্রতিশ্রুত বিষয় হত তাহলে আয়াতে لَهُمْ অক্ষরটি সংযুক্ত না করে বলা হত, وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ। বস্তুতঃ আয়াতে لَهُمْ অক্ষরটি সংযুক্ত হওয়াতে একথাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, لَهُمْ হতে নূতন বাক্য আরম্ভ হয়েছে এবং প্রতিশ্রুত বিষয়টির এখানে কোন উল্লেখ নেই।

উক্ত প্রশ্নের জবাবে বলা হয় যে, বাহ্যিক দিক থেকে উপরোক্ত প্রশ্ন যথাযথ হলেও অর্থের দিক থেকে এ প্রশ্ন ঠিক নয়। অর্থের দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ আয়াত হবে নিম্নরূপ, وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنْ يَّغْفِرَ لَهُمْ وَيَاْجُرَهُمْ اَجْرًا عَظِيْمًا -। কেননা, আরবদের নিয়ম হল, وَعَدَ (ওয়া'দা)-এর সাথে তারা اَنْ শব্দটি সংযোগ করে ব্যবহার করেন। কিন্তু এখানকার ওয়াদাটি قَوْل জাতীয় হওয়ায় اَنْ শব্দটি এখানে বর্জন করা হয়েছে। কারণ قَوْل-এর পর উল্লেখিত جُمْلَهْ خَبَرِيَّة তারকীবে مُبْتَدَاء হয়। তাই এখানেও অনুরূপ নীতি অবলম্বন করা হয়েছে। এতে কোন রূপ আপত্তি উত্থাপন করার কোন অবকাশ নেই। কেননা আলোচ্য আয়াতে উপরোক্ত অর্থের উপর دلالت বিদ্যমান রয়েছে। ব্যাকরণ বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ বলেন, আয়াতের অর্থ হবে নিম্নরূপ- وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ فِيْمَا وَعَدَهُمْ بِهٖ । এ হিসাবে আয়াতে প্রতিশ্রুত বিষয়টির বিবরণ সুস্পষ্ট। তাই "আলোচ্য আয়াতে প্রতিশ্রুত বিষয়টির বিবরণ নেই" এ মর্মে প্রশ্ন উত্থাপন করা ঠিক নয়।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(١٠) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝

১০. যারা কুফ্‌রী করে এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা জ্ঞান করে, তারা প্রজ্বলিত অগ্নির অধিবাসী।

ব্যাখ্যা ঃ

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আমাদের বক্তব্যঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যারা আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে অস্বীকার করে এবং নিজেদের কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আর একত্ববাদের প্রমাণ সম্বলিত আয়াতসমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করে, তারাই হল প্রজ্বলিত অগ্নির অধিবাসী। তথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। সেখান থেকে তারা কখনো বের হতে পারবে না।

Contents

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(١١) يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

১১. হে মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামত স্মরণ কর, যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করতে উদ্যত হয়েছিল; তখন আল্লাহ্ তাদের হাত তোমাদের থেকে নিবৃত্ত করেছেন এবং আল্লাহকে ভয় কর। আর মু'মিনগণ আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভর করুক।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থ, হে ঐ সকল লোক, যারা, মহান আল্লাহ্‌র একত্ব এবং তাঁর রাসূলের রিসালাত ও তিনি তাঁর প্রতিপালকের নিকট হতে যা-কিছু নিয়ে এসেছেন তাতে বিশ্বাস করেছ। اُذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা যে সকল নি'মাত দ্বারা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তা স্মরণ কর এবং তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পদ্ধতি হলো, তিনি তোমাদের থেকে যে প্রতিশ্রুতি আদায় করেছেন এবং তোমরা তোমাদের নবী (সা)-এর সাথে যেসব অংগীকার করেছ, তা পালনে যত্নবান থাকবে।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্য অনুগ্রহের সাথে যে বিশেষ অনুগ্রহের শুক্র আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন, তা বিবৃত করছেন। তিনি বলেন, সে অনুগ্রহ হলো, ঐ সম্প্রদায়ের হাত তোমাদের থেকে সংযত রাখা, যারা তোমাদের উপর আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছিল। তিনি তাদেরকে তোমাদের থেকে ফিরিয়ে রাখেন এবং তাদের চক্রান্তের মুকাবিলায় তোমাদের জন্য বাধার প্রাচীর সৃষ্টি করেন।

তাফসীরবেত্তাগণের মধ্যে এ বিষয়ে একাধিক মত রয়েছে যে, আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইয়াহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের-কে যে অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের আদেশ করেছেন, প্রকৃতপক্ষে সে অনুগ্রহটি কি?

কিছু কিছু মুফাস্‌সিরের মতে তা হলো, বানূ নাযীরের ঈয়াহূদীদের দুরভিসন্ধি হতে প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ও সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামকে রক্ষা করা। তাঁরা 'আমর ইব্‌ন উমায়্যা দামরী (র)-এর হাতে নিহত বানূ 'আমিরের ব্যক্তিদ্বয়ের দিয়াত (রক্তপণ) পরিশোধে সহযোগিতা করতে বলার জন্য উক্ত ইয়াহূদীদের কাছে গিয়েছিলেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৫৫৭. 'আসিম ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন কাতাদা (র) ও 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বক্‌র (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বানূ 'আমির গোত্রের নিহত ব্যক্তিদের দিয়াত আদায়ে সহযোগিতা করতে বলার জন্য বানূ নাযীরের কাছে গমন করেন। তাদেরকে 'আমির ইব্‌ন উমায়্যা দামরী (র) হত্যা করেছিলেন। তিনি ইয়াহূদীদের কাছে উপস্থিত হলে তারা গোপন পরামর্শে মিলিত হল। তারা বলল, তোমরা মুহাম্মদকে এত কাছে আর কখনো পাবে না। কাজেই এমন কেউ আছে কি, যে এই গৃহের ছাদে

উঠে তার উপর একটি পাথর গড়িয়ে দেবে এবং এভাবে তার জ্বালাতন হতে আমাদের বাঁচাবে? আম্র ইব্ন জিহাশ ইব্ন কা'ব বলল, আমি পারব। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লা'ল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে তাদের চক্রান্তের সংবাদ এসে যায়। তিনি সরে পড়েন। এই আম্র ইব্ন জিহাশ ও তার সম্প্রদায়ের দুরভিসন্ধি তথা বানূ নাযীরের আচরণ সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ

১১৫৫৮. মুজাহিদ (র) হতে اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ সম্পর্কে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এরা হলো ইয়াহূদী। প্রিয়নবী সাল্লা'ল্লাহু 'আলাহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে তাদের একটি বাগানে মিলিত হয়েছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন বাগানের দেওয়ালের পিছনে। তিনি তাদের কাছে একটি দিয়াত আদায়ে সহযোগিতা চেয়েছিলেন। আলোচনা শেষে তিনি যখন চলে যাবার উদ্যোগ নিলেন, তখন তারা অতর্কিত আক্রমণ করে তাকে হত্যা করার চক্রান্ত করে। তিনি বিষয়টি টের পেয়ে তাদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। এবং পিছনমুখো হেটে বাইরে চলে আসেন। সাহাবায়ে কিরাম বাইরে অপেক্ষমান ছিলেন। তিনি তাদেরকে এক একজন করে ডাক দেন। তারা সবাই তাঁর অনুসরণ করেন।

১১৫৫৯. হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত যে, اُذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ আয়াতে ইয়াহূদীদেরকে বোঝান হয়েছে। রাসূলু'ল্লাহ্ সাল্লা'ল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের একটি বাগানে প্রবেশ করেছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন বাগানটির দেয়ালের বাইরে। তাঁর গমনের উদ্দেশ্য ছিল একটি দিয়াতের ব্যাপারে তাদের সহযোগিতা লাভ করা। আলোচনা শেষে তিনি যখন তাদের নিকট বিদায় নেন তখন তারা তাঁকে হত্যার চক্রান্ত করে। তিনি সতর্কতার সাথে তাদের উপর চোখ রেখে পেছনের দিকে হেটে আসেন। বাইরে এসে সাহাবায়ে কিরামকে একজন একজন কের ডাকেন। তারা সকলে তাঁর অনুসরণ করেন। এ সম্পর্কে আয়াতে বলা হয়েছে - فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

১১৫৬০. য়াযীদ ইব্ন আবূ যিয়াদ (র) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম একটি দিয়াত আদায়ে সহযোগিতা চাওয়ার জন্য বানূ নাযীরের কাছে গমন করেছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত আবূ বক্র (র) 'উমর (র) ও 'আলী (র) তিনি বানূ নাযীরের ইয়াহূদীদেরকে বললেন, আমার উপর একটি দিয়াত আদায় আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। তোমরা এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর। তারা বলেন, কেন নয়, হে আবুল কাসিম! একটি প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় তবু আপনি আজ আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আপনিই বসুন, আমরা আপনাকে আপ্যায়ন করাব এবং আপনি যা যাচ্ছেন তা দেব। রাসূলুল্লা'হ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ বাখলেন। তাঁর সাহাবায়ে কিরাম অপেক্ষা করছিলেন। ইয়াহূদীদের পক্ষে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে কথা বলেছিল তাদেরই একজন গোত্র প্রধান হুয়াই ইব্ন আখতাব। সে নিভৃতে এসে তার লোকদের বলল, দেখ, এর চে' সুবর্ণ সুযোগ আর পাবে না। তোমরা উপর থেকে একটি পাথর গড়িয়ে ফেলে তাঁকে হত্যা করো। চিরদিনের জন্য তোমাদের আপদ শেষ হয়ে যাবে। তাদের একটি বিশাল চাকি ছিল। হুয়াই এর কথামত তারা সেটিকেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি

ওয়া সাল্লামের উপর গড়িয়ে ফেলার জন্য নিতে আসল। কিন্তু তারা সক্ষম হল না। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের হাত নিবৃত্ত করে রাখলেন। ইত্যবসরে হযরত জিবারাঈল (আ) এসে প্রিয় নবী (সা)-কে সেখান থেকে সরিয়ে দিলেন। এ সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ - এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী (সা)-কে ইয়াহূদীদের অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

১১৫৬১. 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাছীর (র) يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, এতে ইয়াহূদীদের প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম একটি দিয়াত আদায়ের জন্য সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে একটি বাগানে মিলিত হয়েছিলেন। এ সময় তারা তাঁকে হত্যার চক্রান্ত করে। তিনি ব্যাপারটি আঁচ করতে পেরে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসেন। আসার সময় তাদের উপর চোখ রেখে পেছনের দিকে হাটেন। বাইরে এসে তিনি তাঁর সাহাবায়ে কিরামকে এক একজন করে ডাকেন। তাঁরা সকলে তাঁর অনুসরণ করেন।

১১৫৬২. হযরত ইকরিমা (র) হতে বর্ণিত। আল-মুনযির ইব্ন 'আমর আল-আনসারী (র), যিনি বানূ নাজ্জার এর লোক এবং লায়লাতু'ল-'আকাবার একজন নাকীব (প্রতিনিধি)। রাসূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁকে আনসার ও মুহাজিরগণের ত্রিশজন সওয়ারীর একটি দলের নেতৃত্ব দিয়ে পাঠান। তারা বি'রে মাউনায় 'আমির ইব্ন তুফাইল, ইব্ন মালিক, ইব্ন জা'ফর-এর মুখোমুখি হন। বীরে মাউনা বানূ 'আমির এর একটি কূপ। এখানে তাদের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুনযির (র) তাঁর সঙ্গীগণসহ শাহাদত বরণ করেন। তাদের মধ্যে কেবল তিন ব্যক্তি রক্ষা পেয়েছিলেন, যারা একটি হারানো পশুর সন্ধানে ছিলেন। হঠাৎ এক ঝাঁক পাখি দেখে তাঁরা ভয় পেয়ে গেলেন। পাখিগুলো আকাশে ঘুরে ঘুরে উড়ছিলো এবং তাদের ঠোঁট থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছিল। তা দেখে তিনজনের একজন বলে উঠলেন, দয়াময় আল্লাহ্ পাকের কসম, আমাদের সাথীগণ শহীদ হয়েছেন। এই বলে তিনি দ্রুত সেদিকে ধাবিত হলেন। ঘাতকদলের একটি লোককে তিনি পেয়ে গেলেন। উভয়ের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত চলল। তার উপর শত্রুর আঘাত লাগতেই তিনি আকাশের দিকে মাথা তোলেন। তখন তার দু'চোখে ভেসে উঠল মহা বিস্ময়। তিনি উচ্চ স্বরে আল্লাহু আক্বার বললেন। রাব্বু'ল-=আলামীনের কসম, ঐ যে জান্নাত!! (তারপর তিনি শাহাদত বরণ করেন) এজন্য তাঁর সম্পর্কে বলা হত—তিনি মৃত্যুর ডাকে সাড়া দিতেই দৌঁড়ে গিয়েছিলেন। তাঁর অপর দুই সঙ্গী সেখান থেকেই ফিরে চললেন। পথিমধ্যে সুলাইম গোত্রের দুই ব্যক্তির সাথে তাদের সাক্ষাত হয়। তাদের গোত্র ও রাসূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামেরা মাঝে সন্ধি ছিল। কিন্তু তারা তাদেরকে 'আমের গোত্রের লোক মনে করে হত্যা করে ফেললেন। তাদের গোত্র যখন এ সংবাদ পেল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে দিয়াত দাবী করল। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের দিয়াত আদায়ে সাহায্য চাওয়ার জন্য নাযীর গোত্রের সর্দার কা'ব ইব্ন আশরাফের সাথে সাক্ষাত করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত আবূ বক্র (র) 'উমর (র), 'উছমান (র), 'আলী (র), তালহা (র) ও 'আব্দুর

রাহমান ইব্‌ন 'আওফ (র)। বানূ নাযীরের ইয়াহূদীরা এ সুযোগে তাকে হত্যা করার চক্রান্ত করলো। এ উদ্দেশ্যে তারা আপ্যায়নের বাহানা করল। কিন্তু হযরত জিব্‌রাঈল (আ) এসে প্রিয় নবী (সা)-কে ইয়াহূদীদের ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দিলেন। তিনি তখনই সেখান থেকে সরে পড়লেন। হযরত 'আলী (র)-কে ডেকে বললেন, তুমি এ স্থান ত্যাগ করোনা, সাথীদের যে-কেউ তোমার কাছে আমার সংবাদ জানতে আসবে, তাকে বলবে, আমি মদীনা শরীফে গেছি, কাজেই তারা যেন সেখানে আমার সাথে মিলিত হয়। সেমতে হযরত 'আলী (রা) সেখানে অপেক্ষা করতে লাগলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পালনে রত থাকলেন। এভাবে তাদের সকলে যখন চলে আসলেন, তখন তিনি সে স্থান ত্যাগ করলেন। এ সম্পর্কেই ইরশাদ হয়েছে, وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ —তুমি সর্বদা তাদেরকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখবে [মায়িদা ঃ ১৩]

১১৫৬৩. আবূ মালিক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ এ আয়াতাংশ কা'ব ইব্‌ন আশরাফ ও তার দলবল সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে হত্যার চক্রান্ত করেছিল।

অন্যান্য তাফসীরকারগণের মতে, আলোচ্য আয়াতে যে নি'মাতের উল্লেখপূর্বক মু'মিনগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা এই যে, একবার ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে এক ভোজে নিমন্ত্রণ জানায়। উদ্দেশ্য ছিল, এই সুবাদে তাঁকে হত্যা করবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয়নবী (স)-কে তাদের সে হীন উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করেন। তাই তিনি ও সাহাবায়ে কিরাম তাদের নিমন্ত্রণে সাড়া দানে বিরত থাকেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৫৬৪. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ হতে فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ পর্যন্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, একদল ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর কয়েকজন সাহাবীর জন্য ভোজের ব্যবস্থা করে। উদ্দেশ্য ছিল, তিনি যখন আসবেন, তখন সুযোগমত তাকে হত্যা করে ফেলবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াহী মারফত এ চক্রান্তের কথা তাঁর কাছে ফাঁস করে দেন। ফলে তিনি দাওয়াতে যোগদান হতে বিরত থাকেন এবং সাহাবায়ে কিরামকেও যেতে বারণ করেন। তাই তারাও কেউ যাননি।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এ আয়াতে 'বাত্‌নু নাখল'-এর দিনে মু'মিনদের প্রতি বর্ষিত অনুগ্রহের কথা বোঝান হয়েছে। এ দিন মুশরিকরা ফন্দি এঁটেছিল যে, মু'মিনগণ যখন তাদের থেকে নির্লিপ্ত হয়ে সালাতে মশগুল হবে ও সাজদায় লুটিয়ে পড়বে, তখন অতর্কিত আক্রমণে তাদেরকে ধ্বংস করে ফেল্‌বে। আল্লাহ্ তা'আলা শত্রুদের চক্রান্ত সম্পর্কে তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে হুঁশিয়ার করেন। সেই সাথে সালাত আদায়কালে শত্রুদের আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার কৌশল স্বরূপ তাঁকে 'সালাতু'ল-খাওফ শিক্ষা দেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৫৬৫. হযরত কাতাদা (র) বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ এ আয়াত সম্পর্কে আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, এটি যখন নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লা'হ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম সপ্তম যুদ্ধে 'বাত্‌নু-নাখলা'য় অবস্থান করছিলেন। এ সময় ছা'লাবা ও মুহারিব গোত্রদ্বয় তাঁর উপর অতর্কিত আক্রমণের চক্রান্ত করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বাহ্নেই প্রিয় নবী (সা)-কে এ সম্পর্কে অবগত করেন। আমরা শুনেছি, একটি লোক তাঁকে হত্যার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। সে এ দুরভিসন্ধি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)–এর তরবারি তাঁর পাশে রাখা। লোকটি জিজ্ঞাসা করে, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনার তরবারিটি হাতে নিতে পারি? তিনি বললেন, নিতে পার। সে আবার বলল, খাপমুক্তও করব? তিনি বললেন, কর। লোকটি তরবারি খাপমুক্ত করেই বলে উঠল, এবার আপনাকে আমার হাত হতে কে বাঁচাবে? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা। তখন সাহাবায়ে কিরাম তাকে ধমকে উঠলেন এবং তাকে প্রচন্ডভাবে তিরস্কার করলেন। সে তাড়াতাড়ি তরবারিটি খাপবদ্ধ করে রেখে দিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তখনই সাহাবায়ে কিরামকে সেখান থেকে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন। এ সময় তাঁর প্রতি সালাতু'ল খাওফের বিধান নাযিল হয়।

১১৫৬৬. হযরত জাবির (র) হতে বর্ণিত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম একবার এক জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করেন। সাহাবায়ে কিরাম বিভিন্ন গাছ-গাছালীর নীচে ছায়া গ্রহণের জন্য ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়েন। প্রিয় নবী (সা)-একটি গাছের ডালে তাঁর অস্ত্র-শস্ত্র লটকিয়ে রাখেন। এমনি মুহূর্তে এক বেদুইন এসে তাঁর তরবারিটি হাতে লয় এবং কোষমুক্ত করে। তারপর সে প্রিয়নবী (স)-এর দিকে অগ্রসর হয়ে বলে ওঠে, আপনাকে এখন আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? তিনি বললেন, আল্লাহ্! লোকটি তখন তরবারিটি আবার কোষবদ্ধ করল। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে ডেকে এ ঘটনা জানালেন। লোকটি তখনও তাঁর পাশে উপবিষ্ট। তিনি তার কোনরূপ প্রতিশোধ নেন নি।

মা'মার (র) বলেন, হযরত কাতাদা (র)-ও এরূপই বলতেন। তিনি আরও বলেছেন যে, একদল আরব রাসূলে কারীম (সা)-কে অতর্কিত আক্রমণ করে হত্যা করার মতলব আঁটে। উল্লিখিত ব্যক্তি তাদেরই প্রেরিত। اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ আয়াতে এ ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমার মতে উক্ত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে তাদের ব্যাখ্যাই সবচেয়ে বিশুদ্ধ, যারা বলেন, আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত নি'মাত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা, মূ'মিনগণ ও প্রিয় নবী সাল্লা'ল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি বর্ষিত বিশেষ অনুগ্রহকে বুঝিয়েছেন। আর তা এই যে, তাঁরা 'আম্‌র ইব্‌ন উমায়্যাহা (র) কর্তৃক নিহত ব্যক্তিদ্বয়ের দিয়াত আদায়ে সহযোগিতা লাভের জন্য বানূ নাযীরের ইয়াহূদীদের কাছে গিয়েছিলেন। এ সময় তারা তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদেরকে হত্যা করার চক্রান্ত করছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ করে তাঁর নবী (সা)-কে তাদের হাত থেকে রক্ষা করেন।

আমি যে এ ব্যাখ্যাকে সবচেয়ে বিশুদ্ধ বললাম, তার কারণ,এর পরপরই আল্লাহ্ তা'আলাই ইয়াহূদী জাতির নিকৃষ্ট কার্যকরাপ ও আল্লাহ্-রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার কথা তুলে ধরেছেন। তারপর প্রিয়

নবী (সা)-কে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন এবং তাদের নিতান্ত মূর্খতাসুলভ আচরণ উপেক্ষা করেন। এতদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ এর পর ক্ষমা ও উপেক্ষা করতে বলবেন তাদেরকে, আর হস্ত উত্তোলন করবে অন্যরা তা হতে পারে না। কারণ, হস্ত উত্তোলন যদি তাদের ভিন্ন অন্য কেউ করত, তা হলে ক্ষমা ও উপেক্ষাও তাদেরকেই করতে বলা বেশী সমীচীন ছিল, অন্যদেরকে নয়। অনুরূপ বিশ্বাসঘাতকতার গুণেও তাদেকেই অভিহিত করা যথার্থ হত। যাদের সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতার কোন উল্লেখ নেই, তাদের প্রতি এটা আরোপ করার কোন অর্থ হয় না। এ অর্থেই আমি উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে সঠিক সাব্যস্ত করেছি, অন্যসব ব্যাখ্যাকে নয়।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ-এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এর অর্থ- হে মূ'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, যাতে তাঁর আদেশ-নিষেধ লংঘন না করে বস এবং তাঁকে প্রদত্ত অংগীকার ভংগ না করে ফেল। সেরূপ করলে তোমরা তার শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাবে, যা থেকে তোমাদেরকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ তারা তাদের যাবতীয় বিষয় যেন আল্লাহ্রই উপর ন্যস্ত করে, তাঁরই ফয়সালা যেন শিরোধার্য করে এবং তার সাহায্য ও মদদের উপর যেন আস্থা রাখে।

اَلْمُؤْمِنُوْنَ যারা মহান আল্লাহ্র একত্ব ও তাঁর রাসূলের রিসালাত স্বীকার করে এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, এটাই পরিপূর্ণ দীন ও ঈমানের পরিচায়ক। এরূপ গুণবিশিষ্ট মু'মিনগণ যখন উপরোক্ত কাজ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের হিফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণ করবেন এবং তাদের অনিষ্ট কামীদের থেকে তাদেরকে রক্ষা করবেন, যেমন হে মূ'মিনগণ! ইয়াহূদীরা তোমাদের প্রতি হস্ত উত্তোলনে উদ্যত হলে তিনি তোমাদেরকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন এবং তোমাদের পক্ষ হয়ে তাদেরকে প্রতিরোধ করেছেন। কেননা, তোমরা তখন তাঁর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী ছিলে, অন্য কারও প্রতি নয়। অন্য কেউ তো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অনিষ্ট করতে চাইলে তা রদ করতে পারে না কিংবা তিনি তোমাদের কোন উপকারের ফয়সালা করলে তা সাধন করতে পারে না।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(١٢) وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا ۗ وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ ۗ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○

১২. আর আল্লাহ্ তো বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের মধ্য থেকে দ্বাদশ নেতা নিযুক্ত করেছিলাম, আর আল্লাহ্ বলে ছিলেন, "আমি তোমাদের সঙ্গে আছি যদি তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রাসূলগণে ঈমান আন ও তাদেরকে সম্মান কর এবং আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ প্রদান কর, তবে তোমাদের পাপ অবশ্যই মোচন করবো এবং নিশ্চয়ই তোমাদেরকে দখিল করবো জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। এর পরও কেউ কুফরী করলে সে তো সরল পথ হারাবেই।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও মু'মিনগণকে কুচক্রী ইয়াহূদীদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে অবগত করা আলোচ্য আয়াত নাযিলের উদ্দেশ্যে, যেমন-

১১৫৬৭. হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ দ্বারা কিতাবী ইয়াহূদীদের বোঝান হয়েছে। এতে আরও জানানো উদ্দেশ্য যে, ইয়াহূদীরা যে প্রতারণা করার এবং তাদের ও প্রিয় নবী (সা)-এর মাঝে স্থাপিত চুক্তি ভংগ করার সংকল্প করেছে, এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এটা তাদের পূর্ব-সূরীদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য; চিরায়ত অভ্যাস। এতদসঙ্গে ইয়াহূদীদের এমন কিছু গোপনীয় বিষয় ও লুক্কায়িত তথ্য, যা তারা ভিন্ন আরবের আর কেউ জানত না, সে সম্পর্কে রাসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করে ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে তার হাতে প্রমাণ তুলে দেওয়াও আল্লাহ্ তা'আলার লক্ষ্য। অনুরূপ নিজেদের অবস্থান ও ধর্মাদর্শের ভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও গোমরাহীতে হঠকারিতা প্রদর্শন ও কুফরীতে অবিচল থাকার দরুণ ইয়াহূদীদেরকে তিরস্কার করাও এ আয়াত নাযিল করার একটি কারণ ।

আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী সাল্লা'ল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন যে, আপনাদের প্রতি ইয়াহূদীদের ষড়যন্ত্রের থাবা বিস্তার এবং আপনাদের সাথে তাদের বিশ্বাসঘাতকতার অভিপ্রায় ও প্রচেষ্টা দেখে বিস্মিত হবেন না। কারণ, এটা তাদের পৈত্রিক চরিত্র ও পূর্বসূরীদের নীতি। তাদের সে নীতি ও চরিত্র হতে এরা বিচ্যুত হচ্ছে না।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কিছু শঠতা ও প্রতারণা, প্রতিপালকের বিরুদ্ধ স্পর্ধা এবং তাঁর গৃহীত প্রতিশ্রুতি তারা কিবাবে ভঙ্গ করেছে, তার উল্লেখ করেছেন। সেই সাথে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যে বিশেষ অনুগ্রহ ও সম্মান দান করেছিলেন, যার কৃতজ্ঞতার নিগড়ে তারা আবদ্ধ ছিল, তাও তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, হে মু'মিনগণ! যেসব ইয়াহূদীরা আজ তোমাদের উপর হাত তোলার সংকল্প করে, আমি তাদের পূর্ব-পুরুষদের থেকে আমার গৃহীত প্রতিশ্রুতি পূরণ ও আমার আদেশ-নিষেধ পালন করার অংগীকার নিয়েছিলাম।

১১৫৬৮. হযরত আবু'ল 'আলিয়া (র) বলেন যে, وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ অর্থ- আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে অংগীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, তারা একনিষ্ঠভাবে তাঁরই 'ইবাদত করবে, তিনি ছাড়া আর কারুর বন্দেগী করবে না।

وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا অর্থাৎ তাদের মধ্য হতে বারজন জামিন পেয়েছিলেন, যারা আমার আদেশ-নিষেধ পালন সম্পর্কিত অংগীকারসমূহ পালন করার ব্যাপারে তাদের জিম্মাদার হবে।

আরবী ভাষায় اَلنَّقِيْبُ শব্দটি اَلْعَرِيْفُ (গোত্রের মুখপাত্র) -এর অনুরূপ, তবে اَلنَّقِيْبُ আরও উচ্চস্তরের। বলা হয়- نقب فلان على بنى فلان فهو ينقب نقبا 'অমুক ব্যক্তি অমুক গোত্রের জিম্মাদারী (প্রতিনিধিত্ব) পালন করে। যদি বোঝান ইচ্ছা হয় যে, এর পূর্বে সে نقيب ছিল না, এখন হয়েছে, তখন বলা হয় قد نقب فهو ينقب نقابة আর العريف।-এর ক্ষেত্রে বলা হয়

عَرُفَ عَلَيْهِمْ يَعْرُفُ عِرَافَةً সে তাদের মুখপাত্র হয়েছে। আর মুখপাত্রদের যারা সহযোগিতা করে তাদের জন্য ব্যবহৃত হয় اَلْمَنَاكِبُ-যার একবচন مَنْكِبٌ

কোন কোন আরবী ভাষাবিদ বলেন, اَلنَّقِيْبُ অর্থ সম্প্রদায়ের জিম্মাদার ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি।

তাফসীরবেত্তাগণের মাঝে এ শব্দের ব্যাখ্যায় একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেন, এর অর্থ সম্প্রদায় বা দলের সাক্ষী, যেমন—

১১৫৬৯. হযরত কাতাদা (র) বলেন, وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا -এর অর্থ, প্রত্যেক দল হতে এক জনকে তাদের সাক্ষীরূপে প্রেরণ করি।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, اَلنَّقِيْبُ অর্থ اَلْاَمِيْنُ (বিশ্বস্ত)। এমত পোষণকারীগণের উদ্ধৃতিঃ

১১৫৭০. হযরত রাবী '(র) বলেন, اَلنُّقَبَاءُ অর্থ اَلْاُمَنَاءُ বিশ্বস্ত ব্যক্তিবর্গ।

১১৫৭১. হযরত রাবী' (র) হতে অপর এক সূত্রেও এরূপ বর্ণিত আছে।

মহান আল্লাহ্ তাঁর নবী মূসা আলায়হিস-সাল্লামকে স্বজাতি বনী ইসরাঈল হতে যে বারজন প্রতিনিধি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন, তার কারণ তারা অত্যাচারী সম্প্রদায় কবলিত দেশ শামে গিয়ে মূসা (আ)-এর পক্ষে তথ্যানুসন্ধান করবে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য ছিল উক্ত অত্যাচারী সম্প্রদায়কে উৎখাত করে হযরত মূসা (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়কে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং মিসর হতে বনী ইসরাঈলকে ফির'আওন ও তার গোষ্ঠীর কবল থেকে মুক্ত করে এনে শাম দেশকে তাদের বাসভূমিতে পরিণত করবেন। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী হযরত মূসা (আ) শাম দেশে বারজন প্রতিনিধি পাঠালেন যেমন,

১১৫৭২. সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে 'আরইয়াহা' অভিমুখে গমন করার নির্দেশ দিলেন। এই আরইয়াহাতেই বায়তুল-মুকাদ্দাস অবস্থিত। নির্দেশ মত তারা বায়তুল-মুকাদ্দাস যাত্রা করল। যখন তারা কাছাকাছি পৌছল, তখন মূসা 'আলায়হিস-সালাম বনী ইসরাঈলের সমস্ত দলগুলো হতে মোট বারজন প্রতিনিধি প্রেরণ করলেন। তারা অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল। প্রথমে সে সম্প্রদায়ের 'আজ' (عاج) নামক এক ব্যক্তির সাথে তাদের সাক্ষাত হয়। বারজনের সকলকেই সে নিজ কোমরে বেঁধে ফেলল। তার মাথায় ছিল এক বোঝা কাঠ। তাদেরকে নিয়ে সে স্ত্রীর কাছে উপস্থিত হল এবং বলল, দেখ, এরা বলে কি; এরা নাকি আমাদের সাথে লড়াই করবে। এ বলে সে তাদেরকে স্ত্রীর সম্মুখে ছুঁড়ে ফেলল। তারপর বলল, ওদেরকে পা দিয়ে পিষে ফেলি? স্ত্রী বলল, না, বরং ওদেরকে ছেড়ে দাও। ওরা যা দেখল তা গিয়ে নিজেদের সম্প্রদায়কে অবহিত করুক। লোকটি তাই করল। তারা ফেরার পথে একে অপরকে বলল, ভাইসব, তোমরা যদি এদের প্রকৃত অবস্থা বনী ইসরাঈলকে জানাও তাহলে তারা মহান আল্লাহ্র নবীর দীন ত্যাগ করবে। তারচেয়ে তোমরা একথা তাদের কাছে গোপন কর এবং কেবল মহান আল্লাহ্র নবীগণের কাছেই প্রকাশ

কর। তারা তাদের বিবেচনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এভাবে তারা বিষয়টি গোপন রাখার ব্যাপারে পরস্পর অংগীকারাবদ্ধ হয়ে সম্প্রদায়ের কাছে চলল। কিন্তু তাদের দশজন প্রতিশ্রুতি ভংগ করল এবং নিজেদের ভাই, পিতা প্রমুখের কাছে 'আজ'-এর খবর প্রকাশ করে দিল। আর বাকি দুজন ঠিকই গোপন রাখল। তারা হযরত মূসা ও হারূন 'আলায়হি সাল্লামের কাছে এসে ঘটনার বিবরণ দিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করছেন وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا– আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলের অংগীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের মধ্য হতে বারোজন নেতা নিযুক্ত করেছিলাম।

১১৫৭৩. হযরত মুজাহিদ (র) হতে اِثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা 'আলায়হিস-সালাম বনী ইসরাঈলের প্রত্যেকটি উপদল হতে একজন করে-মোট বারজন প্রতিনিধিকে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেন। তারা গিয়ে দেখল এক একজন অতিকায় মানুষ। তাদের জামার হাতায় অন্ততঃ তাদের (বনী ইসরাঈল) দু'জন প্রবেশ করতে পারবে। তাদেরকে তারা অনায়াসে যেখানে ইচ্ছা নিক্ষেপ করতে সক্ষম। তাদের এক একটি আংগুর-গুচ্ছ এত বড় যে, কাষ্ঠ খণ্ডে করে তা বহন করতে অন্ততঃ পাঁচজন লোক দরকার। তাদের আঙ্গুর বিশালাকৃতির। দানা খসালে তার অর্ধেকটার ভিতর পাঁচজন অথবা (কম পক্ষে) চারজন লোকের স্থান সংকুলান হবে। এ অবস্থা দেখে প্রতিনিধবর্গ ফেরৎ রওয়ানা হল। তারা এসে স্ব-স্ব দলকে সাবধান করে দিল, যেন কিছুতেই সে সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ না করে। কেবল য়ূশা 'ইব্ন নূন (আ) ও কিলাব ইব্ন য়াফিনা ব্যতিক্রম। তারা দু'জন সকল উপদলকেই অত্যাচারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করলেন। কিন্তু তারা এ দু'জনের কথায় কর্ণপাত না করে অন্যদের কথাই শুনল।

১১৫৭৪. হযরত মুজাহিদ (র) হতে অপর এক সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তাতে 'তাদের দু'জনের স্থলে 'বনী ইসরাঈলের কয়েকজন' বলা হয়েছে। অন্য সূত্রে আছে, তাদের দু'জনকে যেখানে ইচ্ছা নিক্ষেপ করতে সক্ষম।

১১৫৭৫. ইমাম ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, মূসা 'আলায়হি'স-সালাম বনী ইসরাঈলকে নিয়ে পবিত্র ভূমিতে চলে যাওয়ার জন্য আদিষ্ট হলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বললেন, আমি সে ভূমিকে তোমাদের দেশ ও বাসস্থান হিসেবে নির্দিষ্ট করেছি। কাজেই তোমরা সে ভূমির দিকে যাত্রা কর। সেখানে গিয়ে তোমরা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই কর। আমিই তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করব। তার পূর্বে তুমি তোমার সম্প্রদায় হতে বারজন প্রতিনিধি মনোনীত কর; প্রত্যেক উপদল হতে একজন। তারা আল্লাহ্র আদেশ পালনের ব্যাপারে নিজ নিজ দলের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তুমি তাদেরকে আমার এ বাণী শোনাও যে, اِنِّىْ مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ .... فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; তোমরা যদি সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন ও তাদেরকে সম্মান কর এবং আল্লাহ্কে উত্তমরূপে ঋণ দাও, তবে তোমাদের পাপ অবশ্যই মোচন করব এবং নিশ্চয়ই তোমাদেরকে দাখিল করব জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত ; এর পরও কেউ কুফরী করলে সে সরল পথ হারাবে।

আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে মূসা 'আলায়হি'স-সালাম বারজন নাকীব গ্রহণ করলেন। অংগীকার ও প্রতিশ্রুতি পালনের ব্যাপারে তিনি উপদলগুলোর উপর তাদেরকে যিম্মাদার বানালেন। তিনি বাছাই করে প্রতিটি দল হতে সর্বাধিক বিশ্বস্ত ও সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকেই মনোনীত করেছিলেন। আল্লাহ্ পাক এ সম্পর্কেই বলেন وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا

হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসারে তাদেরকে নিয়ে পবিত্র ভূমির দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি যখন মিশর ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী 'তীহ' প্রান্তরে পৌঁছলেন, যেখানে মাথা গোঁজার কোন ঠাঁই ছিল না, ছিল না এক তিল ছায়া, তখন দুর্বিষহ তাপকষ্ট হতে নিষ্কৃতির জন্য তিনি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করলেন। আল্লাহ্ তাঁর দু'আ কবুল করলেন। তাদের উপর মেঘের ছায়া বিস্তার করলেন। তিনি খাদ্যের জন্য দু'আ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা মান্ন-সাল্ওয়া নাযিল করলেন। হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি নির্দেশ হল, যে কান'আনকে বনী ইসরাঈলের বাসভূমিরূপে প্রদান করা হয়েছে, সেখানে তুমি কিছু লোক পাঠাও; প্রতিটি উপদল হতে এক একজন। তারা গিয়ে তথাকার খোঁজখবর নিয়ে আসুক। সেমতে তিনি প্রত্যেক দলের সর্দারকে প্রেরণ করলেন।[১] তাওরাতের বর্ণনা অনুযায়ী পবিত্র ভূমিতে তথ্যানুসন্ধানের জন্য প্রেরিত ব্যক্তিবর্গের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল,

(১) রূবীল গোত্র হতে শামূন ইব্ন যাকাউওয়ার

(২) শাম্'ঊন গোত্র হতে শাফাত ইব্ন হূবরী

(৩) যাহূযা গোত্র হতে কালিব ইব্ন য়ূকান্না।

(৪) আতীন গোত্র হতে ইয়াজা'ঈল ইব্ন ইয়ূসূফ।

(৫) ইয়ূসুফ গোত্র হতে য়ূশ' ইব্ন ইয়াজা'ইল ইব্ন ইয়ূসূফ।

(৬) বিনয়ামীন গোত্র হতে ফালাত ইব্ন রাফূন।

(৭) যাবালূন গোত্র হতে জুদাই ইব্ন সূদাই।

(৮) মানশা ইব্ন ইয়ূসুফ গোত্র হতে জূদাই ইব্ন মূসা।

(৯) দান গোত্র হতে হামলাইল ইব্ন জামাল।

(১০) আশার গোত্র হতে সাতূর ইব্ন মালফীল।

(১১) নাফতালী গোত্র হতে নুহাই ওয়াফসা এবং

(১২) জাদ গোত্র হতে জূরাইল ইব্ন মীকী।

উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ্যকে মূসা 'আলাইহিস-সালাম পবিত্র ভূমিতে তথ্যানুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করেন। এদিনই হূশা' ইব্ন নূন ইয়ূশা' ইব্ন নূন নামে আখ্যায়িত হন। যাত্রাকালে তিনি তাদের বলেন, "তোমরা সূর্যমুখো অগ্রসর হও। তারপর পাহাড়ে উঠে দেশটির চারদিকে চোখ বুলাও। অধিবাসীদের প্রতি লক্ষ্য কর। দেখ, তারা দুর্বল, না শক্তিশালী? সংখ্যায় অনেক, না কম? যে জমিতে তারা বাস করে, তা প্রাচুর্যময়, নাকি দুর্দশাগ্রস্থ; বৃক্ষলতা আছে, না শূন্য প্রান্তর? তোমরা অগ্রসর হও। সেখান থেকে আমাদের কাছে কিছু ফল-পাকড় নিয়ে আসবে।" এটা ছিল দ্রাক্ষাকুঞ্জে ফল আসার মৌসুম।

---

১. এখানে নিম্নরূপ একটি বাক্য আছে, فبعث الله جل وعز من برية فاران بكلام الله وهم رؤوس بنى اسرائيل কিন্তু বাক্যটি পূর্বাপরের সাথে সামঞ্জস্যহীন, তদুপরি অর্থও পরিস্কার নয়।

১১৫৭৬. হযরত ইব্‌ন ‘আব্বাস (র) وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا এর ব্যাখ্যায় বলেন, এসব নাকীব ছিল বনী ইসরাঈলের লোক। হযরত মূসা ‘আলাইহিস-সালাম তাদেরকে নগর পরিদর্শনের জন্য পাঠিয়েছিলেন। তারা সেখানে গিয়ে ঘুরে ফিরে দেখল। তারপর সেখানকার ফলের একটি বীজ নিয়ে ফিরে আসল। বীজ একজন লোকের বোঝা পরিমাণ বৃহৎ ছিল। তারা এসে বলল, যাদের ফলের বীজই এত বড়, তারা নিজেরা যে কত শক্তিধর, তা আন্দাজ করে দেখ। তখন তারা ঘাবড়ে গেল। তারা বলে উঠল, এ সম্প্রদায়ের সাথে আমরা যুদ্ধ করতে পারব না। কাজেই فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ -হে মূসা! তুমি আর তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে থাকব (মায়িদা ঃ ২৪)।

১১৫৭৭. আবূ মু‘আয ফাদ্‌ল ইব্‌ন খালিদ (র) وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা‘আলা বনী ইসরাঈলকে তাদের নবী মূসা ‘আলাইহি’স-সালামের সাথে পবিত্র ভূমিতে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারা নগরের সন্নিকটে উপনীত হলে হযরত মূসা (‘আ) বললেন, এবারে ভিতরে প্রবেশ কর। কিন্তু, তারা সাহস হারিয়ে ফেলল। কিছুতেই প্রবেশ করতে চাইল না। তারা সেখানকার অবস্থা দেখে আসার জন্য বারজন প্রতিনিধি প্রেরণ করল। তারা গিয়ে অবস্থা পরিদর্শন করল। তারপর একটি ফলের বীজ নিয়ে ফিরে আসল। বীজটি একজন লোকের ভারমত বৃহৎ ছিল। এই যাদের ফলের বীজ, তারা যে কত বড় শক্তিশালী, তা অনুমান করে লও। তখন তারা বলল- اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ

وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا - এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা‘ফর তাবারী (র) বলেন, এখানে আল্লাহ্ তা‘আলা বনী ইরসাঈলকে বলছেন, اِنِّيْ مَعَكُمْ অর্থাৎ, আমার ও তোমাদের যে শত্রুর বিরুদ্ধে আমি তোমাদেরকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছি, তোমরা যদি তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং আমার গৃহীত অংগীকার ও প্রতিশ্রুতি পালনে যত্নবান থাক, তা হলে আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করব।

বাক্যে অংশবিশেষ উহ্য রয়েছে, যা ব্যক্ত অংশ দ্বারা পরিস্ফুট হয়ে যায়। মূলে ছিল وَقَالَ اللّٰهُ لَهُمْ اِنِّيْ مَعَكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদেরকে বললেন, আমি তোমাদের সাথে আছি; এখানে لَهُمْ (তাদেরকে) শব্দটি উহ্য রাখা হয়েছে। কারণ وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ-এর মাঝে বিবৃত সংবাদ একটি সুনির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, যদ্বারা স্বাভাবিকভাবেই বুঝে আসে যে, এ সংবাদটিও তাদেরই সাথে সম্পৃক্ত। কেননা আলোচনার ধারা তাদের থেকে ঘুরে অন্য দিকে যায়নি।

তারপর আল্লাহ্ তা‘আলা শপথযোগ্য বক্তব্য শুরু করেছেন। তিনি বলেন, لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ অর্থাৎ শপথ করে বলছি, হে বনী ইসরঈল! তোমরা যদি সালাত কায়েম কর وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ এবং

যাদেরকে যাকাত দিতে বলেছি, তোদেরকে যদি তা প্রদান কর وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ এবং আমার রাসূলগণ আমার দীনের যে শরী'আতসহ আগমন করেছেন, তাতে বিশ্বাস কর।

রব' ইব্ন আনাস (র) বলতেন, এ বাক্যে আল্লাহ্ তা'আলা দ্বাদশ নাকীবের প্রতি সম্বোধন করেছেন।

১১৫৭৮. হযরত রাবী' ইব্ন আনাস (র) বলেন, মূসা 'আলায়হিস-সালাম দ্বাদশ প্রতিনিধিকে বললেন, তোমরা অত্যাচারী সম্প্রদায়ের নিকট যাও এবং তাদের অবস্থা দেখে এসে আমাকে জানাও। তোমরা ভয় পাবে না। কেননা তোমরা যদি সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও, তাঁর রাসূলগণে ঈমান আন ও তাদেরকে সম্মান কর এবং আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দাও, তবে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, হযরত রবী' (র)-এর ব্যাখ্যাও সঠিক হতে পারে। তবে লক্ষণীয় যে, সকল মানুষের ক্ষেত্রেই আল্লাহ্ তা'আলার নীতি হচ্ছে এই যে, যে কেউ তাঁর আনুগত্য করবে, তিনি তার সাহায্য করবেন, যে কেউ তাঁর আদেশ পালন করবে, পাপাচার ও অবাধ্যতা পরিহার করবে, তিনি তার অভিভাবকত্ব করবেন। বলা বাহুল্য, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রাসূলের প্রতি বিশ্বাস করা এবং যাবতীয় বিধি-বিধান স্বীকার করে লওয়া আল্লাহ্র আনুগত্যেরই নামান্তর। কাজেই প্রতীয়মান হয় যে, এতদ্বারা পাপ মোচন ও জান্নাতে দাখিল করার বিষয়টি বনী ইসরাঈলের অন্যসব লোককে বাদ দিয়ে কেবল প্রতিনিধিদের সাথেই সীমিত হতে পারে না। অতএব, এ আহ্বান তাদের পুরো সম্প্রদায়ের জন্যই ব্যাপক হওয়া এবং এ উৎসাহ প্রদানে তাদের সকলেই শামিল থাকা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। দল বিশেষকে সীমাবদ্ধ করে বাকি সকলকে এ আহ্বান ও উৎসাহ দানের ব্যাপকতা হতে খারিজ করার কোন কারণ নেই।

وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাফসীরকারগণের মাঝে একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেন, এর অর্থ যদি তোমরা তাদের সাহায্য কর।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৫৭৯. মুহাম্মদ ইব্ন 'আমর (র) হতে বর্ণিত। হযরত মুজাহিদ (র) وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ نَصَرْتُمُوْهُمْ যদি তোমরা তাদের সাহায্য কর।

১১৫৮০. মুজাহিদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১১৫৮১. সুদ্দী (র) বলেন, وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ অর্থ, তোমরা তাদেরকে অস্ত্রের মাধ্যমে সহযোগিতা করলে।

অন্যান্যদের মতে এর অন্য অর্থ আনুগত্য ও সাহায্য, যেমন বর্ণিত আছেঃ

১১৫৮২. 'আব্দুর রাহমান ইব্ন যায়দ (র) وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, تَعْزِيْر ও تَوْقِيْر অর্থ, আনুগত্য ও সাহায্য।

আরবী ভাষাবিদদের মাঝেও এর ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। যেমন য়ূনুস আল-হারমারী (র) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলতেন, এর অর্থ, যদি তোমরা তাদের প্রশংসা কর।

১১৫৮৩. আবূ 'উবায়দা মা'মার ইবনুল মুছান্না (র) তাঁর সূত্রে এরূপই বর্ণনা করেছেন।

আবূ উবায়দা (র) বলতেন, এর অর্থ, যদি তোমরা তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা কর, তাদেরকে সম্মান কর ও মর্যাদা দাও এবং তাদের সমর্থন কর। এ সম্পর্কে তিনি নিম্নের শ্লোকটি আবৃত্তি করেন,

وَكَمْ مِّنْ مَاجِدٍ لَّهُمْ كَرِيمٌ - وَمِنْ لَيْثٍ يُعَزَّرُ فِى النَّدِىِّ

তাদের আছে কত মানী-গুণী লোক এবং দুসসাহসিক ব্যক্তিবর্গ

যাদেরকে সভা সমাবেশে সম্মান দেওয়া হয়।

ইমাম আল-ফার্‌রা' বলতেন, العزر। অর্থ الرد। অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান করা, বাধা দেওয়া। বলা হয় عزرته অর্থাৎ তাকে বাধা দিয়েছি। কাউকে যুলুম করতে দেখে اتق الله। (আল্লাহ্‌কে ভয় কর) বলা বা বাধা প্রদান করাই হচ্ছে العزر।

ইমাম আবূ জা'ফর আ'ত-তাবারী (র) বলেন, উপযুক্ত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে আমার নিকট বিশুদ্ধতম হচ্ছে তাঁদের ব্যাখ্যা, যাঁরা বলেন, এর অর্থ نَصَرْتُمُوْهُمْ (যদি তোমরা তার সাহায্য কর)। কেননা সূরা ফাত্‌হে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন। اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ

(হে রাসূল! আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, যাতে হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং রাসূলকে সাহায্য কর ও সম্মান কর -সূরা ফাত্‌হ ঃ ৮, ৯)

এ আয়াতের শেষে اَلتَّوْقِيْرُ। (শব্দমূল হতে নির্গত) تُوَقِّرُوْهُ শব্দ রয়েছে, যার অর্থ সম্মান করা (কাজেই تُعَزِّرُوْهُ অর্থ সম্মান করা না হয়ে সাহায্য করা হওয়াই সঠিক মনে হয়)। অতএব, উল্লিখিত তাফ্‌সীরকারগণের ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে আংশিক (অর্থাৎ কেবল সাহায্য করা) সঠিক। 'সম্মান করা' অর্থ শুদ্ধ নয়। বাকি সাহায্য কখনও হাত দ্বারাও হয়, কখনও মুখেও হয়। হাতে সাহায্য হচ্ছে সমস্ত সহযোগিতা করা, আর মুখে সাহায্য হচ্ছে প্রশংসা করা ও নিন্দা রদ করা। সুতরাং 'সাহায্য' অর্থ গ্রহণ করলে এতদসংক্রান্ত উপরোক্ত সকলের ব্যাখ্যাই এর মাঝে এসে যায়।

وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করবে। আর তা হচ্ছে তোমাদের ও আল্লাহ্‌র দুশমনের বিরুদ্ধে জিহাদে ব্যয় করা, قَرْضًا حَسَنًا অর্থাৎ তোমরা যা কিছু আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করবে, সে ব্যয়ে সত্যাশ্রয়ী হবে, কোনও ক্রমেই আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা লংঘন করবেনা এবং যে খাতে ব্যয় করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে উৎসাহিত করছেন, তা ছেড়ে অন্য কোথাও ব্যয় করবে না।

প্রশ্ন হতে পারে اَقْرَضْتُمْ-এর ক্রিয়ামূল হচ্ছে اَلْاِقْرَاضُ। এমতাবস্থায় اِقْرَاضًا حَسَنًا না বলে আল্লাহ্ তা'আলা وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا বললেন কেন?

উত্তরে বলব যে, إِقْرَاضًا حَسَنًا বললেও সঠিক হত। কিন্তু এস্থলে মূলতঃ أَقْرَضَ-এর শব্দের প্রতি লক্ষ্য না করে অর্থের প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে এবং সে হিসেবেই قَرْضًا حَسَنًا বলা হয়েছে। কেননা أَقْرَضَ শব্দের মাঝে قَرْض অর্থ নিহিত রয়েছে, যেমন أَعْطَى-এর মাঝে أَخَذَ। কাজেই বাক্যের অর্থ দাঁড়াল أَوْأَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا -এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে- وَاللّٰهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا—তিনি তোমাদেরকে মৃত্তিকা হতে উদগত করেছেন (সূরা নূহ ঃ ১৭) এ স্থলে أَنْبَتَكُمْ-এর মাঝে نَبَتُّمْ -এর অর্থ নিহিত থাকায় أَنْبَتَكُمْ – نَبَاتًا বলা সঠিক হয়েছে। অনুরূপ ইমরু'ল-কায়স বলেন, وَرُضْتُ فَذَلَّتْ صَعْبَةً أَيَّ إِذْلَالٍ

আমি তাকে প্রশিক্ষণ দান করলাম, ফলে সে হয়ে গেল সুকঠিন অনুগত, কি দারুণ অনুগত সে!

এখানে رُضْتُ-এর মাঝে أَذْلَلْتُ এর অর্থ নিহিত আছে। তাই সে অর্থ হতে الْإِذْلَالُ ক্রিয়ামূল বের করা সঙ্গত হয়েছে। رُضْتُ-এর শব্দ হতে এটা বের করা হয়নি।

لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ - এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এর দ্বারাও আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলকেই সম্বোধন করেছেন। তাদেরকে বলছেন, হে সম্প্রদায়, যারা আমার আনুগত্য ও নির্দেশ পালনের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে বলে আমাকে কথা দিয়েছে, তোমরা যদি সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং যে সকল কাজে আমি জান্নাতের ওয়া'দা দিয়েছি, সেগুলো সম্পাদন কর, তা হলে আমি তোমাদের পাপরাশি মোচন করব।

لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ অর্থাৎ বাছুরের পূজাসহ তোমরা যেসব ধ্বংসাত্মক পাপাচার করেছ আমি সেগুলো ঢেকে দেব। তার পদ্ধতি হচ্ছে যে, আমি তোমাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করব এবং তোমাদের কৃত অপরাধসমূহের শাস্তি হতে তোমাদেরকে নিষ্কৃতি দেব। তবে এটা কেবল সেইসব অপরাধের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যেগুলো আমার ও তোমাদের সাথে সম্পৃক্ত।

وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ অর্থাৎ পাপ মোচনের সাথে সাথে আমি আমার অনুগ্রহে কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। اَلْجَنّٰتُ অর্থ উদ্যানরাজি।

আমি لَأُكَفِّرَنَّ অর্থ করেছি ঢেকে দেব। কেননা اَلْكُفْرُ অর্থ অস্বীকার করা, আচ্ছাদিত করা, ঢেকে দেওয়া ইত্যাদি। যেমন কবি লাবীদ (র) বলেন, فِي لَيْلَةٍ كَفَرَ النُّجُوْمَ غَمَامُهَا রাতের বেলা তারাগুলিকে ঢেকে দিলো মেঘমালা!

এখানে كَفَرَ মানে ঢেকে দিল। আর اَلتَّكْفِيْرُ হচ্ছে اَلْكُفْرُ হতে উৎপন্ন বাবে تَفْعِيْل এর মাসদার।

আরবী ভাষাবিদগণের মধ্যে لَأُكَفِّرَنَّ এর ل নিয়ে একাধিক মত রয়েছে। বসরার কতক বৈয়াকরণের মতে প্রথম ل অর্থাৎ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ -এর ل শপথের অর্থে ব্যবহৃত। অনুরূপ দ্বিতীয়টিও অন্য এক শপথের অর্থে প্রযুক্ত।

অপর দিকে কূফার কতক ব্যাকরণবিদ বলেন, لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ এর ل শপথের স্থলাভিষিক্ত, যে কারণে স্বতন্ত্রভাবে শপথ করার প্রয়োজন বাকি থাকে নি। আর لَاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ -এর ل উক্ত ل -এর জবাব স্বরূপ। তাঁরা এর কারণ হিসেবে বলেন, لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ একটি অসম্পূর্ণ বাক্য এবং এটি لَاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ থেকে অমুখাপেক্ষী নয়। এমতাবস্থায় لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ। একটি নতুন শপথবাক্য হতে পারে না। বরং এটিকে অনিবার্যভাবে لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ শপথের জবাবই হতে হবে, যেহেতু এ জবাব ছাড়া সে অচল।

تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ অর্থাৎ তোমরা যে সকল উদ্যানে প্রবেশ করবে, তার বৃক্ষরাজির নীচে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত।

فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلَ -এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ বাক্যে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে বনী ইসরাঈল! আনুগত্যে অবিচল থাকা ও অবাধ্যতা পরিহার করার মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি রক্ষার কথা দিয়েও তোমাদের মধ্যে কেউ যদি আমার কোন আদেশ-নিষেধ অমান্য করে এবং সেমতে আমার কোন আদেশ পালন হতে বিরত থাকে, কিংবা কোন নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে সে তো সরল পথই হারাবে।

فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلَ অর্থাৎ- সে সমুদ্ভাসিত পথ অবলম্বনে ভুল করবে এবং সরল সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হবে।

اَلضَّلَالُ। অর্থ পথ- নির্দেশ ব্যতিরেকে সওয়ার হয়ে চলা। আমি অন্যত্র দলীল-প্রমাণ দ্বারা এ অর্থ বর্ণনা করেছি।

سَوَاء অর্থ-মধ্যবর্তী। اَلسَّبِيْلُ অর্থ-রাস্তা, পথ।

এ সবগুলোর ব্যাখ্যা আমি ইতঃপূর্বে করে এসেছি। অতএব, এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

(١٣) فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

১৩. তাদের অংগীকার ভংগের জন্য তাদেরকে লা'নত করেছি ও তাদের হৃদয় কঠিন করেছি; তারা শব্দগুলির আসল অর্থ বিকৃত করে এবং তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিল তার এক অংশ ভুলে গিয়েছে; তুমি সর্বদা তাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলকেই বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখতে পাবে। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর; আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ- এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, হে মুহাম্মদ! ইয়াহূদীরা যে

আপনার ও আপনার সাহাবীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আপনাদের প্রতি হাত তোলার সংকল্প করেছে এবং তাদের ও আপনাদের মাঝে সম্পাদিত চুক্তি লংঘন করেছে, তজ্জন্য বিস্ময়বোধ করবেন না। কেননা এটা তাদের ও তাদের পূর্ব পুরুষদের চিরাচরিত অভ্যাস। এর দৃষ্টান্ত দেখুন, আমি মূসা 'আলায়হিস সালামের যুগে তাদের থেকে আমার আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলাম। আমি তাদের পক্ষ হতে দ্বাদশ প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিলাম। তারা তাদের সকলেরই পক্ষ হতে মনোনীত ছিল। তাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম অত্যাচারী সম্প্রদায়ের খোঁজখবর নিয়ে আসার জন্য, ওয়াদা করেছিলাম ওদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করব এবং তাদেরকে উক্ত সম্প্রদায়ের দেশ ও স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী করব। ইতিপূর্বে আমি তাদেরকে বহু শিক্ষণীয় বিষয় ও উপদেশ দিয়েছি। যথা সমুদ্রে ফির'আওন ও তার গোষ্ঠীর ধ্বংস, তাদের জন্য সাগর বিদারণ ইত্যাদি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা আমাকে প্রদত্ত অংগীকার ভংগ করে এবং আমার প্রতিশ্রুতি লংঘন করে। ফলে আমি তাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেছি। এই যখন এ জাতির উত্তমদের অবস্থা, যাদের প্রতি আমার অনেক অনেক অনুগ্রহ ছিল, তখন অধমদের অবস্থা যে কি হবে, তা বলাই বাহুল্য। অতএব, আপনি আশ্চর্য হবেন না।

আয়াতের শুরুতে উহ্য বাক্য রয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতের শেষাংশ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلَ এবং আলোচ্য আয়াতের মাঝখানে ছিল فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُم অর্থাৎ তারা প্রতিশ্রুতি ভংগ করল, ফলে আমি তাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করলাম। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে ব্যক্ত فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ দ্বারাই যেহেতু ...... فَنَقَضُوا الْمِيثَاقَ -এর প্রতি ইঙ্গিত হয়ে যায়, তাই তার উল্লেখ প্রয়োজন মনে করা হয়নি।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ তাদের প্রতিশ্রুতি ভংগের কারণে। হযরত কাতাদা (র) এরূপই বলেছেন।

১১৫৮৪. হযরত কাতাদা (র) বলেন, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ অর্থ– আমি তাদের প্রতিশ্রুতি ভংগের কারণে তাদেরকে লা'নত করেছি।

১১৫৮৫. হযরত ইবন 'আব্বাস (রা)-ও এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাওরাতে বিশ্বাসীদের থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তারা সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি।

اللَّعْنُ- লা'নতের অর্থ আমি অন্যত্র বর্ণনা করেছি।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ -এর هُمْ সর্বনাম দ্বারা পূর্বোক্ত বণী ইসরাঈলকে বোঝান হয়েছে।

وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এর পাঠ পদ্ধতি সম্পর্কে একাধিক মত রয়েছে। মদীনার সকল কিরা'আত বিশেষজ্ঞ এবং মক্কা, বসরা ও কূফার কিছু সংখ্যক কারী 'ق'-এর পরে আলিফযোগে قَاسِيَةً পড়েছেন। তাঁরা এটাকে قَسْوَةُ الْقَلْبِ হতে উৎপন্ন কর্তৃবাচ্য বিশেষ্য মনে করেছেন, যখন কারও হৃদয় কঠোর ও কঠিন হয়ে শুষ্ক পাষাণে পরিণত হয়, তখন বাগধারা ঃ قَسَا قلبه فهو يقسو وهو قاسٍ বলা হয়। যেমন ছন্দকারে বলেন,

وَقَدْ قَسَوْتُ وَقَسَتْ لِدَاتِي

'আমি কঠিন হয়ে গিয়েছি, কঠিন হয়েছে আমার বন্ধুরাও।

এ হিসেবে বাক্যটির ব্যাখ্যা হবে নিম্নরূপ- বনী ইসরাঈল আমার প্রতিশ্রুতি যেহেতু রক্ষা করেনি; বরং তা ভংগ করেছে, তাই আমি তাদের অন্তর কঠিন ও পাষাণে পরিণত করেছি। অতএব, আমার প্রতি ঈমানের তাদের ঠাঁই হয় না এবং তা আমার আনুগত্যের তওফীক লাভ করে না। বস্তুতঃ সে অন্তর হতে মায়া-মমতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে।

অপরপক্ষে কূফার অধিকাংশ কিরা'আত বিশেষজ্ঞগণ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قَسِيَّةً পড়েছেন। তারপর তাঁদের মাঝে আবার এর ব্যাখ্যা নিয়ে একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেন এটা القسوة অর্থে হবে। কেননা নিন্দার ক্ষেত্রে فَاعِلَة অপেক্ষা فَعِيْلَة অধিক বলিষ্ঠ। আর একারণেই তো আমরা قَاسِيَةً পাঠের উপর قَسِيَّةً -কে প্রাধান্য দিয়েছি।

কিন্তু অন্যদের মতে قَسِيَّةً এর অর্থ اَلْقَسْوَةُ এর অনুরূপ নয়, বরং এস্থলে قَسِيَّةً অর্থ সেই অন্তর, যা আল্লাহর প্রতি ঈমানে একনিষ্ঠ নয়; বরং তাতে ঈমানের সাথে কুফরের সংমিশ্রণ ঘটেছে (অর্থাৎ ভেজাল অন্তর)। যেমন الدراهم القسية অর্থাৎ এমন দিরহাম, যাতে রূপার সাথে লোহা, তামা বা অন্য কোন ধাতুর ভেজাল আছে। আবূ যুবায়দ আ'ত-তা'ঈ বলেন ঃ

لَهَا صَوَاهِلُ فِيْ صُمِّ السَّلَامِ كَمَا - صَاحَ الْقَسِيَّاتُ فِيْ اَيْدِيْ الصَّيَارِيْفِ

সুকঠিন শিলার মাঝে কোদালের তীব্র হ্রেষা ধ্বনি, যেমন মুদ্রা ব্যবসায়ীর হাতে ভেজাল দিরহামের ঠনঠনি।

(এ লাইন দু'টি একটি শোকগাথার অংশ বিশেষ) খলীফা 'উসমান রাযিয়া'ল্লাহু 'আনহুর কবর খননের সময় শিলার উপর কোদালের আঘাতেযে তীব্র আওয়াজের সৃষ্টি হয়েছিল, লাইন দু'টিতে তারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। اَلسَّلَام অর্থ কঠিন শিলা।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, উভয় কিরা'আতের মাঝে আমার নিকট তাদের কিরাআতই পছন্দ, যারা পড়েন وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قَسِيَّةً কেননা এটা فَعِيْلَة পরিমাপে গঠিত, যা قَاسِيَةً অপেক্ষা অধিকতর নিন্দাজ্ঞাপক। আর এমতাবস্থায় এর উত্তম ব্যাখ্যা হচ্ছে যে, এটা اَلْقَسْوَةُ হতে فَعِلِيَة এর শব্দরূপ। যেমন বলা হয়ে থাকে نَفْسٌ زَاكِيَةٌ ও زَاكِيَة (পরিশুদ্ধ আত্মা), অনুরূপ اِمْرَأَةٌ شَاهِدَةٌ ও شَهِيْدَةٌ (সাক্ষ্যদাত্রী)। এ ব্যাখ্যা উত্তম হওয়ার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা বনী ইসরা'ঈলের প্রতিশ্রুতি ভংগ ও কুফরে লিপ্ত থাকার বর্ণনা দিয়েছেন, তাদেরকে ঈমান বিষয়ক কোন গুণে গুণান্বিত করেননি। যদি তা করতেন, তা হলে এ কথা বলা সঠিক হত যে, তাদের অন্তরে ঈমান ও কুফ্রের সংমিশ্রণ ঘটেছে, ঠিক এমন দিরহামের মত, যাতে রূপার সাথে অন্য ধাতু মিশানো হয়।

আল্লাহ তা'আলার বাণী :

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ - এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি প্রতিশ্রুতি ভংগকারী বনী ইসরাঈলের অন্তর কঠিন পাষাণে পরিণত করেছি, তাদের থেকে সর্বপ্রকার মঙ্গল উৎপাটিত করেছি; কল্যাণের তওফীক হতে তাদেরকে বঞ্চিত করেছি। ফলে তারা ঈমান আনবে না। সৎ পথের অনুসারী হবে না। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তর

হতে ঈমান ও তাওফীক উৎপাটিত করেছেন বিধায় তারা তাদের নবী মূসা 'আলায়হিস্ সালামের প্রতি অবতীর্ণ তাদের প্রতিপালকের বাণী বিকৃত করে। অর্থাৎ তারা তাওরাত গ্রন্থের মাঝে পরিবর্তন সাধন করে এবং নিজেদের হাতে অন্য রকম কথা লিখে অজ্ঞদের কাছে বলে বেড়ায় যে, এটাই তো আল্লাহর সে বাণী, যা তিনি তাঁর নবী মূসা (আ)-এর প্রতি নাযিল করেছেন। এই তো সেই তাওরাত, যা তিনি তার কাছে প্রত্যাদেশ করেছেন।

এটা হচ্ছে মূসা 'আলায়হিস-সালামের পরবর্তীকালের ইয়াহূদীদের অবস্থা। এদের কতেক রাসূলু'ল্লাহ সাল্লা'ল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের কালেও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মূসা ('আ)-এর জীবদ্দশাকালীন ইয়াহূদীদের আলোচনার মাঝে এদেরও উল্লেখ করে দিয়েছেন। কারণ এরা তাদেরই সন্তান এবং আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলার স্বভাব তাদের মত এদের মাঝেও পুরোপুরি বিদ্যমান। এরাও তাদেরই মত বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা কথা বলে। তাদের ন্যায় এরাও তাওরাতে গৃহীত অংগীকার ভংগ করে।

১১৫৮৬. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা তাওরাতে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান বিকৃত করত এবং বলত, মুহাম্মাদ (স) যদি তোমাদের বর্তমান ধর্মাদর্শ অনুযায়ী নির্দেশ দেয় তবে তা মান্য কর। আর তার বিপরীত হলে প্রত্যাখ্যান কর।

আল্লাহ তা'আলার বাণী— وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ -এর ব্যাখ্যা ঃ

وَنَسُوا حَظًّا অর্থ তারা এক অংশ ত্যাগ করল। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ -তারা আল্লাহকে ভুলে গেল, ফলে আল্লাহও তাদের ভুলে গেলেন, (সূরা তাওবা ঃ ৬৭)। অর্থাৎ তারা আল্লাহর নির্দেশ ত্যাগ করল। ফলে আল্লাহ তা'আলাও তাদের ত্যাগ করলেন। এ সম্পর্কে অন্যত্র দলীল-প্রমাণসহ আলোচিত হয়েছে। অতএব, পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

এ শব্দের আমি যে ব্যাখ্যা করেছি, তাফসীরকারকগণও তাই বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৫৮৭. হযরত সুদ্দী (র) বলেন, وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ অর্থ তারা এক অংশ পরিত্যাগ করল।

১১৫৮৮. হযরত হাসান বসরী (র) এর অর্থ করেন, তারা দীনের হাতল ছেড়ে দিল এবং আল্লাহ তা'আলার আদেশ নিষেধ পরিত্যাগ করল, যা ব্যতিরেকে কোন 'আমল তাঁর কাছে গৃহীত হয় না।

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ -এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূজা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, হে মুহাম্মদ! যে ইয়াহূদীদের সম্পর্কে আমি আপনাকে অবগত করলাম যে, তারা আমার প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছে, আমার সাথে ওয়াদা খেলাফী করেছে, অথচ তাদের প্রতি আমার কৃপা ও অনুগ্রহ অফুরন্ত, আপনি তাদের পক্ষ হতে অনুরূপ বিশ্বাসঘাতকতা দেখতে পাবেন। إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ তবে তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ব্যতিক্রম, যারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

الْخَائِنَةُ শব্দটি এ স্থলে الْخِيَانَةُ (বিশ্বাসঘাতকতা) অর্থে ব্যহৃত। শব্দটি কর্তৃবাচ্য বিশেষ্য হলেও ক্রিয়ামূলের অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে।

إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ। এটা عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ এর هُمْ সর্বনাম হতে ইসতিস্না বা ব্যতিক্রম। মুফাসসিরীনে কিরাম হতেও বাক্যটির অনুরূপ ব্যাখ্যাই পাওয়া যায়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৫৮৯. হযরত কাতাদা (র) বলেন, وَلاَتَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ অর্থ, আপনি তাদের থেকে বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যা কথন ও পাপাচার দেখবেন।

১১৫৯০. হযরত মুজাহিদ (র) وَلاَتَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এতে ইয়াহুদীদের কথা বলা হয়েছে। রাসূলে কারীম (স.) যেদিন তাদের বাগানে প্রবেশ করেছিলেন, সেদিন তারা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল।

১১৫৯১. হযরত মুজাহিদ (র) হতে অপর এক সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১১৫৯২. অন্য এক সূত্রে হযরত মুজাহিদ (র) ও 'ইকরিমা (র) বলেন, এ বাক্যের অর্থ, আপনি ইয়াহূদীদের থেকে সর্বদা বিশ্বাসঘাতকতা দেখতে পাবেন। যেমন রাসূলু'ল্লাহ (স) তাদের বাগানে যেদিন প্রবেশ করেছিলেন, সেদিন তারা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে।

জনৈক ব্যক্তির মতে এর অর্থ, আপনি তাদের এক বিশ্বাসঘাতক সম্পর্কে অবগত হবেন। তার বক্তব্য হচ্ছে যে, আরবগণ পুংলিঙ্গের শেষে অনেক সময় অতিরিক্ত ه যোগ করে থাকে, যেমন هـو راويـة الـشـعـر। অনুরূপ رجل علامـة। তিনি এর সমর্থনে আবৃত্তি করেন ঃ

حَدَّثْتَ نَفْسَكَ بِالْوَفَاءِ وَلَمْ تَكُنْ - لِلْغَدْرِ خَائِنَةٌ مُغِلَّ الْأَصْبَعِ

তুমি নিজেতে অংগীকার রক্ষার ওয়াদা দাও, অথচ হে ভন্ড প্রতারক! তুমি কখনো বিশ্বাস হননে বিশ্বাসঘাতী ছিলে না।

কবি এখানে একজন পুরুষকে সম্বোধন করে خَائِنَةٌ শব্দ ব্যবহার করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, বস্তুতঃ তাফসীরকারগণের যে ব্যাখ্যা আমি প্রথমে উল্লেখ করেছি, তা-ই এ বাক্যের সঠিক ব্যাখ্যা। কেননা আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে বানূ নাযির গোত্রের ইয়াহূদীদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যারা প্রিয়নবী সল্লা'ল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবাগণকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। তাঁরা, তাদের কাছে বানূ'আমির গোত্রের নিহত ব্যক্তিদ্বয়ের দিয়াত আদায়ে, সহযোগিতা করতে বলার জন্য গিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহু তা'আলা তাঁদের ষড়যন্ত্রের কথা যথাসময়ে প্রিয়নবী (স)-এর কাছে ফাঁস করে দেন।

তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাদের পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে অবগত করার এবং পিতৃ পুরুষদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করার পর পরবর্তীদের সম্পর্কে জানাচ্ছেন যে, এরাও তাদেরই পথের পথিক, ওয়াদা খেলাফী ও বিশ্বাসঘাতকতায় তাদেরই আদর্শের অনুসারী। এটা জানানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাতে তাদের আচার-আচরণকে তিনি বড় কিছু মনে না করেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আপনি ইয়াহূদীদের থেকে ওয়া'দা খেলাফী, বিশ্বাস ঘাতকতা ও অংগীকার লংঘনই দেখতে পাবেন; একথা বোঝাননি যে, আপনি তাদের একজন বিশ্বাসঘাতক সম্পর্কে জানতে পারবেন। আলোচনার সূচনা হয়েছিল তাদের সমষ্টি সম্পর্কে। বলা হয়েছিল, হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন এক

সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে হাত তোলার ইচ্ছা করেছিল। তারপর বলা হয়েছে, "আপনি সর্বদা তাদেরকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখতে পাবেন।" অতএব, সূচনা যখন সমষ্টির দ্বারা, তখন সমাপ্তিও সমষ্টির দ্বারা হওয়াই শ্রেয়।

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ - এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয়নবী (স)-কে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তিনি তাঁর প্রতি হাত তুলতে উদ্যত ইয়াহূদীদেরকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ পাক বলেন, হে মুহাম্মদ! যে সকল ইয়াহূদীরা আপনাকে ও আপনার সঙ্গীগণকে হত্যা করার জন্য হস্ত উত্তোলনের মনস্থ করেছিল, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং কৃত অপরাধের জন্য তাদেরকে শাস্তি না দিয়ে বরং উপেক্ষা করুন। কেননা, যে ব্যক্তি তার অনিষ্টকারীকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে ও মার্জনা করে দেয়, আমি তাকে ভালবাসি।

হযরত কাতাদা (র) বলেন, এ নির্দেশ রহিত। সূরা বারাআত-এর আয়াত তা রহিত করে দিয়েছে। তাতে ইরশাদ হয়েছে قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ-যারা মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না এবং পরকালেও বিশ্বাসী নয়, তাদের সাথে যুদ্ধ কর (সূরা বারাআতঃ ২৯)।

১১৫৯৩. কাতাদা (র) হতে বর্ণিত। তিনি فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ সম্পর্কে বলেন, এটি قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلاَيُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُه এর দ্বারা তা রহিত হয়ে গেছে।

১১৫৯৪. হযরত কাতাদা (র) হতেও বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, প্রিয় নবী সাল্লা'ল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে যখন কাফিরদের সাথে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি, তখনই তাঁর প্রতি নির্দেশ ছিল فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদেরকে উপেক্ষা করুন। তারপর সূরা বারাআত– এর আয়াত দ্বারা এ নির্দেশ রহিত হয়ে যায়। তাতে ইরশাদ হয়েছে قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلاَيُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُه وَلاَ يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ -যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না ও পরকালেও নয় এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য দীনের অনুসরণ করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিয্ইয়া দেয়। (তাওবা ২৯)। অর্থাৎ এতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী সাল্লা'লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে আহলে কিতাবের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন, যতক্ষণ না তারা ইসলাম গ্রহণ করে বা জিয্ইয়া দেয়।

১১৫৯৫. অপর এক সূত্রেও হযরত কাতাদা (র) হতে এ আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, হযরত কাতাদা (র) এর ব্যাখ্যার সম্ভাব্যতা অস্বীকার করা যায় না বটে, তবে দ্ব্যর্থহীন নাসিখ বা রহিতকারী বলতে কেবল সে নির্দেশকেই বোঝায়, যা পূর্ববর্তী বিধানকে সর্বতোভাবে বাতিল করে দেয়; তার কোন একটি দিকও অবশিষ্ট থাকে না। পক্ষান্তরে যা সকল দিককে রহিত করে না, তাকে আমরা নিশ্চিতভাবে রহিতকারী বলতে পারি না, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা বা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে তার সুস্পষ্ট বর্ণনা পাই।

কিন্তু উল্লিখিত আয়াত .... قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ -এর মাঝে ইয়াহূদীদেরকে মার্জনা ও উপেক্ষা করার নির্দেশকে সর্বতোভাবে রহিত করার কোন ইঙ্গিত নাই। কাজেই একথা নিশ্চিত বলা যায় না যে, قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ দ্বারা فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ আয়াত রহিত হয়ে গেছে। তারা যদি যুদ্ধের পর বশ্যতা স্বীকার করে ও জিয্ইয়া প্রদানে সম্মত হয়, তাহলে পূর্বের ন্যায় এখনও তাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও অংগীকার ভংগের অপরাধ ক্ষমা করা বৈধ, যাবৎ না তারা জিয্ইয়া প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় ও যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(١٤) وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ٥

১৪. এবং যারা বলে থাকে যে, আমরা নাছারা, আমি তাদের নিকট থেকেও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি। কিন্তু তাদেরকে যে উপদেশ প্রদান করা হয়েছিল, তারও এক বিরাট অংশ তারা ভুলে যায়। পরিণামে তাদের পরস্পরের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরূক রেখেছি এবং অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ পাক তাদরকে তাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে অবগত করবেন।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে ইরশাদ করছেন যে, আমি খৃষ্টান সম্প্রদায় হতে আমার আনুগত্য, বিধি-বিধান আদায়, রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস ও তাঁদের অনুসরণের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম। কিন্তু তারাও এ ব্যাপারে পথভ্রষ্ট ইয়াহূদী জাতির নীতি অনুসরণ করে। তাদেরই মত তারা তাদের দীনে বিকৃতি সাধন করে তাদেরই অনুরূপ প্রতিশ্রুতি ভংগ করে, আমার আদেশ-নিষেধ পালনের যে অংগীকার নিয়েছিলাম, তার অংশবিশেষ পরিত্যাগ করে এবং আমার দীন বরবাদ করে।

যেমন বর্ণিত হয়েছে ঃ

১১৫৯৬. হযরত কাতাদা (র) وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّا نَصٰرٰى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা তাদের সম্মুখে বিদ্যমান মহান আল্লাহর কিতাব ভুলে যায়, মহান আল্লাহর গৃহীত প্রতিশ্রুতি ও তার আদেশ নিষেধ বিস্মৃত হয়।

১১৫৯৭. সুদ্দী (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যা বলেন, নাসারা জাতিও ইয়াহূদীদের মতই উক্তি করে এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তা ভুলে যায়।

فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থ ঃ সুতরাং আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরূক রেখেছি।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, এক বস্তু দ্বারা যেমন অন্য বস্তু উদ্দীপিত করা হয়, তেমনি তাদের মাঝে আমি শত্রুতা ও

বিদ্বেষ প্রজ্বলিত করেছি। অর্থাৎ নাসারা সম্প্রদায় যখন আমার গৃহীত প্রতিশ্রুতি এবং আমার প্রদত্ত আদেশ-নিষেধ পরিত্যাগ করল, তখন তাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরূক করলাম।

বাকি আল্লাহ তা'আলা তাদের মাঝে কিভাবে শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরূক করেন, এ সম্পর্কে তাফসীর কারদের মাঝে একাধিক মত রয়েছে।

কারও মতে আল্লাহ তা'আলা তাদের মাঝে নানা রকম খেয়াল-খুশী ও কুপ্রবৃত্তির সৃষ্টি করেছিলেন। নিম্নে এ মতপোষণকারীদের উদ্ধৃতি পেশ করা হল,

১১৫৯৮. যা'কূব ইবন ইবরাহীম (র) হতে বর্ণিত। হযরত ইবরাহীম আ'ন-নাখ'ঈ (র) فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর দ্বারা তাদের নানা রকম কু-প্রবৃত্তি ও পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ বোঝান হয়েছে। শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরূক করার অর্থ এটাই।

১১৫৯৯. সুফয়ান ইবন ওয়াকী' (র) হতে বর্ণিত যে, ইবরাহীম আ'ন নাখঈ (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, দীনী বিষয়ে তাদের মাঝে বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি করা হয় এবং তা নিয়ে একের বিরুদ্ধে অন্যকে উত্তেজিত করে তোলা হয়।

১১৬০০. অপর এক সূত্রে ইবরাহীম আ'ন-নাখ'ঈ (র) ও ইবরাহীম 'আত-তায়মী (র) হতে এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বলেন, এ আয়াতে اَلْاِغْرَاءُ বলতে নানা প্রকার কু-প্রবৃত্তিই বোঝান হয়েছে। মু'আবিয়া ইবন কুররা (র) বলেন, দীনী বিষয়ে বিবাদ বিসংবাদ আমল নষ্ট করে দেয়।

অন্যদের মতে এর অর্থ তাদের পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৬০১. হযরত কাতাদা (র) বলেন, فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ। এর অর্থ হচ্ছে, নাসারা সম্প্রদায় যখন আল্লাহ তা'আলার কিতাব পরিত্যাগ করল, তাঁর রাসূলের অবাধ্যতায় লিপ্ত হল এবং তাঁর বিধি-বিধান নস্যাত করল ও আইন-কানুন উপেক্ষা করল, তখন তাদের মাঝে কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা সৃষ্টি করে দেওয়া হল। এটা হল তাদের কুকর্মের পরিণাম। তারা আল্লাহর কিতাব ও বিধি-বিধান আঁকড়ে ধরলে তাদের মাঝে দলাদলি ও হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি হত না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই আমার নিকট অধিকতর সঠিক। অর্থাৎ এর দ্বারা তাদের মাঝে সৃষ্ট খেয়াল-খুশী বোঝান হয়েছে, যেমন ইবরাহীম আ'ন নাখ'ঈ (র) বলেন, কেননা নাসারা সম্প্রদায়ের মাঝে যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা হযরত 'ঈসা মাসীহ 'আলায়হিস-সালাম সম্পর্কে তাদের মতভেদেরই ফলশ্রুতি। আর এ মতভেদ ছিল তাদের খেয়াল-খুশী ভিত্তিক। আল্লাহর পক্ষ হতে কোন ওয়াহীর ভিত্তিতে তারা তা করেনি।

فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ -এর هُمْ সর্বনাম দ্বারা কাদের বোঝান হয়েছে, এ সম্পর্কেও তাফসীরবেত্তাদের বিভিন্ন মত। কেউ বলেন, এর দ্বারা ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়কে বোঝান হয়েছে। এ হিসেবে বাক্যটির অর্থ হবে, আমি ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়ের মাঝে শত্রুতা জাগরূক করেছি, যেহেতু তারা তাদের উপদেশ বাণী ভুলে গিয়েছে। এমত পোষণ কারীদের উদ্বৃতি ঃ

১১৬০২. হযরত সুদ্দী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা নাসারা সম্প্রদায় সম্পর্কেও বলেন فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ—তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিল, তার এক অংশ ভুলে গিয়েছ। তাদের এ কৃতকর্মের

Contents

পরিণামে আল্লাহ তা'আলা তাদের ও ইয়াহূদী জাতির মাঝে কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরূক করলেন।

১১৬০৩. ইবন যায়দ (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, দু'টি পশুর মধ্যে যেমন লড়াই বাধিয়ে একটিকে অপরটির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হয়, তেমনি আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদী নাসারা সম্প্রদায়ের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলেন।

১১৬০৪. মুহাম্মাদ ইবন 'আমর (র) হতে বর্ণিত। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ اَلْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ। -এর মাঝে ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়কে বোঝান হয়েছে।

১১৬০৫. মুছান্না (র)-এর সূত্রেও হযরত মুজাহিদ (র)-এর এ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

১১৬০৬. হযরত কাতাদা (র) বলেন, এরা হচ্ছে ইয়াহূদী ও নাসারা জাতি। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরূক করেছেন।

অন্যদের মতে এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কেবল নাসারা সম্প্রদায়কেই বুঝিয়েছেন। তারা বলেন, আয়াতের অর্থ হচ্ছে, নাসারা জাতি যখন উপদিষ্ট বিষয় ভুলে গেল, তখন তার শাস্তি স্বরূপ আমি তাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করলাম। তারা বলেন, بَيْنَهُمْ -এর هُمْ সর্বনাম কেবল তাদেরই জন্য প্রযুক্ত, ইয়াহূদীদের জন্য নয়।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

১১৬০৭. হযরত রবী' (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন, তোমরা আমার আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করো না। তোমরা মানুষকে দীন শিক্ষা দান করো, কিন্তু তার কোন বিনিময় গ্রহণ করো না। কিন্তু তারা তা মান্য করল না। বিচার আচারে ঘুষ খাওয়া শুরু করল। শরী'আতের সীমা লংঘন করতে থাকল। ফলে তাদের সম্পর্কে ঘোষণা হল, وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ اَلْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ। (সূরা মাইদাঃ ৬৪)। আর নাসারা সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, রাবী 'ইবন আনাস (র) কৃত ব্যাখ্যাই আমার কাছে উত্তম মনে হয়। অর্থাৎ আয়াতে বিশেষভাবে নাসারা সম্প্রদায়ের মাঝে আপসে শত্রুতা সৃষ্টির কথাই বোঝান হয়েছে এবং هم সর্বনামের ব্যবহার শুধু নাসারা সম্প্রদায়ের জন্যই হয়েছে, ইয়াহূদীদের জন্য নয়। কেননা ইয়াহূদীদের সম্পর্কে আলোচনা শেষ করার পর নাসারা সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা শুরু করা হয়েছে এবং তারপর শত্রুতা জাগরূক করার সংবাদ দেওয়া হয়েছে। এ হিসেবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য উভয় সম্প্রদায় না হয়ে কেবল নাসারা সম্প্রদায় হওয়াটাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন হতে পারে, নাসারা সম্প্রদায়ের মাঝে এমন কি শত্রুতা আছে, যাকে এ আয়াতে বিশেষভাবে তাদের সাথে সম্পৃক্ত করা হল?

উত্তরে বলা হবে যে, এটা হচ্ছে মুলাকিয়্যা (মালাকিয়্যা/ মিলকিয়্যা?) গ্রুপের সাথে নাস্তূরিয়্যা ইয়া'কূবিয়্যা গ্রুপের শত্রুতা, অনুরূপ নাস্তূরিয়্যা ও ইয়া'কূবিয়্যা-র সাথে মূলকিয়্যা-র শত্রুতা।

তবে এর দ্বারা যারা ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়ের পারস্পরিক শত্রুতা বুঝাতে চেয়েছেন, তাদের ব্যাখ্যাও অবান্তর নয়। বাকি তার চেয়ে এ ব্যাখ্যা আমার কাছে অধিকতর সঠিক ও বেশী যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, যারা আপনার প্রতি ও আপনার সাহাবীগণের প্রতি হাত তুলতে উদ্যত হয়েছিল, আপনি তাদেরকে ক্ষমা ও উপেক্ষা করুন। কেননা আল্লাহ তা'আলাই তাদেরকে শাস্তিদানের প্রতীক্ষায় আছেন। শীঘ্রই আখিরাতে তারা যখন আল্লাহর সমীপে প্রত্যানীত হবে তখন তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। তিনি তাদের প্রতিশ্রুতি, ওয়া'দা খেলাফী, কিতাবের বিকৃতি সাধন, আদেশ নিষেধে পরিবর্তন-পরিবর্ধন ইত্যাদি যাবতীয় অপকীর্তি তাদের সামনে তুলে ধরবেন এবং সে অনুপাতে তাদের যথোপযুক্ত শাস্তি দেবেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(১০) يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ۬ؕ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۙ

১৫. হে কিতাবীগণ! আমার রাসূল তোমাদের নিকট এসেছেন, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে, তিনি উহার অনেক তোমাদের নিকট প্রকাশ করেন এবং অনেক উপেক্ষা করেন। আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুগের আহলে কিতাব তথা ইয়াহূদী-নাসারাদেরকে সম্বোধন করে বলছেন يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ (হে কিতাবীগণ) তথা ইয়াহূদী-নাসারা সম্প্রদায় قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا—তোমাদের কাছে আমার রাসূল মুহাম্মাদ এসেছেন।

১১৬০৮. হযরত কাতাদা (র) বলেন يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا এ আয়াতে রাসূল বলে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বোঝান হয়েছে।

يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের কিতাবের যে সকল বিষয় মানুষের কাছে গোপন রাখতে, কারও কাছে প্রকাশ করতে না, আমার রাসূল মুহাম্মাদ তার অনেক তোমাদের নিকট প্রকাশ করবেন।

আহলে কিতাবের লুক্কায়িত বিষয়সমূহের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম যা প্রকাশ করে দিয়েছেন, তার একটি হচ্ছে বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি রাজ্‌ম (প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ড)।

কেউ বলেন, আহলে কিতাব তাদের কিতাবে বর্ণিত রাজ্‌মের বিষয়টি মানুষের কাছে গোপন রাখত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম মানুষকে সে বিধান জানিয়ে দেন। এ সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

১১৬০৯. ইবন হুমায়দ (র) হতে বর্ণিত। হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, যে ব্যক্তি রাজমের বিধান অস্বীকার করে, সে তার অগোচরে কু'রআনকেই অস্বীকার করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ আর তারা যা গোপন রাখত, তন্মধ্যে রাজমের বিধান অন্যতম।

১১৬১০. অপর এক সূত্রেও হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১১৬১১. হযরত 'ইকরিমা (র) يَاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ হতে صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ পর্যন্ত এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, একবার ইয়াহূদীরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে রাজ্‌ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে আসল। তিনি তাদের নিয়ে একটি গৃহে একত্র হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে বড় পন্ডিত কে? তারা ইবন সূরিয়াকে দেখিয়ে দিল। তিনি বললেন, তুমিই কি সকলের বড় পন্ডিত? সে বলল, আপনার যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস করতে পারেন। তিনি বললেন, তুমিই কি তাদের সকলের বড় পন্ডিত? সে বলল, তারা তো তাই মনে করে। তখন প্রিয়নবী সল্লা'ল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাকে সেই সত্তার শপথ করালেন, যিনি হযরত মূসা 'আলায়হি'স-সালামের উপর তাওরাত নাযিল করেছেন এবং তাদের উপর তূর পাহাড় উত্তোলিত করেছেন। সেই সাথে তাকে ঐসব প্রতিশ্রুতিও স্মরণ করালেন, যা তাদের থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল। ফলে সে শিউরে উঠল। সে বলল, দেখুন আমাদের রমণীগণ অত্যন্ত রূপসী। ফলে আমাদের মাঝে মৃত্যুদন্ডের হার অত্যধিক বেড়ে গেছে। তাই আমরা বিধানটিকে একটু সহজ সংক্ষেপ করেছি। এখন আমরা ব্যভিচারীকে একশ চাবুক মারি, তার মাথা কামিয়ে দেই এবং জানোয়ারের পিঠে চড়িয়ে মানুষের মাঝে ঘুরাই। ইবন জারীর বলেন, আমার মনে হয় রাবী উটের পিঠে চড়ানোর কথা বলেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে রাজ্‌ম করার ফয়সালা দিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। আরও নাযিল হয় وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ —যখন তারা নিভৃতে একে অন্যের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আল্লাহ তোমাদের কাছে যা ব্যক্ত করেছেন, তোমরা কি তাদেরকে তা বলে দাও? এর দ্বারা তারা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করবে (সূরা বাকারাঃ ৭৬)।

وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ অর্থাৎ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ তাওরাত গ্রন্থের যা কিছু তোমরা গোপন কর, আমার রাসূল তার বহু কিছুই উপেক্ষা করে যান, তা ধরেন না। আমি তাঁকে যাবৎ না তা ধরার নির্দেশ দেব, তাবৎ তোমরা তা কার্যে পরিণত করবে না।

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, সম্বোধিত আহলে কিতাবকে আল্লাহ তা'আলা বলছেন, হে তাওরাত ও ইঞ্জীলধারী সম্প্রদায়! তোমাদের কাছে আল্লাহর নিকট হতে এসেছে আলো, অর্থাৎ মুহাম্মদ

সল্লা'ল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সত্যকে সমুজ্জ্বল করেছেন, দীনকে শক্তিশালী করেছেন এবং শিরক দূরীভূত করেছেন। কাজেই যে তাঁর দ্বারা আলো পেতে চায়, তিনি তার জন্য আলোকবর্তিকা। তিনি সত্যের বর্ণনা দান করেন। ইয়াহূদী সম্প্রদায় কিতাবের যেসব বিষয় গোপন রেখেছিল, তিনি তা প্রকাশ করে দিয়েছেন। এটা তার সত্য বর্ণনার প্রকষ্ট উদাহরণ।

كِتَابٌ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ আল্লাহর নিকট হতে তোমাদের কাছে এসেছে আলো, যা দ্বারা তিনি সত্যের নিদর্শনাবলী সমুজ্জ্বল করেছেন এবং এসেছে স্পষ্ট কিতাব, যাতে তাদের মধ্যকার বিতর্কিত বিষয়সমূহের পরিষ্কার বর্ণনা রয়েছে, যথা আল্লাহর তাওহীদ, তাঁর হালাল-হারামের বিধান ও তার দীনের আইন-কানূন। এ স্পষ্ট কিতাব হচ্ছে কুরআন মাজীদ, যা আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিতাব মানুষের কাছে তাদের দীনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা করে এবং তাদের কাছে তা পরিস্ফুট করে তোলে, যাতে তারা সত্য ও মিথ্যাকে পৃথকভাবে চিনতে সক্ষম হয়।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(١٦) يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

১৬. যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এ দ্বারা তিনি তাহাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এর অর্থ আল্লাহ তা'আলা তার পক্ষ হতে অবতীর্ণ এই স্পষ্ট কিতাব দ্বারা সরল পথ প্রদর্শন করেন ও সত্য পথে পরিচালিত করেন। بِهٖ এর 'ه' সর্বনাম দ্বারা 'কিতাব'-কে বোঝান হয়েছে। مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ মানে যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসরণ করে।

الرضى। বা আল্লাহর সন্তুষ্টি দ্বারা কি বোঝান হয়েছে, এ নিয়ে তাফসীর বেত্তাদের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেন, কোন বস্তুতে আল্লাহর الرضى। তথা সন্তুষ্টির অর্থ হচ্ছে সে বস্তু কবূল করে লওয়া এবং তার প্রশংসা করা । আল্লাহ তা'আলা ঈমানকে কবূল করেন তার উৎকৃষ্টতা বর্ণনা করেন এবং তার ভিত্তিতে মু'মিনের প্রশংসা করেন। তিনি আলো, পথ-নির্দেশ, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়ক ইত্যাদি বিশেষণে ঈমানকে বিশেষিত করেন।

অন্যদের মতে الرضى। অর্থ তো সুবিদিত, অর্থাৎ এটা অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের বিপরীত। এবং এই সুবিদিত অর্থ অনুযায়ী এটা আল্লাহ তা'আলার একটি গুণ। এর অর্থ প্রশংসা নয়। কেননা প্রশংসা হচ্ছে মুখের কথা। প্রশংসা তো তারই করা হয়, যার উপর সন্তুষ্টি থাকে। তারা বলেন, الرضى। একটি স্বতন্ত্র

গুণ الثناء । ও المدح । (প্রশংসা) তা থেকে ভিন্ন অর্থ জ্ঞাপক। سُبُلَ السَّلَامِ মানে সালামের পথ। সালাম (শান্তিদাতা) আল্লাহ তা'আলার একটি গুণবাচক নাম।

১১৬১২. হযরত সুদ্দী (র) مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এটা হচ্ছে আল্লাহর সেই পথ, যা তিনি তার বান্দাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন, সে পথে চলার জন্য তাদেরকে আহবান করেছেন এবং তার দিশা দিয়ে পাঠিয়েছেন আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামকে। কি সে পথ? সে কি ইয়াহুদী ধর্ম? না কি খৃষ্টবাদ কিংবা মাজুসী ধর্মাদর্শ? না, সে পথেরই নাম ইসলাম, শুধুই ইসলাম, যা ব্যতিরেকে কারও কোন কর্ম আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন যে, এই স্পষ্ট কিতাব দ্বারা তিনি তাঁর সন্তুষ্টিকামীদেরকে শান্তিদাতার পথ দেখান, দেন তার দীন বিধি-বিধানের দিশা। আর সে সন্তুষ্টির প্রয়াসীদেরকে শিরক ও কুফরের অন্ধকার হতে ইসলামের আলো ও উজ্জ্বলতায় বের করে আনেন।

يُخْرِجُهُمْ-এর هُمْ সর্বনাম দ্বারা উল্লিখিত আল্লাহর সন্তুষ্টিকামীদের বোঝান হয়েছে।

بِاِذْنِهٖ মানে আল্লাহর অনুমতিক্রমে। এ স্থলে তাঁর অনুমতি মানে অনুসন্ধিৎসুর মন হতে কুফরের ছাপ ও শিরকের মোহর অপসারিত করতঃ সেখানে ঈমানের ভালবাসা সৃষ্টি করা এবং তাকে সালামের পথ দেখার তাওফীক দান করা।

وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ বাক্যে আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, তিনি তাদেরকে সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, আর তা হচ্ছে আল্লাহর সোজা পথ, যাতে কোনরূপ বক্রতা নেই।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(١٧) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

১৭. যারা বলে "মারয়াম তনয় মসীহ্‌ই তো আল্লাহ্‌" তারা তো কুফ্‌রী করেছে। বল, "আল্লাহ্‌ মারয়াম তনয় মসীহ, তাঁর মাতা এবং দুনিয়ার সকলকে যদি ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন তবে তাঁকে বাধা দানের শক্তি কার আছে"? আসমান-যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যস্থলে যা কিছু আছে, তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে শান্তির পথ হতে বিচ্যুত খৃষ্টান সম্প্রদায় ও খৃষ্টবাদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে এবং আল্লাহর প্রতি তাদের মিথ্যারোপ

সম্পর্কে তাঁর প্রিয়নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাতে প্রমাণ তুলে দেওয়া হয়েছে। তারা আল্লাহ সম্পর্কে এই দাবী করত যে, তিনি (নাউযুবিল্লাহ) সন্তান গ্রহণ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, আমি শপথ করে বলছি, যারা বলে, "মারয়াম-তনয় মসীহ-ই আল্লাহ" নিশ্চয়ই তারা কুফ্‌রী করেছে। এ ব্যাপারে তাদের কুফরী হচ্ছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার সন্তান না থাকার ঘোষণা না দিয়ে সত্যকে ঢাকা দিয়েছে এবং মাসীহকে তাঁর সন্তান হিসেবে দাবী করে তাঁর প্রতি জঘন্য মিথ্যারোপ করেছে।

ইতঃপূর্বে আমি 'মাসীহ'-এর অর্থ বর্ণনা করেছি, কাজেই এর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সল্লা'ল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলছেন যে, হে নবী! "মাসীহ-ই আল্লাহর পুত্র"—একথা বলার দ্বারা যে নাসারা সম্প্রদায় আমার প্রতি জঘন্য মিথ্যারোপে করেছে এবং সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে।" আপনি তাদেরকে বলে দিন مَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا অর্থাৎ আল্লাহর পথ হতে কোন কিছু বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কে রাখে যে, তিনি তার ফয়সালা করলে সে তা রদ করবে?

বলা হয়ে থাকে ملكت على فلان امره অর্থাৎ তার কার্যাদীতে আমার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠ হয়েছে, ফলে আমি ছাড়া কেউ তা কার্যকর করতে পারে না।

اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا অর্থাৎ কে আছে, যে আল্লাহ তা'আলার কোন কিছু রদ করতে পারে? তিনি যদি পৃথিবী হতে মাসীহ ইবন মারয়াম, তার জননী এবং ভূ-পৃষ্ঠের সমগ্র মাখলূককে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান তবে কে তাতে বাধা দিতে সক্ষম?

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সল্লা'ল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, আপনি ঐ মূর্খ নাসারদের বলে দিন, তোমাদের ধারণা মত মাসীহ-ই যদি স্বয়ং আল্লাহ্ হতেন, যদিও তিনি তা নন, তা হলে আল্লাহ যখন তাকে ও তার জননীকে ধ্বংস করার ফয়সালা করেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই তা রদ করতে সক্ষম হতেন। অথচ ইতোমধ্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর জননীর মৃত্যু ঘটিয়েছেন। তিনি তা ফেরাতে পারেননি। এর মাঝে তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে, যদি তোমরা শিক্ষাগ্রহণ কর; তোমাদের দাবীর বিপক্ষে প্রমাণ রয়েছে। যদি তোমরা বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী হয়ে থাক। অর্থাৎ এটা প্রমাণ কর যে, মাসীহ অপরাপর আদম সন্তানের মতই একজন মানুষ মাত্র। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র সত্তা, যিনি অপ্রতিহত, অপ্রতিরোধ্য। তাঁর কোন সিদ্ধান্ত ঠেকানোর ক্ষমতা নেই কারোই। তিনিই চিরঞ্জীব, সাধিষ্ঠ বিশ্ববিধাতা। তিনিই জীবন মরণ দান করেন। সৃষ্টি ও ধ্বংস করেন। তিনি চিরজীবি, তাঁর মৃত্যু নাই।

وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ - এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ বাক্যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আর যা কিছু আছে এতদোভয়ের মাঝখানে, সব কিছুতে তাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। بينهما মানে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে। তিনি যাকে ইচ্ছা ধ্বংস করেন, যাকে ইচ্ছা অবশিষ্ট রাখেন। যাকে ইচ্ছা অস্তিত্বশীল করেন, যাকে চান অস্তিত্বহীন করেন। তার এসব কর্মকান্ডে বাধ সাধতে পারে না কেউ। কেউ পারে না তার কোন কাজ প্রতিহত করতে। তিনি সমগ্র সৃষ্টির মাঝে নিজ আদেশ কার্যকর করেন। নিজ ফয়সালা প্রবর্তিত করেন। মাসীহ ও তার মা'কে যদি তার প্রতিপালক ধ্বংস করতে চান, তবে মাসীহের ক্ষমতা নেই তার প্রতিপালকের সে ইচ্ছা প্রতিহত করবে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, যে ব্যক্তি তার নিজের উপর থেকে অন্যের অনিষ্ট সাধনের ইচ্ছা খন্ডাতে পারে না, তার উপর আপতিত ধ্বংস প্রতিহত করতে সক্ষম হয় না, সে কি করে ইলাহ ও উপাস্য হতে পারে? বরং সত্যিকারের ইলাহ ও মা'বূদ তো তিনিই, সব কিছুতে যাঁর অবাধ সার্বভৌমত্ব, যাঁর হাতে আকাশ, পৃথিবী ও এতদোভয়ের মধ্যবর্তী সমগ্র সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা।

আল্লাহ তা'আলা বহুবচনে وَمَا بَيْنَهُنَّ না বলে দ্বি-বচনে مَا بَيْنَهُمَا বলেছেন, অথচ এর পূর্বে اَلسَّمٰوٰتُ শব্দটি বহুবচনে ব্যবহার করছেন। এর কারণ, তিনি بَيْنَهُمَا দ্বারা উভয় প্রকার বস্তুরাজি বুঝিয়েছেন, যেমন কবি আর-রা'ঈ বলেন,

طَرَقَا فَتِلْكَ هَمَاهِمِيْ اَقْرِيْهِمَا + قُلُصًا لَوَاقِحَ كَالْقِسِيِّ وَحُولاً

কবি এখানে দুই বস্তু সম্পর্কে সংবাদ দিতে গিয়ে দ্বি-বচনে বলেছেন طَرَقَا তারপর আবার বহুবচনে বলেছেন فَتِلْكَ বস্তুতঃ তিনি শব্দের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেছেন।

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ অর্থাৎ তিনি যা ইচ্ছা তা উদ্ভাবিত ও অস্তিত্বমান করেন এবং তাকে নাস্তি থেকে অস্তিতে আনেন। এক মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এটা করতে সক্ষম নয়। এতদ্বারা তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদোভয়ের অন্তবর্তী বস্তু নিচয়ের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা তাঁরই হাতে। তিনিই তার ধ্বংস সাধন ও তা অস্তিত্বহীন করার একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই যাকে চান অস্তিত্বহীন অবস্থা হতে অস্তিত্বে আনতে পারেন। আল্লাহ পাক বলেন, এসব কাজ তো আমি ভিন্ন কেউ করতে সক্ষম নয়। অতএব, হে মিথ্যাশ্রয়ী সম্প্রদায়! তোমরা কি করে বল, মাসীহ ইলাহ? অথচ সে এসবের কিছুই করতে পারে না। এমনকি সে তো তার নিজের ও তার জননীর উপর থেকেও কোন অনিষ্ট ঠেকাতে পারে না, পারে না কোন উপকার সাধন করতে-- যদি না আমার ইচ্ছা থাকে।

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, তিনিই একমাত্র মা'বুদ, তিনিই সর্বশক্তিমান, সব কিছুর অধিকর্তা। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা কেউ ব্যর্থ করতে পারে না। তার চাওয়া কেউ

নস্যাৎ করতে পারে না। তিনি মাসীহ ও তাঁর জননী তথা নিখিল বিশ্বের সমগ্র সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে সক্ষম। এমন ব্যক্তি কিছুতেই মা'বূদ হতে পারে না, যে তার নিজের উপর আল্লাহর পক্ষ হতে আপতিত অনিষ্ট রোধ করতে পারে না, সক্ষম হয় না আপন মা'কে ধ্বংস হতে রক্ষা করতে।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(١٨) وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُ اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ، بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ، يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ، وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ o

১৮. ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ বলে- "আমরা আল্লাহ্র পুত্র ও তাঁর প্রিয়।" বল, তবে কেন তিনি পাপের জন্য তোমাদেরকে শাস্তি দেন? না, তোমারা মানুষ তাদেরই মতো, যাদেরকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন। আসমান যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যস্থলে যা কিছু আছে, তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই আর প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়ের উক্তির সংবাদ। ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের মধ্য হতে যারা এরূপ কথা বলেছিল, হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) হতে তাদের নামও বর্ণিত আছে।

১১৬১৩. সা'ঈদ ইবন জুবায়র (র) ও 'ইকরিমা (র) বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, নু'মান ইবন আদা, বাহ্রী ইবন 'আমর ও শা'স ইবন 'আদী রাসূলে আকরাম সল্লা'ল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে আলাপ আলোচনা করে। এক পর্যায়ে প্রিয় নবী (স) তাদেরকে আল্লাহর প্রতি আহবান জানান এবং তাঁর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেন। তারা বলল, হে মুহাম্মাদ! আপনি আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছেন? আল্লাহর কসম, আমরা হচ্ছি তাঁর সন্তান ও প্রিয়পাত্র। নাসারারাও ঠিক একইরূপ কথা বলত। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ আয়াতটি নাযিল করেন।

১১৬১৪. হযরত সুদ্দী (র) وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ -এর পটভূমিকা হচ্ছে যে, তারা বলত, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসরাঈল (আ)-এর প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, আমি তোমার সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কতককে জাহান্নামে দাখিল করব। তারা সেখানে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে। এ সময়ে জাহান্নাম তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে এবং তাদের পাপাচার জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে। অতঃপর একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, ইসরাঈলের

বংশধরদের মধ্যে যত খতনাকৃত আছে, তাদের সকলকে জাহান্নাম থেকে বের কর। তখন তাদেরকে সেখান থেকে বের করা হবে। এ সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে, لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلاَّ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ তারা বলে থাকে, মাত্র কয়েকদিন ছাড়া জাহান্নাম আমাদেরকে স্পর্শ করবে না (সূরা আলে 'ইমরান ঃ ২৪)। আর নাসারদের একদল বলত, মাসীহ আল্লাহর পুত্র।

আরবদের বাকরীতিতে এর বহুল প্রচলন রয়েছে যে, তারা কোন বিষয় নিয়ে গর্ব প্রকাশ করলে সে বিষয়টিকে সমষ্টির সাথে সম্পৃক্ত করত, যদিও বিষয়টি তাদের কোন একজনের সাথেই সম্পর্কযুক্ত। যেমন বলত نحن الاجواد الكرام আমরা দানবীর, মহানুভব। অথচ খোঁজ করলে দেখা যাবে দানবীর তাদের মধ্যে মাত্র একজন এবং তাও বক্তা ভিন্ন অপর কেউ। প্রসিদ্ধ কবি জারীর বলেন,

نَدَسْنَا اَبَا مَنْدُوْسَةَ الْقَيْنَ بِالْقَنَا - وَمَارُدَّمُ مِنْ جَارِ بَيْبَةَ نَاقِعُ

"আমরা কায়ন গোষ্ঠীর আবূ মান্দূসাকে তীরের সামান্য আঘাত করেছি মাত্র। আর বায়বা-র প্রতিবেশী (সাম্মা)-র দেহ থেকে ফিনকি দিয়ে ছুটল তাজা রক্ত।"

কবি এখানে نَدَسْنَا (আমরা আঘাত করেছি) বলেছেন, অথচ ঘাতক ছিল তার সম্প্রদায়ের অন্য একজন। সেই ব্যক্তির কীর্তিকে তিনি তাদের গোটা সম্প্রদায়ের কীর্তি হিসেবে প্রকাশ করেছেন। অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে নাসারা সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা এ উক্তি করেছিল, আসলে তা করেছিল তাদের অংশবিশেষ।

اَحِبَّاؤُهُ বন্ধুবর্গ। এটা حَبِيْبٌ-এর বহুবচন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সল্লা'ল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপকারী এই অসত্যভাষীদের বলে দিন যে, فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ অর্থাৎ তোমাদের দাবীমত তোমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর বন্ধু হলে তিনি তোমাদের পাপের কারণে তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন কেন? বন্ধুতো তার বন্ধুকে কখনও শাস্তি দেয় না। তোমরা নিজেরাই তো স্বীকার কর যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন।

ইয়াহূদীরা বলত, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে চল্লিশ দিন শাস্তি দিবেন, যে ক'দিন আমরা গো-বৎসের পূজা করেছিলাম। তারপর আমাদের সকলকে জাহান্নাম থেকে বের করবেন।

তাদের এ স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলা বলছেন, তোমরা তোমাদের দাবী অনুযায়ী আল্লাহর সন্তান ও বন্ধু হয়ে থাকলে তিনি তোমাদের পাপের দরুন তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন কেন? এতদদ্বারা আল্লাহ তা'আলা প্রমাণ করে দিচ্ছেন যে, আসলে তারা ধোঁকাবাজ এবং আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপকারী।

بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা যে দাবী করছ তোমরা আল্লাহর সন্তান ও বন্ধু,

প্রকৃতপক্ষে তা কখনই নও। বরং তোমরা তাদেরই মত মানুষ, যাদেরকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। অপরাপর আদম সন্তানকে তিনি যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, তোমরাও তাঁর তেমনি সৃষ্টি। তোমরা ভাল কাজ করলে তার ভাল প্রতিদান লাভ করবে, যেমন সকল বনী আদম তাদের নেক কাজের সুফল লাভ করবে। আর তোমরা মন্দ কাজ করলে তারও পরিণাম ভোগ করবে, যেমন মন্দ কাজের পরিণাম ভোগ করবে অপরাপর মানুষ। আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য অপরাপর সৃষ্টি অপেক্ষা বেশী কিছু পাওয়ার নাই। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজ অনুগ্রহে যে-কোন মু'মিনকে উপেক্ষা করবেন এবং নিজ কৃপায় তার পাপসমূহ গোপন রাখবেন। ফলে তারা শাস্তি হতে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে।

আমি অন্যত্র মাগরিফাত অর্থ দলীল-প্রমাণসহ বর্ণনা করে এসেছি। অতএব, এ স্থলে আর পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন মনে করছি না।

وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ তিনি তাঁর যে সৃষ্টির উপর ইচ্ছা হয় ন্যায়-বিচার প্রয়োগ করবেন। ফলে তাকে তার পাপের শাস্তি দান করবেন। সমগ্র সৃষ্টির সম্মুখে তাকে লাঞ্ছিত করবেন। তার পাপসমূহ গোপন রাখবেন না।

এ হচ্ছে ইয়াহূদী-নাসারা সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সতর্কবাণী। যারা তাদের পূর্ব পুরুষদের উপর ভরসা করে বসে আছে। তাদের সে পূর্বপুরুষগণ আল্লাহ তা'আলার নিকট উত্তম ছিল। তিনি তাদেরকে নিজ আনুগত্যের মর্যাদায় ভূষিত করেছিলেন। তাঁর সন্তুষ্টি সাধনে ধাবিত হওয়ার জন্য এবং সে ক্ষেত্রে তাদেরকে যে সব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল তজ্জন্য তিনি তাদেরকে বাছাই করে নিয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তোমরা আমার নিকট তাদের সম্মান ও মর্যাদার কারণে ধোঁকায় পড়োনা। কেননা এটা তারা লাভ করেছিল আমার 'ইবাদত-আনুগত্যের মাধ্যমে। আমার ভালবাসাকে তাদের পারস্পরিক ভালবাসার উপর অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে– তোমাদের মত কেবল আশা-আকাংখার মাধ্যমে নয়। কাজেই তোমরা আমার আনুগত্যে সচেষ্ট থাক, আমার আদেশ পালনে যত্নবান হও এবং যা নিষেধ করেছি তা থেকে বিরত থাক। কেননা আমি আমার ইচ্ছায় যাদের পাপ ক্ষমা করব, তা করব আমার অনুগত বান্দাদের বেলায়। আর যারা আমার অবাধ্য, ইচ্ছা হলে আমি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করব। যারা আমার নিকট আসে তাদের পিতৃ-পুরুষদের সম্মান ও মর্যাদাকে আগলে, অথচ নিজেরা আমার শত্রু, আমার আদেশ-নিষেধের বিরুদ্ধাচারী, তারা আমার ক্ষমা লাভ করবে না।

১১৬১৫. হযরত সুদ্দী (র) বলেন, يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা ইহজগতে হিদায়াত দান করবেন, ফলে তার পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন। আর যাকে ইচ্ছা কুফ্র অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটাবেন। পরিণামে তাকে শাস্তি দিবেন।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ -এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ বাক্যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যা কিছু আছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে এবং এতদোভয়ের মাঝখানে, সকলেরই পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ আল্লাহর

কর্তৃত্বাধীন। তাঁরই হাতে সকল ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্ব। তিনি যেভাবে ইচ্ছা নিখিল বিশ্ব পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন। এতে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তার মহা সাম্রাজ্যে দ্বিতীয় কোন সম্রাট নেই। কাজেই হে نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّاۤؤُهٗ-এর প্রবক্তাগণ! তোমরা জেনে রেখ, তিনি যদি তোমাদের পাপের দরুণ তোমাদেরকে শাস্তি দিতে চান, তবে তাঁর থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার কেউ নেই, কেউ নেই যে শাস্তি রোধ করার। তাঁর সাথে কারও কোন আত্মীয়তা নেই যে, তিনি তার পক্ষপাতিত্ব করবেন, কিংবা তিনি ভিন্ন আর কারও কোন রাজ-ক্ষমতা নেই যে, সে এসে আল্লাহর শাস্তি প্রদানে বাধ সাধবে। সব কিছুর শেষ মনজিল ও প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে। অতএব, হে মিথ্যারোপকারীগণ! তোমরা সাবধান হও, যাতে সেই প্রত্যাবর্তনে তোমাদেরকে নিজ নিজ পাপের শাস্তি ভোগ করতে না হয়। কেবল কল্পনা বিলাস ও পিতৃ-পুরুষদের মাহাত্ম্য দ্বারা ধোঁকায় পড়ো না।

আল্লাহ তা'আলার বাণী—

(١٩) يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ۡ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۟

১৯. হে কিতাবীগণ! রাসূল প্রেরণে বিরতির পর আমার রাসূল তোমাদের নিকট এসেছেন। তিনি তোমাদের নিকট স্পষ্ট ব্যাখ্যা করছেন, যাতে তোমরা বলতে না পার "কোন সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী আমাদের নিকট আসেনি।" এখন তো তোমাদের নিকট একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এসেছেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা 'আহলে কিতাব' বলে সেই সব ইয়াহূদীদের সম্বোধন করেছেন, যারা এ আয়াত নাযিলের প্রাক্কালে রাসূলে কারীম সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের হিজরত ভূমি মদীনায় উপস্থিত ছিল। প্রিয়নবী (স) তাদেরকে বা তাদের কতককে যখন তাঁর রিসালাতে এবং তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে যা-কিছু নিয়ে এসেছেন, তাতে ঈমান আনার আহবান জানান, তখন তারা উত্তর দিয়েছিল, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর পর আর কোন নবী পাঠাননি এবং তাওরাতের পর আর কোন কিতাব নাযিল করেননি।

১১৬১৬. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, একদিন হযরত মু'আয ইবন জাবাল, সা'দ ইবন উবাদা ও উকবা ইবন ওয়াহাব ইয়াহূদীদেরকে বললেন, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহর শপথ, তোমরা তো জান হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে তোমরা আমাদের কাছে তাঁর কথা বলতে, আমাদের কাছে তার বর্ণনা দিতে। তখন রাফি' 'ইবন হুরায়মালা ও ওয়াহাব ইবন ইয়াহূদা উত্তর করল, এমন কথা আমরা তোমাদেরকে কখনও বলিনি। আল্লাহ তা'আলা তো হযরত মূসার কিতাবের পর আর কোন কিতাব নাযিল করেননি এবং তাঁর পরে আর কোন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী পাঠাননি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন, يٰٓاَهْلَ

الْكِتَٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

আয়াতে قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا বলে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সল্লা'ল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবকে বোঝান হয়েছে। يُبَيِّنُ لَكُمْ অর্থাৎ যে রাসূল তোমাদের কাছে সত্যের পরিচয় দিবেন, হিদায়াতের নিদর্শনাবলী সুস্পষ্ট করে দিবেন এবং আল্লাহর মনোনীত দীনের প্রতি তোমাদের পথ-নির্দেশ করবেন।

১১৬১৭. হযরত কাতাদা (র) قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ রাসূল বলতে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বোঝান হয়েছে। তিনি মহাগ্রন্থ ফুরকান নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন, যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করে দিয়েছেন। এ কিতাবের মাঝে রয়েছে মহান আল্লাহর বর্ণনা, তাঁর আলো ও পথ-নির্দেশ এবং এর অনুসারীর জন্য মুক্তির গ্যারান্টি।

عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ অর্থাৎ রাসূল প্রেরণের বিরতির পর। اَلْفَتْرَةُ অর্থ এ স্থলে বিরতি। অর্থাৎ রাসূল প্রেরণের বিরতির পর তোমাদের নিকট আমার রাসূল এসেছেন, যিনি তোমাদের কাছে সত্য বর্ণনা করেন, তোমাদের পথ-নির্দেশ করেন।

اَلْفَتْرَةُ শব্দটি الفعلة শব্দের ন্যায়। বলা হয়ে থাকে। فتر هذا الامر يفتر فتورا অর্থাৎ এ বিষয়টি শান্ত ও স্থির হয়েছে। এ স্থলে শব্দটিকে এ ধাতুগত অর্থেও গ্রহণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ রাসূলের আগমন ক্ষান্ত ও স্থির হয়ে যাওয়া। বস্তুতঃ এটাই বিরতি।

রাসূল প্রেরণের এ বিরতি কাল কি পরিমাণ ছিল– এ সম্পর্কে তাফসীর বেত্তাগণের একাধিক মত রয়েছে। হযরত কাতাদা (র) হতেও এ সম্পর্কে বিভিন্ন রিওয়ায়াত পাওয়া যায়।

১১৬১৮. মা'মার (র) বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (র) عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত 'ঈসা আলায়হিস-সালাম ও মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের মাঝে ৫৬০ বছর সময়ের ব্যবধান ছিল।

১১৬১৯. সা'ঈদ ইবন আবূ 'আরূবা (র) হতে বর্ণিত যে, কাতাদা (র) বলেন, হযরত 'ঈসা (আ) ও মুহাম্মাদ সল্লা'ল্লাহু 'আলায়হিমা ওয়া সাল্লামের মাঝখানে প্রায় ছয়শত বছর কালের ব্যবধান ছিল।

১১৬২০. মা'মার (র) তার উস্তাযবৃন্দের সূত্রে قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত ঈসা (আ) ও মুহাম্মাদ সাল্লা'ল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের মাঝে পাঁচশ চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান ছিল। মা'মার (র) বলেন, হযরত কাতাদা (র) বলেছেন, পাঁচশ ষাট বছরের বিরতি।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণের মত ঃ

১১৬২১. ওবায়দ ইবন সুলায়মান বলেন, হযরত দাহ্হাক (র)-কে عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ -এর ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছি, হযরত ‘ঈসা (রা) ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলায়হি ও সাল্লামের মাঝে ব্যবধান ছিল চার’শ ত্রিশ বছরের কিছু বেশী।

أَنْ تَقُوْلُوْا مَاجَاءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَلَا نَذِيْرٍ অর্থাৎ كَيْ لَا تَقُوْلُوْا ও اَنْ لَّا تَقُولُوا যাতে তোমরা বলতে না পার, যেমন অন্যত্র আছে- يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوْا (সূরা নিসাঃ ১৭৬) অর্থাৎ كَيْ لَا تَضِلُّوْا ও اَنْ لَّا تَضِلُّوْا যাতে তোমরা বিভ্রান্ত না হও।

কাজেই, আয়াতাংশের অর্থ দাঁড়াল, তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণের বিরতির পর এ রাসূল এসেছেন যিনি তোমাদের নিকট স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন, যাতে তোমরা বলতে না পার-কোন সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী আমাদের নিকট আসেনি। এর দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা জানাচ্ছেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লা’ল্লাহু ‘আলায়হি ওয়া সাল্লাম দ্বারা তাদের ওজর-অজুহাত খতম হয়ে গেল এবং তাদের বিরুদ্ধে দলীল-প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে গেল।

اَلْبَشِيْرُ। সুসংবাদবাহী, যিনি সেই সব লোকদের আখিরাতের মহা পুরস্কারের সুসংবাদ দান করবেন, যারা মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, তাঁর আনুগত্য করে, তাঁর রাসূলে বিশ্বাস রাখে এবং রাসূল মহান আল্লাহর পক্ষ হতে যা নিয়ে আসেন, তা স্বীকার করে নেন।

اَلنَّذِيْرُ।। সতর্ককারী, সেই সকল লোককে পরকালের অপ্রতিরোধ্য ও মর্মন্তুদ শাস্তি এবং কিয়ামতের কঠিন আযাব সম্পর্কে সতর্ক করবেন, যারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতা করে, তার রাসূলকে অস্বীকার করে এবং তিনি মহান আল্লাহর পক্ষ হতে যে আদেশ-নিষেধ নিয়ে আসেন, তার বিপরীত কাজ করে।

فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّ نَذِيْرٌ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা‘ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা‘আলা উপরোল্লিখিত ইয়াহূদীদেরকে বলছেন, আমি আমার রাসূল মুহাম্মাদ সল্লা’ল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দ্বারা তোমাদের ওজর-অজুহাতের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে দলীল প্রমাণ চূড়ান্ত করে দিয়েছি। আমি তোমাদের দীনের জটিল বিষয়গুলো তোমাদেরকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তাকে পাঠিয়েছি, যাতে করে তোমরা আর একথা বলতে না পারে যে, “আমাদের নিকট তোমার কোন রাসূল আসেনি, যিনি আমাদের বিভ্রান্তিগুলো আমাদের বুঝিয়ে দেবেন।” এখন তো তোমাদের কাছে আমার রাসূল এসে গেছেন, যিনি আমার প্রতি বিশ্বাস পোষণকারী ও আমার আদেশ-নিষেধ পালনকারীকে সুসংবাদ প্রদান করেন এবং আমার অবাধ্যকে সতর্ক করেন। আমি সর্বশক্তিমান। আমি অবাধ্যকে শাস্তি দিতে সক্ষম এবং সক্ষম বাধ্য ও অনুগতকে পুরস্কৃত করতে। অতএব, তোমরা আমার অবাধ্যতা ও আমার রাসূলের অস্বীকৃতির পরিণামে অনিবার্য শাস্তিকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য ও আমার সুসংবাদবাহী, সতর্ককারীদের প্রতি বিশ্বাস পোষণের পুরস্কার সন্ধান কর। আমিই সেই সত্তা, যার ইচ্ছা কেউ প্রতিহত করতে পারে না, যার চাওয়া কখনও ব্যর্থ যায় না।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(٢٠) وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَ جَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖۗ وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝

২০.স্মরণ কর, মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল-হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামত স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নবী করেছিলেন এবং তোমাদেরকে করেছিলেন রাজ্যাধিপতি এবং বিশ্ব জগতে তিনি কাকেও যা দেননি, তোমাদেরকে তা-ই দান করেছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার অপরিসীম অনুগ্রহ ও তাঁর অফুরন্ত মেহেরবানী সত্ত্বেও ইয়াহূদী সম্প্রদায় প্রাচীনকাল হতেই বিভ্রান্তির পথে কিরূপ হঠকারী ছিল, সত্য হতে তারা কত দূরে ছিল, নিজেদের জন্য তাদের পছন্দ-অপছন্দ কত নিকৃষ্ট মানের ছিল, তদুপরি তারা তাদের আম্বিয়া-ই কিরামের কি প্রচন্ড বিরোধিতা করতো এবং সত্য-সঠিক পথের আহ্বানে সাড়া দিলেও তাতে কত বিলম্ব করতো। সেই সাথে প্রিয়নবী (সা) তাদের আচার-আচরণে যে কষ্ট পেতেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা সম্পর্কে তাদের অনুমানভিত্তিক উক্তিতে তিনি যে মর্ম যাতনা বোধ করতেন, সে ব্যাপারে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বলছেন, তাদের পক্ষ হতে আপনার উপর যা-কিছু আপতিত হয়েছে, তাতে আপনি দুঃখবোধ করবেন না। কারণ আল্লাহ্ হতে তাদের বিপথগামিতা এবং সত্য ও দীন-দুনিয়ার লাভজনক বিষয় হতে তাদের দূরত্ব অভিনব কোন ব্যাপার নয়। এটা তাদের পূর্বসূরী ও বাপ-দাদের স্বভাব-চরিত্র। আপনার ভাই মূসা 'আলায়হিস সালামের সাথে তারা যে আচরণ করেছে, তার মাঝে আপনার জন্য যথেষ্ট সান্ত্বনা রয়েছে। আপনি স্মরণ করুন যখন মূসা তাদেরকে বলেছিলেন- يٰقَوْمِ اُذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ -হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগহের কথা স্মরণ কর, তাঁর মেহেরবানীর প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

১১৬২২. ইব্‌ন 'উয়ায়না (র) اُذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং তাঁর কৃপা ও শাস্তির ইতিহাস স্মরণ কর।

১১৬২৩. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) বলেন, اُذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যে নানা রকম বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেছেন, তা স্মরণ কর।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমি যে উপরোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছি, তার কারণ আল্লাহ তা'আলা আয়াতে তাঁর অনুগ্রহকে বিশেষ কোন প্রকারের সাথে নির্দিষ্ট করেননি, বরং সাধারণভাবে উল্লেখ

করেছেন। এটা বিপদাপদ থেকে রক্ষাসহ যে কোন অনুগ্রহকেই শামিল করে। বিপদাপদ থেকে রক্ষা করা হচ্ছে অনুগ্রহের একটি প্রকার বিশেষ।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا -এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ বাক্যে আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন যে, হযরত মূসা আলায়হিস সালাম তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলকে তাদের বিগত ইতিহাস এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে উপদেশ দান করেন এবং এভাবে তিনি অত্যাচারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সংক্রান্ত আল্লাহ্র নির্দেশ পালনে তাদের উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি তাদের বলেন, তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর। তিনি তোমাদেরকে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তিনি তোমাদের মাঝে বহু নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, যারা ওয়াহীর মাধ্যমে তোমাদেরকে অদৃশ্যের সংবাদ দান করেন। তিনি তোমাদের সময়ে অন্য কোন সম্প্রদায়কে এ মর্যাদা দান করেননি।

যে সকল আম্বিয়াই কিরামের কথা বলে হযরত মূসা (আ) তার কওমকে উপদেশ দিয়েছেন, তাঁরা কারা? বলা হয়, তারা হচ্ছেন সেই সত্তরজন, যাদেরকে তিনি তূর পর্বতে যাওয়ার সময় মনোনীত করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উল্লেখ করে বলেন, وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتِنَا—মূসা নিজ সম্প্রদায় হতে সত্তর জন লোককে আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য মনোনীত করল (আ'রাফঃ ১৫৫)

وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا—তোমাদের জন্য ভিন্ন সম্প্রদায় হতে দাস-দাসীর ব্যবস্থা করেছেন, যারা তোমাদের কাজ-কর্ম করে।

হযরত মূসা ('আ) তাদেরকে এ কথা কেন বললেন? কেউ বলেন, যেহেতু সে সময় তারা ভিন্ন এমন কোন সম্প্রদায় ছিল না, যাদের কাজ-কর্মে অন্য মানুষ নিয়োজিত থাকত।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৬২৪. হযরত কাতাদা (র) وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করা হত যে, বনী ইসরাঈলই সর্বপ্রথম জাতি, যাদের জন্য মানুষ হতে দাস-দাসী নিযুক্ত করা হয় এবং তারা তাদের মালিক বনে যায়।

অন্যদের মতে যে-কেউ একটি গৃহ, একজন সেবক এবং একজন নারীর অধিকারী হয়, সে এক পর্যায়ের রাজা বটে। তাদের উদ্ধৃতি।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৬২৫. হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ইবনুল-'আস (র)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল, আমরা কি দরিদ্র মুহাজিরের শামিল নই? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি কোন স্ত্রী আছে, যার কাছে রাত

যাপন কর? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি একটি মাথা গোজার ঠাঁই আছে? সে বলল, আছে। তিনি বললেন, তা হলে তুমি ধনীলোকের কাতারে। সে বলল, আমার একটি খাদেমও আছে। তিনি বললেন, তবে তো তুমি একজন রাজা।

১১৬২৬. আবূ দাম্‌রা আনাস ইব্‌ন ইয়াদ (র) বলেন, আমি হযরত যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র)-কে وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলতে শুনেছি যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ومن كان له بيت و خادم فهم ملك—যার একটি ঘর ও একজন খাদেম আছে, সে একজন রাজা।

১১৬২৭. হযরত হাসান বসরী (র) وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا আয়াতটি পাঠ করে বলেন, একটি বাহন, একজন খাদেম, আর একটি ঘর-এই তো রাজত্ব!

এমত পোষণকারীগণ বলেন, হযরত মূসা 'আলায়হিস্ -সালাম তাদেরকে এ কারণেই وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا বলেছিলেন যে, তারা ঘর-বাড়ি ও দাস-দাসীর মালিক ছিল। আর নারী ও স্ত্রী তো ছিলই।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৬২৮. মানসূর (র) খুব সম্ভব হযরত হাকাম (র)-এর সূত্রে وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন, বনী ইসরাঈলের কারও একটি ঘর, একজন স্ত্রী ও একজন খাদেম থাকলে তারা তাকে একজন রাজা গণ্য করত।

১১৬২৯. হযরত হাকাম (র) وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا-এর ব্যাখ্যায় বলেন, বাড়ি, নারী ও খাদেম-এই-ই হচ্ছে রাজত্ব। হাকাম (র)-এর শিষ্য সুফয়ান ছাওরী (র) বলেন, অথবা হাকাম (র) এ তিনটির দু'টির কথা বলেছেন।

১১৬৩০. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, রাজত্ব হচ্ছে বাড়ি ও খাদেম।

১১৬৩১. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত আছে, স্ত্রী, খাদেম ও ঘর।

১১৬৩২. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আমর্ (র) হতে বর্ণিত। হযরত মুজাহিদ (র) এ আয়াতের তরজমা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য স্ত্রী, দাস-দাসী ও ঘর-বাড়ির ব্যবস্থা করেছেন।

১১৬৩৩. মায়মূন ইব্‌ন মিহরান (র) হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) হতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন, বনী ইসরাঈলের কোন লোকের যদি স্ত্রী, খাদেম ও বাড়ি থাকত, তবে সে একজন রাজা গণ্য হত।

১১৬৩৪. হযরত কাতাদা (র) وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের রাজত্ব হচ্ছে দাস-দাসী। তিনি আরও বলেন, বনী ইসরাঈলই সর্বপ্রথম দাস-দাসীর মালিক হয়।

১১৬৩৫. হযরত মুহাম্মদ হতে বর্ণিত হযরত মুজাহিদ (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য স্ত্রী, দাস-দাসী ও ঘরবাড়ির ব্যবস্থা করেছেন।

অপরাপর তাফসীরবেত্তা বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا দ্বারা ইরশাদ করেন যে, তারা তাদের নিজেদের পরিবারবর্গের এবং ধন-সম্পদের মালিক ছিল।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৬৩৬ হযরত সুদ্দী (র) হতে وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত যে, আল্লাহ্ বলছেন, তোমাদের লোকেরা তাদের নিজেদের পরিবারবর্গের এবং ধন-সম্পদের মালিক হয়।

وَاٰتَاكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ -এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ বাক্যে আল্লাহ্ তা'আলা কাদের সম্বন্ধে ইরশাদ করেছেন, তা নিয়ে একাধিক মত রয়েছে। কারও মতে এর দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদী (সা)-কে বোঝান হয়েছে। যথা,

১১৬৩৭. আবূ মালিক (র) ও সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র (র) وَاٰتَاكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ। -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এরা হচ্ছে প্রিয়নবী (সা)-এর উম্মত।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, এখানেও হযরত মূসা (র)-এর সম্প্রদায়কেই বোঝান হয়েছে। এমত পোষণকারীদের উদ্ধৃতি,

১১৬৩৮. হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, এরা হচ্ছে হযরত মুসা ('আ)-এর সম্প্রদায়।

১১৬৩৯. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) وَاٰتَاكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এরা হচ্ছে সে সময় বর্তমান সম্প্রদায়।

তাদেরকে এমন কি দেওয়া হয়েছিল, যা বিশ্বের আর কাউকে দেওয়া হয়নি? এ নিয়ে আবার একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেন, এটা হচ্ছে মান্ন, সাল্ওয়া, হাজার (যে পাথরে হযরত মূসা 'আ) লাঠির আঘাত করেছিলেন, ফলে তা থেকে বারটি জলধারা উৎসারিত হয়) এবং গামাম (তীহ প্রান্তরে তাদের উপর যে মেঘখণ্ড ছায়া বিস্তার করেছিল)।

১১৬৪০. সুফয়ান ইব্ন ওয়াকী' (র) হতে বর্ণিত। হযরত মুজাহিদ (র) وَاٰتَاكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এটা হচ্ছে মান্ন, সালওয়া, পাথর ও মেঘখন্ড।

১১৪৬১. মুহাম্মদ ইব্ন 'আমর (র) হতে বর্ণিত। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা সেকালের লোকদের মধ্যে শুধু বনী ইসরাঈলকে মান্ন ও সাল্ওয়া, বিশেষ পাথর ও মেঘখণ্ড দান করেছিলেন।

অন্যদের মতে এর অর্থ বাড়ী, নারী ও খাদেম। নিম্নে তাদের উদ্ধৃতি দেওয়া হল,

১১৬৪২. আল-মুছান্না (র) হতে বর্ণিত। হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) وَاٰتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এতে সেই ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যার বাড়ি, নারী ও দাস-দাসী থাকত।

১১৬৪৩. হারিছ (র) হতে বর্ণিত। হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) হতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত, এটা হচ্ছে মান্ন, সাল্ওয়া, বিশেষ পাথর ও মেঘখন্ড।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, উপরোক্ত ব্যাখ্যাদ্বয়ের মধ্যে আমার মতে তাদের ব্যাখ্যাই সঠিক, যারা وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَاللّٰهِ عَلَيْكُمْ -কে- وَاٰتَاكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ এর সাথে সম্পৃক্ত করে এর দ্বারা বনী ইসরাঈলকেই বুঝিয়েছেন। কেননা আয়াতে এমন কোন ইঙ্গিত নেই, যদ্বারা বোঝা যায় যে, আয়াতের শুরুতে যে বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে আলোচনা শুরু হয়েছিল, এ বাক্যে তাদের থেকে ঘুরিয়ে আলোচনাকে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সুরতাং এ কথা বলাই শ্রেয় যে এ বাক্যেও সম্বোধন তাদেরকেই করা হয়েছে, অন্যকে না।

কারও মনে এ সংশয় জাগতে পারে যে, وَاٰتَاكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ এর সম্বোধন বনী ইসরাঈলের প্রতি হতে পারে না। কেননা এতে বলা হয়েছে, তাদেরকে এমন কিছু দেওয়া হয়েছে, যা বিশ্ব জগতের আর কাউকে দেওয়া হয়নি। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে এ উম্মতকে এমন মর্যাদা দান করেছেন, যা আর কাউকে দান করেন নি। আর এ উম্মত তো বিশ্ব জগতেরই অন্তর্ভুক্ত। (এমতাবস্থায় এ বাক্যের সম্বোধন বনী ইসরাঈলের প্রতি হলে উভয় কথার মাঝে বিরোধ অনিবার্য)।

বস্তুতঃ এ সংশয় অমূলক। কেননা وَاٰتَاكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ বাক্যে হযরত মূসা 'আলায়হিস সালাম সমকালীন বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করেছেন। বিশ্ব বলতে তিনি তৎকালীন বিশ্বকেই বুঝিয়েছেন ; সর্বকালের বিশ্বকে নয়। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্ তাঁর সম্প্রদায়কে যে অনুগ্রহ ও মর্যাদা দান করেছিলেন, সেকালে জগতের আর কোন সম্প্রদায়কে তা দান করা হয়নি। তাই তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে এরূপ কথা বলেছেন। তিনি সর্বকালের বিশ্বের সাথে তুলনা করেননি।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(٢١) يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ۝

২১. হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি নির্দিষ্ট করেছেন, তোমরা তাতে প্রবেশ কর- এবং পশ্চাদপসারণ করবেনা; করলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, হযরত মূসা 'আলায়হিস সালাম আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলকে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং এ প্রসঙ্গে তিনি তাদেরকে যা বলেছিলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তা ব্যক্ত করেছেন।

এ আয়াতে اَلْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ তথা পবিত্র ভূমি বলে কোন্ স্থানকে বোঝান হয়েছেন্, সে নিয়ে তাফসীরবেত্তাদের মাঝে একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেন, এটা তূর পর্বত ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৬৪৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আম্‌র (র) এর সূত্রে বর্ণিত। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ। হচ্ছে তূর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা।

১১৬৪৫. হযরত মুজাহিদ (র) হতে অপর এক সূত্রেও এরূপ বর্ণিত আছে।

১১৬৪৬. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এটা হচ্ছে তূর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা। কতেক তাফ্‌সীরকারের মতে এটা শামদেশ। যথা,

১১৬৪৭. হযরত কাতাদা (র) বলেন, الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ। হচ্ছে শামদেশ।

কেউ বলেন, এটা আরীহা, যথা-

১১৬৪৮. ইব্‌ন যায়দ (র) ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এটা আরীহা এলাকা।

১১৬৪৯. হযরত সুদ্দী (র) বলেন, এ স্থান হচ্ছে আরীহা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৬৫০. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র)-ও এর নাম আরীহা বলেছেন। আবার কেউ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ। বলতে দামেশক ও ফিলিস্‌তীনকে বুঝিয়েছেন। কেউ জর্ডানের নামও উল্লেখ করেছেন। الْمُقَدَّسَةَ। মানে পবিত্র ও বরকতময়। যেমন-

১১৬৫১. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আমর হতে বর্ণিত। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ। অর্থ পবিত্র ও বরকতময় স্থান।

১১৬৫২. অপর এক সূত্রে হযরত মুজাহিদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ সম্পর্কে সর্বাধিক বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, হযরত মূসা 'আলায়হিস্ সালামের মত অনির্দিষ্টভাবে الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ। (পবিত্র ভূমি) বলা। কেননা বিশেষ কোন স্থানের নাম বললে, তা কতদূর সঠিক, এটা হাদীস ছাড়া উপলব্ধি করা যাবে না। অথচঃ এ ব্যাপারে এমন কোন হাদীস নেই, যদ্বারা নিশ্চিতভাবে সে নামের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করা যাবে। হাঁ এতটুকু বলা যায় যে, এ স্থানটি ফুরাত ও মিসর সীমান্তের বাইরে যাবে না। হাদীস, তাফসীর ও ইতিহাসবেত্তাদের মতামত অন্ততঃ এ বিষয়ে অবিসংবাদিত।

الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ। -অর্থাৎ তিনি লাওহে মাহ্‌ফুজে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন যে, সে স্থানটি তোমাদেরই আবাসভূমি হবে, অত্যাচারী সম্প্রদায়ের নয়।কেউ প্রশ্ন করতে পারে, এ স্থলে আল্লাহ্ তা'আলা الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ। (সে স্থানকে তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন) বলেন কি করে, যেখানে তারা কখনই প্রবেশ করতে পারেনি? ইরশাদ হয়েছে فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ —এ ভূমি তাদের জন্য নিষিদ্ধ,

একই স্থানে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ, আবার সেস্থান তাদের আবাসভূমিরূপে নির্দিষ্ট এরূপ পরস্পর বিরোধী কথা 'লাওহে মাহ্ফূযে' লেখা হল কি করে?

উত্তর এই যে, সে স্থানটি বনী ইসরাঈলের দেশ ও তাদের আবাসভূমি হিসেবে নির্ধারিত, এতে সন্দেহ নেই। তাই তো পরবর্তীকালে তারা সেখানে গমন করে, সেখানে তারা পুনর্বাসিত হয় এবং সেটা তাদেরই দেশ হয়ে যায়। এ কথা কুর'আন মজীদেই বর্ণিত আছে। মূসা 'আলায় হিস্ সালাম اُدْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ বলে বুঝিয়েছেন যে, এ স্থানকে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। বলা বাহুল্য, মূসা ('আ) যাদেরকে সেখানে প্রবেশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা বনী ইসরাঈলের লোক। তিনি যাদেরকে আদেশ করেছিলেন, সেই তাদেরই জন্য যে সে স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে, একথা তিনি বুঝাননি। আবার এরূপও বলা যেতে পারে যে, লাওহে মাহফূযে তাদের বিশেষ কতকের জন্য সে স্থানকে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। আয়াতের সম্বোধন ব্যাপক বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশেষ কতক। যেমন হযরত মূসা ('আ) ও কালিব সেথায় প্রবেশ করেছিলেন, যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিল, এ দু'জন তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ইব্ন ইসহাক (র)-এর বক্তব্যও আমার উপরোক্ত বক্তব্যের অনুরূপ।

১১৬৫৩. মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, اَلَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ অর্থ, যে স্থান আল্লাহ্ তোমাদেরকে দান করেছেন।

সুদ্দী (র) বলতেন كَتَبَ অর্থ এ স্থলে اَمَرَ—আদেশ করেছেন।

১১৬৫৪. মূসা ইব্ন হারূন (র) হতে বর্ণিত। হযরত সুদ্দী (র) اُدْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ অর্থ করেছেন, যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে প্রবেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

لاَ تَرْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ – এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, হযরত মূসা 'আলায়হিস-সালাম তাঁর সম্প্রদায়কে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশের নির্দেশ দান কালে যা বলেছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ বাক্যে তা ব্যক্ত করেছেন। তিনি তাদের বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর নির্দেশ পালন কর। তিনি তোমাদেরকে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশের নির্দেশ দিয়েছেন। لاَ تَرْتَدُّوْا অর্থাৎ তোমরা পশ্চাদপসরণ করো না। বরং আল্লাহ্র নির্দেশ পালনার্থে সম্মুখে অগ্রসর হও। অত্যাচারী সম্প্রদায় অধ্যুষিত ভূমিতে প্রবেশ করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়। আল্লাহ্ তা'আলা সে দেশকে তোমাদের বাসস্থানরূপে নির্দিষ্ট করেছেন।

فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ অর্থাৎ অন্যথায় তোমরা বিপর্যস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। ইতঃপূর্বে আমি اَلْخَسَارَةُ অর্থ দলীল- প্রমাণসহ উদ্ধৃত করেছি। সুরতাং পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে, হযরত মূসা 'আলায়হি'স সালাম নিজ সম্প্রদায়কে পবিত্রভূমিতে প্রবেশের নির্দেশ দানের পর একথা বললেন কেন যে, তোমরা পশ্চাদপসরণ করো না। তা হলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে? কেউ তার জন্য নির্দিষ্ট ভূমিতে প্রবেশ না করলে সেটা কি তার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়?

উত্তরে বলা হবে, আল্লাহ্ তাআ'লা তাদেরকে সে দেশে অবস্থানরত কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সেখানে প্রবেশ করাকে তাদের জন্য ফরয করে দিয়ে ছিলেন। এমতাবস্থায় তারা এটা পরিত্যাগ করলে দ্বিবিধ কারণে তাদের ক্ষতি অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। এক ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যে জিহাদকে তাদের উপর ফরয করেছিলেন, তা নস্যাৎ করা। দুইঃ সে দেশে প্রবেশ না করে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ অমান্য করা এবং হযরত মূসা 'আলায়হিস্ সালাম যখন বললেন, পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, তখন তার জবাবে একথা বলা যে, তারা সে স্থান হতে বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে প্রবেশ করবই না।

১১৬৫৫. হযরত কাতাদা (র) اُدْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তারা সে দেশে প্রবেশের জন্য আদিষ্ট হয়েছিল, যেমন আদিষ্ট হয়েছিল সালাত, যাকাত, হজ্জ ও সওমের জন্য।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(٢٢) قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ○

২২. তারা বললো, "হে মূসা! সেখানে আছে এক দুর্দান্ত সম্প্রদায় এবং তারা সেথা থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা কিছুতেই সেথায় প্রবেশ করবো না। তারা সেথা হতে বের হয়ে গেলে তবেই আমরা সেথায় প্রবেশ করবো।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, হযরত মূসা 'আলায়হিস সালাম নিজ সম্প্রদায়কে যখন পবিত্র ভূমিতে প্রবেশের নির্দেশ দেন তখন তারা কি উত্তর দিয়েছিল, আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে তা ব্যক্ত করেছেন। তখন তারা মূসা (আ)-এর নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করে এবং তজ্জন্য অজুহাত প্রদর্শন করে। তারা বলল, হে মূসা! আপনি আমাদেরকে যেখানে প্রবেশ করতে বলছেন, সেখানে তো এক অত্যাচারী সম্প্রদায় রয়েছে। তাদের সাথে যুদ্ধ করার সাধ্য ও ক্ষমতা আমাদের নেই। তারা তাদেরকে جبارين (দুর্দান্ত ও অত্যাচারী সম্প্রদায়) নামে অভিহিত করে। কারণ তারা ছিল অসাধারণ বলিষ্ঠ এবং কঠোরপ্রাণ। যদ্বারা অন্যান্য সম্প্রদায়কে বশীভূত করে রেখেছিল- الجبار। এর আসল অর্থ নিজ ও অন্যের কাজ সংসিদ্ধকারী। অতঃপর যে ব্যক্তি ন্যায়-অন্যায় যে কোন পন্থায় আপন স্বার্থ সিদ্ধি করে, তার জন্য এটা ব্যবহৃত হয়। আরও পরে মানুষের উপর যুলুম করে, শক্তি খাটিয়ে এবং প্রতিপালকের অবাধ্যতা করে যে ব্যক্তি অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তাকে جَبَّار বলা হয়। শব্দটি فعال পরিমাপে গঠিত

আধিক্যবোধক বিশেষ্য। বলা হয় جبر فلا هذا الكسرم অমুক ব্যক্তি এই ভাংগাটুকু জোড়া লাগাল। যেমন ছন্দকার বলেন,

قَد جَبَرَ الدِّينَ الالَهُ فَجَبَرَ - وَ عَوَّرَ الرَّحمنُ مَن وَلَّى العَوَرَ

আল্লাহ্ তা'আলা দীনকে জোড়া লাগিয়েছেন (সংসিদ্ধ করেছেন) ফলে তার জোড়া লেগে গেছে। (অর্থাৎ সংসিদ্ধ হয়ে গেছে)। যে ব্যক্তি অশান্তি সৃষ্টির তৎপরতা চালায়, দয়াময় আল্লাহ্ তাকে ব্যর্থ করে দেন।

এ কবিতায় جَبَرَ দ্বারা সংসিদ্ধ করা বা সফল করা বোঝান হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার এক নাম اَلْجَبَّارُ। অর্থাৎ যিনি বান্দার কাজ সুসম্পন্ন করেন এবং স্বীয় শক্তি দ্বারা তাদেরকে বশীভূত করে রাখেন।

শাম দেশে অবস্থিত 'আমালিকা সম্প্রদায়ের যে অতিকায় দেহের কথা উল্লেখ করলাম, তা সাহাবায়ে কিরাম ও তাবি'ঈগণ হতে বর্ণিত।

১১৬৫৬. হযরত সুদ্দী (র) মূসা 'আলায়হিস সালাম ও বনী ইসরাঈলের কাহিনী বর্ণনার এক পর্যায়ে বলেন, অতঃপর মূসা 'আলায়হিস সালাম তাদেরকে আরীহা অভিমুখে অগ্রসর হতে বললেন। আরীহাতেই বায়তুল-মুকাদ্দাস অবস্থিত। নির্দেশ মত তারা সেদিকে যাত্রা করল। যখন তারা কাছাকাছি পৌঁছল, তখন মূসা 'আলায়হিস সালাম বনী ইসরাঈলের উপদলসমূহ হতে সেখানে বারজন প্রতিনিধি পাঠালেন। তারা সে দুর্দান্ত গোষ্ঠীর খবর নিয়ে আসার জন্য চলল। প্রথমেই উক্ত গোষ্ঠীর 'আজ' নামক এক ব্যক্তির সাথে তাদের সাক্ষাৎ হল। সে তাদের বারজনকে নিজ কোমরবন্ধে বেঁধে লইল। তার মাথায় ছিল কাঠের বোঝা। তাদের নিয়ে সে স্ত্রীর কাছে হাজির হল। স্ত্রীকে বলল, দেখ এই যে এরা নাকি আমাদের সাথে যুদ্ধ করবে। এই বলে সে স্ত্রীর সামনে তাদেরকে ছুঁড়ে মারল। তারপর বলল, এদেরকে পা দিয়ে পিষে ফেলি? সে বলল, না; বরং ছেড়ে দাও। যা দেখল, নিজেদের সম্প্রদায়কে গিয়ে জানাক। সে তাই করল।

১১৬৫৭. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) বলেন, হযরত মূসা (আ)-কে দুর্দান্ত সম্প্রদায়ের নগরে প্রবেশ করার নির্দেশ দেওয়া হল। তিনি সাথের লোকদের নিয়ে যাত্রা করলেন। আরীহা নগরের কাছাকাছি যাত্রা বিরতি দিয়ে তাদের খোঁজ খবর নিয়ে আসার জন্য বারজন প্রতিনিধি পাঠালেন-প্রতিটি উপদল হতে একজন করে প্রনিতিনিধিবর্গ নগরে প্রবেশ করে দেখল, বিশাল আকার-আকৃতির এক একজন আতিকায় মানুষ। তারা তাদের একটি বাগানে প্রবেশ করল। বাগানের মালিক ফল পাড়তে এসে তাদের চিহ্ন দেখতে পেল। সে ফল তোলার সাথে সাথে তাদেরও অনুসন্ধান করল। তাদের যাকেই পেত সে তাকে ফলের সাথে আঁচলে তুলে নিত। এভাবে এক এক করে সকলকেই কাপড়ের আঁচলে বেঁধে লইল। তারপর তাদেরকে নিয়ে রাজার সম্মুখে ছুঁড়ে মারল। রাজা তাদেরকে বলল, তোমরা তো আমাদের অবস্থা দেখলে। এবার যাও, তোমাদের নেতাকে গিয়ে একথা জানাও। তারা হযরত মূসা ('আ)-এর কাছে ফিরে আসল এবং যা কিছু দেখে এসেছে, তা তাকে অবহিত করল।

১১৬৫৮. হযরত কাতাদা (র) إِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমরা শুনেছি, তাদের আকার-আকৃতি এত বিশাল ছিল যে, অন্য কোন সম্প্রদায়ের তেমন ছিল না।

১১৬৫৯. হযরত রবী' (র) হতে বর্ণিত। মূসা 'আলায়হিস সালাম তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, আমি তোমাদের কয়েকজনকে তাদের খোঁজ নিয়ে আসার জন্য পাঠাব। তারপর তিনি প্রতিটি উপদল হতে এক একজন প্রতিনিধি বেছে লইলেন। তাদের সংখ্যা মোট বারজন হল। তিনি তাদের বললেন, তোমরা তাদের কাছে যাও, এবং তাদের হাল-হাকীকত দেখে এসে আমাকে জানাও। তোমরা ভয় পাবে না। তোমরা যদি সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও, তাঁর রাসূলগণে ঈমান আন ও তাদেরকে সম্মান কর এবং আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দাও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের সাথে থাকবেন। হযরত মূসা ('আ)-এর নির্দেশ মত তারা যাত্রা করল এবং তাদের নগরে গিয়ে প্রবেশ করল। সেখানে তারা এক আজব সম্প্রদায় দেখতে পেল, যাদের দেহ অতিকায়, শক্তি প্রচন্ড। এ দুর্দান্ত সম্প্রদায়কে দেখা মাত্র তারা ভয়ে আত্মগোপন করল। কিন্তু একজন তাদেরকে দেখে ফেলল। সে তাদের কয়েকজনকে ধরে সর্দারের কাছে নিয়ে গেল এবং তার সম্মুখে তাদেরকে ছুঁড়ে মারল। তাদেরকে দেখে তো সে সম্প্রদায়ের লোকেরা হেসেই খুন। তাদের একজন আশ্চর্য হয়ে বলল, এরা নাকি আমাদের সাথে যুদ্ধ করার সাধ রাখে।

আল্লাহ্ তা'আলা রক্ষা না করলে সেদিন তাদের হাতে প্রতিনিধিদের সকলেই নিহত হত। তারা ফিরে এসে হযরত মূসা 'আলায়হিস-সালামের কাছে সে বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করল।

১১৬৬০. মুহাম্মদ ইব্ন 'আম্র (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। হযরত মুজাহিদ (র) اِثْنَى عَشَرَ نَقِيْبًا এর ব্যাখ্যায় বলেন, মূসা ('আ) বনী ইসরাঈলের প্রত্যেক উপদল হতে একজন প্রতিনিধি মনোনীত করলেন। সর্বমোট বারজন প্রতিনিধিকে তিনি দুর্দান্ত সম্প্রদায়ের খবর নিয়ে আসার জন্য পাঠালেন। তারা গিয়ে দেখল, এক একজন আতিকায় মানুষ। তাদের জামার হাতার ভেতর বনী ইসরাঈলের দু'জন মানুষ প্রবেশ করতে পারবে এবং তারা তাদেরকে অনায়াসে আছড়ে দিতে পারবে। তাদের এক একটি আংগুর গুচ্ছ এত বড় যে, অন্ততঃ পাঁচজন মানুষ তা কাষ্ঠখণ্ডে ঝুলিয়ে বহন করতে পারে। তাদের একটি আনা'র দু'ভাগ করে যদি দানামুক্ত করা হয় তবে তার অর্ধেক খোলে চার-পাঁচজন মানুষের স্থান সংকুলান হবে।

১১৬৬১. আল-মুছান্না (র) -এর সূত্রেও হযরত মুজাহিদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১১৬৬২. হযরত দাহ্হাক (র) إِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ এর অর্থ করেন, বর্বর জাতি, সভ্যতা ও ভদ্রতার ছোঁয়া যাদের পায়নি।

وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوْا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا فَإِنَّا دٰخِلُوْنَ-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, হযরত মূসা 'আলায়হিস সালাম যখন তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি নির্দিষ্ট করেছেন, তাতে তোমরা প্রবেশ কর। তখন তারা তাঁকে যে উত্তর দিয়েছিল, এ বাক্যে তা বিধৃত হয়েছে। তারা বলল, إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوْا مِنْهَا অর্থাৎ "সে দুর্দান্ত সম্প্রদায় যক্ষণ না সে পবিত্র ভূমি হতে বের হয়ে যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা

সেখানে প্রবেশ করবই না।" কারণ তাদের খবর শুনে তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করার সাহস হারিয়ে ফেলেছিল, তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। তারা আরও বলল, اِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ অর্থাৎ সে দুর্দান্ত সম্প্রদায় সেখান থেকে বের হয়ে গেলেই আমরা প্রবেশ করব। তারা সেখানে অবস্থানরত অবস্থায় আমরা প্রবেশ করতে পারব না। কারণ তাদের সাথে মুকাবিলা করার মত শক্তি-সামর্থ্য আমাদের নেই। (নিসা ঃ ২২)

১১৬৬৩. হযরত ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, কালিব ইব্ন ইউফান্না হযরত মূসা 'আলায়হিস সালামের পক্ষে কথা বলে তাদের ক্ষান্ত করলেন। তিনি বললেন, অবশ্যই আমরা সে ভূমি দখল করব এবং তাতে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করব। আমরা তাদের মুকাবিলা করার শক্তি রাখি। কিন্তু তাঁর সাথীরা বলল, না, আমরা তাদের কাছেও ঘেঁষতে পারব না। তারা আমাদের তুলনায় অনেক শক্তিশালী ও সাহসী। তারপর গোয়েন্দারা বনী ইসরাঈলের কাছে খবর ফাঁস করে দিল। তারা তাদেরকে বলল, দেখ, আমরা সে দেশে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এসেছি। দেশটি তার অধিবাসীদের গ্রাস করে। সেখানকার লোকগুলো বিশাল দেহের অধিকারী । তারা বংশগতভাবে একটি দুর্দান্ত জাতি। আমরা তাদের চোখে পোকা-মাকড় সদৃশ। একথা শুনে বনী ইসরাঈলের একদল ভয়ে শিহরিত হল। তারা ডাক ছেড়ে কান্না জুড়ে দিল। তারা সে রাতটি কেঁদেই কাটাল। তারা হযরত মূসা ও হারূন 'আলায়হিস সালামকেও প্রভাবিত করার চেষ্টা করল। তারা বলল, হায়, মিশরেই যদি আমাদের মৃত্যু হত। কিংবা এই মরু প্রান্তরেই যদি মারা যেতাম! যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে যুদ্ধে জড়ানোর জন্য এ দেশে না আনতেন! যুদ্ধ করলে আমাদের স্ত্রী-পুত্র ও অর্থ-সম্পদ যা আছে, সব ওদের গনীমতে পরিণত হবে। এর চেয়ে আমরা মিসরে থেকে গেলেই ভাল ছিল। একজন তো এই পর্যন্ত বলল যে, এসো, আমরা আমাদের থেকে একজনকে নেতা বানিয়ে নেই এবং তার অধীনে মিসরে ফিরে যাই।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٢٣) قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

২৩. যারা ভয় করছিল, তাদের মধ্যে দু'জন, যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছিলেন- বললো, তোমরা তাদের মুকাবিলা করতঃ দ্বারে প্রবেশ কর। প্রবেশ করলেই তোমারা জয়ী হবে এবং তোমরা মু'মিন হলে আল্লহ্র উপরই নির্ভর কর।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলের দুই সাধু ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন। তারা হচ্ছেন ইউশা' ইব্ন নূন ও কালিব ইব্ন ইউফান্না। আয়াতে বলা হয়েছে,

তারা হযরত মূসা ('আ)-এর নির্দেশ পালন করেছিলেন। তাদের প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল, কিন্'আনী গোষ্ঠীভুক্ত দুর্দান্ত সম্প্রদায় অধ্যুষিত পবিত্র ভূমিতে আল্লাহ্ তা'আলা যে বনী ইসরাঈলকে প্রবেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাদের কাছে তারা উক্ত দুর্দান্ত সম্প্রদায়ের প্রচন্ড শক্তি ও অতিকায় আকার-আকৃতির কথা প্রকাশ করবে না। আল্লাহ্ তা'আলা এ দু'জনের প্রশংসা করতঃ বলেছেন যে, তারা সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যারা আল্লাহ্কে ভয় করে এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ পালনে যত্নবান থাকে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৬৬৪. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) এর সূত্রে বর্ণিত। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন- رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا। আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিদ্বয় হচ্ছেন কিলাব ইব্ন ইয়ুফান্না ও ইউশা' ইব্ন নূন।

১১৬৬৫. ইব্ন হুমায়দ (র) এর সূত্রে বর্ণিত যে, হযরত মুজাহিদ (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এঁরা দু'জন হচ্ছেন, কিলাব ইব্ন ইয়ুফান্না ও ইউশা' ইব্ন নূন। এরাও প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে ছিলেন।

১১৬৬৬. হযরত মুজাহিদ (র) হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ ব্যক্তিদ্বয়ের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, প্রতিনিধিবর্গ ফিরে এসে তাদের দলসমূহকে উক্ত সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করতে নিষেধ করল। ব্যতিক্রম ছিলেন শুধু ইউশা' ইব্ন নূন ও কিলাব ইব্ন ইয়ুফান্না। তারা সকল দলকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করল, কিন্তু কেউ তাদের কথায় কর্ণপাত করল না। অন্যদের কথাই শুনল। এরাই সে ব্যক্তিদ্বয়, যাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন।

১১৬৬৭. ইব্ন হুমায়দ (র)-এর সূত্রেও হযরত মুজাহিদ (র) হতে ইব্ন বাশ্শার (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তবে ইব্ন হুমায়দ (র) এর বর্ণনায় আছে যে, তারা দু'জন দ্বাদশ প্রতিধির অন্যতম।

১১৬৬৮. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) এ ঘটনার বিবরণে বলেন, দ্বাদশ প্রতিনিধি হযরত মূসা 'আলায়হিস সালামের কাছে ফিরে এসে দুর্দান্ত সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত বর্ণনা করল। তিনি তাদের বললেন, একথা তোমরা নিজেদের মাঝেই গোপন রাখ। সৈন্যদের কারও কাছে প্রকাশ করো না। কারণ এ কথা তাদেরকে জানালে তারা সাহস হারিয়ে ফেলবে। তখন আর কিছুতেই উক্ত নগরে প্রবেশ করবে না। কিন্তু হযরত মূসা ('আ)-এর কাছ থেকে যাওয়ার পর তাদের প্রত্যেকেই নিজ-নিজ আত্মীয়-স্বজনের কাছে তা প্রকাশ করে দিল। কেবল দু'জনই ব্যতিক্রম- ইউশা' ইব্ন নূন ও কিলাব ইব্ন ইউফান্না। তারা ঠিকই একথা গোপন রেখেছিলেন; কারও কাছে প্রকাশ করেন নি। আল্লাহ্ তা'আলা قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا হতে وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ পর্যন্ত এঁদের কথাই ব্যক্ত করেছেন।

১১৬৬৯. হযরত সুদ্দী (র) قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ দু'জনই নিজ সম্প্রদায়ের কাছে দুর্দান্ত সম্প্রদায়ের খবর গোপন রেখেছিলেন। তাদের একজন হচ্ছেন মূসা 'আলায়হিস সালামের খাদেম হযরত ইউশা' ইব্ন নূন এবং অন্যজন জামাতা কালিব ইব্ন ইউফান্না।

১১৬৭০. হযরত 'আতিয়্যা (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এঁদের একজন কালিব, অন্যজন হযরত মূসা ('আ)-এর খাদেম ইউশা' ইব্‌ন নূন।

১১৬৭১. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, বনী ইসরাঈলের যে দু ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ করেন, তাঁরা হচ্ছেন ইউশা' ইব্‌ন নূন ও কালিব ইব্‌ন ইউফান্না।

১১৬৭২. হযরত কাতাদা (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আমরা শুনেছি, এ ব্যক্তিদ্বয় ইউশা' ইব্‌ন নূন ও কালিব।

১১৬৭৩. হযরত রাবী' (র) হতে বর্ণিত। প্রতিনিধিবর্গ ফিরে এসে হযরত মূসা 'আলায়হিস সালামকে দুর্দান্ত সম্প্রদায়ের বিস্ময়কর অবস্থা অবহিত করলে তিনি তাদের বললেন, তোমরা যা দেখেছ, কারও নিকট প্রকাশ কর না। আল্লাহ্ তা'আলা শীঘ্রই তোমাদের হাতে এর বিজয় ঘটাবেন এবং তোমাদের দেখে আসার পর তিনি সেখানে তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। কিন্তু তারা বনী ইসরাঈলের কাছে সেকথা প্রকাশ করে দিল। কিন্তু খোদাভীরুদের মধ্য হতে যে ব্যক্তিদ্বয়ের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ করেছিলেন, তারা এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারা যা বলেছিলেন, তা اُدْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ হতে اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ পর্যন্ত আয়াতে বিবৃত হয়েছে। এ দু'জনের একজন হযরত মূসা 'আলায়হিস সালামের খাদেম ইউশা' ইব্‌ন নূন এবং অন্যজন কালিব।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ এর পাঠ পদ্ধতি সম্পর্কে মতভেদ আছে। হিজায, 'ইরাক ও শামের কারীগণ পড়েন قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا অর্থাৎ তারা يَخَافُوْنَ-এর ى তে যবর দেন এবং উপরে যে ব্যাখ্যা বর্ণিত হল, তারা এর সেই ব্যাখ্যা প্রদান করেন। অর্থাৎ এরা দু'জন ইউশা' ইব্‌ন নূন ও কালিব। তারা মূসা 'আলায়হিস সালামের সম্প্রদায়ের মধ্যে আল্লাহ্‌ভীরুদের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের তাওফীক দ্বারা অনুগৃহীত করেছিলেন।

হযরত কাদাতা (র) কোন কিরা'আতে বলতেন قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اللّٰهَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا

১১৬৭৪. বিশর (র) ও হাসান ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। হযরত কাতাদা (র) বলেন, قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا -এর অপর এক কিরা'আত হচ্ছে يَخَافُوْنَ اللّٰهَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا

এ কিরা'আত দ্বারাও উপরোক্ত ব্যাখ্যারই সমর্থন হয়। অর্থাৎ আয়াতে বিধৃত ব্যক্তিদ্বয় হচ্ছেন ইউশা' ও কালিব।

হযরত সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি পড়তেন قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا-এর ى-তে পেশ দিতেন।

১১৬৭৫. আহ্মাদ ইব্ন ইউসুফ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত যে, সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র (র) يَخَافُونَ-এর ى-তে পেশ দিয়ে পড়তেন।

হযরত সা'ঈদ (র) তাঁর এ কিরা'আতে আয়াতের ব্যাখ্যা করতেন এরূপ, যে ব্যক্তিদ্বয় সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, তারা বনী ইসরাঈলকে বলেছিল "তোমরা তাদের মুকাবিলা করে দ্বারে প্রবেশ কর। প্রবেশ করলেই তোমরা জয়ী হবে"- এ ব্যক্তিদ্বয় দুর্দান্ত সম্প্রদায়েরই লোক। তারা ইসলাম গ্রহণ করতঃ মূসা 'আলায়হিস সালামের অনুসরণ করেছিল। বনী ইসরাঈল দুর্দান্ত সম্প্রদায়কে ভয় করত, আর এ দু'জন তাদেরই সন্তান, যদিও ধর্মাদর্শে তাদের বিরোধী।

হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) হতেও এরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

১১৬৭৬. মুসান্না (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) اُدْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এটা হচ্ছে দুর্দান্ত সম্প্রদায়ের দেশ। হযরত মূসা 'আলাইহিস সালাম নিজ সম্প্রদায়সহ-এর উপকণ্ঠে পৌঁছে উক্ত সম্পদায়ের খবর নিয়ে আসার জন্য দশজন লোক পাঠান। এরাই হচ্ছে আয়াতে বর্ণিত দ্বাদশ প্রতিনিধি। তারা রওয়ানা হয়ে গেল। দুর্দান্ত সম্প্রদায়ের একজন লোক তাদেরকে দেখে ফেলল। সে তাদেরকে নিজ কোঁচায় ভরে নগরে নিয়ে গেল। তারপর সে তার গোষ্ঠীর লোক ডেকে জড় করল। তারা জিজ্ঞেস করল তোমরা করা? তারা বলল, আমরা মূসা ('আ)-এর সম্প্রদায়ের লোক। তিনি আমাদেরকে তোমাদের সংবাদ নেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। তারা তাদেরকে একটি আংগুরের দানা দিল। যার ওজন একজন লোকের বোঝা পরিমাণ। তারপর তারা বলল, তোমরা মূসা ও তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে যাও এবং তাদেরকে বল, তোমরা তাদের ফল কত বড় আন্দাজ কর। তারা ফিরে এসে মূসা ('আ)-কে বলল, "তুমি আর তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর। আমরা এখানেই বসে থাকব।" তখন যাদেরকে ভয় করা হত, তাদের মধ্য হতে দুই ব্যক্তি, যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছিলেন, তারা বলল, তোমরা তাদের মুকাবিলা করে দ্বারে প্রবেশ কর। প্রবেশ করলেই তোমরা জয়ী হবে। আর তোমরা মু'মিন হলে আল্লাহ্র উপরই নির্ভর কর। এ দু'জন সে দেশেরই লোক। তবে তারা ইসলাম গ্রহণ করতঃ হযরত মূসা ও হারূন 'আলায়হিমাস সালামের অনুসারী হয়ে গিয়েছিল।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এই কিরা'আত ও ব্যাখ্যা হিসেবে দ্বাদশ প্রতিনিধির একজনও হযরত মূসা ('আ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী দুর্দান্ত সম্প্রদায়ের অতিকায় দেহ, প্রচন্ড শক্তি ও তাদের আজব খবরাখবর বনী ইসরাঈলের কাছে গোপন করেনি ; বরং তাদের কাছে সবই প্রকাশ করে দিয়েছিল। হযরত মূসা ('আ) ও তার সম্প্রদায়কে যারা নগরে প্রবেশে উৎসাহিত করেছিল, তারা সেই দুর্দান্ত সম্প্রদায়েরই লোক, যাদের ভয়ে বনী ইসরাঈল সে নগরে প্রবেশের সাহস করত না। এ দু'জন ইসলাম গ্রহণ করতঃ আল্লাহ্র নবী মূসা 'আলায়হিস সালামের অনুসারী হয়ে গিয়েছিল।

ইমাম আবূ জা'ফর তারাবী (র) বলেন, উক্ত কিরা'আত দুটির মধ্যে আমার মতে তাদের কিরা'আতই বিশুদ্ধতর, যারা পড়েন مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا কেননা এ কিরা'আতের উপর সকল দেশের ঐকমত্য রয়েছে। সকল কিরা'আতবিদ হতে যে রীতি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, সেটা প্রামাণ্য কিরা'আত বৈ কি। তার বিপরীত পাঠ বৈধ নয়। যা দু'একজন হতে বর্ণিত, তাতে ভুলের সম্ভাবনা যথেষ্ট। তাছাড়া এ ব্যাখ্যার উপর সকলের ঐকমত্য থাকা যে, তারা দু'জন মূসা 'আলাইহিস সালামের সাথের বনী ইসরাঈলের লোক এবং তারা হচ্ছেন ইউশা' ও কিলাব-এটাও প্রমাণ করে يَخَافُوْنَ-এর যবরযুক্তই হবে; এর বিপরীত পাঠ ভুল। উপরোক্ত ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ ব্যাখ্যাই আমাদের নিকট সঠিক।

اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মূসা 'আলায়হিস সালামের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্যের তওফীক দান করেন। ফলে তারা তাঁর নির্দেশে বনী ইসরাঈলের কাছে দুর্দান্ত সম্প্রদায়ের আশ্চর্য সংবাদ প্রকাশ করা হতে বিরত থাকে, যেখানে তাদের অন্যান্য সাথীরা তাদের কাছে তা প্রকাশ করে দিয়েছিল।

কেউ এর অর্থ করেছেন- আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাঁকে ভয় করার তাওফীক দানের মাধ্যমে অনুগ্রহ করেন।

১১৬৭৭. কাসিম (র) এর সূত্রে বর্ণিত। হযরত সাহ্ল ইব্ন 'আলী (র) বলেন, قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا। অর্থ- আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি তাঁকে ভয় করার অনুগ্রহ বর্ষণ করেন।

আমি এর যে ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছি, আদ-দাহ্হাক (র) প্রমুখ তাফ্সীরকার হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১১৬৭৮. হযরত দাহ্হাক (র) বলেন, قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে হিদায়াত দানের অনুগ্রহ করেন। ফলে তারা হিদায়াত লাভ করে এবং মূসা 'আলায়হিস সালামের দীনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তারা দুর্দান্ত সম্প্রদায়ের নগরেই বাস করত।

اُدْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ -এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, দুর্দান্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা দেখে আসার পর প্রতিনিধিবর্গ বনী ইসরাঈলের কাছে তা প্রকাশ করে দিল এবং তা শুনে তারা সেখানে প্রবেশ করার সাহস হারিয়ে ফেলল। তারা কাপুরুষতা প্রদর্শন করে বলল, সেখানে এক দুর্দান্ত সম্প্রদায় রয়েছে। তারা সেখান থেকে বের না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে কিছুতেই প্রবেশ করব না। তখন উক্ত ব্যক্তিদ্বয় তাদেরকে যে উত্তর দিয়েছিলেন, এ বাক্যে তা বিধৃত হয়েছে। তারা বলেছিলেন, হে আমাদের সম্প্রদায়! তোমরা তাদের বিরুদ্ধে তাদের নগর-দ্বারে প্রবেশ কর। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সাথে রয়েছেন। তিনিই তোমাদের সাহায্যকারী। সেখানে প্রবেশ করলে তোমরাই বিজয়ী হবে।

১১৬৭৯. ইব্‌ন ইসহাক (র) প্রাচীন গ্রন্থে অভিজ্ঞ জনৈক ব্যক্তির সুত্রে বর্ণনা করেন, বনী ইসরাঈল তাদের প্রতিনিধিদের মুখে দুর্দান্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা শুনে যখন আবার মিসর ফিরে যেতে চাইল, তখন হযরত মূসা ও হারূন আলায়হিমাস-সালাম বনী ইসরাঈলের সম্মুখেই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সাজদায় লুটিয়ে পড়লো। ইউশা' ইব্‌ন নূন্ ও কালিব ইব্‌ন ইউফান্না তাদের জামা-কাপড় ছিঁড়ে তারা তথাকার গোয়েন্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা বনী ইসরাঈলকে বলল, আমরা সে দেশে গিয়ে ঘুরে ফিরে ভালভাবে দেখে এসেছি। উহা একটি উৎকৃষ্ট দেশ। আমাদের প্রতিপালক আমাদের জন্য সে দেশ পছন্দ করেছেন বলেই তা আমাদেরকে দান করেছেন। দেশটি দুধে-মধুতে প্রাচুর্যময়। তোমরা শুধু একটা কাজই কর। তোমরা আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য হয়ো না এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে ভয় কর না। তারা তো আমাদের মুখের গ্রাস। আমাদের হাতে তাদের পরাজয় অনিবার্য। তাদের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ্ পাক আমাদের সহায়ক। অতএব তাদের ভয় কর না। তাদের একথা শুনে বনী ইসরাঈল তাদেরকে পাথর মারতে শুরু করল।

১১৬৮০. কাতাদা (র) বলেন, আমরা শুনেছি দুর্দান্ত সম্প্রদায়ের খবর জেনে আসার জন্য প্রত্যেক গোত্র হতে একজন করে নিয়ে বারজন লোককে গোয়েন্দা হিসাবে পাঠায়। তাদের মধ্যে দশজন ফিরে এসে সে সম্প্রদায় সম্পর্কে ভয় দেখায় এবং সেখানে প্রবেশ করতে নিরুৎসাহিত করে। বাকি দু'জন তাদেরকে সেখানে প্রবেশ করার নির্দেশ দেয় ও আল্লাহ্ পাকের আদেশ পালন করতে বলে। তারা তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করে এবং বলে, তোমরা যদি তা কর তাহলে বিজয়ী হবে।

১১৬৮১. আল্লাহ্ পাকের বাণী- عَلَيْهِمُ الْبَابَ এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন, এর অর্থ- দুর্দান্ত সম্প্রদায়ের বসবাসের স্থান।

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ বাক্যেও আল্লাহ্ তা'আলা খোদাভীরু ব্যক্তিদ্বয় সম্পর্কে বলেছেন। তারা তাদের সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ পাকের নির্দেশে দুর্দান্ত সম্প্রদায়ের নগরে প্রবেশ করতে উৎসাহ দেয় ও তাদের সাহস বৃদ্ধির চেষ্টা করে। তারা তাদের বলে, হে আমাদের সম্প্রদায়! তোমরা সে দেশে প্রবেশের বিষয়ে আল্লাহ্ পাকের উপর নির্ভর কর। তার প্রতি ভরসা কর। তোমরা তাঁর নির্দেশ পালনার্থে যদি দুর্দান্ত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তবে তিনি তোমাদের সহায় থাকবেন।

اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ। দ্বারা তাদের উদ্দেশ্যে ঃ তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমাদের যে সাহায্যের সুসংবাদ নবী (সা) দিয়েছেন, তাতে যদি বিশ্বাস স্থাপন কর।

এছাড়াও রবের পক্ষ হতে যে খবর দিয়েছেন যে, তিনি তোমাদের প্রতি যে ওয়াদা করেছেন, তা পূরণে তিনি শক্তিমান এবং আল্লাহ্‌র ও দুশমনদের দেশে তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যে ওয়াদা করছেন, তাও পূরণ করতে সক্ষম।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(٢٤) قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ○

২৪. তারা বলল, হে মূসা! তারা যতদিন সেখানে থাকবে, ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করবই না; সুতরাং তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা ওখানেই বসে থাকব।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, মূসা 'আলায়হিস সালামের সম্প্রদায়কে যখন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করা হল এবং ওয়াদা করা হল যে, শত্রুর নগরে প্রবেশ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাহায্য করবেন, তখন তারা হযরত মূসা ('আ)-কে যা বলেছিল, এ আয়াতে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলেছিল, اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا اَبَدًا-আমরা তাদের নগরে কিছুতেই প্রবেশ করব না।

نَدْخُلَهَا-এর সর্বনাম ها দ্বারা নগর (المدينة) বোঝান হয়েছে। اَبَدًا অর্থাৎ আমাদের জীবনে কোনদিন।

مَادَامُوْا فِيْهَا অর্থাৎ যতদিন দুর্দান্ত স্বপ্রদায় ঐ নগরে থাকবে, যে নগরে প্রবেশের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এদেরকে বলেছেন فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ অর্থাৎ হে মূসা, তুমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলেও আমরা তোমার সাথে যাব না। আমরা তোমাকে ছেড়ে দেব। তুমি একাই তোমার প্রতিপালককে সাথে নিয়ে লড়াই করতে যাও।

কেউ কেউ বলেন, এই আয়াতাংশের অর্থ এই নয় যে, তুমি যাও এবং তোমার প্রতিপালকও তোমার সাথে যাক। আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর। বরং এর অর্থ- হে মূসা! তুমি যাও এবং তোমার প্রতিপালক তোমাকে সাহায্য করুক। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি গমন শব্দ আরোপ করা ঠিক নয়।

কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন তখনই ঠিক হত, যখন উক্তিটি কোন মু'মিন সম্প্রদায় প্রসঙ্গে আসত। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধী, তাদের উক্তির কোন তাৎপর্য খুঁজে বের করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ আল্লাহ্ সম্পর্কে তারা অনুচিত কথাই বলে থাকে। তাঁর সম্পর্কে তাদের উক্তির এমন অর্থ করাই শ্রেয়, যা তাদের অবিশ্বাস ও বিভ্রান্তির সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ।

রাসূল (সা)-এর চরম আনুগত্য প্রকাশ করে মিকদাদ (র) যে কথা বলেছেন, তা হযরত মূসা ('আ) এর সম্প্রদায় তাঁর সাথে যা বলেছে, তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৬৮২. হযরত তারিক (র) হতে বর্ণিত। হযরত মিকদাদ ইব্নুল আসওয়াদ (র) রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলেন, আমরা বনী ইসরাঈলের মত বলব না যে, আপনি আর আপনার

প্রতিপালক যান এবং যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব। বরং আমরা বলব, আপনি ও আপনার প্রতিপালক যান এবং যুদ্ধ করুন, আমরাও আপনাদের সাথে যুদ্ধরত থাকব।

১১৬৮৩. হযরত কাতাদা (র) বলেন, আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, হুদাইবিয়ার দিন, যখন মুশরিকরা কুরবানীর পশু নিয়ে যেতে বাধা প্রদান করে এবং উমরা আদায় করতে না দিতে বদ্ধ পরিকর হয়, তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবা-ই-কিরামকে বললেন, আমি পশু নিয়ে যাব এবং বাইতুল্লাহ্‌র কাছে তা যবাহ করব। তখন হযরত মিকদাদ (র) তাঁকে বললেন, আমরা তা হলে মহান আল্লাহ্‌র শপথ, বনী ইসরাঈলের মত হব না, হে রাসূল! আপনি স্মরণ করুন, যারা তাদের নবীকে বলেছিল, "আপনি ও আপনার প্রতিপালক যান এবং যুদ্ধ করুন, আমরা এখানেই বসে থাকব।" বরং আপনিও আপনার প্রতিপালক যান এবং যুদ্ধ করুন। আমরাও আপনাদের সাথে যুদ্ধরত থাকব। তাঁর এ কথা শুনে অন্যান্য সাহাবীগণও তার প্রতিধ্বনি করলেন।

হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র), দাহ্‌হাক ইব্‌ন মুযাহিম (র) প্রমুখ তাফসীরবেত্তা বলেন, তারা হযরত মূসা 'আলায়হিস সালামকে তখনই এ কথা বলেছিল, যখন তাদের কাছে দুর্দান্ত বাহিনীর প্রবল শক্তির কথা পরিস্কার হয়ে যায়।

১১৬৮৪. দাহ্‌হাক (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে তাদের নবী হযরত মূসা 'আলায়হিস সালামের সাথে পবিত্র ভূমিতে যাত্রার নির্দেশ দিলেন। তারা যখন নগরের কাছাকাছি পৌছে গেল, তখন হযরত মূসা 'আলাইহি'স সালাম তাদের বললেন, প্রবেশ কর। কিন্তু তারা অস্বীকার করল ও কাপুরুষতা প্রদর্শন করল। তারা সেখানে অবস্থানরত সম্প্রদায়ের অবস্থা দেখে আসার জন্য বারজন প্রতিনিধি পাঠাল। তারা গিয়ে তাদের অবস্থা দেখল। ফিরে আসার সময় তাদের একটা ফল নিয়ে আসল, যার ওজন একজন মানুষের বোঝা পরিমাণ। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলল, "যাদের ফলের এই অবস্থা, তারা যে কত শক্তিশালী জাতি, অনুমান করে লও।" তখনই তারা হযরত মূসা ('আ)-কে বলল, "তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে থাকব।"

১১৬৮৫. হযরত ইব্‌নে 'আব্বাস (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(٢٥) قَالَ رَبِّ اِنِّىْ لَاۤ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِىْ وَاَخِىْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ۝

২৫. সে বললো, হে আমার পালনকর্তা! আমার ও আমার ভ্রাতা ব্যতীত অপর কারো উপর আমার আধিপত্য নেই। সুতরাং তুমি আমাদের ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দাও।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, বনী ইসরাঈল যখন হযরত মূসা 'আলাইসিস সালামকে বলল, তারা যতদিন সেখানে থাকবে, ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করবই না; কাজেই তুমি আর

তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে থাকব। তখন তিনি যা বলেছিলেন, এ আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে। তিনি তাদের উক্তিতে ক্ষুব্ধ হয়ে মহান আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করেন, رَبِّ اِنِّیْ لاَ اَمْلِكُ اِلاَّ نَفْسِیْ وَاَخِیْ অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আপনার ইবাদত-আনুগত্য ও আদেশ-নিষেধের অনুসরণ-যা আমার লক্ষ্য, তাতে কাউকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতা আমার নেই। আমার ক্ষমতা শুধু আমার নিজের এবং আমার ভাইয়ের উপরই আছে।

বলা হয়ে থাকে ما املك من الامر شيئا الا كذا وكذا অর্থাৎ এ ছাড়া আর কোন কিছুর উপর আমি ক্ষমতা রাখি না।

فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ অর্থাৎ আপনি আমাদের ও তাদের মাঝে আপনার পক্ষ হতে ফয়সালা করে পার্থক্য করে দিন এবং এভাবে তাদেরকে আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে দিন।

বলা হয়ে থাকে فرقت بين هذين الشيئن –আমি এ দু'টির মাঝে পার্থক্য করে দিয়েছি। ছন্দকার বলেন,

يَارَبِّ فَا فْرُقْ بَيْنَهُ وَبَيْنِى - اَشَدَّ مَا فَرَّقْتَ بَيْنَ اِثْنَيْنِ

"হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার ও তার মাঝে পার্থক্য করে দিন, আপনি দু'জনের মধ্যে যে পার্থক্য করেছেন, তারও বেশী।"

আমি যে অর্থ করেছি, তাফসীরকারগণ থেকেও অনুরূপই বর্ণিত আছে।

১১৬৮৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'দ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) বলেন فَا فْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ এর অর্থ আমদের ও তাদের মাঝে ফয়সালা করে দিন।

১১৬৮৭. মুছান্না (র) সূত্রে বর্ণিত। হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র)- এ বাক্যের অর্থ করেন,আপনি আমাদের ও তাদের মাঝে ফয়সালা করে দিন।

১১৬৮৮. সুদ্দী (র) বলেন, বনী ইসরাঈল যখন বলল, তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে থাকব, তখন হযরত মূসা ('আ) তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের বিরুদ্ধে দু'আ করলেন,رَبِّ اِنِّیْ لاَ اَمْلِكُ اِلاَّ نَفْسِیْ وَاَخِیْ فَا فْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ।বস্তুতঃ তাঁর এ অভিসম্পাত অনেকটা তড়িঘড়িতে হয়ে গিয়েছিল।

১১৬৮৯. হযরত দাহ্‌হাক (র) বলেন, فَا فْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ -এর অর্থ আমাদের ও তাদের মাঝে আপনি ফয়সালা ও মীমাংসা করে দিন। যাকে اقض بيننا শব্দে ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মাঝে ফয়সালা করেছিলেন, সেমতে তিনি তাদের নাম দিলেন اَلْفَاسِقُوْنَ 'সত্যত্যাগী'اَلْفَاسِقِيْنَ। অর্থ আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস ত্যাগ করে কুফ্‌র অবলম্বনকারী। ইতিপূর্বে আমি দলীল-প্রমাণসহ বলে এসেছি যে, اَلْفِسْقُ। অর্থ এক বস্তু ত্যাগ করে অন্য বস্তু অবলম্বন করা। কাজেই এস্থলে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(٢٦) قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ يَتِيهُوْنَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ۝

২৬. আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেন, তবে নিশ্চয়ই ঐ পবিত্র ভূমি চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের উপর হারাম করে দেওয়া হলো। তারা (দিশেহারা হয়ে) যমীনে ঘুরে বেড়াবে, কাজেই আপনি নাফরমানদের জন্য আফছোছ করবেন না।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, اربعين -কে نصب দানকারী অর্থাৎ ون হতে ين-এর অবস্থায় আনয়নকারী-কে, তা নিয়ে ব্যাখ্যাকারগণের একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেন محرمة শব্দটি একে نصب দিয়েছে। এ হিসেবে অর্থ হবে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য হয়েছে, তার নির্দেশ অমান্য করে দুর্দান্ত সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেছে। তিনি হযরত মূসা ('আ)-এর সেই সম্প্রদায়ের জন্য উক্ত নগরে প্রবেশ চল্লিশ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করে দিলেন। এ চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তারা তীহ মরুভূমি হতে বের হতে সক্ষম হল। আল্লাহ তাদেরকে সে নগরের বিজয় দান করলেন এবং সেখানে তাদেরকে পুনর্বাসিত করলেন। তাদের সাথে যুদ্ধে দুর্দান্ত সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেল।

১১৬৯০. হযরত রবী' (র) বলেন, বনী ইসরাঈলের হঠকারী উক্তি তাদের প্রতি হযরত মূসা 'আলায়হিস সালামের অভিসম্পাতের পর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করলেন। فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَتِيْهُوْنَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ এটা চল্লিশ বছর ধরে তাদের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে থাকলো। তারা পৃথিবীতে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। কাজেই, আপনি সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করবেন না। এ সময় তাদের যুদ্ধক্ষম লোকের সংখ্যাই ছিল ছয় লক্ষ। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অবাধ্যতার কারণে তাদেরকে সত্যত্যাগী আখ্যা দান করলেন। তারপর তাদেরকে চল্লিশ বছর মাত্র ছয় ফারসাখ (আঠার মাইল) বা তারও কম স্থানে কাটাতে হয়। প্রতিদিন সে স্থান থেকে বের হওয়ার জন্য তারা যাত্রা শুরু করত, অবশেষে ক্লান্ত হয়ে যখন কোথাও বিশ্রাম নিত, বিস্মিত হয়ে দেখত, এ যে সেই স্থান, যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। তারা হযরত মূসা 'আলায়হিস সালামের কাছে এ দুর্ভোগের কথা জানাল। (তিনি দু'আ করলেন)। আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি মান্‌ন ও সাল্‌ওয়া নাযিল করলেন। তাদেরকে এক প্রকার টেকসই বস্ত্র দেওয়া হল, যা একবার কেউ গায়ে দিলে জীবন ভর তা একই অবস্থায় থাকত। হযরত মূসা 'আলায়হিস সালাম তাদের পানির ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তূর পাহাড়ের এক খন্ড শ্বেত প্রস্তর দান করলেন। তাঁর সম্প্রদায় যখন বিশ্রাম নিত, তখন তিনি লাঠি দ্বারা সে পাথরে আঘাত করার

ফলে তা থেকে বারটি পানির প্রস্রবণ উৎসারিত হত। প্রত্যেক উপদলের জন্য একটি। প্রত্যেকে চিনতে পারত তাদের প্রস্রবণ কোন্‌টি। এ অবস্থায় চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেল, যা ছিল তাদের অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের শাস্তি। আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা 'আলায়হিস সালামের কাছে ওহী নাযিল করলেন যে, তাদেরকে পবিত্র ভূমিতে যেতে আদেশ করো। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দুশমনকে পর্য্যুদস্ত করেছেন। আর তাদেরকে বল, যখন মসজিদে উপস্থিত হবে, তখন যেন তাতে দরজা দিয়ে প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে সাজদাবনত থাকে আর উচ্চারণ করে حِطَّةٌ অর্থাৎ "আমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হোক।" কিন্তু তারা এটা করতে রাজি হলো না। এ নির্দেশও অমান্য করলো। তারা মাথার পরিবর্তে গাল কাৎ করে সাজদা করল, আর বললো حِنْطَةٌ অর্থাৎ গম চাই। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন- فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ ....بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ।কিন্তু যারা অন্যায় করেছিল, তারা তাদের যা বলা হয়েছিল, তার পরিবর্তে অন্য কথা বলেছিল। কাজেই অনাচারীদের প্রতি আমি আকাশ হতে শাস্তি প্রেরণ করলাম; কারণ, তারা সত্যত্যাগ করেছিল (বাকারা ঃ ৫৯)।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, اربعون। এর نصب দানকারী হচ্ছে يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ এ হিসেবে তারা অর্থ করেন, সে ভূমি তাদের জন্য চিরদিন নিষিদ্ধ থাকলো। তারা চল্লিশ বছর এ মরু প্রান্তরে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরতে থাকবে। তারা আরও বলেন, যারা বলেছিল, উক্ত সম্প্রদায় যতদিন সেখানে থাকবে, ততদিন আমরা সেখানে কিছুতেই প্রবেশ করব না। কাজেই তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে থাকব, তাদের একজনও উক্ত নগরে প্রবেশ করতে পারেনি। কেননা তাদের জন্য সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিলেন। হ্যাঁ, তাদের মধ্য থেকে কেবল ইউশা' (আ) ও কিলাবই সেখানে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কারণ, তারা অন্যদেরকে বলেছিল, "তোমরা তাদের বিরুদ্ধে দ্বারে প্রবেশ কর। প্রবেশ করলে তোমরাই বিজয়ী হবে।" আর যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরিয়েছেন, তাদের সন্তান-সন্ততি সেখানে প্রবেশ করেছিল।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৬৯১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। হযরত কাতাদা (র) বলেন, اِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ সে ভূমি তাদের জন্য চিরতরে নিষিদ্ধ রইল।

১১৬৯২. হযরত কাতাদা (র) يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা চল্লিশ বছর ঘুরে কাটিয়েছিল।

১১৬৯৩. হযরত ইকরিমা (র) فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ। -এর ব্যাখ্যায় বলেন, اَلتَّحْرِيْمُ। (নিষিদ্ধ করা) দ্বারা উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরানো বুঝানো হয়েছে।

১১৬৯৪. হযরত সুদ্দী (র) বলেন, হযরত মূসা 'আলায়হিস সালাম নিজ সম্প্রদায়ের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে অভিসম্পাত করলেন رَبِّ اِنِّىْ لاَ اَمْلِكُ اِلاَّ نَفْسِىْ وَاَخِىْ তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন- فَاِنَّهَا

مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَتِيْهُوْنَ فِى الْأَرْضِ তাদের প্রতি উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরানোর শাস্তি আরোপিত হলে হযরত মূসা ('আ) অনুতপ্ত হলেন। তার অনুসারীরা এসে বলল, হে মূসা! আপনি আমাদের এ কি দশা ঘটালেন? কিন্তু (আল্লাহ্‌র হুকুম অপরিবর্তনীয়) তারা তীহ্ প্রান্তরেই পড়ে থাকল। তারপর যখন সেখান থেকে বের হল, তখন মান্‌ন ও সাল্‌ওয়াও উঠে গেল। তখন থেকে তাদের খাবার হল তরি-তরকারি। আর 'আজ' ও মূসা (আ) দু'জনেই মুখোমুখি সাক্ষাত হল। মূসা (আ) তাকে হত্যা করার জন্য উপর দিকে লাফ দিলেন। তাতে দশগজ উপরে উঠলেন। তার লাঠিটি ছিল দশ গজ লম্বা। তিনি নিজেও দশ গজ দীর্ঘ ছিলেন। সব মিলে 'আজ'-এর গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছে। তিনি সেখানেই আঘাত করে তাকে নিপাত করেন। যাঁরা সে দুর্দান্ত সম্প্রদায়ের বসতিতে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন তাদের একজনও বেঁচে ছিল না। তাদের কেউ বিজয় দেখতে পায়নি। চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইউশা' ইব্‌ন নূনকে নবী করেন। তিনি বনী ইসরাঈলকে নিজের নবুওয়াত সম্পর্কে অবগত করেন এবং বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে দুর্দান্ত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। তারা তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করল এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনল। তিনি উক্ত সম্প্রদায়কে পরাস্ত করলেন। তাঁর লোকেরা তাদেরকে একযোগে হত্যা করতে লাগল। এক এক দল বনী ইসরাঈল মিলে তাদের একজনের গর্দানে তরবারি চালাত, তবু তা ছেদন করতে সক্ষম হত না।

১১৬৯৫. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) বলেন, হযরত মূসা 'আলায়হিস সালাম তাদের প্রতি বদ্ দু'আ করলে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ। সে দেশ তাদের জন্য চল্লিশ বছর নিষিদ্ধ রইল। তারা পৃথিবীতে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াবে। সে মতে তারা তীহ্ মরুভূমিতে প্রবেশ করল। বিশোর্দ্ধ বয়সের যত লোক তীহে প্রবেশ করেছিল, তাদের সকলের সেখানেই মৃত্যু ঘটে। মূসা 'আলায়হিস সালামও সেখানে ইন্তিকাল করেন। হযরত হারূন ('আ)-এর ইন্তিকাল তো পূর্বেই হয়েছিল। সর্বমোট চল্লিশ বছর তারা তীহ্ প্রান্তরে অতিবাহিত করে। তারপর ইউশা' ইব্‌ন নূন অবশিষ্ট লোকদের নিয়ে দুর্দান্ত সম্প্রদায়ের নগরে প্রবেশ করেন। তার হাতে নগরটি বিজিত হয়।

১১৬৯৬. হযরত কাতাদা (র) اِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের জন্য জনপদে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। এর মধ্যে তারা কোন লোকালয়ের সন্ধান পায় নি, বা তাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়নি। তারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত কেবল কূয়ার অবলম্বনে কাটিয়েছে। আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে, হযরত মূসা 'আলায়হিস সালাম সেই চল্লিশ বছরের মধ্যেই ইন্তেকাল করেন। বায়তুল মুকাদ্দাসে কেবল তাদের সন্তান-সন্ততিই প্রবেশ করতে সক্ষম হয়, আর সেই দুই ব্যক্তি, যারা তাদেরকে সেখানে প্রবেশ করতে উৎসাহিত করেছিল।

১১৬৯৭. ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, প্রাচীন গ্রন্থে পণ্ডিত জনৈক ব্যক্তি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, বনী ইসরাঈলের উদ্ধত্য যখন চরমে পৌঁছে গেল; তারা তাদের নবীর অবাধ্যতা করল, ইউশা' ও কালিব

তাদেরকে দুর্দান্ত সম্প্রদায়ের নগরে প্রবেশ করতে উৎসাহিত করল এবং যা বলার বলল। কিন্তু প্রতিফলে তারা তাদেরকে হত্যা করতে উদ্যত হল, তখন আল্লাহ্‌র গৌরব আন্দোলিত হয়ে উঠল। সকল বনী ইসরাঈলের তাঁবুর দুয়ারে মেঘ বিস্তার করল। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা ('আ)-কে বললেন, এই গোষ্ঠী আর কতদিন আমার অবাধ্যতা করবে? আমি তাদের সম্মুখে যা-কিছু নির্দশন তুলে ধরেছি আর কতকাল তাতে অবিশ্বাস করবে? আমি কি মৃত্যুর আঘাত হেনে তাদের নিপাত ঘটাব এবং পরিবর্তে আরও বৃহৎ ও শক্তিধর একটি গোষ্ঠী তোমাকে দান করব? হযরত মূসা ('আ) বললেন, তা হলে সেটা মিসরবাসী শুনতে পাবে, যাদের মাঝ থেকে আপনি শক্তিবলে এদের বের করে এনেছেন। আর এসব অধিবাসীরাও নানা কথা বলবে, যারা শুনেছে আপনিই এ জাতির আল্লাহ্। আপনি যদি এদেরকে একই আঘাতে ধ্বংস করে দেন, তাহলে যেসব জাতি আপনার নাম শুনেছে, তারা বলবে, "তিনি তো এ জাতিকে এ জন্যই ধ্বংস করেছেন যে, যে ভূখন্ডকে এদের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন, তিনি এদেরকে সেখানে প্রবেশ করতে সক্ষম হননি। তাই মরুভূমির মাঝে তাদের নিপাত করেছেন।" তারচে' হে আমার প্রতিপালক! আপনার অনুগ্রহই দৃপ্ত হয়ে উঠুক, আপনার প্রতিদান আরও বড় আকারে দেখা দিক, যেমন আপনি তাদের বলেছিলেন। আপনার ধৈর্য অনন্ত, আপনার অনুগ্রহ অফুরান। আপনি শাস্তি না দিয়েও অপরাধ ক্ষমা করে থাকেন। আপনি তিন-চার প্রজনন পর্যন্ত পিতৃ-পুরুষের অন্যায় ক্ষমা করেন। হে আমার প্রতিপালক! আপনি নিজ অনুগ্রহের প্রাচুর্যে এ জাতির অন্যায়-অনাচার ক্ষমা করে দিন। যেমন এদেরকে মিসর হতে বের করে আনার পর এ পর্যন্ত ক্ষমা করে এসেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, হে মূসা! তোমার কথায় আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম। তবে স্মরণ রাখবে, আমি চিরঞ্জীব। আমার মহত্ব ও অুগ্রহে বিশ্ব-জগত পরিপূর্ণ। তবে যে সম্প্রদায় মিসরে ও এই মরুভূমিতে আমার অনুগ্রহ ও নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছে, যারা দশ দশবার আমাকে পরীক্ষা করেছে, আমার আনুগত্য করেনি একবারও, তারা সে ভূমি চোখে দেখবে না কখনো, যে ভূমি তাদের হবে বলে আমি তাদের পিতৃ-পুরুষদের সাথে অঙ্গীকার করেছিলাম। যারা আমার ক্রোধ সঞ্চার করেছে, তারা সে ভূমি দেখতে পাবে না। আমার বান্দা কালিব, যার রূহ ছিল আমার সাথে, যে আমার আদেশ পালন করেছে, আমি তাকে সে দেশে প্রবেশ করাব, যা তার প্রতিনিধি গিয়ে দেখেছে।

আমালীক ও কান'আনী সম্প্রদায় পাহাড়ে অবস্থান করছিল। তারপর তারা সেখান থেকে নেমে যায় এবং লোহিত সাগরের তীর ধরে মরুভূমির দিকে অগ্রসর হয়। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা ও হারূন 'আলায়হিস সালামকে বললেন, এই নিকৃষ্ট গোষ্ঠী আর কতকাল আমার সম্পর্কে অসংলগ্ন উক্তি করবে। আমি বনী ইসরাঈলের বহু অসংলগ্ন কথাবার্তা শুনেছি। আমি তোমাদের কাছে যেমন বলেছিলাম, তেমনি আচরণ তাদের সাথে করব। তোমাদের যত সংখ্যা তত লাশ এই মরু ভূমিতে পড়ে থাকবে। বিশ বছর বা তারও বেশী। কারণ, তোমরা আমার প্রতি অসংলগ্ন উক্তি করেছ। তোমরা সে ভূমিতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার প্রতি আমি হাত তুলেছিলাম। কালিব ইব্‌ন ইয়ূফান্না ও ইউশা' ইব্‌ন নূন ছাড়া তোমাদের মধ্যে কেউ সেখানে পৌঁছবে না। তোমাদের মালপত্র গনীমত হয়ে যাবে। তোমাদের বর্তমান সন্তান-সন্ততি,

যারা ভাল-মন্দের পার্থক্য বোঝে না, তারা সেদেশে প্রবেশ করবে। আমি তাদের সম্পর্কে জ্ঞাত রয়েছি। আমি যে ভূমি তাদের দেব বলে ইচ্ছা করেছি, তা তাদেরই হবে। আর তোমাদের লাশ পড়ে থাকবে এই মরুভূমিতে। তোমরা উক্ত ভূমিতে যতদিন গোয়েন্দাগিরি করেছিল, তার প্রতিদিনের পরিবর্তে এক বছর এভাবে সর্বমোট চল্লিশ বছর তোমরা এই মরুতে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরবে এবং তোমাদের পাপের দরুণ ধ্বংস হবে। তখন তোমরা জানতে পারবে আমার সম্বন্ধে অসংলগ্ন উক্তির ফল। আমিই আল্লাহ। এই বনী ইসরাঈল, যারা আমার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল, আমি তাদের সাথে এটা করবই যে, তারা এই মরুতে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত এখানেই ধ্বংস হবে।

হযরত মূসা 'আলায়হিস সালাম যে দলকে উক্ত ভূমিতে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছিলেন, তারপর তারা ফিরে এসে বনী ইসরাঈলের কাছে খবর প্রকাশ করে দিয়েছিল এবং তাদেরকে সেখানে যেতে নিরুৎসাহিত করেছিল, তারা সকলে হঠাৎ করে মারা যায়। তাদের মধ্যে কেবল ইউশা' ও কালিব ইব্‌ন ইয়ূফান্না-ই জীবিত ছিল।

আল্লাহ্ তা'আলার এ কথাগুলি হযরত মূসা 'আলায়হিস সালাম বনী ইসরাঈলকে শুনালেন, তখন তারা দারুন দুশ্চিন্তায় পড়ল। তারা পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে উঠতে বলল, আল্লাহ্ তা'আলা যে ভূমির কথা বলেছিলেন, আমরা সেথায় যাব। আমরা ভুল করেছিলাম। হযরত মূসা ('আ) বললেন, তোমরা মহান আল্লাহ্‌র বাণীতে সীমালংঘন কর কেন? এ কারণেই তো তোমাদের কোন কাজ ঠিক হয় না। এখন আর তোমরা সেথায় যেতে পারবে না। কারণ, আল্লাহ্ পাক তোমাদের সাথে নেই। এখন তোমরা তোমাদের শত্রুর সম্মুখে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। তোমাদের সামনে রয়েছে 'আমালিকা ও কান'আনী সম্প্রদায়। তোমরা এখন আর যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ো না। যেহেতু তোমরা আল্লাহ্ হতে বিমুখ হয়েছ, ফলে তিনিও তোমাদের সাথে নেই। কিন্তু তারা পাহাড়ে উঠতেই থাকল। এদিকে তাবূত খিমাতেই পড়ে থাকল, যার মাঝে আল্লাহ্ তা'আলা ও মুসা ('আ)-এর অংগীকারগুলি রক্ষিত ছিল। এমনি মুহূর্তে তাদের উপর 'আমালীক ও কানআনী গোষ্ঠী ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা তাদের উপর অগ্ন্যুৎপাত চালায়, তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় এবং হত্যা যজ্ঞ চালায়। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অপরাধের শাস্তিতে চল্লিশ বছর পর্যন্ত মরু ভূমিতে ঘুরপাক খাওয়ানোর পর চিরতরে ধ্বংস করে দেন।

চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর যখন এক-প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে নতুন প্রজন্ম যৌবনে পদার্পণ করল, তখন হযরত মূসা 'আলায়হিস সালাম তাদেরকে নিয়ে আরীহা অভিমুখে অগ্রসর হলেন। তাঁর সাথেই ইউশা' ইব্‌ন নূন এ কালিব ইব্‌ন ইয়ূফান্না। বলা হয়ে থাকে, কালিব হযরত মূসা ও হারূন ('আ)-এর ভগ্নিপতি ছিলেন। তাদের বোন ইমরান-কন্যা মার্‌য়ামের স্বামী তিনি। হযরত মূসা ('আ) ইউশা' ইব্‌ন নূনকে বনী ইসরাঈলের নেতৃত্ব দিয়ে আগে আগে পাঠান। তিনি তাদেরকে নিয়ে সেখানে প্রবেশ করেন। দুর্দান্ত সম্প্রদায় তার হাতে নিহত হয়। তারপর মূসা ('আ) অবশিষ্ট বনী ইসরাঈলকে নিয়ে সেখানে প্রবেশ করেন। তিনি সেখানে আল্লাহ্ তা'আলার যতদিন ইচ্ছা জীবিত ছিলেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তুলে নেন। কেউ জানেনা কোথায় তার কবর।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, أَرْبَعِيْنَ এর বিশ্লেষণে আমার মতে তাদের বক্তব্যই সঠিক, যারা বলেন, এর نَصَبَ দানকারী হচ্ছে مُحَرَّمَةٌ এবং مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً (তাদের জন্য চল্লিশ বছর নিষিদ্ধ থাক্‌লো) এর মাঝে মূসা 'আলায়হিস সালামের সম্প্রদায়ের সকলেই শামিল, অংশ বিশেষ নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এর দ্বারা ব্যাপকভাবে পূরা সম্প্রদায়ের কথাই বলেছেন, বিশেষভাবে কতককে বাদ রাখেননি। আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষিত এ শাস্তি কার্যকরও করেছেন। তিনি চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের সকলকে ঘুরপাক খাইয়েছেন। সে উদ্‌ভ্রান্ত দলের সকলের জন্যই এ চল্লিশ বছর পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ রেখেছেন। ছোট-বড়, দুষ্ট-শিষ্ট কেউ এসময়ের মধ্যে সেথায় প্রবেশ করতে পারেনি। এ মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর হযরত মূসা ('আ) ও মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিদ্বয়ের সাথে অবশিষ্ট বনী ইসরাঈল ও তাদের সন্তান-সন্ততিকে সেখানে প্রবেশের অনুমতি দান করেন। হযরত মূসা ('আ)-এর হাতেই দুর্দান্ত সম্প্রদায়ের বসতি বিজিত হয়। তাঁর অগ্রবাহিনীতে ছিলেন ইয়ূশা' ইব্‌ন নূন। কেননা, পূর্ববর্তী জাতিসুমূহের ইতিহাস সম্পর্কে যারা অবগত, তারা এ বিষয়ে একমত যে, হযরত মূসা (আ)-ই ঊজ ('আজ) ইব্‌ন 'আনাক-কে হত্যা করেন। আর তা তীহ প্রান্তরে আগমনের পূর্বে হতে পারে না। কারণ, এর পূর্বেই তাকে হত্যা করা হলে বনী ইসরাঈল দুর্দান্ত সম্প্রদায়ের সংবাদে এভাবে ঘাবড়াত না, যেহেতু 'উজই ছিল তাদের মধ্যে সবচে' বলিষ্ঠ ব্যক্তি। বরং আল্লাহ্ চাহেন তো একথাই সঠিক যে, তিনি তাকে হত্যা করেছিলেন বনী ইসরাঈলের সেই প্রজন্ম ধ্বংস হওয়ার পরে, যারা তাদের প্রতিপালকের অবাধ্য এবং দুর্দান্ত সম্প্রদায়ের ভয়ে ভীত হয়ে তাদের নগরে প্রবেশ করতে অস্বীকার করে।

তাছাড়া অতীত জাতি সমূহের ইতিহাস জানা ব্যক্তিবর্গ সকলেই একমত যে, বাল'আম ইব্‌ন বাউর হযরত মূসা ('আ)-এর প্রতি বদ্ দু'আ করে দুর্দান্ত সম্প্রদায়ের সহযোগিতা করেছিল। আর এটা সে সময়ের কথা কিছুতেই হতে পারে না, তখন মূসা ('আ)-এর সম্প্রদায় তাদের সাথে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেছিল এবং তা থেকে বিরত থেকেছিল। কেননা, সহযোগিতার প্রয়োজন তখনই দেখা দেয়, যখন তার কোন চাহিদা থাকে। চাহিদার অবর্তমানে সহযোগিতা করার কোন কারণ থাকতে পারে না।

১১৬৯৮. নাওফ (র) হতে বর্ণিত। 'উজ'-এর খাট আটশ' গজ লম্বা ছিল। হযরত মূসা ('আ) ছিলেন দশ গজ লম্বা। তার লাঠিও ছিল দশ গজ। তিনি লাফ দিয়ে দশ গজ উপরে উঠেছিলেন। সব মিলিয়ে তিনি উ'জ এর টাখনু'র নাগাল পান। তিনি সেখানেই আঘাত হেনে তাকে হত্যা করেন। তার লাশটি সেতুর কাজ দিয়েছিল। তার উপর দিয়ে লোক চলাচল করত।

১১৬৯৯. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) বলেন, হযরত মূসা ('আ)-এর লাঠি দশ গজ দীর্ঘ ছিল। তিনি লাফ দিয়ে দশ গজ উপরে উঠতে পারতেন। আর তিনি নিজেও ছিলেন দশ গজ লম্বা। তিনি লাফ দিয়ে 'উজ-এর টাখনু পেলেন এবং সেখানেই আঘাত করে তাকে হত্যা করলেন। তার লাশটি এক বছর যাবৎ নীল নদের সেতু হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ তাতে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করবে। এখান থেকেই সত্য পক্ষ হতে বিভ্রান্ত ব্যক্তিকে تَائِهٌ বলা হয়ে থাকে। তাদের সে ঘুরপাক ছিল এরূপ, ছয় ফারসখ (আঠার মাইল) এলাকা অতিক্রম করার জন্য তারা প্রতিদিন সকাল বেলা সফর শুরু করত, কিন্তু যখন সন্ধ্যা হত, দেখতো যেখান থেকে সফর শুরু করেছিল, সেখানেই ফিরে এসেছে। এভাবে চল্লিশ বছর তারা সে ঘুর্ণিপাকে আবদ্ধ থাকে।

১১৭০০. মুছান্না (র)-এর সূত্রে হযরত রবী' (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১১৭০১. হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, বনী ইসরাঈল চল্লিশ বছর পর্যন্ত এভাবে ঘুরপাক খেতে থাকে যে, প্রভাত কালে যেখান থেকে যাত্রা শুরু করত, সন্ধ্যাবেলা দেখা যেত সেখানেই ফিরে এসেছে।

فَلَاتَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ -এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, فَلَاتَأْسَ অর্থাৎ لَاتَحْزَنْ তুমি দুঃখ কর না। বলা হয়ে থাকে أَسِىَ فلان على كذا يأسى أسى সে এ ব্যাপারে দুঃখিত হয়েছে ও হয়। অনুরূপ وقد أسيت من كذا। আমি এ কারণে দুঃখিত হয়েছি।

কবি ইমরুল কায়স বলেন,

وُقُوفًا بِهَا صَحْبِى عَلَىَّ مَطِيَّهُم - يَقُولُونَ لاَ تَهْلِكْ أَسًى وَتَجَمَّلِ

"সেখানে আমার সঙ্গীরা সওয়ারীর উপর দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, তুমি শোকে-দুঃখে আত্মঘাতী হয়ো না- ধৈর্যের পরিচয় দাও।" এখানে أَسًى অর্থ - দুঃখ করা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৭০২. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) বলেন, فَلَاتَأْسَ অর্থ لَاتَحْزَنْ -অর্থাৎ তুমি দুঃখ কর না।

১১৭০৩. হযরত সুদ্দী (র) فَلَاتَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, বনী ইসরাঈলের উপর ঘূর্ণিপাকের শাস্তি আরোপিত হলে হযরত মূসা 'আলায়হিস সালাম অনুতপ্ত হলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতের এ অংশ নাযিল করেন। এর অর্থ- আমি যাদেরকে সত্যত্যাগী আখ্যা দিয়েছি, তুমি তাদের প্রতি দুঃখ কর না। এরপর আর তিনি দুঃখ করেন নি।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(২৭) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ؕ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ؕ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ○

২৭. আদমের দু'পুত্রের বৃত্তান্ত তুমি তাদেরকে যথাযথভাবে পাঠ করে শোনাও। যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল। তখন এক জনের কুরবানী কবূল হলো আর অন্য জনের কবূল হলোনা।

সে বললো, আমি তোমাকে হত্যা করবো-ই। অপর জন বললো, আল্লাহ তো কেবল মুত্তাকীদের কুরবানী কবূল করেন।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, হে নবী! আপনার প্রতি এবং আপনার সাহাবীগণের প্রতি যে ইয়াহূদীরা হাত তুলতে উদ্যত হয়েছিল, আপনি তাদেরকে জুলুম ও প্রতারণার নিকৃষ্ট পরিণাম এবং প্রতিশ্রুতি ভংগ ও ষড়যন্ত্রের অশুভ ফল সম্পর্কে অবহিত করুন। তাদের জানিয়ে দিন অংগীকার ভংগকারীর কি শাস্তি এবং তা পালনকারীর জন্য রয়েছে কি পুরস্কার। আর আপনি তাদের সম্মুখে আদমের দু সন্তান-হাবীল ও কাবীলের বৃত্তান্ত পাঠ করুন। তাদের মধ্যে যে নিজ প্রতিপালকের অনুগত ও তাঁর অঙ্গীকার রক্ষাকারী ছিল, সে কি পুরস্কার লাভ করেছে আর যে নিজ প্রতিপালকের অবাধ্য, তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গকারী এবং চক্রান্তকারী ছিল, তার কি পরিণাম হয়েছে, তা শুনিয়ে দিন। তা হলে ইয়াহূদীরা উপলব্ধি করতে পারবে, তাদের ষড়যন্ত্র, আপনার ও তাদের মাঝে সম্পাদিত চুক্তি ভংগ এবং আপনার ও আপনার সাহাবীগণের প্রতি হাত তুলতে উদ্যত হওয়ার পরিণাম কি ? এ ঘটনার মাঝে আপনার ও আপনার সাহাবীগণের জন্য রয়েছে উত্তম সান্ত্বনা। প্রতিশ্রুতি পালনের পুরস্কার যে কত উত্তম, কত বড়, তা বুঝা যায় হযরত আদম (আ)-এর দু'সন্তানের মধ্যে যে ওয়াদা পালন করেছিল, তার দৃষ্টান্তের মাধ্যমে। অনুরূপ এর অন্যথাকারীর শাস্তিও যে কত নিদারুণ, প্রতিশ্রুতি ভংগকারী ঘাতক, তার ছেলের দৃষ্টান্তই সে বিষয়ের উত্তম দৃষ্টান্ত।

হযরত আদম আলায়হিস সলামের পুত্রদ্বয় কুরবানী পেশ করেছিল, যার কুরবানী আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করেছিলেন, তার সে কুরবানী কবূল হওয়ার কারণ কি ছিল এবং যে দু'জন কুরবানী পেশ করেছিল তারা কারা? এ সম্পর্কে তাফসীরকারগণের একাধিমত মত রয়েছে।

কেউ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছিলেন বলেই তারা কুরবানী পেশ করেছিল। যার কুরবানী কবূল হয়েছিল, সে তার উৎকৃষ্ট সম্পদ পেশ করেছিল বলেই তা কবূল হয়েছিল। অন্যজন পেশ করেছিল তার নিকৃষ্ট মাল। কুরবানী পেশকারী ব্যক্তিদ্বয় ছিল হযরত আদম 'আলায়হিস সালামের ঔরসজাত ছেলে হাবীল ও কাবীল।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৭০৪. ইসমা'ঈল ইব্ন রাফি' (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জানতে পেরেছি, হযরত আদম ('আ)-এর দু'ছেলেকে যখন কুরবানী পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন তাদের একজন ছিল বকরীর মালিক। তার বকরী একটি বাচ্চা দিয়েছিল। বাচ্চাটি তার ভাল লেগে যায়। রাত্রে সে বাচ্চাটিকে নিজের কাছে রাখত। সব সময় কোলে পিঠে করত। ক্রমে সেটি তার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদে পরিণত হয়। কুরবানীর আদেশ হলে সে সেটিকেই মহান আল্লাহ্র জন্য পেশ করে। আল্লাহ্ তা'আলা সেটি কবূল করেন। তারপর সেটি জান্নাতে প্রতিপালিত হয়। অবশেষে হযরত ইবরাহীম 'আলায়হিস সালামের ছেলে ইসমা'ঈল 'আলায়হিস সালামের স্থলে এটি কুরবানী করা হয়।

১১৭০৫. হযরত 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর (র) হতে বর্ণিত। হযরত আদম 'আলায়হিস সালামের দুই ছেলে যারা কুরবানী পেশ করলে এক জনেরটা কবুল হয় এবং অন্য জনেরটা প্রত্যাখ্যাত হয়, তাদের একজন ছিল ক্ষেত-খামারের মালিক এবং অন্যজনের ছিল বকরী। তারা উভয়ে কুরবানী করার জন্য আদিষ্ট হয়। বকরীর মালিক তার সবচেয়ে হৃষ্ট-পুষ্ট, উৎকৃষ্ট, সুদর্শন ও প্রিয় বকরীটি পেশ করে। পক্ষান্তরে ফসলের মালিক পেশ করে তার সর্বনিকৃষ্ট ফসল 'যুওয়ান',[১] যা সে মোটেই পছন্দ করত না। আল্লাহ্ তা'আলা বকরীর মালিকের কুরবানী কবূল করেন। ফসলের মালিকের কুরবানী হয় প্রত্যাখ্যাত। তাদের কাহিনী কুরআন মজীদে বিবৃত হয়েছে। হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আম্র (র) বলেন, মহান আল্লাহ্‌র শপথ, নিহত ব্যক্তিই ঘাতক অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী ছিল, কিন্তু ভ্রাতৃহত্যার অপরাধবোধই তাকে ভাইয়ের উপর হাত তুলতে বাধা দেয়।

অন্যান্য তাফ্সীরেবক্তাগণের মতে তাদের ঐ কুরবানী আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে ছিল না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৭০৬. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) বলেন, তাদের দুই ভাইয়ের ঘটনা এই যে, সেকালে দান-খয়রাত করার জন্য কোন ফকীর-মিসকীন ছিল না। হ্যাঁ, যারা পারত কুরবানী করত। এক দিনকার কথা, তারা দুইভাই বসে আছে। সে সময়ে তারা কুরবানী করার ইচ্ছা ব্যক্ত করল। তখনকার নিয়ম ছিল, কেউ কুরবানী করলে তা যদি মহান আল্লাহ্‌র মনঃপূত হত, তবে তিনি আগুন পাঠিয়ে দিতেন। আগুন সে কুরবানীর বস্তু জ্বালিয়ে দিত। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাতে সন্তুষ্ট না হলে আগুন নিভে যেত। যা হোক, তারা দুইভাই কুরবানী পেশ করল। একজন ছিল পশুপালক। অন্যজন চাষী। পশুপালক তার শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে হৃষ্ট-পুষ্ট বকরীটি কুরবানী করল। অন্য জন তার কিছু ফসল পেশ করল। যথা নিয়মে আগুন এসে গেল এবং তা উভয় কুরবানীর মাঝখানে অবতরণ করল। তারপর তা বকরীটি জ্বালিয়ে দিল আর ফসল রেখে দিল অক্ষত। ফসলের মালিক তার ভাইকে বলল, তুমি লোক সমাজে চলফেরা করবে আর সবাই জানবে তোমার কুরবানী কবূল হয়েছে, আমরাটা হয়নি। মহান আল্লাহ্‌র কসম, তোমাকে দেখে মানুষ আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাববে, তা হতে দেব না। আমি তোমাকে হত্যা করে ছাড়ব। তার ভাই বলল, আমার অপরাধ? আল্লাহ্ তো মুত্তাকীরাই কবূল করেন।

১১৭০৭. মুহাম্মাদ ইব্ন 'আমর (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। হযরত মুজাহিদ (র) اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا এর ব্যাখ্যায় বলেন, হাবীল ও কাবীল দু'ভাই। তারা হযরত আদম 'আলাইহিস সালামের ঔরসজাত সন্তান। তাদের একজন একটি বকরী কুরবানী করল। অন্যজন কিছু তরি-তরকারি। বকরীওয়ালার কুরবাণী কবূল হল, অন্যজনেরটা হল না। ফলে সে তার ভাইকে হত্যা করল।

১. গম সদৃশ এক প্রকার ফসল বা ফসলের চিটা।

১১৭০৮. মুছান্না (র)-এর সূত্রেও হযরত মুজাহিদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১১৭০৯. হারিছ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, মুজাহিদ (র) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا এর ব্যাখ্যাক্রমে বলেন, এরা দু'জন হলো, হাবীল ও কাবীল। হাবীল তার বকরীর পাল হতে একটি উৎকৃস্ট শাবক কুরবানী দিল। আর কাবীল দিল তার কিছু ফসল। আগুন এসে ছাগ শিশুটি জ্বালিয়ে দিল আর ফসল রেখে দিল যথাবৎ। ফলে ফসল ওয়ালা বলে উঠল, আমি তোমাকে খুন করবই। অপরজন বলল, আল্লাহ্ তা'আলা তো মুত্তাকীরটাই কবূল করেন।

১১৭১০. হযরত মুজাহিদ (র) হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতে হযরত আদম ('আ)-এর ঔরসজাত ছেলে হাবীল ও কাবীলের কথা বলা হয়েছে। তারা উভয়ে কুরবানী পেশ করেছিল। একজন তার বকরী পাল হতে একটি বকরী, অপরজন কিছু তরি-তারকারি। বরকীওয়ালার কুরবানী আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করলেন। অপরজন ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, আমি তোমাকে খুন করব। এই বলে সে তাকে হত্যা করল। এর শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত তার এক পা উরুর দিকে উল্টিয়ে গোছার সাথে বেঁধে দেন। তার মুখমন্ডল সূর্যমুখো করে দেন- সূর্য যে দিকেই যায়, তার মুখও সে দিকেই থাকে। শীতকালে তার জন্য একটি বরফের (খোয়াড়) এবং গ্রীষ্মকালে একটি আগুনের কুন্ড রাখা হয়েছে। তার এ শাস্তি বিধানের জন্য সাতজন ফিরিশিতা নিযুক্ত আছে। একজন গেলে আরেকজন আসে।

১১৭১১. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, একজন একটি ভেড়া এবং অন্যজন এক স্তূপ খাদ্যশস্য কুরবানী করল। তাদের একজন হতে কবূল হল। অর্থাৎ বকরীওয়ালার কুরবানী কবূল হল। অন্যজনেরটা কবুল হল না।

১১৭১২. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) হতে অপর এক সূত্রে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে, তারা দু'জন ছিল হযরত আদম (আ)-এর সন্তানগণের মধ্যে দু'ব্যক্তি। তাদের একজনের কুরবানী কবূল হয়, অন্যজনেরটা হয় প্রত্যাখ্যাত।

১১৭১৩. হযরত আতিয়্যা (র) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের একজনের নাম ছিল কাবীল, অন্যজনের নাম হাবীল। একজন বকরীর মালিক, অন্যজনের ছিল ক্ষেত-খামার। বকরীর মালিক তার একটি শ্রেষ্ঠ বকরী ছানা কুরবানী করল। অন্যজন করল তার সর্বনিকৃষ্ট ফসল। আগুন এসে ছাগ-ছানাটি জ্বালিয়ে দিল। অপরজন তার ভাইকে বলল, আমি তোমাকে খুন করব।

১১৭১৪. ইব্ন ইসহাক (র) প্রাচীন গ্রন্থে অভিজ্ঞ জনৈক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত আদম 'আলায়হিস সালাম ছেলে কাবীলকে নির্দেশ দিলেন, তুমি হাবীলের জমজ বোনকে বিবাহ কর। আর হাবীলকে বললেন, তুমি বিবাহ কর কাবীলের জমজ বোনকে। হাবীল খুশীমনে নির্দেশ মেনে নিল। কিন্তু কাবীল মানতে রাজী হল না। সে এটা অপছন্দ করল, যেহেতু সে মর্যাদায় হাবীলের বোন অপেক্ষা নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবত। অনুরূপ হাবীলের সাথে তার বোনের বিবাহ হোক এটা সে মানতে পারল না। সে বলল, আমাদের প্রজনন জান্নাতে। আর তাদের পৃথিবীতে। কাজেই আমার বোনের উপর আমারই অগ্রাধিকার।

প্রাচীন গ্রন্থ সম্পর্কে জ্ঞাত জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, কাবীলের বোন ছিল অপরূপ মানবী। তাই তাকে নিয়ে সে ভাইয়ের প্রতি ঈর্ষান্বিত হল এবং নিজেই তাকে বিবাহ করতে চাইল। আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন আসল ঘটনা কি। তার পিতা তাকে বললেন, হে বৎস! সে তো তোমার জন্য বৈধ নয়। কিন্তু কাবীল পিতার কথা গ্রহণ করতে সম্মত হল না। পিতা বললেন, বৎস! তাহলে তুমি একটি কুরবানী পেশ কর। তোমার ভাই হাবীলও কুরবানী করুক। তোমাদের যার কুরবানী আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করবেন, সেই তাকে বিবাহ করার হকদার হবে। কাবীল জমি চাষাবাদ করত আর হাবীল করত পশু পালন। কাবীল কিছু বীজ কুরবানী করল এবং হাবীল পেশ করল তার কয়েকটি বাচ্চা ছাগল। কেউ বলেন, সে একটি গরু কুরবানী করেছিল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা শুভ্র সফেদ আগুন পাঠালেন। তা এসে হাবীলের কুরবানী জ্বালিয়ে দিল, আর কাবীলেরটা যেমন ছিল তেমন রেখে দিল। সেকালে এভাবেই কুরবানী কবূল করা হত।

১১৭১৫. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র), ইব্ন মাস্উদ (র) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণিত। হযরত আদম 'আলায়হিস সালামের যখনই কোন ছেলে সন্তান জন্ম নিত, তার সাথে একটি কন্যারও জন্ম হত। তিনি এ গর্ভের ছেলের সাথে ও গর্ভের কন্যার এবং এ গর্ভের মেয়ের সাথে ওই গর্ভের ছেলের বিবাহ সম্পন্ন করতেন। এভাবে হাবীল ও কাবীল নামে তার দুই পুত্র জন্ম নেয়। কাবীল চাষাবাদ করত আর হাবীল পশু পালন করত। কাবীল ছিল বয়োজ্যেষ্ঠ। তার সাথের বোন হাবীলের বোন অপেক্ষা রূপসী ছিল। হাবীল দাবী করল সে কাবীলের বোনকে বিবাহ করবে। কিন্তু কাবীল তা অস্বীকার করল। সে বলল, সে তো আমার বোন। আমার সাথে তার জন্ম হয়েছে। তোমার বোনের চেয়ে সে বেশী সুন্দরী। কাজেই তাকে বিবাহ করার অগ্রাধিকার আমারই। তার পিতা তাকে নির্দেশ দিলেন, হাবীলের সাথে তার বিবাহ দাও। কিন্তু সে রাজী হল না। শেষ পর্যন্ত অগ্রাধিকার প্রমাণের জন্য তারা উভয়ে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কুরবানী পেশ করল। ঘটনাক্রমে সে সময় হযরত আদম 'আলায়হিস সালাম সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি মক্কা শরীফ গিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলেছিলেন, হে আদম! তুমি কি জান, দুনিয়ায় আমার একটি ঘর আছে? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আমি জানি না। আল্লাহ্ পাক বললেন, মক্কায় আমার একটি ঘর আছে। তুমি সেখানে যাও। হযরত আদম (র) আকাশকে বললেন, তুমি আমার সন্তানকে আমানত হিসাবে হিফাযত কর। আকাশ অস্বীকার করল। তিনি যমীনকে বললেন, সেও অস্বীকার করল। পাহাড়কে বললেন, সেও রাজী হল না। শেষে কাবীলকে বললে সে রাজী হয়ে গেল। সে বলল, আপনি তাদের যেভাবে রেখে যাবেন, ফিরে এসে সেভাবেই পাবেন; বরং আরও খুশী হবেন। হযরত আদম ('আ) চলে যাওয়ার পর তারা এ কুরবানী পেশ করল। কাবীল তার ভাইয়ের সাথে অহংকার করে বলল- আমার আপন বোনকে বিয়ে করার অধিকার আমার বেশী। তোমার চাইতে আমার বয়স বেশী। তদুপরি তিনি আমাকে অসিয়ত করে গেছেন। যা হোক তারা কুরবানী করল। হাবীল একটি মোটাতাজা ছাগ-ছানা এবং কাবীল এক আঁটি শস্য। কাবীল দেখল তার আঁটির মাঝে একটি বড় শীষ। সে শস্য দানাগুলো নিজে আহার করার জন্য পৃথক করে রাখল। এরপর আগুন এসে হাবীলের কুরবানী গ্রাস করল। কাবীলের কুরবানী যথাস্থানে পড়ে থাকল। এতে সে ভীষণ ক্ষিপ্ত হল। সে বলল,আমি তোমাকে নির্ঘাত খুন করব,

যাতে তুমি আমার বোনকে বিবাহ করতে না পার। হাবীল বলল, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ। –আল্লাহ্ তো মুত্তাকীগণেরটাই কবূল করেন।

১১৭১৬. হযরত কাতাদা (র) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ -এর ব্যাখায় বলেন, আমাদের কাছে বর্ননা করা হয়েছে যে, এরা দু'জন হাবীল ও কাবীল। হাবীল পশু পালন করত। সে তার উৎকৃষ্ট পশুটি বাছাই করে নিল এবং সেটি কুরবানী করল। আগুন এসে সেটি গ্রাস করে নিল। সেকালে কোন কুরবানী গৃহীত হলে এভাবে আগুন এসে সেটি জ্বালিয়ে দিত। আর গৃহীত না হলে তা পশু-পক্ষীতে খেয়ে ফেলত। আর কাবীল ছিল ক্ষেত-খামারের মালিক। সে তার সর্বনিকৃষ্ট ফসল খুঁজে আনল এবং তা কুরবানী করল। কিন্তু তার কুরবানী জ্বালাতে কোন আগুন এল না। এতে সে তার ভাইয়ের প্রতি হিংসায় জ্বলে উঠল এবং তাকে বলল, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে খুন করব। সে বলল, আল্লাহ্ তো মুত্তাকীগণেরটাই কবূল করেন।

১১৭১৭. হযরত কাতাদা (র) হতে অপর এক সূত্রে এ আয়াতের সাফসীরে বর্ণিত। আয়াতে উল্লেখিত ব্যক্তিদ্বয় হচ্ছে হাবীল ও কাবীল । তাদের একজন ছিল ফসলের মালিক। অপর জন পশুর মালিক। একজন তার উৎকৃষ্ট বস্তু পেশ করল। অন্যজন পেশ করল তার সর্বনিকৃষ্ট বস্তু। এরপর আগুন এসে হাবীলের কুরবানী জ্বালিয়ে দিল। অন্যজনের কুরবানী পড়ে থাকল। এতে তার মনে হিংসার উদ্রেক হল। সে বলল, আমি তোমাকে অবশ্যই খুন করব।

১১৭১৮. হযরত মুজাহিদ (র) اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا এর ব্যাখ্যায় বলেন, একজন ফসল এবং অন্যজন ছাগলছানা কুরবানী করল। আগুন এসে ফসল উপেক্ষা করল এবং ছাগল-ছানাটি জালিয়ে দিল।

অন্যান্য তাফ্সীরকারগণ বলেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যে দুই ব্যক্তির বৃত্তান্ত উল্লেখ করেছেন, তারা কুরবানী পেশ করেছিল, তারা হযরত আদম 'আলাইহিস সালামের ঔরসজাত সন্তান নয় ; বরং বনী ইসরাঈলের দু'জন লোক।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৭১৯. হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ আয়াতে উল্লেখিত ব্যক্তিদ্বয় বনী ইসরাঈলের লোক। তারা আদম ('আ)-এর ঔরসজাত সন্তান নয়। কুরবানীর এ পদ্ধতি বনী ইসরাঈলেই ছিল। হযরত আদম 'আলায়হিস সালাম সর্বপ্রথম ইন্তেকাল করেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, উপরোক্ত দুটি বক্তব্যের মধ্যে আমার মতে তাদের কথাই সঠিক, যারা বলেন কুরবানী পেশকারী ব্যক্তিদ্বয় ছিল হযরত আদম 'আলায়হিস-সালামের ঔরসজাত সন্তান; বনী ইসরাঈলের লোক নয়। কেননা এটা অসম্ভব যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার বান্দাদের সম্বোধন করে এমন বিষয়ের অবতারণা করবেন, যাতে তাদের কোন উপকার নেই। এ আয়াতে সম্বোধিত লোকেরা জানত আল্লাহ্ পাকের উদ্দেশ্যে কুরবানী পেশ করার রীতি আদম সন্তানের মাঝেই ছিল; ফিরিশতা, জিন্ন কিংবা অপরাপর কোন সৃষ্টির মাঝে নয়। এমতাবস্থায় اِبْنَيْ اٰدَمَ বলে আল্লাহ্ তা'আলা যে দুই ব্যক্তির

উল্লেখ করেছেন, তারা যদি হযরত আদম 'আলায়হিস সালামের ঔরসজাত সন্তান না হয়ে থাকে, তবে এ দুই ব্যক্তির উল্লেখে কোন উপকার নেই। পূর্বেই বলেছি, যে কথা বলার কোন ফায়দা নেই, মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের লক্ষ্য করে সে কথা বলতে পারেন না। সুতরাং এটাই বলতে হবে اِبْنَىْ اٰدَمَ বলে হযরত আদম (আ)-এর ঔরসজাত দুই সন্তানকে বোঝান হয়েছে, এতে বনী ইসরাঈলের লোকদের বোঝান হয়নি। তাছাড়া হাদীছ, তাফসীর ও ইতিহাসবেত্তাদের সর্বসম্মত রায়ও এটাই যে, তারা হযরত আদম ('আ)-এর ঔরসজাত সন্তান এবং এটা তাঁর সময়েরই ঘটনা। আর প্রমাণ হিসেবে এটাই যথেষ্ট।

এমত পোষণকারী অনেকেরই উদ্ধৃতি আমি ইতঃপূর্বে প্রদান করেছি। নিম্নে আরো কিছু উদ্ধৃতি পেশ করব।

১১৭২০. সালিম ইব্ন আবি'ল- জা'দ (র) বলেন, হযরত আদম 'আলায়হিস সালামের এক পুত্র কর্তৃক তার ভাই নিহত হলে হযরত আদম ('আ) দীর্ঘ একশ' বছর যাবৎ শোকসন্তপ্ত থাকেন। এর ভেতর তিনি কখনও হাসেন নি। এরপর তার এ অবস্থার অবসান ঘটে। তখন তাকে বলা হল, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে বাঁচিয়ে রাখুন, আপনার মুখে হাসি ফোটান। সালিম (র) বলেন, আল্লাহ্ পাক আপনাকে হাসান।

১১৭২১. হযরত 'আলী ইব্ন আবী তালিব (র) বলেন, হযরত আদম ('আ)-এর এক পুত্র যখন আপন ভাইকে হত্যা করল, তখন তিনি শোকে অশ্রু ঝরিয়ে বললেন,

تَغَيَّرَتِ الْبِلَادُ وَمَنْ عَلَيْهَا - فَلَوْنُ الْاَرْضِ مُغْبَرٌّ قَبِيْحٌ
تَغَيَّرَ كُلُّ ذِىْ لَوْنٍ وَطَعْمٍ - وَقَلَّ بَشَاشَةُ الْوَجْهِ الْمَلِّيْحُ

পৃথিবীর রং বদলে গেছে, পাল্টে গেছে পৃথিবীবাসীরও বর্ণ।

আজ পৃথিবী ধুলো-ধুসরিত, কদাকার।

সব কিছুর রং ও স্বাদ নষ্ট হয়ে গেছে। সুন্দর মুখের লাবণ্য পেয়েছে হ্রাস।

এর জবাবে বলা হল,

اَبَا هَابِيلَ قَد قُتِلاَ جَمِيعًا- وَصَارَ الْحَىُّ كَالْمَيِّتِ الذَّبِيحِ
وَجَاءَ بِشَرَّةٍ قَد كَانَ مِنْهَا - عَلَى خَوفٍ فَجَاءَ بِهَا يَصِيحُ

হে হাবীলের পিতা! খুন হয়েছে তারা দু'জনই। যে বেঁচে আছে সেও নিহত, মৃত তুল্য।

সে একটি জঘন্য কাজ করে বসেছে, যার আশংকা তার পক্ষ হতে ছিল।

অবশেষে সে হাঁক ছেড়ে তাই করে বসল।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, তারা কেন কুরবানী করেছিল এ সম্পর্কে বিশুদ্ধ কথা এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে কেবল তাদের কুরবানী করার কথাই জানিয়েছেন। একথা বলেননি যে, তারা এটা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশেই করেছিল, অন্য কোন কারণে নয়। কাজেই হতে পারে তারা এটা

আল্লাহ্ তা'আলারই নির্দেশে করেছিল অথবা অন্য কোন কারণে। তবে যে কারণেই করে থাকুক, এটা নিশ্চিত যে, উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা।

لَأَقْتُلَنَّكَ অর্থাৎ যার কুরবানী কবুল হয়নি, সে যার কুরবানী কবুল হয়েছিল, তাকে বলল, তোমাকে আমি খুন করবই। "যার কুরবানী কবূল হয়নি"-সে বলেছে এবং "যার কুরবানী কবূল হয়েছে" তাকে বলেছে, -একথা আয়াতে উল্লেখ করা হয়নি। কারণ ঘটনার বিবরণ দ্বারা এটা এমনিতেই বুঝে আসে। অনুরূপ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ "আল্লাহ্ মুত্তাকীদের কুরবানীই কবুল করেন"-এটা যে যার কুরবানী কবূল হয়েছে তার উক্তি, তাও আয়াতে উল্লেখ করা হয়নি, যেহেতু পূর্বাপর দ্বারা বোঝা যায়।

হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১১৭২২. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) বলেন, কাবীল যখন বলল, لَأَقْتُلَنَّكَ "আমি তোমাকে খুন করবই", তখন তার ভাই বলল, আমার অপরাধ? আল্লাহ্ তো মুত্তাকীদের কুরবানীই কবুল করেন।

১১৭২৩. ইব্‌ন যায়দ (র) اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এতে বলা হয়েছে যে, তুমিও যদি তোমার কুরবানীতে তাক্‌ওয়া অবলম্বন করতে তা হলে তোমারটাও কবূল হত। তুমি তো তোমার সবচে' নিকৃষ্ট এবং তাও ভেজাল বস্তু কুরবানী দিয়েছে। আর দেখ আমার কুরবানীর জিনিষও ভাল এবং আমার যা ছিল তার সেরা। কাবীল তাকে বলেছিল, আল্লাহ্ তোমার কুরবানী কবুল করলেন, আমারটা করলেন না।

مِنَ الْمُتَّقِيْنَ- অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ পালন এবং নিষিদ্ধ বিষয় পরিহারের মাধ্যমে তাকওয়ার পরিচয় দেয় ও তাঁকে ভয় করে।

কতক তাফ্‌সীরবেত্তার মতে এ স্থলে اَلْمُتَّقُوْنَ অর্থ যারা শিরক পরিহার করে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৭২৪. হযরত দাহ্‌হাক (র) হতে বর্ণিত। اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ যারা শিরক পরিহার করে চলে।

পূর্বে আমি اَلْقُرْبَانُ অর্থ বর্ণনা করে এসেছি। সেখানে আরও বলেছি যে, এটা قَرُبَ ক্রিয়া হতে الفعلان পরিমাপে গঠিত বিশেষ্য, যেমন فَرَّقَ হতে الفُرقَان এবং عدا হতে العدوان।

আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মাঝে আমাদের সদকা-যাকাতের অনুরূপ কুরবানীর বিধান ছিল। তবে পার্থক্য এই যে, তাদের কোন্ কুরবানী কবূল হল এবং কোন্‌টা হল না, তা দুনিয়াতেই জানা যেত। যেটা কবূল হত, সেটা আসমানী আগুন এসে জ্বালিয়ে দিত আর যেটা কবূল হত না, আগুন সেটা স্পর্শ করত না। আমাদের কুরবানী হচ্ছে বিভিন্ন সৎকর্ম, যথা সালাত, সওম, দরিদ্রদের প্রতি সদকা-খয়রাত, ফরয

যাকাত আদায় ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে কোন্‌টা কবূল হল, কোন্‌টা হল না, তা ইহ্‌লোকে বোঝার কোন উপায় নেই।

'আমির ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্ 'আল-'আমবারী (র) সম্পর্কে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইন্তিকালের সময় তিনি অঝোর ধারায় কাঁদছিলেন। জিজ্ঞাসা করা হল, কাঁদছেন কেন, অথচ আপনি যে কেমন ছিলেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি বললেন, আমি কাঁদব না? যেখানে আল্লাহ বলছেন- اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

১১৭২৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উমর আল-মাকদামী (র)-এর সূত্রে হযরত 'আমির (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। জনৈক মনীষী বলেন, মুত্তাকীদের কুরবানী হচ্ছে সালাত।

১১৭২৬. ইব্‌ন ওয়াকী' (র) হতে বর্ণিত। 'আদী ইব্‌ন ছাবিত (র) বলেন, মুত্তাকীদের কুরবানী সালাত।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(২৮) لَئِنْۢ بَسَطْتَّ اِلَیَّ یَدَكَ لِتَقْتُلَنِیْ مَاۤ اَنَا بِبَاسِطٍ یَّدِیَ اِلَیْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّیْۤ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

২৮.আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি হাত বাড়ালেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত বাড়াবোনা; আমিতো জগৎসমূহের পালনকর্তা আল্লাহ্‌কে ভয় করি।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আদম-সন্তানদ্বয়ের নিহত ব্যক্তির উক্তি বিধৃত করেছেন। তার ভাই যখন তাকে হত্যা করার হুমকি দেয় তখন সে তাকে বলেছিল, আল্লাহ্‌র শপথ! আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি হাত তুললেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত তুলব না।

প্রশ্ন হচ্ছে সে তার ভাইকে বাধা দিতেও তো পারত। তা না করে এরূপ কথা বলল কেন? এ সম্পর্কে তাফসীরকারদের মতভেদ রয়েছে।

কেউ বলেন, এতদ্বারা সে তার ঘাতক ভাইকে শিক্ষা দিতে চেয়েছে যে, তাকে হত্যা করা ও তার গায়ে হাত তোলা তার জন্য জায়েয নয়। যেহেতু এতে আল্লাহ্‌র অনুমতি নেই।

১১৭২৭. হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (র) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ, তাদের মধ্যে নিহত ব্যক্তিই অধিক বলবান ছিল, কিন্তু ভ্রাতৃহত্যার অপরাধ বোধই তাকে ভাইয়ের প্রতি হাত তুলতে বাধা দিয়েছে।

১১৭২৮. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) لَئِنْ بَسَطْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَا اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ এর ব্যাখ্যা আমি প্রতিশোধ গ্রহণকারী হব না। আমি তোমার থেকে নিজ হাত সংযত রাখব।

অন্যদের বক্তব্য হচ্ছে যে, তখন আল্লাহ্ তা'আলার বিধান ছিল কাউকে কেউ হত্যা করতে উদ্যত হলে সে আত্মরক্ষা করবে না, বা তাকে বাধা দেবে না। এ কারণেই হাবীল তাকে বাধা না দিয়ে আয়াতে বিধৃত এ উক্তি করে। নিম্নে এ মতের উদ্ধৃতি পেশ করা হল,

১১৭২৯. হযরত মুজাহিদ (র) لَئِنْ بَسَطْتَ اِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِى مَااَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِىَ اِلَيْكَ لاَقْتُلَكَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের উপর নির্দেশ ছিল কাউকে যদি কোন ব্যক্তি হত্যা করতে চায় তবে সে তাকে সুযোগ দেবে। আত্মরক্ষা করবে না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, উপরোক্ত মতামতের মধ্যে এমতই সঠিক যে,আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপরও কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছিলেন। এমতাবস্থায় নিহত ব্যক্তি যে তার ভাইকে বলল مَااَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِىَ اِلَيْكَ لاَقْتُلَكَ এর কারণ তার ভাইকে হত্যা করাও তার জন্য নিষিদ্ধ ছিল, যেমনি নিষিদ্ধ ছিল ঘাতকের জন্য তাকে হত্যা করা। বাকি থাকল তার ভাই যখন তাকে হত্যা করতে চাইল, তখন সে আত্মরক্ষা করল না কেন? এর উত্তর হচ্ছে যে, ঘাতক যখন তাকে হত্যার অভিপ্রায় ও সংকল্প করে তখন নিহত ভাই যে তার সে সংকল্প ও চেষ্টা সম্পর্কে অবগত ছিল এবং তথাপি তাকে বাধা প্রদান হতে বিরত থাকে, এর কোন প্রমাণ আয়াতে নেই। বরং এর বিপরীতে কতক তাফসীরবেত্তা উল্লেখ করেছেন যে, সে তাকে অতর্কিতে হত্যা করেছিল। অর্থাৎ হাবীল ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। এ সময় কাবীল হঠাৎ তার মাথার উপর একখণ্ড পাথর নিক্ষেপ করে। ফলে তার মাথা গুঁড়িয়ে যায়। বস্তুতঃ ঘটনা এরূপ হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। কাজেই এরূপ হওয়া যখন সম্ভব, আর আয়াতেও এমন কোন ইঙ্গিত নাই যে, তার ভাই যখন তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয় তখন তাকে বাধা প্রদান না করাই ছিল তার প্রতি নির্দেশ, তখন আয়াতে নেই এমন বিষয়ের দাবী বৈধ হতে পারে না। হ্যাঁ এমন কোন প্রমাণ থাকলে স্বতন্ত্র কথা, যা শিরোধার্য করা অপরিহার্য।

اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ তুমি আমাকে হত্যার জন্য হাত বাড়ালেও আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য হাত বাড়াতে আল্লাহ্কে ভয় পাই। আল্লাহ্ তো সমগ্র সৃষ্ট জীবের অধিকর্তা। আমার ভয় হয় তোমার প্রতি হাত বাড়ালে তিনি আমাকে শাস্তি দিবেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(٢٩) اِنِّىْٓ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْٓاَ بِاِثْمِىْ وَ اِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۚ وَ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ۚ

২৯. আমি চাই যে, তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন কর এবং অগ্নিবাসী হও। আর ইহাই তো যালিমদের কর্মফল।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাফসীরবেত্তাগণের একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেন, এর অর্থ, আমি চাই তুমি আমাকে হত্যা করার পাপ এবং আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা ও অন্যান্য পাপের বোঝা বহন কর।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৭৩০. হযরত ইবন 'আব্বাস (রা), ইবন মাস'উদ (রা) ও আরও কতিপয় সাহাবী হতে إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوْأَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ -এর এরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে যে, আমি চাই আমাকে হত্যা করার পাপ তোমার ঘাড়ে চাপা অন্যান্য পাপের সাথে একত্র হোক এবং পরিণামে তুমি জাহান্নামবাসী হও।

১১৭৩১. হযরত কাতাদা (র) হতে إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوْأَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ -এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত যে, এতে হাবীল বলছে, আমি চাই তুমি আমাকে হত্যা করার পাপ বহন কর এবং এর পূর্বে আরও যত পাপ করেছ, তাও বহন কর।

১১৭৩২. হযরত কাতাদা (র) হতে অপর এক সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১১৭৩৩. হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوْأَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ অর্থ আমি চাই তোমার উপর তোমার অন্যান্য পাপ ও আমার রক্তপাতের পাপ চাপুক এবং উভয় পাপের বোঝা একত্রে তুমি বহন কর।

১১৭৩৪. হারিছ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। হযরত মুজাহিদ (র)-এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেন, আমি চাই তুমি আমাকে হত্যা করার পাপভার এবং এর পূর্বে আরও যত পাপ করেছ, তার বোঝা বহন কর।

১১৭৩৫. হযরত দাহ্হাক (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, إِثْمِكَ বলে ভ্রাতৃ হত্যার পূর্বে আরও যত পাপ করেছে, তা বোঝান হয়েছে। আর إِثْمِي বলে বোঝান হয়েছে ভ্রাতৃ হত্যার পাপ।

এ ব্যাখ্যা প্রদানকারীগণ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوأَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ -এর بِإِثْمِي -কে- بِإِثْمِ قَتْلِي ধরেছেন। অর্থাৎ আমাকে হত্যা করার পাপ। তবে শ্রোতা যেহেতু বিষয়টি এমনিতে বুঝতে পারে, তাই القتل (হত্যা করা) লোপ করে إثمي বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমার পাপ।

অন্যান্য তাফ্সীরকারগণ বলেন, এর অর্থ—আমি চাই তুমি আমার পাপের বোঝা বহন কর এবং আমাকে হত্যা করে তোমার যে পাপ হয়েছে, তাও বহন কর। আমি হযরত মুজাহিদ (র) থেকে এ ব্যাখ্যা পেয়েছি, তবে আমার ধারণা এর বর্ণনা ভুল। কেননা, তার থেকে বিশুদ্ধ যে বর্ণনা পাওয়া গেছে তা উপরে উদ্ধৃত হয়েছে, যা পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার অনুরূপ।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৭৩৬. আল-মুছান্না (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। হযরত মুজাহিদ (র) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوْأَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ -এর ব্যাখ্যা করেন, আমি চাই তোমার উপর আমার পাপ ও আমার রক্তপাত উভয় পড়ুক এবং তুমি উভয়ের বোঝা বহন কর।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এর সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, আমি চাই তুমি আমাকে হত্যা করার পাপে নিপতিত হও। এটা হচ্ছে إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوْأَ بِإِثْمِي -এর অর্থ। আর وإثمك

এর অর্থ হচ্ছে, তোমার অন্যান্য পাপ, যা তুমি আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতাজনিত কাজ কর্মের মাধ্যমে কুড়িয়েছ।

এ ব্যাখ্যার উপর তাফ্সীরকারগণের ঐকমত্য রয়েছে। তাই আমি একে সঠিক সাব্যস্ত করেছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, বান্দা যা-কিছু কাজ করে, তার ভাল-মন্দ ফলাফল তারই। বান্দার ক্ষেত্রে এই যখন তাঁর রীতি, তখন এটা কিছুতেই হতে পারে না যে, নিহতের পাপাচারের বোঝা ঘাতক বহন করবে। ঘাতককে কেবল তারই পাপের দরুণ পাকড়াও করা হবে– তা অন্যায় হত্যার পাপই হোক, আর অন্যান্য অবাধ্যতাজনিত পাপই হোক; তার হাতে নিহত ব্যক্তির পাপও যে তাকেই বহন করতে হবে-এটা কিছুতেই হতে পারে না।

কেউ যদি বলে, আদমের পুত্রকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা কি আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা নয়?

উত্তরে বলা হবে, হ্যাঁ, এটা জঘন্যতম অবাধ্যতা।

যদি বলে, এটা আল্লাহর অবাধ্যতা হয়ে থাকলে নিহত ব্যক্তি ঘাতক হতে এটা কামনা করল কিভাবে? এটা কি তার জন্য বৈধ হয়েছে যে, সে বলে ফেলল– إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوْأَ بِاثْمِي। আর আপনিই বলেছেন এর অর্থ, "আমি চাই তুমি আমাকে হত্যা করার পাপে নিপতিত হও?"

উত্তরে বলা হবে, এর অর্থ হচ্ছে আমি চাই তুমি আমাকে হত্যা করলে তুমিই সে হত্যার পাপে নিপতিত হও। কারণ আমি তো তোমাকে হত্যা করব না। এমতাবস্থায় তুমি যদি আমাকে হত্যা কর, তবে আমি কামনা করি আমাকে হত্যা করে তুমি আল্লাহর যে অবাধ্যতা করলে তার পাপ তুমিই বহন কর। বলা বাহুল্য, এটা হত্যা করলে তবেই প্রযোজ্য। কাজেই সে যখন হত্যা করেছে, তখন তার কামনা অনুযায়ী তার পাপের বোঝাও বহন করেছে। অতএব, তার এ কামনা ঘাতকের অপরাধে লিপ্ত হওয়ার কারণ নয়।

فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ وَذٰلِكَ جَزٰؤُا الظّٰلِمِيْنَ -অর্থাৎ আমাকে হত্যা করার পরিণামে তুমি জাহান্নামের বাসিন্দা হবে এবং তার স্থায়ী ইন্ধনে পরিণত হবে। আর যারা সত্য পথ পরিহার করে, সরল পথ হতে বিচ্যুত হয় এবং নিজের অধিকারের উপর অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, জাহান্নামই তাদের প্রতিদান।

এতদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম 'আলায়হিস সালামকে পৃথিবীতে পাঠানোর পর বিধিবিধান প্রদান করেছিলেন এবং আনুগত্যের জন্য পুরস্কারের সুসংবাদ এবং অবাধ্যতার জন্য শাস্তির সতর্কবাণী শুনিয়েছিলেন। তা না হলে নিহত ব্যক্তি ঘাতককে বলত না "আমাকে হত্যা করার পরিণামে তুমি জাহান্নামবাসী হবে" এবং শুনাত না যে, এটা জালিমদের কর্মফল। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, সে দিন থেকে কিয়ামতকাল পর্যন্তের জন্য ঘাতকের এক পা উরুর দিকে উল্টিয়ে গোছার সাথে বেঁধে দেওয়া হয়, তার মুখমন্ডল করে দেওয়া হয় সূর্যের দিকে, সূর্য যে দিকে ঘোরে তাও সে দিকে ঘোরে এবং তার জন্য শীতকালে একটি বরফের খোয়াড় আর গ্রীষ্মকালে একটি অগ্নি কুন্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়।

১১৭৩৭. কাসিম (র)-এর সূত্রে হযরত মুজাহিদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনি আরও বলেন যে, হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আম্‌র (রা) বলেছেন, আমরা দেখছি হযরত আদম 'আলায়হিস সালামের ঘাতক পুত্র জাহান্নামীদের শাস্তি ন্যায়সঙ্গতভাবে ভাগ করে নিয়েছে। তাদের অর্ধেক শাস্তি তার একার।

হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর (রা)-এর বর্ণনার অনুরূপ রাসূলে কারীম সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম হতেও বর্ণিত আছে।

১১৭৩৮. ইবন হুমাইদ (র)-এর সূত্রে হযরত 'আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লা'ল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, তার একটা ভাগ হযরত আদম (আ) এর ঘাতক ছেলের উপর পড়ে। কারণ, হত্যার অপরাধ সর্বপ্রথম সেই চালু করে।

১১৭৩৯. ছুফইয়ান (র)-এর সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

১১৭৪০. হযরত ইবরাহীম নাখঈ (র) বলেন, যে কোন ব্যক্তিকেই অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, তার পাপের একটা অংশ হযরত আদম (আ)-এর ঘাতক ছেলে এবং শয়তানের ভাগে পড়ে।

১১৭৪১. হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) বলতেন, নিঃসন্দেহে হযরত আদমের (আ) সেই ছেলেই সবচেয়ে হতভাগা, যে তার ভাইকে হত্যা করেছিল। তার সে হত্যাকান্ড হতে কিয়ামত পর্যন্ত যত রক্তপাত হয়েছে ও হ,েব তার এক অংশ সাজা তাকেও ভোগ করতে হবে। কারণ, হত্যার অপরাধ সর্বপ্রথম সেই চালু করে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপযুক্ত হাদীস দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, হযরত হাসান বসরী (র)-এর এ মত সম্পূর্ণ ভুল। এ স্থলে বর্ণিত হযরত আদমের (আ) দুই ছেলে বলে তার ঔরসজাত ছেলে বোঝান হয়নি, বরং এরা বনী ইসরাঈলের দু'জন লোক। অনুরূপ তাঁর একথাও সঠিক নয় যে, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মৃত্যু হযরত আদম 'আলায়হিস সালামেরই হয় আর যে কুরবানী আসমানী আগুন দ্বারা ভস্মিভূত হত, তা বনী ইসরাঈলেরই মাঝে ছিল। কেননা এ হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ভ্রাতৃহত্যাকারী ব্যক্তি সম্পর্কে এ তথ্য প্রদান করেছেন যে, হত্যা করার অপরাধ সবার আগে সেই চালু করে। আর হত্যার ঘটনা বনী ইসরাঈল কি, খোদ ইসরাঈল (ইয়া'কুব) 'আলায়হিস সালামের পূর্বেও তো ঘটেছিল। কাজেই বনী ইসরাঈলের কোন ব্যক্তি সর্বপ্রথম হত্যাকার্য চালু করে -এ কথা বলা একটি মারাত্মক ঐতিহাসিক ভ্রান্তি। সুতরাং, এমতই সঠিক যে, এ ঘাতক হযরত আদম আলায়হিস সালামের ঔরসজাত ছেলে। কারণ, সেই-ই সর্বপ্রথম হত্যাকান্ড চালু করে, যে কারণে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সে শাস্তি অবধারিত করেন, যা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম হতে উপরে বর্ণিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(٣٠) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهُ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

৩০. তারপর তার নফছ (কুপ্রবৃত্তি) তাকে নিজের ভাইকে হত্যা করতে উত্তেজিত করে তুলে। পরে সে তাকে হত্যা করে। পরিণামে সে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী فَطَوَّعَتْ এর অর্থ, তার অন্তর তাকে ভ্রাতৃ হত্যায় প্ররোচিত করল ও তাকে এতে সহযোগিতা করল।

এটা الطوع। হতে বাবে تفعيل -এর فعل ماضى —অতীত ক্রিয়া। বলা হয় ।طاعنى هذا الامر। —এ বিষয়টি আমার বশীভূত হয়েছে।

তাফসীরকারগণের মাঝে طوعت এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেন, এর অর্থ شَجَّعَتْ لَهُ তার অন্তর তাকে ভ্রাতৃ হত্যায় সাহস জোগাল। এ মতের উদ্ধৃতি।

১১৭৪২. হযরত মুজাহিদ (র) বলেন– فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ অর্থ, তার অন্তর তাকে ভ্রাতৃহত্যায় সাহস জোগাল।

১১৭৪৩. হযরত মুজাহিদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১১৭৪৪. অপর সূত্রেও হযরত মুজাহিদ (র)-এর এ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। অপর কতকের মতে طوعت অর্থ তার কাছে শোভন করে তুলল, অর্থাৎ তাকে প্ররোচিত করল।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৭৪৫. হযরত কাতাদা (র) বলেন, فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ অর্থ, তার অন্তর তাকে ভ্রাতৃ হত্যায় প্ররোচিত করল। ফলে সে তাকে হত্যা করল।

তারপর সে তাকে কিভাবে হত্যা করেছে এবং এ হত্যার কারণ কি ছিল? এ বিষয়েও তাফসীরকারগণের একাধিক মত প্রকাশ পেয়েছে। কেউ বলেন যে, তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়ে একখন্ড পাথর দ্বারা তার মাথা গুঁড়িয়ে দেয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৭৪৬. হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা), 'আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (র) এবং আরও কতিপয় সাহাবী হতে فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ اَخِيْهِ -এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত যে, কাবীল তাকে হত্যা করার জন্য খুঁজতে লাগল। সে লুকিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় চলে গেল। সেখানে ছাগল চরাত। একদিন সে ছাগল চরাতে চরাতে ঘুমিয়ে পড়ল। এ অবস্থায় কাবীল সেখানে গিয়ে উপস্থিত। তাকে ঘুমন্ত দেখেই সে একখন্ড পাথর তুলে তার মাথায় নিক্ষেপ করল। ফলে তার মাথা গুঁড়িয়ে গেল। কাবীল তার লাশ খোলা প্রান্তরে ফেলে চলে আসল।

এ সম্পর্কে অন্যান্য তফসীরগণের বক্তব্য ঃ

১১৭৪৭. মুহাম্মদ ইবন 'উমর ইবন 'আলী (র)-হতে বর্ণিত যে, হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, ঘাতক কাবীল তার ভাইকে কিভাবে হত্যা করবে, ভেবে পাচ্ছিল না। একদিন ইবলীস শয়তান একটি পাখীর

আকৃতিতে তার সামনে আসল এবং আরেকটি পাখী ধরে তার মাথা ছিঁড়ে ফেলল। তারপর সে মাথাটি দু'টি পাথরের মাঝে রেখে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলল। এভাবে সে তাকে হত্যা করার কৌশল শিখিয়ে দিল।

১১৭৪৮. ইবন জুরায়জ হতে বর্ণিত। হাবীলকে সে তার পশু চারণ-স্থলে হত্যা করেছিল। একদিন সে তাকে হত্যা করার জন্য আসল। কিন্তু কিভাবে হত্যা করবে বুঝতে পারছিল না। তার মাথা ধরে ঘাড় মোচড়াচ্ছিল। এমনি মুহূর্তে ইবলীস এসে উপস্থিত। সে একটি পশু বা পাখী ধরে একটি পাথরের উপর তার মাথা রাখল এবং আরেকটি পাথর দিয়ে তা চূর্ণ করল। ঘাতক কাবীল তা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। তারপর সেও তার ভাইকে ধরে তার মাথা একটি পাথরের উপর রাখল এবং আরেকটি পাথর দিয়ে গুঁড়িয়ে দিল।

১১৭৪৯. হযরত মুজাহিদ (র) হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১১৭৫০. হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যার কুরবানী কবূল হয়েছিল, তার কুরবানী যখন আগুন এসে জ্বালিয়ে দিল, তখন অন্য ভাই তাকে বলল, তুমি লোক সমাজে চলাফেরা করবে আর সকলে জানবে যে, তোমার কুরবানী কবূল হয়েছে, আমারটি হয়নি? মহান আল্লাহর শপথ! তোমার-আমার প্রতি মানুষকে আমি এভাবে তাকাতে দেব না যে, তারা তোমাকে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাববে। আমি তোমাকে খুন করে ফেলব। তার ভাই বলল, আমার কি অপরাধ? আল্লাহ তা'আলা তো মুত্তাকীদের কুরবানীই কবূল করেন। সে তাকে জাহান্নামেরও ভয় দেখাল। কিন্তু তবু সে ক্ষান্ত হল না, বিরত হল না। তার চিত্ত তাকে ভ্রাতৃ হত্যায় উত্তেজিত করল এবং সে তাকে হত্যা করল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হল।

১১৭৫১. 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উছমান ইবন খুছাইম (র) বলেন, আমি হযরত সা'ঈদ ইবন জুবায়র (র)-এর সাথে জাম্‌রার পাথর নিক্ষেপ করতে গেলাম। তিনি কাপড়ে মাথা ঢাকা অবস্থায় আমার হাত ধরে ধরে অগ্রসর হচ্ছিলেন। আমরা যখন সামুরা আস-সাউওয়াফে বাড়ির বরাবর পৌঁছলাম, তখন তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং হযরত ইবন 'আব্বাস (র) হতে বর্ণনা করলেন যে, তিনি বলেছেন, সে সময় জমজ ভাইবোনের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। নিয়ম ছিল এক গর্ভের বোনের সাথে অপর গর্ভের ভাইয়ের বিবাহ হবে। প্রত্যেক গর্ভে একটি ছেলে ও একটি মেয়ের জন্ম হত। এভাবে দুই গর্ভে দু'টি মেয়ের জন্ম হয়; একটি অপরূপ সুন্দরী, অন্যটি নেহাত কুৎসিত। কুৎসিত মেয়েটির সাথের ভাই সুন্দরীর ভাইকে বলল, তোমার বোনকে আমার কাছে বিবাহ দাও এবং আমার বোনকে তুমি বিবাহ কর। সে বলল, তা হবে না। আমার বোনকে বিবাহ করার অগ্রাধিকার আমারই রয়েছে। তারপর তারা উভয়ে কুরবানী পেশ করল। একজন ভেড়া, অন্যজন কিছু শস্য। ভেড়ার মালিকের কুরবানী কবূল হল, অন্যজনেরটা কবূল হল না। এতে সে ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে হত্যা করে। এ ভেড়াটি আল্লাহ তা'আলার হিফাযতে থাকল। অবশেষে হযরত ইসহাক ('আ)-এর ফিদ্‌ইয়া হিসেবে এটি পাঠানো হয়। হযরত ইবরাহীম 'আলায়হিস সালাম সেটি এই সাফা-র উপর একটি গুহায় (ثبير?) যবহ করেন। জায়গাটি সামুরাহ আ'স সাউওয়াফে বাড়ী সংলগ্ন, পাথর নিক্ষেপকালে তোমার ডান পার্শ্বে পড়ে।

ইবন জুরায়জ (র) বলেন, অন্যান্য তফসীরকারগণও কাহিনীটি অনুরূপভাবেই বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবন 'আব্বাস (র) বলেন, হযরত আদম (আ)-এর সন্তানগণের উপর এ বিধান চার পুরুষ পর্যন্ত কার্যকর থাকে। তারপর আপন ভাই-বোনের বিবাহ নিষিদ্ধ করে চাচাত বোনকে বিবাহের নির্দেশ দেওয়া হয়।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ ব্যাপারে সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত হলো এ কথা বলা যে, আল্লাহ তা'আলা ঘাতক সম্পর্কে শুধু এতটুকু জানিয়েছেন যে, সে তার ভাইকে হত্যা করে। কিন্তু কিভাবে হত্যা করেছে, এ সম্পর্কে অকাট্য কোন তথ্য আমাদের কাছে নেই। সুদ্দী (র) যা বর্ণনা করেছেন, হতে পারে কাবীল সে পদ্ধতিই অবলম্বন করেছিল, কিংবা মুজাহিদ (র)-বর্ণিত পদ্ধতিও সে অবলম্বন করতে পারে। আল্লাহ তা'আলাই এর সঠিক অবস্থা জানেন। তবে হত্যা যে সে করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

فَاصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ অর্থাৎ হযরত আদম (আ)-এর যে ছেলে আপন ভাইকে হত্যা করল সে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হল। যারা পার্থিব জীবনের বিনিময়ে আখিরাতকে বিক্রয় করে দিয়েছে। কারণ তারা আখিরাতের উপর দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। ফলে এ বেচাকেনায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ও লোকসানে পড়েছে। তারা হয়েছে অকৃতকার্য।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(٣١) فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِىْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ ؕ قَالَ يٰوَيْلَتٰۤى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوْءَةَ اَخِىْ ۚ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ ۛۚ

৩১. অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একটি কাক প্রেরণ করলেন। সে জমিন খুঁড়তে লাগল, এ কথা শিক্ষা দেয়ার জন্যে যে, সে কিভাবে তার ভ্রাতার লাশ গোপন করবে। সে আক্ষেপ করে বলল-হায়, আমার এমন ক্ষমতাও নেই যে, একটি কাকের সমান হই এবং আমার ভাইয়ের লাশটি গোপন করতে পারি। এরপর সে লজ্জিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হল।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতটিও এ কথার একটি প্রমাণ যে, আল-কুরআনে বিধৃত এ ঘটনাটি হযরত আদম 'আলায়হিস সালামের ঔরসজাত ২ পুত্রের সাথে সম্পৃক্ত। হযরত হাসান বসরী (র) হতে 'আমর (র) যা বর্ণনা করেছেন, তা সঠিক নয়। কেননা এ আয়াতে আল্লাহ ত'আলা যে দুই ব্যক্তির অবস্থা তুলে ধরেছেন, তারা বনী ইসরাঈলের লোক হলে ভাইয়ের লাশ ঢেকে দেওয়ার ও তাকে দাফন করার ব্যাপারে ঘাতকের অজ্ঞ থাকার কথা নয়। আসলে এরা হযরত আদম 'আলায়হিস-সালামের ঔরসজাত পুত্র ছিল। ঘাতকের তখন জানা ছিল না মৃতের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার বিধান কি এবং সে তার নিহত ভাইয়ের লাশ কি করবে। বর্ণিত আছে, সে লাশটি কাঁধে নিয়ে ঘুরতে থাকে। এক সময় তাতে

পঁচন ধরে ও তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায়। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে মৃতের সৎকার করার পদ্ধতি শিক্ষা দিতে চাইলেন। তাই আয়াতে বর্ণিত কাক দু'টি পাঠালেন। কাবীল তার ভাইকে হত্যা করার পর লাশ নিয়ে কি করেছিল, এ সম্পর্কে তাফসীরকারদের বক্তব্য।

১১৭৫২. হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, সে তার ভাইকে এক বছর পর্যন্ত একটি থলিতে করে কাঁধে বয়ে বেড়ায়। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা কাক দু'টি প্রেরণ করেন। সে তাদেরকে মাটি খনন করতে দেখে বলল اَعَجَزْتُ اَن اَكُونَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ–আমি কি এ কাকের মতও হতে পারলাম না? এবং তার ভাইকে দাফন করল।

১১৭৫৩. হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِىْ سَوْءَةَ اَخِيْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা একটি মৃত কাকের কাছে একটি জীবিত কাক পাঠালেন। সে এসে মৃত কাকটির শবদেহ মাটির ভিতর গোপন করতে শুরু করল। তা দেখে ঘাতক ভাই বলে উঠল, يٰوَيْلَتٰى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ হায়! আমি কি এ কাকের মতও হতে পারলাম না?

১১৭৫৪. হযরত ইবন 'আব্বাস (রা), ইবন মাসউদ (রা) ও আরও কতিপয় সাহাবী হতে বর্ণিত। যুবকটির মৃত্যু হলে ঘাতক তাকে মাঠে ফেলে রাখে। তার জানা ছিল না কিভাবে তাকে দাফন করবে। তখন আল্লাহ তা'আলা দুই কাক-ভ্রাতাকে পাঠালেন। তারা পরস্পরে মারামারি শুরু করে দিল। এক পর্যায়ে তাদের একটি অন্যটিকে মেরে ফেলল। ঘাতক কাকটি মাটি খনন করে তার ভিতর মৃত কাকটিকে ঢেকে দিল। কাবীল তা দেখে বলে উঠল, يٰوَيْلَتٰى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوْءَةَ اَخِىْ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ এ ঘটনারই বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– يٰوَيْلَتٰى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوْءَةَ اَخِىْ

১১৭৫৫. মুহাম্মাদ ইবন 'আমর (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। মুজাহিদ (র) يَبْحَثُ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা একটি কাক পাঠালেন। সে অপর একটি মৃত কাকের জন্য মাটি খনন করতে লাগল। ঘাতক ভাই তা তাকিয়ে দেখছিল। সেও তার দেখাদেখি মাটি খনন করে তার ভিতর শবদেহ লুকিয়ে রাখল।

১১৭৫৬. মুজাহিদ (র) غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, কাকটি তার পাশের একটি মৃত কাকের জন্য মাটি খনন করল এবং তাতে সেটিকে গোপন করল। হযরত আদম (আ)-এর ঘাতক পুত্র তা তাকিয়ে দেখছিল। সেও অনুরূপ মাটি খনন করে তাতে ভাইয়ের শবদেহ লূকিয়ে রাখল। এরপর সে বলল يٰوَيْلَتٰى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ.

১১৭৫৭. মুজাহিদ (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা একটি কাককে অপর একটি কাকের প্রতি পাঠালেন। তারা পরস্পরে মারামারিতে লিপ্ত হল। এক পর্যায়ে তাদের একটি অন্যটিকে মেরে

ফেলল। অতঃপর সে তাকে মাটিতে ঢেকে দিল। তা দেখে কাবীল বলে উঠল– يٰوَيْلَتٰى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوْءَةَ اَخِىْ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ

১১৭৫৮. হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, একটি মৃত কাকের কাছে একটি জ্যান্ত কাক আসল এবং তাকে মাটি দ্বারা ঢেকে দিল। তা দেখে ভাইয়ের হত্যাকারী বলে উঠল— يٰوَيْلَتٰى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ 'হায়, আমি কি এ কাকের মতও হতে পারলাম না।

১১৭৫৯. হযরত 'আতিয়্যা (র) বলেন, কাবীল ভাইকে হত্যা করে অনুতপ্ত হল। সে তাকে নিয়ে ঘুরতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতে লাগল। পশু-পাখি অপেক্ষা করতে লাগল কখন তাকে ফেলে দেবে, তাহলে তারা তাকে ভক্ষণ করবে।

১১৭৬০. হযরত কাতাদা (র) فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَهُ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মাটি খনন করার জন্য পাঠালেন। বর্ণিত আছে, এ কাক দু'টি পরস্পরে মারামারি করে একটি অন্যটিকে মেরে ফেলে। এ ঘটনাটি হযরত আদম (আ)-এর ঘাতক পুত্রের চোখের সামনে ঘটল। জীবিত কাকটি মৃতটির উপর মাটি ছড়িয়ে দিতে শুরু করে। তা দেখে বলে ওঠে– يٰوَيْلَتَا اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوْءَةَ اَخِىْ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ.

১১৭৬১. হযরত কাতাদা (র) হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِىْ سَوْءَةَ اَخِيْ অর্থাৎ একটি কাক অপর একটি কাককে হত্যা করে এবং এর উপর মাটি ছড়িয়ে দিতে শুরু করে। তা দেখে যে ব্যক্তি তার ভাইকে হত্যা করেছিল, সে বলে উঠল– يٰوَيْلَتَا اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوْءَةَ اَخِىْ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ

১১৭৬২. হযরত মুজাহিদ (র) فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِىْ سَوْءَةَ اَخِيْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, একটি কাক অপর একটি কাককে ঢেকে দিল। কাবীল একশ' বছর পর্যন্ত ভাইয়ের শবদেহ কাঁধে বয়ে ফিরছিল। তাকে কি করবে বুঝতে পারছিল না। একবার কাঁধে নিত আরেকবার মাটিতে রেখে দিত। অবশেষে দেখতে পেল একটি কাক অপর একটি কাককে দাফন করছে। তখন সে বলে উঠল– يٰوَيْلَتَا اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوْءَةَ اَخِىْ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ

১১৭৬৩. আবূ মালিক (র) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা একটি কাক পাঠালেন। সে একটি মৃত কাককে দাফন করার জন্য মাটি খনন করতে লাগল। তা দেখে কাবীল বলে উঠল– اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوْءَةَ اَخِىْ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ

১১৭৬৪. হযরত দাহ্হাক (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা একটি মৃত কাকের প্রতি একটি জীবিত কাক পাঠালেন। জীবিত কাকটি অন্যটির শবদেহ মাটিতে ঢেকে দিতে লাগল। তা দেখে ভ্রাতৃ-ঘাতক ইবনে আদম, আলোচ্য আয়াতের কথাগুলি বলল—, يَٰوَيۡلَتَىٰٓ أَعَجَزۡتُ أَنۡ أَكُونَ مِثۡلَ هَٰذَا ٱلۡغُرَابِ

১১৭৬৫. ইবন ইসহাক (র) প্রাচীন গ্রন্থে পন্ডিত জনৈক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন, ভাইকে হত্যা করার পর কাবীল প্রচন্ড অনুতপ্ত হল। ভেবে পাচ্ছিল না তার লাশ কি করবে। কারণ, বলা হয়ে থাকে আদম সন্তানের মাঝে সেই-ই ছিল প্রথম নিহত, প্রথম মৃত ব্যক্তি। অনুতাপদগ্ধ কাবীল তখন উক্ত আয়াতের কথাগুলি বলে উঠল।

তাওরাতপন্থীদের ভাষ্য যে, কাবীল যখন তার ভাইকে হত্যা করে ফেলল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে বললেন, হে কাবীল! তোমার ভাই হাবীল কোথায়? সে বলল, জানি না। আমি তো তার পাহারাদার নই! আল্লাহ বললেন, তোমার ভাইয়ের রক্ত মাটি হতে আমাকে ডেকে ফরিয়াদ জানাচ্ছে। তুমি নিজ হাতে ভায়ের খুন ঝরিয়ে যে পৃথিবীর কণ্ঠ খুলে দিলে, তার পক্ষ হতে আজ থেকে তুমি অভিশপ্ত। তুমি এই মাটির উপর বসে যখন এ কাজ করলে, তখন এ মাটি আর তোমাকে কখনও তার ফসল দেবে না– যতক্ষণ না তুমি প্রচন্ড অনুতাপে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়াবে। কাবীল বলল, আমার অপরাধ কি আপনার ক্ষমা অপেক্ষাও বড় হয়ে গেছে যে, আপনি আমাকে ভূ-পৃষ্ঠ হতে বহিষ্কার করে দিচ্ছেন, আপনার সম্মুখ হতে আমাকে আড়াল করে দিচ্ছেন এবং সেই সাথে আমাকে অনুতাপে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়াতে হবে, ফলে যে-ই আমাকে পাবে হত্যা করবে? আল্লাহ আ'আলা বললেন, ঠিক তা নয়। যে-কোন হত্যাকারীই একটি হত্যার বদলে সাতগুণ পুরস্কার লাভ করবে না, তবে কাবীলকে যে হত্যা করবে তাকে সাতগুণ পুরস্কার দেওয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা কাবীলের মাঝে একটি নিদর্শন (?) রেখেছিলেন, যাতে যে-কেউ তাকে পেলেই হত্যা না করে। কাবীল আল্লাহ তা'আলা সম্মুখ হতে জান্নাতু 'আদ্‌ন-এর পূর্ব দিক দিয়ে বের হয়ে গেল।

১১৭৬৬. হযরত খায়ছামা (র) বলেন, আদম-পুত্র যখন তার ভাইকে হত্যা করল, তখন মাটি তার রক্ত চুষে ফেলল। ফলে তাকে অভিসম্পাত করা হল। এর পর মাটি কোন রক্ত শোষণ করেনি।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, শেষ পর্যন্ত আয়াতের ব্যাখ্যা এই দাড়াচ্ছে যে, ঘাতক যখন বুঝতে পারল না তার নিহত ভাইকে কি করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একটি কাক পাঠিয়ে দিলেন। غُرَابًا يَبۡحَثُ فِي ٱلۡأَرۡضِ অর্থাৎ কাকটি জমি গর্ত করে মাটি তুলতে লাগল। لِيُرِيَهُۥ كَيۡفَ يُوَٰرِي سَوۡءَةَ أَخِيهِ অর্থাৎ তাকে দেখানোর জন্য যে, কিভাবে সে তার ভাইয়ের শবদেহ গোপন করবে।

اَلسَّوْأَةُ। শব্দটি কখনও 'লজ্জাস্থান' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তবে তার বহুল প্রচলিত অর্থ 'শবদেহ', যেমন আমি উল্লেখ করেছি। তাফসীরবেত্তাদের থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতে একটি অংশ উহ্য রয়েছে, যা অবশিষ্ট অংশ দ্বারা বোঝা যায় বিধায় উল্লেখ করা হয়নি। তা হচ্ছে– فاراه بان يبحث فى الارض لغراب اخر

مـيـت فـواراه فـيـهـا অর্থাৎ কাকটি অপর মৃত কাকটির জন্য মাটি খনন করল এবং তাতে তাকে গোপন করল। এভাবে সে তাকে ভাইয়ের শবদেহ গোপন করার উপায় দেখিয়ে দিল। তখন সে বলে উঠল- يٰوَيْلَتَا اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ হায়, আমি এ কাকটির মতও হতে পারলাম না, যে অপর একটি মৃত কাককে দাফন করেছে। فَاُوَارِىَ سَوْءَةَ اَخِىْ -তা হলে আমি আমার ভাইয়ের শবদেহ দাফন করতে পারতাম? এই বলে সে তাকে দাফন করল। তারপর فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ -সে ভ্রাতৃ-হত্যার অপরাধ-বোধে অনুতপ্ত হল।

উল্লিখিত আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা'আলা যে ঘটনা উল্লেখ করলেন, এটা বনী আদমের জন্য একটা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এতদদ্বারা তিনি বিশ্বাসী সাহাবা-ই কিরামকে বনী নাযীরের ইয়াহূদীদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। তারা প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবা-ই কিরামকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, যখন তাঁরা 'আম্‌র ইবন উমায়্যা আ'দ-দামরী (রা)-এর হাতে নিহত ব্যক্তিদ্বয়ের দিয়াত আদায়ে সহযোগিতা চাওয়ার জন্য তাদের নিকট গিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা প্রথমে তাঁদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন যে, ইয়াহূদীদের পূর্ব পুরুষদের প্রতি তাঁর অসংখ্য নি'মাত ও অনুগ্রহ সত্ত্বেও তাদের স্বভাব-চরিত্র ছিল কত জঘন্য এবং সরল ও সঠিক পথ অবলম্বনে তারা কী রূপ গড়িমসি করত। তারপর ইয়াহূদীদের প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন এবং সবশেষে কুরবানী পেশকারী আদম পুত্রদ্বয়ের উল্লেখ দ্বারা মু'মিনদের বিশ্বাস রক্ষা ও ক্ষমার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

এ দৃষ্টান্তের আরও একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, মু'মিনগণ যেন এ দুয়ের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, তারই অনুসরণ করে, নিকৃষ্টের নয়। রাসূলে কারীম সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম হতে এ সম্পর্কে হাদীসও বর্ণিত আছে।

১১৭৬৭. মু'তামির ইবন সুলায়মান (র) বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা বাক্‌র ইবন ওয়াইল (র)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি জানেন, রাসূলে কারীম সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহু তা'আলা আদম-পুত্রদ্বয় দ্বারা তোমাদের সম্মুখে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। তোমরা তাদের শ্রেষ্ঠজনকে অনুসরণ কর এবং মন্দকে পরিত্যাগ কর? তিনি বললেন, হাঁ জানি।

১১৭৬৮. হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, রাসূলে কারীম সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আদম-পুত্রদ্বয় দ্বারা এ উম্মতের সম্মুখে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। অতএব, তোমরা তাদের শ্রেষ্ঠজনের অনুসরণ কর।

১১৭৬৯. অপর এক সূত্রে হযরত হাসান বসরী (র) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা আদম-পুত্রদ্বয়কে তোমাদের সামনে দৃষ্টান্তরূপে তুলে ধরেছেন। অতএব, তোমরা তাদের উত্তমের অনুসরণ কর, অধমকে ত্যাগ কর।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(٣٢) مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۚ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَیْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِی الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیْعًا ؕ وَ مَنْ اَحْیَاهَا فَكَاَنَّمَاۤ اَحْیَا النَّاسَ جَمِیْعًا ؕ وَ لَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَیِّنٰتِ ؗ ثُمَّ اِنَّ كَثِیْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِی الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ۝

৩২. এ জন্যেই আমি বনী ইছরায়ীলকে লিখে দিয়েছি, যে কেউ অন্য কারোও জীবনের বিনিময় অথবা পৃথিবীতে ভীষণ গোলযোগের দরুণ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলো, সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করলো। পক্ষান্তরে, যে কেউ একটি প্রাণ রক্ষা করবে, সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে রক্ষা করলো।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ মানে তার এই দুষ্কর্ম এবং অন্যায় ও অপরাধের দরুণ। অর্থাৎ আদম-পুত্রদ্বয়ের বর্ণিত কাহিনীতে ভ্রাতৃ-হত্যাকারীর দুষ্কৃতি ও অপরাধের দরুণ আমি বনী ইসরাঈলের প্রতি এই বিধান দিলাম ...।

বলা হয় اَجلتُ هذا الامر। আমি এটাকে তার দিকে টেনে এনেছি এবং অর্জন করেছি। অনুরূপ اجله له أجلاً অর্থাৎ 'আমি তাকে মজবুত ধরেছি।' এ অর্থেই কবি বলেন-

وأهل خباء صالح ذات بينهم + قد احتربوا فى عاجل أنا أجله

আর সে তাঁবুবাসী- যাদের মাঝে বিরাজ করছিল শান্তি,

তারা সম্প্রতি প্রজ্বলিত করেছে সমরানল।

আমি তার দাদ তুলে ছাড়ব।

এখানে أنا أجله মানে আমি তা তাদের উপর টেনে নেব এবং তাতে ব্যাপৃত হব।

আয়াতের সারমর্ম হলো, অন্যায়ভাবে হযরত আদম (আ) এর অপরাধের কারণে আমি বনী ইসরাঈলের প্রতি এই বিধান দিলাম যে, নর হত্যার বদলে হত্যা কিংবা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার দরুণ তথা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কিংবা লুটতরাজের শাস্তিতে হত্যা করা ব্যতীত কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে, সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল। তাফসীরকারগণও আমি যা ব্যাখ্যা করেছি, তাই বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৭৭০. হযরত দাহ্হাক (র) বলেন, مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ এর অর্থ হলো, হযরত আদম (আ)-এর ছেলে তার ভাইকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার কারণে .... ।

তাফসীরকারগণের মধ্যে مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا -এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেন, এর অর্থ কেউ কোন নবী বা ন্যায়পরায়ণ শাসককে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল। আর কেউ কোন নবী বা ন্যায়-পরায়ণ শাসকের সাহায্য করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৭৭১. হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি কোন নবী বা ন্যায়পরায়ণ শাসকের সাহায্য করল, সে যেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। আর যে ব্যক্তি কোন নবী বা ন্যায়পরায়ণ শাসককে হত্যা করে, সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকে হত্যা করে।

১১৭৭২. অপর এক সূত্রে বর্ণিত যে, হযরত ইবন 'আব্বাস (রা)-এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেন, আমি নিষিদ্ধ করেছি এমন একজনকে হত্যা করলে তা দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে হত্যা করার সমতুল্য। আর এমন ব্যক্তিকে যদি আমার ভয়ে হত্যা করা হতে বিরত থাকে এবং তার প্রাণ রক্ষা করে তবে তা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের প্রাণ রক্ষা করার সমতুল্য। বস্তুতঃ এর দ্বারা আম্বিয়ায়ে কিরামকে বোঝান হয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, কোন ব্যক্তি কাউকে নরহত্যা বা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করার কারণ ব্যতীত যদি অন্যায়ভাবে হত্যা করে তবে সে নিহতের দৃষ্টিতে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকে হত্যা করল। এ তুলনা হলো, গুনাহের দিক থেকে। আর কেউ বিপদকালে কারও প্রাণ রক্ষা করলে, নিষ্কৃতের দৃষ্টিতে সে যেন দুনিয়ার তাবৎ মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৭৭৩. ইবন 'আব্বাস (রা), ইবন মাস'উদ (রা) ও আরও কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণিত যে, তারা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا অর্থ সে যেন গুনাহের দিক থেকে নিহতের দৃষ্টিতে সকল মানুষকে হত্যা করল। وَمَنْ اَحْيَاهَا অর্থাৎ কাউকে বিপদে রক্ষা করলে فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا সে যেন নিষ্কৃতের দৃষ্টিতে সকল মানুষকে রক্ষা করল।

অন্যান্য তফসীরকারগণ বলেন, নিষিদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যাকারী জাহান্নামে প্রবেশ করবে, যেমন তাতে প্রবেশ করবে সকল মানুষকে হত্যাকারী। আর যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করা হতে বিরত থাকে, সে যেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে হত্যা করা হতে বিরত থাকে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৭৭৪. হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَانَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا এর অর্থ, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা হতে বিরত থাকে, সে যেন তার প্রাণরক্ষা করে। مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا -এর অর্থ من اوبقها। যে ব্যক্তি কাউকে ধ্বংস করে (অর্থাৎ হত্যা করে)।

১১৭৭৫. হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, কোন ব্যক্তি কাউকে নিপাত করলে সে তো এমন হয়ে গেল, যেমন সকল মানুষকে হত্যা করলে হয়। আর কেউ কারও প্রাণ রক্ষা করলে এবং তার প্রতি জুলুম পরিহার করে তাকে হত্যা না করলে, সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকে হত্যা করা হতে বিরত থাকল।

১১৭৭৬. হযরত মুজাহিদ (র) فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যদি কেউ কাউকে রক্ষা করে, তাকে হত্যা না করে, তাহলে সমস্ত মানুষই যেন তার থেকে নিরাপদ রইল; সে কাউকেই হত্যা করল না।

১১৭৭৭. হযরত মুজাহিদ (র) مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا এর ব্যাখ্যায় বললেন, সে যদি দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে হত্যা করত তবে তার শাস্তি হত অনন্তকালের জন্য জাহান্নাম; তার উপর আল্লাহ পাক নারাজ এবং তার উপর আল্লাহ পাকের লা'নত; তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

১১৭৭৮. অপর এক সূত্রে হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا -এর অর্থ, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত কোন মু'মিনকে হত্যা করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য শাস্তি রেখেছেন জাহান্নাম, তার প্রতি আল্লাহ পাকের গজব ও লা'নত এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। সে যদি দুনিয়ার সমস্ত মানুষকেও হত্যা করত, তবু তার শাস্তি এর চেয়ে বেশী হত না। وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسُ جَمِيْعًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করল না, দুনিয়ার সমস্ত মানুষ তার থেকে রক্ষা পেল।

১১৭৭৯. হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, এর অর্থ কেউ কাউকে ধ্বংস করল...।

১১৭৮০. হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, এর অর্থ একজনকে হত্যা করা গুনাহ হিসেবে দুনিয়ার সকল মানুষকে হত্যা করার সমান। হযরত মুজাহিদ (র) আরও বলেন, এ আয়াত এবং وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَؤُهُ جَهَنَّمُ "কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম" (সূরা নিসাঃ ৯৩)-এর অর্থ হচ্ছে, দুনিয়ার সকল মানুষকে হত্যা করলে যেমন জাহান্নাম অবধারিত, তেমনি একজন মু'মিনকে হত্যা করলেও একই শাস্তি ভোগ করতে হবে।'

১১৭৮১. হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا

এর অর্থ তো সুস্পষ্ট আর وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا এর অর্থ যাকে হত্যা করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন, তাকে হত্যা না করাই হচ্ছে তার প্রাণ রক্ষা করা। এরূপ করা যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করা। অর্থাৎ কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা না করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।

১১৭৮২. মুজাহিদ (র) বলেন, وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا অর্থ যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা হারাম মনে করল এবং তাকে হত্যা করল না।

১১৭৮৩. 'আলা' হতে বর্ণিত। আমি মুজাহিদ (র)-কে বলতে শুনেছি, তিনি وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা হতে বিরত থাকল, সে যেন তাকে জীবিত করল।

১১৭৮৪.মুজাহিদ (র) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এটি সূরা নিসা'র (নিসাঃ ৯৩)-এর অনুরূপ অর্থবোধক।

১১৭৮৫. মুজাহিদ (র) বলেন, فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا-এর বর্ণিত শাস্তি সূরা নিসা-র وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا -এর অনুরূপ, আর وَمَنْ اَحْيَاهَا-এর অর্থ যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করল না, সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকে জীবিত রাখল।

১১৭৮৬. মুজাহিদ (র) হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত, وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا -এ আয়াত পাঠ করে উপস্থিত লোকদের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, هو هذا وهذا 'তা এই এবং এই' (অর্থাৎ এ আয়াতের অর্থ সূরা নিসার ৯৩ আয়াতে বর্ণিত শাস্তির ন্যায়।]

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, অন্যায়ভাবে কোন এক ব্যক্তিকে হত্যা করা দুনিয়ার সকল মানুষকে হত্যা করার সমতুল্য এ কারণে যে, এমতাবস্থায় তার উপরে যে কিছাছ ও শাস্তি আরোপিত হয়, একই শাস্তি আরোপিত হত যদি সে দুনিয়ার সকল মানুষকে হত্যা করত।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৭৮৭. হযরত ইবন যায়দ (র) বলেন, مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا অর্থ, তার উপর সেই শাস্তিই আরোপিত হবে, যা আরোপিত হত দুনিয়ার সকল মানুষকে হত্যা করলে। তিনি বলেন, আমার পিতা এরূপই বলতেন।

অন্যান্য তফসীরকারগণ বলেন, وَمَنْ اَحْيَاهَا অর্থ, কারও উপর কিছাছ অনিবার্য হয়ে গেলে দাবীদার যদি তাকে হত্যা না করে ক্ষমা করে দেয়, তবে সে যেন তার জীবন দান করল।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৭৮৮. হযরত ইবন যায়দ (র) وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَانَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, কেউ কারও প্রাণ দান (রক্ষা) করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে সেই সওয়াব দান করবেন, যা দান করা হত সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করলে। اَحْيَاهَا (প্রাণ দান)-এর অর্থ, হত্যা না করে ক্ষমা করে দেওয়া। এর দ্বারা নিহতের অভিভাবককে বা খোদ নিহত ব্যক্তিকে বোঝান হয়েছে, যদি সে মৃত্যুর পূর্বে ক্ষমা করে যায়। ইবন যায়দ (র) বলেন, আমার পিতা এরূপই বলতেন।

১১৭৮৯.হযরত হাসান বসরী (র) বলেন وَمَنْ اَحْيَاهَا অর্থ যে ব্যক্তি ক্ষমা করে দেয়।

১১৭৯০. অন্য সূত্রে হাসান বসরী (র) وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَانَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যার কোন প্রিয়জন নিহত হয়, সে যদি তার রক্তের দাবী ক্ষমা করে দেয়।

১১৭৯১. হযরত হাসান বসরী (র) হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি এর অর্থ করেন, শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেওয়া।

অন্যান্য তাফ্সীরকার বলেন, وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَانَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا -এর অর্থ, যে ব্যক্তি কোন ডুবন্ত বা অগ্নিকবলিত মানুষকে রক্ষা করে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৭৯২. হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَانَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا -এর অর্থ, যে ব্যক্তি কোন ডুবন্ত বা অগ্নিকবলিত মানুষকে রক্ষা করে কিংবা কাউকে অনিবার্য ধ্বংস হতে বাঁচায়।

১১৭৯৩. অন্য সূত্রে হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, وَمَنْ اَحْيَاهَا -এর অর্থ, যে ব্যক্তি কোন ডুবন্ত বা অগ্নিকবলিত কিংবা দুর্ঘটনা কবলিত মানুষকে রক্ষা করে।

১১৭৯৪. অপর এক সূত্রে বর্ণিত। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, وَمَنْ اَحْيَاهَا অর্থ, যে ব্যক্তি কাউকে রক্ষা করে।

১১৭৯৫. হযরত দাহহাক (র) مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা সে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুক বা না-ই করুক।

১১৭৯৬. অপর এক সূত্রে বর্ণিত। হযরত দাহ্হাক (র) اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যদি সে তাকে হত্যা না করত, তবে সকল মানুষের প্রাণ রক্ষার সমতুল্য কাজ করতো, তখন সে নিষিদ্ধ বিষয়কে বৈধ মনে করার পর্যায়ে পড়ত না।

১১৭৯৭. ইবন ওয়াকী' (র)-এর সূত্রে বর্ণিত, হযরত হাসান বসরী (র) مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ পাঠ করে বলেন, অর্থাৎ এর শাস্তি অতি কঠিন।

১১৭৯৮. কাতাদা (র) বলেন, হত্যা করা হতে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুক বা না-ই করুক, কোন অবস্থাতেই সে হত্যা করেনি, তখন সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে, তা হত্যার পরিবর্তেও নয় কিংবা কোন ধ্বংসাত্মক কার্য হেতুও নয়। অতঃপর তিনি فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا পাঠ করে বলেন, আল্লাহর কসম, এ প্রাণ রক্ষার প্রতিদানও অতি বিরাট এবং হত্যার শাস্তিও ভয়াবহ। অতএব হে, বনী আদম! তুমি তোমার সাধ্যমত মানুষের প্রাণ রক্ষা করার চেষ্টা কর। সম্ভব হলে তুমি আপন ক্ষমা দ্বারা অপরের জীবন রক্ষা কর। বলাই বাহুল্য, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ব্যতীত এটা করার শক্তি নেই কারও। আমাদের জানা নেই এই কিবলার অনুসারী মুসলিমের রক্ত তিনটি কারণের কোন একটি ছাড়া বৈধ হতে পারে। কারণ তিনটি এই, কোন মুসলিম ধর্ম ত্যাগ করতঃ কুফর অবলম্বন করলে; বিবাহিত মুসলিম ব্যভিচার করলে কিংবা কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যা করলে। প্রথমটির ক্ষেত্রে কতল, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে রাজম (প্রস্তারাঘাতে মৃত্যুদন্ড) এবং তৃতীয়টির ক্ষেত্রে কিসাস (হত্যার বদলে হত্যা) আরোপিত হয়।

১১৭৯৯. কাতাদা (র) এ আয়াত তিলাওয়াত করে বলেন, আল্লাহর শপথ, এই প্রাণরক্ষার পুরস্কার যেমন বিরাট, তেমনি হত্যার শাস্তিও ভয়ানক।

১১৮০০. সুলায়মান ইবন 'আলী আ'র-রাব'ঈ (র) বলেন, আমি হযরত হাসান বসরী (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবূ সা'ঈদ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ -এর বিধান কি আমাদের জন্যও প্রযোজ্য? তিনি বললেন, অবশ্যই, সেই সত্তার শপথ, যিনি ভিন্ন আর কোন ইলাহ নেই, এ বিধান বনী ইসরাঈলের মত আমাদের জন্যও সমান প্রযোজ্য। আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের রক্ত আমাদের রক্তের চেয়ে বেশি দামী বানাননি।

১১৮০১. আবু'ল-ফাদ্‌ল খালিদ (র) বলেন, আমি হযরত হাসান বসরী (র)-কে فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ اَخِيْهِ থেকে وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا পর্যন্ত পাঠ করে বলতে শুনেছি, তোমরা শুনছ, নর হত্যার জন্য আল্লাহ তা'আলা কি বিরাট শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন এবং জীবন রক্ষার পুরস্কারের প্রতিও কি দারুণভাবে উৎসাহিত করেছেন। অতএব হে আদম সন্তান! তুমি যদি ভাব সমস্ত মানুষকে হত্যা করার পর তুমি স্বীয় কর্ম দ্বারা জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারবে, তাহলে মনে রাখবে, তুমি আত্ম প্রবঞ্চণার শিকার, শয়তান তোমাকে মিথ্যা আশা দিচ্ছে।

১১৮০২. হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا অর্থাৎ এক ব্যক্তিকে হত্যা করা শাস্তির দিক থেকে সমস্ত মানুষকে হত্যা করার সমান। অনুরূপ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا অর্থাৎ এক ব্যক্তির জীবন রক্ষা করা প্রতিদানের দিক থেকে সমস্ত মানুষের জীবন রক্ষা করার সমতুল্য।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমূহের মাঝে আমার কাছে তাদের ব্যাখ্যাই সঠিক, যাঁরা বলেন, যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে হত্যা করে; সে মু'মিন কোন নরহত্যায় লিপ্ত হয়নি যে, কিছাছ স্বরূপ সে হত্যার উপযুক্ত হয়ে গেছে, কিংবা সে পৃথিবীতে কোন অশান্তির কাজেও লিপ্ত হয়নি, যথা আল্লাহ-রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, মু'মিনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ; তাহলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সে এমন কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যায়, যেন সে দুনিয়ার সকল মানুষকে হত্যা করেছে। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সে শাস্তির ঘোষণা এভাবে দিয়েছেন, وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا —কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হবে, এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহা শাস্তি প্রস্তুত রাখবেন (সূরা নিসা ঃ ৯৩)।

مَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا এ ক্ষেত্রে তাদের ব্যাখ্যাই উত্তম, যারা বলেন, আল্লাহ তা'আলা যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করা নিজের প্রতি নিষিদ্ধ রাখে। ফলে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়না। তার পক্ষ হতে নিরাপত্তা পেয়ে যেন সকল মানুষ জীবিত থাকে। এ হলো তাদেরকে জীবন দান করার অর্থ। দৃষ্টান্ত হিসেবে সেই ব্যক্তির উক্তি পেশ করা যায়, যে হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের সাথে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা সে বৃত্তান্ত উল্লেখ করেছেন। হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম তাকে বলেছিলেন, رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ তিনি আমার প্রতিপালক, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। উত্তরে সে বলল اَنَا اُحْيٖ وَاُمِيْتُ আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই (সূরা বাকারা ঃ ২৫৮)। এখানে যে কাফির সে বলল اَنَا اُحْيٖ —আমিও জীবন দান করি– এর অর্থ আমি যাকে হত্যা করতে সক্ষম তাকে নিষ্কৃতি দেই। অনুরূপ وَاُمِيْتُ —মৃত্যু ঘটাই অর্থ– যাকে ইচ্ছা হত্যা করি। তেমনি আলোচ্য আয়াতে مَنْ اَحْيَاهَا এর মাঝে জীবন দানের অর্থ-তার হত্যা কার্য হতে মানুষের নিরাপত্তা লাভ করা– এটা তাদেরকে জীবন দান করার সমতুল্য। অবশ্য যে সব ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে হত্যার অনুমতি আছে, তা ব্যতিক্রম।

আমি যে আয়াতের এ ব্যাখ্যাকে উৎকৃষ্ট সাব্যস্ত করলাম, তার কারণ, নগদ (পার্থিব) ক্ষতির দিক থেকে এক ব্যক্তির হত্যা কখনই সকল মানুষের হত্যার সমতুল্য হতে পারে না। অনুরূপ একই ব্যক্তির জীবন রক্ষা সকল মানুষের জীবন রক্ষার সমান হতে পারে না। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সকল মানুষের জীবন দানের অর্থ তার থেকে সকল মানুষের নিরাপত্তা লাভ। কেননা, যে ব্যক্তি কোন একজনকে হত্যায় উদ্যত হল না, তার থেকে সমষ্টির নিরাপত্তা লাভ হল। সমষ্টির একজনকে হত্যা করা যে সমষ্টিকে হত্যা করার পর্যায়ভুক্ত-এটা কেবল গুনাহের দিক থেকে; অন্যথায় মানব সন্তানের কোন একজনের হত্যা সমষ্টিকে হত্যার সমান হতে পারে না, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে একজনের হত্যা অপর কোনজনের হত্যা অপেক্ষা বেশী ক্ষতিকারক হয়ে থাকে।

وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ

অর্থ ঃ আর নিশ্চয় আমার বহু রসূল তাদের নিকট দলীল-প্রমাণ নিয়ে এসেছেন। কিন্তু এরপরও তাদের মধ্যে অনেকেই পৃথিবীতে বাড়াবাড়ি করেছে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করে বলেছেন যে, يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْهَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْا হতে এ পর্যন্ত যে বনী ইসরাঈলের বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হল, তাদের নিকট তার রাসূলগণ এসেছিলেন।

بِالْبَيِّنٰتِ অর্থাৎ স্পষ্ট নিদর্শন ও উজ্জ্বল প্রমাণাদিসহ, যা সাব্যস্ত করত যে, তাঁরা তাদের কাছে যা সহ প্রেরিত হয়েছেন, তা সত্য এবং তারা তাদেরকে যে ঈমান ও আল্লাহর দেওয়া বিধান, তা আদায়ের প্রতি আহবান করে, তা সত্য।

ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ -এর পরও বনী ইসরাঈলের অনেকে দুনিয়ার সীমালংঘনকারীই রয়ে গেল।

وَلَقَدْ جَاءَ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ -এর هم সর্বনাম দ্বারা বনী ইসরাঈলকে বোঝান হয়েছে। تهم -এর هم একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

بَعْدَ ذٰلِكَ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ রাসূলগণের আগমনের পরও فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ খেয়াল খুশীর অনুসরণ ও আম্বিয়ায়ে কিরামের বিরোধিতার মাধ্যমে তারা পৃথিবীতে মহান আল্লাহর অবাধ্য। তার আদেশ নিষেধের বিরুদ্ধাচারী এবং মহান আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত রয়ে গেল। এ হলো দুনিয়ায় তাদের সীমালংঘন।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(٣٣) اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ۚ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ

৩৩. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি হলো

Contents

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, পূর্ববর্তী আয়াতে فَسَادٌ فِى الْاَرْضِ (পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ)-এর কথা বলা হয়েছিল, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তার বিধান বর্ণনা করেছেন; এরূপ কার্যে লিপ্ত ব্যক্তির কি শাস্তি তা বান্দাদেরকে অবগত করেছেন। তিনি বলেন, এরূপ ব্যক্তির শাস্তি হত্যা করা অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা, অথবা বিপরীত দিক হতে তার হাত-পা কেটে ফেলা কিংবা দেশ হতে নির্বাসিত করা। দুনিয়ায় এভাবে তাকে লাঞ্ছিত করা হবে। আর আখিরাতে তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি-যদি না তওবা করে।

এ আয়াত কাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, সে সম্পর্কে তাফসীরকারগণের একাধিক মত রয়েছে।

কোন কোন মুফাস্সির বলেন, তা নাযিল হয়েছে আহ্লে কিতাবের একটি দল সম্পর্কে, যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুক্তি ছিল। কিন্তু তারা সে চুক্তি লংঘন করে দেশে অশান্তিকর কাজে লিপ্ত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে প্রিয়নবী (সা)-কে তাদের বিধান জানিয়ে দিয়েছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৮০৩. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, একদল আহ্লে কিতাব ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে সন্ধি চুক্তি ছিল; কিন্তু কিতাবীরা সে চুক্তি লংঘন করতঃ দেশে অশান্তি সৃষ্টিতে লিপ্ত হয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার রাসূলকে এই ইখতিয়ার দিলেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে হত্যা করতে পারেন কিংবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত-পা কেটে দিতে পারেন।

১১৮০৪. হযরত মুছান্না (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। হযরত দাহ্হাক (র) বর্ণিত একটি সম্প্রদায় ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে মৈত্রিচুক্তি ছিল, কিন্তু তারা চুক্তি ভংগ করে লুট-তরাজ ও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা)-কে এই এখতিয়ার দিলেন যে, তিনি চাইলে তাদেরকে হত্যা করতে পারেন, অথবা ক্রুশবিদ্ধ করতে পারেন কিংবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত-পা-ই কেটে দিতে পারেন।

১১৮০৫. দাহ্হাক (র) হতে অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে । অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এ আয়াতে মুশ্রিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৮০৬. 'ইকরিমা (র) ও হাসান বসরী (র) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ হতে اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ পর্যন্ত আয়াত দু'টি মুশরিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ। তোমাদের হাতে ধরা পড়ার আগে তাদের কেউ তওবা করে নিলে তোমরা তার বিরুদ্ধে কোন

ব্যবস্থা নিতে পার না। আর কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি নর হত্যা বা ধ্বংসাত্মক কার্য কিংবা আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং ধরা পড়ার আগে কাফির দেশে পালিয়ে যায়, তবে এ আয়াত তাকে শাস্তি হতে নিষ্কৃতি দেয় না।

১১৮০৭. অপর এক সূত্রে হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আয়াতটি মুশরিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এ আয়াত 'উক্ল ও 'উরায়না সম্প্রদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা ইসলাম ত্যাগ করতঃ আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৮০৮. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (র) হত বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উক্ল ও 'উরায়না সম্প্রদায়ে একটি দল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের পেশা পশু পালন, আমরা কৃষিজীবি নই। মদীনার আবহাওয়া আমাদের উপযোগী নয় বিধায় আমরা অসুস্থ হয়ে পড়েছি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য এক পাল উট ও তার রাখাল নির্দিষ্ট করে দিলেন এবং তাদেরকে বললেন, তোমরা সেখানে যাও এবং উটের দুধ ও প্রস্রাব পান কর। কিন্তু তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সে রাখালকে হত্যা করে উটের পালটি তাড়িয়ে নিয়ে চলল, তারা ইসলামও ত্যাগ করেছিল। তারপর তাদেরকে গ্রেপ্তার করে প্রিয় নবী (সা)-এর সম্মুখে হাজির করা হয়। তিনি তাদের হাত-পা কেটে দেন এবং চোখ ফুঁড়ে দেন। তারপর তাদেরকে খোলা মাঠে ফেলে রাখেন। তারা সেখানে মারা যায়। আয়াতটি তাদেরই সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে—

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

১১৮০৯. আনাস ইব্ন মালিক (র) হতে অপর সূত্রে অনুরূপ ঘটনা বর্ণিত আছে।

১১৮১০. 'আবদুল-কারীম (র)-এর নিকট উটের প্রস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, সা'ইদ ইব্ন জুবায়র (র) একদল সন্ত্রাসী সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, একদল লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আবেদন জানায়, আমরা আপনার কাছে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করব। তিনি তাদের বায়'আত করলেন; কিন্তু তারা ছিল কপট। মূলতঃ ইসলাম গ্রহণ তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তারপর তারা বলল, মদীনার আবহাওয়া আমাদের স্বাস্থ্যসম্মত নয়। প্রিয় নবী (সা) বলেন, এই দুধেল উটনীগুলো সকাল-বিকাল তোমাদের পাশ দিয়ে আসা-যাওয়া করবে। তোমরা এদের দুধ ও প্রস্রাব পান করতে থাক। এভাবেই তাদের দিন কাটতে থাকল। হঠাৎ একদিন প্রিয় নবী (সা)-কে লক্ষ্য করে কোন সাহাবী চিৎকার দিয়ে বললেন, তারা রাখালকে হত্যা করে উটনীর পাল নিয়ে যাচ্ছে। সাথে সাথে নবী (সা)-এর নির্দেশে ঘোষণা করা হল- يَاخَيْلَ اللّٰهِ ارْكَبِىْ "হে আল্লাহ্র রেসালা! প্রস্তুত হও।" সেই মুহূর্তে তারা ধাওয়া করলেন। এক অশ্বারোহী অন্য অশ্বারোহীর অপেক্ষা করলেন না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাদের ঘাঁটিতে নিয়ে গেলেন। তারপর প্রিয় নবী (সা)-এর সাহাবীগণ তাদেরকে

পাকড়াও করে নিয়ে আসলেন এবং তাঁর সম্মুখে হাজির করলেন। এ সময় নাযিল হল إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ .... আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে যে নির্বাসিত করা হল তা এভাবে, সাহাবা-ই কিরাম তাদেরকে মুসলমানদের দেশ হতে বহিষ্কার করে, তাদের ঘাঁটি ও তাদের দেশে তাড়িয়ে দিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে হত্যা করলেন, ক্রুশবিদ্ধ করলেন। হাত-পা কেটে দিলেন এবং চোখ ফুঁড়ে দিলেন। লাশের অংগচ্ছেদন এর আগে বা পরে আর কখনও প্রিয় নবী (সা) করেন নি। বরং তিনি এটা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, لاتمثلوا بشئ—তোমরা কোন কিছু দ্বারা অঙ্গচ্ছেদ করো না। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (র) এরূপ বর্ণনা করতেন। তবে তিনি এটাও বলেছেন যে, প্রিয়নবী (সা) তাদেরকে হত্যা করার পর অগ্নিদগ্ধ করেন।

তাফসীরকারদের কেউ বলেন, এরা ছিল বানূ সুলায়ম গোত্রের লোক। তাদের মধ্যে কতক উরায়না গোত্রের এবং কতক বাজীলা গোত্রেরও ছিল।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৮১১. হযরত জারীর (র) বলেন, উরাইনা গোত্রের কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করল। তারা ছিল পাদুকাহীন, কৃশকায়। তিনি তাদের শুশ্রূষার নির্দেশ দিলেন। সুস্থ-সবল হওয়ার পর তারা উটের রাখালকে হত্যা করল এবং উটগুলি নিয়ে নিজ দেশের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ল। হযরত জারীর (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম একদল মুসলিমসহ আমাকে পাঠালেন। আমরা তাদের ধরে আনলাম। তারা তাদের দেশে ঢুকে পড়েছিল। আমরা তাদেরকে প্রিয় নবী (সা)-এর সম্মুখে হাযির করলাম। তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে, এবং তাদের চোখও ফুঁড়ে দেওয়া হলো। তারা বলছিল, পানি পানি। প্রিয় নবী উত্তর দিলেন, আগুন আগুন। এভাবে তাদের সকলের মৃত্যু ঘটল। তাদের চোখ ফোড়ানো আল্লাহ্ পাক পছন্দ করেন নি। তাই তিনি এ আয়াতে নাযিল করেন .... إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

১১৮১২. হযরত 'উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (র) বলেন, 'উরাইনা গোত্রের কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের উষ্ট্রপালের উপর হানা দেয়। তারা তাঁর চারণ কার্যে নিযুক্ত যুবককে হত্যা করে উটগুলি তাড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। তিনি সংবাদ পেয়েই লোক পাঠান। তাঁরা তাদেরকে ধরে আনেন। তাদের হাত-পা কেটে দেওয়া হয় এবং চোখ ফুঁড়ে দেওয়া হয়।

১১৮১৩. হযরত 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (র) কিংবা ইব্‌ন আম্‌র (র) হতে উক্ত ঘটনা বর্ণিত আছে। তিনি আরও বলেন, এ আয়াত তাদেরই সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

১১৮১৪. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (র) হতে বর্ণিত। 'উক্‌ল' গোত্রের আটজন লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করে ইসলাম গ্রহণ করে; কিন্তু মদীনা তয়্যিবার আবহাওয়ায় তাদের স্বাস্থ্য টেকেনি। তিনি নির্দেশ দিলেন, তারা যেন যাকাতের উষ্ট্রপালের কাছে চলে যায়

এবং তার দুধ ও প্রস্রাব পান করে। তারা তাই করল। কিন্তু, পরে তারা রাখালকে হত্যা করে উটগুলি নিয়ে রওয়ানা হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাদের পেছনে একদল অনুসন্ধানকারী পাঠান। তারা তাদেরকে ধরে আনে। তাদের হাত-পা কেটে (খোলা মাঠে) ফেলে রাখা হয়। তাদের কোন সেবাযত্ন করা হয়নি। তারা এভাবেই মরে যায়।

১১৮১৫. হযরত আনাস (র) হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। তাদের চারজন ছিল উরাইনা গোত্রের এবং তিনজন 'উক্ল' গোত্রের। তাদেরকে ধরে আনার পর তাদের হাত পা কেটে ফেলা হয় এবং চোখ ফুঁড়ে দেওয়া হয়। তারপর তাদেরকে অযেত্নে ফেলে রাখা হয়। তারা সে পাথুরে প্রান্তরে পাথর কুঁচো খেয়ে পিপাসা নিরাবণের চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে اِنَّمَا جَزَاۤءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ। এ আয়াতটি নাযিল করেন।

১১৮১৬. ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব বর্ণনা করেন, খলীফা 'আব্দুল মালিক ইব্ন মারওয়ান এ আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করে হযরত আনাস ইব্ন মানিক (রা)- এর নিকট চিঠি লিখেন। হযরত আনাস (র) জওয়াবে লিখেন, এ আয়াতটি বানূ বাজীলা গোত্রের শাখা 'উরাইনা' গোত্রের কতিপয় লোক সম্পর্কে নাযিল হয়। তারা ইসলাম ত্যাগ করেছিল। তারপর তারা রাখলেকে হত্যা করে উষ্ট্রপালকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। এ ছাড়া তারা লুটতরাজে লিপ্ত হয় এবং নারী ধর্ষণ করে।

১১৮১৭. হযরত সুদ্দী (র) বলেন, اِنَّمَا جَزَاۤءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا আয়াতখানা 'উরাইনা গোত্রীয় সুদানীদের সম্পর্কে নাযিল হয়। তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করে। তারা হলুদ প্রস্রাবে (জন্ডিসে?) আক্রান্ত ছিল। তারা তাঁর কাছে এর অভিযোগ জানায়। তিনি তাদেরকে সদকার উটের কাছে গিয়ে তার দুধ ও প্রস্রাব পান করতে বললেন, তারা তাই করল। অবশেষে তারা যখন সুস্থ ও সবল হয়ে উঠল, তখন রাখালদের হত্যা করে উটগুলো নিয়ে পালাল।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমার দৃষ্টিতে এ সম্পর্কে উত্তম হলো, একথা বলা যে, আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, তাদের বিধান সম্পর্কে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে অবগত করার জন্যই এ আয়াত নাযিল হয় এবং তা উরাহইনা গোত্রীয় উপরোক্ত লোকদের প্রতি প্রিয়নবী (সা)-এর উল্লিখিত বিচার বিধানের পরের কথা।

আমি যে এ মতকে উত্তম বলেছি, তার কারণ, এ আয়াতের পূর্বাপরে আল্লাহ্ তা'আলা যেসব ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তার সম্পর্ক বনী ইসরাঈলের সাথে। কাজেই এটা তাদের ও তাদের সমচরিত্রের লোকদের বিধান বর্ণনার মাঝখানে হওয়াই শ্রেয় ও অধিক যুক্তিযুক্ত।

এ হিসেবে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এরূপ, এ কারণেই আমি বনী ইসরাঈলের প্রতি এই বিধান দিলাম যে, যে ব্যক্তি নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টির কার্য করা হেতু ব্যতীত কাউকে হত্যা করে, সে যেন

দুনিয়ার সকল মানুষকে হত্যা করে; আর যে ব্যক্তি কারও প্রাণরক্ষা করে, সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণরক্ষা করে। তাদের নিকট তো আমার রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ এনেছিল, কিন্তু তারপরও তাদের অনেকে দুনিয়ায় সীমালংঘনকারীই রয়ে গেল। অর্থাৎ তারা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত হয়ে এমনসব মানুষকে হত্যা করে, যারা কোন নরহত্যা করেনি কিংবা ধ্বংসাত্মক কার্যেও লিপ্ত হয়নি। অতএব, হে মুহাম্মদ! (সা) তাদের মধ্যে যারা এরূপ কাজ করে, তাদের শাস্তি হচ্ছে যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে, অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে, অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত-পা কেটে দেওয়া হবে কিংবা তাদেরকে দেশ হতে নির্বাসন দেওয়া হবে।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, কাফির বনী ইসরাঈল যখন ওয়াদাখেলাফী ও চুক্তিভঙ্গ করে, সে অবস্থায় এ আয়াত নাযিল হয়েছিল; এটা কি করে সম্ভব, যেখানে আপনি বলছেন আয়াতের নির্দেশটি মুসলিমদের সাথে সম্পৃক্ত, যুদ্ধরত মুশরিকদের সাথে নয়?

উত্তরে বলব, এটা সম্ভব। কেননা আমাদের ধর্মানুসারী বা আমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ যিম্মী (অমুসিলম সংখ্যালঘু)-এদের যারাই আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে কিংবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়াবে, তাদের একই শাস্তি। আয়াতে যাদেরকে বোঝান হয়েছে, তারা চুক্তিবদ্ধ যিম্মী ছিল। যদিও এর বিধানে সকল যিম্মী ও মুসলিম শামিল। আয়াতের বিধানে এক দলের অন্তর্ভুক্তি দ্বারা এটা অনিবার্য হয়ে যায় না যে, সে আয়াত অন্য কোন দলের প্রতি অবতীর্ণ হতে পারে না।

বানূ 'উরায়না গোত্রীয়দের প্রতি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের গৃহীত নীতি রহিত হয়েছে কিনা-এ ব্যাপারে উলামাই কিরামের মতভেদ রয়েছে।

কেউ বলেন, তা রহিত হয়ে গেছে এবং রহিতকারী হচ্ছে আলোচ্য إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا আয়াতের অংশচ্ছেদের নিষেধাজ্ঞা। তাদের মতে আয়াতটি নাযিলের উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম 'উরায়না গোত্রীয়দের প্রতি যে আচরণ করেছেন, তজ্জন্য তাকে ভর্ৎসনা করা।

কারও মতে রাসূলে কারীম (সা) তাদের প্রতি যে আচরণ করেছেন, তা একটি স্থায়ী বিধান; তাদের মত দুষ্কৃতিকারীদের প্রতি সব সময়ই এটা প্রযোজ্য, এটা রহিত বা পরিবর্তিত হয়নি। তারা বলেন, إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ আয়াতে প্রদত্ত বিধান যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বা যুদ্ধ দ্বারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদের সাথে সম্পৃক্ত। পক্ষান্তরে 'উরায়না গোত্রীয়রা ইসলাম ত্যাগ করতঃ নরহত্যা, লুন্ঠন এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। কাজেই তাদের বিধান মুসলিম বা যিম্মীদের মধ্যে যারা ধ্বংসাত্মাক কাজে বা যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাদের বিধান হতে ভিন্ন।

আবার কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম 'উরায়না গোত্রীয়দের চোখ ফোঁড়েননি; বরং তিনি ফুঁড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার পূর্বেই এ আয়াত নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তার নবীকে তাদের বিধান জানিয়ে দেন এবং তাকে চোখ ফুঁড়তে নিষেধ করেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৮১৮. ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম (র) বলেন, আমি লায়ছ ইব্ন সা'দ (র)-এর সাথে এই চোখ ফোঁড়ানোর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলাম, যাতে উল্লেখ করা হয়ে থাকে যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাদের চোখ ফুঁড়ে খোলা মাঠে অযত্নে ফেলে রেখেছিলেন। ফলে সেখানেই তাদের মৃত্যু ঘটে। হযরত লায়ছ (র) বললেন, আমি মুহাম্মদ ইব্ন 'আজলান (র)-কে বলতে শুনেছি, এ আয়াতটি তজ্জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)–কে ভর্ৎসনা করার লক্ষ্যে নাযিল হয় এবং এতদ্বারা তাঁকে এক্ষেত্রে শরী'আতের বিধান শিক্ষা দেওয়া হয় যে, এর বিধান হচ্ছে হত্যা করা, হাত-পা কেটে দেওয়া কিংবা দেশ হতে নির্বাসন দেওয়া। তিনি এর পর আর কারও চোখ ফোঁড়েননি। বর্ণনাকারী 'আলী ইব্ন সাহ্ল (র) বলেন, আবূ 'আম্র (র) এর কাছে একথা উল্লেখ করা হলে তিনি এটা অস্বীকার করেন যে, আয়াতটি ভর্ৎসনার উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। তিনি বলেন, চোখ ফোঁড়ানোর শাস্তিটি আসলে বিশেষভাবে তাদের জন্যই ছিল। তারপর এ আয়াতটি অন্যান্য যুদ্ধকারীদের সম্পর্কে নাযিল হয় এবং তাদের থেকে চোখ ফোঁড়ানোর শাস্তি রহিত করে দেওয়া হয়।

১১৮১৯. হযরত সুদ্দী (র) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবা-ই কিরামকে পাঠালেন। তাঁরা 'উরাইনা গোত্রীয়দের ধরে আনলেন। তিনি তাদের চোখ ফুঁড়ে দিতে মনস্থ করলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করলেন এবং মহান আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধান অনুযায়ী তাদের উপর শাস্তি জারী করার নির্দেশ দিলেন।

اَلْمُحَارِبُ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ–মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী কাদেরকে সাব্যস্ত করা যাবে, যাদের প্রতি উক্ত শাস্তি আরোপিত হবে, সে সম্বন্ধে 'উলামা-ই-কিরামের একাধিক মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তারা হলো ডাকু, যারা পথে ঘাটে রাহ্‌যানী করে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৮২০. হযরত কাতাদা (র) ও 'আতা আল-খুরাসানী (র) اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, اَلْمَحَارِب হলো ডাকু, যারা রাজপথে ডাকাতি করে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, যারা শহরে বা অন্য কোথাও প্রকাশ্যে লুটতরাজ করে, তারাই اَلْمُحَارِبُ; ইমাম আওযা'ঈ (র) এমত পোষণকারীগণের অন্যতম।

১১৮২১. 'আব্বাস (র) তাঁর পিতার সূত্রে ইমাম আওযা'ই (র) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

তাছাড়া ইমাম মালিক (র), লাইছ ইবনে সা'দ (র) ও ইবনে লিহী'আহ (র) হতেও এ মত বর্ণিত আছে।

১১৮২২. ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম (র) বলেন, আমি মালিক ইবনে আনাস (র) কে জিজ্ঞেস করলাম, مُحَارَبَةٌ কি শহরে হতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমাদের নিকট اَلْمُحَارِبُ সেই ব্যক্তি, যে শহর

বা জনহীন প্রান্তরে মুসলিমগণের উপর অস্ত্র তোলে। অথচ, তাদের মধ্যে কোন যুদ্ধ সংঘাত, হিংসা-বিদ্বেষ কিংবা শত্রুতা নেই। কেবল ডাকাতী, রাহ্যানী ও খুন-খারাবীই উদ্দেশ্য; অস্ত্র দ্বারা সন্ত্রাস সৃষ্টিই লক্ষ্য। এভাবে সে যদি কাউকে হত্যা করে, তা হলে ইসলামী সরকার তার প্রতি আয়াতে বর্ণিত শাস্তি আরোপ করবে। নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের তাকে ক্ষমা করার বা কিসাস নেওয়ার কোন অধিকার নেই।

১১৮২৩. ওয়ালীদ (র) বলেন, আমি একই প্রশ্ন লাইছ ইবনে সা'দ (র) ও ইবনে লিহীআ (র) কেও করি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, اَلْمُحَارَبَةُ কি শহর-বন্দর, গ্রাম-গঞ্জ সর্বত্রই হয়? তাঁরা বললেন, দুষ্কৃতিকারীরা যদি প্রকাশ্যে দিন-রাত্রের যে কোন সময় মুসলিমগণের উপর অস্ত্র চালায় বা অগ্নিকাণ্ড ঘটায়, তবে সেটাই اَلْمُحَارَبَةُ।

আমি বললাম, এভাবে তারা নরহত্যা করল কিংবা হত্যাযজ্ঞ ছাড়াই লুটতরাজ করল, তখন কি বলা হবে?

তারা বললেন, হাঁ তখন তাদের اَلْمُحَارِبُ বলা হবে। তারা নরহত্যা করলে বিচারে তাদেরকেও হত্যা করা হবে। আর যদি হত্যা না করে শ্রেফ লুণ্ঠন করে ফিরে যায়, তবে বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কেটে দেওয়া হবে। মুসলিমগণের বিরুদ্ধে মুক্ত ময়দানে বা রাস্তাঘাটে অস্ত্র ব্যবহার করা তাদের ঘর-বাড়ি ও বসতিতে হানা দেওয়ার চাইতে বেশি ন্যাক্কারজনক নয়।

১১৮২৪. আবু 'আম্র (র) বলেন, اَلْمُحَارَبَةُ হয় নগরে। দুষ্কৃতিকারী দিন-রাতের যে কোন সময় নগরবাসীর উপর অস্ত্র তুললে সেটাই وَالْمُحَارَبَةُ। ইমাম মালিক (র) বলেছেন, তাঁর নিকট اَلْغِيْلَةُ ও وَالْمُحَارَبَةُ এর পর্যায়ভুক্ত। ওয়ালীদ (র) জিজ্ঞাসা করলেন اَلْغِيْلَةُ কি? তিনি বললেন, কোন প্রাপ্ত বয়স্ক লোক বা শিশুকে ধোকা দিয়ে কোন বাড়িতে কিংবা নির্জন স্থানে নিয়ে হত্যা করা এবং তার অর্থ সম্পদ ছিনতাই করা। ইসলামী সরকার এরূপ ব্যক্তিকে হত্যা করবে। নিহতের ওয়ারিশ তার থেকে কিসাস গ্রহণের অধিকার রাখে না। এ হলো ইমাম শাফিঈ (র)-এর মত।

১১৮২৫. রবী' (র)ও তাঁর থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন اَلْمُحَارَبَةُ হলো সন্ত্রাসী; শহর-বন্দরে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীরা নয় এবং আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিধান দ্বারা তাদের বোঝানো হয়নি। ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁর অনুসারীগণেরও এ একই মত।

১১৮২৬. দাউদ ইবনে আবু হিন্দ (র) বলেন, আমরা কয়েকজন বসরাবাসীর সাথে ইবনে হুবায়রা (র)-এর মজলিসে উপবিষ্ট ছিলাম। এ সময় اَلْمُحَارَبَةُ সম্পর্কে আলোচনা ওঠে। তখন সকলেই একমত হয় যে, اَلْمُحَارِبُ সেই দুষ্কৃতিকারী, যার দুষ্কৃতি শহরের বাইরে হয়।

এ ব্যাপারে হযরত মুজাহিদ (র)-এর মত হলো ঃ

১১৮২৭ কাসিম (র)-এর সুত্রে বর্ণিত। হযরত মুজাহিদ (র) اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন اَلْمُحَارَبَةُ হলো ব্যভিচার, চুরি, নরহত্যা এবং ফসল ও পশু নাশ করা।

১১৮২৮. ইবনে হুমাইদ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। হযরত মুজাহিদ (র) وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا অর্থাৎ নরহত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠন।

উপরোক্ত মতামত সমূহের মধ্যে আমার নিকট বিশুদ্ধতম হলো, যারা বলেন, اَلْمُحَارِبُ হলো তারা, যারা মুসলিম ও যিম্মীদের চলাচল পথে রাহ্যানী করে। তারা নগর-পল্লীতে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালায়।

আমি যে এ মতকে বিশুদ্ধতম সাব্যস্ত করলাম তার কারণ, যে ব্যক্তি যুল্ম ও নির্যাতন করে মুসলিমগণের সাথে যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়, সে যে اَلْمُحَارِبُ এটা যে অবিসংবাদিত মত কারো এ ব্যাপারে মতবিরোধ নেই। আমরা যাদের কথা বললাম, নিশ্চয়ই তারাও তাদের নির্যাতনমূলক পায়তারা দ্বারা যুদ্ধের। সূত্রপাত করে। তাদের এ তৎপরতা নগর, পল্লী, রাস্তা-ঘাট যেখানেই হোক্, সর্বাবস্থায়ই তারা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী। কারণ, আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূল (স) যাদের সাথে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন, তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করে।

وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا অর্থাৎ, তারা মহান আল্লাহর যমীনে তাঁর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়, যেমন তাঁর মু'মিন বান্দাগণের বা যিম্মীদের যাতায়াত পথে সন্ত্রাস, রাহ্যানী অর্থ-সম্পদ ছিনতাই এবং পরিবার পরিজনের প্রতি ন্যাক্কারজনক আচরণ।

اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, মুসলিম ও যিম্মীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হয়, তাদের শাস্তি আয়াতে বর্ণিত বিষয়গুলো ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাফ্সীরকারকগণের মাঝে এ বিষয়ে একাধিক মত রয়েছে। যে কেউ اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ নামের উপযুক্ত হয় এ পরিমাণ অপরাধ করলে তবেই তার প্রতি এসব শাস্তি আরোপিত হবে, নাকি অপরাধী মাত্রই তার অপরাধ অনুযায়ী এসব শাস্তির উপযুক্ত হবে? কোন কোন তাফসীরকার বলেন, অপরাধীর উপর তার অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী উপরোক্ত শাস্তি বিধান করা হবে। অপরাধ ভেদে শাস্তি হবে বিভিন্ন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৮২৯. হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যদি কেউ আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে নর হত্যা করে, এবং তওবা করার পূর্বে ধরা পড়ে, তবে তাকে হত্যা করা হবে। আর যদি নরহত্যার সাথে সাথে লুটতরাজ করে, তবে তওবার পূর্বে ধরা পড়লে শূলে দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে নরহত্যা ব্যতীত কেবল লুটতরাজ করলে এবং তওবার আগে ধরা পড়লে বিপরীত দিক থেকে তার হাত-পা কর্তন করা হবে। যদি এর কোনটাই না করে; বরং তার কাজ শুধু রাস্তা-ঘাটে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা, তবে তাকে দেশ থেকে নির্বাসন দেওয়া হবে।

১১৮৩০. ইবনে ওয়াকী' (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। হযরত ইবরাহীম আন নাখ্ঈ (র)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, যদি কেউ পথে বের হয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এবং অর্থ-সম্পদ ছিন্‌তাই করে, তবে তার হাত-পা বিপরীত দিক হতে কেটে দেওয়া হবে। আর যদি রাস্তাঘাটে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এবং নরহত্যা করে, কিন্তু অর্থ ছিনতাই না করে, তা হলে শূলে বিদ্ধ করা হবে।

১১৮৩১. হযরত ইব্‌রাহীম নাখ্ঈ (র) হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন দুষ্কৃতিকারী যদি রাহ্‌যানীর মাধ্যমে অর্থ ছিনতাই করে, তবে তার হাত-পা কেটে দেওয়া হবে। যদি সেই সাথে নরহত্যা করে তবে তাকে হত্যা করা হবে। আর যদি অর্থ ছিনতাই ও নরহত্যা এবং সেই সাথে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বিকৃত করে, তবে তাকে শূলে বিদ্ধ করা হবে।

১১৮৩২. আবূ মিজলায (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যদি নরহত্যা, অর্থ ছিনতাই এবং রাস্তাঘাটে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, তবে শূলে চড়ানো হবে। যদি কেবল নরহত্যা করে, আর কিছু না করে তবে মৃত্যুদণ্ড হবে। আর যদি শুধু অর্থ ছিনতাই করে, তবে হাত-পা কেটে দেওয়া হবে। যদি কেবল সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এর বেশি কিছু না করে, তবে তাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে।

১১৮৩৩. হযরত হাসান বসরী (র) এ আয়াতের ব্যাখায় বলেন, যদি পথে-ঘাটে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, নরহত্যা ও অর্থ ছিনতাইয়ে লিপ্ত না হয়, তবে তাকে নির্বাসন দেওয়া হবে।

১১৮৩৪. হযরত হাসান (র) বলেন, যে দুষ্কৃতিকারী পথে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এবং মাল ছিনতাই করে, কিন্তু নরহত্যা করে না, তার হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে। আর যদি অর্থ ছিনতাই ও নরহত্যা করে, তবে তাকে শূলে বিদ্ধ করা হবে।

১১৮৩৫. হযরত কাতাদা (র) বলেন اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ হতে اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ পর্যন্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা চারটি শাস্তির বিধান নাযিল করেছেন। যথা, নরহত্যা ও অর্থ ছিনতাইকারীর শাস্তি ক্রুশবিদ্ধ করা। যে ব্যক্তি নরহত্যা করে কিন্তু অর্থ ছিনতাই করে না, তার শাস্তি হত্যা করা; কেবল ছিনতাইকারী-নরহত্যাকারী নয়, তার শাস্তি হাত-পা কেটে দেওয়া; আর যে সন্ত্রাসী এর কোনটি করে না, তার শাস্তি নির্বাসন।

১১৮৩৬. হযরত সুদ্দী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার নবী 'আলায়হিস সালামকে উষ্ট্র ছিনতাইকারী উরায়না গোত্রীয়দের চোখ ফুঁড়তে নিষেধ করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন যেন আয়াতে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী তাদের প্রতি শাস্তি আরোপ করেন। সে অনুসারে তিনি দেখলেন, কে শুধু মাল ছিনতাই করেছে, হত্যাকার্যে শরীক হয়নি, তিনি তার হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দিলেন। অর্থাৎ ডান হাত ও বাম পা। যে ব্যক্তি নরহত্যা করেছে, মাল ছিনতাই করেনি, তাকে হত্যা করলেন। আর যে ব্যক্তি নরহত্যা ও ছিনতাই দু'টোই করেছে, তাকে ক্রুশবিদ্ধ করলেন। মুসলমানদের যাতায়াত পথে যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি ও লুটতরাজ করে। তাদেরকে এভাবেই দণ্ডিত করতে হবে। অর্থাৎ অর্থ ছিনতাইকারী ধরা পড়লে ছিনতাইয়ের কারণে হাত এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির কারণে পা কেটে দেওয়া হবে। নরহত্যা করলে তাকে হত্যা

করা হবে – যদি অর্থ ছিনতাই না করে। আর যদি নরহত্যার সাথে অর্থ ছিনতাইও করে, তবে তাকে শূলীবিদ্ধ করা হবে।

১১৮৩৭. হযরত সুদ্দী (র) 'আতিয়া আল 'আওফী (র)-এর কাছে সন্ত্রাসীর শাস্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন যে, সে যদি হত্যা ও লুণ্ঠন কোনটিই না করে, তখন কি করা হবে? তিনি বললেন, তাকে শক্তি আরোপের মাধ্যমে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। যদি অর্থ-কড়ি লুট করে থাকে তবে অর্থের বদলে হাত এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির বদলে তার পা কেটে ফেলা হবে। যদি নরহত্যা করে, ছিনতাইয়ে লিপ্ত না হয়, তবে তাকে হত্যা করা হবে। আর নরহত্যা ও লুণ্ঠন উভয়টি করলে তাকে শূল বিদ্ধ করা হবে। তবে আমার প্রবল ধারণা তিনি বলেছেন, তার হাত-পা কেটে ফেলা হবে।

১১৮৩৮. 'আতা আল-খুরাসানী (র) ও কাতাদা (র) বলেন إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ। আয়াতে বর্ণিত الْمُحَارِبُ হচ্ছে সেই রাহাজান, যে চলাচল পথে ডাকাতী করে। সে যদি নরহত্যা ও অর্থ ছিনতাই উভয়ই করে তবে তার শাস্তি শূল বিদ্ধ করা। যদি নরহত্যা করে, কিন্তু অর্থ ছিনতাই হতে বিরত থাকে, তবে তার শাস্তি হত্যা করা। যদি ছিনতাই করে, নরহত্যা না করে, তবে তার শাস্তি হাত-পা কেটে ফেলা। আর যদি এর কোনওটি করার আগেই সে ধরা পড়ে, তবে তার শাস্তি হচ্ছে নির্বাসন দেওয়া।

১১৮৩৯. হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (র) বলেন, যদি কোন মুসলিম আল্লাহ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে বের হয়, তারপর নরহত্যা ও অর্থ লুণ্ঠনে লিপ্ত হয়, তবে তার শাস্তি হচ্ছে হত্যা ও শূল বিদ্ধ করা। যদি সে লুণ্ঠন না করে, কেবল নরহত্যায় লিপ্ত হয়, তবে সে যেমন হত্যা করেছে, তাকেও তেমনি হত্যা করা হবে। আর যে ব্যক্তি অর্থ লুট করে, হত্যা না করে, তার হাত-পা বিপরীত দিক হতে কেটে ফেলা হবে। আর যদি মুসলিমদের যাতায়াত পথে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তবে তাকে অন্য দেশে নির্বাসিত করা হবে, যেহেতু তার সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

১১৮৪০. হযরত রবী' (র) إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, কিছু লোক ছিল, যারা দেশে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়াত, নরহত্যা ও রাহাজানী করত। তাদেরকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। কিছু লোক আল্লাহ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তাদের কাজ ছিল মানুষের অর্থ সম্পদ লুণ্ঠন করা – এর বেশি কিছু নয়। তাদেরকে পাকড়াও করে হাত-পা কেটে ফেলা হয়। অপর কতক লোক সমষ্টি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল সন্ত্রাসী তৎপরতা চালায়, অন্য কিছু নয়। তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়।

১১৮৪১. মুওয়াররিক আল 'ইজলী (র) الْمُحَارِبُ সম্পর্কে বলেন, সে যদি বিদ্রোহী হয়ে নরহত্যা ও অর্থ লুণ্ঠন করে, তবে তাকে শূল বিদ্ধ করা হবে। যদি শুধু নরহত্যা করে, অর্থ লুণ্ঠন না করে, তবে তাকে হত্যা করা হবে। যদি অর্থ লুট করে, নর হত্যা না করে, তবে হাত-পা কর্তন করা হবে। যদি সে বিদ্রোহী শুধু মাত্র মুসলমানদের মাঝে ত্রাস সৃষ্টি করে, তবে তাকে দেশ থেকে নির্বাসন দেওয়া হবে।

১১৮৪২. হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহর রাসূলের সাথে যুদ্ধকারী যাতায়াত পথে সন্ত্রাস সৃষ্টি ও অর্থ লুণ্ঠন করলে বিপরীত দিক থেকে তার হাত-পা কেটে ফেলা হবে। যদি নরহত্যা ও লুণ্ঠনে লিপ্ত হয়, তাহলে বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কর্তন করার পর তাকে শূলে দেওয়া হবে। যদি কেবল নরহত্যা করে, অর্থ লুণ্ঠন না করে, তবে তাকে হত্যা করা হবে। আর যদি কেবল সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, হত্যা বা লুণ্ঠন কিছুই না করে, তবে নির্বাসন দেওয়া হবে।

১১৮৪৩. হযরত সা'ঈদ ইবনে জুবায়র (র) اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا-এর ব্যাখ্যায় বলেন, যদি সে মুসলমানদের মাঝে ত্রাস সৃষ্টি করত: তাদের অর্থ সম্পদ লুণ্ঠন করে কিন্তু রক্তপাত না করে, তবে তার হাত-পা কর্তন করা হবে। রক্তপাত করলে তাকে হত্যা ও শূল বিদ্ধ করা হবে। রক্তপাত ও লুণ্ঠন উভয় করলে, প্রথমে হাত-পা কাটা হবে তারপর হত্যা করে শূলে চড়ান হবে। যেন শূলে চড়ান অঙ্গচ্ছেদ করে বিকৃত করার পর্যায়ভুক্ত। হাত-পা কাটা اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا-এর অনুরূপ আর হত্যা হচ্ছে اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ-এর অনুরূপ। যদি সে আত্মগোপন করে বেড়ায়, তা হলে ইসলামী সরকার ও সাধারণের কর্তব্য তাকে খুঁজে বের করা এবং তার উপর কুর'আনের বিধান জারী করা। اَوْيُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ -এর অর্থ ইসলামী রাষ্ট্র হতে কুফর দেশে নির্বাসন দেওয়া।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ মত পোষণকারীগণ তাদের স্বপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ বলেন, আল্লাহ তা'আলা ঘাতকের উপর কিসাস (হত্যার বদলে হত্যা) অনিবার্য করেছেন। অনুরূপ চোরের উপর হস্ত কর্তন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, তিনটি কারণের কোন একটি ছাড়া একজন মুসলিমের রক্ত বৈধ হয় না। কারণ তিনটি হচ্ছে ঃ কেউ যদি কাউকে হত্যা করে অথবা বিবাহিত ব্যক্তি যদি ব্যভিচার করে কিংবা কোন লোক যদি ইসলাম ত্যাগ করত: কুফ্‌র অবলম্বন করে। প্রথমটির ক্ষেত্রে কত্‌ল, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে রাজ্‌ম (প্রস্তারাঘাতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর) এবং তৃতীয়টির ক্ষেত্রেও কতল আরোপিত হবে। প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই তিনটি কারণ ব্যতীত কোন মুসলিমকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং নরহত্যা বা লুণ্ঠন ছাড়া নিছক সন্ত্রাস সৃষ্টির কারণে কাউকে হত্যা করা হলে সেটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আইন লংঘন করে তাদেরকে ডিঙিয়ে যাওয়ার নামান্তর হবে। যারা বলেছেন, الإمام فيه بالخيار اذا قتل و اخاف السبيل واخذ المال। (যদি নরহত্যা করে, পথ চলাচলে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে কিংবা অর্থ লুণ্ঠন করে, তখন সেক্ষেত্রে ইসলামী সরকারের ইখতিয়ার থাকবে) তাদের এ কথার অর্থ সরকার তাকে হত্যা করা বা হত্যা ও শূল বিদ্ধ করা বা বিপরীত দিক হতে হাত-পা কেটে দেওয়া-এর যে কোন একটি করার ইখতিয়ার রাখে। কেবল اَلْمُحَارَبَةُ-এর নামে তাকে শূল বিদ্ধ করা, তা সে নরহত্যা বা অর্থ লুণ্ঠন করুক আর না-ই করুক, এমন মত পোষণ কখনও কোন আলেম করেননি।

অন্যদের মতে আল্লাহ তা'আলা কুর'আন মজীদে যে গুলোর উল্লেখ করেছেন, ইসলামী সরকার তার যে কোন শাস্তি আরোপ করার ইখতিয়ার রাখেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৮৪৪- হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, اَلْمُحَارِبُ-কে কি শাস্তি দেওয়া হবে, তা ইমামের ইচ্ছা। তিনি আয়াতে বর্ণিত শাস্তিগুলোর যে কোনটি আরোপ করতে পারেন।

১১৮৪৫. হযরত ইবরাহীম নাখ'ঈ (র.) বলেন, اَلْمُحَارِبُ - এর ব্যাপারে ইমামের ইখতিয়ার রয়েছে। তিনি উল্লিখিত শাস্তির যে-কোন একটি আরোপ করতে পারেন। ইচ্ছা হলে হত্যা করবেন, নয়ত হাত-পা কেটে দিবেন অথবা নির্বাসন দিবেন কিংবা শূলে চড়াবেন।

১১৮৪৬. ইবন হুমায়দ (র) -এর সূত্রে বর্ণিত। হযরত হাসান বসরী (র) اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ হতে اَوْيُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ পর্যন্ত বর্ণিত শাস্তি সম্পর্কে বলেন, ইমাম এগুলোর যেটি ইচ্ছা প্রদান করবেন।

১১৮৪৭. সুফইয়ান (র) -এর সূত্রে বর্ণিত। হযরত হাসান বসরী (র) اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ -আয়াতে বর্ণিত শাস্তি সম্পর্কে বলেন, এ ব্যাপারে ইমাম ইখতিয়ারপ্রাপ্ত।

১১৮৪৮. ইবন ওয়াকী' (র)-এর সূত্রে হযরত 'আতা (র) হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১১৮৪৯. আল-মুছান্না (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। হযরত 'আতা (র) বলেন, ইমাম এ ব্যাপারে যা ভাল মনে করেন করবেন। ইচ্ছা করলে হত্যা করবেন অথবা হাত-পা কেটে দিবেন কিংবা নির্বাসিত করবেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ اَنْ يُقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ আর এটা ইমাম বা বিচারকের ইচ্ছাধীন। তিনি যেটা সমীচীন মনে করেন করবেন।

১১৮৫০. হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রে অস্ত্রবাজী করে, রাস্তাঘাটে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, সে যদি ধরা পড়ে তাহলে মুসলমানদের ইমাম ইখতিয়ার রাখেন যে, ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করবেন, অথবা ক্রুশবিদ্ধ করবেন কিংবা তার হাত-পা কেটে দিবেন।

১১৮৫১. হযরত সা'ঈদ ইবনু'ল-মুসায়্যাব (র) اَلْمُحَارِبُ সম্পর্কে বলেন, তার শাস্তি ইমামের ইচ্ছাধীন। তিনি তাকে গ্রেপ্তার করে যে শাস্তি ইচ্ছা প্রদান করবেন।

১১৮৫২. হান্নাদ (র) -এর সূত্রে বর্ণিত। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, اَلْمُحَارِبُ-এর শাস্তি ইমামের উপর ন্যস্ত। তিনি যা সমীচীন মনে করেন, তাই প্রদান করবেন।

১১৮৫৩. অপর এক সূত্রে বর্ণিত। হাসান বসরী (র) বলেন, اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ -আয়াতে বর্ণিত শাস্তি ইমামের ইচ্ছাধীন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ মত পোষণকারীগণ তাঁদের স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে বলেন, আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি কুর'আন মাজীদের যেসব আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বান্দার

উপর কোন কিছু ফরয করেছেন, তাতে ব্যবহৃত او সংযোজক অব্যয়টি 'ইচ্ছা প্রদান'-এর অর্থ দেয়। যেমন কসমের কাফ্ফারা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে- وَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ —তার কাফ্ফারা দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরণের আহার্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরিজনকে খেতে দাও অথবা তাদেরকে বস্ত্রদান কিংবা একজন দাস মুক্তি (মাইদাঃ ৮৯)। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ —তোমাদের মধ্যে কেউ যদি পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে তবে সিয়াম কিংবা সাদকা অথবা কুরবানী দ্বারা তার ফিদইয়া দিবে (সূরা বাকারা ঃ ১৯৬)

আরও ইরশাদ হয়েছে فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَاقَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا —তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়বান লোক কা'বাতে (প্রেরিত) কুরবানীরূপে অথবা তার কাফ্ফারা হবে দরিদ্রকে খাদ্যদান করা কিংবা সমসংখ্যক সিয়াম পালন করা (মাইদা ঃ ৯৫)

যখন প্রমাণিত হল যে, যে সব আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি কোন কিছু আবশ্যিক করেছেন, তাতে ব্যবহৃত (او) অব্যয়টি ইচ্ছা প্রদানের অর্থ দিয়ে থাকে। অতএব, আলোচ্য اَلْمُحَارَبَةُ-এর আয়াতেও তাই হবে। ইমামের ইচ্ছা থাকবে, কোন اَلْمُحَارِبُ তওবার পূর্বে ধরা পড়লে তিনি তাকে যে শাস্তি প্রদান সমীচীন মনে করবেন, তাই দিবেন।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমার মতে, তাদের ব্যাখ্যাই উত্তম, যারা বলেন, اَلْمُحَارِبُ-কে তার অপরাধ অনুযায়ী উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে। অপরাধের প্রকারভেদে তাদের শাস্তিও হবে বিভিন্ন। কাজেই যে অপরাধী কেবল সন্ত্রাসী তৎপরতা চালায়, কাউকে হত্যা বা কারও অর্থ লুণ্ঠন করে না, সে যদি তওবার পূর্বে ধরা পড়ে, তবে তার শাস্তি হবে নির্বাসন; যদি সে মানুষ হত্যা ও অর্থ লুণ্ঠনে জড়িত থাকে, তবে তার শাস্তি ক্রুশবিদ্ধ করা, যেমন ইতঃপূর্বে দলীল-প্রমাণসহ এটা বর্ণিত হয়েছে।

যারা বিষয়টি ইমামের ইচ্ছাধীন থাকার পক্ষে এবং এর কারণ হিসেবে (او) সংযোজক অব্যয়কে পেশ করে বলেন যে, কুরআন মজীদে যেখানে বান্দার প্রতি কোন কিছু আবশ্যিক করা তার স্বাধীন ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়ার কথা বলেন, তাদের বক্তব্য অমূলক। কেননা আরবী ভাষায় (او) অব্যয়টি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। গ্রন্থ প্রলম্বিত করা কাম্য নয়, নচেত এখানে তা উল্লেখ করতাম। তবে ইতঃপূর্বে তার অনেকগুলো বর্ণনা করে এসেছি। অবশিষ্টগুলো ইনশাআল্লাহ যথাস্থানে উল্লেখ করব।

এ স্থলে اَوْ অব্যয়টি اَلتَّعْقِيْبُ (অনুক্রম) অর্থে ব্যবহৃত। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে ان جزاء المؤمنين عند الله يوم القيامة ان يدخلهم الجنة او يرفع منازلهم فى علين او يسكنهم مع الانبياء والصديقين —কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে মু'মিনগণের প্রতিদান

হচ্ছে জান্নাতে দাখিল করা অথবা ইল্লিয়্যীনে তাদের মর্যাদা উন্নীত করা কিংবা আম্বিয়ায়ে কিরাম ও সিদ্দীকদের সাথে তাঁদের ঠাঁই দান। এ কথার উদ্দেশ্য কখনই এ নয় যে, আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখে এমন সকল মু'মিন উল্লিখিত স্তরসমূহের একই স্তরভুক্ত, তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বরং এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার কাছে মু'মিনের প্রতিদান উল্লিখিত স্তর সমূহের যে কোন একটি থেকে খালি নয়। যারা মধ্যম পর্যায়ের, তাদের স্তর কল্যাণে অগ্রগামীদের স্তর থেকে নীচে। অগ্রগামীদের স্তর তাদের উপরে, আর যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে, তাদের স্তর উভয় শ্রেণীর নীচে। তবে জান্নাত লাভ করবে সবাই। ইরশাদ হচ্ছে جَنَّاتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জান্নাতে (সূরা ফাতির ঃ ৩৩)। অনুরূপ اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ আয়াতে (او) সংযোজক অব্যয়টি ও = (অনুক্রম) -এর অর্থ প্রদান করছে।

এ হিসবে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, তারা এ চারটি শাস্তির যে কোন একটির উপযুক্ত হওয়া থেকে খালি নয়। এমন নয় যে, বিষয়টি ইমামের ইচ্ছাধীন, যে তার বিবেচনা অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করবে, তা তার অপরাধ যেমনই হোক, গুরুতর হোক কিংবা লঘু। কেননা বিষয়টি এমন হলে ইমাম অস্ত্রবাজ সন্ত্রাসীকে শূল বিদ্ধও করতে পারবে, তা সে নরহত্যা ও অর্থ লুণ্ঠন না করলেও। অনুরূপ যে নরহত্যা অর্থ লুণ্ঠন করেছে, তাকে পারবে নির্বাসন দিতে, অথচ এমন কথা বললে তা হবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াস সাল্লামের হাদীসের পরিপন্থী। তিনি বলেন, তিনটি কারণের কোন একটি ভিন্ন কোন মুসলিমের রক্ত বৈধ নয়। আর তা হল কেউ যদি কাউকে হত্যা করে তবে তার বিনিময়ে তাকেও হত্যা করা হবে। বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করলে তাকে রাজ্ম করা হবে আর কেউ ইসলাম ত্যাগ করলে তাকেও হত্যা করা হবে। তিনি আরও বলেন- اَلْقَطْعُ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا। —এক দীনানের এক চতুর্থাংশ বা তার অতিরিক্তের বদলে হাত কাটা হবে। অনুরূপ তা হবে শরী'আতের সুবিদিত বিধি-বিধানের পরিপন্থী।

কেউ যদি বলে, আপনি যেসব বিধানের উল্লেখ করলেন,সেগুলি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াস সাল্লাম হতে اَلْمُحَارِبُ। ভিন্ন অন্যদের সম্পর্কে বর্ণিত। اَلْمُحَارِبُ।-এর বিধান এর থেকে স্বতন্ত্র।

উত্তরে বলা হবে, প্রিয়নবী (স) হতে اَلْمُحَارِبُ। সম্পর্কে বর্ণিত সে স্বতন্ত্র বিধান কি?

যদি সে উপরোক্ত বিধানাবলী হতে স্বতন্ত্র কোন বিধানের দাবী করে তা হলে সকল 'উলামায়ে কিরাম তা প্রত্যাখ্যান করবে। কেননা এক বা একাধিক কোনরূপ বর্ণনা সূত্রে তা প্রমাণিত নেই।

যদি বলে, সে বিধান তো তাই, যা বাহ্যতঃ কুর'আনী আয়াত দ্বারা বোঝা যায়। উত্তরে বলব, এটাই হবে আপনার যা ভাল অবস্থা-যদি মেনে নেওয়া যায় যে, বাহ্যতঃ আয়াতটি আপনার ও আপনার বিরোধী পক্ষ উভয়ের দাবীর অবকাশ রাখে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আপনার ব্যাখ্যা যে বিরোধী পক্ষের ব্যাখ্যা অপেক্ষা উত্তম, তার প্রমাণ?

তাছাড়া اَلْمُحَارِبُ-এর শাস্তির ব্যাপারে ইমাম যদি এ কারণে ইখতিয়ারপ্রাপ্ত হয় যে, আপনার দৃষ্টিতে এস্থলে (اَو) ইচ্ছা প্রদান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা হলে বলুন তো তার কি এ অধিকারও আছে যে, সে তাকে জীবিতাবস্থায় শূলীবিদ্ধ করবে এবং সে অবস্থায় তাকে ঝুলিয়ে রাখবে। ফলে হত্যা করা ব্যতিরেকে শূলীবিদ্ধ অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটবে?

যদি বলে, ইমামের সে ইখতিয়ার আছে, তবে তার মত হবে গোটা উম্মতের পরিপন্থী।

পক্ষান্তরে তার উত্তর যদি হয় না বাচক এবং বলে যে, তাকে হত্যার পরই শূলে চড়াতে হবে কিংবা শূলে চড়িয়েই হত্যা করতে হবে, তা হলে সে তার এই দাবী থেকে সরে গেল যে, (اَو) যেহেতু ইচ্ছা প্রদান অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেহেতু اَلْمُحَارِبُ -এর শাস্তি বিধানে ইমাম ইখতিয়ারপ্রাপ্ত হবে।

তাকে বলা হবে, তা হলে ইমাম ইখতিয়ারপ্রাপ্ত থাকল কোথায়, যেখানে শুধুমাত্র শূলীবিদ্ধ করার ইখতিয়ার তার নেই? এ এখতিয়ার থাকলে তো আরও একটি শাস্তি বিধানের অধিকার সে লাভ করত!

তার প্রতি আরও জিজ্ঞাসা হচ্ছে যে, আপনি যে ইখতিয়ারকে অস্বীকার করছেন, তারও যদি কেউ প্রবক্তা হয়, তখন আপনার এবং তার মাঝে কোন মূলনীতি বা কিয়াসের পার্থক্য আছে কি? আপনি তাকে যদ্বারা নিরুত্তর করবেন, সে কথা আপনার প্রতিও বর্তাবে।

এ ক্ষেত্রে আমরা যা বলেছি, তার সমর্থনে রাসূ'ল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াস সাল্লামের হাদীস রয়েছে, যদিও তার সনদে কিছু আপত্তি আছে।

১১৮৫৪. ইয়াযীদ ইব্ন আবী হাবীব হতে বর্ণিত। খলীফা 'আব্দুল মালিক ইব্ন মারওয়ান এক পত্র মারফত হযরত আনাস ইব্ন মালিক (র) এর নিকট এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। হযরত আনাস (র) উত্তরে লিখেন, আয়াতটি বানূ বাজীলার শাখা বানূ 'উরায়না গোত্রীয় কতিপয় লোক সম্পর্কে অবতীর্ণ। তারা ইসলাম ত্যাগ করতঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রাখালকে হত্যা করে এবং উটগুলো তাড়িয়ে নিয়ে যায়। এ ছাড়া তারা রাহাজানী ও নারী ধর্ষণেও লিপ্ত হয়েছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াস সাল্লাম হযরত জিবরাঈল ('আ)-এর কাছে আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের শাস্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি অর্থ লুণ্ঠন ও পথে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, চুরির অপাধে তার হাত এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির কারণে পা কেটে দিন। যে নরহত্যা করেছে তাকে হত্যা করুন। যে নরহত্যার সন্ত্রাস সৃষ্টি ও নারী ধর্ষণে জড়িত, তাকে শূলে চড়ান।

اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ অর্থাৎ তাদের হাত কর্তন করা হবে পা কর্তনের বিপরীত দিক থেকে। তা এভাবে যে, তাদের ডান হাত এবং বাম পা কাটা হবে। এটাই হচ্ছে কর্তনে خِلَافٍ এর অর্থ।

এস্থলে (مِنْ)-এর পরিবর্তে (عَلَى) কিংবা (بِ) ব্যবহার করতঃ যদি عَلَى خِلَافٍ বা بِخِلَافٍ বলা হলে مِنْ خِلَافٍ এরই অর্থ হত।

আয়াতে যে (اَلنَّفْيُ) বা নির্বাসনের কথা বলা হয়েছে, তার পদ্ধতি সম্পর্কে তাফ্সীরবেত্তাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, এর অর্থ তাকে এভাবে সন্ধান করা, যাতে সে ধরা পড়ে কিংবা ইসলামী রাষ্ট্র হতে পালিয়ে যায়।

নিম্নে এ মতের উদ্ধৃতি দেওয়া গেল,

১১৮৫৫. হযরত সুদ্দী (র) اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইমাম তার সৈন্যবাহিনী দ্বারা তাদের অনুসন্ধান করবে এবং এভাবে তাদেরকে ধরে শাস্তি দিবে কিংবা মুসলিম রাষ্ট্র হতে তাড়িয়ে দিবে।

১১৮৫৬. মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) বলেন, يُنْفَوْا মানে অনুসন্ধান করা।

১১৮৫৭. আল-মুছান্না (র)-সূত্রে বর্ণিত। হযরত ইব্ন 'আব্বাস (র) বলেন اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ এর অর্থ-যাতে তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় এবং ইসলামী রাষ্ট্র হতে বের হয়ে শত্রু রাষ্ট্রে চলে যায়।

১১৮৫৮. য়াযীদ ইব্ন আবী হাবীব (র) খলীফা 'আব্দু'ল মালিক ইব্ন মারওয়ানের প্রতি হযরত আনাস ইব্ন মালিক (র)-এর পত্র থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি লিখেন, اَوْ يُنْفَوْا এর অর্থ হচ্ছে ইমাম তাকে খুঁজে পাকড়াও করবে এবং তার অপরাধ অনুযায়ী আয়াতে বর্ণিত শাস্তি আরোপ করবে।

১১৮৫৯. লায়ছ ইব্ন সা'দ (র) বলেন, يُنْفَوْا অর্থ তাকে নগর হতে নগরে খুঁজে বেড়ান, যাতে সে ধরা পড়ে কিংবা ইসলামী রাষ্ট্র হতে শিরক ও শত্রু দেশে পালিয়ে যায়- যদি সে আল্লাহ্-রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী হয়ে ইসলামও ত্যাগ করে থাকে। ওয়ালীদ (র) বলেন, আমি ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র)-এর কাছেও একই প্রশ্ন করেছিলাম। তিনিও লায়ছ (র)-এর অনুরূপ জবাব দেন।

১১৮৬০. ওয়ালীদ (র) বলেন, আমি ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র) ও লায়ছ ইব্ন সা'দ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম। اَلْمُحَارِبُ যদি ইসলামে বিদ্যমান থাকে, তা হলে কি তাকে নগর হতে নগরান্তরে এভাবে অনুসন্ধান করা হবে, যাতে করে সে ইসলামী রাষ্ট্রের শেষ সীমানায় পৌঁছে যায় বা সীমান্তের কোন চৌকির কাছে চলে যায়। অবশেষে সেখান থেকেও তাড়া খেয়ে শিরকের দেশে ঢুকে পড়ে? তাঁরা বললেন, না কোন মুসলিমকে এরূপ অবস্থায় পৌঁছতে বাধ্য করা যাবে না।

১১৮৬১. হান্নাদ ইব্নু'স-সিরূরী (র) এর সূত্রে বর্ণিত। হযরত দাহ্হাক (র) বলেন, اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ এর অর্থ অনুসন্ধান করে তাকে অপারগ অবস্থায় পৌঁছান।

১১৮৬২. হুসায়ন ইব্নু'ল-ফারাজ (র)-এর সূত্রেও হযরত দাহ্হাক হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১১৮৬৩. হযরত হাসান বসরী (র) اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ -এর ব্যাখ্যা করেন, ইসলামী রাষ্ট্র হতে তাদেরকে এভাবে তাড়া করা, যাতে পাকড়াও করা সম্ভব না হয়।

১১৮৬৪. হযরত রাবী' ইব্‌ন আনাস (র) বলেন, أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ -এর অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দাও, যেখানেই পাও, যাতে তারা শত্রুদেশে গিয়ে মিলিত হয়।

১১৮৬৫. ইমাম যুহ্‌রী (র) أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ এর অর্থ করেন, তাদের তালাশ করে বেড়ান, কিন্তু ধরতে না পারা। যেখানেই তাদের কথা শোনা যাবে সেখানেই তল্লাশী চালান।

১১৮৬৬. হযরত কাতাদা (র) أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা যদি নরহত্যা বা অর্থ লুণ্ঠন না করে, তবে তাদেরকে এভাবে সন্ধান করা হবে, যাতে তারা অপারগ হয়ে যায়।

১১৮৬৭. হযরত সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন, أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ এর অর্থ তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্র হতে কুফরী দেশে নির্বাসন দেওয়া।

অন্যান্য তাফসীরকারগণের কারও মতে এর অর্থ ইমাম যদি তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়, তবে এক শহর হতে অন্য শহরে পাঠিয়ে দেবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৮৬৮. হযরত সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের চলাচল পথে ত্রাস সৃষ্টি করবে, তাকে তার এলাকা থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হবে, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

১১৮৬৯. হায়্যান ইব্‌ন সুরায়জ একদল লুটেরাকে বন্দী করে হযরত 'উমর ইব্‌ন 'আব্দুল আযীয (র)-এর কাছে পত্র লেখেন। তিনি তাতে তাদের অপহরণ-পদ্ধতি তুলে ধরেন এবং লিখেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে বলেছেন إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ এর পরে أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ অংশটুকু তিনি লিখলেন না।

এর উত্তরে, হযরত 'উমর ইব্‌ন 'আব্দুল-'আযীয (র) লিখলেন, তুমি আমাকে আল্লাহ্ 'আলার আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়ে লিখেছ, إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ কিন্তু তুমি أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ অংশটুকু ছেড়ে দিয়েছে। হে হায়্যান! তুমি কি নবী নাকি? কোন বিষয়কে তার যথাস্থান হতে সরিয়ে দিও না। তুমি কি হত্যা ও শূলীবিদ্ধ করার জন্য উলঙ্গ হয়ে নামলে নাকি-তুমি কি বনী 'আকীলের গোলাম (হাজ্জাজ) এর মত? যদিও আমি তার সাথে তোমাকে তুলনা করছি না। আমার এ পত্র পাওয়া মাত্র তাদেরকে শাগ্‌বে (شَغْبٍ) নির্বাসন দাও।

১১৮৭০. অপর এক সূত্রেও এ ঘটনা বর্ণিত আছে। তবে তাতে বনী 'আকীলের স্থলে বনী আবী 'আকীল বলা হয়েছে।

১১৮৭১. য়াযীদ ইব্‌ন আবী হাবীব বর্ণনা করেন যে, হায়্যান ইব্‌ন সুরায়জের লেখক সাল্‌ত তাকে জানিয়েছে, হযরত 'উমর ইব্‌ন 'আব্দুল-'আযীয (র)-এর কাছে হায়্যান এক পত্র লিখেন। তাতে তিনি

জানান যে, একদল কিব্‌তী সম্পর্কে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে, তারা আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং দেশে ধ্বংসাত্মাক কাজ করে বেড়ায়। আল্লাহ্ তা'আলা তো বলেছেন اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا তিনি আয়াতটি وَ اَرْجُلِهِمْ مِّنْ خِلٰف পর্যন্ত লিখলেন। এর পরে اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ-এর কথা তিনি উল্লেখ করলেন না। তারপর লিখলেন, আমীরু'ল-মু'মিনীন যদি তাদের উপর আল্লাহ্‌র আইন জারী করতে চান তাহলে যেন তা লিখে জানান।

'উমর ইব্‌ন 'আব্দুল-আযীয (র) তাঁর চিঠি পাঠ করে বললেন, হায়্যানের তো ভারী দুঃসাহস! তিনি লিখলেন, তোমার চিঠি আমার হস্তগত হয়েছে। তুমি ভারি স্পর্ধা দেখিয়েছ। তুমি ঠিক ইয়াযীদ ইব্‌ন আবী মুসলিম কিংবা নিষ্ঠুর বেদ্বীন ইরাকের শাসনকর্তার মত চিঠি লিখলে। অবশ্য তাদের সাথে আমি তোমার তুলনা করছি না। তুমি আয়াতের প্রথমাংশ লিখেছ, শেষাংশ লিখনি। আয়াতের শেষে তো আল্লাহ্ তা'আলা اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ –ও বলেছেন। তাদের বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে থাকে, তবে তাদের গলায় শিকল বেঁধে শাগব ও বাদা অঞ্চলে নির্বাসন দাও।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, শাগব ও বাদা (شغب و بدا) দু'টি জায়গার নাম।

আবার কারও মতে اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ অর্থ এস্থলে বন্দী করা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

এমত হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তার শিষ্যবৃন্দের।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমার নিকট সবচে' বিশুদ্ধ তাদের মত, যারা বলেন এস্থলে اَلنَّفْىُ مِنَ الْاَرْضِ অর্থ এক শহর থেকে অন্য শহরে সরিয়ে দেওয়া এবং সেই শহরে তাদেরকে কারারুদ্ধ করে রাখা, যতদিন না তারা এসব অন্যায় অপরাধ হতে তওবা করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতা ছেড়ে দেয়।

আমি যে এমতকে বিশুদ্ধতম বলছি তার কারণ, তাফসীরকারগণ উপরোক্ত তিনটি মতের মাঝে পরস্পর বিরোধ করেছেন। আর এটা সুস্পষ্ট যে, اَلْمُحَارِبُ যদি ধরা পড়ে তবেই আল্লাহ্ তা'আলা তার শাস্তি হত্যা, বা শুলীবিদ্ধ করা কিংবা বিপরীত দিক থেকে হাত কাটা নির্ধারণ করেছেন। যদি ধরা না যায়, তখন তো শাস্তি প্রদানের প্রশ্নই আসে না। এতদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অনুরূপ اَلنَّفْىُ مِنَ الْاَرْضِ বা নির্বাসনের শাস্তিটিও অপরাধী ধরা পড়ার পরেই প্রযুক্ত হবে। اَلنَّفْىُ مِنَ الْاَرْضِ তথা নির্বাসন যদি সাব্যস্ত হয়, তবে তার আত্মরক্ষা ও যুদ্ধরত অবস্থায় হাত-পা কেটে দেওয়ার অর্থ হবে ধরা পড়ার পর তার উপর শাস্তিবিধান করা। অথচ এটা অবিসংবাদিত যে, ধরা পড়ার পর তার পূর্বোক্ত পলায়ন আল্লাহ্ প্রদত্ত শাস্তি = তথা নির্বাসনের স্থলাভিষিক্ত হবে না। কাজেই এটা বাতিল হয়ে গেল যে, তল্লাশীর ফলে পলায়নই নির্বাসন বলে গণ্য হবে।

বাকি থাকল শেষোক্ত দুই মত অর্থাৎ ক. শহর হতে অন্য শহরে নির্বাসিত করা এবং খ. কারারুদ্ধ করা। আর এক শহর থেকে অন্য শহরে নির্বাসন দ্বারা গোটা দেশ থেকে নির্বাসন করা হয় না; বরং দেশের এক স্থান হতে অন্য স্থানে নির্বাসন হয়। অথচ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ হচ্ছে সমগ্র দেশ থেকে নির্বাসচিত করার। এমতাবস্থায় এ নির্দেশ পালনের উপায় একমাত্র এটাই হতে পারে যে, তাকে দেশের একটি অংশে আটকে রাখা হবে। তা হলে সে সমগ্র দেশ থেকেই নির্বাসিত হয়ে গেল। বাকি থাকবে শুধু সেই স্থান, যেখান থেকে নির্বাসিত করার কোন উপায় নেই।

আরবী ভাষায় النفى। অর্থ বিতাড়িত করা। এ অর্থেই আওস ইব্ন হাজার বলেন,

يُنْفَوْنَ عَنْ طُرُقِ الْكِرَامِ كَمَا - تَنْفِي الْمَطَارِقُ مَايَلِى الْقَرَدَا

"ভদ্র লোকদের পথ হতে তারা বিতাড়িত হয়, যেমন ধুনুনী দূর করে দেয় রদ্দী তুলা। এ ধাতু হতেই রদ্দী দিরহাম বা যে-কোন উঁচু বস্তুকে النُّفَايَة। বলা হয়ে থাকে। نفيت ক্রিয়ার মাস্‌দার হচ্ছে النفى। ও النّفاية। বলা হয় الدلو ينفى الماء। বালতি পানি দূর করে দেয়। বালতির পানি হতে যা ছিটে যায়, তাকেও النفى। বলা হয়। ছন্দকার বলেন,

كَأَنَّ مُتْنَيْهِ مِنَ النَّفِيِّ - مَوَاقِعُ الطَّيْرِ عَلَى الصَّفِيِّ

বলা হয় نفى شعره তার চুল পড়ে গেছে'। অনুরূপ حال لونك ونفى شعرك —আপনার রং বদলে গেছে, চুল উঠে গেছে।

ذَالِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

এই হল দুনিয়াতে তাদের অপমান এবং আখিরাতে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, ذَالِكَ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, তাদের হত্যা করা, শুলবিদ্ধ করা ও বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে দেওয়ার যে শাস্তি প্রদান করলাম, এটা তাদের জন্য অর্থাৎ যুদ্ধকারীদের জন্য এই দুনিয়ায় লাঞ্ছনা।

خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا। অর্থাৎ এটা তাদের জন্য আখিরাতের পূর্বে দুনিয়ার জীবনেই দুঃখ দুর্দশা, লজ্জা ও লাঞ্ছনা এবং শাস্তি ও নিগ্রহ।

বলা হয়ে থাকে اخزيت فلانا। —আমি তাকে লাঞ্ছিত করেছি فخزى خزيا —ফলে সে লাঞ্ছিত হয়েছে।

وَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ও দেশে অশান্তি সৃষ্টিকারীগণ যদি তওবা ছাড়াই মৃত্যুবরণ করে, তা হলে দুনিয়ার উল্লেখিত লাঞ্ছনার সাথে আখিরাতেও রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(٣٤) اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৩৪. কিন্তু যারা এরূপ যে, তোমরা তাদেরকে পাকড়াও করার পূর্বেই তারা তওবা করে (তাদের ভয় নেই)। একথা জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এর ব্যাখ্যায় তাফ্‌সীর বেত্তাদের একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেন , এর অর্থ, মু'মিনদের আওতাধীনে আসার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ ও ঈমানে প্রবেশের মাধ্যমে শিরক, আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংঘটন এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ান হতে যদি তওবা করে তবে তার বিরুদ্ধে মু'মিনগণ কোন ব্যবস্থা নিতে পারবে না। হত্যা, শূলবিদ্ধ করা, বিপরীত দিক হতে হাত-পা কেটে দেওয়া কিংবা নির্বাসন দেওয়ার যে শাস্তি আল্লাহ তা'আলা তাঁর ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী কিংবা ফাসাদ সৃষ্টিকারীর জন্য নির্ধারিত করেছেন, তার কোনটি তার উপর আরোপ করা যাবে না। কুফ্‌র ও মু'মিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় সে অর্থ, রক্ত কিংবা মান-ইজ্জত জনিত যা কিছু অপরাধ করেছে, তার শাস্তি হতে সে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে কোন মুসলিম যদি মুসলিম বা যিম্মীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রবাজী করে এবং দন্ডযোগ্য কোন অপরাধ করে তবে তওবা দ্বারা সে তার অপরাধের শাস্তি হতে নিস্তার পাবে না। তার তওবা শুধু তার ও আল্লাহর মাঝেই ফলপ্রসূ হবে। ইমামের কর্তব্য হবে তার প্রতি আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন জারী করা এবং হক্কুল-ইবাদের জন্য তাকে পাকড়াও করা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৮৭২. হযরত 'ইকরিমা (র)ও হাসান বসরী (র) বলেন اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَ يَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا হতে فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ পর্যন্ত আয়াত ক'টি মুশরিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ। তাদের কেউ মু'মিনদের আওতাধীন আসার পূর্বে তওবা করলে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। তবে এ আয়াত কোন মুসলিমকে শাস্তি হতে বাঁচাতে পারে না, যদি সে কাউকে হত্যা করে বা দেশে অশান্তিকর কাজ করে কিংবা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং তারপর ধরা পড়ার আগেই কাফিরদের সাথে মিলিত হয়। সে যে শাস্তির উপযুক্ত হয়েছে, তা তাকে ভোগ করতেই হবে।

১১৮৭৩. বাশশার (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ আয়াতটি মুশরিকদের সাথে সম্পৃক্ত। তারা শিরকের অবস্থায় কোন অপরাধ করার পর যদি তওবা করে ও ইসলামে দাখিল হয় তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

১১৮৭৪. আল-মুছান্না (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَ يَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا এখানে فَسَادًا অর্থ ব্যভিচার, চুরি, নরহত্যা এবং ক্ষেত-খামার ও গবাদি পশু ধবংস। আর اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ-এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুগের কথা।

Contents

১১৮৭৫. হযরত দাহ্হাক (র) বলেন, একটি সম্প্রদায় ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মাঝে সন্ধি চুক্তি ছিল। কিন্তু তারা চুক্তি ভঙ্গ করে রাহাজানী ও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে তাদের ব্যাপারে ইখতিয়ার দিলেন যে, ইচ্ছা করলে তিনি তাদের হত্যা করতে পারেন, শূলীবিদ্ধ করতে পারেন কিংবা বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে দিতে পারেন। অবশ্য তারা ধরা পড়ার আগে যদি তওবা করে ফেলে তবে তাদের তওবা কবুল করা হবে।

১১৮৭৬. হযরত ইবন আব্বাস (র) হতেও اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আয়াত সম্পর্কে আদ-দাহহাক (র)-এর অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। তবে তিনি আরও পরিস্কার ভাবে বলেন, যদি সে অপরাধী তওবা করে ইসলামে দীক্ষিত হয়, তবে তা কবুল করা হবে এবং পূর্ব অপবাধের জন্য তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে না।

১১৮৭৭. বিশর (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। হযরত কাতাদা (র) বলেন, اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ আয়াতটি মুশরিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ। তারা শিরকের অবস্থায় এসব অপরাধে লিপ্ত হওয়ার পর যদি তওবা করে এবং ইসলামে দাখিল হয়, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১১৮৭৮. কাসিম (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। হযরত 'আতা আল খুরাসানী (র) ও কাতাদা (র)-এ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, আয়াতটির সম্পর্ক মুশরিকদের সাথে। কোন মুশরিক যদি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত হয়ে তাদের রক্ত ও অর্থজনিত অপরাধে লিপ্ত হয় এবং পরে সে ধরা পড়ার আগে তওবা করে তবে সে বিগত অপরাধের শাস্তি হতে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এ আয়াতের বিধান দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের বোঝান হয়েছে। অর্থাৎ যে সব মুসলিম ইসলামে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় রাহাজানী করে অতঃপর ইমামের আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং ইমাম সে অপরাধ শহকারে তাদের আশ্রয় প্রদান করে, কিংবা যে সব মুসলিম ইসলাম ত্যাগ করতঃ এরূপ অপরাধে লিপ্ত হয় এবং তারপর দারুল-হারবে চলে যায়, অতঃপর ইমামের আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং ইমাম তাদের আশ্রয় দেয়– এ উভয় অবস্থায় তাদের তওবা ও আশ্রয়-পূর্ব অপরাধের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কেউ কোন ব্যবস্থা নিতে পারবে না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৮৭৯. হযরত 'আলী ইবন সাহ্ল (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। ইমাম 'আমির আশ-শা'বী (র) বলেন, হারিছা ইবন বাদ্‌র বিদ্রোহ প্রদর্শন করে এবং সন্ত্রাস, নরহত্যা ও রাহাজানীতে লিপ্ত হয়। তার পর ধরা পড়ার পূর্বেই সে তওবা করে ফিরে আসে। হযরত 'আলী (রা) তার তওবা কবুল করেন এবং রক্ত ও অর্থ জনিত অপরাধ সহকারে তাকে নিরাপত্তা দান করেন।

১১৮৮০. আল-মুছান্না (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। ইমাম শা'বী (র) বলেন, হারিছা ইবন বাদ্‌র হযরত 'আলী ইবন আবী তালিব (রা)-এর আমলে বিদ্রোহ করে। তারপর সে হযরত হাসান (রা)-এর কাছে এসে আবেদন জানায়-তিনি যেন হযরত 'আলী (রা)-এর নিকট তাকে নিরাপত্তা দানের জন্য সুপারিশ করেন। কিন্তু হযরত হাসান (রা) অপারগতা প্রকাশ করেন। তারপর সে (আব্দুল্লাহ) ইবন জা'ফর (ইবন আবী তালিব)-এর সরণাপন্ন হয়। তিনিও অসম্মতি জানান। তারপর সাঈদ ইবন কায়স আল-হামদানীকে গিয়ে

ধরে। সাঈদ তাকে অভয় দান করেন এবং নিজ আশ্রয়ে রাখেন। হারিছা বলল, আপনি আমীরুল মু'মিনীন 'আলী (রা)-এর নিকট আমার জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করুন। একদিন হযরত 'আলী (রা) সবে ফজরের সালাত আদায় করেছেন, এমনি মুহূর্তে সাঈদ ইবন কায়স তাঁর কাছে এসে আরয করলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাদের শাস্তি কি? তিনি বললেন, হত্যা করা, বা শূলে দেওয়া অথবা বিপরীত দিক হতে হাত-পা কেটে দেওয়া কিংবা নির্বাসিত করা। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন— اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ (তবে তোমাদের আওতাধীন আসার পূর্বে যারা তওবা করবে। তাদের জন্য নয়)। তখন সা'ঈদ বললেন, তা সে হারিছা ইবন বা্দর হলেও? তিনি বললেন, হাঁ-হারিছা ইবন বাদ্র হলেও। সা'ঈদ বলে উঠলেন, তা হলে এই যে হারিছা ইবন বাদ্র, সে তওবা করে হাজির হয়েছে। সে কি নিরাপদ? তিনি বললেন, হাঁ, সে নিরাপদ। তখন হারিছা এসে তার হাতে বাই'আত হল। তার সে বাই'আত গৃহীত হল এবং তার জন্য নিরাপত্তানামা লিখে দেওয়া হল।

১১৮৮১. অপর এক সূত্রে ইমাম শা'বী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হারিছা ইবন বাদ্র বিদ্রোহ প্রদর্শন ও দেশে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হওয়ার পর তওবা করে। তখন হযরত 'আলী (রা)-এর নিকট তার জন্য সুপারিশ করা হলে তিনি তাকে নিরাপত্তা দিতে অস্বীকার করেন। সে সা'ঈদ ইবন কায়সের শরণাপন্ন হয়। সা'ঈদ হযরত 'আলী (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আপনি তাদের সম্পর্কে কি বলেন? হযরত 'আলী (রা) এ সংক্রান্ত আয়াত পাঠ করে শোনালেন। সা'ঈদ বললেন, যদি তারা ধরা পড়ার আগে তওবা করে তখন? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা যা বলেছেন, আমিও তাই বলি। সা'ঈদ বললেন, হারিছা ইবন বাদ্র তেমনই একজন! তখন হযরত 'আলী (রা) তাকে নিরাপত্তা প্রদান ককরলেন। হারিছা বলে উঠল–

اَلاَ اَبْلِغَا هَمْدَانَ اِمَّا لَقِيْتَهَا – عَلَى النَّاىِ لاَ يَسْلَمْ عَدُوٌّ يَعِيْبُهَا
لَعَمْرُ اَبِيْهَا اِنَّ هَمْدَانَ تَتَّقِيْ – الْاِلٰهَ وَيَقْضِىْ بِالْكِتَابِ خَطِيْبُهَا

ওহে! হামদানকে গিয়ে জানাও, যে দুশমন তার প্রতি অপবাদ লাগায়, সে দূরে গিয়েও বাঁচতে পারে না। তার পিতার আয়ুর কসম, হামদানের লোক আল্লাহকে ভয় করে, তাদের বক্তা ফয়সালা দেয় কিতাব দ্বারা।

১১৮৮২. সুদ্দী (র) اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আওতাধীনে আসার আগে তার তওবার অর্থ হচ্ছে, সে যে নরহত্যা ও ধ্বংসাত্মক কাজ করেছে, তার শাস্তি হতে নিরাপত্তা চেয়ে ইমামের কাছে আবেদন করবে। এতে জানাবে যে, আমাকে নিরাপত্তা না দেওয়া হলে অতীতের চেয়ে আরও বেশী নরহত্যা, রাহাজানী ও ধ্বংসাত্মক কাজ করব। তখন ইমামের কর্তব্য হবে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া। নিরাপত্তা লাভের পর সে এসে ইমামের হাতে বায়'আত গ্রহণ করবে। তখন আর কেউ তার বিগত রক্তপাত ও অর্থ লুণ্ঠনের জন্য তার বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা নিতে পারবে না। তার অধিকারভুক্ত সকল অর্থ-সম্পদ তারই থাকবে, যাতে করে তা নিয়ে মুসলিমদের আপসে কোন কলহের সৃষ্টি হতে না পারে। অতঃপর যখন সে আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে, তখন তিনিই হবেন তার ব্যবস্থা গ্রহণকারী। তার কৃতকর্মের জন্য তিনিই তখন পাকড়াও করবেন। উপযুক্ত তওবা তার এবং ইমাম ও

সর্বসাধারণের মাঝেই ফলপ্রসূ হবে। পক্ষান্তরে ইমাম কর্তৃক নিরাপত্তা লাভের পূর্বে সে যদি আল্লাহ তা'আলার কাছে তওবা করে থাকে, তথাপি ইমাম তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলে তার শাস্তি আরোপ করবে।

১১৮৮৩. মাক্হূল (র) বলেন, ইমাম যখন তাকে নিরাপত্তা দিয়ে দিবে, তখন সে নিরাপদ হয়ে যাবে, বিগত অপরাধের জন্য তার উপর আর শাস্তি আরোপ করা যাবে না।

অন্যাদের মতে এর অর্থ, যে কোন বিদ্রোহী গ্রেপ্তার হওয়ার আগে তওবা করে ফিরে আসে এবং ইমামের কাছে নিরাপত্তা চায়, ইমাম তাকে নিরাপত্তা দিক বা না-ই দিক, আনুগত্য প্রদর্শনের পর তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

১১৮৮৪. মুছান্না (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। 'আমির (ইমাম শা'বী র) বলেন, হযরত 'উছমান (রা)-এর খিলাফতকালে আবূ মূসা (রা) যখন কুফার গভর্ণর, তখন একদিন তিনি ফরয সালাত আদায় শেষ করেছেন, এমনি সময় বানু মুরাদ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আবূ মূসা! আপনার আশ্রয় প্রার্থনার স্থান। আমি বানূ মুরাদ গোত্রের অমুকের পুত্র। আমি আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত হয়ে দেশে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত ছিলাম। আপনি পাকড়াও করার আগেই আমি তওবা করে বসেছি। একথা শুনে আবূ মূসা (রা) দন্ডায়মান হলেন এবং উপস্থিত লোকদের লক্ষ্য করে বললেন, এ হচ্ছে অমুকের পুত্র অমুক। সে আল্লাহ-রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং দেশে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়িয়েছিল। সে ধরা পড়ার আগেই তওবা করে এসেছে। কাজেই তার সাথে যার সাক্ষাত হবে, সে যেন তার সাথে উত্তম ব্যবহারই করে। তারপর আল্লাহ তা'আলার যতদিন ইচ্ছা ছিল লোকটি আনুগত্য রক্ষা করেছিল। তারপর সে আবার বিদ্রোহ করে। এবার মহান আল্লাহ তা'আলা তাকে তার অপরাধের শাস্তি দান করেন। এর পর তাকে হত্যা করেন।

১১৮৮৫. ইমাম শা'বী (র) হতে অপর এক সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১১৮৮৬. ওয়ালীদ ইবন মুসলিম (র) বলেন, আমি ইমাম মালিক (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, যে বিদ্রোহী সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এবং নরহত্যা ও রাহাজানীতে লিপ্ত হয়, এরপর দারুল হারবে চলে যায় কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রেই আত্মগোপন করে থাকে, তারপর সে ধরা পড়ার আগেই যদি তওবা করে ফিরে আসে, তবে তার সম্পর্কে আপনার কি মত? তিনি বললেন, তার তওবা কবুল করা হবে। জিজ্ঞেস করলাম, তার দুষ্কৃতির কোন সাজাই সে পাবে না? তিনি বললেন, না। তবে নির্দিষ্টভাবে কারও কোন মাল তার কাছে পাওয়া গেলে তা ফেরত দিতে হবে। অনুরূপ কোন নিহতের ওয়ারিশ যদি কিসাস দাবী করে এবং সেই তার ঘাতক বলে প্রমাণ করতে পারে কিংবা ঘাতক নিজেই তা স্বীকার করে, তখন তার উপর কিসাস জারী করা হবে। তার যেসব হত্যাকান্ডের ব্যাপারে নিহতদের ওয়ারিশগণ কোন দাবী জানাবে না, ইমামও সে ব্যাপারে তার পিছনে পড়বে না।

ওয়ালীদ (র) বলেন, আমি একথা আবূ 'আমরকে জানালে তিনি বললেন, যে বিদ্রোহী ইমাম ও জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাদেরকে কষ্ট দেয়, তাদের উপর অস্ত্র ব্যবহার করে এবং তাদের জান-মালের ক্ষতি সাধন করে, তার কোন মজবুত ঘাঁটি ও দল রয়েছে, যাদের কাছে সে আশ্রয় পায়, কিংবা প্রয়োজনে শত্রুদের নিয়ে মিলিত হয়– তা ইসলাম ত্যাগ করেই হোক অথবা ইসলামে বিদ্যমান

থেকেই হোক, অতঃপর সে ধরা পড়ার আগে থেকেই যদি তওবা করে ফিরে আসে, তবে তার তওবা কবূল করা হবে এবং বিগত অপরাধের শাস্তি হতে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে।

১১৮৮৭. আবূ 'আমর (র) বলেন, আমি ইমাম যুহরী (র)-কেও অনুরূপ বলতে শুনেছি।

১১৮৮৮. ওয়ালীদ (র) বলেন, আমি এ মাসআলা সম্পর্কে ইমাম মালিক (র) ও আবূ 'আমর (র)-এর উক্তি লায়ছ ইবন সা'দ (র)-এর নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, সে যদি সরকার ও জনগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে রক্তপাত ও রাহাজানীতে লিপ্ত হয় এবং স্বীয় সময়-কৌশল দ্বারা নিজেকে সরকারের হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় কিংবা দারু'ল-হারবে পালিয়ে যায়, এরপর সে ধরা পড়ার আগেই আবার তওবা করে ফিরে আসে, তবে তার তওবা কবূল করা হবে। ইতপূর্বে সে ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক যে রক্তপাত ঘটিয়েছে, তজ্জন্য তার কোন সাজা হবে না; এমন কি নিহতের ওয়ারিশ দাবী করলেও নয়।

১১৮৮৯. ওয়ালীদ (র) বর্ণনা করেন, লায়ছ ইবন সা'দ এবং মূসা ইবন ইসহাক আল-মাদানী, যিনি আমাদের বর্তমান শাসনকর্তা, তারা বলেছেন যে, আলী 'আল-আসাদী বিদ্রোহী হয়ে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালায় এবং নরহত্যা ও রাহাজানীতে লিপ্ত হয়। সরকার ও জনগণ তাকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। অবশেষে সে নিজেই তওবা করে এসে ধরা দেয়। কারণ সে শুনেছিল এক ব্যক্তি পাঠ করছে قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ -হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না (সূরা যুমার ঃ ৫৩)। 'আলী তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আয়াতটি আবার পড়। সে আবার পড়ল। তখন সে তরবারী কোষবদ্ধ করে ফেলল এবং তওবা করে মদীনায় রওয়ানা হল। উষাকালে সে মদীনায় পৌঁছে গেল। অতঃপর গোসল করে মসজিদের নববীতে হাজির হল। সকলের সাথে ফজরের সালাত আদায় করল। তারপর হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর মজলিসে সকলের সাথে বসে গেল। চারদিক ফর্সা হয়ে গেলে সকলে তাকে ঘিরে ফেলল এবং তার দিকে অগ্রসর হল। সে বলল, তোমরা আজ আমাকে কিছু করতে পার না। কারণ তোমরা আমাকে গ্রেপ্তার করার আগে আমি নিজেই তওবা করে এসেছি। তার কথা শুনে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, সে ঠিকই বলেছে। তিনি উঠে তার হাত ধরলেন এবং মারওয়ান ইবনুল-হাকামের কাছে নিয়ে গেলেন। মারওয়ান তখন হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর পক্ষ হতে মদীনার গভর্ণর। তিনি মারওয়ানকে বললেন, এই যে আলী, তওবা করে আত্মসমর্পণ করেছে। তোমরা তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পার না, তাকে হত্যাও করতে পার না। সুতরাং সে সব কিছু হতে নিষ্কৃতি পেয়ে গেল। অতঃপর সে সমুদ্র পথে আল্লাহর উদ্দেশ্যে জিহাদে বের হয়ে পড়ল। রোমকদের সাথে নৌযুদ্ধ হল। আলী তার জাহাজ নিয়ে রোমকদের একটি জাহাজের মুখোমুখি হল এবং তাদের উপর আক্রমণ করল। জাহাজটি পরাস্ত হয়ে তাদের অন্যান্য জাহাজের কাছে চলে গেল। অতঃপর উভয় পক্ষ পরস্পরের প্রতি হামলা করল। শেষ পর্যন্ত সকলেই ডুবে মারা গেল।

১১৮৯০. মুতাররিফ ইবন মা'কাল (র) বলেন, 'আতা (রা)-এর কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল এক লোক অপহরণ কার্যে লিপ্ত হওয়ার পর ধরা পড়ার আগেই তওবা করে ফেলে এবং নিজেই ধরা দেয়। তার উপর কি শাস্তি আসবে? তিনি বললেন, না। অতঃপর এ আয়াত পাঠ করলেন— اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ

আসা। তাই ভেবে তারা ধরা পড়ার আগেই তওবা করে চেলে আসে, তাদের তওবা কবূল করা হবে না; বরং তার প্রাপ্ত শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে।

১১৮৯৫. ওয়ালীদ (র) বলেন, আমি আবূ 'আমর (র)-কে বললাম, উরওয়া (র) বলেছেন, সে যে অপরাধ করে পালিয়ে গেছে তার শাস্তি তার উপর আরোপিত হবে, তাকে নিরাপত্তা দেওয়া কারও জন্য জায়েয নয়। আবূ 'আমর (র) বললেন, যদি সে দারুল ইসলামেই পালিয়ে বেড়ায়, অতঃপর ইমাম তাকে নিরাপত্তা দেয়, তবে তার নিরাপত্তা দান বৈধ হবে না। যদি সে দারুল হারবে পালিয়ে যায়, অতঃপর ইমামের কাছে তার দুষ্কৃতির জন্য নিরাপত্তা চায়, ইমামের পক্ষে তাকে নিরাপত্তা দান সমীচীন হবে না। তবে যদি নিরাপত্তা দিয়ে ফেলে এবং তার দুষ্কর্ম সম্পর্কে তার জানা না থাকে, তবে সে নিরাপত্তা প্রদান কার্যকর হবে এবং সে নিরাপদ হয়ে যাবে। এ মতাবস্থায় তার প্রতি কেউ রক্ত বা অর্থের দাবী নিয়ে আসলে তাকে তার জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু ফেরৎ যেতে না চাইলে সে নিরাপদই থাকবে। তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। ইমাম যদি তার দুষ্কর্ম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকা সত্ত্বেও তাকে নিরাপত্তা দেয়, তবে ইমাম দায়ী হবে। যা কিছু রক্তপাত সে ঘটিয়েছে কিংবা অর্থ অপহরণ করেছে, তার দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে। শরী'আতের যে শাস্তি সে অকার্যকর করল, তজ্জন্য গুনাহগার হবে এবং তার বিষয় আল্লাহর উপর ন্যস্ত থাকবে।

আবূ 'আমর (র) বলেন, দুষ্কৃতিকারী উপযুক্ত তৎপরতা চালানোর পর যদি নিজ ঘাঁটিতে আশ্রয় নেয় কিংবা দারুল হারবে চলে যায়- তা ইসলাম ত্যাগ করুক বা না-ই করুক, অতঃপর ইসলামী সরকারের আওতাধীন হওয়ার আগেই যে তওবা করে এসে আত্মসমর্পণ করে, তবে তার তওবা কবূল করা হবে। বিদ্রোহ কালীন অপতৎপরতার কোন শাস্তি তার উপর আরোপিত হবে না। হ্যাঁ সুনির্দিষ্ট কোন বস্তু তার কাছে পাওয়া গেলে তা মালিকের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

১১৮৯৬. রাবী'আ (র) বলেন, তার তওবা কবূল করা হবে। বিদ্রোহকালীন কোন দুষ্কৃতির শাস্তি তাকে দেওয়া যাবে না। তবে পূর্বে যদি কোন হত্যা কার্যে জড়িত থাকে এবং তার কিসাসের দাবী উত্থাপিত হয়, তা কার্যকর করা হবে।

১১৮৯৭. হাকাম ইবন উতায়রা (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা হাজ্জাজ (র)-কে ধ্বংস করুন। অবশ্য তার ফিকহী ব্যুৎপত্তি ছিল। একবার সে এক বিদ্রোহীকে নিরাপত্তা প্রদান কালে বলেছিল, তোমরা খোঁজ নিয়ে দেখ, বিদ্রোহ করার আগে সে কোন অপরাধে জড়িত ছিল কি না?

কেউ বলেন, তওবা দ্বারা তার বিদ্রোহ জনিত আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তি রহিত হয়ে যাবে, কিন্তু হক্কুল-ইবাদ রহিত হবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র)-এরও এ মত।

১১৮৯৮. আর-রাবী' (র) ইমাম শাফি'ঈ (র) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (রা) বলেন, উপরোক্ত মতামত সমূহের মাঝে আমার নিকট বিশুদ্ধতম হচ্ছে তাদের মত, যারা বলেন, যে বিদ্রোহী স্বয়ং কিংবা দলের সাহায্যে আত্মরক্ষা করে অতঃপর ধরা পড়ার আগেই তাওবা করে, তার শাস্তি মওকুফ হয়ে যাবে। কোনরূপ জরিমানা বা কিসাস ইত্যাদি তার উপর আরোপিত হবে না। তবে মুসলিম বা কোন যিম্মীর সুনির্দিষ্ট কোন মাল তার কাছে পাওয়া গেলে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। কেননা এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, এরূপ লোক যদি একজন না হয়ে সংঘবদ্ধ দল হয়ে থাকে, এবং তারা ইসলাম ত্যাগ পূর্বক অনুরূপ অপরাধে জড়িত থাকে, তবে ঐরূপ বিধানই তাদের উপর বর্তায়। সুতরাং একজন হলেও তার উপর অভিন্ন বিধানই জারী হবে।

পক্ষান্তরে যে গোপনে চুরি কর্ম করে, বা কারও অসাবধানতায় তার মালামাল অপহরণ করে কিংবা নির্জন স্থানে পথিকের উপর অস্ত্র তোলে, আর সরকারী অনুসন্ধান হতে নিজেকে বাঁচাবার মত ক্ষমতা তার নেই, সে তওবা করুক আর না-ই করুক, আল্লাহর আইন তার উপর জারী হবেই। যে অর্থ সে অপহরণ করেছে বা যে রক্তপাত সে ঘটিয়েছে, কিংবা প্রতারণা করেছে, তার শাস্তি হতে তার রেহাই নেই। হাঁ আল্লাহ ও তার মাঝে অবশ্য তওবা ফলপ্রসূ হবে। ইহা বলা হচ্ছে এই অবিসংবাদিত রায়ের উপর কিয়াস করে যে, মুসলিমদের সাথে সন্ধি ও মৈত্রী অবস্থায় সে যদি এরূপ অপরাধ করত এবং তারপরে বিদ্রোহ করত, তবে বিদ্রোহের দরুণ তার কোন হক্কুল্লাহ ও হক্কুল-ইবাদ-মওকুফ হত না। ঠিক তেমনি আইনই হবে, যদি সে কোন নির্জন স্থানে বা গোপনে এরূপ কর্ম করে, আর সে নিজস্বভাবে বা দলের আশ্রয়ে সরকারের অনুসন্ধান হতে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম না হয়।

إِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ আয়াতটি যার উপলব্ধি করার তওফীক হয়েছে, তার জন্য এর মাঝে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে اَلْمُحَارِبُ (বিদ্রোহী)-এর যে বিধান আল্লাহ তা'আলা প্রদান করেছেন, তা মুশরিক ও যিম্মীদের জন্যই প্রযোজ্য– সেই মুশরিকদের জন্য নয়, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। কেননা এ বিধান মুসলিম ও যিম্মীদের জন্য না হয়ে তাদের শত্রু মুশরিকদের জন্য হত, তা হলে তারা আমাদের আওতাধীনে আসার পর ইসলাম গ্রহণ ও তওবা করলে তদ্বারা তাদের ইসলাম গ্রহণের পূর্বেকার হত্যার শাস্তি মওকুফ না হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। অথচ- মুসলিম উম্মাহ্র এটা সর্ববাদী সম্মত বিশ্বাস যে, যুদ্ধরত মুশরিক আমাদের আওতাধীনে আসার পর ইসলাম গ্রহণ করলে তদ্বারা তার পূর্বেকার যাবতীয় অপরাধের শাস্তি ঠিক তেমনিভাবেই মওকুফ হয়ে যায়, যেমন তা মওকুফ হয় আওতাধীনে আসার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করলে। এটা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, এ ব্যাপারে তাদের মতই বিশুদ্ধ, যারা বলেন, এ স্থলে আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের শাস্তি সংক্রান্ত মুসলিম ও যিম্মী যুদ্ধকারীদের বোঝান হয়েছে-মুশরিক যুদ্ধরতদের নয়।

فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ হে মু'মিনগণ তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ও পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজে জড়িতদের মধ্যে যারা তওবা করবে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের অপরাধের জন্য পাকড়াও করবেন না; বরং তাদের ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদের অন্যায়-অনাচার গোপন রাখবেন। তাদের শাস্তি দিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছিত করবে না। তিনি ক্ষমা প্রদর্শন ও শাস্তি মওকূফের মাধ্যমে তাদের প্রতি দয়ার্দ্র।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(٣٥) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْۤا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

৩৫. হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর ও তাঁর পথে সংগ্রাম কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, হে ঐ সকল লোক, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ এবং তাঁর রাসূল তোমাদেরকে যেসব সংবাদ জানিয়েছেন, পুরস্কারের ওয়াদা ও শাস্তির শতর্কবাণী, সে ব্যাপারে তাকে বিশ্বাস করেছ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।

اتَّقُوا اللّٰهَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে আদেশ-নিষেধ করেছেন, তা পালনের মাধ্যমে তোমরা তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন কর। সৎকর্মের মাধ্যমে তোমাদের ঈমান এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসে তোমাদের একনিষ্ঠতা প্রমাণ কর।

وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ অর্থাৎ তাঁর সন্তোষজনক কাজ দ্বারা তাঁর নৈকট্য সন্ধান কর।
اَلْوَسِيْلَةُ এটা توسلت হতে الفعيلة পরিমাণে ঠিত বিশেষ্য। বলা হয় توسلت الى فلان بكذا অর্থাৎ এ বস্তু দ্বারা আমি অমুকের নৈকট্য লাভ করিতেছি।

আন্‌তারা বলেন,

اِنَّ الرِّجَالَ لَهُمْ اِلَيْكِ وَسِيْلَةٌ – اِنْ يَّأْخُذُوْكِ تَكَحَّلِىْ وَتَخَضَّبِىْ

বহু লোক তোমার নৈকট্যে-ধন্য। তারা ধরলে তুমি সুরমা-কলপ নাগিও।

তিনি اَلْوَسِيْلَةُ দ্বারা নৈকট্য বুঝিয়েছেন।

অন্য একজন বলেন,

اِذَا غَفَلَ الْوَاشُوْنَ عُدْنَا لِوَصْلِنَا – وَعَادَ التَّصَافِىْ بَيْنَنَا وَالْوَسَائِلُ

নিন্দুকেরা একটু অন্য মনস্ক হলেই আমরা ফিরে যাই আমাদের মিলনে।

আমাদের মাঝে আবার ফিরে আসে প্রণয়, চলে আসি কাছাকাছি।

আমরা যা বলেছি ব্যাখ্যারগণও অনুরূপ-বলেছেন।

১১৮৯৯. আবূ ওয়াইল (র) বলেন, وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ এর اَلْوَسِيْلَةُ অর্থ কর্ম দ্বারা লব্ধ নৈকট্য।

১১৯০০. 'আতা (র) বলেন, এ আয়াতে اَلْوَسِيْلَةُ মানে নৈকট্য।

১১৯০১. সুদ্দী (র) বলেন, يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوااللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ আয়াতে (اِبْتَغُوْا দ্বারা) কামনা করা এবং (اَلْوَسِيْلَةُ দ্বারা) নৈকট্য বোঝান হয়েছে।

১১৯০২. কাতাদা (র) وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ অর্থ করেন, তোমরা আনুগত্য ও তার পছন্দনীয় কাজ দ্বারা তার নৈকট্য সন্ধান কর।

১১৯০২. মুজাহিদ (র)-ও এ আয়াতের اَلْوَسِيْلَةُ অর্থ বলেছেন আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য।

১১৯০৩. হাসান বসরী (র)-ও এর অর্থ করেন নৈকট্য।

১১৯০৪. 'আব্দু'ল্লাহ ইবন কাসীর (র) হতেও এর অর্থ নৈকট্য বর্ণিত হয়েছে।

১১৯০৫. ইবন যায়দ (র) বলেন اَلْوَسِيْلَةَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ এর اَلْوَسِيْلَةُ অর্থ ভালবাসা। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর ভালবাসা কামনা কর। তিনি এর সমর্থনে পাঠ করেন—اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ —তারা যাদেরকে আহবান করেন, তারাই তো তাদের প্রতিপালকের ভালবাসা কামনা করে (সূরা ইসরা ঃ ৫৭)।

وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসীদেরকে বলছেন, হে মু'মিনগণ! তোমরা আমার পথে আমার ও তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর। আল্লাহ তা'আলার পথ মানে তাঁর দীন ও শরী'আত, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, অর্থাৎ ইসলাম। আল্লাহ পাক ঘোষণা করছেন যে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর এবং তাদেরকে একনিষ্ঠ ইসলামে দাখিল করার জন্য নিজেদেরক কষ্ট দাও।

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ যাতে তোমরা সফল হতে পার, ফলে জান্নাতের স্থায়ী ও অনন্ত জীবন লাভ করতে পার।

ইতি পূর্বে اَلْفَلَاحُ। অর্থ দলীল-প্রমাণসহ উল্লেখ করেছি। অতএব এ স্থলে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(٣٦) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

৩৬. নিশ্চয়ই যারা কাফির হয়েছে, দুনিয়াতে যা কিছু আছে সবই যদি তাদের হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও দ্রব্যসম্ভার তাদের হয়; যদি তারা তা কিয়ামতের দিনের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের জন্য দিতে চায় তবে তাদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করা হবে না এবং তাদের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক আযাব রয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতিপালকত্ব (রাবুরিয়াত) অস্বীকার করত: অন্যের ইবাদত-উপাসনা করেছে এবং এ অবস্থাতেই তওবার পূর্বে তাদের মৃত্যু হয়েছে। যথা বনী ইসলাঈলের বাছুর পুজারী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিমা পুজারীগণ, তারা যদি দুনিয়ায় যা কিছু আছে, তা সহ সমপরিমাণ আরও সম্পদের মালিক হয়ে যায় এবং আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে অন্যের ইবাদতে লিপ্ত হওয়ার পরকালীন শাস্তি হতে মুক্তি লাভের জন্য সেগুলো পণস্বরূপ দিয়ে দেয়, তবুও আল্লাহ তা'আলা তাদের শাস্তির পরিবর্তে তা কবূল করবেন না; বরং তিনি কিয়ামতের দিন তাদেরকে জাহান্নামের মর্মন্তুদ শাস্তিতে নিক্ষেপ করবেনই।

এতদ্বারা আল্লাহ তা'আলা হযরত রাসূলে করীম সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের সময় মদীনায় অবস্থিত ইয়াহুদীদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তাঁর কাছে তাঁরা ও অন্যান্য মুশরিকরা সমপর্যায়ভুক্ত। সকলকেই মর্মন্তুদ মহা শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ইয়াহুদীরা বলত, لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلاَّ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً—দিন কতক ব্যতীত আগুন আমাদেরকে কখনও স্পর্শ করবে না (বাকারা ঃ ৮০)। বস্তুত: এটা ছিল আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তাদের আত্ম প্রবঞ্চনা এবং তাঁর প্রতি তাদের এক জঘন্য অপলাপ। এ আয়াতে ও এর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের সে ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন এবং তাদের মিথ্যা আশার মুলোৎপাটন করেছন। তিনি তাদের ও সকল কাফিরকে সম্বোধন করে বলেছেন– যারা কুফ্রী করেছে কিয়ামতের দিন শাস্তি হতে মুক্তির জন্য পণ-স্বরূপ দুনিয়ার যা কিছু আছে, যদি তাদের তার সমস্তই থাকে এবং সেই সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, তবু তাদের নিকট হতে তা গৃহীত হবে না এবং তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি। তারা আগুন থেকে বের হতে চাইবে, কিন্তু তারা তা থেকে বের হওয়ার নয় এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।

অর্থাৎ হে কাফিরগণ! তোমরা তোমাদের মুক্তিপণ গৃহীত হওয়ার আশা করনা। ভেব না যে, একবার জাহান্নামে প্রবেশ করলে বাপ-দাদাদের অসিলায় তা থেকে বের হতে পারবে– যদি কুফর অবস্থাতেই তোমাদের মৃত্যু ঘটে। তার চে'বরং এখনই আল্লাহর কাছে খাঁটি তওবা করে নাও।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(৩৭) يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۝

৩৭. তারা অগ্নি থেকে বের হতে চাইবে, কিন্তু তারা তা থেকে বের হবার নয় এবং তাদের জন্য স্থায়ী শাস্তি রয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এর অর্থ যারা তাদের প্রতিপালকের কুফ্রী করেছে কিয়ামতের দিন তারা জাহান্নামে প্রবেশ করার পর তা থেকে বের হতে চাইবে, কিন্তু তারা সেখান থেকে বের হতে পারবে না।

وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ অর্থাৎ তাদের জন্য আছে স্থায়ী, অনন্ত শাস্তি, যার অবসান হবে না কখনই, কোনদিন হবে না অপসারিত, যেমন কবি বলেন,

فَاِنَّ لَكُمْ بِيَوْمِ الشَّعْبِ مِنِّيْ – عَذَابًا دَائِمًا لَكُمْ مُّقِيْمًا

গিরিপথের যুদ্ধের দিন আমার পক্ষ হতে তোমাদের জন্য আছে স্থায়ী ও অনন্ত শাস্তি।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৯০৬. হযরত 'ইকরিমা (র) হতে বর্ণিত। নাফি', ইবনু'ল-আযরাক (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা)-কে বললেন, চোখ কি অন্ধ হয়ে গেল, অন্তরও কি অন্ধ? কারও ধারণা, এক সম্প্রদায় জাহান্নামে দাখিল হওয়ার পর আবার বের হবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন وَمَاهُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا? হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) বললেন, ধিক! এটা তো কাফিরদের জন্য, এর আগে পড়ে দেখ।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(٣٨) وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

৩৮. পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হস্তচ্ছেদন কর, এ তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর নির্ধারিত আদর্শ দন্ড। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, اَلسَّارِقُوْنَ وَالسَّارِقَاتُ দ্বারা নির্দিষ্ট কোন চোর বোঝান হয় নি; বরং এতে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যে-কোন পুরুষ ও নারী চুরি করলে হে মানুষ, তোমরা তাদের হাত কেটে দাও। এই অনির্দিষ্ট হওয়ার কারণেই اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ কে مَرْفُوْعٌ (পেশযুক্ত) ব্যবহার করা হয়েছে। কোন নির্দিষ্ট পুরুষ বা নারী চোর উদ্দেশ্য হলে مَنْصُوْبٌ ব্যবহার করা হত।

হযরত ইবন মাস্'উদ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি পড়তেন–اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ

১১৯০৭. ইব্রাহীম নাখ'ঈ (র) আয়াতটিকে কখনও আমাদের কিরাআত অনুসারে পাঠ করতেন আবার কখনও ইবন মাস্উদ (রা)-এর কিরাআত অনুসারে বলতেন اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا

১১৯০৮. অপর এক সূত্রে বর্ণিত, ইবন আওন (র) বলেন, ইব্রাহীম নাখ'ঈ (র) আমাদের কিরাআতের স্থলে কখনও বলতেন اَلسَّارِقُوْنَ وَالسَّارِقَاتُ فَاقْطَعُوْا اَيْمَانَهُمَا

তার এ কিরাআত আমাদের উপযুক্ত ব্যাখ্যা বিশুদ্ধ হওয়ার প্রমাণ বহন করে এবং তার দ্বারা এটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ এর مَرْفُوْعٌ হওয়া সঠিক এবং তা হয়েছে উভয়ের মাঝে নিহিত ক্রিয়া দ্বারা। আর এর কারণ কি তাও উল্লেখ করেছি।

فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا -এর অর্থ উভয়ের ডান হাত কেটে দাও, যেমন

১১৯০৯. সুদ্দী (র) فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا -এর অর্থ বলেন, ডান হাত কেটে দাও।

১১৯১০. 'আমির (র) বলেন, হযরত ইবন মাস্উদ (রা)-এর কিরাআত হচ্ছে اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْمَانَهُمَا অর্থাৎ তাদের ডান হাত কেটে দাও।

কি পরিমাণ চুরি করলে হাত কাটা যাবে। এ সম্পর্কে একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেন, এর মানে যে ব্যক্তি তিন দিরহাম বা তার বেশী পরিমাণ চুরি করবে তার হাত কাটা যাবে। ইমাম মালিক (র) সহ মদীনাবাসী একদল উলামা এ মত পোষণ করেন। তারা প্রমাণ হিসেবে বলেন–

১১৯১১. হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) একটি ঢালের বিনিময়ে হস্তচ্ছেদন করেছিলেন এবং এ ঢালের মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, যে ব্যক্তি এক দীনারের চার ভাগের এক ভাগ বা তার সমমূল্যের বস্তু চুরি করবে, তার হাত কাটা হবে। ইমাম আওযাঈ (র) এবং আরো অনেকে এ মত পোষণ করেন। যেমন–

১১৯১২. হযরত 'আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, হস্তচ্ছেদন হবে এক দীনারের এক চতুর্থাংশ বা তার বেশী পরিমাণ চুরি করলে।

অন্য এক জামাত আফসীরকার বলেন, হস্তচ্ছেদেন সেই চোরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যার চুরির পরিমাণ দশ দিরহাম বা তার বেশী। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তার সাথীদের এটাই মত। যেমন

১১৯১৩. 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) ও হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) একটি ঢালের পরিবর্তে হস্তচ্ছেদন করেন, যার মূল্য দশ দিরহাম।

অপর এক জামায়াত তাফসীরকার বলেন, কম-বেশী যাই চুরি করুক, তার চোরের হাত কাটা হবে। আয়াতের বাহ্যিক অর্থই তাদের দলীল। কারো অধিকার নেই নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ছাড়া বিশেষ পরিমাণকে নির্দিষ্ট করার। তারা আরও বলেন, রাসূলে করীম (স) হতে এমন কোন হাদীস পাওয়া যায় না, যা প্রমাণ করে আয়াতটি বিশেষ কোন পরিমাণ চুরির সাথে সম্পৃক্ত। এমন কোন হাদীস কেউ বর্ণনা করেননি যে, এক দিরহাম চুরি করেছে এমন কাউকে ধরে আনা হয়েছে আর তিনি তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি একটি ঢালের পরিবর্তে হাত কেটেছেন, যার মূল্য তিন দিরহাম। অসম্ভব নয় যে, তার কাছে যদি এমন কোন চোর ধরে আনা হত, যে এক দানিক (এক দিরহামের ছয় ভাগের একভাগ) মূল্যের কোন বস্তু চুরি করলেও তারও হাত কেটে দিতেন। তারা বলেন, ইবনে যুবায়র এক দিরহাম চুরির অপরাধে হস্তচ্ছেদন করেছেন।

১১৯১৪. নাজদা আল-হানাফী (র) বলেন, আমি ইবন 'আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ কি ব্যাপক না বিশেষ অর্থবোধক? তিনি বললেন, ব্যাপক অর্থবোধক।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমার দৃষ্টিতে তাদের মতই বিশুদ্ধ, যারা বলেন, আয়াতে বিশেষ চোরকে বোঝান হয়েছে। অর্থাৎ যারা এক দিরহামের এক চতুর্থাংশ বা তার অধিক কিংবা তার সমমূল্যের কোন বস্তু চুরি করে। কেননা হযরত রাসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, اَلْقَطْعُ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا। অর্থাৎ হস্তচ্ছেদন এক দিরহামের এক চতুর্থাংশ বা তার বেশী পরিমাণ চুরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমি 'কিতাবুস-সারাকা' শীর্ষক পুস্তিকায় পক্ষ-বিপক্ষ সকলের মতামত, তাদের দলীল-প্রমাণসহ উল্লখ করেছি এবং কোন্ মত বিশুদ্ধ তাও প্রমাণসহ বর্ণনা করেছি। গ্রন্থ দীর্ঘায়িত হওয়ার আশংকায় এস্থলে তার পুনরাবৃত্তি করছি না।

جَزَاءً بِمَا كَسَبَا অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করে চুরি ও অপহরণের যে অপরাধ করেছে তার সমুচিত শাস্তিস্বরূপ।

نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ অর্থাৎ তাদের চুরি কর্মের দরুণ আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে এটা একটি আদর্শ দন্ড।

নিম্নে এ সম্পর্কে হযরত কাতাদা (র)-এর বক্তব্য তুলে ধরা হল

১১৯১৫. কাতাদা (র) اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তোমরা তাদের উপর এ দন্ড জারি করতে দয়ার বশীভূত হয়ো না। কেননা মহান আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ্ তা'আলার সকল নির্দেশই কল্যাণকর হয়।

উমর ইবনুল-খাত্তাব (রা) বলেতেন, তোমরা চোরদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন কর। তাদের এক এক হাত ও এক এক পা কেটে দাও।

وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ পুরুষ ও মহিলা চোর ও অন্যান্য অপরাধীদের শাস্তি বিধানে আল্লাহ তা'আলা মহা শক্তিমান এবং তাদের সম্পর্কে ফয়সালা ও আইন জারীতে তিনি প্রজ্ঞাময়।

অতএব, হে মু'মিনগণ! চোর বা অনুরূপ দুষ্কৃতিকারী, যাদের উপর আমি পার্থিব শাস্তি হিসেবে বিধান আরোপ করেছি, তোমরা আমার সে বিধান কার্যকর করতে শিথিলতা প্রদর্শন করো না। কেননা আমি নিজ প্রজ্ঞা অনুযায়ীই সে আইন জারী করেছি। আমি জানি তা তোমাদের এবং তাদের সকলের জন্যই কল্যাণকর।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(٣٩) فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৩৯. কিন্তু সীমা লংঘন করার পর কেউ তাওবা করলে ও নিজেকে সংশোধন করলে আল্লাহ্ তার তাওবা কবূল করবেন। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, فَمَنْ تَابَ অর্থাৎ ঐ চোরদের মধ্যে যারা আল্লাহর অপছন্দ কাজ তথা তাঁর অবাধ্যতা পরিত্যাগ করে তার প্রিয় কাজ অর্থাৎ তার আনুগত্যে ফিরে আসবে। بَعْدِ ظُلْمِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ্র কর্তৃক নিষিদ্ধ কর্ম তথা মানুষের মালামাল অপহরণে যে, সীমা লংঘন করেছে তার পর। وَاَصْلَحَ অর্থাৎ নিজেকে অপ্রিয় কাজ অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত করে এবং তাঁর অবাধ্যতা হতে তওবা করে সংশোধিত করেছে।

বর্ণিত আছে, হযরত মুজাহিদ (রা) বলতেন, এ স্থলে তার তওবা হচ্ছে তার উপর আরোপিত দন্ড।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৯১৬. হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ আয়াতে তওবার অর্থ শাস্তি আরোপ।

১১৯১৭. হযরত 'আব্দুল্লাহ্ ইবন 'আমর (রা) বলেন, এক স্ত্রী লোক একটি অলংকার চুরি করেছিল। যাদের চুরি হয় তারা রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তার সম্পর্কে নালিশ জানায়। তিনি বললেন, তোমরা তার ডান হাত কেটে দাও। স্ত্রী লোকটি বলল, আমার কি তওবার উপায় নেই? প্রিয় নবী (স) বললেন, আজ তুমি এমন ভাবে পাপমুক্ত হবে যেমন ছিলে ভূমিষ্ট হওয়র পর। এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হল। فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ

আল্লাহ বলেন– فَإِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে অপ্রিয় ও অপছন্দ কাজ তথা তাঁর অবাধ্যতা হতে স্বীয় প্রিয় ও পছন্দ কাজে ফিরিয়ে আনেন।

إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ। অর্থাৎ যারা আল্লাহর অবাধ্যতা ও পাপচার হতে তওবা করে ও আনুগত্যে ফিরে আসে, আল্লাহ তা'আলা তাদের গুনাহসমূহ গোপন করে রাখেন। আর তা এভাবে যে, তিনি কিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি হতে নিষ্কৃতি দান করবেন, সৃষ্টিকুলের সম্মুখে তাকে লাঞ্ছিত করবেন না। তিনি পাপাচার হতে তওবাকারী বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(٤٠) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ، يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ، وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৪০. (হে রাসূল) আপনি কি জানেন না যে, আসমান ও জমিনের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ পাকের। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি দেন, যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করেন, আর আল্লাহ পাক সমস্ত কিছুর উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেছেন, যারা নিজেদেরকে আল্লাহ তা'আলার সন্তান ও প্রিয়পাত্র মনে করে বলছে "আগুন আমাদেরকে দিন কতক ব্যতীত স্পর্শ করবে না," তারা কি জানে না, আল্লাহ তা'আলা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছুর নিয়ন্তা, তার পরিচালক ও স্রষ্টা? তাদের কি জানা নেই, যার ইচ্ছায় বাধ সাধতে পারে—নিখিল বিশ্বে এমন কেউ নেই? কারণ সবকিছু তাঁর মালিকানাধীন, তাঁরই হাতে সব কিছুর কর্তৃত্ব। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মাঝে কারও সাথে তাঁর কোন আত্মীয়তা নেই যে, সে খাতিরে তিনি তার পক্ষপাতিত্ব করবেন এবং তাকে শাস্তি থেকে রেহাই দেবেন; যদিও সে তাঁকে অস্বীকার করে এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ অমান্যকারী হয়। কিংবা যার সাথে আত্মীয়তা নেই, তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, যদিও সে তার অনুগত হয়। বরং তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর অবাধ্যতার কারণেই দুনিয়াতেই হত্যা করে, মাটিতে ধ্বসিয়ে দিয়ে, আকৃতির বিকৃতি সাধন করে কিংবা অন্য কোনভাবে শাস্তি দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা কুফর ও পাপাচার হতে তওবার সুযোগ দিয়ে ক্ষমা করে দেন। ফলে তাকে ধ্বংস হতে রক্ষা করেন এবং শাস্তি হতে রক্ষা করেন। وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ অর্থাৎ পাপাচারের কারণে যাকে শাস্তি দিতে চান তাকে শাস্তি দিতে এবং তওবার মাধ্যমে যাকে ধ্বংস ও শাস্তি হতে রক্ষা করতে চান তাকে রক্ষা করতে তিনি পুরোপুরি সক্ষম। কেননা, সৃষ্টি তো তাঁরই, সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং সকলে তারই বান্দা। أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ আয়াতে সম্বোধন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি হলেও উদ্দেশ্য হচ্ছে সমকালীন ইয়াহুদী সম্প্রদায়, যারা মদীনা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বাস করত। আরবী ভাষায় এরূপ বাকরীতির প্রচলন আমি ইতঃপূর্বে দলীল-প্রমাণসহ দেখিয়ে এসেছি। অতএব এস্থলে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(٤١) يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۚ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ لَمْ يَاْتُوْكَ ۗ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ۗ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۚ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

৪১. হে রাসূল! সে সমস্ত লোক যেনো আপনাকে চিন্তিত না করে, যারা কুফরী কাজে দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়, তারা সে সমস্ত লোকদের মধ্যে হোক, যারা শুধু মুখে বলে যে, আমরা বিশ্বাসী। অথচ তারা বিশ্বাসী নয়।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতে কাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, সে সম্পর্কে তাফ্সীরকারদের একাধিক মত রয়েছে।

কেউ বলেন, এটা আবূ লুবাবা ইবনু'ল মুনযির (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ। যেহেতু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বানূ কুরায়যাকে অবরোধ করে রাখা অবস্থায় তিনি তাদের বলেছিলেন, "তোমাদের সকলকে হত্যা করা হবে। কাজেই সা'দের নির্দেশে নেমে এসো না।"

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৯১৮. সুদ্দী (র.) বলেন, لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ আয়াতটি জনৈক আনসারী সম্পর্কে অবতীর্ণ। বলা হয়ে থাকে তার নাম আবূ লুবাবা। অবরোধের দিন বানূ কুরায়া তার কাছে জানতে চেয়েছিল, আমাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত কি? আমরা কিসের উপর দূর্গ ত্যাগ করছি? তিনি তাদেরকে ইঙ্গিতে বলেছিলেন, "সিদ্ধান্ত তো তোমাদেরকে যবাই করা।"

অন্যান্য তাফসীরকারদের মতে, এ আয়াত জনৈক ইয়াহুদী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। সে একজন ইয়াহুদীকে হত্যা করে জনৈক মুসলিমকে বলেছিল যেন রাসূলে কারীম সাল্লা'ল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে তার সে হত্যাকার্যের শাস্তি কি?

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৯১৯. ইবনে ওয়াকী' (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত। 'আমির (র.) لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, জনৈক ইয়াহূদী স্বজাতীয় একজন ইয়াহূদীকে হত্যা করেছিলো। অতঃপর সে তার মুসলিম মিত্রদের বলল, তোমরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। যদি তিনি দিয়াতের বিধান নিয়ে প্রেরিত হয়ে থাকেন, তবে তাঁর কাছে মোকদ্দমা পেশ করব। আর যদি কিসাসের নির্দেশ দেন, তাহলে তাঁর কাছে যাব না।

১১৯২০. আল-মুছান্না (র.)-এর সূত্রেও আমির (র.) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

কেউ বলেন, এ আয়াত 'আব্দুল্লাহ ইবন সুরিয়া সম্পর্কে অবতীর্ণ, সে ইসলাম গ্রহণের পর ইসলাম ত্যাগ করেছে।

১১৯২১. ইমাম যুহরী (র.) বলেন, আমি বানূ মুয়ায়না গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) তাদেরকে বলেছেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আগমন করার পর ইয়াহূদীদের মাঝে একটি ব্যভিচারের ঘটনা ঘটে। পুরুষ ও নারী উভয়ে বিবাহিত ছিল। এ নিয়ে তাদের ধর্মবেত্তাগণ তাদের বায়তু'ল মাদারেস (যে গৃহে তাদের ধর্মগ্রন্থ চর্চা হত)-এ পরামর্শে বসে। তারা বলল, এ দু'জনকে নিয়ে তোমরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে যাও এবং তাঁকে জিজ্ঞেস কর এদের বিচার কি? তোমরা তাঁর উপরই তাদের বিচার ভার অর্পণ কর। যদি তোমাদের মত 'তাজবীহ' করার ফয়সালা দেন, তবে মেনে নিও। 'তাজবীহ' হচ্ছে আলকাতরা মাখানো খর্জুর আঁশের দড়ি দ্বারা কশাঘাত করা; অতঃপর উভয়ের মুখে কালি মাখানো এবং দু'টি গাধার পিঠে উল্টোমুখো করে বসিয়ে ঘোরানো। তারা বলল, এ বিচার করলে তোমরা মেনে নিও। কেননা তাহলে প্রমাণিত হবে তিনি একজন রাজা। পক্ষান্তরে যদি রাজ্মের ফয়সালা দেন, তবে সাবধান! তিনি তোমাদের হাতে যা আছে তা ছিনে নিবেন।

সে মতে তারা প্রিয়নবী (সা)-এর কাছে আসল। তারা বলল, হে মুহাম্মদ! এই লোকটি বিবাহিত। সে একজন বিবাহিতা নারীর সাথে ব্যাভিচার করেছে। আপনি এদের বিচার করুন। আপনাকে আমরা তাদের বিচার করার দায়িত্ব দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম সেখান থেকে তাদের বায়তু'ল মাদারেসে চলে গেলেন এবং তাদের ধর্মবেত্তাদের বললেন, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পন্ডিত কে, তাকে নিয়ে এসো। তারা আব্দুল্লাহ ইবন সুরিয়াকে নিয়ে এলো। সে ছিল কানা। বানূ কুরায়যা গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তির বর্ণনা হচ্ছে যে, তারা ইবন সুরিয়ার সাথে আবূ ইয়াসির ইবন আখতাব ও ওয়াহাব ইবন ইয়াহুয়াকেও নিয়ে এসেছিল। তারা বলল, এঁরা আমাদের শ্রেষ্ঠ ধর্মবেত্তা। রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন প্রশ্ন করে তাদের সম্পর্কে ধারণা লাভ করলেন। অতঃপর ইবন সুরিয়া সম্পর্কে বললেন, তাওরাত জান্তাদের মধ্যে যারা বেঁচে আছে, এই ব্যক্তি তাদের শ্রেষ্ঠ। অতঃপর তিনি তার সাথে একান্তে মিলিত হলেন। সে ছিল একজন নওজোয়ান। তাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে ইবন সুরিয়া! আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি এবং বনী

ইসরাঈলের প্রতি তাঁর অনুগ্রহরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। বল তো, বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করলে তাওরাতে কি তার শাস্তি রাজ্‌ম দেওয়া হয়েছে? সে বলল, হ্যাঁ, হে আবু'ল কাসিম! আল্লাহর শপথ, তারা জানে আপনি আল্লাহর প্রেরিত নবী। কিন্তু তারা আপনার প্রতি হিংসাকাতর।

অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন এবং অপরাধীদ্বয় সম্পর্কে রাজমের ফয়সালা দিলেন। তাদেরকে বানূ গানাম ইবন মালিক ইবনি'ন নাজ্জার গোত্রের মসজিদের দরজায় রাজম করা হল। ইবন সুরিয়া অবশ্য এর পর কুফর অবলম্বন করেছিল। তার সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন –

يَاَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ

১১৯২২. হযরত বারা' ইবনু'ল 'আযিব (রা.) বলেন, একদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে কশাঘাতের সাজাপ্রাপ্ত ও মুখে মসিলিপ্ত একজন ইয়াহুদীর প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ল। তিনি তাদের একজন ধর্মবেত্তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যভিচারকারীর শাস্তি কি তোমরা তোমাদের ধর্মে এরূপই পেয়েছ? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমাকে আমি সেই সত্তার কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, যিনি হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি তাওরাত নাযিল করেছেন, বল তো দেখি, ব্যভিচারীর শাস্তি কি এরূপই পেয়েছ? সে বলল, না! আপনি এ ধরণের শপথ না দিলে আপনার কাছে একথা কিছুতেই প্রকাশ করতাম না। তবে রাজমের ব্যাপারে সমস্যা হচ্ছে যে, আমাদের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে ব্যভিচারের হার বেড়ে গেছে। তাই কোন অভিজাত শ্রেণীর লোক একাজে ধরা পড়লে তাকে ছেড়ে দেই। আর দুর্বল কেউ ধরা পড়লে তাকে কশাঘাত করি; পরে আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় বসি। আমরা বললাম, তার চেয়ে এসো রাজমের স্থলে অন্য কোন শাস্তি নির্দিষ্ট করি। যা উচু, নীচু সকলের উপর আরোপ করা যাবে। তখন আমরা রাজমের পরিবর্তে কশাঘাত ও মসিলিপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেই। এ কথা শুনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, (হে আল্লাহ!) আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যে তোমার একটি বিধান পুনরুজ্জীবিত করল, তারা তার মৃত্যু ঘটানোর পর। এই বলে তিনি সেই ইয়াহুদীকে রাজম করার নির্দেশ দিলেন। ফলে তাকে রাজ্‌ম করা হল। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন –

لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ

১১৯২৩. ইমাম যুহরী (র.) বলেন, আমি সা'ঈদ ইবনু'ল মুসায়্যাব (র.)-এর নিকট বসা ছিলাম। তাঁর পার্শ্বে অপর একজন লোক ছিল, যাকে তিনি সমীহ করছিলেন। জানা গেল যে, তিনি মুযায়না গোত্রের লোক। তাঁর পিতা হুদায়বিয়ায় শরীক একজন সাহাবী ছিলেন। এবং তিনি আবূ হুরায়রা (রা.)-এর একজন শিষ্য। তিনি বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লা'ল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট উপবিশষ্ট ছিলাম ....

১১৯২৪. ইমাম ইবন শিহাব যুহরী (র.) বলেন, বানূ মুযায়না গোত্রের জনৈক জ্ঞানান্বেষী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি আমার কাছে সা'ঈদ ইবনু'ল মুসায়্যাব (র.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)

বলেন, আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট উপবিষ্ট। এমনি মুহূর্তে তাঁর কাছে একজন ইয়াহুদী হাজির হল। ইয়াহুদীরা তাদের এক ব্যক্তিকে নিয়ে পরামর্শে বসেছিল, যে ব্যভিচার করেছিল এবং সে বিবাহিত ছিল। তারা পরস্পরে বলল, এই যে নবীর আবির্ভাব হয়েছে, চল আমরা তার কাছে যাই এবং এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তোমরা তো জান তাওরাতে তোমাদের প্রতি রাজ্মের বিধান দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তোমরা তা গোপন করে রেখেছ। তার পরিবর্তে তোমরা অন্য শাস্তি নির্দিষ্ট করে নিয়েছ। এই নবী যদি তাওরাত অনুযায়ী রাজ্মের ফয়সালা দেয়, তবে তা গ্রহণ করব না, যেহেতু আগেই আমরা তাওরাতে তা বর্জন করেছি, অথচ তার চেয়ে, তাওরাতই আমাদের বেশি গ্রহণ ও বিশ্বাসযোগ্য। যা হোক তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে আসল। তারা বলল, হে আবু'ল কাসিম! আমাদের একটি লোক ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে, সে বিবাহিতও বটে। আপনি তার কি শাস্তি বিধেয় মনে করেন? আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে কোন জবাব না দিয়ে উঠে পড়লেন। আমরাও তাঁর সাথে উঠলাম। তিনি ইয়াহুদীদের মাদারিসের দিকে অগ্রসর হলেন। সেখানে পৌঁছে দেখা গেল তারা তাওরাত পাঠে মশগুল। তিনি তাদের বললেন, হে ইয়াহুদী সম্প্রদায়! আমি তোমাদের সেই সত্তার শপথ দিচ্ছি, যিনি মুসার প্রতি তাওরাত অবতীর্ণ করেন, বল তো, বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করলে তোমরা তাওরাতে তার কি বিধান পেয়েছ? তারা বলল, তাকে মসিলিপ্ত করা ও কশাঘাত করা। তাদের হাব্র (শাস্ত্রজ্ঞ) এক প্রান্তে চুপচাপ উপবিষ্ট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাকে নীরব দেখে আবারও শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, আপনি যখন শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তখন বলতেই হচ্ছে, তার শাস্তি হচ্ছে রাজ্ম। তিনি বললেন, এ আইন তোমরা শিথিল করলে কি কারণে? সে বলল, আমাদের রাজার চাচাত ভাই একবার ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। তিনি তাকে রাজ্ম করেননি। অতঃপর সাধারণ পরিবারের একজন এ অপরাধ করে বসে। তিনি তাকে রাজ্ম করতে চাইলেন। কিন্তু তার গোষ্ঠীর লোক প্রতিবাদ জানায়। তারা বলল, আল্লাহর কসম! আপনি তাকে রাজ্ম করতে পারবেন না, যতক্ষণ না আপনার চাচাত ভাইকে একই দণ্ড প্রদান করবেন। তখন তারা রাজমের স্থলে অন্য শাস্তি প্রদানে একমত হল এবং রাজম পরিত্যাগ করল। রাসূলু'ল্লাহ (সা) বললেন, আমি তাওরাত অনুযায়ীই ফয়সালা দান করব। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ হতে وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ পর্যন্ত নাযিল করেন।

অন্যান্য তফসীরকার বলেন, এ আয়াত মুনাফিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৯২৫. 'আব্দু'ল্লাহ ইবন কাছীর (র.) يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলেন, এরা হচ্ছে মুনাফিক সম্প্রদায়।

১১৯২৬. মুজাহিদ (র.) اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ সম্পর্কে বলেন, এরা হচ্ছে মুনাফিক। আর سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, মুনাফিকরা ইয়াহূদীদের পক্ষেও কান পেতে থাকে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবাসী (র.) বলেন, আমার দৃষ্টিতে উপরোক্ত মতামতসমূহের মধ্যে তাদের মতই বিশুদ্ধ, যারা বলেন, يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ-এর মাঝে মুনাফিকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। হ্যাঁ ইবন সুরিয়া এবং হযরত আবূ লুবাবা (রা.)-ও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারেন। অনুরূপ অন্য আরও কেউ এর শামিল হতে পারে। তবে এ সম্পর্কিত বর্ণনা সমূহের মাঝে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)ও বারা' ইবনে আযিব (রা.)-এর যে রিওয়ায়াত উপরে প্রদত্ত হয়েছে, তা-ই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। কেননা এ রিওয়ায়াতের মূল সূত্র হচ্ছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের দু'জন সাহাবী। এতদদৃষ্টে বলতে হবে বিশুদ্ধ মত এটাই যে, আয়াতে ইবন সুরিয়াকে বোঝান হয়েছে।

এ হিসেবে আয়াতের অর্থ হবে, হে রাসূল! (সা) আপনাকে যেন দুঃখ না দেয় যারা আপনার নবুওয়াত প্রত্যাখ্যান এবং আপনি যে আমার নবী এ কথা অস্বীকার করার প্রতি দ্রুত ধাবিত হয়, যারা মুখে বলে, হে মুহাম্মদ! আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আপনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। আমাদের গ্রন্থে আপনার গুণাবলী পেয়েছি বলেই আপনার প্রতি আমাদের এ প্রত্যয়।

এ অর্থ করার কারণ এই যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এর যে হাদীস ইমাম যুহরী (র.)-এর সূত্রে ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, তাতে ইবন সুরিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল, আল্লাহর শপথ হে আবু'ল কাসিম! তারাও জানে আপনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। তবে তারা আপনার প্রতি হিংসাকাতর। ইবন সুরিয়ার এ উক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি তার ঈমানেরই মৌখিক স্বীকারোক্তি, কিন্তু তার অন্তরে এ বিশ্বাসের ঠাঁই ছিল না। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে ইবন সুরিয়ার অন্তরের কথা অবহিত করে বলেছেন যে, সে অন্তরে ঈমান আনেনি, তার অন্তর বিশ্বাস করেনি আপনি আমার প্রেরিত নবী।

وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ لَمْ يَاْتُوْكَ-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লা'ল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন, হে রাসূল! অন্তরে আপনার প্রতি অবিশ্বাস বদ্ধমূল রেখে মুখে মুখে যারা আপনাকে নবী স্বীকার করে, সেই মুনাফিকদের কুফরের প্রতি ধাবমান দেখে আপনি দুঃখিত হবেন না। অনুরূপ আপনার নবুওয়াত অস্বীকার করার প্রতি ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের দ্রুত গতিও যেন আপনাকে দুঃখ না দেয়। অতঃপর তিনি তাদের নিকৃষ্ট চরিত্র ও অসৎ কর্ম-কাণ্ডের বিবরণ দান করেন এবং তাঁর নবুওয়াতের সত্যতা জেনে শুনেও তাদের প্রত্যাখ্যান প্রবণতার কারণে তিনি যে দুঃখ পেতেন, তজ্জন্য তাঁকে সান্ত্বনা দান করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জানান, এরা তো সেই জাতি, যারা হারামকে হালাল করে, রদ্দী খাবার খায়, সুদ-ঘুষ ইত্যাদি অবৈধ পন্থায় উপার্জন করে। তাদের কাজই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যা আরোপ ও সত্যের অপলাপ করা এবং তাঁর কিতাবে বিকৃতি সাধন করা। অতঃপর জানান যে, তিনি এই দুনিয়াতেও তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং আখিরাতে দিবেন কঠিন শাস্তি।

وَ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا অর্থাৎ এই ইয়াহুদী মুনাফিকরা মিথ্যা শ্রবণ করে। তাদের মিথ্যা শ্রবণ এই যে, তারা তাদের হাব্‌র (শাস্ত্রজ্ঞ)দের এই কথা গ্রহণ করে যে, তাওরাতে বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি হচ্ছে মসিলিপ্ত ও কাশাঘাত করা।

سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ لَمْ يَأْتُوْكَ অর্থাৎ তারা ব্যভিচারীর দলের লোকদের পক্ষে শ্রবণ করে, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বিচারক মানতে চেয়েছিল। এখানে অন্য দল বলতে তাদেরকেই বোঝান হয়েছে। তারা নিজেরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসেনি, বরং উক্ত মুনাফিকদেরকে আসার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল। মুজাহিদ (র.) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১১৯২৭. মুজাহিদ (র.) বলেন, سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ لَمْ يَأْتُوْكَ অর্থাৎ তারা ভিন্ন এক দলের পক্ষে শ্রবণ করে, যারা আপনার কাছে আগমনকারীদের সাথে আসেনি।

এখানে এই ভিন্ন দল এবং তাদের পক্ষে শ্রবণকারী কারা-এর নির্ণয়ে তাফসীর কারদের একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেন, শ্রবণকারী হচ্ছে ফাদাকের ইয়াহুদীরা এবং কেউ বলেন, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট আসেনি, তারা হচ্ছে মদীনার ইয়াহুদী।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৯২৮. ইমাম শা'বী (র.) জাবির (রা.) হতে বর্ণনা করেন, وَ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ لَمْ يَأْتُوْكَ আয়াতাংশে মদীনার ইয়াহুদীর কথা বলা হয়েছে এবং يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِه বাক্যে ফাদাকের ইয়াহুদীদের কথা বলা হয়েছে। তারা মদীনার ইয়াহুদীদের বলেছিল اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ অর্থাৎ এই প্রকার বিধান দিলে গ্রহণ করো।

অন্যান্য তফসীরকাররা বলেন, এর দ্বারা একদল ইয়াহুদীকে বোঝানা হয়েছে। ব্যভিচারকারিণীর পরিবার হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে পাঠিয়েছিল; যাতে তারা স্ত্রীলোকটির সম্পর্কে তাঁর ফয়সালা জিজ্ঞেস করে আসে। আর اَلْقَوْمُ الْاٰخَرُوْنَ দ্বারা এই প্রেরণকারী দল অর্থাৎ স্ত্রীলোকটির পরিবারকে বোঝান হয়েছে। তারা নিজেরা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট আসেনি।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৯২৯. সুদ্দী (র.) وَ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ لَمْ يَأْتُوْكَ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের প্রতি বিধান দিয়েছিলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ ব্যভিচার করলে তাকে রাজ্‌ম করবে। কিছুকাল যাবৎ তারা এ বিধান মেনে চলেছিল। এক সময় তাদের অভিজাত শ্রেণীর একজন লোক ব্যভিচার করে বসে। বনী ইসরাঈল বিধানমত তাকে রাজম করতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু অভিজাত শ্রেণী তাতে বাধা প্রদান করে। অতঃপর দুর্বল শ্রেণীর একজন এই অপরাধ

করলে তারা তাকে রাজম করতে উদ্যত হয়। তখন দুর্বল শ্রেণীর লোক সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ জানায় এবং বলে উঠে, তোমরা তাকে রাজম করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের লোকটিকে নিয়ে আসবে এবং উভয়কে এক সাথে রাজম করবে। এ পরিস্থিতিতে বনী ইসরাইলের লোকেরা বলল, বিষয়টি আমাদের মাঝে জটিলতার সৃষ্টি করছে। তার চেয়ে এস আমরা এর সংস্কার করি। তখন তারা রাজম বাতিল করে তদস্থলে আলকাতরা মাখানো রশি দ্বারা চল্লিশটি কশাঘাত, মুখমণ্ডলে মসিলেপন এবং গাধার পিঠে উল্টোমুখো করে বসিয়ে লোকালয়ে ঘোরানো স্থির করে লয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব এবং তাঁর মদীনায় আগমন পর্যন্ত তারা এটাই করে এসেছে। এ সময় অভিজাত ইয়াহূদী পরিবারে বুশরা নাম্নী একটি স্ত্রীলোক ব্যভিচার করে। তার পিতা কয়েকজন আপন লোককে প্রিয়নবী (সা)-এর নিকট প্রেরণ করে। তাদেরকে সে বলে, তোমরা তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কঁর ব্যভিচারের শাস্তি কি এবং এ সম্পর্কে তাঁর প্রতি কি অবতীর্ণ হয়েছে। আমাদের ভয় হয় তিনি আমাদেরকে অপদস্থ করবেন এবং আমরা যা করছি প্রকাশ করে দিবেন। তিনি যদি কশাঘাত করার ফয়সালা দেন তবে গ্রহণ কর। আর যদি রাজ্‌ম করতে বলেন, তবে তা বর্জন কর। সেমতে তারা প্রিয়নবী (সা)-এর নিকট এসে বিষয়টি উত্থাপন করল। তিনি বললেন, তার শাস্তি রাজ্‌ম ছাড়া কিছু নয়। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন। وَ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ لَمْ يَأْتُوْكَ যেহেতু তারা রাজ্‌ম বাতিল করে তদস্থলে কশাঘাত নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমার নিকট এ সম্পর্কে তাদের অভিমতই সঠিক, যারা বলেন وَ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا যারা, তারাই سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ হতে পারে। তারা ছিল মদীনার ইয়াহুদী এবং যাদের পক্ষে শ্রবণ করে ছিল তারা ফাদাকের ইয়াহূদী। কিংবা তারা অন্য কোন ইয়াহুদী সম্প্রদায়ও হতে পারে। তবে তারা যারাই হোক, এ স্থলে উদ্দেশ্য একদল ইয়াহূদীর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা। তারা একটি ব্যভিচারী স্ত্রীলোক, যে বিবাহিতা ছিল, তার শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যারোপ শুনেছিল। সে মিথ্যা হচ্ছে এই যে, তাওরাতে তার শাস্তি বলা হয়েছে মসিলেপন ও কশাঘাত করা। তারা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট তার অনিবার্য শাস্তি কি তা জিজ্ঞেস করল, অথচ স্ত্রী লোকটির জ্ঞাতি গোষ্ঠী এ সম্পর্কে যা বলত, তা তারা পূর্বেই শুনে এসেছিল। বস্তুতঃ এর পরও প্রিয় নবী (সা)-এর কাছে তাদের জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্য শুধু এটাই ছিল যে, তারা তাঁর জবাব তাদেরকে গিয়ে জানাবে। তাঁর ফয়সালা যদি রাজ্‌ম না হয়ে থাকে, তবে তাঁকে বিচারক হিসেবে সানন্দে মেনে নিবে। আর রাজমের ফয়সালা দিলে তারা তাকে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করবে না। ইবন যায়দ (র.)-এর বক্তব্যও অনুরূপ।

১১৯৩০. ইবন যায়দ (র.) سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, শ্রবণকারী দলটি ছিল আহলে কিতাব দল। হযরত রাসূলু'ল্লাহ (সা)-এর কাছে আসেনি, তাদের কাছে গিয়ে মিথ্যা বলল। তারা বলল, মুহাম্মদ মিথ্যাবাদী। সে যা বলে, তা তাওরাতে নেই। তোমরা তার প্রতি ঈমান আনবে না।

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ....عَذَابٌ عَظِيْمٌ -

অর্থ- হে রাসূল! সে সমস্ত লোক যেন আপনাকে চিন্তিত না করে যারা কুফুরী কাজে দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়, তারা সে সমস্ত লোকদের মধ্যেই হোক, যারা শুধু মুখে বলে যে, আমরা বিশ্বাসী। অথচ তাদের অন্তর বিশ্বাসী নয়। অথবা তারা ইয়াহুদীদের মধ্য থেকে হোক। যারা মিথ্যা শ্রবণে অভ্যস্ত, আপনার কথা অন্য সম্প্রদায়ের নিকট শ্রবণ করে আপনার নিকট আসে না। (আল্লাহ তা'আলার পবিত্র) কালামকে তারা স্বস্থান থেকে পরিবর্তন করে ফেলে। তারা বলে, যদি তা তোমাদেরকে দেয়া হয়, তবে তা গ্রহণ কর। আর যদি তা তোমাদেরকে না দেওয়া হয় তবে তোমরা তা থেকে বেঁচে থাক। এবং যার ধ্বংস হওয়া স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার মর্জি হয়, তাকে আল্লাহর আয়াব থেকে রক্ষা করার কোন শক্তিই আপনার নেই। এরা সেসব লোক, যাদের অন্তর পবিত্র করতে আল্লাহ পাক ইচ্ছা করেন না। দুনিয়াতে তাদের জন্য রয়েছে অপমান এবং আখিয়াতে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে ইয়াহুদীরা, যারা অসত্য শ্রবণে তৎপর এবং যারা মিথ্যা শ্রবণ করে এমন এক দলের জন্য, যারা আপনার কাছে আসেনি, তারা শব্দমালা বিকৃত করে। অর্থাৎ আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করে। বিবাহিত নর-নারী ব্যভিচারের তাওরাতে এর বিধান দেওয়া হয়েছিল রাজ্‌ম করা, কিন্তু তারা তা পরিবর্তিত করে মসিলেপন ও কশাঘাত স্থির করে নিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ শব্দমালা পরিবর্তন করে, উদ্দেশ্য হচ্ছে শব্দমালার বিকৃত বিধান পরিবর্তন করে। কিন্তু বিষয়টি যেহেতু শ্রোতাদের জানা, তাই 'শব্দমালা' বলাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। অনুরূপ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ (তার স্থানের পর)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকে তার স্থানে রাখার পর' কিন্তু مَوَاضِعِهِ (তার স্থান) বলার দ্বারা শ্রোতা বাকি অংশ এমনিতেই বুঝতে পারে বিধায় তা উল্লেখ করা হয়নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ (কিন্তু পূণ্য হচ্ছে তার, যে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে) এর অর্থ পূণ্য হচ্ছে যে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে।

এ ছাড়া আয়াতে بَعْدِ শব্দটি عَنْ অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। তখন অর্থ হবে, তারা শব্দমালাকে তার স্থান হতে পরিবর্তন করে। যেমন বলা হয়ে থাকে جِئْتُكَ عَنْ فَرَاغِيْ مِنَ الشُّغْلِ বোঝান হয়

بَعْدَ فَرَاغِيْ مِنَ الشُّغْلِ অর্থাৎ আমি তোমার কাছে আমার কাজ শেষ হওয়ার পর এসেছি। اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا অর্থাৎ ঐ অসত্য শ্রবণকারী ব্যাভিচারীরা বলে, মুহাম্মদ যদি তোমাদেরকে মসিলেপন ও কশাঘাতের ফয়সালা দেয়, তবে তা গ্রহণ কর, আর যদি রাজমের ফয়সালা দেয় তবে তা বর্জন কর।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৯৩১. ইমাম যুহরী (র.) বলেন, আমি বানূ মুযায়না গোত্রের এক ব্যক্তিকে সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র.)-এর নিকট হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, আবূ হুরায়রা (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেন, وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ لَمْ يَأْتُوْكَ এখানে ভিন্ন দল বলে তাদেরকে বোঝান হয়েছে, যারা নিজেরা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে না এসে আপনার কিছু লোককে পাঠায় এবং তাদেরকে যথাস্থান হতে শব্দমালা বিকৃতির নির্দেশ দেয়। يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ অর্থাৎ সে যদি তোমাদেরকে তাজবীহ (১১৯২১ নং হাদীছে 'তাজবীহ'-এর ব্যাখ্যা বিধৃত হয়েছে।) করার নির্দেশ দেয় তবে তা গ্রহণ কর। . وَاِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا অর্থাৎ যদি রাজ্‌ম করতে বলে তবে তা বর্জন কর।

১১৯৩২. মুহাম্মদ ইবন 'আমর্ (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত। মুজাহিদ (র.) বলেন, اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا -এর অর্থ, ইয়াহুদীরা মুনাফিকদেরকে বলল, সে যদি এ বিষয়ে তোমাদের অনুরূপ ফয়সালা দেয় তবে গ্রহণ কর।

১১৯৩৩. আল মুছান্না (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ-এর অর্থ, সে যদি তোমাদের অনুযায়ী ফয়সালা দেয় তবে তা গ্রহণ কর। আর যদি তার ফয়সালা তোমাদের অনুযায়ী না হয় তবে তা বর্জন কর। এ কথা ইয়াহুদীরা মুনাফিকদের বলেছিল।

১১৯৩৪. হযরত সুদ্দী (র.) বলেন, يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ-এর অর্থ তারা রাজমের বিধান পরিবর্তন করে কশাঘাতকে গ্রহণ করেছিল এবং এ সম্পর্কেই তারা বলেছিল, এই প্রকার বিধান দিলে গ্রহণ কর এবং এটা না দিলে বর্জন কর।

১১৯৩৫. ইমাম শা'বী (র.) হযরত জাবির (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ-এর অর্থ ফাদাকের ইয়াহুদীরা মদীনার ইয়াহুদীদের বলল, তোমাদেরকে যদি এই কশাঘাতের বিধান দেওয়া হয় তবে গ্রহণ কর, আর যদি এটা দেওয়া না হয়, তবে রাজ্‌ম বর্জন কর।

১১৯৩৬. হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতে ইয়াহুদীদের কথা বলা হয়েছে। তাদের একটি স্ত্রীলোক ব্যভিচার করেছিল। তাওরাতে আল্লাহ তা'আলা ব্যভিচারের শাস্তি দিয়েছিলেন রাজ্‌ম। কিন্তু তারা তাকে রাজ্‌ম করতে প্রস্তুত ছিল না। তারা বলল, মুহাম্মাদের কাছে যাও, তার কাছে কোন অবকাশ পাওয়া যেতে পারে। পাওয়া গেলে তা গ্রহণ কর। সে মতে তারা তাঁর কাছে এসে বলল, হে আবুল কাসিম! আমাদের একটি স্ত্রীলোক ব্যভিচার করেছে। আপনি তার সম্পর্কে কি বলেন? তিনি বললেন, তাওরাতে ব্যভিচারী সম্পর্কে আল্লাহ কি বিধান দিয়েছেন? তারা বলল, তাওরাতের কথা রাখুন, আপনার কাছে কি আছে তাই বলুন। তিনি বললেন, হযরত মূসার প্রতি অবতীর্ণ তাওরাত গ্রন্থে ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে পারদর্শী তাকে নিয়ে এস। তিনি তাদের বললেন, সেই সত্তার শপথ, যিনি তোমাদেরকে ফির'আওনী চক্র হতে মুক্তি দিয়েছেন, যিনি তোমাদের জন্য সাগর বিভক্ত করেছেন, অতঃপর তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন এবং ফির'আওনী চক্রকে নিমজ্জিত করেছেন, তোমরা কি আমাকে বলবেনা, তাওরাতে আল্লাহ তা'আলা ব্যভিচারীর বিধান কি দিয়েছেন? তারা বলল, তার বিধান হচ্ছে রাজ্‌ম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাকে রাজ্‌মের দণ্ড দিলেন এবং তা কার্যকর করা হল।

১১৯৩৭. হযরত কাতাদা (র.) لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াত বানূ কুরায়যার এক নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যাকে বানূ নাযীরের লোক হত্যা করেছিল। বানূ নাযীরের লোকেরা বানূ কুরায়যা গোত্রের কাউকে হত্যা করলে তার কিসাস কার্যকর করত না; বরং দিয়াত দিয়ে সেরে ফেলত। কারণ, বানূ কুরায়যা অপেক্ষা তারা শক্তিমান ছিল। বানূ কুরায়যার লোক যদি তাদের কাউকে হত্যা করত, তখন আর তারা দিয়াতে রাজি হত না; কিসাসই আদায় করে ছাড়ত, যেহেতু তারা নিজেদেরকে বানূ কুরায়যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করত। অতঃপর যখন মদীনায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের আগমন হয়, তখন তাদের মাঝে উক্ত ঘটনা ঘটে। তারা এর বিচার হযরত রাসূলু'ল্লাহ (সা)-এর সমীপে পেশ করতে চাইল। কিন্তু জনৈক মুনাফিক তাদেরকে বলল, দেখ, তোমরা এ লোকটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছ। তাঁর কাছে বিচার গেলে আমার আশংকা হয় তিনি কিসাসের ফয়সালা দিবেন। যদি দিয়াত দিতে বলেন, তবে তা গ্রহণ কর। তা না হলে তার ব্যাপারে সাবধান থেকো।

১১৯৩৮. ইবনে যায়দ (র.) বলেন, يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ-এর অর্থ, যে লোকগুলো আপনার কাছে আসেনি, তারা আল্লাহর বাণীকে এর স্থান হতে পরিবর্তন করে। আল্লাহ তা'আলা যেরূপ অবতীর্ণ করেছেন, সেরূপ রাখে না। আর এরা সকলেই ইয়াহূদী এবং একে অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

১১৯৩৯. হযরত বারা ইবনে 'আযিব (রা.) বলেন, يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا-এর অর্থ, তারা বলে, তোমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে যাও। যদি মসিলেপন ও বেত্রাঘাতের ফয়সালা দেয়, তবে গ্রহণ কর। আর যদি রাজ্‌মের ফয়সালা দেয় তবে বর্জন কর।

وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতে যে ইয়াহূদী ও মুনাফিকদের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, কুফ্রের দিকে তাদের দ্রুতগতির কারণে প্রিয়নবী সাল্লা'ল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে দুঃখ পেতেন, এ আয়াতে তজ্জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সান্তনা দিয়েছেন। আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, আপনার নবুওয়াত অস্বীকার করার দিকে তারা দ্রুতগামী বলে আপনি দুঃখবোধ করবেন না। কেননা তাদের ব্যাপারে আমার স্থির সিদ্ধান্ত তারা বিভ্রান্তি হতে তওবা করবে না এবং কুফর হতে ফিরে আসবে না। তাদের প্রতি আমার অভিসম্পাত অবধারিত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় ধ্বংসকর ও আমার শাস্তিযোগ্য কাজের দিকে তাদের দ্রুত গতি দেখে আপনি দুঃখ করলে কোন লাভ হবে না।

এ স্থলে اَلْفِتْنَةُ। অর্থ সরল পথ হতে বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ তা'আলা যাকে সরল পথ হতে বিচ্যুত রাখতে চান, আপনি তাকে বিভ্রান্তি ও গোমরাহী হতে রক্ষা করতে পারবেন না। কাজেই তাদেরকে হিদায়াতপ্রাপ্ত করতে না পারার দরুন আপনি দুঃখবোধ করবেন না।

১১৯৪০. সুদ্দী (র.) وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا-এর ব্যাখ্যায় বলেন,১

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ -এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লা'ল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলেন, ইয়াহূদীদের চরিত্র আমি আপনার সামনে তুলে ধরলাম, কুফরীর প্রতি তাদের দ্রুতগতি যেন আপনাকে দুঃখ না দেয়। তাদের এ দ্রুতগতি তো এজন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পথচ্যুতি চান, তিনি তাদের অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন, ফলে তারা কোন দিন হিদায়াত লাভ করবে না। আল্লাহ্ পাক বলেন, اُولٰئِكَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ অর্থাৎ ইসলামের পবিত্রতা ও ঈমানের পরিশুদ্ধতা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তর কুফরের আবর্জনা ও শিরকের মলিনতা হতে পাক-সাফ করতে চান না যে, তারা তওবা করবে। বরং তিনি তাদেরকে দুনিয়ায় লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করতে চান এবং আখিরাতে তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি, যাতে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে। اَلْخِزْىُ। অর্থাৎ اَلذُّلُّ। وَالْهَوَانُ—লাঞ্ছনা ও অপমান। হযরত ইকরিমা (র.) হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১১৯৪১. হযরত ইকরিমা (র.) اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ।-এর ব্যাখ্যায় বলেন, রোমের একটি নগর বিজিত হবে এবং তাদেরকে গোলাম-বাঁদীতে পরিণত করা হবে।

১. মূলগ্রন্থের এ স্থলে রিওয়ায়াতের অবশিষ্টাংশ বাদ পড়েছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(٤٢) سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ، فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ، وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْئًا ، وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ، اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ٥

৪২. তারা অত্যধিক মিথ্যা শ্রবণে ও অত্যধিক হারাম ভক্ষণে অভ্যস্ত। (হে রাসূল!) এর পর তারা যদি আপনার নিকট আসে তবে আপনি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিন। অথবা তাদের তরফ থেকে বিমুখ থাকুন। আর আপনি তাদের তরফ থেকে বিমুখ হলে তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি আপনি মীমাংসা করেন তবে ন্যায়-নীতি অনুসারে মীমাংসা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ন্যাপরায়ণ লোকদেরকে ভালবাসেন।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমান আবু জা'ফর তাবাবী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! আমি যে ইয়াহুদীর বর্ণনা আপনার কাছে দিলাম, তারা মিথ্যা ও অসত্য শ্রবণে তৎপর। তাদের একে অন্যকে বলে, 'মুহম্মদ মিথ্যাবাদী' সে নবী নয়! কেউ বলে, তাওরাতে বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি দেওয়া হয়েছে মুখে চুনকালি লগিয়ে দেওয়া ও বেত্রাঘাত করা।

অনুরূপ আরও বহু অবাস্তব ও অসত্য উক্তি তারা করে ও শোনে। এমনভাবে তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যারোপ করত: ঘুষ গ্রহণ করে ও তা খায়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৯৪২. যেমন বর্ণিত আছে, হযরত হাসান বসরী (র.) سَمَّاعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكَّالُوْنَ لِلسُّحْتِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের বিচারকগণ মিথ্যা শ্রবণ করতো ও ঘুষ খেতো।

১১৯৪৩. হযরত কাতাদা(র.) سَمَّاعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكَّالُوْنَ لِلسُّحْتِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এটা বলা হয়েছে তৎকালীন ইয়াহুদী বিচারকদের সম্পর্কে। তারা মিথ্যা শ্রবণ করত ও উৎকোচ গ্রহণ করত।

১১৯৪৪. হযরত মুজাহিদ (র.) اَكَّالُوْنَ لِلسُّحْتِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, اَلسُّحْتُ অর্থ বিচারে কোন পক্ষ হতে উৎকোচ গ্রহণ করা। ইয়াহুদীরা তা গ্রহণ করতো।

১১৯৪৫. হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস্‌উদ (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, اَلسُّحْتُ অর্থ ঘুষ।

১১৯৪৬. হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস্‌উদ (র.) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল اَلسُّحْتُ কি? তিনি বললেন, উৎকোচ। জিজ্ঞেস করা হল, তার বিচার কি সাব্যস্ত হয়? তিনি বললেন, সে তো কুফ্‌রী কাজ।

১১৯৪৭. ছুফইয়ান (র.) ভিন্ন এক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, 'আবদুল্লাহ ইবন মাস্‌উদ (র.) বলেন اَلسُّحْتُ- মানে ঘুষ।

১১৯৪৮. হান্নাদ (র.) ও ইবন ওয়াকী (র.) এর সূত্রে বর্ণিত। মাসরূক (র.) বলেন, আমরা হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস্‌উদ (র.) কে বললাম, আমরা তো اَلسُّحْتَ অর্থ মনে করতাম বিচারে উৎকোচ। তিনি বললেন, সে তো কুফর।

১১৯৪৯. মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র.) -এর সূত্রে বর্ণিত। 'আবদুল্লাহ ইবন মাস্‌উদ (রা) কে জিজ্ঞেস করা হল اَلسُّحْتُ অর্থ কি ঘুষ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

১১৯৫০. ইবনুল মুছান্না (র.) অপর এক সূত্রে বর্ণনা করেন। মাসরূক(র.) বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবন মাস্‌উদ (রা) কে اَلسُّحْتَ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির নিকট কোন প্রয়োজন সমাধা করে দেওয়ার অনুরোধ জানায়। সে তার প্রয়োজন সমাধা করে দেয়। তখন সে যদি তাকে কোন হাদিয়া দেয় এবং উক্ত ব্যক্তি তা গ্রহণ করে তাই হচ্ছে اَلسُّحْتَ।

১১৯৫১. সাউওয়ার (র.) এর সূত্রে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবন মাস্‌উদ (রা.) বলেন اَلسُّحْتُ হচ্ছে ঘুষ।

১১৯৫২. আবূ কুরায়ব (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। মাস'ঊদ (রা) বলেন اَلسُّحْتُ অর্থ দীনী বিষয়ে উৎকোচ।

১১৯৫৩. হযরত উমর (রা.) বলেন, ঘুষ ও গণিকার অর্থ اَلسُّحْتُ এর শামিল।

১১৯৫৪. ইব্‌রাহীম নাখঈ (র.) বলেন, اَلسُّحْتُ অর্থ ঘুষ

১১৯৫৫. কাতাদা (র.) اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ এর ব্যাখ্যায় বলেন اَلسُّحْتِ হচ্ছে উৎকোচ।

১১৯৫৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, অবৈধ পয়সায় অর্থ উপার্জন ঘুষ গাভী বা ছাগীকে পাল দেওয়ার বিনিময়ে উপার্জিত অর্থ ঘুষ। কাজের বিনিময়ে উপার্জিত অর্থ ঘুষ। কুকুরের মূল্য ঘুষ।

১১৯৫৭. হযরত দাহ্‌হাক (র.) বলেন, اَلسُّحْتُ অর্থ বিচারকার্যে উৎকোচ।

১১৯৫৮. হযরত মাসরূক (র.) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (র.) কে اَلسُّحْتُ অর্থ জিজ্ঞাসা করি। তিনি বললেন, এর অর্থ উৎকোচ। আমি বললাম, বিচারকার্যে? তিনি বললেন, সে তো কুফ্‌রী।

১১৯৫৯. হযরত সুদ্দী (র.) اَلسُّحْتُ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এটা হচ্ছে ঘুষ।

১১৯৬০. সালামা ইবন কুহাইল (র.) হতে বর্ণিত যে, হযরত মাসরূক (র.) ও 'আলকামা (র.) اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ সম্পর্কে হযরত ইবন মাস্‌উদ (র.) কে প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি বললেন, এর অর্থ উৎকোচ। তারা বললেন, বিচারকার্যে? তিনি বললেন, সে তো কুফর। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ —আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী যারা ফয়সালা করে না, তারাই কাফির (সূরা মাইদা ঃ ৪৪)

১১৯৬১. মুসলিম ইবন সাবীহ (র.) বর্ণনা করেন, একবার মাসরূক (র.) এক ব্যক্তির প্রয়োজন মেটানোর জন্য কারও কাছে সুপারিশ করেছিলেন। সে তাঁকে একটি বাঁদী উপহার দেয়। এতে তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট হন। তিনি বললেন, তুমি এরূপ করবে জানলে আমি কখনই তোমার ব্যাপারে কথা বলতাম না। এবং ভবিষ্যতে আমি তোমার কোন প্রয়োজনে কারও কাছে কিছু বলব না। আমি হযরত ইবন মাস্‌উদ (র.) কে বলতে শুনেছি, কেউ কারোও কোন হক আদায় কিংবা জুলুম বন্ধের জন্য যদি সুপারিশ করে, এবং এর জন্য তাকে কোন উপহার দেওয়া হয় আর সে তা গ্রহণ করে, তবে এটাই হচ্ছে ঘুষ। তাঁকে বলা হল, হে আবু আবদুর রাহ্‌মান! আমরা তো বিচারকার্যে কোনরূপ লেন দেনকেই ঘুষ মনে করতাম। তিনি বললেন, বিচারকার্যে কোন কিছু গ্রহণ করা তো কুফরী।

১১৯৬২. হযরত ইবন আব্বাস (র.) আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, যাহুদীরা বিচারকার্যে উৎকোচ গ্রহণ করত এবং মিথ্যা ফয়সালা দিত।

১১৯৬৩. হযরত মাসরূক (র.) বলেন, আমি السُّحْتَ সম্পর্কে হযরত ইবন মাসউদ (র.) কে জিজ্ঞেস করলাম যে, এটা কি বিচারকার্যে ঘুষ? তিনি বললেন, না; আল্লাহ পাক যে বিধান দিয়েছেন তদনুযায়ী যে ব্যক্তি বিচার না করে সে কাফির, আল্লাহ পাক যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী যে ব্যক্তি বিচর না করে, সে জালিম এবং আল্লাহ পাক যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী যে বিচার না করে সে ফাসিক। বস্তুত: কোন জুলুম বন্ধের জন্য কেউ তোমার সাহায্য চাইল, তুমি তাকে সাহায্য করলে। এবং সে তোমাকে কোন কিছু উপহার দিল, তুমি তা গ্রহণ করলে আর এটাই হচ্ছে ঘুষ।

১১৯৬৪. আবদুল্লাহ ইবন হুবায়রা সাবাঈ (র.) বলেন, তিনটি বিষয়ে ঘুষের অন্তর্ভুক্ত, অবৈধ অথt— বিচারকার্যে উৎকোচ এবং জাহেলী যুগে গণকদেরকে প্রদত্ত অর্থ

১১৯৬৫. হযরত 'আলী ইবন আবু তালেব (র.) বলেন, ক্ষৌবকারের উপার্জন, ব্যভিচার লব্ধ অর্থ, কুকুরের মূল্য, বিচারে কৃত্রিমতা, গাভী বা ছাগীকে পাল দেওয়ার বিনিময় প্রদত্ত অর্থ, গণকের ফী, বিচারকার্যে উৎকোচ মদের মূল্য এবং মরার মূল্য سُحْت এর অন্তর্ভুক্ত।

১১৯৬৬. ইবন যায়দ (র.) اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ বিচারকার্যে উৎকোচ।

১১৯৬৭. হযরত 'উমর-এর নাতী উমর ইব্‌ন হামযা (র.) এর সূত্রে বর্ণিত যে, রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মানবদেহে سُحْت যে পুষ্টি যোগায়, তা জাহান্নেমেরই উপযুক্ত। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল سُحْت কি ? তিনি বললেন, বিচারকার্যে উৎকোচ গ্রহণ।

১১৯৬৮. হাকাম ইবন আবদুল্লাহ (র.) বলেন, আমাকে হযরত আনাস ইবন মালিক (র.) বলেছেন, তুমি যখন তোমার পিতার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তাকে বলো যে, ঘুষ থেকে সাবধান হও। কেননা এটা سُحْت উল্লেখ্য তাঁর পিতা মদীনার পুলিশ কর্মকর্তা ছিল।

১১৯৬৯. হযরত 'আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, ঘুষ হচ্ছে سُحْت মাস্‌রূক (র.) বলেন, আমরা তাঁকে *জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি বিচারকার্যে? তিনি বললেন না। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন -*

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ

আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফির (সূরা মায়িদা ঃ ৪৪)।

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই জালেম(মাইদা '৪৫) ।

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ

আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদনুযায়ী যারা বিচার মীমাংসা করে না, তারাই ফাসিক (মাইদা ঃ ৪৭)।

اَلسُّحْتُ।এর আসল অর্থ ক্ষুধার উম্মাদনা। যার কোন কিছুতে কখনও ক্ষুধা মেটে না, তাকে বলা হয় فلان مسحوت المعدة এবং এর সাথে তুলনা করেই ঘুষকে اَلسُّحْتُ। বলা হয়। অর্থাৎ ঘুষের বস্তুর প্রতি ঘুষখোরের যে লালসা, তা যেন খাদ্যের প্রতি ক্ষুধাতুরের লালসার অনুরূপ। এখান থেকেই استحته ও سحته। শব্দদ্বয়ের উৎপত্তি যা আরবী ভাষাভাষীদের থেকে বর্ণিত। কবি ফারাযদাক ইবন গালিব বলেন,

وَعَضُّ زَمَانٍ يَاابْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدَعْ – مِنَ الْمَالِ اِلاَّ مُسْحَتًا اَوْ مُجَلَّفُ

তিনি سُحْتٌ দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, যা খেয়ে সমূলে নিঃশেষ করা হয়েছে। শ্লোকটির অর্থ—

'হে মারওয়ান তনয়! কালের কামড় কোন সম্পদই অবশিষ্ট রাখেনি; সব খেয়ে সমূলে শেষ করেছে।

কুরআন মাজীদে আছে فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ অর্থাৎ তা হলে তিনি তোমাদের শাস্তি দ্বারা সমূলে ধ্বংস করবেন (সূরা তাহা ঃ ৬১)।

আরবগণ মাথামুন্ডন কালে ক্ষৌরকারকে বলে থাকে اسحت الشعر। অর্থ্যাৎ চুলগুলি গোড়া হতে ফেলে দাও!

فَاِنْ جَاؤُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, فَاِنْ جَاؤُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ-এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, হে নবী! ব্যভিচারকারী স্ত্রীলোকটির গোত্রের লোকেরা যারা এখনও পর্যন্ত আপনার কাছে আসেনি, যদি তারা আপনার কাছে অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হয়, তবে আপনি ইচ্ছা করলে তাদের মাঝে ফয়সালা করতে পারেন। তখন আপনাকে ফয়সালা করতে হবে মহান আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী, যা তিনি স্ত্রী লোকটির অনুরূপ ব্যভিচার কর্মের জন্য নির্ধারণ করেছেন। আর ইচ্ছা করলে আপনি তাদেরকে উপেক্ষাও করতে পারেন। ফলে বিচার ভার তাদের প্রতিই ন্যস্ত থাকবে। আপনার ইখতিয়ার আছে এ দুয়ের যে কোনটি অবলম্বন করতে পারেন। আমি যে ব্যাখ্যা করেছি, আরোও অনেকেই এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

১১৯৭০. হযরত মুজাহিদ (র.) اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইয়াহুদীদের মধ্যে নিম্নজাত এক ব্যক্তি ব্যভিচার করেছিল। তারা তাকে রজম এর শাস্তি প্রদান করে। তারপর তাদের অভিজাত এক ব্যক্তি ব্যভিচার করে । এবারে মুখে কালিমেখে তাকে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরায়।

তারপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এ সম্পর্কে ফয়সালা প্রার্থনা করে। তাদের আশা ছিল, তিনি তাদের সাথে একমত হবেন। কিন্তু তিনি তাকে রজম করতে বলেন, তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের ধর্ম যাজকদেরকেও ডেকে আন। তারা হাজির হলে তিনি তাদেরকে মহান আল্লাহর কসম দিয়ে বললেন, তোমরা কি তাওরাতে এ বিধান পাওনি? তারা তা গোপন করে কিন্তু তাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ও ট্যারাচোখা এক ব্যক্তি ছিল ব্যতিক্রম। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল। তারা আপনার কাছে মিথ্যা বলেছে। তাওরাতে এ বিধান আছে।

১১৯৭১. ইমাম ইবন শিহাব যুহরী (র.) বলেন, সূরা মাইদার فَاِنْ جَاؤُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ এ আয়াতটি রজম সম্পর্কে অবতীর্ণ।

১১৯৭২. হযরত ইবন 'আব্বাস (র.) বলেন, ইয়াহুদীরা এমন এক মহিলার শাস্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট হাজির হয়, যে যিনা করেছিল। তিনি তাদের বললেন, তাওরাতে এর কি কি বিধান পেয়েছ? তারা বলল, আমরা তাকে রজম করার জন্য আদিষ্ট। রাসূলুল্লাহ (সা.) তদনুসারে তাকে রজ্‌ম করতে বললেন। সুতরাং তাকে রজম করা হয়। আল্লাহ তা'আলা তো বলেছেন, "আপনি যদি তাদেরকে উপেক্ষা করেন, তবে তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর যদি বিচার -নিষ্পত্তি করেন তবে ন্যায় বিচার করবেন। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।

১১৯৭৩. হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন কাছীর (র.) فَاِنْ جَاؤُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ- এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইয়াহুদীয়া প্রথম দিকে ব্যভিচারের যথা বিহিত শাস্তি প্রদান করত। অবশেষে তাদের অভিজাত শ্রেণীর এক যুবক ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। তখন তারা একে অপরকে বলল, এর জ্ঞাতী গোষ্ঠীরা তোমাদেরকে রজম করতে দেবে না। তার চেয়ে তোমরা তাকে দোররা মার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাও।

সে মতে তারা তাকে দোর্‌রা মারল এবং গাধার পিঠে পশ্চাৎমুখো করে বসিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরালো। এর পরে তাদের নিম্নশ্রেণীর একটি লোক ব্যভিচার করলে তারা তাকে রজম করতে চাইল। অপর এক দল বলল, এই যদি কর তবে এর পূর্বের লোকটিকে কেন রজম করলে না? তাকে যে শাস্তি দিয়েছ, একেও সেই শাস্তি দিতে হবে। ইতোমধ্যে প্রিয়নবী শুভাগমন করলেন। তারা বলল, এই নবীর কাছে জিজ্ঞেস করে দেখ, হয়ত তোমরা তার কাছে কোন সুযোগ পাবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হল।

অন্যান্য আফসীরকারগণের মতে এ আয়াত এক নিহত ইয়াহুদী সম্পর্কে অবতীর্ণ। তাদেরই কারও হাতে সে নিহত হয়েছিল।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৯৭৪. ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, আয়াতটি বানু নাযীর ও বানু কুরায়যার দিয়াত (রক্তপণ) সম্পর্কে অবতীর্ণ। বানু নাযীর ছিল সম্ভ্রান্ত। তাদের কেউ নিহত হলে পূর্ণ দিয়াত আদায় করে নিত। পক্ষান্তরে বানু কুরায়যা লাভ করত অর্ধ দিয়াত। তারা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট অভিযোগ উত্থাপন করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল করেন। প্রিয়নবী (সা.) তদনুসারে তাদেরকে ফয়সালা দান করেন এবং উভয় পক্ষের দিয়াত সমান করে দেন। হাদীসের সূত্রে বর্ণিত, ইবন ইসহাক বলেন, আল্লাহ তা'আলাই জানেন প্রকৃত অবস্থা কি।

১১৯৭৫. ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেন, মদীনায় বানু কুরায়যা ও বানু নাযীর নামে দুটি ইয়াহুদী গোত্র ছিল। বানু নাযীর বানু কুরায়যা অপেক্ষা বেশী মর্যাদাবান ছিল। ফলে বানু কুরায়যা বানু নাযীরের কোন লোককে হত্যা করলে তার পরিবর্তে কিসাস নিত। পক্ষান্তরে বানু নাযীরের কোন লোক বানু কুরায়যার কাউকে হত্যা করলে একশ' ওয়াসাক খেজুর আদায় করত। রাসূলে কারীম (সা.) এর আবির্ভাবের পর বানু নাযীরের এক ব্যক্তি বানু কুরায়যার একটি লোককে হত্যা করেছিল। তারা বলল, ঘাতককে আমাদের হাতে ন্যস্ত কর। কিন্তু অপর পক্ষ উত্তর দিল, আল্লাহর রাসূল তোমাদের ও আমাদের মাঝে মীমাংসা করবেন। এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়।

১১৯৭৬. ইবন যায়দ (র.) বলেন, হুয়াই ইবন আখতাব ছিল বানু নাযীর গোত্রের লোক। তার ফয়সালা ছিল যে, বানু নাযীরের কাউকে হত্যা করা হলে বিনিময়ে দুই দিয়াত এবং বানু কুরায়যার নিহতের পরিবর্তে এক দিয়াত আদায় করতে হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (সা)-কে এতদসংক্রান্ত তাওরাতের বিধান জানিয়ে দিলেন যে, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ তাদের জন্য তাতে বিধান দিয়েছিলেন যে, প্রাণের বদলে প্রাণ (সূরা মাইদা ঃ ৪৫)। এমতাবস্থায় বানু কুরায়যা আর হুয়াই ইবন আখতাবের মীমাংসায় রাজী থাকল না। তারা বলল, আমরা মুহাম্মদ (সা.) কে বিচারক মানব। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন- فَاِنْ جَاؤُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ তারা যদি আপনার নিকট আসে, তবে তাদের বিচার নিষ্পত্তি করুন, কিংবা তাদেরকে উপেক্ষা করুন। এতে প্রিয় নবী (সা.) কে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। এর পর আল্লাহ বলেন, وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ তারা আপনার উপর কিরূপে বিচার ভার ন্যস্ত করবে, অথচ তাদের নিকট তাওরাত রয়েছে? (৫ঃ৪৩)

তাদের একটি নিয়ম ছিল যে, কোন অভিজাত লোক নিম্ন শ্রেণীর কোন নারীর সাথে ব্যভিচার করলে সে নারীকে রজম করা হত, কিন্তু অভিজাত লোকটিকে দেওয়া হত অন্য শাস্তি। তারা তার মুখে কালি মাখিয়ে দিতো এবং উটে চড়িয়ে ঘুরাত তার মুখ রাখত উটের পেছনের দিকে । অপরপক্ষে কোন নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তি যদি কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার সাথে ব্যভিচার করত তবে উক্ত পুরুষকে রাজম করত এবং মহিলাকে দিত উপরোক্ত বিকল্প শাস্তি। রাসূলে কারীম (সা.) মদীনায় আগমণ করার পর তারা তাঁর সম্মুখে এরূপ একটি বিচার পেশ করে। তিনি স্ত্রীলোকটিকে রাজম করার ফয়সালা দেন।

ইবন যায়দ (র.) বলেন, প্রিয়নবী (সা.) তাদেরকে বলেছিলেন, তোমাদের মধ্যে তাওরাতের সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী কে? তারা বলল, ট্যারা চোখওয়ালা ব্যক্তি। তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন। এরপর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তাওরাত গ্রন্থে তুমিই কি সবচেয়ে পারদর্শী? সে বলল, ইয়াহুদীদের ধারণা। তিনি বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহ তা'আলার শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আরও শপথ দিচ্ছি তাওরাত গ্রন্থের, যা তিনি হযরত মুসা (আ) এর প্রতি সিনাই মরুর অন্তর্গত তূর পর্বতে নাযিল করেছিলেন,বল তো তুমি তাওরাতে ব্যভিচারীদের সম্পর্কে কি শাস্তি পেয়েছ? সে বলল, হে আবুল কাসিম! তারা নিম্নশ্রেণীর নারীকে রজম করে এবং উচ্চ শ্রেণীর পুরুষকে উটে চড়িয়ে ঘুরায়, তার মুখে কালি মাখায় এবং চেহারা রাখে উটের পেছনের দিকে। আর নীচ শ্রেণীর পুরুষ ভদ্র ঘরের নারীর সাথে ব্যভিচার করলে তাকে রজম করে এবং সে নারীকে দেয় উপরোক্ত শাস্তি।

প্রিয়নবী (সা.) তাকে বললেন, আমি তোমাকে শপথ দিচ্ছি আল্লাহর এবং সেই তাওরাতের, যা তিনি সিনাই মরুর অন্তর্গত তূর পাহাড়ে হযরত মুসার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। বল তো তাওরাতে তুমি কি পেয়েছ? সে এর জবাব এড়িয়ে যাওয়ার চেস্টা করল। রাসূলে কারীমও (সা.) তাকে আল্লাহ তা'আলা ও তাওরাতের শপথ দিতে লাগলেন। অবশেষে সে বলল, হে আবুল কাসিম! তাওরাতে বলা হয়েছে, "বয়স্ক নর-নারী ব্যভিচার করলে উভয়কে অবশ্যই রজম কর।" তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, এরও বিচার তাই হবে। তোমরা উভয়কে নিয়ে যাও এবং রজম কর।

'আবদুল্লাহ (র.) বলেন, যারা তাদেরকে পাথর নিক্ষেপ করেছিল, আমিও তাদের একজন। পুরুষ লোকটি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত স্ত্রীলোকটিকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিল এবং সে নিজেকে দিয়ে মহিলাকে প্রস্তারাঘাত হতে বাঁচাবার চেস্টা করছিল।

তাফসীরকারগণের মধ্যে এ বিষয়ে একাধিক মত রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতের বিধান কি আজও বাকি আছে? যিম্মীরা যদি মুসলিম শাসক ও বিচারকের কাছে অভিযোগ নিয়ে আসে তবে তার কি বিচার নিষ্পত্তি বা উপেক্ষা করার ইখতিয়ার রয়েছে, যেমন ইখতিয়ার এ আয়াতে রাসূলে কারীম (সা.) কে দেয়া হয়েছিল? নাকি এ আয়াতের বিধান রহিত হয়ে গেছে?

অনেকে বলেন, এ বিধান এখনও বলবত আছে। কোন কিছু দ্বারা এটা রহিত হয়ে যায়নি। এ আয়াতের ভিত্তিতে সর্বকালেই শাসক ও বিচারকদের জন্য এখতিয়ার বাকি রয়েছে। যেমন ছিল প্রিয় নবী সল্লাল্লাহ আল্লায়হি ওয়া সাল্লামের জন্য।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৯৭৭. ইব্‌রাহীম নাখঈ (র.) ও ইমাম শা'বী (র.) বলেন, কোন মুশরিক যদি তোমার নিকট কোন বিচার নিয়ে আসে তবে ইচ্ছা করলে তুমি আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী বিচার -নিষ্পত্তি করতে পার কিংবা উপেক্ষাও করতে পার।

১১৯৭৮. অপর এক সূত্রে বর্ণিত। ইমাম শা'বী (র.) ও ইব্‌রাহীম নাখঈ (র.) বলেন, মুশরিকরা যদি তোমার নিকট কোন অভিযোগ নিয়ে আসে তা হলে তুমি তাদের মাঝে বিচার নিস্পত্তি কর অথবা তাদেরকে পরিহার কর। বিচার -নিষ্পক্তি করলে তা বিধান অনুসারেই করবে; তা লংঘন করে অন্য কোন ফয়সালা প্রদান করতে পারবে না।

১১৯৭৯. আরও একটি সুত্রে বর্ণিত। ইবরাহীম নাখঈ (র.) ও ইমাম শা'বী (র.) আয়াতংশের ব্যাখ্যায় বলেন, বিচারক ইচ্ছা করলে বিচার নিষ্পত্তি করতে পারে, কিংবা নাও করতে পারে।

১১৯৮০. 'আতা (র) বলেন, বিচার-নিষ্পত্তি করা বা না করা দু'টোরই এখতিয়ার আছে।

১১৯৮১. আহলে কিতাবীগণ যদি কোন অভিযোগ নিয়ে আসে, তবে ইসলামের বিধান অনুযায়ী তাদের মাঝে বিচার নিষ্পত্তি কর অথবা বিষয়টি তাদের উপর ছেড়ে দাও, তারাই এর ফয়সালা করবে। তবে চুরি ও হত্যার বিচার এর ব্যতিক্রম।

১১৯৮২. ইবন জুরায়জ (র.) বলেন, আমাকে 'আতা (র.) বলেছেন, আমরা ইখতিয়ারপ্রাপ্ত ; ইচ্ছা করলে আহলে কিতাবীদের মাঝে বিচার নিষ্পত্তি করতে পারি কিংবা তা নাও করতে পারি। তবে বিচার নিষ্পত্তি করলে আমাদের বিধান অনুযায়ীই করতে হবে। আর উপেক্ষা করলে তারা তাদের নিজেদের নিয়মানুসারে ফয়সালা করবে।

১১৯৮৩. মৃগীরা (র.) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌রাহীম নাখঈ (র.) ও ইমাম শা'বী (র.) আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন অমুসলমানরা যদি মুসলমান শাসকের নিকট বিচার নিয়ে আসে, তবে তিনি ইচ্ছা করলে বিচার নিষ্পত্তি করতে পারেন কিংবা উপেক্ষাও করতে পারেন। বিচার -নিষ্পত্তি করলে আল-কুরআনের বিধান অনুসারেই করতে হবে।

১১৯৮৪. কাতাদা (র.) বলেন, আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, তারা আপনার নিকট এলে আল্লাহ পাক প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী বিচার-নিষ্পত্তি করুন অথবা তাদেরকে উপেক্ষা করুন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বিষয়টিকে প্রিয়নবী (সা.) এর ইচ্ছাধীন রেখেছেন। ইচ্ছা করলে বিচার-নিষ্পত্তি করবেন, আর ইচ্ছা করলে তাদেরকে উপেক্ষা করবেন।

১১৯৮৫. ইব্‌রাহিম নাখঈ (র.) ও ইমাম শা'বী (র.) বলেন, মুশরিকরা যদি তোমার নিকট কোন বিচার নিয়ে আসে তবে ইসলামের বিধান অনুযায়ী বিচার নিষ্পত্তি কর, অন্য কোন ফয়সালা দিও না; অথবা তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং বিষয়টিকে তাদের স্বধর্মীয়দের উপর ছেড়ে দাও।

অন্যান্য আফসীরকারগণের মতে এ ইখতিয়ার রহিত হয়ে গেছে। অমুসলমানরা কোন বিচার নিয়ে এলে মুসলিম শাসকের জন্য তাদের মাঝে ন্যায়ানুগ ফয়সালা করা অবশ্য কর্তব্য, তাদেরকে উপেক্ষা করার অধিকার তার নেই।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৯৮৬. ইকারিমা (র.) ও হাসান বসরী (র.) বলেন فَاِنْ جَاؤُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ আয়াতটির নির্দেশ وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ (সূরা মাইদাঃ ৪৯) দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

১১৯৮৭. সুদ্দী (র.) বলেন, আমি ইকরিমা (র.) কে বলতে শুনেছি, এ আয়াতটির বিধান وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ- দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

১১৯৮৮. অপর এক সূত্রে বর্ণিত। ইকারিমা (র.) বলেন, وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ দ্বারা আলোচ্য আয়াতের বিধান মানসুখ হয়ে গেছে।

১১৯৮৯. ইবন ওয়াকী' (র.) এর সূত্রে বর্ণিত। মুজাহিদ (র.) বলেন, সূরা মাইদার কোন আয়াতের বিধান রহিত হয়নি। এ দুটি আয়াতের বিধান ব্যতীত وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ (সূরা মায়িদা ঃ ৪৯)। يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لاَ تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْىَ وَلاَ الْقَلاَئِدَ।হে মু'মিনগণ, তোমরা পবিত্রতা নষ্ট কর না আল্লাহর নিদর্শনের, পবিত্র মাসের, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশুর, গলায় পরান চিহ্ন বিশিষ্ট পশুর। اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ। (সূরা মাইদা ঃ২)। এ আয়াতকে রহিত করেছে সূরা তাওবার আয়াত وَاَنِ احْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে (তাওবা ঃ৫)।

১১৯৯০. মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَاَنِ احْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ দ্বারা আলোচ্য আয়াতটি রহিত হয়েছে।

১১৯৯১. কাতাদা (র.) বলেন, فَاِنْ جَاؤُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ আয়াতে ইয়াহুদী সম্প্রদায়ক বোঝান হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তার নবীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন তাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি করেন। সেই সাথে এই ইখতিয়ারও দিয়েছিলেন যে, ইচ্ছা করলে তিনি তাদেরকে উপেক্ষাও করতে পারেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ হতে فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلاَتَتَّبِعْ اَهْوَاَهُمْ পর্যন্ত (মায়িদা ঃ ৪৮) আয়াতটি নাযিল করেন এবং এতে আল্লাহ পাকের বিধান অনুযায়ী তাদের মাঝে বিচার নিষ্পত্তি করাকে প্রিয়নবী (সা.) এর প্রতি বাধ্যতামুলক করেছেন এবং পূর্বে প্রদত্ত ইখতিয়ার রহিত করেছেন।

১১৯৯২. 'আব্দুল কারীম জাযারী (র.) বর্ণনা করেন, 'উমর ইবন 'আব্দুল আযীয (র.) 'আদী ইবন 'আদী (র) এর কাছে ফরমান পাঠান যে, তোমার কাছে আহলে কিতাবীরা কোন বিচার নিয়ে এলে তুমি তাদের বিচার নিষ্পত্তি কর।

১১৯৯৩. 'ইকরিমা (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতটি وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

১১৯৯৪. ইমাম যুহরী (র.) فَاِنْ جَاؤُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, পূর্বে নিয়ম ছিল আহলে কিতাবীদের পারস্পরিক অধিকার ও মীরাছ সংক্রান্ত বিষয়গুলো বিচার-নিষ্পত্তি তাদের স্ব-ধর্মীয়দের উপরই ন্যস্ত করা হত, তবে তারা কোন বিচারের জন্য এলে আল্লাহ পাকের কিতাব অনুযায়ী তাদের মাঝে ফয়সালা দেওয়া হত।

১১৯৯৫. হযরত সুদ্দী (র.) বলেন, فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ -নাযিল হওয়ার পর রাসূলে কারীম সাল্লা'ল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইচ্ছা হলে তাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি করতেন অথবা তাদেরকে উপেক্ষা করতেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ ইখতিয়ার রহিত করে দেন। তিনি নাযিল করেন فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ -এর দ্বারা তাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি করাকে তার জন্য বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়।

১১৯৯৬. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন সূরা মায়িদার দু'টি আয়াত রহিত হয়ে গেছে। তন্মধ্যে একটি কালাইদ (গলায় পরানো চিহ্ন বিশিষ্ট পশু সংক্রান্ত)-এর আয়াত এবং দ্বিতীয়টি فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ এ আয়াত অনুযায়ী প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ইখতিয়ারপ্রাপ্ত ছিলেন যে, ইচ্ছা হলে তিনি তাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি করতে পারতেন এবং ইচ্ছা হলে উপেক্ষাও করতে পারতেন। পরবর্তীতে তা রহিত করে এই নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তারা বিচার নিয়ে আসলে আমাদের কিতাবের বিধান অনুযাযী তাদের মাঝে অবশ্যই বিচার নিষ্পত্তি করতে হবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.)বলেন, আমার নিকট তাদের মতই বিশুদ্ধ, যারা বলেন, এ আয়াতের বিধান এখনও বলবত রয়েছে-রহিত হয়নি। মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম সংখ্যালঘুরা যদি বিচারকের নিকট কোন মকদ্দমা পেশ করে, তবে তার জন্য এখনও এই ইখতিয়ার রয়েছে যে, ইচ্ছা করলে তিনি তাদের মাঝে বিচার নিষ্পত্তি করবেন অথবা তাদেরকে উপেক্ষা করবেন, যেমন এরূপ ইখতিয়ার আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ আয়াতে দান করেছিলেন।

আমি যে এ মতকে বিশুদ্ধতর বলেছি, তার কারণ, যারা বলেন, এ আয়াতের নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে, তাদের মতে এর রহিতকারী আয়াত হলো وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ (মায়িদা-৪৯)। অথচ আমি আমার রচিত গ্রহ 'কিতাবুল-বায়ান' আন উসূলি'ল আহকাম'-এ একথা প্রমাণ করে দেখিয়েছি যে, একটি বিধান অপর বিধানের রহিতকারী তখনই হতে পারে, যখন তা সর্বতোভাবে পূর্ববর্তী বিধানের পরিপন্থী হয়, যার ফলে উভয় বিধান কোনদিক থেকেই একত্র হতে পারে না। বিষয়টি যখন এমন এবং সেই সাথে وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ-এর এ অর্থ করাও অবান্তর নয় যে, তাদেরকে উপেক্ষা করার ইখতিয়ার অবলম্বন না করে, বরং বিচার-নিষ্পত্তি করাই যদি তোমার সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে আল্লাহ

পাকের দেওয়া বিধান অনুযায়ী তাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি কর। কেননা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিচার-নিষ্পত্তি করা না করার ইখতিয়ার তার রয়েছে। এতদ্বারা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ-আয়াতটি فَاِنْ جَاؤُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْئًا وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ-এর রহিতকারী হতে পারে না; বরং وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ -এর অনুরূপ অর্থ জ্ঞাপক।

সার কথা, আয়াতে বাহ্যত: এমন কোন প্রমাণ নাই, যদ্বারা বোঝা যায় এক আয়াত দ্বারা অন্য আয়াত রহিত হয়ে গেছে এবং একটি দ্বারা অন্যটির বিধানে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতেও রহিত হওয়ার পক্ষে বিশুদ্ধ কোন হাদীস পাওয়া যায় না কিংবা এর উপর উম্মতের কোন ঐকমত্যও সংঘটিত হয়নি। কাজেই, আমাদের কথাই সঠিক সাব্যস্ত হয় যে, আয়াত দু'টি একটি অন্যটির সমর্থক এবং একটির নির্দেশ অন্যটির সহায়ক-একটি অন্যটির রহিতকারী নয়।

وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْئًا -এর অর্থ-হে মুহাম্মদ, আপনি যদি বিচারপ্রার্থী কিতাবীদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি না করে বিষয়টিকে তাদের নিজেদের উপর ন্যস্ত রাখেন তা হলে তারা আপনাদের দীনী বা দুনিয়ারী কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কাজেই বিচার-নিষ্পত্তি না করা পছন্দ করলে আপনি নিশ্চিন্তে তা করতে পারেন।

وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা)! বিচারপ্রার্থী কিতাবীদের মাঝে যদি বিচার-নিষ্পত্তির ইচ্ছা করেন, তবে ন্যায়ানুগভাবে তা সম্পন্ন করুন। ন্যায়চিার বলতে কুরআন মাজীদে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উম্মতে মুহাম্মাদীকে দেওয়া বিধানকে বোঝান হয়েছে। তাফসীর বেত্তাগণ থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১১৯৯৭. ইয়া'কূব ইবন ইবরাহীম (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত। হযরত ইবরাহীম (র.) ও ইমাম শা'বী (র.) বলেন, وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ এর অর্থ, তিনি যদি তাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি করতে চান তবে তা কিতাবুল্লাহর বিধান অনুযায়ী করতে হবে।

১১৯৯৮. সুফয়ান (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত। ইবরাহীম (র.) বলেন, وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ-এর মাঝে প্রিয়নবী (সা.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তিনি যেন রজমের ফয়সালা দেন।

১১৯৯৯. মুছান্না (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত যে, ইবরাহীম আত-তায়মী (রা.) وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ এর মাঝে الْقِسْطِ। বলে রাজম বোঝানা হয়েছে।

১২০০. মুজাহিদ (র.) القسط। অর্থ করেছেন العدل।-অর্থাৎ ন্যায় বিচার।

১২০০১. ইব্রাহীম আত-তায়মী (র.) হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ এর মাঝে প্রিয় নবী (সা.)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি যেন তাদের মাঝে রজমের ফয়সালা দেন।

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ। যারা মানুষের মাঝে ন্যায় বিচার করে , আল্লাহর কিতাবে প্রদত্ত এবং রাসূলদের নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাদের ভাল বাসেন।

বলা হয় الحاكم فى حكمه ।قسط। বিচারক ন্যায় বিচার করেছেন এবং সঠিক ফয়সালা দিয়েছেন। এর বর্তমান-ভবিষ্যত ক্রিয়া يُقسطُ এবং ক্রিয়ামূল قسطا। পক্ষান্তরে قسط অর্থৎ জুলম বা সীমালংঘন যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاَمَّا الْقَاسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا অর্থাৎ অপরপক্ষে সীমালংঘনকারীরা তো জাহান্নামেরই ইন্ধন (সূরা জিন্ন ঃ ১৫)

মহান আল্লাহর বাণী—

(٤٣) وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۟

৪৩. আর তারা কিভাবে আপনাকে হাকিম মানবে? তাদের নিকট তওরাত রয়েছে, তাতে আল্লাহর হুকুম বর্তমান। অথচ তারা এতদসত্ত্বেও মুখ ফিরায়ে নেয়। আর তারা আদৌ মু'মিন নয়।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ (সা.) ইয়াহূদীরা কিভাবে আপনার উপর বিচার ভার ন্যস্ত করবে এবং তাদের মাঝে আপনাকে বিচারক হিসেবে মেনে নিবে, যেখানে তাদের কাছে তাওরাত গ্রন্থ রয়েছে, যা আমি মূসা নবীর প্রতি নাযিল করেছিলাম এবং তারা তাকে সত্য কিতাব বলে স্বীকারও করে? তারা বলে তাওরাত আমারই কিতাব আমি তা আমার নবীর প্রতি অবতীর্ণ করেছি এবং তাতে যা কিছু বিধান আছে, তা আমারই প্রদত্ত। তারা আরও জানে এবং মনে প্রাণে বিশ্বাসও করে, তারা কখনও তাওরাতকে অস্বীকার করে না। এর কোন বিধান তারা প্রত্যাখ্যান করে না। তারা জানে যে, তাতে আমি বিবাহিত ব্যভিচারীর জন্য রজমের শাস্তি স্থির করেছি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাওরাতে প্রদত্ত আমার বিধান জেনেও তদনুযাযী ফয়সালা বর্জন করে। বস্তুত: এটি আমার প্রতি তাদের সুস্পষ্ট অবাধ্যতা।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যদিও প্রিয়নবী সাল্লা'ল্লাহ'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারাই যাহূদীদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে। যাদের সম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলছেন, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়। তোমরা আমার নবী মুহাম্মদ সাল্লা'ল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিচার কি করে স্বীকার করবে , যেখানে তাঁর নবুওয়াত অস্বীকার করছ ও তাঁকে প্রত্যাখ্যান করছ? তদুপরি তোমরা তো আমার সেই বিধানও পরিত্যাগ করছ, যে সম্পর্কে তোমাদের স্বীকারোক্তি হচ্ছে যে, তা সত্য, তোমাদের জন্য অবশ্য পালনীয় এবং আল্লাহর পক্ষ হতে আগত মূসা কর্তৃক আনীত? তোমরা তো মূসা 'আলায়হিস সালামের নবুওয়াত স্বীকার কর। তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে আমি যে বিধান দিয়েছি,তা-ই যখন তোমরা পরিত্যাগ করেছ, তখন আমার নবী মুহাম্মদ (সা.) তোমাদেরকে আমার যে ফয়সালা শোনাবেন, তা যে প্রত্যাখ্যান করবে, সে তো বলাই বাহুল্য। যেহেতু তোমরা তাঁর নবুওয়াতই স্বীকার কর না।

এর পর আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত ইয়াহূদী ও তাদের অনুরূপ সত্যত্যাগী ও মহান আল্লাহর বিধান লংঘনকারীদের সম্পর্কে সংবাদ দিতে গিয়ে বলছেন যে, وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ অর্থাৎ নবীর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে যে বিধান দেন, তা থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী নয়, তাঁর তাওহীদ ও নবীর নবুওয়াত স্বীকার করে না। কেননা মু'মিন বান্দাদের নীতি এরূপ নয়।

يَتَوَلَّى ক্রিয়াটি اَلتَّوَلِّى (হতে উৎপন্ন)-এর অর্থ কোন কিছু হতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া তাফসীরকারীগণ থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে যেমন,

১২০০২. হযরত 'আব্দু'ল্লাহ ইবন কাছীর (র.) ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدَ ذَلِكَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের মুখ ফেরানো বলতে তারা মহান আল্লাহর কিতাবের যে সব বিধান ত্যাগ করেছিল, তাই বোঝানো হয়েছে।

১২০০৩. হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰيةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰه। এর ব্যাখ্যায় বলেন, فِيْهَا حُكْمُ اللّٰه (তাতে আছে মহান আল্লাহর আদেশ)-এর অর্থ মহান আল্লাহর স্থিরীকৃত শাস্তি। আল্লাহ তা'আলা তাওরাতে এ বিধান ঘোষণা করেছেন।

১২০০৪. হযরত কাতাদাহ= (র.) বলেন, وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰيةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰه অর্থাৎ তারা তাদের নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে নিজেরা যে বিবাদে লিপ্ত ছিল, তাতে ছিল তার সুস্পষ্ট ফয়সালা। কিন্তু তথাপি তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

১২০০৫. হযরত সুদ্দী(র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদী সম্প্রদায়কে তিরস্কার করে বলেছেন,- كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰيةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰه এতে মহান আল্লাহর আদেশকে রাজ্‌ম বলা হয়েছে।

অষ্টম খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা (উ.) /১৯৯৯-২০০০/অঃ সঃ/৪৪১৭-৬২৫০